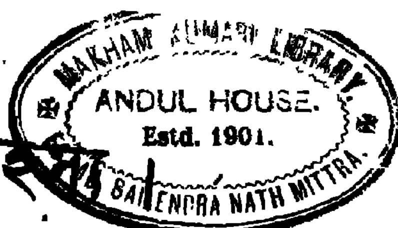
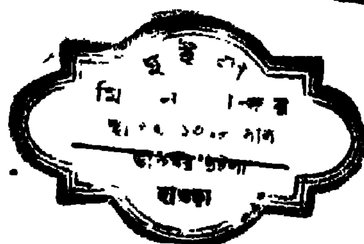


মিত্র-রহস্য



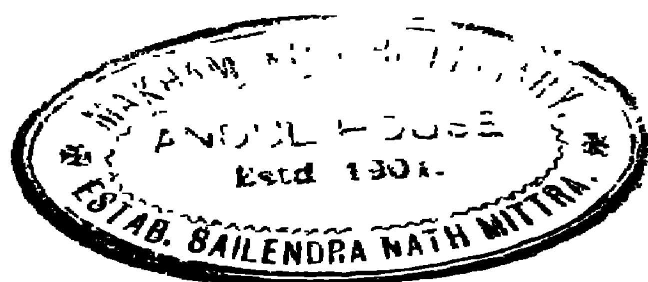
শ্রীবিহারীলাল মিত্র প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

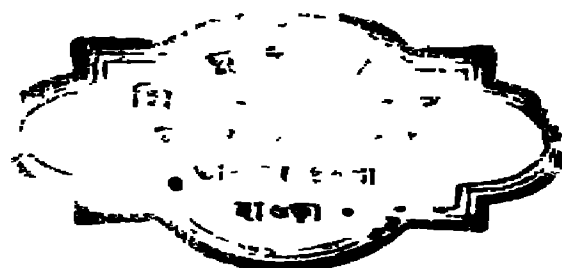
করোনেশন্ প্রেস, কলিকাতা।

[illegible] না। [illegible] দিবেন না।
[illegible] মধ্যে, [illegible] দিবেন।
শকাব্দা ১৮২৫।

বিষয়াবলী।

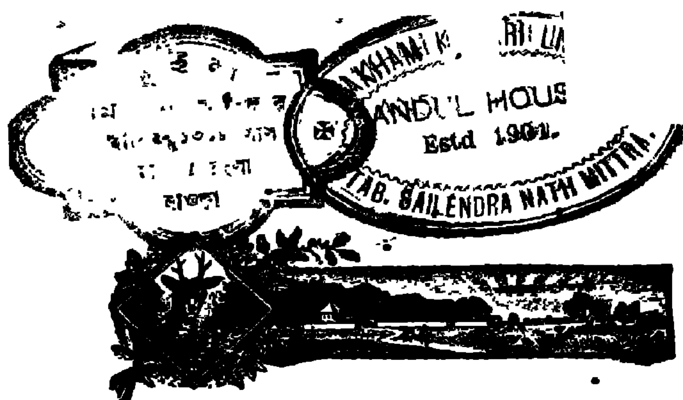


চিন্তা-রহস্য ।



যাহা কিছু পাবেনা বৈকুণ্ঠ কৈলাসেতে,
তাহা পাবে, পাবে পাবে মিত্র ওকসেতে।

বি, মিত্র।



চিন্তা-রহস্য।

“এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই” তাতে আবার অনেক ভাই,
মাথার খেলা যত কিছুই, সবই হি ছাই, ছাই, ছাই।
ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই,
সত্য হই ভাই ভাই ভাই।

প্রথম অধ্যায়।

এক ও বহু।

“এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই” এই কথার গাঁথাটি অতি সুন্দর ও মনোহর। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে ইহার মত উৎকৃষ্ট গাঁথা আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদেশে নানা বিষয়ের নানা তর্ক বিতর্ক হয়, নানা মতামত প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহার কেহ শত্রু নাই, ফলতঃ সকলেই এক মতাবলম্বী। পৃথীবিতে যত দর্শন আছে, হইয়া গিয়াছে ও বোধ

হয় হইবে, সকলই এক খালি নামের ভেদ মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আমরা সমস্ততেই ভেদ দেখি। ভেদাভেদ ব্যতীত জগতের গতি নাই। রূপান্তর জগতের গতি হয়। তবে কি সূক্ষ্মে এক হয়, স্থূলে নয়?

স্থূল যত রূপান্তর হইয়া মহাভূতে মিশ্রিত হয়, ভূত তত মহাস্থূল-রূপে প্রকাশ পায়। স্থূলের সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম স্থূল হয়। স্থূলের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ও ক্ষিতি প্রধান হয়, এবং ইহাদিগের দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়; বাস্তবিক ইহাই কি পুনর্জন্ম, বোধ হয় তাই।

সূর্য্য রশ্মিরদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া জলকে মেঘরূপে পরিণত করে, মরুত স্বভাবসিদ্ধ গুণে তাহা ভগ্ন করে, ক্ষিতি স্বধর্ম্ম গুণে গ্রহণ করে, এবং চন্দ্র রশ্মিরূপে অকাতরে রস দান করে; এইরূপে অন্ন প্রস্তুত হয়। অন্ন জন্তুর জীবন ধারণ ও বীজের কারণ হয়, এবং বীজ যোনি ক্ষেত্রে ভূত উৎপাদন করে; অতএব সর্গপ্রাপ্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম, কারণ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি। (মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে যায়, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আইসে, ফলতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়)।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত ও ব্যোম ইহারা মহাভূত, ইহাদেরও ভেদ দর্শন হয়, কারণ পরস্পরের গুণ পৃথক্ ও পরস্পরের মিল নাই, যে হেতু একের সহিত অপর একের মিলনে নূতন ভূতের আবির্ভাব, একের সহিত একের সংযোগে পুরাতন ভূতের তিরোভাব ও একের সহিত একের বন্ধুতাতে স্থিতিভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু কিসে কিসে যে কি ভাব হয় তাহা জানিবার অভাব, কারণ আজ পর্য্যন্ত একভাবে কোন জন্তু দেখা যায়না, যদি থাকিত তাহা হইলে সেই এক হইত, অতএব ইহা ধ্রুব নিশ্চয় যে স্থূলে এক নাই, সূক্ষ্মে এক হয়।

সর্ব্বভূত ব্যষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও

উদ্ভিজ্জ, এই চারিটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, ও পৃথক্ পৃথক্ নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, এবং ইহারা ভূত-নামে কথিত ও স্থূল নামে বর্ণিত হয়, ফলতঃ ইহাদিগের সমষ্টিতে সূক্ষ্ম, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটি অঙ্কিত হয়, এবং যাহা মনোহগোচর, অনন্ত, অপার এবং দৃষ্টান্তরহিত হয়।

একের ধর্ম্ম নাই ও কর্ম্ম নাই, পাপ নাই ও পুণ্য নাই, মৃত্যু নাই ও জন্ম নাই, (জ্ঞানী নাই ও অজ্ঞানী নাই, ধর্ম্মী নাই ও বিধর্ম্মী নাই,) মিত্র নাই ও শত্রু নাই, এবং রূপ নাই ও বিরূপ নাই। পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা ইহাকে সমাজধর্ম্ম বলিয়া সমাজে প্র... করে, অন্য যত সমাজধর্ম্ম বিশেষতঃ সাকারধর্ম্ম তাহাদের নিন্দনীয় ... সাকার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, নিরাকারের ধর্ম্ম কোথা? যিনি নিরা... অদ্বিতীয়, তিনিই সাকার বহু। এক ধর্ম্ম হইতে পারেনা। একবাদী হইতে পারে। যাহারা একবাদী জগতের কিছুই তাহাদের গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য নাই, তাহারা বাদী কিন্তু বিবাদী নয়, কারণ তাহারা জানে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" অতএব প্রতিবাদের কিছুই নাই, যদি প্রতিবাদ করা হয় তাহা হইলে বহুবাদী, যাহা কিছু প্রতিবাদ করিব তাহা একের ভিতর, একের বাহির কিছুই নাই, অতএব প্রতিবাদের কারণও কিছুই নাই।

পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা নিজের নিজের মূলমন্ত্র নিজে নষ্ট করিয়া সমাজের দুর্দ্দশা বর্দ্ধন করে ও করিতেছে। হে পাণ্ডিত্যাভি-মানিপাষণ্ড! নিরস্ত হও, কারণ তোমাদের বলিবার কিছুই নাই তোমরা একবাদী, তোমাদের নিকট সকলই এক, ও তোমাদের সমস্ত জগৎ একময়। সূক্ষ্ম হইতে যুক্তির দ্বারা স্থূল জগৎ সৃষ্টি, কিম্বা স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত গতি, ইহাই তোমাদের দর্শন; এবং ইহাই পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ বলিয়া কথিত।

যত কিছু মাথার খেলা ও যত কিছু কথার লীলা, সবই ছাই, ছাই, ছাই, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই।

কেহ যদি পুষ্করিণীর পার্শ্বে খাদ করিয়া পুষ্করিণীর সমস্ত জল ঐ খাদে আনিতে চেষ্টা করে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু খাদ করিলেই একের সমস্ত জল অন্য খাদে ধরে, এইটাকে ভিত্তি করিয়া যদি সমুদ্রের সমস্ত জল অন্য খাদে আনিবার জন্য খাদ আরম্ভ করা হয়, তাহা যেরূপ পাগ্‌লামি, বোধ হয় এই সমস্ত জগৎকে মাথার ভিতর প্রবেশ করাণও তদ্রূপ হয়।

কিন্তু দেখ, যতটুকু খাদ করা হয়, ততটুকু জল ধরাণ যায় ইহা সত্য, এবং খাদ করিলে জল প্রবেশ হয় তাহাও সত্য, কিন্তু তাবলে সমস্ত পৃথিবীর রস খাদে আনা যায় না, তদ্রূপ সমস্ত একের মহিমা এত ক্ষুদ্র মস্তকে আনা যায় না। এক ইহাই সত্য, কারণ সকল মহাজনেরা নানা কথায় ও নানা প্রণালীতে একের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যদিও দেখিতে বহুভেদ, কিন্তু স্থিরভাবে ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ভিত্তি দেখিলে, বোধ হয় সকলেই এক দেখিবে, তাবলে এক সমাজ ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ তিনি সূক্ষ্ম, সমষ্টি, অব্যক্ত ও ব্রহ্ম।

কোন এক রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, অহে মন্ত্রিন্! অভেদ কোথায় লক্ষিত হয়?

মন্ত্রী বলিল! জ্ঞানীতে, কারণ সকল জ্ঞানীর একমত হয়।

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিন্! তোমায় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হইবে।

মন্ত্রী বলিল, "মহাশয়! আপনাকে কল্য সমস্ত রাজধানীতে ঘোষণা দিতে হইবে যে, "রাজা সমস্ত রাজধানী-বাসীদিগকে হুকুম করিতেছেন, কল্য শনিবার অমাবস্যা রজনীতে মহাশ্মশানের নিকট যে

এক পুষ্করিণী আছে, সকলে এক এক কলসী দুগ্ধ ঐ পুষ্করিণীতে ঢালিবে, যাহাতে উহা দুগ্ধ পুষ্করিণী হয়, কারণ পরদিন প্রত্যূষে রাজা ঐ দুগ্ধ পুষ্করিণীর দুগ্ধ লইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন, যদি কেহ এই হুকুমের বহির্ভূত আচরণ কর, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইবে।" মন্ত্রী ইহা বলিলে রাজা যথা যোগ্য উচিত হুকুম বাহির করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, মন্ত্রীও নিজালয়ে গমন করিল।

পর দিবস কর্ম্মচারীরা যথামত রাজাজ্ঞা রাজধানীতে প্রচার করিতে লাগিল। রাজধানীবাসীরা সকলে হুকুম শিরোধার্য্য ক[illegible] ঘোষণাকারীদের অনেক আনন্দ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। "রাজা পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন, ইহা অপেক্ষা রাজভক্ত প্রজাদের আ[illegible] আনন্দ হইতে পারে, যাঁহার অন্নে বংশাবলী ক্রমে প্রতিপালিত, [illegible] রাজার বংশ রক্ষা হেতু এই কার্য্য, আমাদিগের যথাসাধ্য তাহাই করিব ; এক কলসী দুগ্ধ কি! প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া যদি আমাদিগের রাজার কার্য্য করিতে হয় তাহাও করিব।" ঘোষণাকারীরা একথা রাজ্যবাসীদের কর্ণগোচর করিবার পর নিরস্ত হইল।

ঘরে ঘরে জ্ঞানীরা সকলে স্থির করিল, যদি আমি এক কলসী দুগ্ধ না দিয়া জল দিই, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবেনা, কারণ এত দুগ্ধে এক কলসী জল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে প্রত্যেকে দুগ্ধ না দিয়া জল ঢালিল। পরদিন প্রত্যূষে রাজা ও মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, পুষ্করিণী যেমন তেমনই আছে, লাভের ভিতর দুগ্ধ পুষ্করিণী না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ জল বৃদ্ধি হইয়াছে।

মন্ত্রী বলিল, রাজন্! সকল জ্ঞানীর এক মত কিনা দেখুন, কারণ সকলেই বিবেচনা করিয়াছে, যে আমি এক কলসী দুগ্ধ না দিয়া জল দিলে ধরা পড়িবনা। রাজা মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সকল সময়ে সকল দেশে সকল দার্শনিকেরা, একের মহিমা বাহির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু কেহ কিছুই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাঁহার মাথা যতটুকু দৌড়িয়াছে, তিনি ততটুকু গিয়া হাঁফাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া শেষ করিয়াছেন। এইরূপে যত লোক দৌড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের এক এক নাম দিয়াছেন, ফলতঃ বহু ভাষাতে বহু নাম হইবার কারণ বহুভেদ হইয়াছে, এবং এই ভেদই তর্কের মূল হয়।

একেকে কেহ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছেন, কেহ ঐ টুক্‌রাকে জুড়িয়া জুড়িয়া এক প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু কে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এক জানেন। অপর সকলেই বহু, কি করিয়া জানিবেন, যদি বল সমস্তই এক, তাহা হইলে বলিবার ও লিখিবার কিছুই নাই।

বড় বড় মহাজনেরা বহু পরিশ্রমে বহুদূর গিয়া, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কিছুই স্থির না করিতে পারিয়া, নেতি নেতি বলিয়া অস্থির হইয়া, বম্ বম্ গাল বাজাইয়া, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটি মস্তকোপরি ধারণ করিয়া, পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ দৃষ্টি করিতে করিতে, এবং আদি শব্দ বারম্বার (আদি শব্দ-চক্ষু বুজিয়া দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বন্ধ করিলে যে শব্দ অন্তরে শব্দায়মান হয়) শব্দ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া যান। মূর্চ্ছা ভঙ্গে আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করেন, কারণ তখন শক্তি বিহীন, শক্তি বিনা মুক্তি নাই ; এবং এই শক্তিই বহুর কারণ হয়, ফলতঃ ভগবতী আগমনে আনন্দ অপার।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! ভগবতীর নিন্দা করিওনা, ভগবতী না থাকিলে তোমার অস্তিত্ব থাকিতনা। জগতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যিনি ভগবতীর পূজা না করেন। ভগবতী সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের

কারণ হন। ইহাঁর আর এক নাম "বিন্দুবাসিনী" কারণ বিন্দু ব্যতীত ইহাঁর খাদ্য নাই; এবং এই বিন্দুই জীব হয়। একের ক্ষয় অন্যের উৎপত্তি, ইহাই আদ্যাশক্তির লীলা হয়। কেহ যদি মনে করেন, আমি ক্ষয় করিব না, যে হেতু ক্ষয় আমার ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহা মহা-ভ্রম; কারণ আদ্যাশক্তি মহামায়া বলিয়া কথিত হন। মায়া হয় কায়া অর্থাৎ জগৎ। জাগতিক জনের মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া স[illegible]।

স্ত্রীলোক ত্যাগে ও বনবাসে অক্ষয় হয় না। মহাত্মা [illegible] কোথায়? যাঁহার তুল্য ত্যাগী ও বনবাসী আর্য্য পুস্তকে আ[illegible] দেখা যায় না, তিনি[illegible] রূপান্তর হইয়াছেন। যোনিতে [illegible] স্বরূপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু বিন্দু প্রতি মুহূর্ত্তে নানা প্রকারে ক্ষয় হই-তেছে, যাহা কেহ রক্ষা করিতে পারেনা ও পারিবে না। ক্রমশঃ ক্ষয় নাশের কারণ হয়। যোগাভ্যাসীরাও নাশের বশীভূত, কেবল যোগী নন। জগতে কেহ যোগী নাই। যোগী অর্থাৎ এক তিনি, যিনি নানা পুস্তকে নানা শব্দে বর্ণিত হন। দত্তাত্রেয় যাঁহার তুল্য যোগাভ্যাসীর মধ্যে শ্রে[illegible]ত্ব অদ্যাবধি আর কেহ লাভ করেন নাই, তিনিও মহামায়ায় বশী[illegible]হইয়া, কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই এক[illegible]বর্ত্তীন এবং ইহাঁরাই সমাজ ধর্ম্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যষ্টির ক্ষমতা শিক্ষা ব্যতীত, সূক্ষ্মের শিক্ষা দুরূহ। যখন এক বহু হইলেন এবং বহুকে বহু ভাগ করিলেন, তখন তিনি এক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রত্যেক ভাগের, প্রত্যেক প্রত্যেক অপর ভাগের সহিত বিপরীত ভাবের লক্ষণ করিয়া দিলেন, এবং সেই এক এক ভাগাংশকে এক করিলেন:—মনুষ্য মনুষ্যের সঙ্গে এক, পশু পশুর সঙ্গে এক, মৎস্য মৎস্যের সঙ্গে এক এবং পক্ষী পক্ষীর সঙ্গে এক। উহাদিগের মধ্যে আবার ভাগ করিলেন, সেই ভাগের কারণ

আর কিছুই নয়; বোধ হয় এক শিক্ষার কারণ। ব্যষ্টি ভাগে ভাগে এত ক্ষীণ, যে সেই সূক্ষ্ম এক, মনোঽগোচর, অপার ও দৃষ্টান্তরহিত।

সেই সূক্ষ্ম-সমষ্টি এক, ইহা জানাইবার কারণ, বোধ হয় তিনি ভগ্নাংশের ভগ্নাংশকে বড় করিয়া এক এক দল করিলেন:—যথা, ইংরাজ ইংরাজের সঙ্গে এক, কাবুলী কাবুলীর সঙ্গে এক, সিংহ সিংহের সঙ্গে এক, ছাগল ছাগলের সঙ্গে এক, তিমি তিমির সঙ্গে এক, চিংড়ী চিংড়ীর সঙ্গে এক, সেন সেনের সঙ্গে এক, চড়ুই চড়ুয়ের সঙ্গে এক। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী ভারতবাসীর সঙ্গে এক নয়। ভারতবর্ষকে আরো ভাগ করিলে 'অনেক দেশ হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এক দেখিতে পাওয়া যায় না:—যথা বাঙ্গালার সহিত লাহোর এক নয়। বাঙ্গালাকে আরো ভাগ করিলেও বোধ হয় এক দেখা যায় না। ভাই ভাইয়ে এক নাই, ভাই ভগ্নীতে এক নাই, ফলতঃ পরস্পরের সহিত রংয়ের, খাদ্যের, পোষাকের, আচারের ও ধর্ম্মের ভেদ লক্ষিত হয়।

হে সূক্ষ্ম-অদ্বিতীয়-অব্যক্ত। তুমি কি বাঙ্গালাতে প্রত্যেক মূর্ত্তিকেই এক করিয়াছ? কেননা বাঙ্গালাবাসীর মিল লক্ষিত হয় না, সুতরাং বাঙ্গালাবাসীদের Nationality (ন্যাসন্যালিটী) নাই, যদি ন্যাসন্যালিটী থাকিত তাহা 'হইলে মি[illegible] হইত। আপনার ভগ্নাংশ আপনার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভগ্নাংশভুক্তের পক্ষে ভগ্নাংশ অতি মহৎ। বাঙ্গালাবাসীরা এক সৃষ্টি করিতে অক্ষম, কারণ জগতে যত রকম খাদ্য, পোষাক, আচার, ধর্ম্ম ও রং আছে, সমস্তই বাঙ্গালাবাসীদের ভিতর পাওয়া যায়। তাহাদের নিজের কিছুই নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এক হইত।

বাদাতে নানা রকম জিনিষ পচিয়া চিংড়ি মাছের উৎপত্তি হয়, চিংড়ি মাছ সকলরকম তরকারিতে মিসে, এবং খাইতে অতি উৎকৃষ্ট

হয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ভালবাসে, বন্ধু বলিয়া নাকি ? বোধ হয় তাই। বাঙ্গালীর মাথা অতি উচ্চ, অপরে যাহা দেখাইবে তাহাই শিখিবে, কিন্তু সমাজ এক ইহা শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সমাজ কি ? ধর্ম্ম কি ? কর্ম্ম কি ? কে কার তুমি কার কারে বল আপন্ আপন্ ? জগত্ কি ? "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ? ইহাই পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডদের বুলি, এই বুলি ঠিক্ টিয়াপাখীর মুখে রাধাকৃষ্ণবুলিরমত হয়।

ব্যাঙ্কের পোদ্দারেরাও প্রত্যহ অনেক টাকা নাড়েচাড়ে, কিন্তু যখন পাঁচটার পর বাটী যায়, বাটীতে গিয়া দেখে গিন্নী অত্যন্ত রেগে, চোক লাল করে, হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে, হাত পা ধুইবার জল রাখে নাই, তখন ব্যাঙ্কের পোদ্দার টাকা নাড়ার গরমে, গিন্নিকে বহু তিরস্কার করে ও বলে, খেপি ! তোর রাগ হবার কারণ কি ? আজ আমি পাঁচলাক টাকা নগদ দেখিচি, আমার পাড়ার আর কারো পাঁচলাক টাকা আছে ?

গিন্নী বলে হাঁরে মুকুন্দ ! তুই যা বল্লি তা ঠিক্, কিন্তু তোর ঘরে আজি চাউল নেই, তার কি হবে, রোজ্ তো লাক্ লাক্ বৈ কথা নাই, কিন্তু পনর টাকার বেশী কোন মাসে আন্তে দেখি নাই, তাতে আবার আট্টী খেতে, তা যা হউক এখন মুদিতো আর চাউল দিবে না, তার গত মাসের টাকা বাকী, তুমি কোথা থেকে এখন নিয়ে এস, আর তা না হলে পাঁচ লাক্ টাকার উপর শুয়ে থাক, ছেলেগুল না খেয়ে মরে যাগ। তখন পোদ্দার মনে মনে ভাবিল, খেপীতো ঠিক্ বলেচে, আমিতো এত টাকা নাড়ি, তাহাতে আমার কি, আমারতো মাসে পনর টাকার বেশী নয়, এই চিন্তা করিতে করিতে পোদ্দার বাটী হইতে বাহির হইল।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড ! এক কার্য্যে আনিতে হইলে মতি-

ভ্রম হইতে হয়, যদি সমস্ত এক তবে আলাহিদা কেন? অন্য মন্দির কেন? নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও দিনে. উপাসনা কেন? আচার্য্য কেন? একের প্রচার কেন? দলাদলি কেন? পিতা ও পুত্র কেন? মাতা ও স্ত্রী ভেদ কেন? ছুঁচ ফুটিলে আহা লেগেছে বল কেন? জ্বর হইলে অত্যন্ত যাতনা হইতেছে বল কেন? জ্বর উপশমের জন্য স্থূল সেবন ও মর্দ্দন কেন? পেটের জন্য হা হা দৈ দৈ কেন? ধনের জন্য লালায়িত কেন? স্বাধীনেব কাছে মাথা হেঁট্ কেন? গৈরিক বস্ত্র কেন? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ স্বার্থের জন্য মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কেন? এবং রূপান্তর হও কেন?

কোথায় তোমাদেব আলালের ঘরের দুলাল? যে এককে সমাজ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচাব করিয়াছিল, যদি পরাধীন হইয়া দুই খানি বই পোড়ে, দুই খানা বই লিখে ও পুল্‌পিটে দাঁড়িয়ে দুই চারিটী বক্তৃতা করিলে, কিম্বা গৈরিকবস্ত্র পরিধান কবিয়া, পরের স্কন্ধে পেট চালাইবাব উপায় অবলম্বন কবিলে, যদি এক ইহা সমাজ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই তাহা হইয়া যাইত। কিন্তু দেখ দেখি, দিন দিন বাঙ্গালার অবস্থা কতদূর খারাপ হইয়া আসিতেছে, যদি চক্ষু থাকে এবং সত্য পালন কব, তাহা হইলে বলিবে যে ঠিক্ কিনা। প্রত্যেক দিন এক এক অবতার জন্মগ্রহণ কবিতেছে, এবং তাহাকে তোমরা সেই এক বলিয়া পূজা ও তাহার উপলক্ষে উৎসব করিতেছ কিনা?

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! কথার টেক্স নাই, খাজনা নাই বলিয়া কি এতদূর অত্যাচার কবিতে হয়? ধর্ম্ম প্রচারকের সাজা নাই বলিয়া কি সমাজের এত দুর্দ্দশা বর্দ্ধন করিতে হয়? গৈরিক কাপড়ের মা বাপ নাই বলিয়া, কি পরকে ঠকাইয়া উদর পূরণ করিতে হয়? অবতার প্রস্তুতকারকের মস্তক ছেদন নাই বলিয়া, কি দিন দিন

কুমারটুলির মতন অবতার তৈয়ার করিতে হয়? শূকর ও গরু খাবার জন্য, হোটেলে যাইবার জন্য, নানা পরিচ্ছদ পরিবার জন্য, সুরাকে গঙ্গার জল মনে করিয়া সেবন করিবার জন্য, এবং এক লাফে সমুদ্রকে লঙ্কামরিচ করিয়া উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য কি মাহেশী মায়াকে আরাধনা করিতে হয়? ধিক্ শত ধিক্ তোমাদের এক সমাজ ধর্ম্ম চাতুরীকে? যদি ইহার সাজা থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের মুখে কত বাহির হইত ও কত চাতুরী করিতে, সমস্তই টের্ পাওয়া যাইত।

দেখ দেখি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন ব্যাসের কি উৎকৃষ্ট এক। এক চক্ষে পুরাণ প্রসঙ্গের সুখ ও দুঃখের লীলাতে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিতেছেন, অপর চক্ষে বেদান্তের বিচারে অস্থির হইয়া যাতনাতে কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ভাসাইয়া দিতেছেন, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যে জ্ঞান চক্ষু, উহাকে অনিমেষ স্থির ভাবে এক দৃষ্টিতে রাখিয়া উভয় চক্ষুর কার্য্য এক দেখিতেছেন। জন্ম ও মৃত্যু নাই, পাপ ও পুণ্য নাই, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাই, (জ্ঞানী ও অজ্ঞানী নাই, ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী নাই,) মিত্র ও শত্রু নাই, এবং রূপ ও বিরূপ নাই, খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই এক-সূক্ষ্ম-অব্যক্ত-সমষ্টি এবং ব্রহ্ম।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! এক কি কখন সমাজ ধর্ম্ম হইতে পারে? যদি হয় বাঙ্গালীদের সর্ব্বনাশের কারণ, আর কিছুই নয়। বুঝিলে কি? না খুড়ির কলা। আর তুমি খুড়ো কেন ভস্মে ঢাল ঘী, চুপ কর চুপ কর চুপ কর! খুড়ো কিছুতেই ছাড়্‌চেনা; যদিও বল Old fool (ওল্ড ফুল) বড় গাধা কিছুই জানে না, রাঁড় নেই, বাগান নেই, মদ নেই, Gazeted author (গেজেটেড অথর) ও Gazeted officer (গেজেটেড্ অফিসর) নয়, সওদাগর ও দোকানদার নয়, কিছুই নয়, গেরুয়া কাপড়ও নয়, তবে মুটে মজুর, তবুও খঁড়িয়ে বড় আছি। যদি বল বড় জেটা, তবুও বড়, কারণ গাধার তো বড়

আছে বোম্বাই গাধা। বাপ গাধা, খুড়ো গাধা, না হয় ছেলে ঘোড়া, ভাইপো ঐরাবত।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! তোমার নাম ধাম খেতাব আরো সব্ আছে, কিন্তু সেই সব্ চিরিনিজ্ সারকাসের বানরের দলের মতন ঠিক্ কিনা, স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। বানরের দল রিঙ্কের ভিতরে আসিতে না আসিতে, দর্শকবৃন্দের আনন্দের পরিসীমা থাকিতনা। দর্শকবৃন্দেরা নানা ভাষায় ও নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনাদ্বারা প্রশংসা করিত, যখন বানরেরা গাড়ী হইতে নামিত, তখন হুর্‌রে হুর্‌রে শব্দে Circus tent (সারকাস্ টেণ্ট্) প্রতিধ্বনিত হইত। বড় বড় ফুলের তোড়াতে ও ফুলের গোড়ে মালাতে, উহাদিগকে আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। তারপর উহারা কিছুক্ষণ প্রশংসার ধমকেতে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইত, পরক্ষণে চারিদিক অবলোকন করিয়া ভঙ্গির দ্বারায় প্রত্যুত্তর দিত।

তথায় হোটেল প্রস্তুত ছিল, ইহা বানরেরা বিশ্রাম গৃহ জানিয়া হোটেলে যাইত, এবং চা পান করিয়া শ্রমদূর করিত, হোটেলও বানরের দ্বারায় চালিত ছিল। কিছুক্ষণ (Table talk) টেবিল্ টকের পর গাড়ীতে উঠিত, গাড়ীতে উঠিলেই বানর কোচ্‌মান গাড়ী চালাইয়া দিত, কিঞ্চিৎ দূর যাইতে না যাইতে গাড়ীর চাকা খুলিয়া পড়িত, অমনি বানর-সহিস্ নামিয়া চাকা তুলিয়া ধরিত ও চাকা গাড়ীতে ঠিক্ করিয়া লাগাইত, পুনবায গাড়ী চালাইযা রিঙ্কের ভিতর হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইত। পরদিন প্রত্যুষে খপরের কাগজে বানরের গুণের কত প্রশংসা হইত। হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! বল দেখি বানর দল সভ্য কতক্ষণ? বোধ হয় বলিবে যতক্ষণ কোমরে দড়ী। দড়ী খুলিলেই যে বানর সেই বানর।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড। তোমাদের সমাজ গৃহ, কেতাব গৃহ,

সভা গৃহ, সমিতি, বক্তৃতা, গৈরিক বস্ত্র, গলায় ফুলের মালা, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ঠিক ঐ রূপ কিনা? যদি ইংরাজ বাহাদুর আজ তোমাদের রক্ষাভার তোমাদের উপর দিয়া যান, তাহা হইলে ঠিক আলিপুরের চিড়িয়াখানার সমস্ত খাঁচা খুলিয়া দিলে যেরূপ আপনা আপনি খাওয়া খায়ি করিয়া মরে সেই রূপ তোমাদের অবস্থা হয় কিনা? রাগ করোনা, অভিমান ত্যাগকর, সূক্ষ্ম এক ভুলে যাও, গৈরিক বস্ত্র ছাড়, অবতার তৈয়ারি কার্য্য ছেড়ে দাও, রাজনীতি ছাড়, বিবেকী নাম ছাড়। রাজ ভক্তি বাড়াও, সমাজধর্ম্ম প্রচার কর, নীতি ও সমাজনীতি প্রচার কর, এক পোষাক কর, এক খাদ্য কর, এবং এক রং কর, তাহা হইলে বোধ হয় কোন একদিন সূক্ষ্ম একের অনুভব করিতে পারিবে, আর তাহা না হইলে মাথা নেই তার মাথা ব্যথা, হরির খুড়ো মালাই দাসের মতন হামাগুড়ি দিয়াই আজীবন কাল কাটাইবে।

(Russian nation) রুষিয়ান নেশান এই কথার গাঁথাটী কি সুন্দর, কিন্তু কথার গাঁথাটীতে কিছুই নাই, মনে করিলে কাগজে লিখিয়া ছিড়িতে পার, পোড়াইতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহাই পার। কিন্তু আবার ইহাতেই সব্ আছে, এই কথার গাঁথাটী বলিলেই, সকলের হৃদয়ে একটী ভাব উৎপন্ন হয়, সেই ভাবটী দেখিতে ইচ্ছা করিলে, রুষের পুস্তক পড়িতে হয়। পুস্তকে বড় বড় লোকের জীবন চরিত পাওয়া যায়, এবং উহাতে তাঁহাদিগের জন্ম, কর্ম্ম, ও মৃত্যু বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। দেহ যেমন একটীতে প্রস্তুত হয় না, নানা প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, তেমনি (Russian constitution) রুষিয়ান কনষ্টীটিউসন্ প্রস্তুত করিতে নানা লোকের প্রয়োজন হয়। তাঁহাদিগের নাম ও মত বিস্তার রূপে লেখা আছে (Military and civil) মিলিটারী অ্যাণ্ড সিভিল কার্য্যের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, (Church) চীচ সম্বন্ধেরও কতকটা দেখা যাইতে পারে, এবং অন্য

অন্য যে বিষয় পড়িতে ইচ্ছা কর, তাহাও বিস্তর পড়িতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বলিয়া রুষের সমস্ত পাওয়া যায়না।

রুষিয়ানদের সংখ্যা কত, কিন্তু কতকগুলি লোকের জীবন চরিত আছে? রুষ কত বড় দেশ, কিন্তু কয়েকটী দেশের বিস্তৃত বিবরণ আছে? এক একটী ভিলেজের (গ্রামের) পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিতে হইলে কোটী কোটী পুস্তক হয়, কিন্তু তাহাতেও অতি সূক্ষ্ম লেখা হয়না, কারণ যদি লেখা হইত, তাহা হইলে আর একটি সেই রকম ভিলেজ্ (গ্রাম) তৈয়ারি করা যাইতে পারিত, কিন্তু যায় না, তাহাতে এত সূক্ষ্ম আছে যাহা মনুষ্যের অসাধ্য হয়। ডাক্তারেরা বিজ্ঞানবলে দেহকে ভাগ করিতেছেন, এবং ভাগকে ভাগ করিয়া কি কি দ্রব্য সেই সেই ভাগে আছে তাহাও বলিতেছেন, কিন্তু এক গাছি গাত্র লোম প্রস্তুত করুন্ দেখি? কখনও পারিবেন না, কারণ যাহা বলিতেছেন তাহা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ইহা বলিয়া রুসের পুস্তকও অঠিক নয়, ডাক্তারদের কথাও অঠিক্ নয়। মনুষ্যের বুদ্ধিতে স্থূল যতটুকু আসে, ঠিক ততটুকু লিখিতেছেন, এবং সেই লইয়া জগতে চলিতে হইবে।

(Russian nation) রুসিয়ান্ নেশান্ এই গাথাটী লইয়া যদি রুষেরা চুপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ঐ গাথাটী দুই বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। রুষিয়ান নেশান্ ইহার ব্যষ্টির প্রত্যেক প্রত্যেকের যাহা যাহা কর্ম্ম, তাহা সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হইবে, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং করিতে হইবে। যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট লোককে অপরনির্দ্দিষ্ট লোক করিবে, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যষ্টির একত্র সমস্ত কার্য্য, রুষিয়ান্ নেশান্ বলিয়া জগতে খ্যাত।

একজন মরিলে রুষিয়ান্ নেশান্ এই কথার গাঁথাটী মরে না, এক জনের গাত্রে আগুন লাগিলে, রুষিয়ান্ নেশান্ এই কথার গাঁথাটীতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়না, কেন যায়না? কারণ প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যষ্টির স্বাধীনতা, সমস্ত ব্যষ্টির স্বাধীনতাতে এক হইলে রুষিয়ান্ নেশান্ এই গাথাটী প্রস্তুত হয়, অতএব রুষিয়ান্ নেশান্ এই গাঁথাটীতে কিছুই নাই, আবার সব্ আছে। রুষিয়ান্ নেশান্ এই কথার গাঁথাটী "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," তাতে আবার অনেক ভাই, অর্থাৎ রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত; মাথারখেলা যতকিছুই সবই, ছাই, ছাই, ছাই, অর্থাৎ যত রুষিয়ান্ পুস্তক আছে, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ পুস্তকে যাহা কিছু বলিয়াছেন সব্ ঠিক্, সত্য হই ভাই, ভাই, ভাই, অর্থাৎ একতা পূর্ণমাত্রাতে বর্ত্তমান আছে।

হে বালকবালিকাগণ! ইদানীং তোমরা সকলে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তোমরা বিদ্যালয়ে যাইতেছ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খেতাব গ্রহণ করিতেছ। তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিতেছ, সুন্দর খাদ্য খাইতেছ, স্বাস্থ্যকর বাটীতে বাস করিতেছ, তোমাদিগের উন্নতির জন্য ক্লাব্ এসোসিয়েসন্ ও লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছ, ও তাহার সভ্য হইতেছ। তোমরা সমাজ গৃহে, দেব মন্দিরে ও হরি সভাতে উপাসনা করিতে যাইতেছ, সময়ে সময়ে হোটেলে মুখ ঢাকিয়া প্রবেশ করিতেছ, ও উহারই রন্ধন সামগ্রী সেবন করিতেছ অর্থাৎ সভ্য জগতের যাহা কিছু আছে, তাহা প্রায় সকলই নকল্ করিয়াছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় সভ্য যাহাতে প্রস্তুত হয়, তাহা কিছুই গ্রহণ করিতেছনা। বোধ হয় "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটীর ধমকে ভয় পাইয়া, স্থূল একে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। সেও মন্দ নয়, কারণ অভেদ কিছুই নাই, যাহা কিছু কর তাহা সবই এক, অতএব নিন্দার কিছুই নাই।

কিন্তু সময়ে সময়ে অনেক দুঃখ শুনা যায়। কেহ কেহ বলে, আমাদিগের নীতি শিক্ষা বিহনে আমাদের উন্নতি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কেহ কেহ বলে, সমাজ নীতি অভাবে আমাদিগের সমাজের দুর্দ্দশাবর্দ্ধন হইতেছে। কেহ কেহ বলে, আমাদিগের ভ্রষ্ট আহারের দরুন নানা রোগের উৎপত্তি হইতেছে। কেহ কেহ বলে, নানা ধর্ম্ম হেতু, আমাদের ভ্রাতৃ ভাবের অভাব হইয়াছে। কেহ কেহ বলে, বিধবা বিবাহ না থাকাতে আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বলে, রাসলীলার আধ্যাত্মিক অর্থ না জানিবার দরুন আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হইতেছেনা। কেহ কেহ বলে, পাঁচ টাকা দিয়া ব্রহ্ম দর্শন না করিবার হেতু দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। কেহ কেহ বলে, গৈরিকবস্ত্র পরিধান না করিবার কারণ ও পরম হংসকে অবতার না করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীশ্চান এক হইয়া দুই পা তুলিয়া গঙ্গা পার হইতে পারিতেছেনা। কেহ কেহ বলে, কলের জল খাইবার দরুন ও বিদেশী ভাষা শিখিবার দরুন, দেশে এপিডেমিক্ হইয়া লোক শূন্য হইতেছে; অতএব ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সভ্য হইতে যতটুকু দরকার প্রায় সমস্তই অভাব আছে। কাহিনীওয়ালারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কাহারো বক্তৃতার ইলেট্রিসিটির পাউডারেতে মুল্লুক বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। কাহারো কুইল্ ড্রাইভিংয়ের ঠেঁপাতে পেপার মিলের চাকা অনবরত ঘুরিতেছে। কাহারও অবতার তৈয়ারি করিবার উদ্যোগে, ময়রার লুচির কড়া ধুঁ ধুঁ করিয়া রাত্রি দিন জ্বলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহ কিছু করিতে পারিতেছেনা, খালি গাবিএ গাবিএ নির্ম্মল জলকে ঘোলা করিতেছে।

আর কত দিন এই রকম অবস্থায় থাকিবে, বোধ হয় যত দিন বঙ্গনাম জগতে থাকিবে?

বঙ্গমাতা একের নহেন, কারণ তিনি যখন যাকে ভাল বাসেন, তখন তাহারই প্রাদুর্ভাব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গমাতা হোম্‌রা চোম্‌রা দেখিলেই ভাল বাসেন। পুত্রেরা মার ভালবাসার পাত্রকে ভাল বাসিতে চাহেন। আবার যখন বড় হন, অন্তরে জানিলেন যে অমুক লোক আমার ভালবাসার বিষয় হইতে পারে না, অমনি উপযুক্ত পুত্র আর একটীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করেন এবং ইহার সিদ্ধির কারণ পুরাতন পুস্তকের আদর হইয়া থাকে, নানা শ্লোক উদ্ধার হইয়া থাকে, নানা তর্ক বিতর্ক হয়, নানা সভা হয়, কিন্তু কিছুই ঠিক্ হয় না; অবশেষে খালি দলাদলি বৃদ্ধি পায়। বঙ্গমাতার নাবালক পুত্রেরা মাতার বশ, মাতার ভালবাসার পাত্র পুত্রদের ভালবাসার বিষয় হয়, কিন্তু উপযুক্ত পুত্রদের আর এক জন হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে পুত্রের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় ও এত নূতন দলের আবির্ভাব হয়, যে আপনা-আপনি আপনাদের গুহ্য প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং জগতে প্রমাণ হয়, যে সকলেই কিছুই নয় ও কাহারও ঠিক্ নাই, কারণ যদি ঠিক্ থাকিত, তাহা হইলে সমাজ ধর্ম্ম থাকিত, পোষাক থাকিত, খাদ্য থাকিত, এবং রং থাকিত, কিন্তু ইহারা নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য, সমষ্টি এককে তর্কের ভিতর লইয়া আসে, ফলতঃ কেহ উহাদের সঙ্গে তর্কে পারেনা। যে যাহাই বলে সবই এক, এই উত্তরে জয় লাভ করিয়া লম্ফ ঝম্প করিয়া বেড়ায়, কিন্তু অন্তরে যে কি দুঃখ হয় তাহা মা কালীই জানেন।

কোন বড় লোক কোন সময়ে বঙ্গদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ বেড়াইয়াছিলেন। যে যে দেশে গিয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলকার সর্ব্ব বিষয়ের একতা দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে আমি অমুক দেশে আসিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি বঙ্গদেশে বাঙ্গালিদের দেখিয়া টের

পান নাই, কারণ যত বাঙ্গালি তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রায় সকলেই সকলের সঙ্গে সকল বিষয়েই ভিন্ন ; রয়েল্ জোলজিকাল্ গার্ডেনে বোধ হয়, এত ভিন্নতা দেখা যায় কি না সন্দেহ। পৃথিবীতে যত রং আছে, পরিচ্ছদ আছে, খাদ্য আছে, আচাব ও ব্যবহার আছে, এবং সমাজ ধর্ম্ম আছে, তিনি সমস্ত সমষ্টিকে একত্র দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার ভ্রম হইবে উহার আর সন্দেহ কি। হে নির্গুণ নিরাকার বাক্য মনোঽগোচর বাঙ্গালে। তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা সেই সমষ্টি **এক** ; অপর দেশের আগন্তুক মহাত্মা তোমাদের লীলা কি বুঝিবে। মহাত্মারা কোটী কোটী বৎসর ধ্যান করিয়া যাঁহাব লীলা বুঝিতে পারে নাই, সেই **এক** বাঙ্গালিকে বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য, খালি সেই **এক** বুঝিতে পারেন কারণ সোহং।

হে বালকবালিকাগণ। তোমরা আব কত দিন নিগুর্ণ-নিবাকার ও বাক্যের ও মনের অগোচর থাকিবে? একটু নীচে আসিয়া সাকার হও, কারণ জগতে যত ধর্ম্ম আছে সমস্তই সাকার হয়। সাকার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচার হইয়া গিয়াছে, হইবে ও হইতেছে সমস্তই সাকাব। সাকাব না হইলে সমাজ গঠন করেকে? নিরাকারের গঠন নাই। যাহাব গঠন নাই, সে গঠন প্রস্তুত করিতে পারে না। অস্তি না হইলে নাস্তি হইতে পারেনা। পিতা না থাকিলে পুত্র উৎপাদন হইতে পারেনা। বীজ না থাকিলে ফল হইতে পারেনা। যদি বল কোন্টা কি, ইহার উত্তর যেটা তুমি বলিয়া থাক। পিতাকে পিতাই বল ছেলে বলনাতো। পুত্রকে পুত্রই বল পিতা বলনাতো। যদি বল পিতা ও পুত্র কি? কিছুই নয়, কত বার পিতা পুত্র হইযাছে, পুত্র ও কত বার পিতা হইয়াছে। হয় সত্য, এখন নয়। স্থূলে এক সময়ে পিতা, পুত্র হইতে পারেনা এবং পুত্র, পিতা হইতে পারেনা, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর হইয়া সূক্ষ্মে হইতে

পারে। দর্শনের দর্শন ছাড়, সে দর্শন সূক্ষ্মকে লইয়া থাকে। মুখে পড়িয়া জান যে ভিত্তি এক হয়, ইহা বলিয়া ভিত্তির উপর যে একত্ব দ্বিত্ব আছে তাহা ভিত্তি নয়।

কোন এক মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, সকল রোগের উৎপত্তি এক, যদি এই বলিয়া চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। চিকিৎসা শাস্ত্রকে দর্শনে লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলে দেখিবে, এক হইতে সকল রোগের উৎপত্তি ; তা বলে পায়ে হোঁচট্ লেগেছে, ক্যাষ্টর ওয়েল Physic ফিজিক্ দিলে হবেনা। মনুষ্যকে মনুষ্য বলিবে, পশুকে পশু বলিবে, মনুষ্যের ভিতর মুসলমানকে মুসলমান বলিবে, খ্রীশ্চান্‌কে খ্রীশ্চান বলিবে, আবার মুসলমানের ভিতর গোলাম্ মহম্মদকে গোলাম্ মহম্মদ্ বলিবে, আবদুল্ আজিজ্‌কে আবদুল্ আজিজ্ বলিবে, এইরকম করিয়া স্থূলকে এক করিতে শিখিবে, সূক্ষ্ম এক বলিয়া সকলকে এক করিবেনা।

বঙ্গদেশে কত লোক কত বড় লম্বা চওড়া নাম লইয়া মরিয়াছে ও রহিয়াছে ; এবং উহাদিগের জন্য কত স্মরণ চিহ্ন প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে, কত সভা আহ্বান হইয়াছে ও হইতেছে, কত প্রসংশা পত্র দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বল দেখি, বঙ্গদেশে এমন কি কার্য্য কে করিয়াছে, যাহাতে এত করা উচিত ছিল ও উচিত হয়। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি যাঁহারা কার্য্যের গুণে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ও বোধ হয়, এরকম দুর্দশা ঘটে নাই, কারণ তাঁহাদের সময় সমাজ ধর্ম্ম ছিল। আমাদের মতন তাঁহাদের নীচ অন্তঃকরণ ছিলনা। হায়রে বিধাতা, যে মুখে রাম সেই মুখে রহিম, যে মুখে না সেই মুখে হাঁ।

হে বালকবালিকাগণ। তোমরা আর পাকা বাঁশের মতন ট্যাস্ ট্যাস্ করোনা। উচ্চ অন্তঃকরণ কর, উচ্চ প্রকৃতি হও ও উচ্চ কার্য্য

পালা আমাদের মধ্যে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেনি, যাহাকে স্মরণ করা উচিত হয়, যদি কেহ কিছু করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের কার্য্যের দরুন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, আগম্ বাগীশ ও চৈতন্য মিশ্র। ইঁহারা কতদূর সমাজের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিয়াছেন সে অন্যের বক্তব্য রহিল।

কূপের বেঙ হইওনা, যদি ইচ্ছা হয় সমুদ্রের বেঙ হও। কোন সময়ে কূপের বেঙের সহিত সমুদ্রের বেঙের সাক্ষাৎ হয়, কূপের বেঙ বলিল;—ভাই কেমন আছ, বহু দিনের পর সাক্ষাৎ, আর সকলে ভাল আছে, তোমার জলাশয় শুকিয়ে যাইনিতো ?

সমুদ্রের বেঙ উত্তর করিল;—আমি ভাল আছি আর অন্য সকলেও ভাল আছে, তুমি যে জলাশয় শুকিয়ে যাইবার কথা বলিলে, সে জলাশয়তো আমার নয়। আমার জলাশয় সমুদ্র। সমুদ্র কি কখন শুকিয়ে যায। বোধ হয় তুমি দেখ নাই, যদি দেখিতে তাহা হইলে এরূপ কথা বলিতে না। যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে দেখিতে পাব। এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আমাব জলাশয, বোধ হয় তুমি ঐ শব্দ শুনিতে পাইতেছ।

কূপের বেঙ বলিল;—জলাশয়ের কি শব্দ হয়, ও শব্দ বুঝি অন্য কিসের হইবে। সে যাহা হউক, অগ্রে তুমি আমাব জলাশয় দেখ, বোধ হয় সে রকম জলাশয় কুত্রাপি নাই, কিন্তু চৈত্র মাসে কিছু কষ্ট হয়, ইহা বলিয়া এক লাফে পার হইবার নয়।

কূপের বেঙ মহা হুঙ্কার করিতে করিতে সমুদ্রের বেঙকে সমভিব্যাহারে লইয়া, নিজের কূপের দিকে চলিল। সমুদ্রের বেঙ এক লাফে বিশ হাত চলিতে লাগিল, কূপের বেঙের গতি আদ্ হাত রহিল। সমুদ্রের বেঙ দুই চার লাফে কূপের বেঙের অদৃশ্য হইল, কিন্তু বেশী আর লাফাইয়া চলিলনা, কারণ সমুদ্রের বেঙ কূপের বেঙের

জলাশয় কোথা আছে জানিতনা। বহুক্ষণের পর কূপের বেঙ সম্মুখে আসিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল ;—

ওহে সমুদ্রের বেঙ্! তোমার দেহও যেমনি বুদ্ধিও তেমনি, তুমি কোথায় আমার পশ্চাৎ আসিবে, না এক লাফে আমার মাথা ডিঙ্গিয়ে আমার অদৃশ্য হইলে। সভ্যতা শিখনি, কলেজে গিয়া Knowledge জ্ঞান পাওনি। আমার বাপ্‌দাদাদের কত কি ছিল, তাঁরাও এক লাফে চল্লিস্ হাত যাইত, আমিও পারি, কিন্তু সম্প্রতি অসুক থেকে উঠেছি, তাহা না হইলে আমি এখনি দেখাইয়া দিতাম্। সত্য কি মিথ্যা চল, প্রমাণ সহ পুরাতন শ্লোক উদ্ধার করিয়া তোমায় দেখাইয়া দিব।

সমুদ্রের বেঙ কিছু উত্তর না করিয়া কূপের বেঙকে বলিল ;—তোমার জলাশয় আর কত দূর আছে ?

কূপের বেঙ উত্তর করিল ;—কেন হে দুই লাফে হাঁপিএ পড়েছ নাকি, বেশী দূর নাই, ঐ দেখা যাচ্চে।

সমুদ্রের বেঙ কূপের বেঙকে বলিল ;—ভাই তোমার জলাশয়ের কাছে তুমি গেলে, আমি তোমার পশ্চাৎ যাইব, কারণ সমুদ্রের বেঙের কাছে কূপের বেঙের জলাশয় একলাফের পথ হয়।

ইহা শুনিয়া কূপের বেঙ আহ্লাদিত হইয়া মদগর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, হইবা-মাত্রই পরক্ষণে দেখিল যে সমুদ্রের বেঙ পশ্চাতে রহিয়াছে। উহাকে দেখিয়া আর আনন্দের সীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ কূপের ভিতর লম্ফ দিয়া পড়িল। কূপের ভিতর হইতে সমুদ্রের বেঙকে কত আহ্বান করিতে লাগিল, এবং কূপের ভিতর কত রকম লম্ফ ঝম্প করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কূপের মুখে, সমুদ্রের বেঙের দেহ ঢুকিল না। কূপের ভিতর হইতে কূপের বেঙ

বলিতে লাগিল;—ওহে ভাই, তোমার জলাশয়ের গৌরব কোথা? ভয় পাচ্চ নাকি? দেখ আমি যাহা বলিয়া ছিলাম তাহা ঠিক্ কিনা? একবার এস, ভয় নাই। বলোতো আমি ধরে নিয়ে আসি, দেখিবে আমার জলাশয় কত বড়; তোমার এত বড় জলাশয় নাই। ছিঃ ভাই, কোন উত্তর দিলেনা, পলাইয়া গেলে নাকি?

ইহা শুনিয়া সমুদ্রের বেঙ দুঃখে নিজ জলাশয়ে গমন করিল। কূপের বেঙ জানিল, আমার জলাশয় অপেক্ষা আর বৃহৎ জলাশয় নাই, কারণ সমুদ্রের বেঙ ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

হে বালকবালিকাগণ! সভ্য হও, মনে করিওনা যে আমাদের মতন জগতে সভ্য আর কেহ নাই। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিলে, গেরুয়া কাপড় পরিলে, দুই চারি খানি বহি লিখিলে, নামের সামনে ও পিছনে অক্ষর বাড়াইলে, পুল্‌পিটে বক্তৃতা দিলে, পুরাতন বহি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিলে সভ্য হয় না। পূর্ব্ব পুরুষ বড় থাকিলে নিজে বড় হয় না। কোন সময়ে ভারতে আকবর বাদশা ছিলেন, ইহা বলিয়া তাঁহার বংশাবলী বাদশা নন্। কার্য্যই বল, জ্ঞানই বল, উভয়েরই উপাসনা কর। আত্মাভিমান ছাড়, সমাজ ধর্ম্ম প্রচার কর। বঙ্গ দেশে শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, যেইটি তোমাদের পছন্দ হয় সেইটী লইতে বাধা নাই; কিম্বা নূতন প্রস্তুত করিলেও বিপদ নাই। যে অদ্য নূতন, কল্য সে পুরাতন বলিয়া কথিত হইবে। ধর্ম্মের বন্ধন কর, ধর্ম্মের দর্শন ছাড়, তাহা না হইলে একি উকি বলিয়া অবশেষে কিনা নেকা নেকি হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইচ্ছাকর তাহাও রাখ, কিন্তু বঙ্গদেশে সকলেই শুদ্র কারণ শুদ্র অর্থাৎ পরাধীন। পূর্ব্বে আর্য্যেরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যাহারা কেবল লেখাপড়ার চর্চ্চা করিত, তাহাদের ব্রাহ্মণ বলিত। যাহারা লেখাপড়া ও যুদ্ধ কার্য্যে

থাকিত, তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিত, এবং যাহারা কেবল ব্যবসা করিত তাহারা বৈশ্য ছিল, কিন্তু সকলেই আর্য্য বলিয়া কথিত হইত। বহুকাল এইরূপ বংশাবলী ক্রমে কার্য্য হওয়াতে, থাকের উৎপত্তি হইল! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে বিবাহ করিত। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়তে বিবাহ করিত, এবং বৈশ্য বৈশ্যতে বিবাহ করিত। তিনের রোহী ও অবরোহী সংযোগে অন্য বহু থাকের উৎপত্তি হইল। ক্রমে এত ডাইলিউসন হইল যে হোমিওপ্যাথিক ঝক্ মেরে গেল। অন্যের ও ডাইলিউসন্ হইতে লাগিল, কিন্তু লেখক বিহনে লোপ হইল। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের বড় রাখিবার জন্য, নানা পুস্তক তৈয়ারি করিতে লাগিল, শেষ কালে এত বড় হইল যে অন্যের উপবীত পৈতে বলিয়া গণ্য রহিল না। মড়িপোড়া হইতে কুলীন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মন রহিল, এবং উহাদের খাতির অত্যন্ত হইতে লাগিল। ঘরে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বিনা পরিশ্রমে উদর পূরণ করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিল। চরকা ভোঁ ভোঁ করিয়া সুতা কাটাতে লাগিল, কিন্তু আব যোগাতে পারিলনা, শেষে মানচেষ্টার বঙ্গদেশে আবির্ভাব হওয়াতে চরকা রক্ষা পাইল। নানাস্থানে শুভ দিনে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ তৈয়ারি, বিশেষতঃ কালিঘাটে হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে লোক সংখ্যা প্রায় চার কোটী, তন্মধ্যে প্রায় এক কোটী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ, ইহারা সকলেই পাঁচজন কায়স্থের ও পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহারা ৯৯৪ শকাব্দে আদিশূরের সময় বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। দেখ, কত র‍্যাপিড্ ডাইলিউসন্, কায়স্থের ও ব্রাহ্মণের যত বেশী হইবে, কায়স্থত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব তত বাড়িবে। মাদার টিন্‌চার অনেক স্থানে অভাব দেখা যায়, কারণ মেনী মিলিয়ান্ ডাইলিউসন্ হইয়াছে। কোন পুস্তকে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শুদ্র। যখন ব্রাহ্ম-

গেরা দেখিল আমরা খেই হারাইয়াছি, তখন বলিল, জন্ম হইলেই শুদ্র, সংস্কার হইলে দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র, ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ। পুরাণেতে দেখিতে পাইবে যে, কত সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া, ব্রাহ্মণ বংশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাল কি মন্দ ইহা অন্যের বিচার।

হে বালকবালিকাগণ। আর সময় নষ্ট করিও না। তোমাদের এখন সোনার সময়। তোমাদের দেশের রাজা তোমাদের শরীর ও ধন রক্ষা করিতেছেন। তোমরা সকলে একত্র হইয়া শিক্ষকের নিকট সমাজ ধর্ম্ম শিক্ষাকর। তোমাদের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা সমস্তই বর্ত্তমান ইংরাজ হইতে জানিবে। তোমাদের দেশের হাম্‌দোমাম্‌দোরা জোয়ারের বিষ্ঠার মতন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কোথায় যে উঠিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। মতির ঠিক্ নাই, তৎকাবণ গতিরও ঠিক্ নাই। যাহার যাহা মনে আইসে খালি পেনেল কোড বাঁচিয়ে তাহাই বলিতেছে ও লিখিতেছে, তাহা না হইলে ১ নম্বর চৌরঙ্গি।

দেখ দেখি, ইংবাজ বাহাদুরের কৃপায় আজ তোমাদের কি আনন্দের দিন? এদেশের সুখদুঃখ ওদেশেব লোক শুনিতেছে, ওদেশের কাহিনী সে দেশের লোক কহিতেছে, সেদেশের কথা এদেশে ওদেশে আন্দোলন হইতেছে, এদেশ, ওদেশ ও সেদেশ এক হইয়াছে। এ, বি ও সি ত্রিকোন রেখা, এ যদি বিয়ের সঙ্গে এক হয়, আর বি যদি সিএর সঙ্গে এক হয়, তাহা হইলে সি ও এর সঙ্গে এক হয়। স্থূল একের মজা দেখ। ইংরাজি ভাষা সকল দেশকে এক করিয়াছে। একটা ভাষার একেতে কি আনন্দ দেখ, যদি এই একতা তোমাদের ধর্ম্মের, পোষাকের, খাদ্যের ও রংঙের সঙ্গে হইত, তাহা হইলে আজ কি আনন্দের দিন হইত। ইংরাজ বাহাদুর যত টাকা আমাদের

দেশের উন্নতির জন্য খরচ করিয়াছেন, বোধ হয় সার্থক হইত, এবং বঙ্গবাসীরাও জগতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বঙ্গঅহঙ্কার, সকলেই বলে আমি পারগ। যে কুইল্ ড্রাইভারের কার্য্য করে, সে বলে আমি সেক্রেটরি টুদি এষ্টেট্ অফ ইণ্ডিয়ার কার্য্য করিতে পারি। যে ব্যবসা করে সে বলে, আমি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতন কার্য্য করিতে পারি। যে হোরাইজেণ্টাল বারে একবার সাইজ্ করে, সে ব্রিটিশ এস্কোয়ারের কার্য্য করিতে চায়। যে গেরুয়া কাপড়ধারী হইল, সে কৃষ্ণ হইতে চায়। যে পুল্পিটে উঠিল, সে লুথার কিম্বা বার্ক হইল। আর যে এক আর এক যোগে দুই জানিল, সে দত্তাত্রেয় হইল। হায়রে ভাই সকল, তোমাদের লীলা, সমষ্টি এক জানেন কি না সন্দেহ।

কি কহিব ভাই, কিছু কহিতে না পারি,
মনে করি চুপ করি, রহিতে তো নারি।
রঙ, খাদ্য, ধর্ম্ম, বস্ত্র এক যায় ভাই,
মরি, মরি, মরি তার লইয়া বালাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম।

আজ কাল বঙ্গদেশে বিকার ধর্ম্মের ঢেউ অত্যন্ত বেশী উঠিয়াছে। বোধ হয় যেন হিমালয় বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া আত্ম-গৌরব রক্ষাহেতু ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সীমা ঠিক্ না করিয়াও বিন্ধ্যগিরির বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। ঢেউ যে কোথা গিয়া মিশিবে, তাহা যখন নাইণ্টিন সেঞ্চুরির সভ্য বাবুরা ঠিক করিতে পারিতেছে না; তা আমরা কোন ছার্। কেহ কেহ নীতিজ্ঞ ঘরের কোণে বসিয়া মেকুর মত মেঁউ মেঁউ করিতেছে। কেহ কেহ সমাজ-নীতিজ্ঞ ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডালকুত্তার মত ভেউ ভেউ করিতেছে। কেহ কেহ রাজনীতিজ্ঞ ঘরের ভিতর পুল্‌পিটে দাঁড়াইয়া বাঘের মত হাঁলুম্ হাঁলুম্ করিতেছে। কেহ কেহ গুপ্তনীতিজ্ঞ, ঘাটে, মাঠে, হাটে নাগর-দোলার মত কেঁকোর কোঁ করিয়া, দে-পাক্ দে-পাক্ ডাকিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকলকার আধ আধ মুখখানি চন্দ্রিমাবৎ না হইয়া শূন্যবৎ হইয়াছে।

ধর্ম্ম বিনা জগতের অস্তিত্ব নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইহাদেরও ধর্ম্ম আছে। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," ইহা ব্যষ্টি জগতের সমষ্টি, ইহাতে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কিছুই নাই। যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া মহালীলা করেন, এবং যাঁহার তুল্য লীলা সেই সময়ে সর্ব্ব সাধারণের ভিতর আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি অবতার বলিয়া কথিত হন, এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত অমৃত বাক্য জগতে ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া আদরণীয় হয়। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নাম লয়

যথাঃ—ক্রাইষ্টের শিষ্য খ্রীষ্টিয়ান, মহম্মদের শিষ্য মহম্মেদন, বুদ্ধের শিষ্য বৌদ্ধ। তাঁহাদিগের অনুমতি বাক্য যাহা ধৰ্ম্ম পুস্তকে থাকিবে, শিষ্যেরা একের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি কেহ দর্শনের দ্বারায় সেই বাক্যের উপর তর্ক করে, তাহা হইলে সে তাঁহার শিষ্য নয়। একের শিষ্য সমস্ত জগৎ হয়, কিন্তু অবতারের শিষ্য সমস্ত জগৎ নয়। দেশ ভেদে সমাজ ধৰ্ম্ম ভেদ হয়। কোন কালে সমস্ত জগৎ এক ধৰ্ম্মাবলম্বী হয় নাই ফলতঃ হইবেনা। যখন পূৰ্ব্ব অবতারেরাও পারেন নাই, তখন অন্য কাহার সাধ্য যে সমস্ত জগৎকে এক ধৰ্ম্মাবলম্বী করে।

জগতে সৰ্ব্বকালে স্বাধীনেরা ধৰ্ম্ম প্রচার করেন, পরাধীনেরা কোনকালে ধৰ্ম্ম প্রচার করেনা। পরাধীনের ধৰ্ম্ম স্বাধীনের পদসেবা। ক্রিয়া বিহীন না হইলে পরাধীন হয় না। যাঁহারা ক্রিয়াবান তাঁহারাই স্বাধীন হন। স্বাধীনের মাথা উচ্চ, উচ্চ মাথা হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাও উচ্চ। শৃগালের ধূৰ্ত্ততা পরাধীনের অলঙ্কার হয়, স্বাধীনের অলঙ্কার হয় সিংহের উদারতা। পরাধীনেরা সহোদরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া কাতর হয়, স্বাধীনেরা স্বজাতীয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্নবান হন। পরাধীনেরা আপন্ আপনকে ঘৃণা করে, স্বাধীনেরা আপন্ আপনকে ভালবাসেন। পরাধীনের ধন কিম্বা মান হইলে আর এক জন্তু হয়, স্বাধীনের ধন কিম্বা মান হইলে স্বজাতীয়ের মঙ্গল হয়। পরাধীনের স্বভাব অবনতি করা, স্বাধীনের স্বভাব উন্নতি করা। পরাধীনেরা দুই নৌকাতে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বাধীনেরা এক নৌকাতে দৃঢ় হইয়া চাপিয়া বসেন। স্বাধীনের বৃত্তি হয় আপন্ ধৰ্ম্মে মৃত্যু উচিত এবং পরের ধৰ্ম্ম গ্রহণ করা অনুচিত, কিন্তু পরাধীনের ঠিক্ বিপরীত হয়। পরাধীন অর্থাৎ মূর্খ-স্থূল, স্বাধীন অর্থাৎ পণ্ডিত-সূক্ষ্ম। পরাধীন যাহা কিছু লিখিবে ও বলিবে তাহা অগ্রাহ্য।

কোন সময়ে একজন বাঙ্গালি বিলাৎ যাইতে মনন্ করে, বিলাৎ যাইবার ধেঁপাতে সে আচার ভ্রষ্ট হয়। যখন হাবড়া মেল ট্রেনে বিলাৎ যাইতে বোম্বে যাত্রা করে, তখন সে বার আনা বাঙ্গালি এবং চারি আনা বিলাতী নকল্‌দানা হইল। তাহার বয়ঃক্রম অনূ্যন বাইষ বৎসর ছিল। প্রত্যেক ষ্টেশন পারের সহিত তাহার মতি, আচার ও বাক্য, পূর্ব্বের সহিত ভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল। যখন বোম্বে পৌঁছিল, তখন আর দুই আনা বিলাতি নকল্‌দানাতে যোগ দিল। দুই চারিদিন বোম্বে হোটেলে বাস করিয়া বিলাৎ যাওয়া ষ্টিমারে চড়িল। সে পূর্ব্বে কখন সমুদ্র দেখে নাই, সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া, তাহার ভয় যুক্ত মানসিক আনন্দের ঢেউ অন্তরে উঠিল। চঞ্চলতা ঢেউয়ের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, কারণ ঢেউয়ের তুল্য চঞ্চল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। দুই ঢেউএ আঠার দিন একত্র বাসে এক হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় বঙ্গের বাইষ বৎসরের শিক্ষা ক্ষমতা ও রেতের ক্ষমতা হার মানিল. কারণ যখন সে বিলাতে নামিল, তখন পুরা একজন চুনাগলি ইংরাজী বাজাওয়ালা টেঁস। ইংরাজেরা তাকে দেখিয়া কানাকানি ও গা টেপা টিপি করিতে লাগিল, যদিও সে ইংরাজী পোষাকে ছিল তথাচ তাহারা এক নূতন জন্তু বলিয়া জানিল, কারণ বাঙ্গালা রঙে ইংরাজী পোষাক হেতু, তাঁহাদের মনে এক নূতন রঙের আবির্ভাব হইল। উহাদের মধ্যে একজন আসিয়া নূতন জন্তুকে জিজ্ঞাসা করিল ;—আপনি কে, নিবাস কোথা এবং কি কারণ আসিয়াছেন ?

বাঙ্গালি উত্তর দিল ;—আমার নাম সো এণ্ড সো, আমি বোম্বে হতে আপাততঃ শিক্ষা হেতু আসিয়াছি, কিন্তু আমার নিবাস বাঙ্গালা।

ইংরাজ বলিল ;—বাঙ্গালা !

বাঙ্গালি উত্তর করিল ,—আপনাদের যে ইণ্ডিয়া রাজত্ব

আছে, তাহার এক প্রদেশের নাম বাঙ্গালা। ইংরাজ ইয়াস্ ইয়াস্ Yes, Yes বলিয়া চলিয়া গেল।

বাঙ্গালি ক্যাবওয়ালাকে ডাকিয়া হোটেলাভিমুখে চলিল। দুই চারিদিন হোটেলে থাকিবার পর, একদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিল, "এক ষোড়শী ঘর ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার দুইটি ছোট ছোট ভগ্নী আছে, সকলেই সুন্দরী, নৃত্য গীত ও পিয়নোতে অত্যন্ত নিপুনা। কলেজ্, থিয়েটার ও ক্লাব্, বাটী হইতে ষ্টোন্ থ্রো দূর হয়।"

পরদিন প্রত্যুষে বাঙ্গালী এক ক্যাব্ওয়ালাকে ডাকিয়া, ল্যাণ্ডলেডির ঠীকানাতে গিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া দেখিল, বাটীর দরজা বন্ধ আছে। বাঙ্গালা প্রথানুসারে দরজাতে ধাক্কা দিতে মনন্ করিয়া যেমন হাত তুলিল, অমনি ক্যাব্ ড্রাইভার বলিয়া উঠিল;— "আপনি ধাক্কা দিবেন না, ঐ দড়ী ধরিয়া টানিলে ভিতরে ঘণ্টা বাজিবে, বাজিলে ভিতরের লোক জানিবে, যে বাহিরে লোক আসিয়াছে, এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিবে।"

বাঙ্গালী লজ্জান্বিত হইয়া প্রথমে গাড়িভাড়া দিয়া দড়ী টানিল, দড়ী টানিতেই ষোড়শী আসিয়া দরজা খুলিয়া সমাদর করিয়া, বাঙ্গালিকে ভিতরে লইয়া পার্লারে বসাইল, ইত্যবসরে আর দুইটী ভগ্নী আসিয়া যোগ দিল। টেবিল্‌টক্ সুরু হইল। একটী ভগ্নী পিয়নোর সহিত গলা মিশাইয়া গান আরম্ভ করিল। বাঙ্গালি উঁহাদের সভ্যতাতে মোরব্বা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইয়া বলিয়া গেল, "যে কল্য হইতে আপনার বাটীতে আমি পুটাপ্ করিব।"

পরদিন বাঙ্গালী হোটেলের সমস্ত বিল চুকাইয়া দিয়া, ল্যাণ্ড-লেডির বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। দুই তিন বৎসরে তাহার লেখাপড়া শেষ হইল। পরীক্ষার সার্টিফিকেট্ লইয়া পুনরায়

জাহাজে আরোহী হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছুদিন পরে বোম্বে আসিয়া নামিল। বোম্বে হইতে কলিকাতায় পৌছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবার আর বিলাতের ছাপ্ উঠিল না, বাঙ্গালি যে অবস্থায় বিলাৎ ছাড়িয়াছিল, সেই অবস্থাতেই কলিকাতায় রহিল।

হে বালকবালিকাগণ! দেখ বাঙ্গালী কতক্ষীণ, যদি ইহাদের সমাজ ধর্ম্ম, পোষাক, খাদ্য ও রং এক থাকিত, তাহা হইলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিত না। ইংরাজেরা কার্য্যানুসারে বহুবৎসর ভারতে বাস করেন। ভারতের সর্ব্বরকম সম্প্রদায়ে মিশেন্। ভারতের যাহা কিছু গুহ্য আছে তাহা গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহা বলিয়া কালীঘাটে যাইয়া লাল্ জবার মালা ও কলির কোঁটা লন না। শ্রীপাটে গিয়া মালসা ভোগ খান্না। ধুতি চাদরের বাবু সাজিয়া, সোনাগাছীর শীতল মিড্নাইট্ এয়ার সেবন করেন না। যাহা লইয়া বিলাত ছাড়িয়া থাকেন, তাহাই লইয়া যান, লাভের ভিতর ভারতের সর্ব্বরকম জ্ঞানের পুঁজি, যাহা পূর্ব্বে বিলাৎ ছাড়িবার সময় অভাব ছিল, তাহাই পুরণ করিয়া লন।

হে বালকবালিকাগণ! দেখ ইংরাজ কত বলিষ্ঠ। ইংরাজের নিকট হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা কর, অর্থাৎ ধর্ম্ম পালন কি করিয়া করিতে হয়, তাহা তাঁহাদের গির্জ্জা যাওয়া দেখিয়া নকল্ কর। তোমরা ইংরাজদের ধর্ম্ম অবলম্বন কর কি না কর তাহা বলিতেছি না, যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহাই ইংরাজদেরমতন পালন কর। রবিবারকে—সাবাৎকে ইংরাজেরা কি রকম অবজার্ভ করেন, তাহা তোমরা দেখ। চার্চ সম্বন্ধে কত টাকা খরচ করেন, তাহার মেথামেটিকল্ ক্যাল্কুলেসন্ কর। প্রত্যেক ইংরাজের বাটীতে বাইবেল্ আছে কি না তাহার অনুসন্ধান লও। ইংরাজেরা বাইবেল্ প্রচারের দরুন অকাতরে কত টাকা খরচ করিয়া কত আচার্য্য নিযুক্ত করেন, তোমরা তাহা দেখ।

প্রভু যিশুখ্রীষ্টকে নাচ তামাসা করিলে কি সাজা হয় তাহাও অনুভব কর। প্রভু যিশুখ্রীষ্টের প্রেমে সকলেই পাগল, সকলকার প্রাণ, মন, ধন, কি প্রকারে তাঁহার উপর উঁহারা সমর্পণ করেন তাহাও ইংরাজের নিকট হইতে শিক্ষা কর। মানবের বল ধৰ্ম্ম হয়, যাহার ধৰ্ম্ম নাই তাহার বল নাই। ধৰ্ম্ম না থাকিলে একতা হয় না। স্থূল—একতা একের দ্বার স্বরূপ হয়। যে দেশে স্থূলের একতা নাই, সে দেশের লোক একেকে অনুভব করিতে পারেনা, যদি করে তাহা কেবল পরস্পরকে ঠকাইবার, আর দেশকে উচ্ছন্ন দিবার দরুন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বঙ্গদেশের ধৰ্ম্ম কি তাহা ঠিক করা বড় দুরূহ। বঙ্গদেশে সকলেই বলে আমি হিন্দু। হিন্দু কথাটির ও বড় গোল্‌ মাল্‌ আছে, বঙ্গদেশের কি সবই গোল্‌মাল্‌?

কেহ কেহ বলেন, সিন্ধুনদীর এপারে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে হিন্দু বলে। কেহ কেহ বলেন, ইন্দুনামের অপভ্রংশ হিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবংশের রাজত্বে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে হিন্দু বলে। মুসলমান কেতাবে হিন্দ্‌ অর্থাৎ কালকাফের, যাহারা মুসলমান নয় তাহাদের উঁহারা হিন্দ্‌ বলেন। মুসলমান কেতাবে হিন্দ্‌ কথা বহুত পাওয়া যায়, কিন্তু কোন সংস্কৃত পুস্তকে পাওয়া যায় না। আজ্‌ কাল্‌ পণ্ডিতেরা হিন্দু কথাটি সংস্কৃত ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, সেটা কতদূর ন্যায় সংগত তাহা পাঠক পাঠিকাদের উপর ভার রহিল।

সংস্কৃত ভাষা সমুদ্রবৎ। ইহার ধাতু হইতে পৃথিবীর সকল কথার উৎপত্তি করা যায়, কারণ ইহার ব্যাকরণও সমুদ্রবৎ। যাহা কিছু সরলে বুঝা না যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই সরল ভাব অভাব ইহা জানা যায়। যে জিনিষ বাঁকা করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা নিশ্চয়ই বাঁকা ইহা একজীয়ম্যাটিক ট্রুথ্‌। উপর বাঁকা অন্তর সিধা, কিম্বা অন্তর

বাঁকা উপর দিলা, ইহাতেও গোল্ মাল্ হয়, কারণ যে যে ভাবে অর্থ করে, সে সেভাবে অর্থ করিতে পারে। দুই অর্থ হইলেই সন্দেহ হয়, সন্দেহে মনের তেজ হ্রাস পায়, মনের তেজ হ্রাস হইলে শান্তি বিরাজ করে না।

ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। ভক্তিই ধর্ম্মের মূল হয়। যাহার ভক্তি আছে, তাহার মুক্তি আছে। দর্শনে যে যত তর্ক করিবে, তাহার তত মাথা পরিষ্কার হইবে। পরিষ্কার করিতে করিতে যখন সব্ ফর্সা হইবে, তখন এক আসিবে কারণ হালে পানি পায় না। ভক্তি ভিত্তি না রাখিলে, ইহাতেও অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া, দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরিতে হয়। পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা উচ্চ মাথার দুই এক বুলি শিখিয়া, মূর্খের উপর খুব্ বোল্ বোলা করে। যত শীঘ্র এই সব্ পাষণ্ড বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হয়, ততই বঙ্গদেশের মঙ্গল।

কোন সময়ে বঙ্গদেশে এক মূর্খ অনেক দর্শনের বুক্নি মুখস্থ রাখিয়া, এক দিগ্‌গজ মহামহোপাধ্যায় যোগী হইয়া উঠিয়া ছিল। সে মনে করিত, আমি অষ্টাদশ বিদ্যাতে সুশিক্ষিত, গায়ে ছাই মাখি, সময়ে সময়ে বিষ্ঠাকে চন্দন তুল্য বলিয়া গাত্রে লেপন করি, সময়ে সময়ে দশাপ্রাপ্ত হই, ওম্ ওম্ শব্দ করি ও বহুরূপী হইতে পারি, তবে কেন আমি আমার শিষ্যের নিকট অবতার বলিয়া না পরিচিত হই, কিন্তু আমার দুই একটা বুজ্‌রুকি শিক্ষা চাই, তাহা না হইলে আমি আমার চেলাদের কেনা গোলামের মত খাটাইতে পারিব না। চেলা অর্থাৎ যে চালায়, যে যাকে চালায় সে তার চেলা। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে এক কেরামত্ ফকিরের নিকট বুজ্‌রুকি শিখিতে চলিল।

কেরামতের কেরামতিতে বঙ্গদেশ পাগল। কেলেস্ত্রিরা ও পাতিভাঁড় পাতিহাঁস না হইয়া রাজহাঁস হইয়া উঠিল। কেরামতের

আড্ডার সাম্‌নে এক মহা মাঠ তথায় লোকে লোকাকীর্ণ, সকলকার হাতে পাতিভাঁড়ের ভিতর জল ও কেলেজিরা। কেরামতের ফুয়ের কাছে টেলিফোঁন কোথায় লাগে। কেরামতের ফুয়ের জলের গুণ কত। যে যাহা কামনা করিয়া পান করে তাহাই সিদ্ধি হয়। বাঙ্গালিরা সর্ব্বস্থানে মহা হুজুগ তুলিল। কেহ বলিল, "আমি দেখিয়া আসিলাম, এক জন যোগী ঠাট্টা করিয়া পাতিভাঁড়ের ভিতর জল ও কেলেজিরা লইয়া ছিল, কেরামত যেমনি ফু দিল, অমনি পাতি ভাঁড়ের ভিতর জল ফুটিতে লাগিল, যোগী ভয়ে ভয়াম্বিত হইয়া মহামাঠের পুকুরেতে পাতিভাঁড় ফেলিয়া দিল; কেলিবামাত্রেই—পুকুরের জল সমুদ্রের মতন তোল্ পাড্ করিতে লাগিল। যোগী এই সব্ কাণ্ড দেখিয়া সকলকার সামনে বলিল,—ভাগ্যে আমি ফেলে দিয়াছিলাম, তা না হলে আজ পুঁড়ে মর্‌তুম্। যাহা হউক কেরামত্ বাঁচাইয়া দিয়াছেন।"

এমন সময়ে বুজ্‌রুকি শিক্ষাভিলাষী যোগী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎপরে যোগী যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে কি হয়েছে"? কিছুক্ষণের পর এক জন ঐ সব্ কাণ্ড যোগীকে বলিল, বলিবামাত্রেই যোগীর আক্কেল্ গুড়ুম্ হইয়া, আরো কেরামতের উপর ভক্তি বাড়িল। যোগী একবারে কেরামতের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ অনুনয় বিনয়ের পর কেরামতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ মাত্রেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দর্শনের এক একটি বুক্নি ঝাড়িয়া হাফ্ হিন্দি হাফ্ বাঙ্গালিতে বুঝাইতে সুরু করিল। কেরামত বুঝিল, এ লোকটা বড় বিদ্যান ও চালাক, ইহার সঙ্গে আলাপ রাখা উচিত, এই স্থির করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রাণের দ্বার খুলিয়া, প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। কেরামত্ পয়লা নম্বরের, যোগী দোসরা

নম্বরের, ইহার কারণ কেরামতের নিকট যোগীর শিক্ষা আবশ্যক হইয়াছিল।

কেরামত বলিল। বঙ্গদেশে অবতার কিম্বা বড় লোক হইবার কষ্ট কি। দেখ না লক্ষ লক্ষ হিন্দু আমার উচ্ছিষ্ট জল খাইয়া স্বর্গে যাইতেছে। যে অসাধ্য রোগ বড় বড় বৈদ্য, হাকিম ও ডাক্তারগণ ভাল করিতে হার মানিয়াছে, আমার এক ফুয়ের জলে সব আরাম হইতেছে। বন্ধ্যার গর্ভ হইতেছে, নির্ধন ব্যক্তি ধনী হইতেছে, যাহার যাহা অভিলাষ তাহাই সিদ্ধি হইতেছে। আচ্ছা যোগীবর। বাঙ্গালির ছেলে গুলোও কি এত গাধা, যে পাস হব বলে ফুয়ের জল খেয়ে পরীক্ষা দিতে যায়, তারা না লেখা পড়া শিখিতে স্কুলে বা কালেজে যায়। সে যাহা হউক, তুমি খুব অসম্ভব বকিবে, তোমার তো সংস্কৃত বুঝি জানা আছে ?

যোগী উত্তর দিল। আজ্ঞা হাঁ।

কেরামত বলিল। তবে আবার কি, বলিবে যোগ করিলে মানুষ উড়ে, হিমালয়কে উপাড়িয়া কলিকাতায় আনা যায় আর কলিকাতাকে তুলিয়া বিলাতের উপর বসান যায়। মড়াকে বাঁচান যায়, দুই পা তুলে সমুদ্র পার হওয়া যায়। দ্বিভুজকে চতুর্ভুজ করা যায়, চতুর্ভুজকে দ্বিভুজ করা যায়, আর মন্ত্র সব বলিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই হওয়া যায়, যদি শাস্ত্র প্রমাণ চাও, তাহা আমি যোগ শাস্ত্রে দেখাইয়া দিতে পারি। যদি কেহ বলে আপনি ইহার কিছু দেখান, অমনি গম্ভীর ভাবে বলিবে, এসব কিছুই নয়। যখন আমি অমুক জঙ্গলে তপস্যা করিতেছিলাম, তখন অমুক সিদ্ধ পুরুষ আসিয়া, কৃপা করিয়া আমায় সব শিখাইয়া দেন। কিন্তু তিনি দেবার পরে আমাকে ত্রিসত্য করিয়া লয়েন যে, এসব কাহাকেও দিও না, কারণ অনেক লোকের অপকার হইতে পারে অপকার করিলে এসব বৃথা

হইয়া যায়, যদি কোন উপযুক্ত চেলা দেখ, এবং তোমার পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে দিতে কোন বাধা নাই। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহাই সত্য আর সব মিথ্যা জানিবে।

যোগীবর। আর দেখ, যত লোক মূর্খ হইবেক, ততই বুজ্‌রুকির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইবেক। মূর্খ ব্যতীত মূর্খের চেলা হয় না। জগতে মূর্খের নম্বরই বেশী আছে। তুমি কাহারও কথায় ভয় পাইও না, যে যাহা বলিবে তাহা অগ্রাহ্য করিবে। দুই কান্ কাটা না হইলে জগতে কার্য্য হয় না। যত চেলা বাড়িবে ততই গুরুর নাম ছুটিবে। চেলারা তিলে তিলে গুরুর গুণকে তাল করিবে এবং বঙ্গদেশে ইহার অভাব কিছুই নাই। যত মুখ ফের হইবে ততই অলঙ্কার যোগ দিবে। অলঙ্কারে মুখ ব্যাখা হইলে, পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তকের ভিতর গুরু ঢুকিবে, আর তথায় ঢুকিলেই গুরু অবতার হইবেক। যোগীবর। আর আমায় বৃথা কষ্ট দিওনা, তোমার মাথা খুব্ সাফ আছে, তুমি ইহা হইতে আর অনেক বুজ্‌রুকি বাহির করিতে পারিবে। যোগী তথাস্তু বলিয়া কেরামতের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া, নিজ আড্ডা অন্বেষণে যত্নবান হইল।

কিছু দিন পরে এক ষাষণ্ডের কাঁধে চড়িল। বন্ধু বলিয়া উভয়ে উভয়ের কার্য্যে আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু দুই পাষণ্ডে একটু প্রভেদ আছে, একটা পাণ্ডিত্যাভিমানি পাষণ্ড অর্থাৎ গুরু, অপরটি বোকা উৰ্দ্ধৰ্ম্ম পাষণ্ড অর্থাৎ চেলা। চেলা গুরুকে চারি দিকে চালাইতে আরম্ভ করিল। চালাতে চালাতে দিন দিন চেলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাঙ্গালার স্ত্রী লোকেরা আর হুজুগে, বিশেষতঃ ফাকি দিয়া স্বর্গে যাইতে ইহাদের মত অন্য কোন দেশের স্ত্রীলোক এত নাই, যখন পুরুষেরাই এত তখন স্ত্রী লোকেরা হইবে, ইহার আর অসম্ভব কি? (ফাকি দিয়া কোন কার্য্য করিলে নিজে

ফাঁকিতে পড়িতে হয়, জগতে ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্য হয় না, পুরুষকার ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যের ফল হয় না)।, সে যাহা হউক, যোগীর শ্রী দিন দিন শ্রীফলের বাতাসে, ও বিলাতী কুমড়ার গড়া গড়িতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন কি ঠিক্ তেলচুকচুকে মাকাল্ফল হইল।

যোগীর আশ্রমে আনন্দ অপার বহিতে লাগিল। যে যেই ভাবে যাইত সে সেই ভাব পাইত। কিছুকাল পরে যোগী আডল্টরি চার্য্যে ধৃত হইল। যোগীর মাথা ফ্লাউয়ার অফ্ দি বারের অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এই কারণ যোগী আইন্ বাজ্ নিযুক্ত করে নাই। উচ্চ মাথা না হইলে এত দূর কার্য্য করিতে পারে না। যোগী রাজদরবারে অনেক "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" প্রমাণের শ্লোক আওড়াইল। আর বলিল, যে কার্য্য করিয়াছে তাহাকে সাজা দেওয়া হউক। ধর্ম্মকে আশ্রয় লইয়া রাজদরবার বিরাজ করে। রাজার শ্রী ন্যায় হয়। যে রাজ্যে অবিচার হয়, তথায় রাজলক্ষ্মী বিরাজ করে না। যদি আমি কোন দোষনীয় কার্য্য করিয়া থাকি, সাজা লইতে বাধ্য আছি, আর যদি আমি কোন দোষনীয় কার্য্য না করিয়া থাকি, হুজুরের আজ্ঞা হয়, আমার বেকসুর খালাস।

রাজা ও মন্ত্রী অন্য অন্য পারিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিল,—যোগীবর! তুমি অমুকের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত আডল্টরি করিয়াছ, এবং যাহা বাদী অনেক সাক্ষীর দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছে, তুমি যে কর নাই ইহা প্রমাণ দাও, আর তাহা না হইলে তোমায় গুরুতর সাজা গ্রহণ করিতে হইবেক, ইহাতে তোমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বল।

যোগী উত্তর করিল। ধর্ম্মাবতার! হরে কৃষ্ণ খুন্ করিলে নিশিকুম্ভের ফাঁসি হয় না কিম্বা নিশিকুম্ভ যাহা করিবে হরেকৃষ্ণ তাহার ফল ভোগী নয়

সকলেই বলিল। না।

তবে হুজুর, আমি কি কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে আমায় রাজদরবারে আনা হইল। আমি কে এবং আমি কোন স্থানে আছি। তিনিই সব, তিনিই সব স্থানে বিরাজমান আছেন। হাত ও পা ইহারাও কিছু করেনি, যদি বলেন হুজুর লিঙ্গ? তাকে ও সাজা দিতে পারেন না, কারণ মৃত দেহে লিঙ্গ আছে, সেতো কিছুই করিতে পারে না, অতএব লিঙ্গ দোষ করে নাই। মন, যাহার দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গ চালিত হয়, যদি সেই মনকে ধরা হয়, তাহাও মহা ভ্রম, কারণ মনও অন্যের দ্বারায় চালিত হয়। হুজুর, মনের আকার নাই, যাহার আকার নাই, তাহাকে কি সাজা দেওয়া যাইতে পারে?

সকলেই উত্তর করিল। স্থূলসাজা তাহার যোগ্য নয়, সূক্ষ্ম তাহার যোগ্য হয়।

যোগী বলিল। যখন মনের সাজা সূক্ষ্ম হইল, এবং মন কার্য্য করে নাই, তখন যিনি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সাজা কি হইতে পারে, এবং কে তাকে সাজা দিতে পারে, কারণ তিনি এক-ব্রহ্ম-অব্যক্ত, অথবা যে যাহা বল।

ধর্ম্মাবতার। আপনার কাছে অবিচার নাই, যে দোষ করিয়াছে তাহাকে সাজা দিতে ইচ্ছা করেন এবং দিতে পারেন, আপনি দেন, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই, কিন্তু হুজুর, আপনি তাঁহার কৃপায় এই আসন পাইয়াছেন, যদি পাইয়া কাহার অপকার করেন, তিনি তাহার বিচার করিবেন। তাঁহার এজ্‌লাস্ বড় কঠিন। সেখানে আপনার মন্ত্রী, পারিষদ ও ফৌউজ্ চলিবে না। দেখুন, পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তীরা যোগীর ও ব্রাহ্মণের সাত্ খুন্ মাপ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করুন, যাহাতে আবার এই পদে পরে আসিতে পারেন, সময় যাইলে আর হইবে না। যোগীদের আশ্রম তৈয়ার করিয়া দেন

ফাঁকিতে পড়িতে হয়, জগতে ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্য হয় না, পুরুষকার ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যের ফলহয় না)।. সে যাহা হউক, যোগীর শ্রী দিন দিন শ্রীফলের বাতাসে, ও বিলাতী কুমড়ার গড়া গড়িতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন কি ঠিক্ তেলচুকচুকে মাকাল্‌ফল হইল।

যোগীর আশ্রমে আনন্দ অপার বহিতে লাগিল। যে যেই ভাবে যাইত সে সেই ভাব পাইত। কিছুকাল পরে যোগী আডল্‌টরি চার্য্যে ধৃত হইল। যোগীর মাথা ফ্লাউয়ার অফ্ দি বারের অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এই কারণ যোগী আইন্ বাজ্ নিযুক্ত করে নাই। উচ্চ মাথা না হইলে এত দূর কার্য্য করিতে পারে না। যোগী রাজদরবারে অনেক "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" প্রমাণের শ্লোক আওড়াইল। আর বলিল, যে কার্য্য করিয়াছে তাহাকে সাজা দেওয়া হউক। ধর্ম্মকে আশ্রয় লইয়া রাজদরবার বিরাজ করে। রাজার শ্রী ন্যায় হয়। যে রাজ্যে অবিচার হয়, তথায় রাজলক্ষ্মী বিরাজ করে না। যদি আমি কোন দোষনীয় কার্য্য করিয়া থাকি, সাজা লইতে বাধ্য আছি, আর যদি আমি কোন দোষনীয় কার্য্য না করিয়া থাকি, হুজুরের আজ্ঞা হয়, আমার বেকসুর খালাস।

রাজা ও মন্ত্রী অন্য অন্য পারিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিল;—যোগীবর! তুমি অমুকের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত আডল্‌টরি করিয়াছ, এবং যাহা বাদী অনেক সাক্ষীর দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছে, তুমি যে কর নাই ইহা প্রমাণ দাও, আর তাহা না হইলে তোমায় গুরুতর সাজা গ্রহণ করিতে হইবেক, ইহাতে তোমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বল।

যোগী উত্তর করিল। ধর্ম্মাবতার। হরে কৃষ্ণ খুন্ করিলে, নিধিকৃষ্ণের ফাঁসি হয় না, কিম্বা নিধিকৃষ্ণ যাহা করিবে, হরেকৃষ্ণ তাহার ফল ভোগী নয়।

সকলেই বলিল। না।

তবে হুজুর, আমি কি কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে আমায় রাজদরবারে আনা হইল। আমি কে এবং আমি কোন স্থানে আছি। তিনিই সব, তিনিই সব স্থানে বিরাজমান আছেন। হাত ও পা ইহারাও কিছু করেনি, যদি বলেন হুজুর লিঙ্গ? তাকে ও সাজা দিতে পারেন না, কারণ মৃত দেহে লিঙ্গ আছে, সেতো কিছুই করিতে পারে না, অতএব লিঙ্গ দোষ করে নাই। মন, যাহার দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গ চালিত হয়, যদি সেই মনকে ধরা হয়, তাহাও মহা ভ্রম, কারণ মনও অন্যের দ্বারায় চালিত হয়। হুজুর, মনের আকার নাই, যাহার আকার নাই, তাহাকে কি সাজা দেওয়া যাইতে পারে?

সকলেই উত্তর করিল। স্থূলসাজা তাহার যোগ্য নয়, সূক্ষ্ম তাহার যোগ্য হয়।

যোগী বলিল। যখন মনের সাজা সূক্ষ্ম হইল, এবং মন কার্য্য করে নাই, তখন যিনি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সাজা কি হইতে পারে, এবং কে তাকে সাজা দিতে পারে, কারণ তিনি এক-ব্রহ্ম-অব্যক্ত, অথবা যে যাহা বল।

ধর্ম্মাবতার! আপনার কাছে অবিচার নাই, যে দোষ করিয়াছে তাহাকে সাজা দিতে ইচ্ছা করেন এবং দিতে পারেন, আপনি দেন, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই, কিন্তু হুজুর, আপনি তাঁহার কৃপায় এই আসন পাইয়াছেন, যদি পাইয়া কাহার অপকার করেন, তিনি তাহার বিচার করিবেন। তাঁহার এজলাস বড় কঠিন। সেখানে আপনার মন্ত্রী, পারিষদ ও কৌউন্সিল চলিবে না। দেখুন, পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তীরা যোগীর ও ব্রাহ্মণের সাত খুন মাপ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করুন, যাহাতে আবার এই পদে পরে আসিতে পারেন, সময় যাইলে আর হইবে না। যোগীদের আশ্রম তৈয়ার করিয়া দেন

যোগীদের উপর আইন্ জারী করিবেন না। ব্রাহ্মণদের দান করুন, দানের অপেক্ষা পুণ্য নাই। ব্রাহ্মণদের জমী কখন হরণ করিবেন না, ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিলে কখন বিমুখ করিবেন না। ব্রাহ্মণকে সমস্ত দান করিয়া, জঙ্গলে যাইতে পারিলে আর ভাল হয়। দেখুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বুকে লইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেখ রাজা, তোমার বুদ্ধিতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক, তোমার জয় হউক। এই বলিয়া যোগী যেমন রাজদরবার হইতে বাহির হইবে, অমনি মোরব্বারাজা সিংহাসন ছাড়িয়া গিয়া যোগীর পায়ে লোটা পুটি খাইতে লাগিল, এবং হাত যোড় করিয়া বলিল ;—গুরুদেব। আমার দোষ মার্জ্জনা করুন, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আপনার আশ্রম তৈয়ারি করিবার ভার অনুগ্রহ করিয়া আমার উপর দেন। এ দাস আপনার অনুচর, এবং এ দাসের সবই আপনার জানিবেন।

যোগীবর আচ্ছা হবে হবে বলিয়া মস্তোকপরি পদধূলি দিয়া চলিয়া গেল।

তদনন্তর রাজা ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রী ও পারিষদকে বলিতে লাগিল ;—

আজ তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, তোমাদের মত মূর্খ লোক আমার সংসারে না থাকাই উচিত। সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের অপমান, সাপ্‌কে মারিলে শিব্‌কে লাগে তাহা জান না। যিনি রাগ করিলে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন, তাঁহাকে কিনা অপরাধী বলিয়া, দরবারে তাঁহার দোষের বিচার করিতে আনা হইয়াছে। আমি কাহারও কথা শুনিতে চাহি না, বাদীর আজীবন কয়েদ হুকুম্ হইল। তোমরা কল্য যোগীর নিকট যাইয়া, যোগীর যাহা প্রয়োজন হইবে তাহাই অকাতরে আমার সংসার হইতে যোগাইবে। আর এক

মাসের ভিতর যোগীর আশ্রম তৈয়ারি করিয়া দিবে, যদি ইহার অন্যথা কর, তাহা হইলে তোমাদের সকলকার প্রাণ দণ্ড হইবে, ইহা বলিয়া রাজা দরবার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম গৃহে চলিয়া গেল।

বাদীর রোদনে দরবার গৃহ ভয়ে রোদন করিতে পারিল না, কিন্তু অন্তরে রোদন করিতে লাগিল। দুই একটি ব্যতীত আর সকলের আনন্দাশ্রুতে বাদীর রোদনের কোন ফলোদয় হইল না। তাহাকে পুলিষ জবর্দস্তি করিয়া লইয়া গেল, আর আর সকলে স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিল।

পর দিন প্রত্যুষে পারিষদ্দের আগমনে, যোগীর আশ্রম তোষামদ্ বাক্যে পুরিত হইতে লাগিল, যোগীর আনন্দের পরিসীমা নাই। লুচির কড়া অহোরাত্র জ্বলিতে লাগিল। চারি ধারে অত্যন্ত নামের জাহির হইল, খরচের অভাব নাই, যোগীর সংসার রাজ সংসার হইল, যে যাহা চায় তাহাই পায়। এদিকে সুন্দর আশ্রম এক মাসের ভিতর তৈয়ারি হইল। রাজা এই সব্ শুনিয়া, মহানন্দে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিবেন মনন করিয়াছেন, ইত্যবসরে জ্বরা আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা দুই চারি দিন যুঝিয়া পরে পরাস্ত মানিলেন, অর্থাৎ ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

মন্ত্রীর আনন্দের পরিসীমা নাই এবং তিনি রাজপ্রথানুসারে যুবরাজকে রাজা করিলেন। আলেক্‌জ্যাণ্ডার ও অরিষ্টটল্ যেন একত্রিত হইল। রাজার বল ও বুদ্ধি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু মন্ত্রী সব্ কার্য্য দূরে রাখিয়া,প্রথমে বাদীর রিপোর্ট রাজাকে শুনাইল। রাজা ইতি পূর্ব্বে অনেকটা জানিত, কিন্তু যুবরাজ হেতু পূর্ব্বে কিছুই করিতে পারেন নাই। রাজা মন্ত্রীকে বলিল, মন্ত্রিন্! এ বিষয়ে ন্যায় যুক্তি কি?

মন্ত্রী বলিল। রাজন্! সহরে ঘোষণা দেওয়া হউক, যে রাজা

"তাঁকে ডাকিতেছেন যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী," অর্থাৎ এক-তিনি-অব্যক্ত-ব্রহ্ম। আর ঘোষণাকারীদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হউক, যেন ঘোষণাকারীরা যোগীর আশ্রমে, এমন কি যোগীর নিকটে ভাল করিয়া ঘোষণা দেয়। তার পর যাহা করিতে হইবে পরে বলিব। রাজা ঘোষণা পত্র দস্তখৎ করিয়া চলিয়া গেল।

ঘোষণাকারীরা চারি দিকে ঢেঁড়াপিটিতে লাগিল। যোগীর আশ্রমের নিকট যাইয়া, ঢেঁড়া পিটিতে পিটিতে আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিল; তথায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। যোগী একখণ্ড বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিয়া, কুশাসনোপরি বসিয়া ছিল। ঢেঁরা পেটা শব্দ শুনিতে পাইয়া, যোগী চেলাদের বলিল, ওহে আশ্রমের ভিতর কিসের গোল্ মাল্, দেখ কিসের শব্দ হইতেছে। ইহা বলা শেষ হইতে না হইতে, ঢেঁড়া পেটা লোক সমস্ত যোগীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, হইবামাত্রেই যোগী উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি গোল্ মাল্ করিতেছ, ওকি টেঁপ টেঁপ শব্দ করিতেছ?

ঘোষণাকারীরা ঘোষণা পত্র পড়িতে লাগিল। "রাজা তাঁকে ডাকিতেছেন, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী" অর্থাৎ তিনি-এক-অব্যক্ত-ব্রহ্ম।

যোগী উপহাস্যের সহিত ঘোষণাকারীদের বলিতে লাগিল। রাজা কি পাগল হইয়াছে। সম্প্রতি রাজ্য পাইয়া এত অহঙ্কার হইয়াছে, যে তাঁকে রাজা আদেশ করিতেছেন। তিনি কি আস্তাবলের বানর যে রাজার হুকুমানুসারে রাজার নিকটে যাইয়া দাঁড়াইবেন। রাজা কি মূর্খ হয়। তিনি নিরাকার-মনোঽগোচর, তাহা কি রাজা জানেন না। রাজাকে আমার শরণাগত হইতে বলিবে, আর তাহা না হইলে রাজার সর্ব্বনাশ হইবে। হাবা রাজার গাধা মন্ত্রী, তাহা না হইলে কি এ রকম হুকুম বাহির হয়। ঘোষণাকারীরা যোগীকে প্রণাম করিয়া স্বীয় স্বীয় বাটীতে আসিল।

পরদিন রাজা দরবার-গৃহে বসিলে ঘোষণাকারীরা রাজসমীপে যোগী যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদয় কথা রাজাকে শুনাইল। রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিল, এখন কি করা উচিত।

মন্ত্রী বলিল। রাজন্! আজ এই ঘোষণা দেওয়া হউক, "রাজা যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, যিনি যোগী হইবেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া লইবেন।" রাজা খুসি হইয়া ঘোষণা পত্রে দস্তখৎ করিয়া মন্ত্রীকে দিল। মন্ত্রীও যথানিয়মে আজ্ঞা দিল।

ঘোষণাকারীরা রাজবাটী হইতে ঢেঁড়া পিটিতে সুরু করিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে রাস্তায় অনেক লোক জড় হইল। ঘোষণাকারীরা উহাদের সম্মুখে ঘোষণা পত্র পড়িল, উহারা সকলে বলিল, তোমরা বৃথা কেন এত কষ্ট করিতেছ, একবারে যোগীর আশ্রমে যাইয়া, যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলেই হয়, কিন্তু ঘোষণাকারীরা উহাদিগের কথা না শুনিয়া ঢেঁড়া পিটিয়া চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে যোগীর আশ্রমে পৌঁছিল।

যোগী ঢেঁড়ার শব্দ শুনিয়া, চেলাদের আজ্ঞা করিল, দেখ আজ আবার কি হুজুগ। চেলারা আসিয়া দেখিল, ঘোষণাকারীরা ঘোষণাপত্র পড়িতেছে। চেলারা উহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ঘোষণাকারীদের সমাদর করিয়া যোগীর নিকটে লইয়া চলিল এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই, ঘোষণাকারীরা ঘোষণা পত্র পড়িতে লাগিল, "রাজা যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, যিনি যোগী হইবেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া লইবেন।"

যোগী আনন্দের সহিত ঘোষণাকারীদের আজ্ঞা করিল, স্বর্ণমুদ্রা ঐই চেলাদের নিকট রাখিয়া দাও, আমার কোন আবশ্যক নাই। রাজাকে যাহা আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা উহা রাজাকে বলিয়াছিলে?



ঘোষণাকারীরা সকলেই বলিল, আজ্ঞা হাঁ হাঁ।

যোগী বলিতে লাগিল। দেখ, আমি যাহা বলিয়া ছিলাম তাহা রাজা শুনিয়া ভয় পাইয়া আমার কৃপা পাইবার আশায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছেন, যাহা হউক, রাজার কুবুদ্ধি যাইয়া সুবুদ্ধি আসাতে, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কেমন লোকের ছেলে, হবেই বা না কেন, কাঁচা বয়সের দরুন এক এক বার গোল্ মাল্ করিয়া ফেলে। দেখ তোমরা রাজাকে বলিবে, যোগী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আর সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গলপ্রার্থনা করেন, রাজার লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হউক, রাজা চিরজীবি হউক। যোগী নিস্তব্ধ হইলে, ঘোষণাকারীরা চেলাদের নিকট স্বর্ণমুদ্রা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পুনরায় ঘোষণাকারীরা রাজদরবারে গিয়া রাজার নিকট সমস্ত জানাইল। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, এইবার কি করা যায়।

মন্ত্রী বলিল। রাজন্! শীঘ্র হুকুম বাহির করা উচিত, তাহা না হইলে যোগী টাকা গুলা নষ্ট করিতে পারে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিল। কিরূপ হুকুম বাহির করা উচিত।

মন্ত্রী উত্তর দিল। অদ্যই যোগীর আশ্রম টাকা সমেত ক্রোক্ করা হউক, এবং ওয়ারেণ্ট বলে যোগীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদরবারে আনা হউক। রাজা তথাস্তু বলিয়া রাজদরবার হইতে উঠিয়া গেল, এবং মন্ত্রীও যথাযোগ্য হুকুম দিয়া স্বীয় ভবনে যাইল।

ওয়ারেণ্টের পিয়াদারা বৈকালে যোগীর আশ্রমে যাইয়া ওয়ারেণ্ট পড়িয়া যোগীকে শুনাইল, এবং তৎপরে যোগীকে গ্রেপ্তার করিয়া, আশ্রমের বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল। পিয়াদারা অন্য চেলাদের দুই একটা মিষ্টান্ন দেওয়াতে স্বর্ণমুদ্রা যথায়

ছিল দেখাইয়া দিল, তাহাও ক্রোক্ করিয়া আশ্রমের বাহিরে আনিল। হেড বেলিফ দুই চারিটী পেঁপে খাই পিয়াদাকে আশ্রমে রাখিয়া, যোগীকে স্বর্ণ মুদ্রা সমেত রাজদরবারের প্রিজনার রুমে আনিয়া রাখিল।

রাজা ও মন্ত্রী আরজেণ্ট কেস বলিয়া, এস্পেসাল আইনে রাজ-দরবারে বসিলেন। পূর্ব্বের বাদীকেও তথায় আনা হইল। দরবারগৃহে এক ইঞ্চিও জমি ফাঁক ছিলনা। যোগীকে যখন দরবারগৃহে আনা হইল, তখন সূর্য্যের অন্দর মহলে যাইবার সময়, কাজে কাজেই দরবার গৃহকে বিদ্যুৎ আলোতে আলোকিত করিতে হইয়া ছিল। দরবার গৃহের শোভা বর্ণনা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা ভাল রকম জানা যাইতে পারে।

যোগী বলিতে লাগিল। ধর্ম্মাবতার! আজ আমায় কি অপরাধে হুজুরের সামনে আনা হইল? বিনা অপরাধে যোগীদের অপমান করিলে রাজা শ্রীভ্রষ্ট হন। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমায় ঈশ্বর তুল্য মান্য করিতেন, আপনিও তাহার পথানুসরণ করিয়া গত কল্য এক হাজারি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু আজ আমি সমস্তরেই বিপরীত দেখিলাম। অতি দর্প ভাল নয়, অতি দর্পে লঙ্কেশ্বর হত হইয়া ছিলেন। আপনি কি জানেন না, যোগী রাগ করিলে রাজার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। বিশ্বামিত্র রাগ করিয়া সূর্য্য-বংশের কি না করিয়াছিলেন। যোগী রাগ করিলে রাজা কি, পৃথিবীকে উল্টা পালট করিতে পারে। আপনি যদি ইহার শাস্তি শীঘ্র না করেন, তাহা হইলে এক্ষণেই আপনাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব, আর আপনার রাজ্যকেও ছার খার করিয়া ফেলিব।

রাজা উত্তর করিল। যোগীবর! তুমি প্রথমদিনের ঘোষণাতে রাজ দরবারে আসিলে না কেন?

যোগী রাগান্বিত হইয়া বলিল। তোমার মত মূর্খের সহিত আমার কথা কওয়া উচিত নয়, তুমি রাজার উপযুক্ত নও, তোমার মন্ত্রী ও তদনুরূপ হয়। ভাগ্যবলে পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়াফলে ইহ জন্মে রাজা হইয়াছ, কিন্তু পরজন্মে হাঁড়ির দুর্দ্দশা হইবে। তোমার মত গণ্ড মূর্খ আর জগতে কে আছে, ইহা না হইলে এই ঘোষণা মনুষ্যেতে দিতে পারে যে, "রাজা তাঁকে ডাকিতেছেন যিনি সর্ব্বকার্য্যের দায়ী," অর্থাৎ তিনি-এক-অব্যক্ত-ব্রহ্ম। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি তোমার ঘোষণাকারীরা বলে নাই। যাহার সাপ ব্যেঙ জ্ঞান নাই— তাহাকে রাজা বলিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দশজনে মিলিয়া আমার আশ্রমের জায়গা কিনিয়া দিয়াছে, তোমার স্বর্গীয় পিতা উহার উপর বাটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তুমি নিজে স্বইচ্ছায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছ। আমার কি অপরাধ হইল, যে তুমি পরের ধন ক্রোক্ করিয়া আত্মসাৎ কর। পরের দ্রব্য বিনানুমতিতে লইলে চুরি করা হয়, বিশেষতঃ রাজা বলপূর্ব্বক পরের দ্রব্য রাজভুক্ত করিলে, রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি মনে করিবে না, যে রাজার দোষের শাস্তি নাই। ক্ষীণ লোকের সহায় ব্রহ্ম হন, যিনি সর্ব্ব জগতকে বলবানের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। দুষ্টের দমনের ও শিষ্টের পালনের জন্য জগতে তিনি-ব্রহ্ম রাজা করিয়াছেন, যদি কেহ রাজা হইয়া ইহার বহির্ভূত আচরণ করে, শীঘ্রই তাঁহার রাজত্ব নষ্ট হয়। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার ক্ষমা আমার নিকট প্রার্থনা কর, নচেৎ ইহার ফল অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে।

মন্ত্রী হাঁসি হাঁসিমুখে উত্তর করিতে লাগিল। যোগীবর! তুমি যাহা এখন বলিলে সব্ ঠিক্, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, যে তুমি তোমার আইন্ একরকম কর, এবং অপরের আইন্ আর এক রকম কর। রাজা যখন প্রথম ঘোষণা পত্র তোমার নিকট প্রচার করেন, তখন

তুমি রাজাকে কত ভৎ'সনা করিয়াছিলে, কিন্তু দ্বিতীয় ঘোষণার সময় কত আনন্দের সহিত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছ, এবং রাজাকে কত আশী-র্ব্বাদ ও আনন্দ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ। পরের স্ত্রী হরণের সময় তিনি-ব্রহ্ম, আর অর্থ লইবার সময় যোগী আমি। অর্থ না থাকিলে জগতে অর্থ থাকে না, ইহার কারণ সকলেই জগতে অর্থের দাস হয়। পাপভোগের সময় তিনি-ব্রহ্ম, আর সুখভোগের সময় যোগী—আমি। যদি তিনি-ব্রহ্ম সব্, তবে তিনি দিয়াছিলেন, আবার তিনিই লইয়াছেন, কেন বৃথা রাজাকে দোষারোপ কর। দেখ যোগীবর, "তাঁকে ডাকি-তেছেন, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী," বলিলে বোধ হয় কেহই উত্তর দিবে না, কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকিলে নিশ্চয়ই উত্তর দিবে। একস্থানে দুই জনের এক নাম হইলেই কি গোল্ মাল্ হয়, একজনকে ডাকিলে দুই জনাই আইসে। এই গোল্ মাল্ নিবারণের হেতু তিনি-ব্রহ্ম, স্থূলের প্রধানত্ব দিয়াছেন। যাহা তাঁহার হুকুম, তাহাই চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবেক। দেখ যোগীবর! তিনি ভূভার হরণের কারণ সময়ে সময়ে মানব হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি-ব্রহ্ম নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন না, কুৎসিত চেহারা লন না, নিগু'ণ হন না এবং স্থূলকে ঘৃণা করেন না। সেই সময় তাঁহার কার্য্যের জোড়া জগতে থাকেনা, এই হেতু তাঁহাকে লোকেরা অবতার বলিয়া নাম দেয় এবং তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাক্যকে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া সকলে গ্রহণ করে। যখন স্থূলের একতা সাধন হয়, তখন তিনি লীলা সম্বরণ করেন। সমাজবন্ধন ভাঙ্গকরা অতি সহজ কিন্তু সমাজকে বন্ধন করা অতি দুরূহ। বোধচক্ষুরা সমাজ ধর্ম্ম উচ্ছেদ করে, ইহার কারণ রাজার উচিত উহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া। একের নষ্টতে যদি পাঁচের ইষ্ট হয় তাহা করা বিধেয়। তোমার মত বোধচক্ষু যত শীঘ্র জগৎ হইতে অবসর লয়, ততই জগতের মঙ্গল। "রাজা হুকুম করিতেছেন—তোমার

যে স্থান হইতে আনা হইয়াছে, সেই স্থানে পুনরায় লইয়া যাওয়া হউক এবং তথা হইতে মশানে লইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হউক, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে। আর রাজা হুকুম করিতেছেন, যে পূর্ব্বের বাদীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হউক।" ইহা শুনিয়া বাদী আনন্দে "রাজার জয় হউক" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

যোগী অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মন্ত্রীকে বলিতে লাগিল। গুরুদেব! আমি কিঞ্চিৎ সময় প্রার্থনা করি, কারণ আমার দুই একটি বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিতে আজ্ঞা হউক।

মন্ত্রী আনন্দের সহিত বলিল। তোমার যাহা বক্তব্য আছে বল।

যোগী প্রশ্ন করিল। গুরুদেব! পূর্ব্বজন্মের ফল কি ইহজন্মে ভোগ করে?

মন্ত্রী উত্তর দিল। যদি পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার কর, এবং পূর্ব্ব জন্মের ফল ইহজন্মে ভোগ করে ইহাও স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহজন্মের ফল পর জন্মে ভোগ করিবে, তাহাও স্বীকার করা উচিত।

যোগী বলিল। অবশ্য।

মন্ত্রী বলিতে লাগিল। অতীত্ ও ভবিষ্যত্ বর্ত্তমানের দ্বারায় ঠিক্ করা হইতেছে, কিন্তু যদি বর্ত্তমান না থাকিত—তাহা হইলে অতীত্ ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব থাকিত না, অতএব যেইটার দ্বারায় দুইটার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেইটাকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বজন্মে খারাপ কার্য্য করিয়াছ, ইহজন্মে ভোগ করিতেছ, এবং ইহজন্মে যাহা করিবে, পরজন্মে তাহা ভোগ করিবে। তবে ইহজন্মে ভাল করাই শ্রেয়ঃ। যদি বল, ভাল করি কি করিয়া, কারণ পূর্ব্বজন্মের ভোগ শেষ না হইলে তো ভাল কি মন্দ কার্য্য করিতে পারি না;

তাহা হইলে হিসাব মিলিল না। তাহা নয়, পুরুষকারের দ্বারায় ভোগ .শেষ হয়, অতএব পুরুষকারকে উপাসনা করা বিধেয়, পুরুষকার ব্যতীত স্থূলের উপর কেহ প্রভুত্ব করিতে পারে না। যতটুকু তুমি পুরুষকারের উপাসনা করিয়াছ—ততটুকু মজা লুটিয়াছ। রাজা তোমার চেয়ে বেশী পুরুষকারের উপাসনা করিয়াছেন, এই কারণ তোমার উপর প্রভুত্ব লইতেছেন। তুমি ও করিলে জগতের উপর লইতে পারিবে।

যোগী বলিল। তবে পুরুষকারের উপাসনা করা উচিত।

মন্ত্রী উত্তর দিল। হাঁ।

যোগী পুনরায় প্রশ্ন করিল। আত্মা কি, তিনি কি, ব্রহ্ম কি, এক কি?

মন্ত্রী উত্তর দিল। আত্মা কি, তিনি কি, ব্রহ্ম কি, এক কি, এই সব্ কাজলামি এখনও আছে। আচ্ছা তুমি বল দেখি, কে এই সব্ কথা আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, তিনি কি, এক কি, জিজ্ঞাসা করিতেছে?

যোগী বলিল। যদি আমি জানিব তাহা হইলে প্রশ্ন করিব কেন।

মন্ত্রী বলিতে লাগিল। তুমি জাননা তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার সহিত কে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছে। যদি বল জানি না, তাহা হইলে "জানিনা" আত্মা-তিনি-ব্রহ্ম-এক। আর যদি বল যোগী এই সব্ জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা হইলে "যোগী" আত্মা-তিনি-ব্রহ্ম-এক। আর যদি বল তিনি তাহা হইলে "তিনি" আত্মা-তিনি-ব্রহ্ম এক। দেখ যোগীবর—আজ পর্য্যন্ত তিনি কে কেহ জানিল না, যদি নিজে জানিল না, তবে অন্তকে সে কি করিয়া বুঝাইবে। বড় বড় দার্শনিকেরা কথার ও যুক্তির দ্বারায় ব্রহ্মকে কত ছেঁড়া ছিঁড়ি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শেষ মীমাংসাটা কি, দেখ না, দেখিলেই—বোধ হয় বলিবে, "গোল্ মাল্ চণ্ডী পাঠ।" তাঁহাকে

কেহ পড়িয়া শুনিয়া জানিতে পারে না, পুরুষকারের দ্বারায় পারে না, তর্কের দ্বারায় পারেনা, তপ্ জপ্ ও মন্ত্রের দ্বারায়—পারে না, গুরুর অনুগ্রহে—পারে না, কেবল এক-তিনি দয়া করিলে পারে।

যোগী প্রশ্ন করিল। তিনি কাহার উপর দয়া করেন।

মন্ত্রী উত্তর দিল। যাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হন। বাজে অবতার নয়, থিয়েটার ও যাত্রার সং নয়, যে অবতার গোড়াতে থাকে এবং যাঁহার নাম লইয়া—শিষ্যেরা চলে। চৈতন্য বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণ হইল, কিন্তু কেহ উঁহার নাম লইয়া চলে না। শিষ্যেরা বহু পুস্তক রচনা করিয়া—প্রমাণের দ্বারায় চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণাবতার করিয়াছে, কিন্তু দেখ, সেই সব্ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাই বলিবে, "বৈষ্ণব," ইহাতে স্পষ্টই বুঝিবে, চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা—করিয়াছেন, অতএব চৈতন্য অবতার নন।

চৈতন্য পুরুষকারের দ্বারায় বঙ্গের অচৈতন্য বৈষ্ণবকে চৈতন্য করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গের বৈষ্ণবদের চৈতন্যের গুণ গাওয়া উচিত হয় কারণ চৈতন্য বড়লোক হন। বিষ্ণু, শিব, শক্তি, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, এবং মহম্মদ, ইহাঁরা পুস্তকে এক বলিয়া কথিত হন, এবং জগতে সকলেই —ইহাঁদিগের নাম লন:—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান। তিনি-এক স্বয়ং ভূভার হরণের জন্য সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইয়া—মানবদের সমাজ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া লীলা সম্বরণ করেন। উহাঁদিগের পুস্তক একের প্রেরিত বলিয়া জগতে খ্যাত আছে, এবং ঐই সব পুস্তকে যাহা আছে—তাহা বিনা সন্দেহে—ও তর্কে সম্প্রদায়ানুসারে মানবের গ্রহণ করা উচিত। বোধচক্ষুরা সমাজ ধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়া—সমাজ ধর্ম্ম ভঙ্গ করে। যে দর্শনের দ্বারায় উহারা সমাজ ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করে, সেই দার্শনিকেরা অবতার দিগের শিষ্য ছিলেন।

যোগীর চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল। যোগী বলিল, গুরুদেব! আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, কারণ আমার জ্ঞানোদয় হইল। ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা হইল, এবং আপনার ফাঁসি হুকুম আমার কাশী প্রাপ্তি তুল্য হইল। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমার পরকাল ভাল হয়।

মন্ত্রী উত্তর করিল। যোগীবর! বল কি, আমার কি সাধ্য। যিনি ভাল করিবার তিনিই করিবেন, তিনি দয়াময়, তিনিই দয়া প্রকাশ করিবেন। অমনি তোর তোপের গুড়ুম্ আওয়াজ্ হইয়া সব্ ফরসা হইয়া গেল।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা আর কপট যোগী হইতে ইচ্ছা করিও না, এবং উহাদিগের নিকট হইতে কদাচ ধর্ম্মশিক্ষা করিও না। যোগাভ্যাস করিতে হইলে পাতঞ্জলের বুলিতে হয় না, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় না" ... মুখে ... করিলে হয় না। ক্রিয়া ব্যতীত যোগাভ্যাস ... হয়। মূলের একতা ব্যতীত দেখিবে মেরুদণ্ড যে ... একতা শিক্ষা কর, ভিন্ন ... ষট্ রেতে জয় তাহার পর আহা ... বিশ্রাম লইয়া বি ... গ্রহণ করা ...

ব্যাস ও বিবেকী।

কোন সময়ে বঙ্গদেশে বিবেকী নামে এক মহাপণ্ডিত ছিল, সে সর্ব্বদেশে যাতায়াত করিত, এবং সকলকার সঙ্গে তর্ক করিয়া জয়ী হইত। তাহার একের কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, কারণ যে যাহা তর্ক করিত, সে একেতে আনিয়া তাহা মিটাইয়া দিত। কিছুকাল এই রকম করাতে, তাহার নাম অত্যন্ত চারিধারে প্রকাশ হইল। দেশের লোক তাহার গুণের দরুন সভা করিত ও অনেক রকম প্রসংশা পত্র তাহাকে দিত। কিছুদিন পরে সে মনে করিল, আমি সকলকে জয় করিয়াছি, এবং দেশে আমার অত্যন্ত মান হইয়াছে, কিন্তু দ্বৈপায়ন ব্যাসকে না পরাস্ত করিলে, আমার বিবেকী নামের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছেনা, অতএব আমার দ্বৈপায়ন ... করিলা ... দ্বৈপায়ন

জন্মে এক ভুল। ...

[illegible]

শিষ্যেরা ইহা শুনিয়া যথায় বস্ত বেড়াইতেছিল, তথায় যাইয়া ইজিজের বারায় গুরুর নিকটে লইয়া আসিল; আসিবামাত্র দ্বৈপায়ন ব্যাস তাহাকে সমাদর করিয়া বসিতে আসন দিল। দ্বৈপায়ন ব্যাস তাহার পোষক, রং ও শরীরের গঠন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কারণ তাঁহার নয়ন ওরকম দৃষ্ট কখন দৃষ্টি করে নাই।

দ্বৈপায়ন ব্যাস বলিল। তোমার বাটী কোথায়? তোমার নাম কি? তোমার আগমন জন্ম স্থানে কি নিমিত্ত? যদ্যপি তোমার কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

বিবেকী উত্তর করিল। আমার বাটী সর্ব্ব স্থান, আমার নাম নাই। কিঞ্চিৎ কারণ বশতঃ আপনার নিকট আমি আসিয়াছি, যাহা আপনি পরে জানিতে পারিবেন।

ব্যাস জিজ্ঞাসা করিল। তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি কোন বাদী? তোমার পিতার নাম কি, এবং তোমার জন্ম স্থান কোথায়?

বিবেকী বলিল। যেরূপ নদী যেখান হইতে উৎপত্তি হউক না কেন, অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই আমার ধর্ম্ম; বাদী বা বিবাদী কি, সর্ব্ববাদী। কে কার পিতা, সকলেই সকলকার পিতা, অতএব আমি কোন পিতার নাম করিব। জন্মস্থান কোথায়, আমি কি করে জানিব। পৃথিবীতে কোন লোকই জানে না, যে তাহার জন্মস্থান কোথায়। লোক পরম্পরায় শুনে জানা যায়, যে অমুকের অমুক দেশ জন্মস্থান; আমার সেইরূপ বঙ্গদেশ।

ইহা শুনিয়া ব্যাস শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন;—তুমি তোমার দেশের নাম করিলে, তদ্রূপ পরম্পরায় যাহা শুনিয়াছ তাহা বল?

বিবেকী উত্তর করিল। আমার ধর্ম্ম [illegible] বাদী সর্ব্ববাদী; আমার পিতার নাম [illegible] বিদ্যাসাগর।

ব্যাস বলিল। তোমার নাম কি?

বিবেকী। নামের কি অর্থ আছে।

ব্যাস বলিল। কি নিমিত্ত এই আশ্রমে আসা হইয়াছে?

বিবেকী উত্তর করিল। আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি।

ব্যাস বলিল। নামের কি অর্থ আছে?

বিবেকী। অর্থ না থাকিলে আমি কি করিয়া আসিলাম।

ব্যাস বলিল। যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল?

বিবেকী বলিতে আরম্ভ করিল। বাল্যকালে আমি লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম, বংশের যিনি ইষ্ট দেবতা তাঁহাকে পূজা করিতাম, মা বাপের উপর ভক্তি ছিল, এবং সমাজ নিয়ম প্রতিপালন করিতাম। কিন্তু পুস্তক পড়িতে পড়িতে যখন জানিলাম, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" তখন সমস্ত ছাড়িয়া দিলাম। বিবাহের জন্য মা বাপ অনেক চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রত্যহ অনুরোধ করায় আমি গৃহত্যাগ করিয়া, এক পরমহংসের নিকট উপস্থিত হইলাম। পরমহংসের মতের সহিত আমার মিল হইলে, আমি কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া এবং বিবেকী নাম ধরিয়া, অদ্যাবধি সুখে অবস্থান করিতেছি। সম্প্রতি আপনাকে পরাজয় করিতে আসিয়াছি, আমার মতের উপর আপনার যদি কিছু তর্ক থাকে তাহা বলুন, আর তাহা না হইলে পরাজয় স্বীকার করুন।

ব্যাস প্রশ্ন করিল। তোমার মত কি?

বিবেকী উত্তর দিল। জগতে কামিনী ও কাঞ্চন [illegible] [illegible] হইয়া হয়। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত ইহার উপাসনা করিয়া, মহা সংসার নরকে প্রত্যহ অনেক কষ্ট স্বীকার করিতেছে, এবং [illegible]

সুখী নাই, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর কোন উপায় নাই বিনা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।"

ব্যাস প্রশ্ন করিল। তুমি এক কাহাকে বল?

বিবেকী বলিল। সমস্ত এক।

ব্যাস। তবে কামিনী ও কাঞ্চন কি করিয়া মহা কণ্টক হইল? বংশের ইষ্ট দেবতার পূজা রহিত হইল কেন? মা বাপের প্রতি ভক্তি ও সমাজ নিয়ম প্রতিপালনের অভাব হইল কেন?

বিবেকী। ও সব্ কিছুই নয়, খালি এক সত্য, আর সবই অসত্য।

ব্যাস। যদি এক সত্য আর সবই অসত্য, তাহা হইলে সবই অসত্য কি এক নয়?

বিবেকী। এক বটে কিন্তু নাশ দেখা যায়, সেই কারণ সমস্তই অসত্য। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত মরিতে হয়। বিবাহের ফল জগতে কি কষ্টবহ, তাহা সকলেই জানেন। জগতে অর্থের কারণ লোকে কি কার্য্য না করিতেছে। পুত্রের মৃত্যুতে পিতার কি দুঃখ সহ্য না করিতে হয়। মনোনীত স্ত্রী লাভের হেতু, পুরুষ জগতে কি কার্য্য না করে।

ব্যাস। নাশের কারণ সব্ অসত্য, যাহার নাশ নাই তাহাই সত্য হয়। কেমন হে?

বিবেকী। আজ্ঞা হাঁ।

ব্যাস। জগতে কিছুরই নাশ নাই। পূর্ব্বে আর্য্যেরা ইহাকে রূপান্তর বলিত, ইদানীং বুদ্ধদেব হইতে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া কথিত হয়।

বিবেকী। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইহার অর্থ কাহার উপর হিংসা করিবে না; নাশ নাই কি করিয়া জানিল।

বাস। বোধ হয় তুমি মৎস্য মাংস খাও না। চাল কলা, না দুধ ভাত, না ফলমূল? যাই খাও এবার একটু সূক্ষ্মে যাইতে হইবে, মোটা ধরিলে পিছলিয়া যাইবে। জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ ইহাদের তুমি হিংসা না করিতে পার, কিন্তু উদ্ভিজ্জের বেলা কি হইবে? যদি বল, এমন লোক আছে যে উদ্ভিজ্জেরও হিংসা করে না, আমি স্বীকার করি, ইহাও হইতে পারে, এমন কি বায়ু বায়ু সেবন অর্থাৎ হিংসা না করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু অমৃত রস অর্থাৎ অন্তরসুধা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না। ইহা কি হিংসা নয়? হিংসা ব্যতীত জীবনধারণ হয় না, অতএব তুমি যে অর্থ করিয়াছ তাহা নয়। হিংসা কাহাকে বলে, যাহার নাশ হয়, যখন জগতে কিছুরই নাশ নাই, তখন হিংসাও নাই। তুমি যাহার উপর হিংসা করিলে তাহার নাশ হইল না, কারণ তুমি নূতন ভূত উৎপাদন করিলে। তুমি জগতের কোন বিন্দুকে নাশ করিতে পার না। যতই হিংসা কর ততই রূপান্তর হইয়া অন্য ভূতের উৎপত্তি হয়; ক্রমান্বয়ে করিতে করিতে সূক্ষ্ম একে গিয়া ঠেকে। আর চলেনা, তখন অবিনাশী বলিতে হয়। হিংসা অর্থাৎ নাশ করিতে পারিলে না, যদি না পারিলে, তাহা হইলে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইল।"

বিবেকিন্! কামিনী ও কাঞ্চন কেহ ত্যাগ করিতে পারে না, যদি তুমি জন্মাবধি স্ত্রী সহবাস না কর, এমন কি স্বপ্নেও যদি তোমার রেতঃপাত না হয়, তথাপি তুমি কামিনী সেবা করিতেছ। এক সর্ব্বত্র আছে। মানুষ নড়ে চড়ে, মৃত্যু হইলে অসাড় হয় কেন? যে স্থান ব্যাপিয়া মৃত দেহ আছে, সে স্থানে কি এক নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে কেন পূর্ব্বাবস্থা রহিত হয়? মায়া— আমাদের নড়া চড়া ও অসাড় শিক্ষা দিতেছেন, এবং যাহা কোন

দেহী ত্যাগ করিতে পারেনা। মায়া অর্থাৎ কামিনী, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় করিতেছেন। মহাত্মারা নিদ্রাদেবীকে আরাধনা করিয়া বলিয়াছেন, হে নিদ্রাদেবি! আপনি আমায় কি সুখে রাখিয়াছিলেন, কেন অনন্ত নিদ্রা না দিয়া উঠাইয়া দিলেন। আর্য্যেরা সর্ব্ব পুস্তকে মায়া অর্থাৎ কামিনী বলিয়া গিয়াছেন, ইহা বলিয়া বিবেকিন্! দেশীয় কামিনী কি দোষ করিল, বোধ হয় লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার জন্য আর কুসন্তানের জন্ম দিবার জন্য। যেমন, সর্ব্ব পাপের মুক্তি আছে, তীর্থ স্থানের পাপের মুক্তি নাই, কিন্তু সর্ব্ব পাপের আধারের স্থান আপাততঃ তীর্থস্থান হয়, তেমনি কামিনী ত্যাগ অর্থ উপাসনার জন্য আর কিছুই নয়। কামিনী না থাকিলে অদ্য তোমার সহিত এই চিন্তা-রহস্য হইত না। কামিনী আছে বলিয়া জগতে কামনা আছে, এবং তদ্‌কারণ জগৎ কামনা শূন্য হইতে পারে না। যাহা নাই তাহা নাই, যাহা আছে তাহা চিরকাল আছে। কোন কালে জগৎ কামিনী শূন্য হয় নাই, এবং কোন কালে হইবে না। যদি কেহ দেখে ও বলে তাহা অশ্বের ডিম্বের মতন হয়, অশ্ব আছে ও ডিম্ব আছে, ইহা বলিয়া অশ্বের ডিম্ব নাই।

সর্ব্ব শাস্ত্রে কামনা ত্যাগ করিতে বলে, কিন্তু কামনা ত্যাগ হইতে পারে না। যতক্ষণ দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ কামনা থাকিবে, কামনা ত্যাগ অর্থাৎ মৃত্যু। মৃত্যুতে ও পারাপার নাই, আবার নূতন হইল, এই জন্য মহাজনেরা কামনাকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, সুকামনা ও কুকামনা অর্থাৎ এক ও বহু। এক একে রাখিবে, বহু বহুতে রাখিবে, এই জন্য পদ্মপত্রের জলের মতন এক ও বহুকে মহাজনেরা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি বহু হইব, এই বহু, বহু থাকিবে; কিন্তু আমি এক, এক থাকিব। কি ভয়ানক কথা, যাহা অনুভব হয় না ও ধারণায় আইসেনা, যাহার

হৃদয়ঙ্গম হয় ও মাথায় আইসে, তিনিই মহাজন। হেলা ও দোলা অতি সহজ, দেশী কামিনী ত্যাগ কিম্বা গ্রহণ অতি সহজ, কিন্তু অন্তরে ত্যাগ রাখিয়া বাহ্যে গ্রহণ করিয়া, না হেলিয়া দুলিয়া চলা বড় দুরূহ। মহাজনেরা ইহাকে দুই শাখার আশ্রয়ে পক্ষীর উড্ডীয়মানের মতন বলিয়া গিয়াছেন। দেখ, আমি যখন স্থকামনা করিতে ছিলাম, তখন একজন আসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণ! আপনার মাতা আপনাকে বিশেষ কারণ বশতঃ ডাকিতেছেন, অতএব আপনি শীঘ্র আসুন। আমি ইহা শুনিয়া সর্ব্ব গুরুতর কার্য্য সমাপ্ত না করিয়াও মাতার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মাতা বলিলেন, তোমারি ভ্রাতার বংশ রক্ষা করিতে হইবে, আমি কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, "বি কুরুট্ ফুল্ এগু মাল্-টিপ্লাই" এই বেদবাক্য স্মরণ করিয়া, ভ্রাতৃ জায়াতে সন্তান উৎপাদন করিলাম।

আর দেখ, যত মুনি ও ঋষি আছে সকলেই কামিনীর সেবা করিয়া থাকে, এক্সেপ্ট্ শুকদেব। এভ্রিরুল্, হ্যাজ্ এন্ এক্সেপ্সন্। মহাজনেরা একের সুখের জন্য সাধারণের অসুখ করেন না। প্রেম শিক্ষা প্রথম কামিনীর নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়, কারণ কামিনী সকল ইন্দ্রিয়ের সুখদায়িনী হন, তথাপি পৃথিবীতে কয়টি প্রেমিক আছে, সকলেই কামুক হয়। যদি এত সুখেও প্রেম শিক্ষা না হয়, তবে কি করিয়া সেই অতি শুষ্ক প্রেম হইতে পারে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কামিনী ত্যাগ করিয়া, অদৃষ্ট একের সহিত প্রেম করা; ঠিক্ চ্যাটায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার মতন হয়। যখন আমি বেদান্ত লিখিতেছিলাম, তখন আমি মহা পণ্ডিত স্থির করিয়া কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই বুলি ধরিয়া বিবেকী নাম লইয়া, গাঁজাখোরের

মাথায় উঠিয়া, এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দৃষ্ট জগত্কে টুকরা করিতে করিতে, অদৃষ্ট জগতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় ও দেখি নেতি নেতি।

আবার নেতি বুলি ধরিয়া টুকরা করিতে করিতে অবশেষে অস্থির হইয়া পড়িলাম। মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ক্ষণেক চৈতন্য ক্ষণেক অচৈতন্য, প্রাণ যায়; এইরূপ অবস্থা হওয়াতে জলমগ্ন মানবের খড়ের আশ্রয়ের মতন ব্রহ্মকে ধরিলাম। স্পর্শ মাত্রেই জ্ঞানোদয় হইল, দেখিলাম তিনি হাসিতেছেন, এবং তিনি বলিলেন। ব্যাস! তুমি অনেক দূর আসিয়াছ, যদি অনন্ত বৎসর এই মাথা লইয়া যাও, তথাচ তথায় যাইতে পারিবে না। তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে ব্যাসকে বলিবে, "যাঁহাকে ধরিয়া জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তিনি মায়া-কামিনী; তাঁহার আশ্রয় লইবে, বাক্যচাতুর্য্য ছাড়িয়া দিবে। ব্রহ্ম-এক ইহা জানিবে, পুরাতন ব্রহ্মের উপর কলম বাজি করিবে না, সাকার সমাজ-ধর্ম্ম আচরণ করিবে, সংসার ধর্ম্মের নিয়ম প্রতিপালন করিবে, সমাজের কুশল ভঙ্গ করিবে না, আর ঐশ্বর্য্য বিশিষ্টকে অবতার করিবে, রাজার আশ্রয় লইবে, রাজার প্রতি ভক্তি রাখিবে, এক-ব্রহ্ম বাদী হইবে;" ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমিও সেই পুরাতন ব্রহ্মকে-এক ইহা লিখিলাম, এবং তদবধি আমি মূর্খ হইলাম। মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিলাম, হরিকে ব্রহ্ম-এক বলিলাম, রাজ দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলাম, রাজার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিলাম, এক বাদী হইলাম, এবং বিবাহ করিলাম।

বিবেকী বলিল। নিরাকারকে কি করিয়া ধরিলেন? মহা পণ্ডিত হইয়া কি করিয়া মূর্খ হইলেন? আমার প্রশ্নের উপর আপনি কিরূপ কেন করিলেন?

ব্যাস। আমি সমস্তই বলিয়াছি, আরো ভাল করিয়া বলিতেছি। নিরাকারকে ধরা যায় না ইহা সত্য, কিন্তু যখন তিনি মায়া হইলেন, তখন সাকার হইলেন, অতএব ধরার বাধা কি? এক সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বস্থানে আছে, তবে আমরা রূপান্তর দেখি কেন? কারণ আমরা মায়াবী হই। প্রকৃত তিনি এক, কিন্তু মায়া হেতু তিনি বহু ফলতঃ বহুকে এক করা, বহুর কার্য্য নয়। অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, কিন্তু গর্ভাধান হইতে প্রসব পর্য্যন্ত ভ্রূণ যে অবস্থা গর্ভের ভিতর পায়, পুনরায় প্রসব অবস্থা হইতে গর্ভাধান অবস্থাতে ভ্রূণকে তাঁহার হুকুম বলবত্‌ থাকায় যেমন কেহই লইয়া যাইতে পারেন না, তেমনি যে অবস্থায় এক বহু ও বহু এক, সেই অবস্থায় যাইতে ও আসিতে হইবে, অন্য অবস্থায় হইবে না, কিন্তু এক ইহা সত্য হয়, সেই দরুন এক বাদী হইবে। বিবেকিন্‌! বোধ হয় মাথা দিয়া চলিতে পার না, পা দিয়া দেখিতে পাও না, জিহ্বা দিয়া শুনিতে পাও না, যদি সবই এক, তবে কেন এই বিপর্য্যয় ঘটে, বহুর স্বত্ব প্রাধান্য হেতু ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

মহা পণ্ডিত কি করিয়া মূর্খ হয়, বলি শুন। প্রথমে মহা পণ্ডিতেরা মনে করে, যাহা আমি লিখিতেছি, বলিতেছি ও কহিতেছি তাহা ঠিক, এইরূপে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। কিছুকাল এই রকম বকিয়া যখন তাহার শান্তি আসে না, তখন জ্বালায় ছট্‌ ফট্‌ করে, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা যায়, মৃত প্রায় হয়, এমন সময়ে মায়া আসিয়া জ্ঞান দান করেন। মায়া আগমনে জ্ঞান-লাভ হয়, আত্মপ্রাণে জানিল যে আমি মূর্খ। বড় বড় মহাত্মারা ইহার দরুন বলিয়া গিয়াছেন, দার্শনিকেরা মর্দ্দাছাগল দোহন করে, এবং শিষ্যেরা চালুনী দিয়া দুগ্ধ ধরে। জগতে যাহারা মূর্খ তাহারাই প্রকৃত পণ্ডিত, এবং যাহারা পণ্ডিত তাহারা মূর্খ, কারণ পণ্ডিতেরা জানেন যে আমি কিছুই জানি না, মূর্খেরা জানে যে আমি সব জানি,



অতএব আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না, সেইজন্য আমি মহা পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ হইলাম। কোন সাধক বলিয়া গিয়াছে "যে মা আমায় পাগল করে, চাই না আমি জ্ঞান বিচারে।" বিবেকিন্! একত্বকে সমাজ ধর্ম্ম হইতে ছাড়িয়া দাও, এক বাদী হইয়া পূর্ব্ব পুরুষদের সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা কর অর্থাৎ সাকার উপাসনা কর।

সমতার নাম সমাজ। আমি তোমার খাদ্যের উপর বিদ্রূপ করি নাই, তুমি সমস্ত এক বলিয়া প্রলাপ বক, সেই জন্য আমি তোমাকে কিছু বলিয়াদিলাম। মৎস্য মাংস দুধ ভাত চাল কলা খাও এও এক নয়। দ্রব্য ভেদে গুণ ভেদ আছে, কিন্তু বাস্তবিক এক, বহু হইবার কারণ ভেদ হয়, যাহা আমি অনেক বলিয়াছি। শরীরের সুস্থতার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে নিজের শরীরের সুস্থতা কিসে হয় ইহা দেখাই উচিত, অন্যের দেখা অনুচিত হয়, কারণ এক জিনিষ একজনের স্বাস্থ্যকর কিন্তু অন্যের অস্বাস্থ্যকর হয়, অপরের অস্বাস্থ্যকর, একজনের স্বাস্থ্যকর হয়। মৎস্য, মাংস, দুধ ভাত ফল ও মূল সমস্তই অন্ন, ইহাতে বরং জীবন ধারণ হয় অসময়ে নাশ হয় না। মনুষ্য একশত কুড়ি বৎসরের বেশী বাঁচে না, যদি বাঁচে সে এড়া মাছ ছেড়ে দাও। অনিয়ম খাদ্য খাওয়ার ও খাদ্য পরিবর্ত্তনের হেতু অসময়ে মরে এবং যে খাদ্যের যে গুণ হয় সেই রকম ব্যবহার না করিবার দরুনও অসময়ে মরে। প্রথমে সুরু করিলে তুমি ইহার ফলভোগ করিতে কতকটা পারিবে কিন্তু রেতের প্রয়োজন, সপ্তম পুরুষে রেত ঠিক হয়। যে দেশের যাহা উপযুক্ত খাদ্য সেই দেশে তাহা উৎপন্ন হয়, কারণ তিনি দয়াময়। পর দেশের খাদ্য সেই দেশের খাদ্য সপ্তম পুরুষে ঠিক হয়, অর্থাৎ এক শত পঞ্চাশ বৎসর ক্রমাগত ব্যবহারের পর ঠিক হয় যদি একলা ঠিক কর তাহা হইলে ঠিক হইবে না, তবে কতকটা হইবে। শোয়া, বসা, দাঁড়া, কথা, খাওয়া, মহবাস

সব এক চাই ইহার দরুন সমাজ ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়। ইলেক্‌ট্রি-সিটির অর্থাৎ মেঘের যে কি সূক্ষ্ম গতি অহা ইলেক্‌ট্রিসিটিই জানে।

মদ্য মাংস খাইলে সিংহের মতন অন্যূন ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করা আবশ্যক হয়, অন্য মাংসে আট ঘণ্টার কম নয়, ইহা বলিয়া মৎস্য ভোজী, দুধ ভাত ও মূল ওয়ালা ওরূপ পরিশ্রম করিলে রোগাক্রান্ত হইবে, কারণ তাহার পাকস্থলীর ইহা হজম করিবার শক্তি নাই। ফল ও মূলাহারীর ষোল ঘণ্টা বিশ্রাম চাই, ফলা-হারীর অন্যূন আট ঘণ্টা চাই, কিন্তু দিন রাত্রি মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে। যদি মাংসাশী ইহা ব্যবহার করে রোগাক্রান্ত হইবে, কারণ তাহার পাকস্থলীর ইহা হজম্ করিবার ক্ষমতা নাই। যদি মাংসাশী ফল ও মূল ওয়ালা হইতে চায়, কিম্বা ফল ও মূল ওয়ালা মাংসাশী হইতে চায় (অর্থাৎ এটা ওটা) পরস্পর উভয়ে রোগাক্রান্ত হইবে, কিন্তু সপ্তম পুরুষ ক্রমান্বয় ব্যবহারে ঠিক্ হইয়া যায়। মাংস ভক্ষণে কায়িক উন্নতি, ফল মূল ভক্ষণে মানসিক উন্নতি আর উভয় ভক্ষণে মাঝা মাঝি। কম খাওয়া বেশী পরিশ্রম খারাপ্, বেশী খাওয়া কম পরিশ্রম খারাপ্। যতটুকু খাবে ততটুকু পরিশ্রম করিবে, যথা কলের গাড়ী—যতটুকু চলিবে ততটুকু পরিমাণে কয়লা পুড়িবে। ঘরে অন্ন নাই—যুবা উন্নতি সমিতির সভ্য হইলেই সর্ব্বনাশ। আট পিটে হয় ঘোঁড়ার পিটে রয়, ঘর অন্নময় খুব ফসলৎ হয়।

বিবেকিন্! বঙ্গদেশে বিষয় ভাগ কি রকম হয়?

বিবেকী উত্তর করিল। মহাশয়! আমাদের দেশে সকল ওয়া-রিষ্‌গণ সমান ভাগ পায়।

ব্যাস বলিল। আমাদের দেশে বড় ছেলে বিষয় পায়, কিন্তু চাষা আমাদের সকলেই সমান পায়, কারণ তাহাদের যত ভাগ হইবে ততই উপকার হইবে।

বিবেকী বলিল। এক পথে দুই বল কেন।

ব্যাস উত্তর করিল। এই বার একটু কাটে কাটে ঠেকাইয়াছ। সকলকার হইলেই ভাল, কিন্তু কতক লোকের হওয়াও কতকটা ভাল, "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ও তো ভাল।" বোধ হয়, তোমাদের দেশে কেহ ধনী নাই, কাহারও চতুরঙ্গ নাই, ভাগে ভাগে সকলেই ক্ষীণ, আর তিন পুরুষেই ফরসা, কেমন হে এই সব ঠিক্ কি না।

বিবেকী বলিল। আজ্ঞে হাঁ।

ব্যাস বলিল। বিবেকিন্! তোমাদের দেশে কেহ কি স্থূলের উন্নতির চেষ্টা করেনা, সকলেই তোমার মতন পাথরে খাঁড়। চোরের উপর রাগ্ করে মাটীতে ভাত খাব, তবুও চোর ধরিবার উপায় অবলম্বন করিব না। গাধার মতন চিনির বস্তা বহিব, কিন্তু চিনি কি তাহা চিনিব না। তোমাদের দেশে সমস্ততেই কি খিঁচুড়ি পাকান আছে। ধর্ম্মের ঠিক্ নাই, পোষাকের ঠিক্ নাই, রঙের ঠিক নাই, খাদ্যের ঠিক্ নাই, খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," এইটার ঠিক্ আছে। কাযে কাযেই, যখন সব্ অঠিক্ তখন একটা ঠিক্ না হইলে কোথায় দাঁড়ায়, কোথায় ছিল গুটিপোকা হলো কি না প্রজাপতি। আমাদের দেশে সকল মুনি ও ঋষিরা স্থূলের উপাসনা করে, এক বাদী হয়, এবং ক্রিয়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়া তপস্যা করে। বিজ্ঞতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিমিততা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত জগতে বড় হইবার কোন উপায় নাই। যাহারা এই চারের পথাবলম্বী তাহারাই জগতে মুনি, ঋষি ও রাজা বলিয়া কথিত হয়। দেখ দেখি, আমা, মা, রাম চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জগতে কি লীলা না করিয়াছেন, বোধ হয়, আর কেহ জগতে করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। যদ্যপি উঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন,

তাহা হইলে চণ্ডী, রামায়ণ ও মহাভারত প্রস্তুত হইত না। উঁহাদিগের কার্য্য চণ্ডীতে, রামায়ণে ও মহাভারতে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। নীতি, সমাজ নীতি, রাজনীতি ও গুপ্তনীতিতে সকলেই দক্ষ ছিলেন, উঁহাদিগের তুল্য সর্ব্ব নীতিতে চৌকষ্ আর দেখা যায় না। কল, বল ও ছল যেখানে যেটা প্রয়োজন হইত, সেই খানে সেইটাই ব্যবহার করিতেন। সত্য, প্রেম ও বাকপটুতাতে সকলের অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন। রূপে, গঠনে ও সুন্দরতাতে মনোহর ছিলেন। অষ্টৈশ্বর্য্যের আধার ছিলেন বলিয়াই, আমরা সকলে উঁহাদিগকে মহাবিদ্যা ও অবতার বলিয়া পূজা করি। বিবেকিন্! পূজা অর্থাৎ চাল কলা দিয়া ঘণ্টা নাড়া নয়, গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা। আমরা সকলে চেলা হইয়া উঁহাদিগের গৌরবান্বিত ক্রিয়াকে পূজা করি, অর্থাৎ তাঁহারা যে কার্য্য করিয়া শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত করিয়াছেন, সেই কার্য্যের পথাবলম্বী হইয়া বিদ্যা বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারায়, কার্য্য সমাধা করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হই। যাহার সাধ্য যতটুকু হয়, সে ততটুকু সমাধা করে। কার্য্যারম্ভ হইতে সমাধা পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, তাহাকে তপস্যা বলে। যে যত একাগ্রচিত্ত হইয়া করিবে, তাহার ফল তত শীঘ্র হইবে। শ্যামা মা, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই একবাদী ছিলেন। স্কুলের অত্যন্ত সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই, উঁহারা মহাবিদ্যা ও অবতার বলিয়া বর্ণিত হন।

বিবেকী। আচ্ছা মহাশয়, আপনার পিতা যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাল না মন্দ ?

ব্যাস উত্তর করিল। ভাল কি মন্দ তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু যাহা আমি জানি তাহা আমি বলিতেছি। বহুকালাবধি বাল্য বিবাহ প্রচলন আছে। বাল্য কালে বিবাহ হেতু বালিকার রক্ষক বর পছন্দ করিত, বালিকার কোন ক্ষমতা ছিল না। নানা রকম

কুৎসিত সংযোগ হইত। কেহ কেহ অর্থের লোভে অষ্টম বৎসরের বালিকাকে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিত, কেহ বা পয়সা খরচ না করিবার অভিপ্রায়ে রোগগ্রস্থকে, গণ্ড মূর্খকে ও অন্ধ খঞ্জকে বিবাহ দিত; কেহ বা পাছে বিবাহের অগ্রে ঋতুমতী হয়; এই ভয়ে যাহাকে তাহাকে বিবাহ দিত। যখন বালিকা বড় হইত, তখন জানিতে পারিত, যে আমার স্বামী উপযুক্ত নন, এই কারণ অসন্তোষ ভোগ করিত, এবং অসন্তোষ হেতু স্বামীর সহিত ভাল মিল হইত না। কেহ কেহ গৃহ সুখে বঞ্চিত হইয়া দেশান্তরে যাইত বা অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিত, বা নানা দুঃখে আত্ম হত্যা হইত। এই রকম নানা কারণে অনেক ক্ষত ও অক্ষত বালিকা বিধবা হইত। যৌবন প্রারম্ভে মদন তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। যোড়শী জ্বালায় ছট্ ফট্ হইয়া অবশেষে পুরুষ কুলিং ড্রাফ্ট্ খাইত। খাওয়াতে গর্ভ হইত, সেই গর্ভ অকালে নষ্ট করিত। ক্রমে সমাজে লজ্জা রক্ষা হেতু এত বেশী গর্ভপাত হইতে লাগিল, যে আইনের প্রয়োজন হইল। অভাবের নাম উন্নতি, অভাব না হইলে উন্নতি হয় না। যে দেশে যত অভাব সে দেশের লোক তত বলিষ্ঠ হয়। স্বভাবের নাম অবনতি, যে দেশে যত স্বভাব লক্ষিত হয়, সে দেশের লোক তত ক্ষীণ হয়। স্বভাবে মানসিক উন্নতি, অভাবে কায়িক উন্নতি। বিধবা বিবাহ অর্থাৎ চাষের জমী না পতিত থাকা, যদিও প্রায় পতিত থাকে না, তথাচ বিনা বিবাহে চাষের জমীর ফল পতিত-বৎ। পিতা রাজাজ্ঞানুসারে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিলেন। ক্ষত কি অক্ষত বালিকার ইহা সন্দেহ, কারণ পত্যৌ শব্দে গোল্‌মাল্ হইয়াছে। পতির সমালে। পত্যৌ থাকিলে কোন গোল্‌মাল্ হইত না। এক্ষণ কেহ কেহ আর্ষ প্রয়োগ বলে। সে যাহা হউক, আমার তাহাতে কোন বক্তব্য নাই, কিন্তু যখন এই আইন হইল, তখন সমাজে মহা হলু স্থূল পড়িল, কারণ বাল্য ও বিধবা বিবাহ একত্র

প্রচলন কোন্ সমাজে নাই। বাল্য বিবাহের বড় বড় পণ্ডিতেরা এক দল হইল, বিধবা বিবাহের একদল হইল, পরাশরের নাম খুব জাহির হইল। বাল্য বিবাহের দলেরা বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিল না, কারণ যাহা সমাজ আচার হইবে তাহাই গ্রাহ্য।

সকলে মুখ পোড়া হইলে, মুখ পোড়ার যে কষ্ট তাহা কাহারও হয় না। হনুমান্ যখন লঙ্কা দগ্ধ করে, তখন তাহার মুখ পুড়িয়া যায়, হনুমান্ বড় দুঃখিত হইয়া, মা জানকীর কাছে আসিয়া বলিল;—মা জানকি! আপনার কার্য্য করিতে আমার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে, আমি কি করিয়া আমার দলে যাইব ও তাহাদিগকে আমার পোড়ামুখ দেখাব?

মা জানকী বলিল। বৎস পবননন্দন! তোমার মুখ পোড়ে নাই কারণ তোমরা সকলে মুখ পোড়া হও, যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখ, তাহা হইলে তোমার দুঃখিত হইবার কারণ ছিল আর ইহা না হইলে তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা শুনিয়া হনুমান্ নিজ দলে আসিয়া যখন দেখিল, সকলকার মুখ তাহার মতন, তখন তাহার আন্তরিক দুঃখ মোচন হইল। কিন্তু বাল্য বিবাহের দলের পণ্ডিতেরা "চাষের জমী পতিত্ না থাকা" এই যদি বিধবা বিবাহের অর্থ হয়, তাহা হইলে পরাশর মহা মূর্খের কার্য্য করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহারা নানা প্রতিবাদ করিল।

কোন লোকের কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হয়, বিধবা হইবার পরে কন্যা নানা কুৎসিত কার্য্য করিতে লাগিল; এমন কি পিতা এঁড়ের দল লোহার গরাদে দিয়া আটক করিতে পারিল না। লোকটী মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, মাথা খারাপ হইতে লাগিল, সংসার অসার হইল, আবার যখন শুনিল কন্যার গর্ভ হইয়াছে, সে অত্যন্ত মন কষ্টে পড়িল, কি উপায়ে গর্ভস্রাব করান যায়। সরকার বাহাদুর টের্ পাইলে ক্যালাপানি মকর্দ্দমায় মিয়াদ দিবে। দেশে এক ঘরে হইয়া

থাকিব, প্রতিবাসীর নিকট অপদস্থ হইব। ইহা চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার গিন্নী আসিয়া বলিল, কি চিন্তা করিতেছ, বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, স্নান করোনি শীঘ্র যাও, ভাত্ তৈয়ারি হইয়াছে।

গিন্নি! কন্যার গর্ভ হইয়াছে, শুনিয়াছ কি?

স্ত্রী বলিল। তা আর হয়েচে কি, সকলকারই হয়, আমাদের পাড়ার যে হরের মা নাপ্তিনী আছে তাকে বলেছি, সে দুই চারি দিনের ভিতর পেট খসাইয়া দিবে। সে দিন বাড়ুয্যেদের মেয়ের ঐ কার্য্য করে, দশ টাকা পেয়েছিল, তুমিও টাকা ঠিক কর। এই আবার ভাবচো, ভারিতো কার্য্য, যাও শীঘ্র স্নান করে এসো, এই বলিয়া গিন্নী অন্দরে যাইল।

লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এই ভয়ানক কার্য্যে গিন্নীর ভ্রূক্ষেপ নাই, যাহা হউক, পাপ হইতে উদ্ধার হইলে, আমি পরাশরের নূতন মতে যাইব। কিছু দিন পরে লোক পরাশরের দলভুক্ত হইয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিল। বড় ভাল কার্য্য হইল, কারণ পরাশর সমাজ হইতে ভ্রূণহত্যা বন্ধ করিল।

পরাশর! যখন চাষের জমি পতিত হইয়া থাকিবে তখন ভ্রূণহত্যা কি করিয়া রক্ষা করিবে? পৃথিবীতে যত স্বাধীন দেশ আছে, তাহাদের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা লইলে, বোধ হয় বলিবে, অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা বেশী। তাহারা কি কলার পাত দিয়া থাকে, না শূন্য বাটীতে প্রতিপালিত হয়? তোমার দেশে বিবাহ শূন্য কেহই নাই, কিন্তু অন্য দেশে চির কুমারী থাকিয়া দেহত্যাগ করিতেছে! পরাশর! শূন্য বাটী প্রস্তুত কর, সকলে মুখপোড়া হও, তাহা হইলে আর ভ্রূণহত্যা হইবে না। পরাশর! তোমার দেশে উভয় চলন থাকিলে, আরো কি ভয়ানক কল

বলিবে। তুমি অবিবেচক নও, স্থির হইয়া দেখ। যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলন আছে, সে দেশে বাল্য বিবাহ নাই। কম্‌-প্যারিটিভ্‌লি বয়স বিবাহ অপেক্ষা, বাল্য বিবাহে বহু সন্তান ও সন্ততি হয়। ষোল বৎসরের নীচে বয়স বিবাহ হয় না। যদিও দুটা একটা হয় তাহা ধর্ত্তব্যের ভিতর নয়, কারণ এধারে ষোল বৎসরের ও অধিক বয়সে অনেকের বিবাহ হয়। যে দেশে বয়স বিবাহ আছে, সে দেশে বিধবা বিবাহ আছে। বাল্য বিবাহ যে দেশে আছে, সে দেশে বিধবা বিবাহ নাই। বাল্য বিবাহে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তিনটা করিয়া সন্তান সন্ততি বেশী হয়, বাল্য বিবাহের ঐ বেশী সন্তান ও সন্ততি বয়স বিবাহের বিধবা বিবাহ পূরণ করে, অতএব বাল্য ও বিধবা বিবাহের ফল এক। চাষের জমি পতিত না থাকা কোন প্রকার বিবাহে পূরণ করিতে পারিবে না। যদি বাল্য বিবাহ রাখ, বিধবা বিবাহ উঠাইয়া দাও, আর যদি বয়স ও বিধবা বিবাহ রাখ, তাহা হইলে বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দাও—(অর্থাৎ জমা ও খরচ ঠিক রাখিবে, ফাজিল্‌ না হইয়া যায়)। পরাশর এই প্রতিবাদ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রাজার নিকট গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। রাজা পরাশরকে বলিলেন;—যখন স্বাধীন দেশে ষোল বৎসরের নীচে বিবাহ নাই, এবং তথায় বিধবা বিবাহ প্রচলন আছে, তখন বাল্য বিবাহ রোধ করাই শ্রেয়ঃ অতএব পরাশর তোমার মত প্রবল থাকিবে।

বিবাহে জাতীয় রং হয়। এক রং করিতে হইলে, বিবাহ বিচার করিয়া করিতে হয়। যখন সব এক হইয়া যাইবে, তখন আর কোন কষ্ট থাকিবে না। বঙ্গদেশে নানা রং আছে। কোন রং বাঙ্গালির, ইহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। কতকটা ঠিক আছে কারণ সকলে কালা বাঙ্গালি বলে। কালা রং শূদ্রের হয়, আর্য্যের

রং শ্বেত হয়। নানা রেতের মিশ্রিত হইবার কারণ বোধ হয় নানা রং হইয়াছে।

প্রকৃত বেজাতক কেহই নাই, কারণ ওভিয়ারি-পুতনারী এক জনের রেত গ্রহণ করিলে, আর অন্যের রেত গ্রহণ করে না, যদিও মিত্রকটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয় কারণ ইহা সাধারণের নিয়ম নয়। বিবাহ ব্যতীত বেরং উৎপন্ন হইলে বেজাতক বলে, কিন্তু বিবাহ করিয়া বেরং উৎপন্ন হইলে সামাজিক নিয়মে বেজাতক বলা যাইতে পারে না। স্বাধীন দেশে বেজাতক জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলেও বেরং হয় না, যাহার সঙ্গে স্ত্রী সহবাস করিবেন, তিনি এক রং। স্বাধীন দেশের স্ত্রীলোক যখন পরাধীনের সহিত অর্থাৎ অন্য রঙের সহিত সহবাস করিবেন, তখন বেরং হইতে সুরু হইবে; এবং এই সুরু পরাধীন হইবার বীজ হয়।

স্বাধীনের বীর্য্য অত্যন্ত বলবৎ, এই জন্য স্বাধীনেরা অন্য নানা জাতের উৎপাদক হন। আর্যেরা অন্য সমস্ত বর্ণে বীজ রোপণ করিতে পারিত, কিন্তু অন্য বর্ণেরা আর্য্যাতে পারিত না, যদি কেহ এই কার্য্য করিত, তাহার ফল চণ্ডাল বলিয়া খ্যাত হইত।

সম্প্রতি ইউরোপিয়ানেরা ইণ্ডিয়াতে বীজ বপন করিয়া নূতন জাতের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং ইহা কালে ইণ্ডিয়ার মধ্যে প্রধান জাত হইবে। স্বাধীন রেতের এমনি গুণ যে কিছু শিখাইতে হয় না। ইণ্ডিয়ান্ যাহারা ইউরোপিয়ান্ লেডীকে বিবাহ করিতেছে, উহার ফলের কি নাম হইবে এক জানেন।

পৃথিবীতে কুলীনের সমাদর সর্ব্বত্র—কুলীন মানে উৎকৃষ্ট। মৌলিকেরা ও বাহাত্তরেরা রেতগ্রহণের দরুন পা ধরিয়া, কুলীনের সহিত কোমল পা কন্যার বিবাহ দেয়। ইউরোপিয়ান নারিরেরাও টেঁ স, টেঁ সও মেটে কামিনীদের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র কন্যার বিবাহ হেতু কুলীনত্ব থাকে, কিন্তু কায়স্থের কেন পুরুষেতে হইল ?

বিবেকিন্! তুমি কাঞ্চনত্যাগের কথা যাহা বলিয়াছ তাহা হয় না। অসভ্য জগতে বদ্‌লা বদ্‌লী থাকে, ক্রমে যত সভ্য হয়, তত কাঞ্চনের আবশ্যক হয়, এ ও বদ্‌লা বদ্‌লী, জিনিষের বদল জিনিষ না হইয়া কাঞ্চন হইল। কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, অর্থের দাস সকলে। দেখ, আমি ও অর্থের দাস। যত মুনি ও ঋষি যাঁহাদের আমরা বড় বলিয়া জানিতেছি, তাঁহারা ও অর্থের দাস হয়। কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, ইহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তাঁহাদের কাঞ্চনের উপাসনা করিতে স্থবিধা হয় নাই বলিয়াই, আজ কেহ জানিতে পারিতেছে না। যাহাদের জানিতেছ, উহারা তাঁহাদের তুল্য বলিবার উপযুক্ত নয়। কাঞ্চনের উপাসনা না করিলে, তুমি কোথায় যাইবে, যদি বল বনে ? সকলেই বনে যাইলে, বনস্পতি আর আহার দিতে পারিবে না। জগৎ অন্নময় হয়, ইহার কারণ কাঞ্চনের সেবা প্রয়োজনীয়। যদি অন্নময় না হইত, তাহা হইলে আর কাঞ্চনের প্রয়োজন হইত না। জগৎ অন্নময় বলিয়া প্রভুত্ব ও দাসত্ব রহিয়াছে, বড় ও ছোট রহিয়াছে। ছোটর আশ্রয় না লইলে বড় বাঁচিতে পারে না, ছোট ও বড়র আশ্রয় না লইলে রহিতে পারে না, পরস্পরের সম্বন্ধে জগৎ চলিতেছে। যাহা জগতে কোন কালে হয় নাই, তাহা হইবে না, যদি তুমি নূতন কর, ইহাতে আমার বাধা নাই। বোধচক্ষুদের কথায় বারায় বুঝাইবার উপায় নাই, তাহাদের পিটনীর্ বারায় বুঝাইতে হয়। তুমি বঙ্গদেশ হইতে আমার আশ্রমে আসিতে কাঞ্চন উপাসনা করিয়াছ ?

বিবেকী উত্তর দিল। না।

ব্যাস বলিল। বিনা অন্নে আসিয়াছ কি ?

বিবেকী উত্তর করিল। অন্য লোকের অন্ন খাইয়া আসিয়াছি।

ব্যাস বলিল। বাবোবা, পরের স্কন্ধে উঠিতে বড় ভাল বাস, যদি উহারা তোমার মতন ধূর্ত্ত হইত, তাহা হইলে তোমার বড় কষ্ট হইত। আমাদের দেশে ভেগ্র্যান্টএক্ট আছে, যদি কেহ বিনা পরিশ্রম করিয়া, ভিক্ষার দ্বারায় মূর্খকে ঠকাইয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। অযুক্তি দানে দেশকে ভিকারী করা হয়। যে দেশে এই রকম দান আছে, সেই দেশে ভিকারী বেশী হয়। ভিকারী অধিক হইলে পোকা মাকড়ের জন্ম বেশী হয়। পোকা মাকড়ে দেশের বায়ু খারাপ করে, ক্রমে এপিডেমিক হইয়া পড়ে, ফলতঃ অকাল মৃত্যু ঘটে। বিবেকিন্! এই তোমার কাষ্ঠ ত্যাগ? তুমিত খুব চালাক্ ব্যাস বাবাজী। তোমাদের দেশে বুঝি হুজের দল বেশী আছে, তাই তুমি গেরুয়া কাপড় পরিয়া দুই একটা টিয়া পাখির বুলি লইয়া, পরের স্কন্ধে মজা করিয়া আমোদ লোটে, যাহা হউক বেশ্ বেশ্।

বিবেকী বলিল। হুজের দল কি মহাশয়?

ব্যাস। তুমি জান না, তুমি ও যে এক জন, তবে বলি শুন :— আমাদের দেশে এক জন দৈবলব্রাহ্মণ (যে ব্রাহ্মণের সাম্‌নে ও পেছুনে অক্ষর দিয়া ব্রাহ্মণ পরিচয় দিতে হয়, তাহারা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ নয় :—যথা অসি ও মসিজীবি ব্রাহ্মণ, ধাবক ও পাবক ব্রাহ্মণ, গ্রাম্যযাচক ও দেবলব্রাহ্মণ) ছিল। কিছু দিন বংশাবলীর ধারা বহিয়া, কিছু পয়সা না দেখিতে পাইয়া, পাক কার্য্যে ব্রতী হইল, ইহাতে ও কিছু লাভ না দেখিয়া, এক জনের প্রস্তুত দেব মন্দিরে সন্ন্যাসী বলিয়া অন্ন ধ্বংসাইতে লাগিল। আহারান্তে গ্রামের ভিতর বেড়িয়া বেড়াইত। বিনা পরিশ্রমে কিছু দিন অন্ন খাইয়া মার্গে তৈল হইল। এক দিন দেখিল, এক পালকী আসিতেছে, ইহার

বেহারাদের আওয়াজে গ্রামকে গরম্ গরম্ করিয়া বহু লোককে আকর্ষণ করিল। পালকীর বেয়ারারা "হুঁও হুঁও শালী বড় ভারী" বলিতেছে। কেবল ব্রাহ্মণ ঐ বুলি লইয়া হুঁও হুঁও করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে গ্রামে রটনা হইল, যে সন্ন্যাসী ঐ ঠাকুর বাড়ীর অন্ন খাইত, সে মহা যোগী হইয়াছে, কেবল হুও হুও করে। দুই এক জন হুঙের দলে হইল, এবং তাহারাও হুও হুও করিতে লাগিল। হুও হুঙে টেলিফন হইয়া গেল, যাওয়াতে হুও হুও এত বৃদ্ধি হইল, যে বড় বড় মাচি আহার বিহনে দেশান্তরে যাইল।

বিবেকিন্! এই প্রকারে হুঙের উৎপত্তি হইল। তোমায় দেখিয়া যে আমার শিষ্যেরা নূতন অস্ত্র আসিয়াছে বলিয়াছিল, তাহার কারণ তোমার জাতীয় পোষাক ছিল না। গেরুয়া কাপড় শ্বেত রং ধারীরা পরিয়া থাকে। তুমি তিন রঙের কোন রঙে নাই। প্রথমে বিশ্বামিত্র গেরুয়া কাপড় ইণ্ট্রডিউস্ করেন, তাঁহার শিষ্যেরা সকলে তাই পরিত। গেরুয়া কাপড় পরিয়া তৈল মর্দ্দন নিষেধ, কারণ ময়লা এক বেশী ধরে যে ধুয়ে উঠান ভার হয়। তৈল না মাখিয়া গেরুয়া কাপড় পরিলে, ধোপার কড়ি লাগে না, কারণ বিনা পরিশ্রমে, জলে ফেলিলেই সমস্ত ময়লা উঠিয়া যায়। গেরুয়া পরিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। রেত ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য হয়। গেরুয়াধারীর স্বপ্নেও যদি রেত্পাত হয়, গায়ত্রী ও আচমন বিধেয়, (গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, অথবা গানের দ্বারা যাহা হইতে ত্রাণ হওয়া যায়, আর আচমন অর্থাৎ জল পঞ্চস্থানে ব্যবহার করা), কারণ জলের অপেক্ষা নেগেটীভ্ আর স্থূলের ভিতর দ্বিতীয় নাই। পঞ্চস্থান কোন কোনটী তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ যাহারা আচমন করে তাহারা সকলেই জানে। পঞ্চস্থানের ইলেক্‌ট্রিসিটী এত সূক্ষ্ম, যে জলের আঘাত পড়িবামাত্রই বিষয়কে দেহের রাজার নিকট লইয়া যায়। মন অমনি

তাকে ঠিক করিয়া দেয়, এই দরুন যত্র কিছু ভুল হইয়েই আচমন বিধেয়। গেরুয়া কাপড় পরিধান করিলে বাহ্য বায়ু বেশী ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না, পরিশ্রমের লাঘবতা হয়, সূর্য্যের উত্তাপ কম লাগে ও মানসিক তেজ বাড়ে। বশিষ্ঠের শ্বেত ছিল। এই রকম প্রত্যেক প্রধান প্রধান দলের এক এক রং ছিল। মস্তক মুণ্ডন ও দলে দলে রকমারি ছিল। এই সব দলের চিহ্নের দরুন হয় আর কিছুই নয়। আর্য্যদের ভিতর প্রায় অন্ত রং লোপ হইয়াছে, কেবল গেরুয়া প্রবল আছে, গরিবের পক্ষে বড় উপকারি, যেমন গাঁজা, যদি স্ত্রী সহবাস না হয়। ইদানীং হরুয়া রং অর্থাৎ সবুজ মুসলমান ফকিরদের ভিতর প্রবল হয়। কালাদের পক্ষে গেরুয়া দুষনীয় হয়। আমি গেরুয়া কাপড় পরি না, পাছে সকলে হাসে। আমার জন্ম পরাশরের ঔরসে, ও জেলে রাজার অবিবাহিতা কন্যা সত্যবতীর গর্ভে হয়। আমার যাহা কিছু আদর ও সম্মান খালি গুণের দরুন, কারণ পূজার স্থান গুণ হয়, গুণ না থাকিলে আমি যে কালা সেই কালা। সংসারে ধর্ম্মের অর্থাৎ জাতের পোষাকের খাদ্যের ও রঙের প্রয়োজন হয়, এবং ধর্ম্ম যথায় নাই তথায় সংসার নাই।

বিবেকিন্! আর আমি সময় নষ্ট করিতে পারিনা, কারণ সময়ই কার্য্য ক্ষেত্রের প্রধান ধন হয়; যে এই ধন হেলায় নষ্ট করে, তার কোন ধন আসে না। সময়ের নাম ধন, এই দরুন বড় বড় মহাত্মারা হট্‌যোগকে ঘৃণা করিয়া, রাজ যোগকে বলবৎ করিয়া গিয়াছে। বেশীদিন বাঁচিলে যদি বড় হয়, তাহা হইলে পাহাড় তো খুব বড়। যত বড় বড় সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, ও বোধ হয় করিবেন তাঁহাদের ও তাঁহার আয়ু সংখ্যা সাধারণ লোক অপেক্ষা কম ছিল ও হইবে, কারণ জমা হইতে অধিক খরচ করিলে ফাজিল্ হয়। আমার পরমারাধ্য প্রপিতামহ বশিষ্ঠ পরম পূজনীয় গৌতমকে

এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, আপনার বয়স কত? মহাত্মা গৌতম বলিয়াছিলেন, নয় বৎসর। প্রপিতামহ বলিলেন, আপনি কি আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন। বাল্য কালাবধি আমি আপনাকে দেখিতেছি, আমার প্রায় ষাট্ বৎসর হইল, আপনার নয় বৎসর কি করিয়া হইল?

গৌতম উত্তর করিল। বৎস বশিষ্ঠ! তুমি মনে কর এক জন এক শত কুড়ি বৎসর বাঁচিয়াছে, ষাট্ বৎসর আহারে বিহারে ও নিদ্রাতে গেল, বাকী ষাট্ বৎসর রহিল, সাত বৎসর বাল্যাবস্থাতে, এবং পনর বৎসর বিদ্যাভ্যাসে গেল, বাকী আটত্রিশ বৎসর রহিল, তন্মধ্যে রোগে ও শোকে উন কুড়ি বৎসর যাইল, অবশিষ্ট উন কুড়ি পুঁজি রহিল, তন্মধ্যে দশ বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে, বাকী নয় বৎসর আয়ু হইল, এই নয় বৎসর তোমার ও আমার মতন লোকের হয়, যাহারা এক মুহূর্ত্তকেও নষ্ট করে না, ফলতঃ অন্যের যে কত আয়ু তাহা অন্যেই জানে।

বিবেকিন্! আমি সমস্তই বলিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিও, অনুগ্রহ করিয়া আমায় অবসর লইতে অনুমতি কর। বিবেকী তথাস্তু বলিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিল।

ধ্যানের মাহাত্ম্য বড় মানী, যার্জানি তাই গূঢ় কাহিনী।
বাবাজার মূর্খ ভাই যিনি, নদের পণ্ডিত সম তিনি।
ভাগ্যলক্ষ্মী তথৈব হে ভাই,
মরি লয়ে ষষ্ঠির বালাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

চৌদ্দপুরুষ।

"চৌদ্দপুরুষ" এই কথাটী শুনিতে অতি শুশ্রাব্য, এবং সর্ব্ব-কালে ও সর্ব্বস্থানে ইহার আদর অত্যন্ত বেশী হয়। কোন মহাত্মার নিকট, কোন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কি কার্য্য করিয়া সকল দুস্তর পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। মহাত্মা উত্তর দিয়া ছিলেন। পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি শুনিলে মানব সর্ব্বপাপকে দগ্ধ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে, যেমন অগ্নি তৃণকে ভস্মীভূত করিতে পারে। মহাত্মার এই কথা বলিবার আর কোন উদ্দেশ্য নয়, বোধ হয়, খালি নিস্তেজ বর্ত্তমান পুরুষকে সতেজ করান। পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি শুনিলে, নিস্তেজ ধমনীতে তেজের রক্ত সঞ্চার হয়। রক্ত সঞ্চালন হইলে, পুরুষকার করিতে যত্নবান হয়। পুরুষকার করিলে কীর্ত্তি লাভ হয়, এবং কীর্ত্তিমান হইলে মৃত্যু হয় না। বঙ্গ-দেশে বোধ হয়, চৌদ্দপুরুষ অভাব, কারণ সকলেই ভেতো বাঙ্গালি বলিয়া কথিত হয়। যদি চৌদ্দপুরুষ থাকিত, তাহা হইলে জীবন থাকিত। "মড়ার কাঁধে মড়াই যায়, তবু না মানুষ হবে রয়"। এই হিয়ালিটী বঙ্গদেশের অত্যন্ত আদরের ধন হয়, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, এই হিয়ালিটীর প্রকৃত অর্থ কেহ লয় না।

মড়া নড়িতে, চড়িতে, দেখিতে, শুনিতে ও কথা কহিতে পারে না; যদি এই সব পুরুষকার রহিত হইল তাহা হইলে কি কিছুই নয়, খালি পচিতে পারে, না আবার পচিয়া পচিয়া পঞ্চভূতে মিশিতে

থাকে। মিশিয়াই বা কোথা যায়? সর্গে। যদি সর্গে যায়, তাহা হইলে আকার হইল। আকার হইলেই অন্ন হইল, অন্ন হইলেই জীব হইল, জীব হইলেই, কার্য্য চাহিতে লাগিল, কার্য্য করিতে হইলেই পুরুষকার আবশ্যক হইল, এবং পুরুষকারের উপাসনা করিলেই কীর্ত্তি হইল, কীর্ত্তি হইলেই মৃত্যু হইল না। তাহা হইলে মড়া কোথায় রহিল, মর্ত্তে? যদি মর্ত্তে রহিল, তাহা হইলে জন্ম রহিল, আবার জন্ম থাকিলেই মৃত্যুও রহিল। তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যু কি মর্ত্তের খেলা হয়? যদি খেলা হইল তাহা হইলেই মেলা হইল। মেলা হইলেই ঘর্ ঘরে হইয়া পড়িল। ঘর্ ঘরে হইতে ভেলা প্রস্তুত হয় না। ভেলা না হইলে অপার মর্ত্ত হইতে পার হইতে পারে না। তবে কি চিরকাল নাগরদোলার মতন ঘুরিতে হইবে? বোধ হয় নয়, এক যাহার উপর কৃপা করিবেন, তিনি অনায়াসে অপার মর্ত্ত সমুদ্র হইতে পার হইতে পারিবেন।

এক কাহার উপর কৃপা করেন? যিনি "মড়ার কাঁধে মড়াই যায়, তবুনা মানুষ হবে রয়" ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন। যখন জন্মিয়াছি তখন অবশ্যই মরিব, কারণ যিনি কাঁধের উপর আছেন, তিনিও জন্ম লইয়াছিলেন; এবং এখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিও জন্ম লইয়াছি এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অতএব অগ্র বা পশ্চাৎ উভয়ের এক দশা হয়। এই দশা প্রাপ্ত হইতে কাহাকেও কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না, কারণ ইহা হয় ধ্রুব দশা। একের হুকুম জন্ম হইলেই মরিবে। মৃত্যু দশার সহিত যুদ্ধ করা, আর একের সহিত যুদ্ধ করা উভয়েই সমান হয়, কারণ রূপান্তর হয় জগতের গতি। যদি মড়া সকলেই হইল, তবে কোন মানুষ মড়া দেখিয়া হুষীয়ার হইবে? বোধ হয়, যে মানুষের হুষ্ আছে। যাহার আছে হুষ, সেই হয় মানুষ।

তবে কি মড়া, মানুষ নয়? মানুষ বটে, কিন্তু মানুষের দুই রকম অবস্থা আছে; জীয়ন্ত মানুষ ও মড়া মানুষ্। যিনি কাঁধে আছেন, তিনি মড়া মানুষ; আর যে কাঁধে করিয়া মড়াকে লইয়া যাইতেছে, সে জীয়ন্ত মানুষ। মড়া নড়িতে, চলিতে, দেখিতে, শুনিতে ও কথা কহিতে পারে না, জীয়ন্তেরা সব্ পারে। তবে মড়া হইতে কি শিখিব? আমি ও মড়া হইব এবং নড়িতে, চলিতে দেখিতে, শুনিতে, ও কথা কহিতে পারিব না, তবে আমার বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সূর্য্যের নিকট হইতে সময়কে কি করিয়া ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক হয় কারণ সূর্য্য দিবা রাত্রি কার্য্য করিতেছে। যিনি সূর্য্যের মত কার্য্য করিবেন, তিনিও সূর্য্যের মতন তেজীয়ান হইবেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, ও মহম্মদ, ইহাঁরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন নাই, ইহার কারণ ইহাঁদিগের তেজ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া জগতের অন্ধকারকে নষ্ট করিতেছে। যাহার মনে অহোরাত্র "আমি মড়া হইব" এই কথা জাগরূক থাকিবে, সে জগতে তত অধিক কার্য্য করিতে পারিবে।

মড়া হইতে অলসতা শিখিবেনা। আজ কালকার লেজিবিষ্ট্ অফ্ গেরুয়াওয়ালা ও গলায় মেনচেষ্টারের গুলিসুতাওয়ালা, কয়েক দিনের স্বার্থের দরুন বঙ্গদেশকে অধঃপাতে দিতেছে। "আজ মলে কাল দুদিন হবে, ভাই কিছু কি কার সঙ্গে যাবে" লেজি-বিষ্টেরা এই বুলি বলিয়া, বাঙ্গালিদের মিস্মেরাইজ্ করিয়া পরের স্কন্ধে পেট্ চালাইয়া, নিজেরা বড় বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু পরকে ঠকাইতে গিয়া নিজেরা ঠকিয়া মরে, কারণ তাহাদের সন্তান সন্ততি পোকা মাকড় হয়। পোকা মাকড়েরা বেগারের প্রফেশন্ লইয়া দিন পাত করে।

জগতে ভিক্ষা অপেক্ষা নীচ কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই। উঞ্ছবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর দ্বিতীয় নাই। বঙ্গদেশে উঞ্ছবৃত্তি নিকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভিক্ষা বৃত্তি উৎকৃষ্ট হয়। স্বাধীন দেশের লোকেরা উঞ্ছবৃত্তি করিয়া দেহকে পাত করিবেন, তথাচ ভিক্ষা করিয়া দোল, দুর্গোৎসব, মাতা পিতার শ্রাদ্ধ ও দিনপাত করিবেন না। যাহার মানসিক তেজ আছে, তাহার দ্বারায় জগতের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। বঙ্গদেশে যাহার মানসিক তেজ থাকে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়, কারণ সকলেই তাহার বিপক্ষ হয়। দেশে, পাড়ায়, গৃহদ্বারে ও গৃহে বিপক্ষ থাকিলে, তেজওয়ালা শান্তিভোগ করিতে পারে না। মিথ্যাবাদী মাটী পাটী, তিনে সিটী পরিপাটী। অযুক্তি দানে দেশ উচ্ছন্ন যায়। যে দেশে যত অযুক্তি দান থাকে, সে দেশে তত অলসতা বৃদ্ধি পায়। অলসতা বৃদ্ধি পাইলেই দেশ দরিদ্র হয়, দরিদ্র হইলেই মানসিক তেজ হ্রাস পায়। মানসিক তেজ বিহীন হইলে পুরুষকার করিতে পারে না। পুরুষকার না করিতে পারিলে কীর্ত্তি হয় না। কীর্ত্তি না হইলে জীয়ন্ত থাকিয়াও মড়া তুল্য হইতে হয়। লেজিবিষ্টেরা বঙ্গদেশকে মড়া হইতে অলসতা শিক্ষা দিতে চায়; কারণ বাঙ্গালিরা বড় অলসতাপ্রিয় হয়। জগতে মড়া অপেক্ষা ডাল্ মেটার (dull mater) আর দ্বিতীয় নাই। লেজি-বিষ্টেদের বুলি বাঙ্গালিদের ভেরিকোর্ট অফ্ দি হার্টেতে যায়, যাইলেই লেজিবিষ্টদের বোল্ বোলা খুব্ হয়। দান করিতে ক্ষমতা হইলে যে দেশে ফেমিন্ হইয়াছে, সেই দেশের লোকেদের অন্ন দাও। যে খানে জল ও রাস্তার অভাব আছে সেখানে জলাশয় ও রাস্তা করিয়া দাও। ডিস্পেন্সরি, হস্পিটল, স্কুল ও কলেজ যেখানে বেশী আছে সেখানে না করিয়া, অভাব স্থানে করিয়া দাও। সমাজধর্ম্মগৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। সমাজধর্ম্ম প্রচারকের থাকিবার দরুন সাধারণ

বাটী প্রস্তুত করিয়া দাও। ধর্ম্মপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ কর। আচার্য্য-দের ভরণ পোষণ কর। রিলিভ্ দি নিডি, কম্ফর্ট দি অ্যাফ্লিকটেড্।

গেরুয়া কাপড় পরিলে, কিম্বা গলায় মানচেষ্টারের সুতা দিলে কিম্বা ডোব্ কপীন বহির্বাস পরিলে, কিম্বা গাত্রে ছাই মাখিলে, কিম্বা ওম্ ওম্ শব্দ করিলে, কিম্বা বম্ বম্ গাল বাজাইলে, কিম্বা হরি হরি বোল্ বলিলে, কিম্বা পরদেশে গিয়া সব্ এক বলিলে, আচার্য্য হয় না। যিনি দর্শন ও সমাজ ধর্ম্ম ভাল রূপ জানিবেন, অর্থাৎ ইস্পিরিট্ ও ম্যাটাব্ কি ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন, তিনি আচার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, অন্তরে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" দর্শনের দ্বারায় দেখিয়া সব্ ফঁাক দেখিবেন, বাহ্যে "আমি বহু হইব" পুরুষকারের দ্বারায় কার্য্য করিয়া এবং হস্তে ম্যাক্ ধরিয়া সমাজধর্ম্ম পালন করিবেন। যিনি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" জানিবেন, তিনিই ধন মন প্রাণ সমাজধর্ম্মেররক্ষাহেতু উৎসর্গ করিতে পারিবেন।

আচার্য্য বলিয়া একটি বংশ থাকিবে না, যিনি গুণী হইবেন, তিনিই আচার্য্যের উপযুক্ত পাত্র হন, আর যদি বংশগত আচার্য্য ইহা ঠিক করা হয়, তাহা হইলে গুণের আদর না হইয়া বরং বংশের আদর বেশী হইবে, এবং বংশের আদর হইলেই এক জনকে চিনির বলদ্ হইতে হয়, অপর জনকে বসিয়া চিনি খাইতে হয়।

একতা না থাকিলে ভ্রাতৃভাব আইসে না, ভ্রাতৃভাব অভাব হইলে একতা লোপ হয়, একতা লোপ হইলে, সমাজধর্ম্ম ক্ষীণ হয়, সমাজধর্ম্ম ক্ষীণ হইলে বলের হ্রাস হয়, বলের হ্রাস পাইলে লেজিবিষ্টের জন্ম হয়, লেজিবিষ্ট্ জন্মিলে অলসতা বৃদ্ধি পায়, অলসতা বৃদ্ধি পাইলে পুরুষ-কারের লোপ হয়, পুরুষকারের লোপ হইলে কীর্ত্তি হয় না, কীর্ত্তি না থাকিলে জীয়ন্ত থাকিয়াও মড়া তুল্য হইয়া থাকিতে হয়।

কোন কালে ও কোন স্থানে মড়াতে কার্য্য করে নাই। পুরুষকারের দ্বারায় সকলেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে পুরুষকার নাই, সে দেশে চৌদ্দপুরুষ নাই। বঙ্গদেশে পুরুষকার নাই বলিয়া, চৌদ্দপুরুষের অভাব হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, ইহাঁরা জগতের চৌদ্দপুরুষ হন, এবং ইহাঁদিগের মতন পুরুষকার জগতে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ করে নাই, ইহার কারণ অন্য কেহ জগতের চৌদ্দপুরুষ হইতে পারে নাই। কোন কালে জগতের চৌদ্দপুরুষ মড়া হইয়া কেহ হয় নাই ও হইবে না। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের পুরুষকার দেখ, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষকার দেখ, বৌদ্ধ চরিতে বুদ্ধদেবের পুরুষকার দেখ, বাইবেলে ক্রাইষ্টের পুরুষকার দেখ, কোরাণে মহম্মদের পুরুষকার দেখ, এই সব্ দেখিলে জানিতে পারিবে যে জগতে পুরুষকার ব্যতীত কার্য্য হয় না। এই সব্ মহাত্মাদের জগতে আবির্ভাব হইবার আর কোন কারণ নাই, খালি আপনাদের পুরুষকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, জাগতিক জনকে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া যাওয়া। যদি এই সমস্ত জগৎ অনিত্য হইল, তাহা হইলে ঘুরে সব্ নিত্য হইল কিনা? একটু মাথা পরিষ্কার করিয়া, স্থিরভাবে সূক্ষ্মে যাইয়া বুঝিবে, তাহা হইলে বোধ হয়, এই চিড়ের বাইশ কের বুঝিতে পারিবে। নিত্য হইলে আর কাহার বুঝাইবার প্রয়োজন রহিল না, বুঝাইবার প্রয়োজন না থাকিলে, এই সব্ মহাত্মাদের আবির্ভাব হইবারও কোন আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু তাহা নয়, দেহ অনিত্য আর সব্ নিত্য কিন্তু উচ্চতে উঠিলে দেহও অনিত্য নয়। দেহ রূপান্তর হয় বলিয়া অনিত্য কথিত হইল। দেহের চরম সীমা মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় নিত্য, যাহা নিত্য তাহা শিখিতে ও পড়িতে চায় না, অতএব মড়ার দ্বারায় জগতের কোন কার্য্য হয় না।

কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি ইঁহারাও পুরুষকারের দ্বারায় অন্যের চৌদ্দপুরুষ হইয়াছেন। সাংখ্য, বেদান্ত, রামায়ণ, ন্যায়, ধনুর্ব্বেদ ও মহাভারত ইত্যাদি পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবে। নেপোলিয়ান্‌বোনাপার্ট যাঁহাকে ছাড়িতে পারিলাম না, কারণ তিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন। বঙ্গদেশে প্রকৃত অদৃষ্টবাদী নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অনেক চৌদ্দপুরুষ দেখা যাইত। অদৃষ্টবাদী ও একবাদী এই দুই মতই প্রায় সমান হয়। যাহারা অদৃষ্টবাদী তাহারা জগতে অত্যন্ত বেশী পুরুষকার করিতে পারে, কারণ তাহাদিগের অচলা ভক্তি থাকে, ও তাহাদিগের মাথা অত্যন্ত উচ্চ হয়। মাথা উচ্চ হইলে অত্যন্ত উচ্চে যাইতে পারে, এবং যে যত উচ্চে যাইতে পারে, সে তত একের ঐশ্বর্য্যের শেষ দেখিতে পায় না। শেষ দেখিতে না পাইলেই, নিজের অহঙ্কার শেষ হয়। নিজের অহঙ্কার শেষ হইলেই, একের উপর ভক্তি আসে। ভক্তি আসিলেই "এক রাখিলে মারে কে, এক মারিলে রাখে কে" এই বুলি আসিয়া পড়ে এবং এই বুলি আসিলেই পুরুষকার ও অসমসাহসিক কার্য্য জগতে অনায়াসে করিতে পারে। এব্বট্ নেপোলিয়ান্ পড়িলে দেখিতে পাইবে, নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট অদৃষ্টবাদী হইয়া, জগতে কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে অদৃষ্টবাদী নাইন্টিনাইন্ পারসেন্ট্, কারণ বঙ্গদেশে নাইন্টিনাইন্ পারসেন্ট্ অলসতা প্রিয় হয়। ফলিত জ্যোতিষবেত্তারা অদৃষ্টকে দৃষ্টে আনিতে চাহে, কি ভয়ানক অহঙ্কার। যে কালের অন্ত নাই, সে কালের উপর কলম বাজি, যে মহাভূতের গতি মুনি ঋষি ও যোগাভ্যাসীরা নির্ণয় করিতে হার মানিয়া গিয়াছেন; সেই মহাভূতকে করতল করা। দরজা বন্ধ করিয়া দাঁত বাহির করিলে, যখন বাহিরের লোক বলিতে পারে না, তখন মহামায়ায় আবৃত যে জগৎ, তাহার ভিতর হইতে একাকে

চাতুরী খুলিতে গ্রেপ্তার করে আনা। হায়রে ফলিত জ্যোতিষবেত্তাগণ, তোমরা ধন্য, কারণ বঙ্গদেশের মূর্খকে তোমাদের মতন আর অহঙ্কারী করিয়া দিতেছ।

বঙ্গদেশে যাহারা পণ্ডিত হন, তাহারা ফলিত জ্যোতিষবেত্তা হন না, কারণ ইহাতে ফাঁজ্‌লামীর প্রয়োজন বেশী হয়। যে যত ফাঁজিল্‌ হইবে, সে তত নাম জাহির করিতে পারিবে। পণ্ডিতেরা ফাঁজলামীকে ঘৃণা করে। গণিত জ্যোতিষ্‌ জগতের মহা আদরের ধন হয়। যে দেশে পণ্ডিত আছে, সে দেশে গণিত জ্যোতিষের আদর হয়, যে দেশে মূর্খ আছে, সে দেশে ফলিত জ্যোতিষের আদর হয়। মূর্খেরা অসম্ভবকে বেশী আদর করে, এবং সম্ভবকে ঘৃণা করে, পণ্ডিতদের ঠিক্‌ বিপরীত হয়। মুর্খেরা যে কার্য্য করিতে না পারে, সে কার্য্যের দোষ একের উপর ফেলে, আর যে কার্য্য করিতে পারে, সে কার্য্যের গুণ নিজের উপর রাখে, কিন্তু পণ্ডিতেরা উভয়ের ভার একের উপর দিয়া থাকেন।

সকলধর্ম্মপুস্তকে ফলিত জ্যোতিষবেত্তার উপর বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াগিয়াছে। ফলিত জ্যোতিষবেত্তার কথাতে চলা আর ব্যক্তিয়ারখিলিজি বঙ্গদেশে আসিলে জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া উভদশাই প্রায় সমান হয়। গণিত জ্যোতিষের আদর করিয়া মানমন্দির প্রস্তুত কর। ইংরাজ বাহাদুর কত টাকা মেট্‌রিওলজিকল্‌ আফিসে খরচ করেন, তাহা দেখ। কথার কথা, ফলিত জ্যোতিষে চোর ধরিতে পারিলে, ইংরাজ বাহাদুরের পুলিষ বিভাগে এত টাকা খরচ হইত না। যাহাতে অলসতা আছে তাহা ত্যাগ কর। পুরুষকারের উপাসনা কর। পুরুষকারের উপাসনা না করিলে চৌদ্দপুরুষ থাকিবে না। বঙ্গদেশে প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ না থাকিলে ও, প্রত্যেক প্রত্যেক বংশগত চৌদ্দপুরুষের তেজে, প্রত্যেক

বঙ্গবাসী তেজীয়ান হয়, তবে কেন পুরুষকারের উপাসনা না করিবে? ঢেউয়ের উপর ঢেউ না দিলে ঢেউ বহুক্ষণ থাকে না। যে ঢেউ যত উচ্চ হইবে, সে ঢেউ মিলিয়া যাইতে তত সময় লাগিবে; গোড় পাতিলে আরও ভাল হয়। যত বড় ঢেউ হউক না কেন, অপর ঢেউ গোড় না পাতিলে শীঘ্র মিলিয়া যায়।

মহাত্মা গোকুললাল মিত্র যিনি বাগবাজার মিত্রবংশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার মতন সুদশা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত অনেক বঙ্গবাসীর হয় নাই, এবং যিনি ভিখারীর তাঁতে উঠিয়া রাজ অট্টালিকাতে ও গরিব পর্ণ কুঠীরেতে বেড়াইয়াছিলেন, আজ তিনি প্রায় অবসিলিট্ হইয়াছেন, কারণ তাঁহার বংশে লেখক ভুত জন্মিয়াছে, এবং ভুতের উপদ্রব এত বেশী যে গয়ায় পিণ্ড না দিলে আর রক্ষা নাই। যত শীঘ্র ভুত অন্তর্হিত হয়, ততই মিত্রজার মঙ্গল।

বঙ্গদেশের চৌদ্দপুরুষ দেখ। বিষ্ণুপুররাজ, বৰ্দ্ধমানরাজ, নদীয়া-রাজ, নাটোররাজ, পুঁটিয়ারাজ ও যশোহররাজ, ইঁহারাই বঙ্গদেশের অতি পুরাতন খেতাবী রাজা হয়, কিন্তু সকলেই দুই শত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর আছেন। ইঁহাদিগের জাত, কুল, মান দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ইঁহাদিগের বংশাবলী দেখিবে। আর যত মফাশীল রাজা ও জমীদার আছেন, সকলকার বোল্ বোলা এক শত বৎসরের ভিতর জানিবে। বিষ্ণুপুররাজ ও যশোহররাজ মায়ের কোলে প্রায় গেছেন। নদীয়ারাজ ও নাটোররাজ পূর্ব্বাবস্থা হইতে কম হইয়াছেন। পুঁটিয়া রাজ ভাগে ভাগে ক্ষীণ হইয়াছেন, খালি বৰ্দ্ধমান রাজ সতেজ আছেন এবং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছেন।

কলিকাতার চৌদ্দপুরুষ দেখ। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, পাইক-পাড়া। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার। রাজা রাজবল্লভ, বাগবাজার। গোকুললাল মিত্র, বাগবাজার। তুলসীরাম ঘোষ,

শ্যামবাজার। গোবিন্দরাম মিত্র, কুমারটুলি। বনমালী সরকার, কুমারটুলি। রাজা নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজার। মদনমোহন দত্ত, নিমতলা। মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমতলা। দর্পনারায়ণ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা। লোচনচন্দ্র ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা। শোভারাম বসাক, বড়বাজার। জগৎচন্দ্র সেট, বড়বাজার। রাজা সুকময় রায়, পোস্তা। নিমাই চরণ মল্লিক, বড়বাজার। গৌরচরণ মল্লিক, বড়বাজার। শান্তিরাম সিংহ, যোড়াসাঁকো। বৈষ্ণবচরণ মল্লিক, যোড়াসাঁকো। রামদুলাল সরকার, শিমলা। মতীলাল শীল, কলুটোলা। অক্রুরদত্ত, বহুবাজার। তমুমগ, বহুবাজার। বিশ্বনাথ মতিলাল, বহুবাজার। পৃথি্‌রাম মাড়, জানবাজার। রাজা কালিশঙ্কর ঘোশাল, খিদিরপুর। গৌরী সেন, মাথাঘসার গলি। কৃষ্ণবসু, শ্যামবাজার, ইহাঁরা সকলেই একশত বৎসরের ভিতর আছেন। সিংহ, ঠাকুর, সেট্‌ রায়, শীল, মল্লিক, মাড়, পাথুরিয়াঘাটা ঘোষ, ইহাঁরা সকলেই প্রায় ভাল আছেন; তন্মধ্যে ঠাকুর বংশ সকলকার অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অন্য সমস্ত কেহ কেহ বাত রোগে পঙ্গু হইয়া দেহের ভাগে ভাগে বেদনা ভোগ করিতেছেন। কেহ কেহ বা জড় হইয়া ছারগোকার মতন হাত পা ছড়াইয়া, বিছানার উপর পড়িয়া আকাশ বৃত্তির আরাধনা করিতেছেন। আর পাঁচ সাতটা চৌদ্দপুরুষ আছেন, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। চৌদ্দপুরুষের মৃত্যু দিন হইতে বৎসর গণিলেই সমস্ত ঠিক মিলিবে।

বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণ ও জয়দেব সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। একজনের বেণী সংহার নাটক, অপর জনের গীতগোবিন্দ আদরণীয় হয়। দুই একখান আর যদিও থাকে, তাহা এইরূপ নয় বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। নবদ্বীপ নিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্য ও

রঘুনাথ শিরোমণি টীকাকার হন ইহাঁদিগের দ্বারায় বঙ্গদেশে ন্যায় শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। খড়দা-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তোষণ ভট্টাচার্য্য বড় কম্ নন। ত্রিবেণী নিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহকারকের মধ্যে রত্ন হন এবং ইহার বিবাদভঙ্গার্ণব পড়িলে জানিতে পারিবে, তিনি কত বিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কোলব্রুক্ ডাইযেষ্ট্ ইহার ছায়ার স্বরূপ হয়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি সংগ্রহকার হন, ইহার দ্বারায় বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার হইয়াছে, এবং আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে স্মৃতি বিষয়ে ইহার ব্যবস্থাই চলিয়া থাকে। অভিধান প্রণেতা দুইজন হন, শোভাবাজার নিবাসী স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও পটলডাঙ্গা নিবাসী তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজনের শব্দকল্পদ্রুম, অপরজনের বাচস্পত্যাভিধান হয়। ভারতচন্দ্রের চোর পঞ্চাশত হয়, কিন্তু ইহার গোল্‌মাল্ আছে। কেহ কেহ বলে, ভারতচন্দ্র অন্য পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ বলে ভারতচন্দ্র রচনা করিয়াছেন; সে যাহা হউক, ভারতচন্দ্রকে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর রাখিবে।

ধর্ম্ম প্রচারকের ভিতর নবদ্বীপ নিবাসী চৈতন্য মিশ্র হন ও নদীয়া নিবাসী আগমবাগীশ হন ও শিমলা নিবাসী রাজা রামমোহন রায় হন। চৈতন্যমিশ্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। আগমবাগীশ শাক্তধর্ম্ম প্রচার করেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কেহ শৈব ধর্ম্মের প্রচারক হন নাই। আর্য্যবর্ত্ত নিবাসীরা প্রায় সকলেই শৈব ছিলেন বোধ হয়, কারণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশধরেরা শৈব ছিলেন। মুণি ব্যাস হইতে হরি নামের প্রচার হয়। মুণি ব্যাস কৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে অবতার করেন, এবং তিনি পাণ্ডবদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। শৈব ধর্ম্মে সমতা, সহৃদয়তা ও একতা দেখিতে পাওয়া যায়। শিবকে পূজা

করিতে সকলকার অধিকার আছে, কিন্তু অন্য দেব দেবীকে বামুন ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিবার অধিকার নাই। শিব দুর্গা সাঙ্খ্যের প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়, বোধ হয়। দশ মহাবিদ্যার প্রাদুর্ভাবে শিব ঢেলা মারা ভাতারের মতন হইয়া পড়িয়াছেন। যেমনি বিষ্ণুর দশ অবতার আছে, তেমনি শক্তির দশ মহাবিদ্যা আছে। একেকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের দরুন মহাজনেরা মানবের ভিতর হইতে শ্রেষ্ঠ মানবকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহার উপর একের সমস্ত লইয়া ফেলেন, ফেলিবামাত্রই অবতার কিম্বা মহাবিদ্যা প্রস্তুত হয়। যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সারথি হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদকে দর্শন দিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন।

রেজির সমসাময়িক প্রহ্লাদ হন। রেজি নহুষের ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। যদু আবার রেজির ভ্রাতুস্পুত্র হন। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ হইতে হইয়াছেন, ইহার কারণ সংসারে যাদব বলিয়া কথিত হন। যদু হইতে শ্রীকৃষ্ণ দুই কুড়ি আট পুরুষ হন, শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত হন, ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে আছেন; ইহাতে সন্দেহ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অবতার না করিলে সমাজধর্ম্ম হয় না, মানব বলিলে সকলে বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস না করিলে দল হইল না, দল না হইলে জাত হয় না, জাত না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হইলে ধর্ম্ম প্রচার হয়, এবং ধর্ম্ম-প্রচার করিতে হইলে তিনটীর আবশ্যক হয়ঃ—রাজা যাহার তলবারে সকলেই তটস্থ থাকিবে, তিনি পোষকতা করিবেন। লেখক যাঁহার কলমে সকলেই পরাস্ত মানিবে, তিনি গুণকীর্ত্তি রচনা করিবেন। মানব, যাঁহার রূপে, কুলে, শীলে, মানে, বুদ্ধিতে, বিজ্ঞানে, ও জ্ঞানে সকলেই মুগ্ধ হইবে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তিনি বলিলেন, আমি এক ভূভার হরণের দরুন অবতীর্ণ হইয়াছি। তাঁহার সেই

মুখনিঃসৃত অমৃত বাক্য সকলের অন্তরে এমন দাগ্ দিবে, যাহা দেহত্যাগে উঠে কিনা সন্দেহ।

মহাজনেরা যত তাঁহাকে মানব বলিয়া জানিবেন, তাহাদিগের ভক্তি তত বাড়িবে, কারণ তাহারা তাঁহার গুণকীর্ত্তি দেখিয়া, শুনিয়া ও পড়িয়া এত মুগ্ধ হইবেন, যে তাহাদিগের মাথায় তাঁহার পুরুষ-কারের কীর্ত্তি ঢুকিলে মাথা গোল্‌মাল্ হইয়া তাঁহাকে এক না বলিযা বাঁচিতে পারিবেন না। মূর্খেরা মানব জানিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, কারণ তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি নাই। সংসারে থাকিতে হইলে অবতারের আবশ্যক হয়। অবতার না থাকিলে এক সমাজধর্ম্ম হয় না। এক সমাজধর্ম্ম অভাব হইলে, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রঙের লোপ হয় এবং ইহা লোপ হইলে, খালি আহার, নিদ্রা, মৈথুন লইয়া পশুর মত থাকিতে হয় যেমন ভেতো বাঙ্গালিরা আছে।

শ্যামা মা সামান্য মেয়ে নন। শঙ্করাচার্য্য শাক্ত ধর্ম্ম প্রচার করেন। কাশীর দুর্গাবাটী ইঁহার দ্বারায় স্থাপিত হয়। মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীর জন্ম হয়। রাজা দুষ্মন্তের স্ত্রী শকুন্তলা, মেনকাব গর্ভে ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। গৌরীপুত্র গণেশ হয়। তাঁহার একটী দাঁত বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয় পরশুরাম, যুদ্ধ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; ইহার কারণ গণেশের অপর নাম এক-দন্ত হয়। সত্যযুগে শ্যামা মা আবার মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন। মহিষাসুরের সহিত ইন্দ্রপুত্র বালী যুদ্ধ করিয়াছিল। জীয়ন্ত শ্যামা মা বড় অসুরমুণ্ডপ্রিয়া হন। শ্যামার হাতে অসুরের মুণ্ড, শ্যামার গলায় অসুরের মুণ্ডমালা, শ্যামা মা আবার দশহাত জিহ্বা বাহির করিয়া, অসুর শ্রেষ্ঠ রক্তবীজের রক্তপান করেন. পাছে রক্তবীজের রক্ত মাটীতে পড়ে। রক্তবীজেব এক ফোঁটা বক্ত মাটীতে পড়িলে,

অসংখ্য রক্ত বীজ হয়। শ্যামা মা ধড় লন না খালি মাথা লন। ধড়ে কিছু নাই, বোধ হয় মাথাতে সব্ আছে। একটি খারাপ মাথা জন্মিলে অসংখ্য খারাপ মাথা হইতে পারে, সেই কারণ শ্যামা মা অসুরের রক্তের বীজকে নষ্ট করিয়াছিলেন। বীজ থাকিলে ফল হইতে পারে, একটী ফল হইলে অসংখ্য বীজ হইতে পারে। শ্যামা মা শক্তি হন বলিয়াই, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে আছেন; ইহাতে কেহ সন্দেহ করিও না। বহুকাল হইতে ভারতে পাঁচটী উপাসক আছে। কোন কোন সময়ে একের পতন ও অন্যের উত্থান হয় ফলতঃ যে সমস্ত লোকের নাম হইয়াছে, ইহাঁরা সেই পতনকে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন জানিবেন।

বঙ্গদেশের আমোদ দেখ। বঙ্গদেশে কবি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বাগবাজার নিবাসী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফুল আখড়ার সৃষ্টি করেন। বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসু, হাফ্ আখড়ার প্রথম পথ দেখান। বদন অধিকারী প্রথম যাত্রা করেন। বাগবাজার নিবাসী রক্ষাকালী চট্টোপাধ্যায় পাঁচালির পত্তন করেন। পাইকপাড়া রাজবাটী হইতে থিয়েটার প্রথমে ইনট্রোডিউস্ হয়। বাগবাজার ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার্ কোম্পানি হইতে প্রথম পাবলিক্ থিয়েটার্ হয়। বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি হইতে প্রথম ষ্টেজে ফিমেল্ ইন্‌ট্রোডিউস্ হয়। শ্যামবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু, এক রকম খিঁচড়ি আমোদ করিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্বরকম আমোদের ছায়া ছিল, ইহার কারণ তাহাকে কোন পারটিকিউলার্ হেডে দিতে পারিলাম না, তাহাকে মিশ্‌লেনিয়াস্ হিসাবে রাখিলাম। সিমলা নিবাসী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথমে বেলুনে উঠা ও প্যারাচুটা নাবা ইন্‌ট্রোডিউস্ হয়। ইণ্ডিয়ান্ সারকাস্ ওয়ালা হইতে প্রথমে বাঙ্গালায় ঘোড়ার নাচ আরম্ভ হয়।

বিদ্যাপতি প্রথমে হাফ্ সংস্কৃত মিশান ও ছিটে বাঙ্গালা কথাতে বাঙ্গালা বহি প্রস্তুত করেন, কিন্তু তিনি বঙ্গদেশের লোক নহেন! কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস ষোল আনা পূরণ করেন, এবং যাঁহাদিগের কৃপায় সমস্ত বাঙ্গালি ও বামুণ পণ্ডিতগণ রামায়ণ ও মহাভারত জানিতে পারিতেছে। যত রকম ধর্ম্মের ঢেউ উঠিতেছে, কেবল কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস যুঝিতেছেন। যতদিন বঙ্গদেশে কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস থাকিবেন, ততদিন বঙ্গদেশ ভুকৈলাস হইয়া থাকিবে। কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাসকে অবহেলা করিও না, ইনি পুরো সংস্কৃত থট্. হইতে পুরো বাঙ্গালা ভাষায় বহি লিখিয়াছেন। পোপের হোমার ইলিঅটের সহিত, কাশীরাম দাসের ও কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্ম কাঁটায় ওজন করিলে, টঙ্গ অফ্ দি ব্যালান্স নড়িবে চড়িবে না। যত বাঙ্গালা পুস্তক আছে, দ্বদশ খানা ইংলিস থটের ছাড়া সমস্তই কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাসের অনুগ্রহে জানিবে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী শ্যামা মাকে রাখিয়াছে। ভারতচন্দ্র বড় কম নন, বাঙ্গালা ছন্দ ও ভাষা মার্জ্জিত করিয়াছেন।

থুড়ি, জগা সেক্‌রাকে আমোদের স্থানে ভুলিয়াছিলাম, শ্যামা মার কৃপায় জগাসেক্‌রা মনে আসিল। জগাসেক্‌রা চণ্ডীর নাম প্রথমে বঙ্গদেশে বাহির করেন। রামপ্রসাদ বড় ফেল্‌না নন। বঙ্গ দেশের ভিতর প্রধান সাধক হন। রামপ্রসাদের পদাবলি, শ্যামার প্রেমে পারার মত টল্ টল্ করে, কিন্তু রামপ্রসাদ কেশুরের পাতার রস খাইয়া, এমনি পাকা মাতাল হইয়াছিলেন, টলা কাকে বলে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কার্য্যের মাতাল ছিলেন, খানায় ডোবায় পড়া মাতাল ছিলেন না। মাতাল হয়ে' রামপ্রসাদ শ্যামা মাকে এমনি জোরে ডাকিতেন, যে শ্যামা মা ভয়ে জড়সড় হইয়া দেখা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। মার কৃপা মাতালের উপর

বেশী হয়, কারণ মাতাল ছেলে পাছে খানায় ডোবায় পোড়ে অপঘাতে মরে।' ভাষা মাতাল কবিকঙ্কণের উপর শ্যামা মার এত নজর ছিল না, কারণ ভাষা মাতাল গা ভাসান দিয়া কিম্বা সাঁতার দিয়া একটা না একটা কিনারায় আসিতে পারে, সিট্ এক্কর্ হয় না। সোনামুখি নিবাসী গদাধর শিরোমণি প্রথম বঙ্গদেশে কথকতা সুরু করেন।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের রাজাবলি ও প্রবোধ চন্দ্রিকা, সে সময়ের পক্ষে বড় মন্দ নয় এবং ইহা ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের বঙ্গ সিভিলিয়ানদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দাতাকর্ণের করাত্ ঝাউ তুলিয়া, বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রণালীর পথ বড় পরিস্কার করেছেন। মাইকেল মধুসুদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য বঙ্গভাষা নিউওয়ারেল্ডের রত্ন হয়, এবং যে রত্ন অন্য কাব্যরত্নের সহিত বড় বেশী কম নয়। অক্ষয় কুমার দত্ত, দিনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজি থট্কে বাঙ্গালা পোষাক্ পরাইয়াছেন। বঙ্কিম বাবু আবার তাতে মাঝে মাঝে বামুন পণ্ডিতের টিকীনাড়াও দিয়াছেন। আর বেশী ঢাক পিটিতে পারিলাম না, অনেকক্ষণ কাঁধে থাকাতে অসহ্য হইয়াছে, পাছে পড়িয়া ভাত ভিক্ষা যায়, এই ভয়ে ছাড়িয়া দিলাম।

স্যার্বোরণ সাহেব প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গৌরমোহন আড্ডি তাহার পর। বেথুন সাহেব প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফুলার, মারস্মন্, কেলি, ওয়ার্ড, হেয়ার, ডফ সাহেবদের কাছে বাঙ্গালি ইংরাজি ভাষা শিক্ষার দরুন চিরকাল কৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ থাকিবে। আর শ্রীরামপুরের ট্রায়মভিরেট হইতে সমাচার দর্পণ নামে প্রথম খপরের কাগজ বাহির হয়। ছুতর কৃষ্ণ প্রথম খ্রীশ্চান হয়, তাহার কন্যার সহিত বামুন কৃষ্ণ প্রসাদের বিবাহ হয়, এবং এই বিবাহই খ্রীশ্চানদের মধ্যে বামুন ও শূদ্রের ভিতর প্রথম

বিবাহ বলিয়া কথিত হয়। মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক সাহেব বাঙ্গালীকে উচ্চ বিদ্যা শিখিবার পথ প্রথম দেখান। আরো অনেক বিভাগ আছে, পাছে গরিবের খুদ কুঁড়া ফুরিয়া যায়, এই ভয়ে ঝুলিবন্ধ করিলাম।

হে বালক বালিকাগণ। তোমাদিগের চৌদ্দপুরুষ তোমরা দেখ, ইহাতে তোমরা দুঃখিত হইওনা। প্রথমে এই রকম চৌদ্দপুরুষ সকলকারই থাকে, কালে পুরুষকারের দ্বারায় সভ্যজাত হয়, মাতৃগর্ভ হইতে কেহ হয় না। সকল জাতের হিষ্টরি অফ্ সিভিলিযেসন্ পড়, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, কোন্ জাত কি রকম করিয়া সভ্য হইয়াছে। যে জাতের এক সমাজ ধর্ম্ম নাই, এক পোষাক নাই, এক খাদ্য নাই, এক রং নাই, এবং প্রাইমোজিনিচর আইন্ নাই, সে জাত জগতে কোন কালে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। স্থূলে এক না হইলে সূক্ষ্মে এক হয় না।

আজ কাল সংস্কৃত ভাষাতে কত কম অধিকার দেখ না, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালিচেষ্টা এক ধারে নাই। কোটী কোটী মাথা এক ধারে ধাইলে, একটা না একটা মাথা উচ্চ বাহির হইবে, একটা উচ্চ মাথা হইলেই কোটী কোটী মাথার কার্য্য করিবে। বঙ্গদেশের বামুন পণ্ডিতেরা অত্যন্ত গরিব হয়, কারণ ইহারা টোলের ভাত খাইয়া বিদ্যা শিখে, সে যে কি ভাত যাহারা খাইয়াছে, তাহারাই বলিতে পারে। বামুনের ভিতর যে মূর্খ হইল, সে ঘন্টা নাড়া ব্যবসাতে যাইল। পূর্ব্বে পৌরোহিত্য কার্য্য কি উচ্চকার্য্য ছিল, এক্ষণকার যজমানও যেমনি, পুরোহিতও তেমনি, যেমনি বুনো ওল্, তেমনি বাঘা তেঁতুল। বামুন পণ্ডিতদের ভিতর কাহারও কিছু সুবিধা হইলেই, সে তাহাদিগের পুত্রদের ইংরাজি বিদ্যালয়ে দেয়। ইংরাজি বি এল এ রে, শিখিবামাত্রই ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করে, ভিক্ষা বৃত্তি

ত্যাগ করিলেই মানসিক তেজ হয়। মানসিক তেজ হইলেই আর পুত্রদের টোলের ভাত খাওয়াইতে পারে না। ভাল ইংরাজি শিখিলেই বড় বড় চাকরি পায়, চাকরি পাইলেই আর পূর্ব্বপুরুষদের সহিত মিলে না, গুটি পোকা হইতে যেন প্রজাপতি বাহির হয়। ধর্ম্ম, পোষাক, খাদ্য, এবং রং পূর্ব্বপুরুষের সহিত ক্রমে ক্রমে তফাৎ হইতে সুরু হয়। যত শ্রীবৃদ্ধি পায়, ততই পূর্ব্বের সহিত প্রভেদ লক্ষিত হয়, বিলাত ফেরত্ হইলেই রিফরমের চূড়ান্ত হয়। কায়স্থ ও অন্য অন্য জাতের এই রকম জানিবে।

খাদার পান্তা খাদায় রহিল, কোথায় আমার নিলমণি গেল। বঙ্গদেশের মাতাদের বড় দুঃখ, যে তাঁহাদিগের সন্তানরত্ন হইলেই, আর তাঁহারা সন্তানের সুখ ভোগ করিতে পারেন না। কিন্তু যত সন্তান মূর্খ হয়, তত মাতার মুখ অগ্নি করিতে পারে। আজকাল্ অনেকটা বাঁচোয়া হইয়াছে। ইংরাজি পড়িলে জাত যায় না, ধোপা নাপিত বন্ধ হয় না। সোব্ গরু খাইলে ও হোটেলে যাইলে একঘরে হয় না। হণ্ট্লে পামারের বিস্কুট খাইলে মাতা রাগ করেন না। এলো মেলো ধর্ম্মে থাকিলে কোন দোষ হয় না। দোল্ দূর্গোৎসব, দান, ধ্যান, ইষ্টদেবতার পূজা না করিলে, মাতা বড় রাগান্বিতা হন না, খালি বলেন, নিলমণিটা সাহেব হইয়াছে। যদি নিলমণি বেশী পয়সা খরচ করিয়া বাটীতে সাহেব ভোজন করাইতে পারে, পাবলিক্ মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে পারে, অনর্‌আরি বড় বড় পদ সংগ্রহ করিতে পারে, সামনে ও পিছনে খেতাব বাড়াইতে পারে, দেউড়িতে সাত টাকা মাহিনার তক্মাওয়ালা ডালকুত্তাকে ভেউ ভেউ করাইতে পারে, নরমাণ্ডি ঘোড়া ও বারুগাণ্ডি বেরুষ্ চড়িতে পারে, অগ্নালের ঝাড় ঝুলাতে পারে, ভদ্রাসনের দালানের খরচ বন্ধ করিয়া সামনে লন্ প্রস্তুত করিতে পারে, আর একসানকের ফ্রেণ্ডদিগকে মাঝে মাঝে

রোখোমণ্ডা না দিয়া পেলিটী ডিস্ দিতে পারে, আর পাবলিক্ চাঁদাতে নাম লইটা করিতে পারে, তাহা হইলে কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও পাবলিক্ রুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হয়।

হে বালকবালিকাগণ! দেখ কত রেপিড্ চেঞ্জ, ভয় পাইওনা, এখনও অনেক দেরী আছে। বুড়া মাদের বিলাত ফেরৎ সন্তান রত্ন হইলেও, "খাদার পান্তা খাদায় রহিল, কোথায় আমার নিলমণি গেল" বলিয়া কাঁদিতে হয়। যেমনি ঘরে বসিয়া অসতীবৃত্তি করিলে কোন দোষ হয় না, নাম লিখিলেই সর্ব্বনাশ হয়, তেমনি বঙ্গের ভিতর পুরো নকল্ গোরা হইলে মাতাকে কাঁদিতে হয় না, বিলাতে যাইয়া রত্ন হইয়া আসিলেই যত দোষ হয়। আর পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বোধ হয় সব্ ফরসা হইয়া যাইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গ সভ্য হইল না; আরো দিন দিন পরেণ্ট্ অব্ দি নিডিলের উপর থাকিয়া বাতাসে ঘুরিতে লাগিল। দলাদলি এত বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, যে মাগ ভাতারে বঙ্গদেশে এক এক দল হইবে।

বিলাত্ ফেরতদিগের উপর অনেক ভরসা করা গিয়াছিল, যে ইহাদিগের দ্বারা বুঝি বঙ্গ সভ্যজাত হইবে, কিন্তু এখন সব্ উল্টা দেখি। উহাদিগের ভিতর এক সমাজ ধর্ম্ম নাই, এক পোষাক নাই, এক খাদ্য নাই, এক রং নাই ও প্রাইমোজিনিচর আইন্ নাই; উহারাও আমাদিগের মতন হটন্টন্ হইয়া পাদলে ঘুরিতেছে। যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই করে, সমাজ ধর্ম্ম এক করিতে কাহারও চেষ্টা নাই, যাহার যে ধর্ম্ম স্যুট্ করে, সে সেই ধর্ম্মে দীক্ষা হয়। যাহার যে পোষাক লইতে ইচ্ছা হয়, সে সেই পোষাক লয়, যাহার যে রঙে বিবাহ করিতে ভাল লাগে, সে সেই রঙে বিবাহ করে। প্রাইমোজিনিচর্ আইনের দরুন, কেহ

মিটিং কল করে না, কেহ বক্তৃতা দেয় না, কেহ ইংরাজ বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করে না। বিলাত্ ফেরত ওয়ালারা কেবল পয়সা রোজগার করিয়া, নিজের দেহের জন্য পয়সা শ্রাদ্ধ করিতে, আরপলিটীকল্ ওয়ারেল্ডে মুভ্ করিতে পারে যাহাতে বঙ্গদেশের কোন উপকার নাই। যদি বল, আমাদিগের দ্বারায় বাঙ্গালিরা বড় বড় চাকরি পাইতেছে, পুলিসের অত্যাচার কম হইতেছে, সুবিচার হইতেছে, স্বাস্থ্য রক্ষার যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রস্তুত হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুর যে আইন্ পাশ করিলে কষ্টবহ হইতে পারিত, তাহা রোধ করা হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুরের আঠার শত সাতান্ন খৃষ্টাব্দের ডিক্লারেসানে যাহা আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ইহা যে ভুল নয়, তাহা শত শত বার বলি, কিন্তু ইহাতে কি হইতে পারে, কলু হইতে কায়স্থ হইতে পারে না, যখন গোড়ায় যে কলু সেই কলু রহিল।

যখন বিলাতে থাক, ইংরাজদের খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কিছু দেখ কি? হ্যাট্ কোট্, পেণ্টুলন ব্যতীত ধুতি চাদর দেখ কি? ধলা ব্যতীত কালা দেখ কি? প্রাইমোজিনিচর্ আইন্ ব্যতীত কক্কুরে পোষা আইন্ দেখ কি? বোধ হয় বলিবে দেখি না, তবে কেন বঙ্গদেশে এই সব্ অভাব পূরণ করা না হয়। যদি বল "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুণ মরে," তবে সাত্ সমুদ্র তের নদী পার হইবার কি প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ দিনের স্বার্থের জন্য? চিরকাল তো বাঁচিবে না। যদি সন্তান সন্ততির মঙ্গল হইল না, তাহা হইলে এই পুরুষকারের ফল বৃথা হইল। দেখ, এমন কেহ সম্পত্তি সঞ্চয় করিতেছ না, যাহাতে মূর্খ পুত্র পায়ের উপর পা দিয়া, পিতার নাম রাখিয়া বসিয়া খাইতে পারে, সকলেই যে পিতার উপযুক্ত পুত্র হইবে, ইহার কোন কথা

নাই। মূর্খ পুত্র হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, সকলেই কলেন্ এঞ্জেল্ বলিয়া ঘৃণা করিবে।

তোমাদের উপর সাধারণের যাহা কিছু ভক্তি দেখিতেছ; ইহা কেবল তোমাদের গুণের দরুন। গুণের পূজা সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে হয়। ইহাতে এক সমাজ ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং চাই না। যত দিন গুণ থাকিবে তত দিন পূজা করিবে, গুণ অভাব হইলে যে কলু সেই কলু। ধনীরা তোমাদের রোজ-গারের কাছে দাঁড়াতে পারে না, কুইল ড্রাইভারেরা তোমাদের ইজ্জতের কাছে থৈ পাচ্ছে না, ইস্পিকারেরা তোমাদের মুখের কাছে বোম্বা চাক্ হচ্ছে, লেখকেরা তোমাদের কলমের কাছে কলম বন্ধ কচ্ছে, মোট কথা তোমাদের ভাল কেহ অন্তরে দেখিতেছে না, বাহিরে যাহা দেখ, তাহা কেবল জুতার ঠোক্করের ভয়ে, যে দিন জুতার ঠোক্কর বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমাদের সন্তান সন্ততিদের সকলে চাপিয়া ধরিবে; ইহা নিশ্চয় জানিবে। জগতে বাঙ্গালির মতন্ নিজশ্রী কাতর কেহ নাই। যখন বোল বোলা থাকিবে, তখন কমন্ ব্রিটের মতন্ আল্‌বোলা মুখের সামনে ধরিবে, এবং হুজুর হুজুর বলিয়া শতবার আওয়াজ দিবে, আর যখন দকে পড়িবে, তখন হাত বাড়াইয়া সাহায্য করিবে না, বরং অদৃশ্য হইবার যাহা কিছু অভাব থাকিবে, তাহা তখন পূরণ করিয়া অপরের নিকট নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

পাঁচ জন কায়স্থ ও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া, বঙ্গদেশকে কম্প্যারিটিভ্‌লি অপরের অপেক্ষা সভ্য করিয়া লইয়া চলিতেছে, সত্য কি মিথ্যা ধনীর লিষ্ট্ দেখ, ইউনিভারসিটীর রেজল্ট দেখ। যদি দশ জনে নয় শত বৎসরের ভিতর এত করিতে পারে, কেন তোমরা বঙ্গের রত্ন হইয়া না পারিবে? এক-

দিনের কার্য্য নয়, এক বৎসরের কার্য্য নয়, কিন্তু ইহা শত শত বৎসরের কার্য্য হয়। এমন বীজ্ ফেল, যাহাতে কালে শত শত হস্তী বাঁধা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান, বীজের শত্রু অনেক, একটি চড়ুই পাখীতে নষ্ট করিতে পারে, এমন কি পোকাতে নষ্ট করিতে পারে। অন্ধকারে চুপে চুপে, যেখানে ভূতের উপদ্রব নাই, এমন স্থানে ফেলিবে, ইগিল্ আই উহার উপরে রাখিয়া জল সিঞ্চন করিবে, মজুর দিয়া সময়ে সময়ে নিড়বে। চারা হইলে বেড়া দিবে, যখন ছাগল গরুর উপর উঠিবে, তখন মাঝে মাঝে জল দিবে, পরগাছা যেন ইহার কাঁধে না উঠে, গোড়ায় যেন ঘাস না জন্মায়, তাহা হইলে সব্ মেহনত্ বৃথা জানিবে। যখন এই সব্ বিপদ হইতে পার হইবে, তখন একের কৃপার উপর ফেলিবে, "তিনি রাখিলে রাখিবেন, তিনি মারিলে মারিবেন" কারণ তোমার হাতের বার হইয়াছে। যখন তোমরা পুরুষকারের দ্বারায় কষ্ট সহ্য করিয়া, এবং দেশ দেশান্তরে যাইয়া এত গুণ আহরণ করিতে পারিয়াছ; তখন কেননা দেশের চৌদ্দপুরুষ হইতে পারিবে। এক সমাজ ধর্ম্ম কর, এক পোষাক কর, এক খাদ্য কর, এক রং কর এবং প্রাইমোজিনিচর্ আইন্ কর, তাহা হইলেই তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইবে, এবং কষ্ট সহের ফল বৃথা যাইবে না।

মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়া বাঁশের বংশ বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম কি কখন সমাজ ধর্ম্ম হইতে পারে? দেখনা, যাট্ বৎসরে প্রায় যাটাএ গেল, যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল ইংরাজি বিদ্যার কৃপায়। মহাত্মা রাম মোহন রায় যদি ব্রহ্মবাদী হইয়া, শৈব ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গের বোধ হয় আর এক্ শ্রী হইত। শৈব

ধর্ম্মে ইকোয়ালিটি ও ফ্রেটারনিটি আছে, যাহা আর কোন ধর্ম্মের কার্য্যে নাই, কেবল বচনে আছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকার পূজা করিতে অধিকার আছে, এবং সকলে আজ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। একটি পুরাতন ধর্ম্মকে না লইলে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। নূতন কথা ধর্ম্মে আনিলে মূর্খের বুকে বুমিং অব্ দি কেননের মত লাগে, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট হইতে এত তফাৎ হইয়া যায়, যে তিনি আর কোন রকমে নাগাল্ পান না। মূর্ত্তিপূজা উঠাইবার যদি ইচ্ছাছিল, শৈব ধর্ম্মে কোন মূর্ত্তি নাই। লিঙ্গ আর যোনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, যদি ইহাও দোষনীয় বিবেচনা করিতেন, উঠাইয়া দিতে বাধা ছিল না। এক ধর্ম্মে না হয় দুই দল হইত অর্থাৎ কেহ বা সাকার, কেহ বা নিরাকারের উপাসক হইতেন, কিন্তু সকলেই তো শৈব বলিত। মহাত্মার প্রধান প্রধান শিষ্যেরা যদি অহংকার ও প্রেযুডিশ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবাদী হইয়া পুরাতন আর্য্যদের মতন, শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বঙ্গের আর এক শ্রী হইয়া যায়, এবং তাহাতে আবার বিলাত্ ফেরত্ বাবুরা যদি অনুগ্রহ করিয়া যোগ দেন্, এবং শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন্; তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই।

কেবল ধর্ম্মে এক হইলে ঠিক্ হইবে না, ইহার সহিত অমনি পোষাক ও খাদ্য এক হওয়া আবশ্যক হয়। সঙ্গে সঙ্গে ড্রেস্ মিটিং কল করাও উচিত হয়। যখন মিটিংয়ে ড্রেস্ ঠিক হইবে, তদবধি ন্যাসানেল্ ড্রেস্ বলিয়া কথিত হইবে। যত লোক গ্রহণ করুক আর না করুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, বড় বড় লোক গ্রহণ করিলে, মধ্যবিত্ ও গরিব্ পশ্চাতে গ্রহণ করিবে। মহাত্মার প্রধান প্রধান শিষ্যেরা ও বিলাত্ ফেরত্ বাবুরা যেন একমত হন, উহাতে গোল্‌মাল্

হইলেই সব্ গোল্ মাল্ জানিবে। কিন্তু কালাবধি বংশাবলি ক্রমে ব্যবহার করিলে সব্ এক হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক রং কলানটী বহু দিনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু একাধারে বহু দিন করিলে নিশ্চয়ই হইবে। আচার্য্যদের পক্ষে আপাততঃ নিরামিষ এবং অন্যের পক্ষে আমিষ রহিল। আচার্য্য বিবাহ করিলে আর তিনি আপাততঃ আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন না, কারণ ইহাতে ও থাক হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রাইমোজিনিচর্ আইনের দরুন ইংরাজ বাহাদুরের নিকট চেষ্টা করিলে ফল ফলিতে পারে, কারণ ইহাতে পুরুষকারের ফল কাট্ যায় না। আজ যদি বঙ্গে প্রাইমোজিনিচর্ আইন্ থাকিত, বোধ হয় আর দুই চারিটী বর্দ্ধমান রাজার মতন হইতে পারিত।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা যেন আর তোমাদের পিতা মাতাকে কাঁদাইও না, এবং তোমাদের নিজেও যেন কাঁদিতে না হয়; কারণ তোমরাও তো পিতা মাতা হইবে। এক সমাজ ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং না হইলে, পিতা মাতাকেও কাঁদাবে, আর নিজেরাও কাঁদিয়া মরিবে। চৌদ্দপুরুষ ঠিক কর, পুরুষকারের উপাসনা কর, এবং সব্ বিষয়ে যাহাতে সকলে এক হয়, ইহার চেষ্টা কর। মন্ত্রের সাধন্ কি শরীর পতন্। চৌদ্দপুরুষ অভাব হইলে মানসিক তেজের অভাব হয়। যে যার নিজের বংশের চৌদ্দপুরুষ দেখনা, দেখিলেই জানিবে সত্য কি মিথ্যা। যাহার চৌদ্দপুরুষ যত টুকু পুরুষকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার বংশধরদের তত টুকু মানসিক তেজ আছে।

বঙ্গদেশে প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ অভাব বলিয়া দুঃখিত হইও না, যখন কাল্ অনন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা নিজে এখন পুরুষকার কর, যাহাতে তোমরা নিজে প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ হইতে পার। প্রকৃত

চৌদ্দপুরুষ হইতে পারিলেই, সব্ দুঃখ শেষ হইয়া সুখ শান্তি ভোগ করিবে।

চৌদ্দপুরুষ এ বড় কথা, কাজে দেখাতে মাথায় ব্যাথা,
ভাতে পোষাকে সকড়ি যেথা, মার্গে লেকড়ি দেবতা সেথা
কারে কবহে মনের কথা, খিঁচুড়ি পাকান সব তথা,
হো হো
খিঁচুড়ি পাকান সব তথা।

পঞ্চম অধ্যায়

অজা রাজা।

কোন কালে কোন দেশে কোন এক ব্যক্তি ধনী ছিল, তাহার খুদ্ ও কুঁড়া দানের ব্যাপার সম্পাদকেরা নিত্য খবরের কাগজে ঢাক পিটিত। সে কোন সভায় যাইলে সম্পাদকেরা তাহাও খবরের কাগজে উঠাইয়া দিত, কারণ সে খবরের কাগজওয়ালাদের যথেষ্ট পূজা করিত। সে সময়ে সময়ে নিজ বাটীতে সভা বসাইত এবং হরেকৃষ্ট ধীনি ডাক্, বত দিতে থাকি খেতে থাক্, ইত্যাদি লোকের আগমনে সভা উজ্জ্বল হইত। পরদিন সকালে খবরের কাগজে মহা ধুম পড়িয়া যাইত "আর, বি, এক্, এল্, বি, এস, সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহা বক্তৃতা হইয়া ছিল, এবং দেশের নূতন উন্নতির জন্য যাহা প্রস্তাব হইয়াছিল, সমস্ত লোকেই প্রায় তাহাতে মত দিয়াছেন।" যত রিজোলিউসন্ পাস হইত, তাহা সমস্তই পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া, বিনামূল্যে বিতরিত হইত। এই রকম কিছু দিন করাতে শেষে দেশের রাজার নজরে পড়িল। রাজা কোন দিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মন্ত্রিন্! অমুক লোকের অনেক প্রশংসা খবরের কাগজে দেখা যায়, তুমি তদন্ত কর, অমুক লোকটা কে, এবং কি কার্য্য করে, এবং বংশ কেমন। মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল, রাজাও অবসর গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে মন্ত্রী এক লম্বা চওড়া রিপোর্ট্ লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল, এবং রিপোর্ট্ রাজাকে শুনাইল।

রাজা বলিলেন। লোকটা তো বড় খয়ের খাঁ, একে একটা খেতাব দিতে হইবে।

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ! এ লোকটা খেতাবের উপযুক্ত, কারণ ইহার পূর্ব্বপুরুষ রাজসরকারে জুতা বুরুসের কার্য্য করিত। জুতা বুরুসের দক্ষতা দেখাইয়া আপনার পূর্ব্বপুরুষকে সন্তুষ্ট করিয়া দেওয়ানের কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিল এবং ঐ সময়ে বহুধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আপাততঃ অমুক উহার বংশজাত, সেও দশ জনকে জড় করিয়া, দশজনের টাকা লইয়া আপনার দেশের লোকের উপকারের জন্যবড় উদ্যোগী, ভেবে ভেবে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাজ সরকারের বড় বড় চাকরের পূজা করিতেও অনেক টাকা খরচ করিয়াছে, নিজের বাপ দাদার শ্রাদ্ধ না করিয়া, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ও প্রতিবাসিকে এক মুটো চাউল না দিয়া, কিসে খেতাব পাব ইহার জন্য বহু চেষ্টা করিতেছে, অতএব হুজুর! একে একটা খেতাব দেওয়া উচিত, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

রাজা বলিলেন। মন্ত্রিন্! ওকে বাহাদুর খেতাব দেওয়া হউক।

মন্ত্রী। না হুজুর সে বাহাদুরের উপযুক্ত নয়, কারণ আমি শুনিয়াছি যে, সে এক দিন রাত্রে প্রস্রাব করিতে উঠিয়াছিল, কোন একটা জিনিষ নড়াতে ভয় পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যায়, ওর স্ত্রী ও অন্যান্য দাসীরা আসিয়া মুখে জল দিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করে। "সে জিজ্ঞাসা করিল, চোর কোথায়, পলাইয়া গিয়াছে, না ধরা পড়িয়াছে? স্ত্রী বলিল। চোর কোথায়, তুমি কি স্বপ্ন দেখছো, কি হয়েছিল বল দেখি। সে বলিল, যখন আমি প্রস্রাব কর্‌ছি, ওমনি একটা জিনিষ নড়্‌লো, আমি মনে কর্‌ম্ চোর এসেছে।"

অমনি স্ত্রী ভয়ে, কোন দিকে কোন দিকে ? “ ওই ধারে,” স্ত্রী ইহা শুনিয়া কলাপাতের মতন কাঁপিতে লাগিল, এবং ভয়ে ভরসা করিয়া, হরির মাকে বলিল, ‘দেখত ঐ ধারে কি হয়েছে। হরির মা বলিল, “মা কিছুই নাই, একটা নেঙটে ইঁদুর রাত্রের খাওয়া ক্ষুদের বাটির ভিতর বসে আছে।” তখন সাহস পাইয়া স্ত্রী বলিল “তুমি কি গো, একটা নেঙটে ইঁদুরের ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে, এই তুমি আজ শোবার সময় বীরত্বের কথা কত বল্লে, তা যা হউক, এস এখন ঘরের ভিতর কাপড় ছাড়।” হুজুর! বাহাদুর খেতাব বাহাদুরদের যোগ্য হয়, এবং যাহারা দেশের কিম্বা নিমকের জন্য প্রাণ দিতে পারে। সে উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে, এবং উহার পূর্ব্বপুরুষ সরকারে কার্য্য করিয়াছে, এবং সকলে বড় লোক বলে।

রাজা। আচ্ছা তাই হবে। উহার আয় কত।

মন্ত্রী। রাজন্। উহার আয় বেশী হইলে বোধ হয় দুই হাজার হইবে।

রাজা। তবে মন্ত্রী, উহার কি করিয়া চলিবে। একটা চতুরঙ্গ রাখিতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়, অন্য খরচ তো আলাহিদা আছে। এতো রাজা খেতাব না হইয়া মন্ত্রিন্। সাজা খেতাব হইবে ?

মন্ত্রী। না হুজুর। আপনার রাজ্যে এমন অনেক রাজা আছে, মা, ভাই, হরির মা ও পদ্মপিসি চতুরঙ্গ হইয়া রাজা খেতাব পাইয়াছে।

রাজা। মন্ত্রিন্! তুমি ঠিক জান, যে এ রকম ‘চতুরঙ্গে’ রাজা হয়, আমার বাপ দাদা কিম্বা আমি এরকম লোককে রাজা খেতাব দিয়াছি ?

মন্ত্রী। হুজুর অনেক।

রাজা। তবে আজ্ঞা, রাজসরকারের কাগজে ছাপিয়া দেওয়া

হউক ও উহাকে এক চিঠি লেখা হউক, যে অমুক দিন তুমি রাজ ভবনে আসিবে, এবং তোমাকে রাজা খেতাব দেওয়া হইবে। রাজা ইহা বলিয়া দরবার ঘর ত্যাগ করিলেন, এবং মন্ত্রীও নিজের কার্য্য শেষ করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে অজা দরবার গৃহে উপস্থিত হইল; রাজাজ্ঞানুসারে মন্ত্রী রাজা খেতাবের হুকুম পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

"হে অজে, তোমার পূর্ব্বপুরুষ এই রাজ সরকারে বড় বড় চাকরি করিয়াছিল, এবং তোমার পিতাও দেশের উপকারার্থে—অনেক ব্যয় করিয়াছিল,—তুমিও সমাজ উন্নতির অনেক চেষ্টা করিয়াছ, ও তুমি ভবিষ্যতে রাজার প্রতি ভক্তি রাখিবে।" এই বলিয়া মন্ত্রী রাজ পত্র অজার হস্তে অর্পন করিলেন, অজা যথা বিধি প্রণালীতে গ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

অজা বাটীতে আসিয়া দুই ইঞ্চি উচ্চ গদির উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিল, এবং ইহাই অজার রাজ সিংহাসন হইল। সে তথা হইতে বড় বড় হুকুম বাহির করিতে লাগিল, দেওয়ান্ তথায় উপস্থিত হওয়াতে বলিল;—কি হে শুনিয়াছ, আজ আমি রাজা হইয়াছি। দেখ কত লোক কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কেহ কিছুই করিতে পারিতেছে না। আমি কোন চেষ্টা করি না, তুমিত জান, তবুও আমায় রাজসরকার রাজা করিল। আমি কত অস্বীকার করিলাম, কত বলিলাম, আমার রাজা হইয়া কি হইবে, আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। যাহা হউক, এখন তুমি অন্য সকল চাকরদের খবর দেও, ও চাকরাণীকে ডেকে ভিতরে খবর পাঠাও, আর কালুকে তোমার সঙ্গে যাহা করিতে হইবে সমস্ত ঠিক্ করা যাইবে।

দেওয়ান বলিল। আপনার আবার রাজা খেতাব কি, আপনি

মনে করিলে কত লোককে রাজা করিতে পারেন, আপনার মত রূপবান্, বুদ্ধিমান্ ধনবান্ কে আছে, এ জগতে তো নাই, তা যাহা হউক রাজসরকার দিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, তবে কালকে ইহার যাহা কিছু করিতে হইবে করা যাইবে, আমি এখন চল্লুম, সকলকে খবর দিইগে, ইহা বলিয়া দেওয়ান অন্তর্হিত হইল। রাজা মধুকে ডাকিয়া নিজ কার্য্য সমাধা করিতে চলিল।

পরদিন দেওয়ান ও ধামাধরা মো সাহেব প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে নানা কথা বিনামূল্যে বিক্রীত হওয়ার পর, ঠিক্ হইল যে কিঞ্চিৎ অর্থ খরচ করা উচিত. এবং তাহা যথাক্রমে খরচ করা হইল। অজা রাজার আনন্দের সীমা নাই, কাহাকেই গ্রাহ্য নাই, সকলকেই ঠাট্টা, জগৎকে তৃণ জ্ঞান, কেবল রাজসরকারের লোককে, খপরের কাগজের নামওয়ালাকে এবং সম্পাদককে কিছু কিছু জ্ঞানে রাখিল।

কিছুদিন পরে অজার রাণী একদিন রামায়ণ পড়িতে পড়িতে দেখিল, রাজা দশরথের পুত্র ভরত আটমন সোনার বাঁটুল লইয়া খেলা করিত। রাণী মনে মনে চিন্তা করিল, আমার স্বামী রাজা হয়, এবং আমার পুত্রের নামও ভরত হয়, তবে কেন আমার ভরত পঁচ্কে গোলা লইয়া খেলা করিবে, আজ রাজা আসুন বলিব, আমার ভরত সোনার আটমন বাঁটুল লইয়া খেলা করিবে, যদি বলে এত ভারি পার্‌বে কেন, তা হলে বলিব, আপনি কখন রামায়ণ পড়েন নাই, ও শাস্ত্র জানেন না, মিথ্যা কি সত্য আপনি সমস্ত অধ্যাপককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন্। সোনা অতি দামী সামগ্রী, এর যত বেশী হয় ততই ভাল, এর আবার কম বেশী কি, দামি জিনিষের দ্রব্য যত বেশী হয় ততই ভাল। এই-রূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে রাজা আসিয়া উপস্থিত হইল, রাণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজাকে বসাইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিল। তোমার হাতে কি বহি ?

রাণী কহিল। রামায়ণ, এই পুস্তকে নানা রকম গল্প আছে, এবং ইহাতে রামাবতারের নানা লীলা আছে।

রাজা বলিল। তুমি বল দেখি সীতা কার ভার্য্যা হয়, এবং সীতার বাপ কে ?

রাণী উত্তর করিল। রামের ভার্য্যা সীতা এবং জনক তাহার বাপ হয়।

রাজা বলিল। সীতা চাষের জমিতে লাঙ্গল হইতে উঠিল তবে জনক তার বাপ কি করে হলো।

রাণী কহিল। পাঁচ রকম বাপ আছে, তাহার ভিতর অন্নদাতা বাপ জনক হয়।

রাজা উত্তর করিল। জন্মদাতা বাপ ছাড়া কি আর বাপ আছে, এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিল।

রাণী বিরক্ত হইয়া বলিল। রাজন্! ও সব্ কথা ছেড়ে দাও, এখন তুমি রাজা হইয়াছ, তোমার ভরত আটমন সোনার বাঁটুল নিয়ে খেলা করবে, আমি আজ রামায়ণে পড়েছি, দশরথের পুত্র ভরত ছেলে বেলায় সোনার আট মন বাটুল লয়ে খেলা করতো, তুমি এখন এর জোগাড় কর, আর তা না হলে তুমি রাজা কিসের ? দশরথ রাজা ছিল তুমিও রাজা হইয়াছ। দশরথের পুত্র ভরত ছিল, তোমার পুত্র ও ভরত আছে, তবে এর এখন কি হবে বল ?

রাজা বলিল। আমার ভরত ছেলে মানুষ, সেকি আট মন সোনার বাঁটুল লইয়া খেলা করিতে পারিবে ?

রাণী উত্তর করিল। কেন পারিবে না। সে ভরত রাজকুমার ছিল, তোমার ভরত ও রাজকুমার হয়, আবার ইহা বাল্মীকির রামায়ণে লেখা আছে, আমি শাস্ত্র ছাড়া কথা বল্‌চি না, ঠিক কিনা তুমি সমস্ত

ভট্টাচার্য্যকে ডেকে জান। যে কার্য্য শাস্ত্রে আছে তাহা করা উচিত কি না?

রাজা বলিল। ঠিক বলেচো, আজ আমি সমস্ত ভট্টাচার্য্যকে ডাকাবো, যদি তারা সকলে বলে এবং পুরাতন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে পারে, তা হলে হবে তার আর কি। এই বলিয়া রাজা বাহিরে আসিয়া দেওয়ানকে ডাকিল, এবং বলিল ওহে অজবুক! আমার একটি বিশেষ আবশ্যক আছে, তুমি সমস্ত বামুন পণ্ডিতকে বলে আইস, যে আজ রাজ বাটীতে গিয়া রাজার সহিত. দেখা করে, আরো তাদের বলবে, যে যত ভাল ভাল পণ্ডিত পাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সকলকার বিদায় ভাল রকম হবে।

দেওয়ান শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল, এবং রাজাকে বলিল;—সে দিন এক শত টাকা হাজার হাজার বামুন পণ্ডিতকে দেওয়া গেল, এখন ও যাদের জুতো মেরে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছিল, তারা আমার উমেদার আছে। তা আপনার কি আবশ্যক, যদি বলেন তা হলে সেই মত কার্য্য করি।

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিল। রাজকুমারের সোনার আটমন বাঁটুল চাই, সে খেলা করিবে।

দেওয়ান আনন্দের সহিত বলিল। এতো ঠিক কথা মহাশয়, আপনার ভরত বিশেষতঃ রাজার ছেলে, সে আর সোনার আটমন বাঁটুল নিয়ে খেলা করবে না। রাজার ছেলে হাতী নিয়ে খেলা করবে, দেখুন না, লব কুশ যখন বনে ছিল, তখন তারা বাঘ সিংহদের নিয়ে খেলা করতো। আপনার ছেলে, বাঘের ছেলে বাঘ, সে তো খেলা করবেই, তবে আমি শীঘ্র খবর দিইগে।

রাজা। আচ্ছা যাও।

পরদিন দলে দলে বামুন পণ্ডিত আসিতে আরম্ভ করিল।

যে দেখিতে কিঞ্চিৎ ভাল ছিল, ও যার পরিস্কার পরিচ্ছদ ছিল, তার জন্ত প্রবেশ দ্বার মুক্ত রহিল, অন্তের পক্ষে বড় সাংহীন্ হইল। কিঞ্চিৎ ক্ষণের মধ্যে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে, অনেক বামুন জমা হইয়া পড়িল, নানা রকম চীৎকার করিতে লাগিল, নানা নাম ধরিয়া ভিতরের দিকে চক্ষু রাখিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহ কেহ অনেক ক্ষণের পর শুনিয়া দয়া প্রকাশ করিয়া, ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়া গম্ভীরস্বরে দ্বারীকে হুকুম করিল, "ওসুকো ছোড়্ দেও, রাজা সাহেব্ বোলা হায়।" কেহ কেহ দ্বারীর সহিত বাক্য বিন্যাস ও বিনয় করিয়া, কতকগুলিকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে দ্বারের সম্মুখে এত বামুন্ পণ্ডিত জমা হইল, যে গাড়ী ঘোড়া ও পথিকের রাস্তা চলা ভার হইল। উহাদের রাগের সহিত কাতর চীৎকারে সহর্ গুলজার্ হইতে লাগিল। কথায় কথায় ঠেলিকন্] হইয়া গেল। রাজার বাড়ী আজ বিদায় হইতেছে, উচ্চ বিদায়, উচ্চ বিদায়, চল চল।

একজন মূর্খ উত্তর করিল; কিহে বিদ্যানিধি মহাশয়, রাজবাড়ীর উচ্চ বিদায় কিরূপ? হাতী ঘোড়া না অমুক বাড়ীর মতন্ জুতা লাথি?

বিদ্যানিধি রাগ করিয়া বলিল। তুই মূর্খ পাষণ্ড ও জাট্, তোরে এ সব বাহুল্য কেন। তোর ঐ রকম বিদায় হইয়া থাকে।

দ্বারী দ্বারে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এবং দ্বারের সম্মুখের ভীষণ চীৎকারেতে সে ক্রমে ক্রমে অন্তমনা হইতে লাগিল, কিন্তু সে উহাদিগের পরস্পরের ঝগড়া একধারে দাঁড়াইয়া মুচ্ কে হাসিতে হাসিতে দেখিতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন মহা বুদ্ধি-মান বামুন পণ্ডিত চটী জুতা বগলে করিয়া, এক দমে দৌড়িয়া প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করিয়া ছুটিতে লাগিল। দ্বারীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ধাবমান্ হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ বাটীর সিংহাসন প্রবেশদ্বার হইতে এক লাকের স্থান ছিল, তা না হলে অপার আনন্দ হইত। সে যাহা হউক, বামুন্ হাঁপাতে হাঁপাতে অর্দ্ধ চাপা চীৎকার স্বরে "রাজা রক্ষা করুন, রাজা রক্ষা করুন," দ্বারীও "শালাকে পাক্‌ড়াও পাক্‌ড়াও" বলিতে বলিতে উভয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজ দরবারের সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হইল। কেহ বামুন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে কি হইয়াছে? কেহ বা দ্বারীকে? কিন্তু বামুন্ কাহাকেও কোন কথার উত্তর না দিয়া, একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল, এবং "রাজা রক্ষা করুন্," বারংবার বলিতে লাগিল। রাজা ভয় নাই বলিয়া দ্বারীকে বলিল, "কিয়া হুয়া হায়।"

দ্বারী উত্তর করিল। মহারাজ! যব্ হাম্ ফটক্ কো এক্ তরফ্ খাড়া হোকে গোল্‌মাল্ মিটাতা থা, তব্ ঐ আদমি ভাগ্‌কে আয়া হায়, আপ্‌কো যো হুকুম্।

রাজা। আচ্ছা যাও, খপরদারী আচ্ছা কর্‌কে করো। দ্বারী সেলাম্ করিয়া ফিরিল।

কিঞ্চিৎ দূর্ আসিয়া দেখিল, আর সকলে হুড়ামুড়ি হো হো করিয়া আসিতেছে, দ্বারী একেই রেগে আছে, তাতে আবার সামনে গোল্ মাল্, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, কাহাকে জুতা ও লাথি ও কাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, কুকুরের মতন্ সকলকে ফটক থেকে বার করে দিয়ে, ফটকে পাহারা দিতে লাগলো।

মহা বুদ্ধিমান ভোঁ দৌড়ে পণ্ডিত সভার মধ্যে বসিয়া, নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। একজন বলিল;—ওবেটা দ্বারবান্ বৈত নয়, কত বুদ্ধি ধরে, দেখ, তাহা কেমন বুদ্ধি করে পলাইয়া আসিয়াছে। আর একজন বলিল। ওবেটা তো শাস্ত্র পড়েনি, লেখা পড়াও শিখে

নাই, ভায়া কত বড় পণ্ডিতের ছেলে, নিজে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়েচে, বিশেষতঃ ন্যায় ; তা ওবেটা ওঁর কিসে লাগে।

রাজা সকলকে উপস্থিত দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :— আমার পুত্র রাজকুমার ভরত সোনার আট মন বাঁটুল লইয়া খেলা করিতে পারেন কি না, ইহা আমি আপনাদের নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছুক কারণ রাণী ঠাকুরাণী রামায়ণে পাঠ করিয়া আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। আমি আপনাদের বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিতে পারিনা, বিশেষতঃ আমি শাস্ত্র গর্হিত কোন কার্য্য করিনা, ইহা বোধ হয়, আপনারা সকলেই অবগত আছেন, অতএব আপনারা সকলে অনুগ্রহ করিয়া পুরাতন শ্লোকের দ্বারা মতামত প্রকাশ করুন, আপনাদের পরিশ্রমের দরুন উত্তমরূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

বামুন্ পণ্ডিতেরা সকলেই মহা আশীর্ব্বাদ করিল। যাহার যাহা কিছু খোসামুদে শ্লোক মুখস্থ ছিল, সর্ব্ব আওড়াইয়া রাজাকে জ্ঞাপন করিল। ছয় স্কুলের ছাত্র প্রায় উপস্থিত ছিল এবং উহারা সকলে বহু তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল।

এমন সময় একজন স্মার্ত্তবাগীশ উহাদিগকে বলিল ;—আপনারা পরস্পর কেন বিবাদ করিতেছেন, ইহা ব্যবহারের কাণ্ড হয়, স্মৃতিতে না হয় পুরাণে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, পাওয়া যাইলে পরে আপনারা মতামত প্রকাশ করিবেন।

সকলে খুসী হইয়া, তথায় যত স্মার্ত্ত ও পৌরানিক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল,—দেখত এই ভাবের শ্লোক কোথা আছে। অনেকেই অনেক শ্লোক উদ্ধার করিল, এবং যথানিয়মে প্রমাণ হেতু লেখা হইল। ছয় স্কুলের ছাত্র মিলিয়া যে যার বিদ্যা প্রকাশ করিল। স্মার্ত্ত ও পৌরানিক বড় কম নয়।

বহুক্ষণের পর ঠিক্ হইল, এবং যত লোক উপস্থিত ছিল সকলে স্বাক্ষর করিল, পরে রাজাকে এক একটি করিয়া শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিল, এবং রাজাও খুসী হইল।

রাজা বলিল। আমার আটমন সোনার মূল্যের টাকা নাই।

স্মার্ত্তবাগীশ অমনি উত্তর করিল। আমাদের শাস্ত্রে সমস্ত আছে, গরুর বদলে মাটীর গরু চলে, আপনার সোনার বদলে পিতল্ চলিতে পারে।

রাজা বলিল। ইহা তো বদল হইল, এমন কোন শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, যে আটের স্থানে এক অথচ শাস্ত্র সঙ্গত।

অনেকে বলিয়া উঠিল, হাঁ ইহাও অনেক আছে, কিন্তু আপনি বলুন্ দেখি, আপনার একমন হইলে ঠিক্ হয় কি না?

রাজা বলিল। আজ্ঞে হাঁ।

স্মার্ত্তবাগীশ। আচ্ছা তাহাই হইবে। কেমন হে, সকলে ইহাতে সম্মত আছ, রাজা সোনার আটমন বাঁটুল করিতে অশক্ত হন, আটমন পিতলের বাঁটুল করিতেও অশক্ত আছেন, অতএব একমন পিতলের বাঁটুল রাজকুমারের উপযুক্ত হয়।

সকলেই বলিল। হাঁ।

কিছুক্ষণ পরে সকলে ভাবপত্র দস্তখৎ করিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য বিদায় লইয়া, রাজাকে মহানন্দে আশীর্ব্বাদ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রাজাও, দেওয়ানকে ডাকিয়া যথাযোগ্য হুকুম দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কিছু দিন পরে কাঁসারি পিতলের এক মন বাঁটুল লইয়া আসিল। রাজার শক্তি নাই যে তুলিয়া দেখে, ইহার কারণ রাজা অজবুক দেওয়ানকে ডাকিল। দেওয়ান বাঁটুল দেখিয়া বড় খুসী হইল, এবং

কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া যাহা কিছু খোসামোদ কথা লইয়া আসিয়াছিল, সমস্তই প্রায় রাজাকে দান করিল। পরে দেওয়ান কাঁসারিকে বলিল;—কেমন রে, রাজকুমার বাঁটুল নিয়ে বেশ্ খেল্‌তে পার্‌বে তো।

কাঁসারি। রাজকুমার কে? আমার দোকানের পাশে তো রাজ-মিস্ত্রি আছে, সে তো এ বাঁটুল ভাল করে পরাপেটে বসাতে পারবেনা।

দেওয়ান। ওরে বেটা তুই কি বলচিস্! রাজমিস্ত্রি কি? আবার পরাপেট্ কি? রাজার ছেলে রাজকুমার তিনি খেলা করিবেন।

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু, এই বাবুর ছেলের নাম কি রাজ-কুমার, তিনি পরাপেটে কি করে বসাবেন, তিনি তো রাজমিস্ত্রি নন্, তিনি বাবুর ছেলে।

দেওয়ান। দূর বেটা মূর্খ, রাজার ছেলে যে তাকে রাজকুমার বলে, তাদের নাম আলাহিদা হয়, তুই বেটা পরাপেট্ কি বলচিস্।

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু জানেন না, ঐ যে বাড়ীর সাম্‌নে ছাতের উপর তৈয়ার করে, কত লোক কত রকম করে, কিন্তু দেওয়ান বাবু, ঐ বাটীতে যা করেচে তা আর কি বলবো, আল্‌সের উপর যেন শূন্যে কত পরী শুয়ে আছে, আবার তাতে কত রকমের কত ফুল কেটেছে, তা আপনি এমন বাঁটুল কেন তৈয়ার কর্‌লেন।

দেওয়ান। রাজন্! এ বেটা পরাপেট্, পরাপেট্ কি বল্‌চে।

রাজা। অজবুক! তুমি বুঝিতে পারনি, ঐ যে আমার বাটীর মাঝ্‌খানে ছাতের উপর একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, ওকেই পরাপেট্ বলে, তা ও বেটার এর সঙ্গে কি। তুমি পাড়া গেঁয়ে মেড়া কি না, সেই জন্য বুঝ্‌তে পারনি, সে যাহা হউক, এখন বেটাকে বাঁটুলটা এইখানে রেখে যেতে বল। তুমি কি আর কোন লোক পেলে না?

দেওয়ান। না মহাশয়, ও কারিকর ভাল, আর শীঘ্রই দিবে বল্‌লে, সেই জন্যই আমি ওকে দিয়ে ছিলাম, “ওরে কাঁসারি, তুই এইখানে বাঁটুল রেখে যা।”

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু, আমি পাব্‌ব না, ডাল্ ভাত্ খাই তাতে আবার মুর্খ, আপনি দরয়ান্‌দের বলুন্।

দেওয়ান বলিল। দূর্ বেটা মুর্খ, রাজার ছেলে নিয়ে খেলা কর্‌বে।

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু, রাজার ছেলে তবে তো ভীম হয়েছে, কত বড়, আমার চেয়ে বড় ?

দেওয়ান। এ বেটা বড় জ্বালাতে লাগ্‌লো, সে ছেলে মানুষ, দুই বৎসরের ছেলে।

কাঁসারি। ওঃ বাবা। সে মরে যাবে না, ছেলে মানুষ সে কি করে তুল্‌বে? দাওয়ান বাবু সে কখন্ তুল্‌বে, আমি দেখ্‌তে পাব না ?

দেওয়ান। পাবি দাঁড়া এখানে।

দেওয়ান কোঁ হায় বলিয়া ডাকিলে, হুজুর বলিয়া এক দ্বারী সম্মুখে আসিল। দেওয়ান দ্বারীকে হুকুম্ করিল, এই বাঁটুল ঘর্‌কো অন্দর রাখো। দ্বারী বহু কষ্টে তুলিয়া ঘরের ভিতর রাখিয়া গেল।

রাজা দেওয়ানকে বলিল। ওহে, রাজকুমার এ কিকরে নিয়ে খেলা করবে।

দেওয়ান। শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে, সকল পণ্ডিতে মত দিয়াছে, রাণীমা তিনিও রামায়ণে পড়েচেন, আপনিও মত দিয়াছেন। আপনার হুকুমে তৈয়ারি করা হইল, আমিও আপনার কৃপায় সমস্তই জানি, রাজকুমারের ইহাই উপযুক্ত হয়।

রাজা। আচ্ছা তবে রাজ কুমারকে নিয়ে আস্‌তে বল।

দেওয়ান মধুকে ডাকিয়া বলিল। গোলাপীকে বল্‌গে রাজ কুমারকে এই খানে নিয়ে আসতে।

রাণী উঠানের দ্বিতলের এক পাশের ঝিলির ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে ছিলেন, কারণ তাহার পুত্র ভরত, দশরথের পুত্র ভরতের মতন বাঁটুল খেলিবে, আনন্দের সীমা নাই, রাণী গোলাপীকে ডাকিয়া বলিল, গোলাপি! তুই রাজ কুমারকে রাজার কাছে বাহিরে নিয়ে যা, আমার ভরত আজ বাঁটুল খেলিবে।

গোলাপী রাজ দরবারের দরজাতে, আসিতে না আসিতে দেওয়ান খোকাকে কোলে করিয়া কাঁসারিকে দেখাইয়া, রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা খোকাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল ;— খোকা তোমার কেমন বাঁটুল হইয়াছে দেখিয়াছ, দেখ তুলিতে পারিবে? খেলা করিতে পারিবে? দেওয়ান তৎক্ষণাৎ খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল, খোকাও বাঁটুলের নিকট গিয়া কতরকম ভাবভঙ্গি করিতে লাগিল, তুলিতে চেষ্টা করিল, (বাল স্বভাব সিদ্ধ) কিন্তু যখন আনন্দ মিটিল না ও আনন্দ পাইল না, তখন ফিরিয়া বাপের নিকট আসিয়া নানা কথা বলিতে লাগিল।

দেওয়ান রাজাকে বলিল। মহাশয়! রাজ কুমার ইহা তুলিতে পারিবে না বোধ হয়, ইহার উপর তুলিয়া দিলে খেলিতে পারিবে। অমনি কাঁসারী বাহির হইতে, "ইহাতে লীলা খেলা ফুরাবে" বলিয়া, একেবারে দেওয়ানের সামনে উপস্থিত হইয়া কসে এক চড় মারিল, দেওয়ানও উহাকে ধরিল। দুই জনে বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা ভয়ে অস্থির হইয়া "সিপাই! সিপাই! আরদালি! আরদালি।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল ; সিপাইএর বদলে মধুও এক নেড়িমারা দরয়ান্ আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজা রাগিয়া বলিল, "এই শালাকো মার্‌কো বাহার কর্ দেও, খুনে হায়. খুনে

হায়” উহারা কাঁসারিকে বিরালে ইঁদুর ধরার মতন্ ধরিয়া, মারিতে মারিতে বাহিরে লইয়া গেল। রাজা তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়া, দেওয়ানের মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল;—খুনে বেটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলে, এখুনি মেরে ফেলেছিল, ঠাণ্ডা হও, বস, বস।

দেওয়ান রাগে ও দুঃখে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিল;—শালা জাতে কাঁসারী, গণ্ড মুর্খ। আদার ব্যাপারি হয়ে শালার জাহাজের খবরে কাজ কি। বড় বড় বামুন্ পণ্ডিত বেটারা কত পয়সা নিয়ে মত দিলে, কত শাস্ত্র হইতে বামুন্ বেটারা শ্লোক উদ্ধার করিল, কি না শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য হইবে, তাতে আবার রাণীমা রামায়ণে পড়েচে, রাজা বুদ্ধিমান, তিনি সব আবার ভাল করে বিবেচনা করে দেখেচেন, আমি দেওয়ান, সব জানি, তা তে আবার এক্‌জামিন করে নিয়েচি, বেটা কিনা সইতে না পেরে, হনুমানের মতন এক লাফ দিয়ে এসেই চপেটাঘাত। তা রাজা মহাশয় কি বল্‌বো, যদি আরদালি সিপাই বেটারা না আস্‌তো, তো শালাকে আজ যমালয়ে পাঠিয়ে দিতুম্।

রাজা বলিল। অজ্‌বুক্! ঠাণ্ডা হও, এখন ওসব ছেড়ে দাও।

দেওয়ান উত্তর করিল। ছেড়ে দেবো কি মহারাজ, বেটাকে এক পয়সা দেবোনা, বেটার কে সাক্ষী আছে, যে রাজা পিতলের এক মন গাঁটুল গড়াইয়াছে।

রাজা। ঠিক্ ঠিক্, ছোট লোক্‌কে ভাতে মারাই ভাল। অজ-বুক্, তুমি কি বুদ্ধিমান্, কি ফিকিরবাজ্, হাজার হোক্ লেখাপড়া শিখেচো কি না। তা এখন যা ভাল হয় তা কর।

দেওয়ান বলিল। মহাশয়! আসুন দুই জনে তুলিয়া রাজ-কুমারের বুকে দিই, তাহা হইলেই বোধ হয় বেশ্ খেলা করিবে। দশরথের পুত্র ভরত যখন খেলিয়াছিল, তখনও এই রকম্ করিয়া তুলিয়া দিয়া থাকিবে, কারণ শাস্ত্র মিথ্যা হয় না। আর দেখুন, আট

মন হইতে এক মন হইয়াছে, কিন্তু আপনি দশরথের অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নন্।

রাজা বলিল। তবে এস। খোকা এই সব দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া মা, মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। খোকা খোকা বলিয়া রাজা কত আদর করিতে লাগিল, ঐ দেখ তোমার কেমন বাঁটুল, খেলা করিবে চল, খোকাও ঐদিকে চলিল, নানা রং তামাসা করিতে লাগিল।

দেওয়ান বলিল। তুমি এইখানে শোও, দেখ কেমন বাঁটুল নিয়ে খেলা করিবে, খোকা শুইল, আর উঠিল্ না। হে পাণ্ডিত্যাভিমানী-পাষণ্ড! তোমাদের ইহাতে কিছুই অলাভ নাই, কারণ তোমরা পাষণ্ড হও, তবে এইরূপে পুত্রের কেন দুর্দ্দশা বর্দ্ধন কর, যখন তাহারা কিছুই জানে না।

হে বালক বালিকাগণ! তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। যাহাতে সভ্য হইতে পার, তাহার পথ অবলম্বন কর। সমাজ ধর্ম্ম শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা কর। এক পোষাক কর, এক খাদ্য খাও, এবং এক রং যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা পাও, যদি এই রকম কর, তাহা হইলে কোন দিন জগতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। পুরাতন শ্লোক ছেড়ে দাও, পুরাতন অভিমান ছাড়, পুরাতন "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিয়া খিঁচুড়ি পাকান রহিত কর। যাকে তাকে অবতার অর্থাৎ বাপ ঠাকুরদাদা বলা ছেড়ে দাও, এবং সুন্দর দেখিলেই বাপ বলিও না। স্থূলের একতা শিক্ষা কর, স্থূলকে খুব বেশী আদর কর। পৃথিবীর স্বাধীন রাজাদের দেখিয়া, ধর্ম্মের, পোষাকের, খাদ্যের ও রঙের একতা শিক্ষা কর।

স্থূলের একতার নাম বাহ্যযোগ, আর দেহের একতার নাম অন্তর যোগ। জগতে যাহা কন্সেণ্ট্রেট্ করিবে, তাহারই ক্ষমতা শক্তি

অন্যের অপেক্ষা বেশী হইবে। গান্ পাউডার ধোয়ার কন্সেণ্ট্রেসন্ হয়, আবার গান্ পাউডারের কন্সণ্ট্রেসন্ ডিনামিট্ হয়। বড় বড় যুদ্ধ হইলে, তারপর সেই স্থানে মহা বৃষ্টি হয়, কারণ ধোয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে। সাত্ ধর্ম্ম, সাত্ পোষাক, সাত্ খাদ্য ও সাত্ রং থাকিলে কোন কালে সভ্য হইতে পারিবে না। মূর্খেরা বলে, আজকাল বাঙ্গালা বড় সভ্য হইয়াছে, কারণ দুই চারিটী মেয়ে সিমির উপর বোম্বাই সাটী পরিতে শিখিয়াছে, মেয়ের পায়ে জুতা ও মোজা হইয়াছে, পাউডার মাখিয়া রং ফলাতে শিখিয়াছে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে, কালা ও ধলার ভিতর হইতে স্বামী মনোনীত করিতে শিখিয়াছে, বিধবা বিবাহ করিতেছে, হাতা বেড়ী ছাড়িয়া গৈরিকধারিণী হইয়া অবতার তৈয়ার করিতেছে, আর সব দুঃখ হরিপালে দিয়া, টীয়া পাখীর ন্যায় "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বুলি কপ্চাতে শিখিয়াছে। পুরুষেরাও ইহাদিগের অপেক্ষা কম নহে, কারণ উহাদেরও সব হইয়াছে, দুঃখের ভিতর কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, সকলেই হাম্ বড়া, সকলেই হাম্ গোরা, সকলেই হাম্ ব্রহ্মা।

চতুরঙ্গ. বিহনে হি রাজা নাহি হয়,
কলাপ্ ব্যাকরণে হি লিঙ্গ নাই কয়।
প্রলাপ বাক্য প্রায়ই হয় সমুদয়,
তবুও সকলে সাজা লইতে সদয়।

[পাঁচটি অধ্যায়েতেই গল্পের ছলে ইস্পিরিট্ ও ম্যেট্রারকে অর্থাৎ এক ও বহুকে বুঝান হইয়াছে। এক ও বহু কি ইহা না জানিয়া, অশিক্ষিত লোকের পরামর্শে অর্থাৎ বুক্তিতে কার্য্য করিলে, শেষে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ছেলেধরা ও ডাইনীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় খালি লবণ ও জল পড়া অর্থাৎ মিত্র-রহস্য হয়। বালকবালি-কারা যেন কোন সময়ে লবণ ও জল পড়া হইতে রহিত না হও, কারণ হইলেই ছেলেধরা ও ডাইনীরা ধরিবে ও খাইয়া ফেলিবে। সাবধান, সাবধান, সাবধান।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতরাজাবলি।

সূর্য্যবংশ

১। ইক্ষাকু।	৮। ধুন্দুমার।
২। কুক্ষি।	৯। যুবনাশ্ব।
৩। বিকুক্ষি।	১০। মান্ধাতা।
৪। বাণ।	১১। সুসন্ধি।
৫। অনরণ্য।	১২। ধ্রুবসন্ধি।
৬। পৃথু।	১৩। ভরত।
৭। ত্রিশঙ্কু।	১৪। অসিত।

ভারত রাজাবলি ঠিক্ করা অতি দুরূহ, কারণ কোন সংস্কৃত পুস্তক হইতে ঠিক্ করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, যাহাহইতে ঠিক্ করা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, একখানি পুস্তক অপর একখানি পুস্তকের সহিত মিলে না। রামায়ণ মহাভারতের সহিত, মহাভারত পুরাণের সহিত, পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত মিলনাই, প্রত্যেক প্রত্যেক পুস্তক, প্রত্যেক প্রত্যেক রকম লিখিয়াছে, কিন্তু সমস্ত পুস্তকই এক সূর্য্য ও চন্দ্র বংশকে বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছে। কোন্ পুস্তক ঠিক্ এবং কোন্ পুস্তক অঠিক্ ইহা ঠিক্ করা অতি ভয়ানক ব্যাপার, এক পক্ষে বাল্মীকিকে আঘাত

১৫।	সগর।	২৮।	প্রসুশ্রুক
১৬।	অসমঞ্জ।	২৯।	অম্বরীষ।
১৭।	অংশুমান।	৩০।	নহুষ।
১৮।	দিলীপ।	৩১।	যযাতি।
১৯।	ভগীরথ।	৩২।	নাভগ।
২০।	কাকুৎস্থ।	৩৩।	অজ।
২১।	রঘু।	৩৪।	দশরথ।
২২।	কল্মষ্পাদ।	৩৫।	রামচন্দ্র।
২৩।	শঙ্খন।		
২৪।	সুদর্শন।		চন্দ্রবংশ।
২৫।	অগ্নিবর্ণ।	৩৬।	ভরত।
২৬।	শীঘ্রগ।	৩৭।	ভূমণ্যু।
২৭।	মরু।	৩৮।	সুহোত্র।

করা হয়, অপর পক্ষে ব্যাসকে আঘাত করা হয়, তদকারণ রামায়ণে ও মহাভারতে যাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

কশ্যপ দক্ষ রাজার কন্যা দাক্ষায়িনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, হর দক্ষরাজার কন্যা দাক্ষায়িনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কশ্যপ ও হর শ্বেত ছিলেন, ইক্ষাকু লাল ছিলেন, প্রথমটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শ্বেত, দ্বিতীয়টি প্রকৃত ক্ষত্রিয় অর্থাৎ লাল, কশ্যপ আসিয়া কাশ্মীর স্থাপন করেন, ইক্ষাকু অযোধ্যা স্থাপন করেন। ইঁহারা এক স্থান হইতে আসেন নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে এক রং হইতেন। একজন শ্বেত দেশ হইতে এবং অপরটি লাল দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, কোন্ সময় তাহা ঠিক্ করা যায়না, কারণ অনেক অব্দ গত হইয়াছে। ইঁহারা এবং ইঁহাদিগের আনুসঙ্গিক জন সস্ত্রীক আসিয়া ছিলেন কি না, ইহার অত্যন্ত গোলমাল্, যদিও আসিয়া থাকেন, কিন্তু

৩৯। হস্তী।	৫১। পরীক্ষিত।
৪০। অজমীঢ়।	৫২। জন্মেজয়। ২
৪১। ঋক্ষ।	
৪২। সম্বরণ।	জরাসন্ধ বংশ।
৪৩। কুরু।	৫৩। সহদেব।
৪৪। জন্মেজয়। ১	৫৪। মার্জ্জারি।
৪৫। ধৃতরাষ্ট্র।	৫৫। শ্রুতশ্রব।
৪৬। প্রতীপ।	৫৬। অযুতায়ু।
৪৭। শান্তনু।	৫৭। নিরমিত্র।
৪৮। বিচিত্রবীর্য্য।	৫৮। সুনক্ষত্র।
৪৯। পাণ্ডু।	৫৯। বৃহৎসেন।
৫০। যুধিষ্ঠির।	৬০। কর্ম্মজিৎ।

তাঁহাদের দেশীয় স্ত্রীতে যে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইবেনা ইহা ঠিক্ আছে, বিশেষতঃ শ্বেতদের, কারণ উমা এক দিন হরের সহিত পুত্র কামনা করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবতারা আসিয়া তাঁহার কামনা ভঙ্গ করায় তিনি কোপান্বিতা হইয়া শাপ দেন, "যেমন তোমরা আমার পুত্র কামনা ভঙ্গ করিলে, তেমন তোমাদের স্বদেশীয় স্ত্রীতে তোমাদের অপত্য উৎপত্তি হইবেক না" ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে শ্বেতদের পুত্রেরা অন্য দেশীয় স্ত্রী হইতে হইয়াছে। সপ্তর্ষিরাই প্রকৃত শ্বেত হন;—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু ও ভৃগু ইঁহারা কেহ লালেতে ও কেহ কালাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইঁহাদিগের বংশাবলি দেখিলে জানিতে পারিবে। তন্মধ্যে পুলহ ও ক্রতুরবংশ লোপ জানিবে। ইক্ষাকুর শত পুত্র হইতে অনেক রকম বংশ স্থাপন হইয়াগিয়াছে, তন্মধ্যে দশজনের কিছু কিছু বলিব

৬১। সুতঞ্জয়।
৬২। বিপ্র।
৬৩। শুনি।
৬৪। ক্ষেম।
৬৫। সুব্রত।
৬৬। ধর্ম্মসূত্র।
৬৭। সম।
৬৮। দ্যুমৎসেন।
৬৯। সুমতি।
৭০। সুবল।
৭১। সুনীথ।
৭২। সত্যজিত।

সুনিকবংশ।

(সত্যজিতের পুত্র রিপুঞ্জয়কে তাহার মন্ত্রী শুনিক হত করিয়া তাহার পুত্র প্রদত্তকে রাজা করিয়া ছিল)।

৭৩। প্রদত্ত।
৭৪। পালক।
৭৪।১। বিশাখ যুপ।
৭৪।২। জনক।
৭৫। নন্দিবৰ্দ্ধন।

———

৭৬। শিশুনাগ।
৭৭। কাকবর্ণ।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ কবি বিবাহ না করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন। নবম নভাগ তাঁহার বংশে রথীতর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অপুত্রক হওয়ায়, অঙ্গিরাকে অনুরোধ করায়, অঙ্গিরা রথীতরের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করেন্ এবং উঁহারা রথীতর ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

অষ্টম নরীসন্ত ইঁহার বংশে অগ্নিবেশ্য জন্ম গ্রহণ করেন এবং উঁহার সন্তানেরা আগ্নিবৈশ্যায়ন ও কানীন ও জাতূকর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। সপ্তম বৃষধ্র অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করেন। ষষ্ঠ করুষ্ তাঁহার পুত্রেরা কারুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। পঞ্চম ধৃষ্ট, তাঁহার বংশেরা ধার্ষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

চতুর্থ দিষ্ট ইনি বৈশ্য হন, ইঁহার বংশে ত্রিনবিন্দু জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি অলম্বুষাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন, এবং ইঁহার কন্যা ইলবিলার সহিত বিশ্রবা মুনির বিবাহ হইয়াছিল, বিশ্রবা মুনির পুত্রের নাম কুবের হয়। দিষ্টের বংশধরেরা বিশলপাতি বলিয়া কথিত।

৭৮। ক্ষেমধর্ম্মন।	৮৮। বিন্দুসার।
৭৯। ক্ষেত্রঞ্জয়।	৮৯। অশোক বর্দ্ধন
৮০। বিম্বিসার।	৯০। সুযশা।
৮১। অজাতশত্রু।	৯১। দশরথ।
৮২। দর্ভক।	৯২। সঙ্গত।
৮৩।	৯৩। শালিশূক।
৮৪। নন্দিবর্দ্ধন।	৯৪। সোমশর্ম্মা।
৮৫। মহানন্দ।	৯৫। সতধম্ব।
৮৬। নন্দ।	৯৬। বৃহদ্রথ।
মৌর্য্য বংশ।	শুঙ্গবংশ।
(চানক্য নন্দকে হত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করেন)।	(বৃহদ্রথের মৃত্যু হইলে তাহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র রাজা হন)।
৮৭। চন্দ্রগুপ্ত।	৯৭। পুষ্পমিত্র।

তৃতীয় সর্যাতি, যিনি আপন কন্যা সুমতীকে ভৃগু পুত্র চ্যবনকে দান করিয়াছিলেন, যাঁহার বংশে রেবতী জন্ম গ্রহণ করেন, রেবতী শ্রীকৃষ্ণের জেষ্ঠভ্রাতা বলরামকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রেবতী সর্যাতি হইতে চতুর্থ পুরুষ হন। দ্বিতীয় নৃগ, যাঁহার বংশ পঞ্চম পুরুষে লোপ হয়।

প্রথম ইক্ষাকু যাঁহার বংশধরেরা অযোধ্যা পতি বলিয়া কথিত হন। ভারতরাজা বলিতে পর্য্যায়ক্রমে যে নাম আছে, তাহা যে কেবল ইক্ষাকু বংশ সম্ভুত ইহা যেন মনে করা না হয়, ইক্ষাকুর ভ্রাতার বংশধর দিগের ও নাম আছে, জানিবে। সগর কশ্যপের কন্যা সুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রাবণের দিগ্বিজয়েতে সগর হইতে রঘু পর্য্যন্ত কোথায়ও নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু অনরণ্য ও মান্ধাতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনরণ্য রামায়ণের কথিত মতে,

৯৮। অগ্নিমিত্র
৯৯।
১০০। বসুমিত্র।
১০১। অদ্রক।
১০২। পুলিন্দ।
১০৩। ঘোষ।
১০৪। বজ্রমিত্র।
১০৫। ভগধত।
১০৬। দেবভূতি।

কন বংশ।

(দেবভূতিকে তাঁহার মন্ত্রী বসুদেব হত করিয়া রাজা হন)।

১০৭। বসুদেব।
১০৮। ভূমিত্র।
১০৯। নারায়ণ।
১১০। সুশর্ম্মণ।

অন্ধবংশ।

(সুশর্ম্মাকে বলী হত করিয়া রাজা হন, ইনি জাতে শুদ্র ছিলেন)।

১১১। বলী।
১১২। কৃষ্ণ।
১১৩। শতকর্ণ।
১১৪। পৌর্ণমাস।
১১৫। লম্বোদর।
১১৬। দ্বিবিলক।
১১৭। মেঘস্বাতি।

মান্ধাতার পূর্ব্বপুরুষ, কিন্তু অন্য পুস্তকে মান্ধাতা অনরণ্যের পূর্ব্বপুরুষ হন, ইক্ষাকু হইতে অনরণ্য পঞ্চম পুরুষ হন এবং রাম পঞ্চ ত্রিংশত্ পুরুষ হন। রাবণ অনরণ্যকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারাইয়া হতজীবন করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, মান্ধাতার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধে রাবণ সমান হইয়াছিলেন। মান্ধাতার কন্যাগণকে সৌভরিমুনি বিবাহ করেন, যাঁহার আশ্রমে রামচন্দ্র গিয়াছিলেন। মথুরার রাজা দৈত্য লবণ মান্ধাতাকে দ্বন্দ যুদ্ধে মানবলীলা সম্বরণ করিতে বাধিত করিয়াছিলেন। রাবণ লবণের মাতৃস্বসা সুর্পনখার ভ্রাতা। লবণ রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্নের দ্বারায় হত হন, এবং রাম রাবণকে স্বর্গে পাঠান। এক রাবণ যে এত কাল বাঁচিয়া এত কাণ্ড করিয়া শেষে লঙ্কাকাণ্ডে মানব লীলা শেষ করেন, ইহা কত দূর সম্ভবপর ও যুক্তি সিদ্ধ তাহা পাঠক-পাঠিকাগণেরা মীমাংসা করিয়া লইবে। রাক্ষসের ভিতর যিনি

১১৮। পটুমান
১১৯। তালক।
১২০। শীবস্বাতি।
১২১। পুরুষভেরু।
১২২। সুনন্দন।
১২৩। চকোবক
১২৪। বটক।
১২৫। গোমতিপুত্র।
১২৬। পুরীমৎ।
১২৭। মেদাশিরা।
১২৮। শিবচ্ছন্দস।
১২৯। যজ্ঞশ্রী।
১৩০। বিজয়।
১৩১। চন্দ্রবীজ

১৩২। বিক্রমাদিত্য।

পাল বংশ।

১৩৩। সুমদ্র পাল
১৩৪। চন্দ্র পাল।
১৩৫। সহায় পাল।
১৩৬। দেব পাল।
১৩৭। নরসিংহ পাল।
১৩৮। শ্যাম পাল।
১৩৯। রঘু পাল।

প্রধান হইতেন ও যিনি মানবের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া দিতে পারিতেন, বোধহয়, তিনিই তৎকালিক লোকের দ্বারা রাবণ বলিযা কথিত হইতেন, যেমন শতক্রতু করিলেই ইন্দ্র বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু কোনটি প্রথম ইন্দ্র এবং কোনটি শেষ ইন্দ্র যেমন ঠিক্ করা যায় না, তেমন কোনটি প্রথম রাবণ ও কোনটি লঙ্কাকাণ্ডের রাবণ ইহাও ঠিক্ করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

চন্দ্রবংশের উৎপত্তি অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড যাহা পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবে। চন্দ্র কিঞ্চিত্ দিন বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে সম্ভোগ করেন, যাহাতে তারার গর্ভ হয় এবং এই গর্ভ লইয়া দেবতাদিগের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতারা ইহার কিছুই স্থির না করিতে পারায়, ব্রহ্মা নির্জনে তারাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে তারে। এই গর্ভ কাহা হইতে হইযাছে ?

লজ্জান্বিতা তারা অধঃবদন হইয়া বলিলেন ;—চন্দ্র হইতে।

১৪০। গোবিন্দ পাল

১৪১। অমৃত পাল।

১৪২। বালী পাল।

১৪৩। মহী পাল।

১৪৪। হরি পাল।

১৪৫। সীশ পাল।

১৪৬। মদন পাল।

১৪৭। কর্ম্ম পাল।

১৪৮। বিক্রম পাল।

চন্দ্র বংশ

১৪৯ মুলুক চন্দ্র।

১৫০ বিক্রম চন্দ্র।

১৫১। অগিন চন্দ্র।

১৫২। রামচন্দ্র।

১৫৩। হরিচন্দ্র।

১৫৪ কল্যান চন্দ্র।

১৫৫ ভীম চন্দ্র।

১৫৬। লাভ চন্দ্র।

১৫৭। গোবিন্দ চন্দ্র।

১৫৮। বাণী পদ্মাবতী।

বৈরাগী বংশ।

১৫৯। ভবি প্রেম।

১৬০। গোবিন্দ প্রেম।

সকলে বলিল, তারার এই পুত্র বুধ বলিয়া খ্যাত হউক।

পুরুরবার বংশ হইতে জহ্নুমুনি হইয়াছেন, যিনি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে উদরসাৎ করিয়া ছিলেন। জহ্নুবংশে গাধি জন্ম গ্রহণ করেন এবং উঁহার কন্যা সত্যবতীকে ভৃগুবংশের ঋচীক বিবাহ করেন, বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র হন, ইঁহার শত পুত্র বশিষ্ঠের শাপে ডোম হয়, আবার বিশ্বামিত্রের শাপে বশিষ্ঠেব শত পুত্র ডোম হয়। শক্তি হইতে বশিষ্ঠের বংশ থাকে। শুনশেফ হইতে বিশ্বামিত্রের বংশ থাকে। বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ ও শ্রীরামের দ্বারায় ক্ষত্রিয়ের বল প্রবল হয়, কারণ বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা ও পরশুরাম উঁহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। পুরুরবার পুত্র আয়ু, তাঁহার পাঁচটী পুত্র হয়। পঞ্চম অনেন, যাঁহার বংশে শান্ত রাজা জন্মিয়াছিলেন। চতুর্থ রভ, যাঁহার পুত্রেরা রাভ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

১৬১। গোপাল প্রেম।	১৭৩। লক্ষ্মীসেন।
১৬২। মহাবাহু।	১৭৪। দামোদর সেন।
সেনবংশ।	সিংহবংশ।
১৬৩। আদিসেন।	১৭৫। দীপ সিংহ।
১৬৪। বিলাল সেন।	১৭৬। রাজ সিংহ।
১৬৫। কেশব সেন।	১৭৭। রাণা সিংহ।
১৬৬। মধু সেন।	১৭৮। নর সিংহ।
১৬৭। ময়ুর সেন।	১৭৯। হরি সিংহ।
১৬৮। ভীম সেন।	১৮০। জীবন সিংহ।
১৬৯। কল্যাণ সেন।	চোহান বংশ।
১৭০। হরিসেন।	১৮১। পৃথ্বীরাজ।
১৭১। ক্ষেমসেন।	১৮২। অভয় পাল।
১৭২। নারায়ণ সেন।	১৮৩। দুর্জ্জন পাল।

তৃতীয় রজি, যিনি প্রহ্লাদের সমসাময়িক হন। যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর বংশ হইতে বলি রাজা হয়, ইনি অপুত্রক হওয়ায় সম্বত্তের পুত্র দীর্ঘতমাকে অনুরোধ করায়, বলির স্ত্রীতে দীর্ঘতমা সন্তান উৎপাদন করেন, বলির বংশে রোমপাদ ওরফে চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি অঙ্গদেশের রাজা, যাঁহার সঙ্গে অযোধ্যাপতি দশরথ মৈত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পরাজিতইন্দ্র রজির সাহায্য-প্রার্থনা করেন, রজি প্রহ্লাদকে জয় করিয়া ইন্দ্রকে না দিয়া নিজে ইন্দ্রত্ব বহুদিন ভোগ করিয়া গত হইলে, তাঁহার পুত্রেরা ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে বাসনা করেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে সম্মত না হইয়া বৃহস্পতির মতানুসারে রজির সমস্ত বংশধরগণকে নষ্ট করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রবৃদ্ধ ইহাঁর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের

১৮৪।	উদয় পাল।	১৯৬।	ইব্রাহিম।
১৮৫।	যশ পাল।	১৯৭।	মস্থদ। ৩
	——	১৯৮।	আশ্লন।
	মুসলমান বংশ।	১৯৯।	বররাম।
১৮৬।	সবক্ত জীন।	২০০।	খসরু।
১৮৭।	ইজ মেল।	২০১।	খসরু মালিক।
১৮৮।	মামুদ।		——
১৮৯।	মহম্মদ।		তুরস্ক বংশ।
১৯০।	মস্থদ। ১	২০২।	কুতব উদ্দীন আইবেক
১৯১।	মমুদ।	২০৩।	আরাম।
১৯২।	মস্থদ। ২	২০৪।	অলৃটমিশ।
১৯৩।	আবদুল হোসেন আলি	২০৫।	রুকুদ্দীন ফিরোজ।
১৯৪।	আবদুল রসিদ।	২০৬।	রোজীয়া বেগম।
১৯৫।	ফেরব জাদ।	২০৭।	বৈরাম।

তিন পুত্র প্রথম কাশ্য, যাঁহার বংশে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা হন, এবং ইঁহার বংশধরেরা কাশীর রাজা বলিয়া খ্যাত। দ্বিতীয় কুশ যাহাতে ক্ষেত্রধর্ম্ম রাজা ছিলেন। তৃতীয় গৃতসমদ যাঁহার বংশে শৌনক জন্মিয়া এবং ঋক্‌বেদ প্রচার করিয়া, বহ্বৃচ বলিয়া খ্যাত হন, ইঁহার বংশধরেরা শুনক, সুহোত্র, গৃৎসমদ প্রবর ও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। প্রথম নহুষ যাঁহার ছয় পুত্র, জেষ্ঠ্যরাজ্য লইতে অস্বীকার করায়, দ্বিতীয় যযাতিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গে গত হন। অন্য চারিজন যযাতির অনুমত্যানুসারে চারিদিকে গমন করেন। জ্যেষ্ঠ যতি অগস্তের সমসাময়িক ছিল।

যযাতি শুক্রচার্য্যের তনয়া দেবযানী ও দৈত্য বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। যযাতির পাঁচ পুত্র হয়, সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু

২০৮। মস্যুদ।	২২২। নসিরুদ্দিন মহম্মদ।
২০৯। নরিরুদ্দীন।	২২৩। হোমান।
২১০। যেসিয়া উদ্দীন।	২২৪। মামুদ।
২১১। বলবন।	২২৫। সাএদখীর খাঁ।
২১২। কৈকোবদ।	২২৬। সাএদ মবারিক।
২১৩। জেলালুদ্দীন।	২২৭। সাএদ মহম্মদ।
২১৪। আলাউদ্দিন।	২২৮। সাএদ এলাউদ্দীন।
২১৫। ওমার।	
২১৬। মবারিক।	
২১৭। ঘ্যাসুদ্দীন। ১	আফগান বংশ।
২১৮। মহম্মদ।	২২৯। বিলোল লেভী।
২১৯। ফিরোজ।	২৩০। সেকন্দর।
২২০। ঘ্যাসুদ্দীন। ২	২৩১। ইব্রাহিম।
২২১। আবু বেকার।	২৩২। সেব্সা।

ব্যতীত অন্য চারি পুত্রকে তেজ্যপুত্র করেন কারণ পুত্রেরা পিতার কথা শুনেন নাই, বিশেষতঃ যদুকে শাপ দেন, "যে তোমার বংশ-ধরেরা সোমবংশ বলিয়া কথিত হইবে না, তুমি যাতুধান উৎপাদন করিবে।" পুরু-রাজা হইলেন, যাঁহার বংশে মেধাতিথি জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যাঁহার বংশধরেরা প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। অজ-মীঢ় দুরীতক্ষও গর্গ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অজমীঢ়ের বংশে মুগদল্য হন, যাঁহার কন্যা অহল্যা, গৌতম মুনিকে বিবাহ করেন। রাজা দুশ্মন্ত পুরুবংশে জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার পুত্র ভরতরাজ চক্রবর্ত্তী হন, যাহা সর্ব্ব পুস্তকে একাধারে বলে। রাজা দুশ্মন্ত মিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলাকে কন্নমুনির আশ্রমে বিবাহ করেন। কন্নমুনি দশরথের সম-সাময়িক, এবং রাজা রোমপাদ দশরথের সমসাময়িক হন। ঋষ্যশৃঙ্গকে

২৩৩। সেলিম সা।
২৩৪। ফেরোজ সা।
২৩৫। মহম্মদ।
২৩৬। সেকন্দর।

মোগল বংশ।

২৩৭। বেবার।
২৩৮। হুমায়ুন।
২৩৯। আকবর।
২৪০। জাহাঙ্গীর।
২৪১। সাজীহান।
২৪২। আরংজীব।
২৪৩। বাহাদুর সা।
২৪৪। জেহান্দর সা।
২৪৫। ফেরক সা।
২৪৬। রেফিয়া আদ্দিরজাদ
২৪৭। রেফিয়া আদ্দৌলত।
২৪৮। মহম্মদ সা।
২৪৯। আমেদ।
২৫০। আলাম্‌গীর। ২
২৫১। সাআলম্‌।

কৃশ্চান্‌ বংশ।

২৫২। জর্জ। (৩)
২৫৩। জর্জ। (৪)
২৫৪। উইলীয়ম। (৪)
২৫৫। মহারাণী ভিক্টোরিয়া
২৫৬। এডওয়ার্ড। (৭)

রোমপাদের নিকট হইতে দশরথ পুত্রার্থী হইয়া অযোধ্যাতে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরাম ভরদ্বাজের সমসাময়িক হন। চন্দ্রবংশের ভরত অপুত্রক হওয়ায় ভরদ্বাজকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন, ইহার কারণ বিতথ বলে।

শ্রীরাম সরযুতে প্রাণত্যাগ করিবার অগ্রে তাঁহার পুত্রদের ও ভ্রাতার পুত্রদের প্রদেশাধিপতি করিয়াছিলেন, এবং বহুদিন অযোধ্যা অরণ্য হইয়াছিল ইহাও কথিত হয়। এই সব কারণ ভরতকে শ্রীরামের পরে ফেলিলাম, কত দূর ঠিক্‌ পাঠক পাঠিকারা মীমাংসা করিয়া লইবে। ভরত হইতে জন্মেজয় পর্য্যন্ত যাহা মহাভারতে আছে তাহাই রহিল। মগধ রাজা সহদেব হইতে বিক্রমাদিত্য

মরীচি।
|
কশ্যপ।
|
কাশ্যপ।
|
বিভাণ্ডক।
|
ঋষ্যশৃঙ্গ।

অত্রি।
|
দুর্ব্বাসা।

ক্রতু

পুলহ

গৌতম।
|
শতানন্দ।
|
সত্যদৃত।
|
শরদ্বান।
|
কৃপাচার্য্য।

পুলস্ত্য।
|
বিশ্রবা।
|
রাবণ ও কুবের।

অঙ্গিরা
|
বৃহস্পতি, সম্বর্ত্ত, উতথ্য

বৃহস্পতি — কচ

সম্বর্ত্ত — দীর্ঘমতা,

বৃহস্পতি সম্বর্ত্তের স্ত্রী মমতাতে এক সন্তান উৎপাদন করেন, উঁহার নাম ভরদ্বাজ।
|
দ্রোণাচার্য্য।

ভৃগু।
|
ঋচীক।
|
জমদগ্নি।
|
পরশুরাম।

বশিষ্ঠ।
|
শক্তি।
|
পরাশর।
|
ব্যাস।
|
স্তুকদেব।

কুশ।
|
কুশনাভ।
|
গাধি।
|
বিশ্বামিত্র।

পর্য্যন্ত স্যার উইলিয়ম জোন্স হইতে উদ্ধৃত হইল। সমুদ্রপাল হইতে যশপাল পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্র মোহনচন্দ্র চন্দ্রিকা হইতে এবং সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া লেখা হইল। সুবক্তজিন হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত ইয়ুনিভারসেল্ ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইল।

কাড়ওয়ার্থ পড়িলে উচ্চ মাথা হবে,
একরট নেপোলিয়ানে স্থূল শিক্ষা লবে।
দত্তা ত্রেয়েতে খুব জ্ঞানের ভোগ খাবে,
কিন্তু বাল্মীকি ও ব্যাসে সর্ব্ব শিক্ষা পাবে।

চিন্তা-বহস্পটি ফুরাল, নটে গাঁছ টিমুরাল

প্রেম-রহস্য ।

ক্রিয়াযোগ, জ্ঞানযোগ, লণ্ডভণ্ড যবে।
প্রেমযোগ ও যোগাযোগ নির্ম্মূল তবে।

বি, মিত্র।



প্রেম-রহস্য।

শ্মশান মশান গায়ে ছাই, তবে হে পাই প্রেমকে ভাই,
দর্শন পুরাণ স্মৃতি ছাই, কালে এটা ওটা সব চাই।
কারে কবহে রহস্য ভাই,
লীলা হয় তাই তাই তাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চণ্ডাল-গ্রাম।

কোন সময়ে মহানিধির কিঞ্চিৎমাত্র দূরে একটী গ্রাম ছিল, কিন্তু তথায় অনেক চণ্ডাল একত্র বাস করিবার কারণ উহা চণ্ডাল গ্রাম বলিয়া কথিত হইত। চণ্ডালগ্রামটী পক্ষীচক্ষুদৃষ্টতে বড় মন্দ নয়। থরে থরে যেথা সেথা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বহুদিনের পরিচয় দিত। মধ্যে মধ্যে অনেক পর্ণকুটীর, কিন্তু সমস্ত পর্ণকুটীরের সম্মুখের দেয়াল

ষোড়শীর অঙ্গুলির দ্বারা নানাবর্ণে সিন্দুর চুপড়ীর মতন চিত্রিত হইবার কারণ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। চালের মট্‌কাতে মাথার খুলি ও কিনারাতে কেলা তীর, ধনুক ও ভোঁতা অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত ছিল। দ্বারে দ্বারে প্রায় কোল গোঁত গোঁত করিত। রাস্তা এঁকা বাঁকা ছিল। ঘেঁটু, আকন্দ ও সজনীফুল আমোদিনী-দের আমোদ দিত।

মিউনিসিপ্যালিটী, পাবলিক্‌ লাইব্রেরী, এসোসিয়েসন, থিয়েটার, গার্ডন, কলেজ, ডিস্পেন্সারি, হসপিটেল, বাজার, ঘাট, ও মন্দির এই সমস্তেরই তথায় অভাব ছিল, কিন্তু একটি পঞ্চাত এই সব্‌ দুঃখকে মোচন করিয়া গ্রামবাসীদিগকে আনন্দ দিত।

চিন্তামনি সর্দ্দার এই পঞ্চাতের নায়ক হয়। সে দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট, অতিশয় কাল ও বলিষ্ঠ ছিল, রং আঁস্তাকুড়ের হাঁড়ি অপেক্ষা এক পোঁচ বেশী হয়, পায়ের ও হাতের গঠন এবড়ো খেবড়ো, কেঁচোর মত সমস্ত শির সজ্জিত, পেট কুকুরে খেয়ে গেছে, বুক বিশাল এমন কি মধ্যে নৌকাচলে, কাঁধ উয়ের ঢিপি, গলা মোটা, কিন্তু রেখা সমন্বিত, ঠোঁট উলটান ও পুরু, যেন কাফ্‌রি। চিনবাসীর মতন নাক খেবড়া ও চক্ষু গোল, কপাল বিস্তৃত যেন দার্শনিক, এবং কেশরীর কেশরের মত কেশ লম্বা, মোট কথা,—বিধাতা যেন নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তামনিকে গড়িয়াছেন।

চিন্তামনি সর্দ্দার বনে শিকার করিয়া দিন কাটাইত, এবং রাত্রিতে কাত্‌লা মারিয়া ও লুণ্ঠন করিয়া আনন্দে থাকিত। সে একদিন দাওয়ার উপর বসিয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে একজন গ্রামবাসী আসিয়া নালিশ করিল, সর্দ্দার! কেলেবেটা আমার মেয়ের উপর বজ্জাতি করেছে, যখন সে বনের ভেত্‌র কাঠ্‌ আন্‌তে গেছল, তার মাথা নিতে হবে, আর তা নাহলে মুই এক কাঁড় দিব।

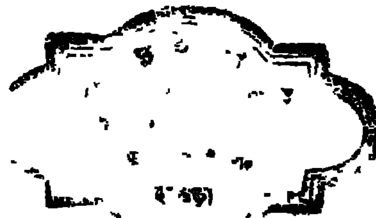
সর্দ্দার বলিল। তোর কিছু কর্‌তে হবে না, মুই সব কর্‌বো, তুই ঘরে যা, পরশু আসিস্‌, ভুলিস্‌নি। হরিয়া বাটিতে ফিরিয়া গেল।

চিন্তামনি একজনকে ডাকিয়া বলিল;—অরে, কেলেকে পরশু আস্‌তে বলিস্‌। সে হরিয়ার মেয়ের উপর কি করেছে?

সে উত্তর করিল। মুই কিছুই জানি না; মুই খবর দিইগে। এই বলিয়া সে খবর দিতে গেল।

চিন্তামনি সর্দ্দার নিজ চিন্তাতেই মগ্ন রহিল।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চাত।

চণ্ডালগ্রামের ভিতর পঞ্চাত কুটীরটী অন্য সব কুটীর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার মট্‌কা বহুদূর হইতে নজর হইত। সম্মুখের দেয়াল ষোড়শীদের দ্বারায় চিত্রিত না হইয়া, যুবক বৃন্দের দ্বারায় হইয়াছিল। বন্য পশু ও নানারকম অস্ত্রশস্ত্র দেয়ালে নানারংয়ে অঙ্কিত ছিল। মট্‌কাতে ও কিনারাতে অন্য কুটীর অপেক্ষা মাথার খুলি ও ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র বেশী ছিল। চিন্তামনি সর্দ্দার ও আর চারিজন সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে অনেক লোক জমীয়াত হইল। বাদী ও প্রতিবাদী আসিল। পঞ্চাত কুটীরে এক্‌টুও স্থান ফাঁক রহিল না। কিন্তু কোন গোল্‌মাল্‌ নাই, ফুস্‌ফুস্‌ ও ইসারা ব্যতীত আর কিছুই শোনা ও দেখা যায় নাই। বৃদ্ধার ও বালিকার অভাব ছিল না। স্বভাব যেন দয়া করিয়া উহাদিগকে রামচন্দ্র সভার সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। নাইন্‌টীন্‌ত সেন্‌চুরির সভ্য বাঙ্গালী বাবুরা, বোধ হয়, এই রকম সভ্যতা বিবাহে, শ্রাদ্ধে, ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে দেখাইতে পারেন কিনা সন্দেহ।

চিন্তামনি সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল। হাঁরে কেলে, তুই হরিয়ার মেয়ের উপর বজ্জাতি করেছিস্‌, যখন সে বনে কাঠ্‌ আন্‌তে গেছ্‌ল?

কেলে উত্তর দিল। সর্দ্দার! যখন তাকে বনের ভিতর দেখলুম, তখন মনের ভেতরটা কেমন কব্‌লো। অমনি আর সইতে না পেরে

ধরলুম্, সেওত কিছু বল্‌লে না। তা সর্দ্দার, মুই বিয়ে কর্‌বো। হরিয়ার মেয়ে কি বলে, সে বিয়ে কর্‌তে রাজী আছে ?

চিন্তামনি সর্দ্দার। শ্যামকি ! তুই কেলেকে বিয়ে কর্‌বি, তোর বয়স কত ?

শ্যামকী বলিল। হাঁ সর্দ্দার, আমি কেলেকে বিয়ে কর্‌বো, আমার বয়স চার্ গণ্ডা।

চিন্তামনি সর্দ্দার। হাঁরে হরিয়া, তোর মেয়ে কেলের সঙ্গে নিজে নচ্‌পচে হয়েছে, তোর মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে রাজী আছে, তোর মেয়ে ডাগর হয়েছে, তুই কি বলিস্ ?

হরিয়া বলিল। কেলে আমায় না বলে, কেন এমন কাণ্ডটা কর্‌লে ? আমায় কতলোক কত কথা বল্‌চে, তা সর্দ্দার, কেলেকে সাজা দিতে হবে।

চিন্তামনি সর্দ্দার। কেলে তোর মেয়েকে ভাল বাসে, তোর মেয়েও কেলেকে ভালবাসে, তুই ও যে জাত কেলেও সে জাত, তোর মেয়েও কুচ্‌কুচে কাল, কেলেও কুচ্‌কুচে কাল, তোর মেয়েও ডাগর, কেলেও ডাগর, তোর মেয়ে কি জানে ?

হরিয়া উত্তর করিল। শ্যামকী সব্ জানে, জল আন্‌তে পারে, বন থেকে কাঠ্ আন্‌তে পারে, রাধ্‌তে পারে, শোর মার্‌তে পারে। সর্দ্দার ! শ্যামকীর কথা আর কি বল্‌বো, সেদিন যখন মুই মাঙ্গার মাঠে একটা কাত্‌লা মারলুম্, শ্যামকী মোর সাথে ছিল, সে অমনি পা ধরে টেনে নিয়ে এসে ফেল্‌লে। তখন কাত্‌লা হা করে বল্‌লে, জল, অমনি শ্যামকী একমুটো শুক্‌নো বালি মুখের ভিতর দিলে। কাত্‌লাও অমনি চিতিয়ে পড়্‌লো।

চিন্তামনি সর্দ্দার। তোর্ শ্যামকীতো খুব্ মেয়ে। তা কেলে তোকে না বলে তাকে বিয়ে করেচে, তার দরুন একটা শোর দিবে,

আর শ্যামকীর হিক্‌মতের দরুন চারটে দেবে। কেমনরে হরিয়া, ঠিক্‌ হয়েছে তো?

হরিয়া। সকল সর্দ্দারেরা যা বল্‌বে তাই হবে।

চারিজন সর্দ্দার বলিল। চিন্তামনি ভায়া যা করেছে, তা ঠিক্‌ হয়েছে।

কেলে ও শ্যামকীর পশ্চাত কুটীরের ভিতর বিবাহ হইল, এবং তৎপরে সকলে যে যার স্থানে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

চণ্ডালগ্রামের অন্তে এক শ্মশান। তিন চার ক্রোশ ব্যবধানের লোক ঐ শ্মশানে শবদাহ করিতে আসিত। শ্মশানটী অতি প্রাচীন, বহুদিন হইতে কিম্বদন্তী আছে যে, শ্মশানের নিকট যে এক মহাবট-বৃক্ষ আছে, উহাতে ভূত আঁছে। ভূতের উপদ্রবের দরুন দুই চারিজন কেহই রাত্রিকালে শবদাহ করিতে যাইত না। শ্মশানের মালিক এক বৃদ্ধ চণ্ডাল। প্রেমিকা ব্যতীত উহার আর অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না, ইহার কারণ প্রেমিকাকে পেমী বলিয়া ডাকিত। পেমী পুরুষের মত লম্বা চওড়া, রং ডিমার্টিন কালী অপেক্ষা কিছু উঁচু। পা রাবণ রাজার মতন, কিন্তু এঁকা বেঁকা শিরের খাতিরে আরও উৎকৃষ্ট ছিল। বাহু ও উরু শালবৃক্ষের মত লম্বা ও কঠিন, পেট নাঁদা, স্তন ধানের ছালা, বুক পাঞ্জাবি পালোয়ানের মতন বিশাল, কাঁধ বৃষের মত উচ্চ, গলা সিংহের মত মোটা। চিবুক বার করা, ঠোট উলটান, দাঁত মিশির দরুন দেহের রংকে ঝঁকু মেরেছে। নাক ছোট, চোক কুটুরেপেঁচা, কান বড় ও পুরু, ভিটে খাপার মাঠ, মাথা ছোট, কিন্তু কোঁকড়া কোঁকড়া ছোট ছোট চুলের কারণ অতি শোভা-যুক্তা। মোট কথা, জলধর ও জগদম্বা পেমীর কাছে বালক বালিকা। পেমীর বাসস্থান ও বড় ফ্যালনা নয়, সাম্‌নে অনেক শূকর গোঁদ্‌গোঁদ্‌ করে। দেয়ালের রং বেরংয়ের চিত্রের ভিতর থেকে সাদামানিক উকি মারে। মট্‌কা উড়ে গেছে। চালের

ভিতর দিয়া, লাল মানিক ঘরের ভিতরে যাইয়া খেলা করে। মড়ার খুলি, চিতা নিবাইবার কলসী, মড়ার খাট ও কেঁথা ঘরের আসবাব্ হয়। ঘরের দাওয়াতে বেহিসাবি রকমের মড়ার আধপোঁড়া কাষ্ঠ ছড়ান। বড় মজার কথা, এই কাষ্ঠই পেমীর বলির কাষ্ঠ হয়। বাপের বেশী বয়সের কারণ নিজেই ঘাটের কাজ করে, দান লইতে পেমীর মত আর কেহ প্রায় নাই, মড়ার উপর কথার খাঁড়ার ঘা দিতে খুব মজবুত। সময়ে সময়ে আবার মহাবটবৃক্ষের ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ভূত হয়। পেমীর গুণ অনেক, দয়া কাকে বলে তা স্বপ্নেও জানে না। মাঝে মাঝে সুবিধা পেলেই কাত্লা মেরে দিনগত পাপক্ষয় করে। পেমী রাতদিন পুরুষের সঙ্গে একত্রে বাস করে, কিন্তু কোন পুরুষকে খারাপ ভাবে দেখেনা। প্রেম কি তা পেমী কিছুই জানে না। যদিও পূর্ণ যৌবনা তথাচ ইন্দ্রিয়ের কোন উদ্রেক নাই, নিজ ব্যবসাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে দিন কাটায়।

পেমীর বাসস্থানের নিকট একটী শ্মশানেশ্বরের মন্দির আছে, প্রতিদিন পেমী শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালে এবং ফুলের সুবিধা পাইলেই আকন্দ, ঘেঁটু ও চাঁপা দিয়া সাজাইয়া থাকে। যে দিন ঘাটে বেশী লাভ হয়, কিম্বা কাত্লা মেরে পয়সা বেশী পায় সেদিন শ্মশানেশ্বরের মাথায় আরও বেশী জল ঢালে।

পেমীর পিতা একদিন জিজ্ঞাসা করিল—পেমি! আজ কাল ঘাটে কেমন লাভ হচ্ছে?

পেমী বলিল। বাবা, আজ কাল বড় কম্ হচ্ছে, কিন্তু আজ দুইদিন ধরে কিছুই নাই।

পিতা। কাত্লা ব্যবসা কেমন চল্ছে?

পেমী। পরশুদিন একজন পথ ভুলে শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে পড়েছিল। আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে, অমুক পথ কোন্দিকে?

আমি ঐইদিক দেখাইয়া দিলাম। সে শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে চল্লো; আমিও তার পিছনে পিছনে চল্লাম। সে যেমন মন্দির ঘুরে শ্মশানেশ্বরের সামনে গড করলে, আমি অমনি সুবিধা পেয়ে চেপে ধরলুম্। কিন্তু বাবা, সে একটু পুরুষের মত ছিল; সেই দরুন ঝপ্‌টা ঝাপ্‌টি করতে হয়েছিল। একটুক্ষণের পর তাকে নীচে আনে গলা চেপে মেরে ফেল্লুম্। তার যা কিছু ছিল, সব নিলুম্, কিন্তু দু'পয়সার বেশী ছিল না। আমি তার ঘাড় কেটে শ্মশানেশ্বরের মাথায় রক্ত দিয়ে চলে এলুম্।

পিতা। বেশ, বেশ। তুই আজ সকলকে ডেকে কোদাল পূজা কর্‌গে, তা হলেই অনেক পয়সা পাবি।

পেমী আর সব মুর্দ্দারফরাসকে ডেকে কোদাল-পূজা করিতে লাগিল।

পেমী তার পরদিন রাত্রি নয়টার পর মহাবটবৃক্ষের ডালে দুইপা ঝুলাইয়া বসে নিজের চিন্তা করিতেছে,—এমন সময়ে "শিবনাম সত্য" এই আওয়াজ শুনিতে পাইয়া পেমীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। পেমী মনে করিল—আজ কিছু হবে, কি করে ইহাদের ভয় দেখান যায়, এই চিন্তা করিয়া পেমী আর দুইটী ডাল দুই হাতে ধরিয়া ভয়ানক আওয়াজ করিতে ও ডাল নাড়িতে লাগিল। যত পাখী গাছে ছিল প্রায় সব, যে যার রব করিতে করিতে বাসা ছাড়িতে লাগিল। যাহারা মড়া কাঁধে করিয়া আনিতেছিল, তাহারা সংস্কারের কারণ যত মহাবটবৃক্ষের নিকট হইতে লাগিল, ততই ভয়ে মানসিক তেজ হারাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পা লাগালাগি ও পা জড়াজড়ি সুরু হইল। চিন্তামনি সর্দ্দার ব্যতীত সকলেই পাঁচ বৎসরের বালক হইল। চিন্তামনি উহাদিগকে বলিতে লাগিল,—ভয় কি, মুই আগে আছি, যদি কিছু হয় তো মোর হবে। ভূত

কোথায়—ভূত বেটা কিছু করে তো মুই ধরবো। খুব জোরে নাম ডাকো। সকলে ভরসা করিয়া খুব জোরে "শিবনাম সত্য" হাঁকিতে লাগিল। সংস্কারের ক্ষমতা—কি অদ্ভুত। যাহারা পূর্ব্বদিন অন্ধকারে তেপান্তর্ মাঠে একলা ভয়ানক—ভয়ানক, অমানুসিক ও অসাহসিক কার্য্য করিয়াছে, অদ্য তাহাদের কণ্ঠ ভূতের নামে—ক্রমে ক্রমে রোধ হইয়া আসিতেছে। যতই মহাবটবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই কাষ্ঠের পুত্তলিকাবৎ হইল। চারিধারে পাখী রব করাতে ও মহাবটবৃক্ষের ডাল নড়াতে, উহাদের আরও ভয় বাড়িতে লাগিল। এমন কি গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকিতে দুই একটী পড়িল ও অপর কেহ কেহ পিছনে হাঁটিল। হঠাৎ পেমী গাছের উপর থেকে মহাচীৎকার করিয়া লম্ফ দিল। বাকী সকলে ওইগো বলিয়া মূর্চ্ছা—

কাঁধের মড়াও মাটীসাথ হইল, কিন্তু চিন্তামনি সর্দ্দার ভূত ধরিল। উভয়ের কিছুক্ষণ ঝাপ্টাঝাপ্টির পর চিন্তামনি ভূতকে নীচে আনিল। চিন্তামনির মর্দ্দনে ও গর্জ্জনে ভূত অস্থির। ভূতের অনেক অনুনয় ও বিনয়ের পর, চিন্তামনি বলিল;—দেখ, তুই মেয়ে-মানুষ, তাই তুই বেঁচে গেলি। তুই কে? আর তুই কি দিবি বল্?

সে উত্তর দিল। আমি পেমী। আমার বাবা ঘাটের কর্ত্তা। আমি একটা শোর দিব, আর মড়া পোড়াবার ঘাটের দান্ লব না।

চিন্তামনি। এক কলসী হাঁড়ুয়া দিবি বল? মুই চিন্তামনি সর্দ্দার, তা না হলে মেরে ফেল্‌বো।

পেমী বলিল,—তাই হবে।

চিন্তামনি পেমীকে এক কলসী জল আনিবার হুকুম করিল। পেমী গা-টা ঝেড়ে জল আনিতে গেল। চিন্তামনি উহাদের নিকট

যাইয়া দেখিল—তুই চারিজন কম, আর যাহারা আছে, তাহারা সকলেই মড়ার সঙ্গে মড়ার মতন পড়ে আছে। এমন সময় পেমী চিন্তামনির হাতে জলের কলসী দিল।

চিন্তামনি পেমীকে বলিল,—পেমি! চণ্ডালগ্রামে হরিয়ার কাছে গিয়ে জেনে আয় যে, অমুক অমুক লোক গ্রামে আছে কি না। আর বলিস্ যে, অপর সকলে ভাল আছে, কোনও ভয় নাই, আর কারও আসবার দরকার নাই।

পেমী চণ্ডালগ্রামের দিকে ধাইল।

চিন্তামনি সর্দ্দার উহার বন্ধুদিগকে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গ করিল। মূর্চ্ছাভঙ্গেও ভয় যায় না। অনেক রকমে চিন্তামনির পরিচয় পাইবার পর উহাদের ধড়ে প্রাণ আসিল। চিন্তামনি উহাদিগকে যত্ন করিতেছে, এমন সময়ে পেমী আসিয়া বলিল,—উহারা সকলে গ্রামে আছে। হরিয়া ও অন্য সব আসিবার দরুন অনেক বলিল, কিন্তু আমি তোমার কথাপ্রমাণ বলাতে আর আসিল না।

চিন্তামনি পেমীকে বলিল,—মড়াটাকে তুলে বাঁধ। পেমী তাহাই করিল। চিন্তামনি সর্দ্দার ও পেমী মড়া ঘাড়ে করিয়া চলিতে লাগিল।

চিন্তামনি অপর সকলকে বলিল,—তোরা সব পিছনে পিছনে আয়, তারাও তাহাই করিল।

কিছুক্ষণের পর শ্মশানে পঁহুছিল। শ্মশানবাসীরা পেমীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। তাড়াতাড়ি মড়া উহাদের ঘাড় হইতে নামাইতে যাইল; কিন্তু পেমী ও চিন্তামনি মড়া কাঁধ হইতে ঝট্‌পট্‌ নামাইল।

পেমী হুকুম করিল,—তোরা শীঘ্র চিতা সাজাইয়া শেষ করে দে।

দানের কথা কিছু বলিস্‌নি, আমি আস্‌চি। এই বলিয়া পেমী নিজের কুটীরের দিকে চলিল।

চিন্তামনি সর্দ্দার ও অন্য সকলে শ্মশানে বসিল। মুর্দ্দারফরাসেরা চিতার যোগাড় করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের পর পেমী একটা শোর ও একটী কলসী হাঁড়ুয়া নিয়া উপস্থিত হইল।

তার পর পেমী বলিল,—আমি যা দিব বলেছিলুম, তা এই নাও।

চিন্তামনি। পেমি! শীঘ্র চিতায় মড়া তুলে দিয়ে আগুন দে, তারপর আয় হাঁড়ুয়া খাবি। ওরে পেমি! একটা পাত্র নিয়ে আয়, তা না হলে কি হবে।

পেমী। আমি নিয়ে আস্‌চি। পেমী মুর্দ্দফরাসদের হুকুম করিল, ওরে, তোরা দেরি করছিস কেন? শীঘ্র শেষ কর। এই বলিয়া পেমী পুনরায় নিজের কুটীরের দিকে চলিল। মুর্দ্দারফরাসেরা আধপোড়া বাঁশ ও ধক্কে, যেখানে যা পেলে তাহাই লইয়া চিতা সাজাইয়া, চিতার উপর মড়া তুলিল। তাহার পর উহারা চিন্তামনিকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে ভাই, কে মুখে আগুন দিবে, এস।

চিন্তামনি অমুককে বলিল,—ওহে চল, আগুন দিয়ে আসি। তারপর হাঁড়ুয়া খাওয়া যাবে, আর শোর ঝল্‌সান যাবে। অমুক চিন্তামনির সঙ্গে যাইয়া আগুন দিল।

মুর্দ্দারফরাসেরা উহাদিগকে বলিল। তোরা যখন পেমীর মিতা, তখন আমাদেরও মিতা। তোরা বস্‌গে, তোদের কিছুই কর্ত্তে হবে না, আমরা সবই করবো। উহারা বসিতে আসিতেছে এমন সময় পেমী আসিয়া মড়ার খুলি দিল।

চিন্তামনি। পেমি! হাঁড়ুয়া খাবি আয়। পেমী ও অন্য

সকলে আইয়া বসিল। চিন্তামনি সকলকে হাঁড়ুয়া দিতে সুরু করিল।

চিতার আলোতে প্রথম চিন্তামনি পেমীকে দেখিল। পেমীও চিন্তামনিকে প্রথম দেখিল। ইহা পরস্পরের কি দেখা,—তাহা খালি চিন্তামনি আর পেমী জানে।

পুরুষকার, যুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান কিছুই জানে না। যে মজেছে, সেই মজেছে এবং সেই জেনেছে। যে মজেনি, সে মজেনি এবং সে জানেনি। সকলে সমস্ত রাত্ আনন্দের লহর চালাইয়া দিল। চিন্তামনি ও পেমী যে যখন চক্ষু খুলিল, সে তখন পরস্পরকে দেখিল। আর অন্য সকলে দিনমনিকে দেখিল।

চিন্তামনি বলিল,—ওরে তুই এক পাত্র হাঁড়ুয়া খেয়ে, ডোবায় নেয়ে, চল বাড়ী যাওয়া যাগ।

সকলে বলিল,—হ্যাঁ ভাই, কিন্তু ভাই তুই কাল্‌কের ভূতের কথা কিছু ঘরে গিয়ে বলিস্‌নে।

চিন্তামনি। দূর পাগল, ও কথা কি বল্‌তে আছে। তা হলে সব্ ভুর্ ভেঙ্গে যাবে। আয় সকলে খাই।

সকলকার ভিতর হাঁড়ুয়া চলিতে লাগিল, নানারঙ্ তামাসাও চলিল। সকলেই পেমীর গুণ গাইতে লাগিল। পেমী নীরব থাকিয়া খালি উহাদেব সেবা কবিতে থাকিল। তুই এক ঘন্টার পর চিন্তামনি বলিল,—ওহে ভাই, চল ডোবায় নেয়ে ঘর যাওয়া যাক। কালকে সে বেটারা ভেগে গেছে—সে বেটারা বাটী গিয়ে কতকথা বলেছে, আর সকলে কত কি মনে করেছে। তা আর দেরি করা ভাল নয়, চল শীঘ্র নেয়ে যাওয়া যাক্।

সকলে ডোবায় স্নান করিতে যাইল। পেমীও পিছনে পিছনে চলিল। পেমীর দৃষ্টি খালি চিন্তামনির উপর রহিল। যে পেমীর হৃদয়

পাষাণের অপেক্ষা পাষাণ ছিল, আজ দ্রবের অপেক্ষাও দ্রব হইল। এই অদ্ভুত লীলা খালি লীলাময় বুঝিতে পারেন।

চিন্তামনি ও অন্য সকলে স্নানান্তে পেমীর নিকট আসিল, এবং পেমীকে চিন্তামনি হাসিতে হাসিতে বলিল। পেমি! মোরা সকলে আসি, আবার কেহ মর্‌লে দেখা কর্‌বো।

পেমীর চক্ষু হইতে বারি ঝর্ ঝর্ ঝরিতে লাগিল, এবং কর্‌ কর্‌ করিতে লাগিল হিয়া। পেমীর কণ্ঠরোধ হইল, কথা সরিল না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই রহিল না।

চিন্তামনি। অরে পাগ্‌লি! তুই কাঁদিস কেন? তোর মন কেমন করছে। ঘরে গেলে ভাল হবে, মোরা চল্লুম, এই বলিয়া উহারা গ্রামাভিমুখে চলিল। পেমী চিন্তামনির উপর নজর রাখিল যতদূর নজর চলিল, যখন নজর বন্ধ হইল, তখন হতাশ হইয়া নিজ কুটীরাভিমুখে ধাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নদেরচাঁদ, ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ, বোক্‌চাঁদ।

নদেরচাঁদ। কিহে ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! এতদিন কোথায় ছিলে, অনেকদিনের পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো, ভাল আছত?

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। ভাল আছি বই কি, তা না হলে কি করে হেথা এলুম, টোলে ও দেশভ্রমণে অনেক দিন গেল। তুমি ভাল আছ?

নদেরচাঁদ। তোমাদের সকলের কৃপায় বেঁচে আছি। তুমি অষ্টাদশবিদ্যা শিখেছ, সমস্ত পৃথিবী দেখেছ, তবেত তুমি খুব বড়লোক হয়েছ। কিন্তু ভাই, বোক্‌চাঁদটা সেই রকমই আছে। আমি কত বলি যে, চিরকাল এই রকম করে কাল কাটাবি, একটু ভাল হও, আর্ বাঁচবিই বা কতদিন, বোক্‌চাঁদ হা হা করে হেসে রঙ্‌তামাসা করে উড়িয়ে দেয়। তা ভাই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, এইবার জোঁকের মুখে নুণ পড়েছে। কিন্তু, সে ছিনে জোঁক কিছুতেই ছাড়ে না, যা বল অমনি মিঠে মিঠে ঠোনা দেয়। বোক্‌চাঁদ, নিমকহারাম নয়, এই গুণটা তার বড়, এইজন্যে সকলেই ভালবাসে। বোক্‌চাঁদ হাসিয়ে হাসিয়ে পেটের নাড়িভুড়ি ছিড়ে ফেলে। বোক্‌চাঁদ বড়লোকের বৈঠকখানায় বড় উত্তম সাজ হয়।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। তুমি যা বল্লে সমস্তই ভাল, যখন সে নিমক্‌-হারাম্ নয়। আচ্ছা ভাই বোক্‌চাঁদের কিছুই বদল হয় নাই—এ বড় আশ্চর্য্য কথা। বয়সে সমস্তই বদল হয়। আমি যখন অধ্যাপকের

নিকট পাঠ্যাভ্যাস করিতাম, একদিন অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন,—দেখ ভুড়্ভুড়িচাঁদ, কাল সকলকার চেয়ে বড়, কারণ কাল হয় অনন্ত, কালেতে সমস্ত জিনিষকে বদল করে ফেলে। কালের সঙ্গে যুঝিয়া কেহ কালকে পরাস্ত করিতে পারে না। কালের আকার নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, কাল নিরবচ্ছিন্ন অজানিত রহিয়াছে, ইহার কারণ কালকে অজানিত বলে। অধ্যাপক মহাশয় আরও বলিলেন,—"কালের আর এক নাম—শিব, আবার কেহ কেহ মহেশ্বরও বলে। আমরা যে কালকে সূর্যের দ্বারায় ঠিক্ করিয়া লইয়াছি, উহা কল্পিত। যথা,—কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বর্ষ, ও যুগ। বাঘের ছেলে বাঘ বই মানুষ হয় না। সং থেকে অসং আসে না। সমস্ত জগৎ কল্পিত বই আর কিছুই নয়। অসভ্য জগতে দিন রাত ব্যতীত কালকে নিরূপণ করিবার আর কিছুই নাই। সভ্য জগতে—কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বর্ষ ও যুগ আছে। জাগ্রত অবস্থাতে সংস্কারের কারণ কালকে কত বড় বোধ হয়, চিন্তাতে কত কম বোধ হয়, গাঢ়চিন্তাতে আরও কম, স্বপ্নেতে আরও কম; সুষুপ্তিতে কিছুই নাই। এক দেহের ভিতর অবস্থাভেদে কালের নিরূপণই কত রকম দেখ। অতএব কালের ঠিক্ নাই, যদি ঠিক্ না রহিল,—তাহা হইলে আমরা যাহা ঠিক্ করি, তাহাও সব্ অঠিক্ রহিল। আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহাও যদি অঠিক্ হইল,—তবে কেননা অঠিকে অঠিকে বন্ধু হইবে? অবশ্যই হইবে। কাল অনন্ত,—কাল হইতে যাহা, তাহাও অনন্ত; অতএব সমস্ত জগৎও অনন্ত।" বোরুচাঁদের যে কিছুই বদল হয় নাই, এটা যে কি, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। দেখ,—আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম,—কিন্তু কোনও দেশ কোনও দেশের সহিত এক দেখিলাম না। দেশ-ভেদে সমস্ততেই প্রভেদ দেখিলাম।

নদেরচাঁদ। তুমি যে কি বল্‌লে তা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি খুব বিদ্বান্ হয়েছ। বেশ—বেশ, কি বদল—বদল, কাল—কাল বল্‌লে, সাটে বুঝিলাম যে, তুমি বোক্চাঁদের বয়সের বদল কি বল্‌লে।

বোক্চাঁদকে যা দেখে গিয়াছিলে, বোক্চাঁদ তা নাই। পাঁচ বৎসরের ছেলে—বিশ বৎসরের হলে কি তাই থাকে? তা নয়। বোকচাঁদ আগে যেমন রঙ্-তামাসা কর্‌তো, এখন বুড়ো হয়েও তাই করে। আমি তাই বলেছিলাম যে, বোক্চাঁদ সেই রকমই আছে।

ভুড্ভুড়ি হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল,—তাই বলো, আমি ভাই মনে করেছিলাম যে, বোক্চাঁদ বুঝি এক রকমই আছে, আমার মাথা ঘুরে গিয়াছিল।

নদেরচাঁদ। আমার মাথাও বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। তোমার বিদ্যা দেখে হিংসা হয়। যদি আমিও তোমার সঙ্গে যেতুম্, তা হলে আজ কি আনন্দ হতো, তুমি যা সব্ এখন বলিলে, সব্ বুঝিতে পারিতুম।

ভুড্ভুড়িচাঁদ। তুমি বেশ আছ, ঘরে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে সুখ করে ভাত খাচ্ছ, এর চেয়ে সুখ কি আর বেশী আছে? আমাদের মত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কেন? মরে যাবে, আমরা এত কষ্ট সহ্য করে বিদ্বান্ হয়ে এসেও, তোমার মত বসে পায়ের উপর পা দিয়ে আহার যোগাতে পারি না। বসে আহার করা মহাপুণ্যের কার্য্য। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা না হইলে, বিনা পরিশ্রমে আহার হয় না। তোমার উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা আছে, তাই তুমি সকলকার চেয়ে বড়। তোমার লেখাপড়া শিখে কি হবে? যা বাপ দাদা রেখে গেছেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তাতে আবার ছেলে নাই। আচ্ছা

নদেরচাঁদ। কেন তুমি ছেলে হবার জন্য বাটীতে পুরাণপাঠ করাও না ?

নদেরচাঁদ। আমি সব্ করেছি, কিছুই হয় না।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। বোধ হয়, তুমি এক মনে কার্য্য কর নাই। আর যারা ব্রতী ছিল, তারাও উপযুক্ত নয়। আমার ইচ্ছা হয় যে, তোমার জন্যে কিছু করি, কিন্তু সমস্ত দ্রব্য যদি ঠিক্ করিতে পার। আর যাহারা আমার সঙ্গে থাকিবে, তাহারা যদি শুদ্ধাচারে থাকে, আর তুমি যদি অর্থের কৃপণতা না কর, তা হলে বোধ হয়, আমি নিশ্চয়ই সফল হইতে পারি।

নদেরচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। এমন সময়ে, গোকচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিহে ভুড্ভুড়িচাঁদ। এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলে ? এসেই বাপু, নদেরচাঁদকে জক্-সক্ করে ফেলেছ। কিহে নদেরচাঁদ। গুঁতো খেয়েই যে অস্থির হয়ে চুপ করে রইলে ? বাক সরে না যে ? ভুড্ভুড়িচাঁদ গোবা করে ফেল্লে নাকি ? ভাই ভুড্ভুড়িচাঁদ। কি ঔষধ শিখে এসেছিস্ আমায় একটু দেনা; আমার বড় উপকার হয়। অনেক গিধোড়ের কাছে যেতে হয়, তারা চীৎকার করে সব্ মাটী করে। তারা না জানে লেখাপড়া, না জানে রঙ্-তামাসা, না জানে ভোগ, তাদের চব্বিশ ঘণ্টাই শোক, কিন্তু অন্যকে দেখায় যে, তারা যেন নাড়ুগোপাল। তারা যদি মানুষ হতো, তাহলে কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হতো। তারা খুব্ ষাঁড়ের মতন গাঁ-গাঁ করে নাদ্তে পারে। তাদের গুণ আর কি বল্বো, পরের কুচ্ছ শুন্লে হাসির ধমকের চোটে রেলের গাড়ীর দম্ ঝক্ মেরে যায়। তাই বল্‌ছিলেম,—তুমি আমার ন্যাংটার ইয়ার, যদি কোথায় কিছু পেয়ে থাকো, দিলে আমার বড় উপকার হয়।

নদেরচাঁদ ! ভাই কিছু রাগ করোনা, তুমি তো জান যে আর সব্ গিধোড়, খালি তুমি ছাড়া।

নদেরচাঁদ। দেখ্‌লে ভুড়ভুড়িচাঁদ, আমি যা বলেছিলাম, ঠিক্ কিনা, রঙ্-তামাসা ছাড়া বোক্‌চাঁদ থাকে না।

বোক্‌চাঁদ। ভাই আমাদের বিষয়ও নাই, আশাও নাই, তার দরুন সোটাও নাই, খালি রঙ্-তামাসা নিয়ে থাকি। একটাতো মানুষকে নিয়ে থাক্‌তে হয়, তা না হলে যে, পাগল হয়ে যায়। আচ্ছা ভাই, নদেরচাঁদ। তুমি ঠিক্ বলো দেখি,—যখন তোমার বাবা ছিলো, তখন কত রঙ্-তামাসা কর্‌তে, কিন্তু কর্ত্তার মৃত্যুর পর থেকে এক রকম হয়ে গেছ কিনা তা হতেই পারে। নানাকার্য্য দেখতে হয়, নানাচিন্তা কর্‌তে হয়, কোথায় কি হলো না হলো সব্ খবর রাখ্‌তে হয়, এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই যে, দুই একটা আমোদ প্রমোদ কর। কিন্তু ভাই, তোমার মনটা সখের কি না ঠিক্ বল দেখি? আমিতো সব জানি।

নদেরচাঁদ চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া বলিল,—তুমি যা বল্‌লে, তা সব্ ঠিক। মনের ভিতর সব্ হামাগুড়ি দেয়, কিন্তু কি করি, সব্ দিক্ বজায় রাখ্‌তে হবেতো। দেখনা, বাবা মরে যাওয়াতে, আমার লেখাপড়াও সব্ শেষ হলো।

বোক্‌চাঁদ। তাইতো বলি নদেরচাঁদ, আমাদের মতন লোকের অনেক বাপ থাকা উচিত, কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা। একজন মর্‌লে আর একজন অমনি প্লেস্ নিলে, তা নাহলে কি রঙ্-তামাসা হয়, লেখাপড়া হয়, এ কিনা বিষয় বিষয় করে জীবনটা গেল, ওর চেয়ে ভিখারীর ছেলে হওয়া ভাল। দেখ না, আমি রঙ্-তামাসা নিয়ে থাকি, খাই দাই রগড় করে বেড়াই, কোন ভাবনা নাই, কোন চিন্তাও নাই। তবে ভুড়ভুড়িচাঁদ কেমন আছ, তা বলো?

ভুড়ভুড়িচাঁদ। তোমায় অনেকদিনের পর দেখে বড় খুসী হইলাম। আমি ভাই অনেকদিন অনেক টোলে থেকে, অনেক

লেখাপড়া শিখে অনেক দেশ বেড়াইয়া আসিলাম। কিন্তু ভাই, ছেলেবেলার ইয়ারের কাছে যে আমোদ পাওয়া যায়, তা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

দেখনা, আমি দেশে আসিয়াই অগ্রে তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। এতক্ষণ নদেরচাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলাম। তুমি আসাতে আরও ভাল হলো। তোমার ছেলে হয়েছে, না নদেরচাঁদের মতন ?

বোকচাঁদ। আমার পয়সা নাই যে, হোমযাগ ক'রে ছেলে হবে। তিনি ইচ্ছা করিলেই সব্ হয়। গরিবের সহায় তিনি। বাপ দাদারা দেখে শুনে নাম ঠিক্ রাখে, তুমি টোলে পড়ে বিদ্বান্ হবে, দেশ দেশান্তরে যাবে, এইটী যেন বাপ দাদারা জেনে তোমার নাম ভুড়্ভুড়িচাঁদ রেখেছিলেন। আমি বোকা কোথাও যাব না, তাঁরা জেনে যেন ঠিক্ বোকচাঁদ নাম রেখেছেন। তা ভাই বুকনি শিখেছত, তা হলেই বেশ চল্‌বে। টিকী রেখেছ ? ওটা হজ্মী-গুলি, ওটা নাহলে কিছুই হয় না। তা বেশ বেশ।

নদেরচাঁদ। ভুড়্ভুড়িচাঁদ এতক্ষণ কত কি বল্‌লে। ভুড্-ভুড়িচাঁদ খুব্ লেখাপড়া শিখে এসেছে, তা ভাই আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেম না। কি কাল—কাল, আরও কত কি বল্‌লে।

বোকচাঁদ। বুঝেছি, বুকনিতেই জড়সড়, তবুও খাতা খুলে নাই।

নদেরচাঁদ। তোমার আর ফাজলামি চল্‌বে না। এইবার জোঁকের মুখে নুণ পড়্‌বে।

বোকচাঁদ। আর নুণ দিতে হবে না, আপনিই গুটিয়ে গুটিয়ে গেছে। বাপ দাদাদেরতো বিষয় পায়নি যে, খোদার খাসি হবো, আর মোল্লারা খুব্ মজা করে খেয়ে পুত্নবক থেকে উদ্ধার কর্‌বে। পেটের দায়েতেই অস্থির। আমার লেখাপড়াতে কাজ নাই,

পয়সাতেও কাজ নাই। এই দুটাতেই মাথা খারাপ করে। একটা বাক্-চাতুরিতে মজা লোটে, আর একটা গিধোড় পয়সা হয়ে মজা দেয়। বোকা আছি ভাল, আজকের আজ বুঝিলাম, কালকের কাল বুঝিলাম, তাহলেই রোজের রোজ বুঝিলাম। আমার মাথা ঘামিয়ে কাল বুঝে কাজ নাই, কালেতেই কালে খায়, আগিয়ে গেলে রাজা হয়, পিছনে গেলে বাঘে খায়। বুকনিতে কাজ নাই, যা দেখলুম, তাই করলুম, মোটামুটি ভালরে বাপু। আজ মাছের ঝোল, কাল ভাটা চর্চ্চড়ী।

নদেরচাঁদ। বোক্চাঁদ। ভুড্ভুড়িচাঁদ কি বলে শুন না। অহে ভুড়্ভুড়িচাঁদ! তুমি যে কাল—কাল কি বল্লে। আর একবার বোক্চাঁদকে বলো না।

ভুড্ভুড়িচাঁদ। কালের আকার নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, কালকে পরাস্ত করিতে কেহ পারে না। কালকে অজানিত বলে, সূর্য্যের দ্বারায় যে কালকে ঠিক্ করা হয় তাহা কল্পিত। সমস্ত জগৎও কল্পিত হয়, খালি সংস্কারের কারণ নানারকম দেখি। কাল অনন্ত, কাল হইতে যাহা, তাহাও অনন্ত, ইহার কারণ সমস্ত জগৎ ও অনন্ত হয়।

বোক্চাঁদ। তুমি যা বল্লে সবই ঠিক। তবে কি জান ভুড়্ভুড়িচাঁদ, পুকুরে যা ভুড়্ভুড়ি কাটে সেও যা, আর পুকুরটাও তা। তা বেশ বেশ।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ রাগান্বিত হইয়া বলিল,—বোক্চাদ, তুমি বোকা তাই বুঝিতে পারিলে না। ভুড়্ভুড়িটা কোথায় কাটিতেছে, পুকুরে, না আর কোথাও? যদি পুকুরে হয়, তবে সব এক নয়।

বোক্চাঁদ। যদি সব এক, তবে কেন তুমি কার্য্য কর। কেন তুমি আমায় বোকা বল, সূর্য্যের দ্বারায় যে কাল ঠিক করা হয়, তাহা

কেন কাল্পনিক বল, এবং সমস্ত জগৎকে কেন কাল্পনিক বল। কাল অনন্ত, কাল হইতে যাহা, তাহাও অনন্ত, ইহার কারণ সমস্ত জগৎ অনন্ত হয়। এইটি ঠিক বলেছো, কিন্তু ঠিক ধরতে না পেরে মাঝে মাঝে ভুড়্ভুড়ি কাট্‌ছো। এই জগৎ যদি কাল্পনিক হইল, তাহলে তুমি যা বল্‌ছো, তাহা কেন না কাল্পনিক হয়, যখন তুমি জগৎ ছাড়া নও। ভাষা শিখিলে হবে না, তলিয়ে দেখ—ভিতরে কি আছে; এক বোকা পাঁঠা ভাল, তা নয়ত বৃহস্পতি ভাল; মাঝামাঝি বড় সর্ব্বনাশ।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তুই কিছুই জানিস্‌নি, তুই নিজে বোকা পাঁঠা, তোর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। বোকুচাঁদও যা আর ভুড়্ভুড়িচাঁদও তা। আহা কি বিদ্যাবুদ্ধি। তবে কি করে জগৎ উৎপত্তি হয়, শুন,—

প্রথমে পুরুষ, যাহা অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয়। পুরুষ, কাল ও শিব, আর যে যাহা বল, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রকৃতিকে পুরুষের মত জানিবে, কারণ ইহার কিছুই নিরাকরণ করিবার নাই; ইহাকেই প্রকৃতিতত্ত্ব বলে। ইহা হইতে মহতত্ত্ব, মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কার হইতে একাদশটি বৈকারিকতত্ত্ব। যথা ঃ—আকাশ, মরুত, তেজ, অপ, ক্ষিতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ও মন, এই চতুর্দ্দশতত্ত্ব হয়। চতুর্ব্বিংশতি করিতে হইলে, আরও দশটী যোগ করিতে হয়। যথা ঃ—কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, পাদ, পাণি, লিঙ্গ, গুহ্য এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব একের পর এক হইয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দশতত্ত্বতেই সমস্ত চলে, আর দশটী অপর দশটীর প্রকাশক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন কি পঞ্চভূত ও মন এই ছয়টি তত্ত্ব বলিলেও চলে।

বোকুচাঁদ। তুমি যা বল্‌লে সব ঠিক, কিন্তু ধরতে ছুঁতে নাই। আই-মার-গল্পের মত শুনতে ভাল, কার্য্যে কিছুই নাই। কোন্‌টার পর কোন্‌টা ইহা কিছুই নিরাকরণ করিবার উপায় নাই,

খালি মহাজনের কথা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যদি কেহ বিপরীত বলে, তাহাও ঠিক করিবার উপায় নাই, যখন দুই জনের অবস্থাই সমান হয়, কারণ কেহই দেখাইতে পারিবে না। যাহার কর্তার পুঁটকি বেশী থাকিবে সেই জয়লাভ করিবে।

সৃষ্টির সময় কেহই ছিল না যে, সৃষ্টির কথা বলিবে, এবং তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন নাই যে, অপরে জানিবে। মহাজনেরা দূরদর্শী ছিলেন, বর্ত্তমান দেখিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ ঠিক করিতেন। আজ কালকার গাঁজাখোরের ফলিত জ্যোতিষ নয়। যাহা বর্ত্তমানে হয়, তাহা অতীতে হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবে, কারণ নূতন কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহাই আছে, যাহা নাই, তাহা কোনকালেই নাই। মহাজনেরা স্থূল থেকে মাথা ঘামাইয়া বাক্যের কেল্লা তৈয়ার করে সূক্ষ্মে গেছে, আর কিছুই নয়, কিন্তু কেল্লা এমন তৈয়ার করেছে যে, বাহিরের শত্রু কেল্লা ভেঙ্গে ভিতরে যাবে তার পথটা নাই। ইচ্ছা কর, নূতন বাক্যের কেল্লা তৈয়ার কর। এই রকম অনেকেই তৈয়ার করেছে,—কিন্তু কেহ কাহারও ভাঙ্গিবার উপায় নাই, কারণ সকলেই সমান এবং সকলেই স্বস্ব প্রধান হয়। কেল্লার ভিতরে যাহারা ফৌজ থাকে, তাহারাই গোলমাল করে, কিন্তু কেল্লার ভিতরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ঠিক থাকে, বাহিরে আসিলেই সর্ব্বনাশ হয়, কারণ যে যার কেল্লার বাহিরে আসিলে অন্যের কেল্লা দেখিয়া নিজের কেল্লার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ফৌজে ফৌজে লড়াই বাঁধে। যদি ঠুকঠাক হইল, তবে হাত পা ভাঙ্গিয়া যে যার নিজের কেল্লার ভিতর ঢুকিল। আর যদি খুব বেশী হইল, উভয়ের কর্ত্তা আসিয়া সন্ধি করিল। তাঁহার মহিমা কি অদ্ভুত হয়, কারণ কোন কালে দুই কর্ত্তায় একত্রিত হয় নাই। একের পতন, অপরের উত্থান, এই বিধি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ভুড়্ভুড়িচাঁদ! আমরা বোকা ও

মূর্খ, মোটামুটি বুঝি, বাক-চাতুরী শিখি নাই, বুক্নি মুখস্থ করি নাই যে, প্রকৃতি-তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব একাদশটি বৈকারিক-তত্ত্ব কিম্বা চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বুঝিব। সাদাসিদে লোক সাদাসিদে বুঝি।

মুটে মজুর পেটের জন্যই অস্থির, আর মায়ার জন্যই মায়াতে কেঁদে মরি।

ভুড্ভুড়িচাঁদ। তুমি মোটামুটি কি বুঝ, বল দেখি ?

বোক্চাঁদ। প্রকৃতি পুরুষের কিছুই ঠিক করিবার উপায় নাই, ইহারা যে কে, এবং কোথা থেকে আসে, এবং ইহাদের কর্ত্তা কে, কেহই কিছু বলিতে পারে না, খালি স্বয়ং না বলিলে চলে না, কিন্তু যখন স্বয়ং এইটী বিশ্বাস করিবে, তখন সমস্তই বুঝান যাইতে পারিবেক।

একটী স্থান ঠিক না করিলে দিক নির্ণয় হয় না, যেমন সূর্য্যদেব না থাকিলে দিক নির্ণয় হইত না। মনে কর,—ক, খ, গ, নামক তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে; কএর পূর্ব্বদিকে খ বসিয়াছে, গ, খএর পূর্ব্বদিকে বসিলে, খ, গএর পশ্চিমদিক হইল। যেটী পূর্ব্ব ছিল, সেইটীই পশ্চিম হইল। অতএব দেখ, একটী স্থান ঠিক না করিলে দিক নির্ণয় হয় না, ফলতঃ প্রকৃত দিক কিছুই নাই।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০, বিশ্বাস না করিলে অঙ্কবিদ্যা হয় না। একের পিছনে কি আছে বলিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ইহা বলিয়া (১) পরের পর অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি যাহা, তাহা অস্থিতপঞ্চম নয়, কারণ নয়টী ফিগার ও একটী জিরো লইয়া জগতে অঙ্কবিদ্যা চলিতেছে। যদি একের (১) পিছনে কিছুই নাই বলিয়া, একের (১) পরেও কিছুই নাই বল, তাহাহইলে আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই নয়, ইহাই প্রমাণিত হইল।

একের (১) পর যতশূন্য বসাইবে ততই সংখ্যা বাড়িবে যথা ঃ—

১০০০০ দশ হাজার। কিন্তু এক পুঁছিয়া দিলে, তাহা (০০০০) শূন্যময় হয়, তদ্রূপ গোড়ায় একটী না ধরিলে সমস্ত শূন্যময় হয়। এক হইতে আনিলে পূর্ব্ববৎ দর্শন বলে। যথা,—এক, দুই, দশহাজার ইত্যাদি অর্থাৎ "এ-প্রায়রী।" আর পর হইতে একে আসিলে পরবৎ দর্শন বলে। যথা—দশ হাজার, দুই, এক অর্থাৎ "এপোষ্টিরিয়ারি"। এই দুইটী পথ ব্যতীত জগতে তৃতীয় পথ নাই। হিমালয় পর্ব্বতকে মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া চূর্ণকরা যদিও কালে সম্ভবপর হইতে পারে, তথাচ প্রকৃত পুরুষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। গোড়ার অস্তিত্বকে যদি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্বের বিশ্বাস কি? যদি তোমার অস্তিত্ব ঠিক হইল না, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিবে, কহিবে ও তর্ক করিবে, তাহাও ঠিক নয়। প্রকৃতি পুরুষের উপর উহা যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেমনহে ভুড়ভুড়িচাঁদ?

ভুড়ভুড়িচাঁদ। দেখ নদেরচাঁদ। বোক্‌চাঁদ যা সব বল্‌লে বড়ই ঠিক। আমরাও কোন পুস্তকে প্রকৃতি পুরুষের কর্ত্তা কে, কোথাও পাই নাই, সকল পুস্তকে স্বয়ং বা স্বয়ম্ভু বলে। তাহলে বিশ্বাস ব্যতীততো গতিই নাই। বোক্‌চাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান অতি উচ্চ হয়। আমি অনেক দার্শনিকের সঙ্গে এই সব বিষয়ে কথা কহিয়াছি; কিন্তু এমন যুক্তিসিদ্ধ কথা কোথাও শুনি নাই।

নদেরচাঁদ। সাপের হাঁচি বেদেই জানে। আমরাতো বোক্‌-চাঁদের মত নিরেট গাধা দুইটী দেখ্‌তে পাই না। বোক্‌চাঁদের যদি আক্কেল বুদ্ধি থাক্‌বে তাহা হইলে বোক্‌চাঁদ কেননা পাব্‌লিকে মুভ করে, কেননা উহার নাম খবরের কাগজে উঠে। কেননা বাহিরে থেকে পয়সা রোজকার করে নিয়ে আস্‌তে পারে। আমাদের দেশে সকলেই জানে যে, বোক্‌চাঁদ একটা মহাবানর হয়। খালি রঙ্‌-তামাসা

করে বেড়ায়, আর ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু ভুড়্ভুড়িচাঁদ! বোক্‌চাঁদের বিশ্বাস অত্যন্ত বেশী, যদিও এত চালাক-দাস বাবাজী,—বিশ্বাসের দরুন মাটী হয়ে গেল। যাকে বিশ্বাস করবে, তাকে অবিশ্বাস কিছুতেই করবে না, ইহার দরুন অনেক ঠেকেছে, কিন্তু বোক্‌চাঁদের ভ্রূক্ষেপ নাই,—তাঁর কৃপায় আবার ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছে। এদেশে বিশ্বাসঘাতকতা অত্যন্ত বেশী, এই হেতু এদেশে কেহ প্রকৃত বড় হয় না। যাদের পেটে একখানা মুখে এক-খানা, তারাই এদেশে বড হয়। আইনবাজ একের (১) নং, ধনী—২নং, তার পরে পরে অন্য সব হয়। অন্যদেশে অসভ্যেরা মেরে ফেলে, কেডে বিকড়ে নেয়, কিন্তু আমাদের দেশে খালি আইন বাঁচিয়ে, জীয়ন্তেই সব লুটে পুটে নেয়। "ভাল মানুষের নির্ব্বংশ," এটা যা মেয়ে মানুষে বলে, তা ঠিক্।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তুমি লোকের প্রকৃত বোঝ না। কেহ এক পয়সাতে ভিড়বিড়িয়ে বেডায়, কেহ কোটি টাকাতে ঘরে গাধা হয়ে চুপ করে থাকে, কিন্তু বোক্‌চাঁদের যা মাথা ওমাথা কখনই চুপ করে থাকবার নয়। যদি তুমি বাঁচ, আর বোক্‌চাঁদও বেঁচে থাকে, দেখ্‌বে বোক্‌চাঁদ একবার ওলট-পালট করবে। কিন্তু বোক্‌চাঁদের একটা মহাদোষ হয়েছে; যা দিয়ে লোক বড় হয়, সেই ভুড়ই সকলকার কাছে ভেঙ্গে দিচ্ছে, কেহই ভুড় ভাঙ্গে না; সকলকে গাধা রেখে নিজে বড় হয়। কিন্তু বোক্‌চাঁদ সকলকে সেয়ানা করে দিচ্ছে, এই বিপরীত পথের দরুন কতদূর কৃতকার্য্য হবে সন্দেহ। যে দেশে যে রকম বিধি, সে দেশে সে রকম ব্যবস্থা না করিলে বড় হয় না। বোক্‌চাঁদ সব জানে, কিন্তু প্রকৃতির দরুন কিছুই করিতে পারিতেছে না। তা নন্দেরচাঁদ, ও সব বাজেকথা এখন যাক্। বোক্‌চাঁদ! আরশয় মোটা কি রকম বুঝেছ, বল দেখি।

বোকচাঁদ। মনে কর, হর ও গৌরী নামে দুই ব্যক্তি আছে। একটি পুরুষমানুষ ও অপরটি মেয়েমানুষ, যদি হরের ও গৌরীর মা বাপ, কে জিজ্ঞাসা কর; তাহলে গোলমাল হবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতি-পুরুষের উপর উঠিবে না, এবং তুমিও স্বীকার করিয়াছ যে, প্রকৃতি-পুরুষের কর্ত্তা কে, ইহা পুস্তকে বলে নাই, খালি বিশ্বাসই এই স্থলের মীমাংসা হয়।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। প্রকৃতি-পুরুষের কর্ত্তা কে, তাহা কেহ জানে না, ইহার কারণ বিশ্বাস ব্যতীত উপায় নাই, কিন্তু আমরা সকলে দেখিতেছি যে, পিতামাতা ব্যতীত সন্তান-সন্ততি হয় না, তাহলে কেননা উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জিজ্ঞাসা করিতে পারিব।

বোকচাঁদ। জিজ্ঞাসা করিলে তারপর তারপর করিয়া অনন্ত-কাল ঘুরিবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটা ঠিক না ধরিলে সবই অঠিক হয়। আরও দেখ, তুমি বল দেখি, ভ্রূণ জানিতে পারে যে অমুক আমার পিতামাতা।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। না।

বোকচাঁদ। তবে কেন ওকথা জিজ্ঞাসা কর।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। বড় হইলে জানিতে পারে যে, অমুক আমার পিতামাতা।

বোকচাঁদ। বড় হইলে জানিতে পারে যে, অমুক আমার পিতামাতা, কিন্তু সে না হইতে পারে, তথাচ তাহাদিগকে পিতা মাতা বলিবে কি না?

ভুড়ভুড়িচাঁদ। অবশ্য।

বোকচাঁদ। যেমন ভ্রূণ জানিল না যে, কে তার পিতা মাতা, এবং বড় হইয়াও প্রকৃত পিতামাতাকেও পিতামাতা বলিল না, বিবাহের পিতামাতা যে, তাহাকেই পিতামাতা বলিল। কিন্তু একটী

ঠিক যে, বিনা পিতামাতাতে সে জন্মগ্রহণ করে নাই। এইটাই সে দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া, ঠিক জানিল। বিনা প্রকৃতি-পুরুষ এই জগৎ নয়, ইহা ঠিক হইল। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষ না বলিয়া সম্প্রদায় অনুসারে যে যাহা বল, তাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বিবাহের পিতামাতাকে যেমন মাতাপিতা বলিতে হয়, সে জন্ম দিগ্ আর না দিগ্, তেমনি সম্প্রদায় অনুসারে পিতামাতা বলা উচিত। অন্য সম্প্রদায়ের পিতামাতাকে পিতামাতা বলা উচিত নয়?

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। অবশ্য।

বোরুচাঁদ। বলিলে কি হয়?

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। সমাজে বেশ্যাপুত্র বলে।

বোরুচাঁদ। তবে কাহারও উচিত নয় যে, নিজ সম্প্রদায়ের প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের প্রকৃতি-পুরুষকে মাতাপিতা বলা।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। না।

বোরুচাঁদ। সকলকার গোড়া যে এক, ইহা জানিতে পারিলে এবং বিনা মাতা পিতা জন্ম হয় না, ইহাও যে ঠিক, ইহাও জানিতে পারিলে। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থাতে জানিতে পারে না, বড় হইয়া জানিতে পারে। সেই রকম দেখিয়া, শুনিয়া ও পড়িয়া, জ্ঞানী হইলে জানিতে পারে যে, এই জগৎ প্রকৃতি-পুরুষ হইতে হয়। মহাজনেরা মোটা দর্শন দিয়া মাথা ঘামাইয়া সূক্ষ্ম দর্শনে যায়। প্রতিদিন মানবের জন্ম, স্থিতি, ও মৃত্যু দেখিয়া, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ঠিক করিয়াছেন। যেমন প্রত্যেক প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রধানত্ব আছে বলিয়া, একেবারে সব মরে না, যে যার জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু ভোগ করে, তেমনি সমস্ত জগতের নাশ এক সঙ্গে হয় না, ইহার কারণ প্রলয়ে প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে থাকে কিন্তু ইচ্ছা হইলেই পুনঃ ব্যক্ত হয়।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তারপর।

বোক্‌চাঁদ। হর ইচ্ছা করিল যে, আমি বহু হইব, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করিব। গৌরীও ইচ্ছা করিল, আমি ধারণ করিব। গৌরীর উদরে শৃঙ্গার পরশে ঋতুর সংযোগে জীব জন্ম হরের ঔরসে। প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়, তারপরে কর্ম্মেন্দ্রিয়, তারপর চৈতন্য। একাদশতত্ত্ব আর কিছুই নয়, একাদশ মাস ব্যতীত। সপ্তমমাসে জীব উদরে পূর্ণাবস্থা পায়, কিন্তু দশমাস হইতে একাদশ মাসের ভিতর ভূমিষ্ঠ হয়। হরগৌরী প্রকৃতিতত্ত্ব, আমি বহু হইব ও সঙ্গম—মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব। আকাশ, মরুত, তেজ, অপ্, ক্ষিতি, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা। পঞ্চভূতের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গুণ এক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মন—চৈতন্য। বিসর্গ, শিল্প, গতি, উক্তি, কর্ম্ম। গুহ্য, লিঙ্গ, পানি, পাদ, বাক এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটী কই।

বোক্‌চাঁদ। বায়ু, পিত্ত ও কফ।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। আচ্ছা, তিনি আদিতে জলে শয়ন করে থাকেন, তোমার তা কই?

বোক্‌চাঁদ। কেন গর্ভোদক।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তা হলো যদি—তা হলে ধরা ও মেরু ও জঙ্গল কই?

বোক্‌চাঁদ। জরায়ু, মেরুদণ্ড ও শরীরের চুল।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। সমস্ত জগৎতো প্রকৃতির অনুগ্রহে আছে, ভ্রূণ কার অনুগ্রহে থাকে?

বোক্‌চাঁদ। মা গৌরীর অনুগ্রহে, তাঁর রসে বাড়ে দিনে দিনে।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। মার রস সে পায় কি করে?

বোক্‌চাঁদ। নাভির নাড়ীর সহিত মায়ের সংযোগ হেতু, ইহার কারণ, সন্তানসন্ততি ভূমিষ্ঠ হইলে শীঘ্র নাড়ীচ্ছেদন নিষেধ। যদি মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়, মায়ের রক্ত সঞ্চালনের দ্বারায় অনেকস্থলে জীবিত হয়, কিন্তু নাড়ীচ্ছেদ করিলে আর উপায় থাকে না। আবার যদি মা মৃতবৎ হয়, শীঘ্র নাড়ীচ্ছেদন বিধেয়, তা নাহলে মায়ের মৃত্যুতে শিশুর মৃত্যু সম্ভবপর।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। নাড়ীচ্ছেদনের পর আর মাতা ও শিশুর পরস্পর সম্পর্ক নাই।

বোক্‌চাঁদ। না, যদি থাকিত তাহা হইলে মায়ের মৃত্যুতে শিশুর মৃত্যু হইত, মায়ের ব্যারামে শিশু রোগগ্রস্ত হইত, মায়ের অন্নাভাবে শিশুর অন্নাভাব হইত। মায়ের হোঁচট লাগিলে শিশুর লাগিত কিন্তু শিশুর অবস্থাতে ও মায়ের অবস্থাতে পরস্পর আক্রান্ত হয় না। প্রকৃতি পুরুষ হইতে একবার স্খলিত হইলে, আর এক মোটাতে থাকে না। সূক্ষ্মে চিরকালই আছে। সমস্ত এক বলা পাগলামি বই আর কিছুই নয়।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। শিশু জন্মিবামাত্রই কেন অন্ন চায়।

বোক্‌চাঁদ। অন্ন হইতে জন্মিয়াছে, ইহার কারণ অন্ন চায়।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। কি করে অন্ন হইতে জন্মিল, তুমি বল দেখি ?

বোক্‌চাঁদ। সূর্য্য রশ্মিরদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া, জলকে মেঘরূপে পরিণত করে। মরুত তাহা স্বভাবসিদ্ধ গুণে ভগ্ন করে। ক্ষিতি স্বধর্ম্মগুণে গ্রহণ করে, চন্দ্র রশ্মিরূপে অকাতরে রসদান করে, এইরূপে অন্ন প্রস্তুত হয়। অন্ন জন্তুর জীবন ধারণ ও বীজের কারণ হয়। বীজ যোনিক্ষেত্রে ভূত উৎপাদন করে।

নবেরচাঁদ। ওহে ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! তুমি আজ অনেক বোক্‌চাঁদকে বকিয়েছ। আজ থাক, আর একদিন হবে।

বোক্‌চাঁদ। হওয়া হওয়ির পালা হয়ে গেছে, এখন লওয়া লওয়ির পালা পড়েছে। ভুড়ভুড়িচাঁদ! হজমীগুলি দিয়ে, আর বেওয়ারিশ গেরুয়া কাপড় পরে, নাবালক নাবালিকাদের মর্ত্তে থেকে আর স্বর্গে পাঠিও না। তারা গোবেচারা, তা না হলে রোজ অবতার পড়ে, আর ভাঙ্গে। দেখনা,—মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, কুটুম্ব ও প্রতিবাসীকে অন্ন না দিয়ে ন্যাসন্যাল্‌ রিফর্ম'র ও গ্রেটম্যান হচ্ছে। তুমি ভাষা শিখেছ, সেইজন্যেই বল্‌ছি। কি জানি, তুমি না অবতার হও। ভাসা নাবালক ও নাবালিকাদের গুরু হওয়া আশ্চর্য্য কি? যখন তারা এটা বুঝে না যে, গুরু আমাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠা কড়ি, কিম্বা বাপ দাদার সঞ্চিত কড়ি নিয়ে মজা লোটে, আর তারা হেলায় সেই পয়সা দিয়ে পদসেবা করে। বোধ হয়, তাদের জন্মই পদসেবা করিবার জন্যে। তা না হলে, হাজার বল, কিছুতেই হেলে না ও দোলে না। গাধা সব কর্‌তে পারে, খালি ভাতের কাঠিটি বইতে পারে না। ভুড়ভুড়ি! যদি তোমার বেতের ভয় থাকে, তা হলে কিছুদিনের জন্যে আর এ মজা লুট না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। বেতের ভয় কি বোক্‌চাদ?

বোক্‌চাঁদ। তুমি জান না। তবে আই-ম্যার গল্প বলি শুন·

একজন যমের ঘর থেকে ফি[illegible]

জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—কি[illegible]

কি করে?

সাম্‌নে যমদ[illegible]

উল্‌টাচ্চে

গোবেচার[illegible]

কথাতে চলে, সমাজের অনিষ্ট করেছে, আর নিজে ভাষা শিখে খুব বাহাদুরী নিয়েছে।

যমরাজ বলিল,—দেখ চিত্রগুপ্ত! তুমি যা বল্‌লে তা ঠিক; কিন্তু মানুষতো—পশু নয়তো। আবার ভাষাতে বাহাদুরী নিয়েছে—তা কোষে ওকে পাঁচবেত দাও, তা হলেই বাহাদুরী টের পাওয়া যাবে। দুই চারি ঘা বেত পড়্‌তেই আমি সইতে না পেরে, বল্‌লুম,—ধর্ম্ম অবতার! আমি কিছুই জানি না, অমুক লোকটা আমায় ভুলিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা করেছে। আমি ভাষা জান্‌তুম, কিন্তু আমি ভাসা ছিলুম।

যমরাজ বলিল,—কে তোর সর্ব্বনাশ করেছে?

গোবেচারা বলিল,—"ন্যাসন্যাল রিফর্ম্মার"—গ্রেটম্যান—অবতার।

যমরাজ রেগে চিত্রগুপ্তকে বলিল,—বলাও ওস্কো। তৎক্ষণাৎ পিছমোড়া করে বেঁধে রুলের গুতো দিতে দিতে নিয়ে এলো। অমনি যমরাজ আমায় জিজ্ঞাসা কবিল,—কিরে এই লোক তোকে মজিয়েছিল।

গোবেচারা বলিল—আজ্ঞা হাঁ।

অমনি সপাসপ বেত পড়্‌তে লাগ্‌লো, আর সে বাপরে—
...ন্ত লাগ্‌লো। এমন সময়ে
...ব দাঁড়িয়ে আছি—
...মরাজকে বলিতে
...মূর্খ কিন্তু
...গবা চালায়
...ণ। আর

যমরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করিল—কিরে, তুই আগে পুণ্য না পাপভোগ কর্‌বি ? তোর সবই পাপ, কিন্তু শেষে একটু পুণ্য আছে। তোর যা ইচ্ছে তাই বল।

সে বলিল,—যখন সবই পাপ, তখন আগে পুণ্যভোগ কর্‌বো।

যমরাজ বলিল,—চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তোর হুকুমে এঁড়ে রহিল, তুই যা বল্‌বি, ও তাই কর্‌বে।

সে যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি যা বল্‌বো আমার এঁড়ে তাই কর্‌বে ?

যমরাজ বলিল—হাঁ, তুই যা বল্‌বি তোর এঁড়ে তাই কর্‌বে। এমন সময়ে এঁড়ে সিং নেড়ে নেড়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

যমরাজ বলিল,—এই তোর এঁড়ে, তোর যা ইচ্ছে তাই কর। সেই লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, এঁড়েকে হুকুম করিল,—এঁড়ে, দে দুই সিং দুজনার মার্গে। এঁড়ে যেমনি ধাইল, যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত ভোঁ ভোঁ দৌড়্ দিল, এঁড়েও পিছনে পিছনে দৌড়িল। লোকটা এর মধ্যে ঝট্ করে যমরাজের সিংহাসনে বসিল। বসিয়াই হুকুম বাহির করিল—যত কয়েদী আছে, বেকসুর খালাস। বেকসুর খালাস!! বেকসুর খালাস!!!

"তাই আমি যমের ঘর থেকে ফিরে এলুম।"

দেখ ভুড়্ভুড়িচাঁদ। একটাতেই সপাসপ্, যতজনকে মজাবে, ততই সপাসপ্ বাড়্‌বে। তাই বলি ও সবে যেও না, পুরাতন বাপ দাদাদের যা আছে, তাই রেখে পেটের কাজটা করে লও। মাথার কাণ্ডো দেখ্‌লে, মাথা থাকিলে সদাই সুখ।

নদেরচাঁদ। আর ফাজলামি করে কাজ নাই, চল বাড়ী যাই।

সকলে বাড়ী যাইল—নদেরচাঁদও অবসর লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরিরাম ও শিবরাম।

হরিরাম। বর্ণ ও আশ্রম কি ?

শিবরাম। তুমি জান না, বর্ণ ও আশ্রম কি ? তবে বলি শুন,— আগে ভারতবর্ষে খালি কালবর্ণ ছিল এবং উহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না, জঙ্গলে পশুবধ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, চাষ কি তাহা জানিত না। কিছুকাল এইরকম করিবার পর, উহারা জঙ্গলে আগুন দিয়া বীজ ছড়াইতে শিখিল। যখন দেখিল,— প্রচুর শস্য হয়, তখন এই কার্য্য স্থরু করিল। জঙ্গল পুড়িয়া অতিশয় উৎকৃষ্ট সার হয়, দুই তিন বৎসর বিনা-পরিশ্রমে খুব ফসল পাওয়া যায়। আবার দুই তিন বৎসর পতিত রাখিলে, বরাবর সমান ফলে, ইহার কারণ জঙ্গলবাসীরা একস্থানে বাস করে না। যখন লোক বেশী হইল, তখন উহাদিগের ভিতর যে বলিষ্ঠ হইল, সেই সর্দ্দার হইল। এই সর্দ্দার সভ্য হইলেই রাজা বলিয়া কথিত হয়। ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল এবং উহার সহিত অস্ত্রশস্ত্রও বাড়িল। অন্যের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দুর্গ হইতে লাগিল। শীতাদি প্রতিকার করিবার নিমিত্ত গৃহাদি হইল। কিছুকালের পর জীবিকানির্ব্বাহের কারণ কৃষি ও বাণিজ্য চলিল। বেনের পুত্র পৃথু হইতে পৃথিবী কর্ষণ স্থরু হইল, এবং ইহা তিনি প্রভু হরের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচলে বেনের প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হী প্রথম প্রাচীনবর্ষ নামে নগর স্থাপন করেন

এবং এই নগরবাসীরাই জগতে বিন্ধ্যাচলবাসী বলিয়া কথিত হইত। সমুদ্রবাসীদের সঙ্গে ইহাদের বিবাহ হইত। প্রাচীনবর্ষবাসীরা বহুকাল বিন্ধ্যাচলে রাজ্য করিয়াছিল, কতদিন ইহা নিরাকরণ করা যায় না। উহাদের সময় মৃতদেহ দাহ করিত না, মাটীতে পুতিয়া ফেলিত, কিন্তু অবস্থা খারাপ থাকিলে ফেলিয়া দিত। প্রভু হর আসিয়া দাহকার্য্য সুরু করেন, এবং তিনি দক্ষরাজার কন্যা গৌরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হর ও কশ্যপ এক কি না ইহা সন্দেহ। পূর্ব্বের গৌরীনদী ইদানীম্ অক্সাস্ বলিয়া কথিত হয়। কশ্যপ কাশ্মীর স্থাপন করেন, এবং তিনি শ্বেত বর্ণের পুরুষ ছিলেন। কাশ্মীর হিমালয়ের অন্তর্গত হয়, সপ্তর্ষির ভিতর একজন কশ্যপ হন। যথা,—কশ্যপ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু।

মরীচির পুত্র কশ্যপ হন, আবার কোন পুস্তকে কশ্যপের পুত্র মরীচি হয়। বংশের ও কার্য্যের গোলমালের দরুন কিছুই ঠিক করিবার পথ নাই, নানাপুস্তকে নানারকম কথিত হয়। প্রভু হর প্রথমে শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। মহর্ষি কপিল, তাঁহার মতকে সাংখ্যদর্শন লিখিয়া স্থাপন করেন। শিবদুর্গা একটী আইডিয়েল নাম বোধ হয়, যেমন প্রকৃতিপুরুষ। হরগৌরী হইতে এই আইডিয়েল নাম আসিয়াছে, কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, ইহা যুক্তির দ্বারায় ঠিক করা বোধ হয়, অযুক্তিকর নয়।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় শিবনামের জাহির আরও করেন এবং তাঁহার অবধূত গীতাই আদর্শস্বরূপ হয়। তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের গুরু ছিলেন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সগরের পিতা বাহুকে পরাস্ত করিলা রাজচক্রবর্ত্তী হন। তিনি পরশুরামের পিতাকে হত করিয়াছিলেন, ইহার কারণ, পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে ও অন্য ক্ষত্রিয়গণকে এত হত করিয়াছিলেন যে, উহাদিগের রক্ততে নদী হইয়াছিল, এবং তিনি ঐ রক্তনদী হইতে রক্ত

লইয়া পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যত দর্শন আছে,— সকল দর্শনের পূর্ব্ব সাংখ্যদর্শন হয়, এবং ইহার প্রণেতা মহর্ষি কপিলমুনি হন। প্রভু হরের নিকট হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠ গুপ্তনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং মহর্ষি বাল্মীকি যাহা যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

হরিরাম। তুমি কি নানাকথা বল্‌ছো, বর্ণ ও আশ্রম কি তাই বল না?

শিবরাম। একটা বল্‌তে গেলে দুই একটা পাগ্‌লামি কর্‌তে হয়। বর্ণ ও আশ্রম কি তা বলি শুন:—প্রথমে বর্ণ ও আশ্রম কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, ঐই বর্ণ ও ঐই আশ্রমব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শ্বেত ও লালবর্ণের আগমনে ভারতে তিনবর্ণ হয়, কিন্তু তিনের অর্থাৎ শ্বেতের, লালের ও কালার, রোহী ও অবরোহী সংযোগে নানাবর্ণ হইয়াছে।

হরিরাম। শ্বেতের কথা বলিয়াছ, কিন্তু লালের ত বল নাই।

শিবরাম। ইক্ষ্বাকু ও তাহার নয় ভাই, কিন্তু ইহারাও কশ্যপবংশ বলিয়া কথিত। কশ্যপের কন্যা সুমতীকে সগর বিবাহ করিয়াছিলেন। কতদূর সঙ্গতপর, ইহা তুমি ঠিক করিয়া লও।

হরিরাম। তারপর।

শিবরাম। তিনের রোহী ও অবরোহী খুব চলিল। যে গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্য করিত, সে গৃহী হইত, যে যোগাভ্যাস ও বিদ্যাভ্যাস করিত, সে মুণি ও ঋষি হইত। যখন লালেরা ভারতে রাজা হইলেন, তখন কালদের সহিত চলন্ কম ছিল। কালরা জবরদস্তি হেতু যখন সুবিধা পাইত, তখনই শ্বেত ও লাল মেয়েদের উপর অত্যাচার করিত। ক্রমে ক্রমে শ্বেত ও লালেদের এত বেশী প্রভুত্ব

হইল যে, কাল-পুরুষের দ্বারায় শ্বেতের ও লালের গর্ভে সন্তান জন্মিলে, উহা চণ্ডাল বলিয়া কথিত হইত। যখন বর্ণ ও আশ্রম ছিল না, তখন স্বগোত্রে ও যে বর্ণে খুসী বিবাহ হইত। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ (অর্থাৎ রামায়ণ—মহাভারত) পড়িলে জানিতে পারিবে। আরো পূর্ব্বে বিবাহই ছিল না। শ্বেতকেতু হইতে বিবাহপ্রথা প্রচলন হয়। শৌনক হইতে বর্ণ ঠিক হইল, যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আশ্রম ঠিক হইল। কখন কোনটী হইয়াছে, ইহা ঠিক বলিবার উপায় নাই, যখন সমস্ত পুস্তকে বর্ণ ও আশ্রম অনন্তকাল আছে বলিয়া কথিত হয়। ইহার উপর কলম চালান আর নিজের উপর দিয়া চারি ঘোড়ার গাড়ী চালান সমান হয়, যখন কোন পুস্তকে সন তারিখ নাই। গোড়া ধরিয়া কার্য্য চলে না। সামাজিক ব্যবহার ধরিয়া কার্য্য হয়। পূর্ব্বে কানীন, ক্ষেত্রজ ও পৌণ্ড্রপুত্র সমাজে চলিত, কিন্তু ইদানীং চলে না। পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বিষয় লইলে মাতামহের নাম লইত; কিন্তু আজকাল চলে না। বহুবিবাহ অর্থাৎ পলিগ্যামি ও পলিএণ্ড্রি চলিত, এখন পুরুষে চলিতেছে, কিন্তু মেয়ের পালা প্রায় শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এখন আলাহিদা আলাহিদা বর্ণ বলিয়া চলিতে হইবে, কারণ রেক্তার গাঁথুনি হইয়াছে, শীঘ্র কেহই ভাঙ্গিতে পারিবে না। আশ্রমের বড়ই গোলমাল হইয়াছে, কারণ এখন ইহার মা বাপ নাই। যে যে আশ্রম লইতে ইচ্ছা করে, সে সেই আশ্রম অনায়াসেই লইতে পারে। মূর্খে স্বামী হইতে পারে, কিন্তু হরিরাম, দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত বোম্বাই মূর্খ কেহ শ্বশুর হইতে পারিল না। শ্বশুর হইলেই স্বামীর দর্পচূর্ণ হয়। পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম নিয়মটা ভ্রষ্টরূপে চলিতেছে। দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যতি ও পরমহংস ইদানীং বড়ই প্রবল, যেমন ন্যায়রত্ন, বেদান্তবাগীশ, বিদ্যানিধি, তর্কালঙ্কার ইত্যাদি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রবল হয়। গৃহস্থের বাটীতে কোনও

কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণের আহ্বান হইলে, পত্র বিদায়ের সময় যেমন ব্রাহ্মণের নামের পিছনে একটা লম্বা চওড়া নাম পাওয়া যায় রসুইয়া ও মড়িপোড়া যেই হউক না কেন, তেমনি গেরুয়া পরিয়া ভিক্ষোপজীবি হইলেই চণ্ডাল হউক না কেন, একটা মর্‌কটের লেজ পাওয়া যায়। কিন্তু গেরুয়াওয়ালাদের আরও বাহাদুরী বেশী, পাছে মুখপোড়া বলিয়া কেহ ঘৃণা করে, ইহার কারণ নামের আদি, মধ্য ও অন্ত হইতে রহিত হয়। গেরুয়াওয়ালা আর এক, আজকাল প্রায় সমান হইয়াছে কারণ উহাদের আদি, অন্ত ও মধ্য পাইবার উপায় নাই। গোবেচারাও এক লাফে সমুদ্র পার হইবার দরুন অর্থাৎ সহজে মুক্তি পাইবার কারণ, গেরুয়াওয়ালাদের যথেষ্ট পূজা করে। দুই একজন যাহারা নরকে আছে, পঁচিশ বৎসরের ভিতর আর থাকে কি না, সন্দেহ। পেট চালাবার উপায় দিন দিন বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াছে। যতই অভাব বাড়িবে ততই গেরুয়া চলিবে। ধন্য নাইটিন্‌থ সেন্‌চুরি। পূর্ব্বে কোটী কোটী বৎসর ধ্যান করতঃ, জ্ঞানলাভ করতঃ, ভক্তি ও বিজ্ঞান অভ্যাসকরতঃ, দেহপাত করিলে যাহা করিতে পারিত না, আজ তোমার কৃপায় পেটের দায়ে গেরুয়া কাপড় পরিয়া বর্ণ ও আশ্রমের মুখে ছাই দিয়া—অনায়াসে তাহাই লাভ করিতেছে, এবং গোবেচারও উহাদিগের দর্শনলাভ করতঃ ও পায়ের ধূলি লইয়া স্বর্গে যাইতেছে। অতএব হে নাইটিন্‌থ সেন্‌চুরি! তুমি ধন্য।

হরিরাম। অসভ্যজগতে বর্ণ ও আশ্রম যেমন ছিল, বোধ হয় আবার বুঝি তাই হইল।

শিবরাম। হরিরাম! এটাতো ভালই হচ্ছে, সকলে এক হবে, এর চেয়ে আর কি ভাল আছে। হরিরাম! এক হলেতো ভাল, এক হয় কৈ? তারা যে বক্তা হয়, আর গোবেচারা যে শ্রোতা হয়। তারা যে পয়সা লয়, গোবেচারা যে পয়সা দেয়। তারা যে কাঁধে

চেপে যায়, গোবেচারা যে বাহক হয়। তারা যে গুরু হয়, গোবেচারা যে চেলা হয়! তারা যে নিত্য হয়, গোবেচারা যে অনিত্য হয়। দেখ, হরিরাম! গোবেচারারা এত বড় বুদ্ধিমান যে, তারা সব এক বল্‌ছে, তবে কেন আমি তার কথা শুনি। তারা সব অনিত্য বল্‌ছে, তবে কেন না আমি তাকে অনিত্য জ্ঞান করি, এবং অনিত্য হইতে যাহা আসে, কেন না আমি অনিত্য বলি। যে যাহা বলিবে, কেন না আমি অনিত্য বলিয়া ত্যাগ করি। এই মূর্খবুদ্ধি কই? হরিরাম! কোনও সময়ে এক গেরুয়াওয়ালা এক গোবেচারার কাছে বলে যে, আমি সোণা তৈয়ার করে দিব। গোবেচারা মনে করিল, সাক্ষাৎ ভগবান্ গেরুয়াধারী হইয়া আমাকে ধনী করিতে আসিল। গোবেচারা তাহাকে কি করিবে এবং কোথায় রাখিবে, ইহার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। গেরুয়াওয়ালা ঠিক বুঝিল, কারণ মাথা সাফ্ আরও দুই চারিটী গেরুয়া-লাইনের বুকনি ঝাড়িল,—গোবেচারা আরও মজিল। স্বামিজী, আপনার কি করিতে হইবে বলুন, এ আপনারই নফর, এই বলে আর পায়ের ধুলি মাথায় দেয়।

স্বামিজী বলিল,—পুত্র! তোমার কিছুই করিতে হইবে না। আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় কাল্‌কে আমি অনেক সোণা তৈয়ার করে দিব।

গোবেচারা অন্য কাহাকেও বলিল না, পাছে বকরা দিতে হয়, স্বামিজী সোণার বদলে শোনা দিয়ে গেল, যেমনি গেরুয়াওয়ালারা কাণের শোণা কাণে দিয়ে যায়। গোবেচারার এই মূর্খজ্ঞান এলোনা যে সোণা করিতে জানিবে, সে শুনে শুনে এত অজ্‌গলির ভিতর আসিবে কেন। তার অভাব কিসের, সে নিজে সব কর্‌তে পারে, এইজন্য হরিরাম বলি যে, উল্‌টে পাল্‌টে কাজ কি। যে গাধা সে সব রকমে গাধা, ঢেঁকির স্বর্গেতেও ধান ভাঁন্‌তে হয়।

হরিরাম। সমাজের বর্ণ ও আশ্রম তবে ঠিক ?

শিবরাম। ঠিক বই কি। খিচুড়ীর দরকার কিরে বাবা। বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনীর ভাল। আমি মূর্খ, অজ্ঞান ও গরীব ডাল ভাত খাই, রগড়ের কি ধার ধারি ?

হরিরাম। বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনী যাহা করে, তাহাইতো করা উচিত।

শিবরাম। "বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনী যাহা করে, তাহাইতো করা উচিত," এইটী জগতে কে না বল্‌বে ? কিন্তু বঙ্গদেশে যে বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনী হইল, সে আলাহিদা জন্তু হইল। বাপদাদার সঙ্গে কিছুই মিল রহিল না। বাপদাদাকে "ওল্ড ফুল" বলিয়া গণ্য করিল। অন্যদল করিল,—দলে দলে এত বেশী হইল যে, শেষে মাগ ভাতারেও এক দল রহিল না। বর্ণ ও আশ্রম রহিল না, খালি সরকার বাহাদুরের সিবিল ও ক্রিমিন্যাল আইন রহিল। এইটীর উপর কিছু করিবার উপায় নাই তাহা না হইলে রোজ নিজের স্বার্থের মতন আইন হইত। বঙ্গদেশে গাধা, গরীব ও মূর্খ ভাল, কারণ সে উড়িতে পারে না। কাজেকাজেই সাম্‌নে যা পায়, তাই ভাল বোধ করে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খায় ; কিন্তু হরিরাম। তাদের উপরও বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ও ধনী লেগেছে। কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশে থাকিতে বোধ হয়, কিছু করিতে পারিবে না। বলা যায় না, বঙ্গের মহিমা কি, বঙ্গমাতাই জানেন।

হরিরাম। তবে বঙ্গদেশে বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ও ধনীর কথা লইয়া চলা উচিত নয় ?

শিবরাম। কোনমতে নয়, বঙ্গদেশের বড়লোকেদের মতির ঠিক নাই, যে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কেহ বলিল,—মহাশয়। বঙ্গদেশের মহিলারা কল্‌লৎ না করিবার দরুন দেশের উন্নতি হইতেছে

না। অমনি বড়লোক তাহাই করিল। আবার কেহ বলিল,—মহাশয়! বলেন কি, স্ত্রীলোকে কসুলৎ করা অপেক্ষা জগতে নিন্দনীয় কি আর কিছু আছে, অমনি সেই বড়লোক তাহাই করিল। কেহ বলিল,—ডাল চচ্চড়ী ভাত ভাল, কেহ বলিল,—দুধ ভাত ভাল, কেহ বলিল,—মৎস্য ও মাংস ভাল, কেহ বলিল,—ত্রিসন্ধ্যা ভাল, কেহ বলিল এক ভাল, কেহ বলিল, হরিসভা ভাল, আপনাকে দুই হাত তুলিয়া একবার নাচিতে হইবে। বাপু, তুমি খুসি হও, তাহাই করিব, অর্থাৎ যে যাহাই বলিল, সে তাহাই করিল। বড়লোক ভাষা শিখিয়া রাজনীতিজ্ঞ হইয়াছে, কাহাকেও চটাতে চায় না খালি নাম জাহির করিতে চায়, আর সকলে কিসে ভাল বলিবে, ইহাই চায়। পলিসির দ্বারা নিজের ভাল করিতে গিয়া ঘরের সর্ব্বনাশ করিল, সেটী দেখিল না। পলিসি রাজার পক্ষে ভাল, পরদেশের লোকের উপর করা ভাল, ঘরে কিছুতেই ভাল নয়। ঘরে করিলেই সদ্ভাব থাকিবে না, দলাদলি বাড়িবে, ক্ষীণ হইবে, আর দুঃখ বাড়িবে।

হরিরাম। তবে কাহাদের মত লইয়া চলা উচিত।

শিববাম। বঙ্গদেশের গাধাদের ও দশহাত কাপড়ের ন্যাংটা স্ত্রীলোকদের, যদিও বঙ্গদেশে বর্ণের ও আশ্রমের গোলমাল হইয়াছে, তথাপি যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল উহাদিগের কৃপায় জানিবে।

হরিরাম। তবে উহাদিগের মতে চলা উচিত।

শিবরাম। হাঁ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব আচার ও শাক্ত আচার।

পুত্র। পিতঃ। বৈষ্ণব ও শাক্ত আচার কি ?

পিতা। পুত্র। বৈষ্ণব আচার ও শাক্ত আচার কি শুন ঃ— ভারতবর্ষে প্রথমে শৈবধর্ম্ম ছিল। শৈব ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম ছিল না, বহুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হয়, তার পর মুসলমান ধর্ম্ম, তারপর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়। শৈবের ভিতর পুর্ব্বে যিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন, তিনিই বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিতেন, আর যিনি গৃহে থাকিতেন, তিনি শাক্ত আচার গ্রহণ করিতেন। গৃহে থাকিয়া বনের ধর্ম্ম হয় না, কারণ নানা ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা, যদিও মন লইয়া কার্য্য, তথাচ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া মন ঠিক করা অতীব দুরূহ।

পুত্র। যদি মন লইয়া কার্য্য হইল, তবে কেননা গার্হস্থ্য আশ্রমে বৈষ্ণব হইতে পারিবে, যখন মন সঙ্গে আছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে যদি দেহ হইতে মন লোপ হইত, আর বানপ্রস্থে দেহে মন থাকিত তাহা হইলে অবশ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে হইতে পারিত না, কিন্তু যখন দেহে মন দুই আশ্রমেই আছে, তবে কেননা দুই আশ্রমেই হইতে পারিবে। যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে, পিতঃ। অনুগ্রহ করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করুন।

পিতা। পুত্র ! তুমি যাহা বলিলে কতকটা ঠিক্, কিন্তু কিছুতেই হইতে পারেনা ইহা কেহই বলিবে না। গৃহকে বন করিলে হইতে

পারে, কিন্তু পুত্র! গৃহকে বন করা কি কঠিন, বিবেচনা করিয়া দেখ। যদি কথাতে হইত, তাহা হইলে কোন বাধা থাকিত না। কথাতে খালি কথাতে থাকে, যথা কথকতা। কথাতে যাহা বলিব, কার্য্যেতে তাহা পরিণত করিব। রামচন্দ্র পিতাকে বলিয়াছিলেন, যে আমি চৌদ্দবৎসর বনেবাস করিব। রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র যদি বনে বাস না করিতেন, তাহা হইলে খালিকথাতে থাকিত কি না?

পুত্র। অবশ্য।

পিতা। দর্শন পড়িলে জানিবে, দার্শনিকেরা বন ও গৃহ কিছুই বলেন নাই, কিন্তু মনের অবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া গিয়াছেন। যদি সেই বিচার মুখস্থ করিয়া কথার লীলাকর, তাহা হইলে কার্য্য হইল না, খালি কথাতে রহিল কি না?

পুত্র। অবশ্য।

পিতা। দার্শনিকেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শুনিয়া, ও কার্য্যক্ষম গুরুর নিকট যাইয়া, কার্য্যে যদি পরিণত কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, বৈষ্ণবাচার গার্হস্থ্যাশ্রমে হয় না। গার্হস্থ্যাশ্রম খালি শাক্ত আচারীর পক্ষে আদরণীয়, আর বানপ্রস্থ খালি বৈষ্ণবের পক্ষে আদরণীয়। শাক্ত আচারীর পক্ষে পঞ্চমকার গ্রহণ বিধেয়, আর বৈষ্ণবের পঞ্চমকার বর্জ্জন বিধেয় হয়। পঞ্চমকার যথা,—মধু, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন। যদি গৃহী হইয়া শাক্ত আচার না করা হয়, তাহা হইলে সে প্রকৃত গৃহী নয়।

মধু, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচটী সকল গৃহীমাত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকে। মধু, মাংস, মৎস্য ব্যবহার না করিলে কামের উদ্রেক হয় না, কামের উদ্রেক অভাব হইলে মৈথুন ধর্ম্ম হয় না, মৈথুন না করিলে সন্তান হয় না, সন্তান না হইলে গৃহী হইল না।

কোন গৃহে সন্তানের লোপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বলিয়া সে যে গৃহী নয়; এইটি বিবেচনা করিওনা, কারণ গৃহী নিজের দোষে বাল্য কালে রেতের কুব্যবহারের দরুন সন্তানোৎপাদক শক্তির অভাব প্রাপ্তি হইয়াছে কিম্বা কোন কোন স্থানে পিতার দরুন ভ্রষ্ট রেতে জন্মিবার কারণ সন্তানোৎপাদক শক্তির অভাব পায়, যে প্রকারেই হউক গৃহীর সন্তান সন্ততি না থাকিলে গৃহ শোভা পায় না, এবং উহাকে গৃহ না বলিয়া শ্মশান বলা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকদের হিঁয়ালিটী ঠিক্। "প্রত্যূষে আঁটকুড়ার মুখ দেখিলে সর্ব্বনাশ হয়।" এই হিঁয়ালিটী বহুকাল হইতে সংসারে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, যতদিন আমি বহু হইব ও "Be fruitful and multiply" এই বেদবাক্য জগতে আসিয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিলেই মুদ্রার প্রয়োজন হয়, মুদ্রার প্রয়োজন হইলেই, পুরুষকারের প্রয়োজন হইল। যদি এই সব প্রয়োজন হইল, তাহা হইলে গৃহী পঞ্চমকার বর্জ্জিত হইল না, মায়াত্যাগ করিল না এবং পৃথিবীও অনিত্য হইল না। যদি বৈষ্ণবাচারের সব মূলমন্ত্র অভাব হইল, তাহা হইলে কি করিয়া গৃহী-বৈষ্ণব হইল ?

আরও দেখ,—গৃহীর পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধেয়,—পাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও পূজা। পাঠ অর্থে, গুপ্তবিদ্যা বুঝিবে না। নীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি বুঝিবে, অর্থাৎ যাহাতে সংসারে থাকিয়া গৃহ প্রতিপালন করিতে পারা যায়। হোম অর্থাৎ যাহাতে বায়ু পরিষ্কার হয়। গৃহস্থদের অতিথিসেবা আর কিছুই নয়, কেবল বৈষ্ণবাচারীদের সম্মানরক্ষা করা। বৈষ্ণবাচারীরা যখন মায়াত্যাগ করিতে শিখেন, তখন গ্রামে গ্রামে বেড়ান। তিনদিনের বেশী এক গ্রামে বাস করেন না, একটী পয়সা লন না, কোন বুজ্‌রুকী দেখান না, গৃহস্থকে বুকুনির দ্বারা স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া

দেন না, পঞ্চমকার সেবা করেন না, তিলক ও কণ্ঠীধারী হন না, কেবল গৈরিক, কম্বল কিম্বা অজিনধারী হইয়া বেড়ান, বেশীর ভাগ হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করেন।

তর্পণ,—পিতাকে জল দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। মৃত-পিতাকে জল দিলে অহোরাত্র মনে জাগরূক থাকিবে যে, আমি পিতার ঔরসে হইয়াছি এবং পিতা আমায় রাখিয়া গিয়াছেন, আমিও পিতা হইব এবং আমার পুত্র আমায় জল দিবে, অতএব আমার উচিত হয় পিতার পথ অনুসরণ করা। যিনি সমাজে অবতার বলিয়া কথিত হন, তাঁহার গৌরবান্বিত ক্রিয়ার পথ অনুসরণ করাকে পূজা বলে। যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া সমাজধর্ম্ম বন্ধন করিয়া দেন, এবং যাঁহার কৃপায় আমরা এই সংসারে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া অন্তে উত্তম গতিপ্রাপ্ত হই, এবং যিনি আমাদের হিতের দরুন এত কাণ্ড করেন, তাঁহার নাম স্মরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, না লইলে বরং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। পুত্র! বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচার, শৈবধর্ম্মের ভিতর দুইটী আচার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পুত্র। পিতঃ! শাক্ত আচার কি?

পিতা। পুত্র! শাক্ত আচার আর কিছুই নয়, যাহা সমাজধর্ম্ম।

পুত্র। সমাজধর্ম্ম কি?

পিতা। সমাজধর্ম্ম কি, আপাততঃ ইহা বলিবার উপায় নাই। যে সমাজে যে ধর্ম্ম আছে তাহা সেই সমাজের সমাজধর্ম্ম হয়। প্রভু মহম্মদ যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই মুসলমানদিগের ধর্ম্ম, এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম হয়। খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ও মুসলমানদিগের কোরাণ ধর্ম্মপুস্তক হয়। কিন্তু পুত্র! আমাদের কি পুস্তক, তাহা কিছুই নাই, যদিও অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু কোনটী সকলকার ধর্ম্মপুস্তক, ইহার কিছুই ঠিক্ নাই।

পুত্র। কেন ? বেদ বলিলেতো হইতে পারে।

পিতা। বেদ বলিলে হইত, যদি সকলে গ্রহণ করিত। বেদ চারিখানি আছে। কোনখানি কার, তার যখন ঠিক্ নাই, তখন কি করে বলিব। প্রথমে যজুর্ব্বেদ ছিল, যজুকে ভাঙ্গিয়া আর তিনখানি হইল, কিন্তু কোনখানি কে করিয়াছে, ইহা ঠিক করা যায় না, যখন বেদ সম্প্রদায় অনুসারে সম্প্রতি নিত্য বলিয়া কথিত হয়।

দ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে যাহার পর যাহা হইবে তাহাই সাজাইয়া ঠিক করিয়াছেন। ঋগ্বেদ তিনি পৈলকে দেন, যজুর্ব্বেদ বৈশম্পায়নকে, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্ত্রকে অথর্ব্ববেদ দেন। চারিটী বেদজ্ঞের চারিটী নাম হইল। যথা,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উৎগাতা, আর্থর্ব্বন এবং ইঁহাদিগের শিষ্য, প্রশিষ্য, শাখা ও প্রশাখা এত হইল যে, শেষকালে সব গোলমাল হইয়া গেল, কিন্তু প্রত্যেকটীতেই জ্ঞান, কর্ম্ম, ও বিজ্ঞানকাণ্ড রহিল। দ্বৈপায়ন ব্যাস সূতকে পুরাণ দেন। আজকাল পুরাণ ও জীমুতবাহনের দায়ভাগ ও রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবহার আছে, যদি ইহাকে সমাজধর্ম্ম পুস্তক বল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু চৌদ্দ আনা চলে না, খালি দায়ভাগ ঠিক আছে, কারণ দেশের রাজা ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কেহ নিজের মত করিলেও আদালতে গ্রাহ্য হয় না।

ইদানীং উপনিষদের ঢেউ বেশী হয়, কিন্তু সাটিয়ে গিয়াছিল, আবার পুনঃ বেদান্তের ঢেউয়ে বোধ হয় কিছুদিন গোড় পাতিবে। বেদান্তে যখন কর্ম্ম নাই, তখন ইহার কিছুই মর্ম্ম নাই। যাহার মর্ম্ম নাই, সে কখন সমাজের উপযুক্ত নয়। যদি দেশে রাজার আইন না থাকিত, তাহা হইলে সমাজবিপ্লবে মজা কত, একবার টের পাইত। দেশের রাজা ধনের ও শরীরের রক্ষা করিতেছেন, কথার ট্যাক্স ও খাজনা নাই, যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই সমাজে বলে ও

করে। দেখ পুত্র! যদি "মাগুর মাছের ঝোল, যুবতীর কোল, আর হরিহরি বোল," এই বচন না থাকিত, তাহা হইলে গৃহীর ভিতর বৈষ্ণবাচারও রহিত হইত। যাহারা নীচজাতি, ব্যবসাদার ও ভক্ত-বিটল, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া থাকে, কারণ বৈষ্ণব বলিলে সব এক হয়। একধার মারিতে, আর একধার উঠিল, অর্থাৎ ডোর কপীন, বহির্বাস, তিলক ও কণ্ঠীধারী বাড়িল। জাত হারালেই বৈষ্ণব একটা কথাইতো আছে।

পুত্র! আপাততঃ বৈষ্ণবদের পেট চালাইবার উপায় খুব সহজ হয়, কারণ নীচজাতি ও গরিব গৃহীর দ্বারে রাধাকৃষ্ণ বলিলে পেট চালাইতে পারে। ব্যবসাদার রাধাকৃষ্ণের ঝুলি লইয়া গদিতে বসিলে সকলে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিবে, এবং গদিদার সহজে নিজের কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে। কায়স্থ, বামুন ও ধনী, তিলক কিম্বা কণ্ঠীধারী হইলে, শিষ্যের ও প্রজার নিকট সম্মানলাভ করে এবং বাহিরে ও ভিতরে আদর পায়। সতের ভাণও ভাল, কিন্তু ভাণওয়ালা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে, ক্রমে ক্রমে সকলেই অসৎ হইয়া পড়িল এবং সমাজের দুর্দ্দশাবর্দ্ধন হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারীদের পথ এক। তিনই এক, একই তিন, খালি নামের ভেদমাত্র। একবারে তিন নাম হয় নাই। যে মহাত্মা যে সময়ে ত্যাগের পথ প্রচার করিয়াছেন, তিনিই অন্য একটী নাম দিয়াছেন। নানামুনির নানামত হয়। কিন্তু পুত্র! ভাল করিয়া দেখিলে সব মুনির একমত দেখিবে। সূক্ষ্মে দুই মত হইতে পারে না, কিন্তু স্থূলে বহুমত হইতে পারে। দর্শন ও ব্যাকরণ-প্রণেতার অনেক সংজ্ঞা আবশ্যক হয়, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি অন্যের সহিত বাক্যের মিল না থাকে, কিন্তু পুত্র! সকলের ফল এক হয়, যথা এক—আসন=একাসন, এই সন্ধি সাধিতে হইলে প্রত্যেক

প্রত্যেক ব্যাকরণের সূত্র অপর প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাকরণসূত্রের সহিত ভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু কোন ব্যাকরণের ফল একোসন হয় না, সকলেরই একাসন হয়। দর্শনেরও শেষফল এইরূপ জানিবে। কালের কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! যে বৈষ্ণবাচারী আসিলে রাজচক্রবর্ত্তী মস্তকের উপর স্থান দিতেন, আজ কিনা সেই বৈষ্ণব-বেশধারী দ্বারে দ্বারে পেটের জন্য লালায়িত হইয়া কুকুরের মত বেড়াইতেছে, ও শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছে।

কোনসময়ে রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির এক যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে একটী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়, তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর একটী উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ দেখিতে পান। তিনি মনে করিলেন, ইহার দ্বারায় আমার কার্য্যসিদ্ধি অনায়াসে হইবে, এই মনে করিয়া তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির মহাযজ্ঞ করিয়াছেন, তিনি অকাতরে ব্রাহ্মণের আশাপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি আপনার অনুমতি হয়, যাইতে কোন বাধা নাই। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।

পুত্র। পিতঃ! প্রতিগ্রহ কি এত দূষণীয়?

পিতা। পুত্র! প্রতিগ্রহ অপেক্ষা পাপ আর জগতে নাই।

পুত্র। প্রতিগ্রহ না করিলে গরীবদের কি করিয়া চলিবে?

পিতা। পুত্র! যিনি প্রকৃত বৈষ্ণবাচারী, তিনি প্রতিগ্রহ করিবেন না, তিনি উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। যিনি আচার্য্য হইবেন, তিনি ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু শূদ্রের নিকট পারিবেন না। প্রতিগ্রহ করিলে মানসিক তেজ হ্রাস পায়। মানসিক তেজের হ্রাস হইলে, মাথার উচ্চকার্য্য হয় না। উচ্চমাথা না হইলে বৈষ্ণবাচারের অধিকারী হইতে পারেন না। ভাটপাড়ায় বামুনেরা শূদ্রের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ

করেন না বলিয়া, উঁহাদের এখনও অন্যের চেয়ে অনেক মানসিক তেজ আছে, এবং উহারা তেজ রাখিবার খাতিরেও ভ্রষ্টচারী হন না, ইহার কারণ দীর্ঘজীবি হন।

পুত্র। তবেতো বৈষ্ণবাচার অন্য আচার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

পিতা। হাজারবার।

পুত্র। পিতঃ! সকলকার বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করা উচিত?

পিতা। পুত্র! আমি অনেকবার বলিয়াছি, সংসারী হইলে বৈষ্ণবাচার হয় না। বৈষ্ণবাচারী হইতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। ব্যস্ত জগৎকে অনিত্য দেখিতে হয়, আর কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয়। অহোরাত্র ইষ্টদেবতার নাম লইতে হয়, আর আত্মোন্নতির পথ অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু পুত্র! এই সব লইয়া সূক্ষ্ম তর্ক করিও না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হয়। এই সব খালি স্থূলের কথা হয়, অর্থাৎ আচারের কথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সংসারীর পক্ষে এই সব আচার প্রতিপালন করা অতি দুরূহ। কাষ্ঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধরিত, তাহা হইলে জীয়ন্ত বিড়ালের আর গৌরব থাকিত না। বৈষ্ণব ও শাক্ত আচারের চিহ্ন শ্বেত ও লোহিত হয়, কিন্তু এখন যদিও নানারকমের চিহ্ন হইয়াছে, তথাপি গোড়া ঠিক আছে; অর্থাৎ রঙ্ ঠিক্ আছে।

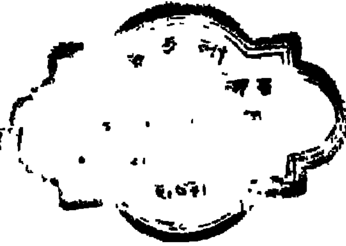
পুত্র। পিতঃ! আপনি শাক্ত আচারের বিষয় কিছুই বলিলেন না।

পিতা। না পুত্র! চিন্তারহস্যতে অনেক বলিয়াছি, চিন্তারহস্যটী জ্ঞানকাণ্ড ও ক্রিয়াকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। চিন্তারহস্যটী দর্পণের স্বরূপ হয়। যিনি যে ভাবে লইবেন, তিনি সেইভাবে পাইবেন। দর্পণের গুণ স্বচ্ছতা, দর্পণ কোন রং ঢং করে না। যিনি করেন, তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রত্যুত্তর দেয়, দর্পণ কিছুই করে না। কিন্তু পুত্র!

সমাজধৰ্ম্ম অভাবহেতু, চিন্তারহস্যতে সমাজনিয়ম প্রকাশ্যরূপে বলিতে পারি নাই, খালি স্বভাবের নিয়ম যাহা হয় তাহাই বলা হইয়াছে। যিনি যতটুকু প্রবেশ করিবেন তিনি ততটুকু আনন্দ পাইবেন। ভাসা থাকিলে কিছুই আনন্দ পাইবেন না।

পুত্র। পিতঃ! আমাদিগের শৈবধৰ্ম্ম ব্যতীত কি আর কোন ধৰ্ম্ম নাই?

পিতা। না পুত্র! যেরূপ আমাদিগের দর্শনের ভিতর ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেইরূপ সমাজধর্ম্মের ভিতর শৈব ব্যতীত আর কোন ধৰ্ম্ম নাই। আচার দুই হয়, বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচর। শাখা ও প্রশাখা এত অধিক যে, তার ইয়ত্তা নাই। গার্হস্থ্যধর্ম্মে শাক্তাচার প্রশস্ত হয়, কিন্তু বাণপ্রস্থে বৈষ্ণবাচার আদরণীয়। পুত্র! যে যাই বলুক, এই দুই মোটা ধরিয়া থাকিলে আনন্দ পাইবে, ছাড়িলে নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করিবে।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ ও মড়ক।

বোকা। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যত প্রকার রোগ ছিল, তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভয়ানক রোগ বলিয়া কথিত, কারণ ইহাতে যত অকালমৃত্যু ঘটে, এত কোন রোগেই ঘটে না। ইদানীং ভারতবর্ষে ভ্রষ্ট আহারের ও রেতের দরুন যত প্রকার নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক অন্য সমস্ত রোগ অপেক্ষা ভয়াবহ হয়। ভারতবর্ষে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে একবার দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুইবার হইয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে চারিবার হইয়াছিল, আটটী অষ্টাদশে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কুড়িবারেরও অধিক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানী। পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক এত কম হইত, এখনই বা কেন এত বেশী হয়?

বোকা। "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গতে মাথা করে হেঁট।" আজকাল কার লোকেদের মতে, ভারতবর্ষের অবস্থা অতি উত্তম হয়, কারণ অনেক অবতার, লেখক, বিদ্বান্, ধনী ও মিশি-বাবা জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু আমার মতে ভারতবর্ষের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। বিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক পঞ্চাশটী হইবার সম্ভাবনা আছে, যখন প্রত্যেক শতাব্দীতে বাড়িতেছে দেখা যায়।

ভারতবর্ষে সরকার বাহাদুর মড়ক হইতে পরিত্রাণ পাইবার কারণ টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহাতে যে রাজপুরুষদিগের উপকার হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবাসীদিগের কোন উপকার হইবে না, বরং অপকার হইবে, কারণ ভারতবাসীদের দেহের ভিতর এত ময়লা জন্মিয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ জাহাজ বোঝাই ক্যার্বটীক্ পিলেতে পরিষ্কার হয় কিনা সন্দেহ। রাজপুরুষদের স্বাধীন দেহের ভিতর ময়লা নাই, ইঁহাদের দেহ পরিষ্কার হয়, কিন্তু ভারতবাসীরা নানারকম করেতে ও দ্রব্যের অভাবেতে ও মহার্ঘতাতে এত পীড়িত যে, উঠে দাঁড়ান দিন দিন ভার হইতেছে। ভারতবাসীরা রোজগার করিতে জানে না, ভারতবাসীরা পরিশ্রম করিতে পারে না, ভারতবাসীরা অলসতাপ্রিয় হয়, ভারতবাসীর আয় অত্যন্ত কম, এবং উহাতে বামুন, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারী বখরা লয়। কোটী বামুন, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারী বিনাপরিশ্রমে উদরপূরণ করে, এবং ভারতাসীদিগকে পৃথিবী অনিত্য বলিয়া নিজের দল বাড়ায়। ভারতবর্ষে যত ভক্ত বিটল আছে, পৃথিবীর কোন অংশে এত নাই, একে ভারতবাসীদের আয় কম, তাতে বখরার অধিকারী অনেক, ইহার কারণ ন্যায় রাজকরও ভারতবাসীদিগের পক্ষে কষ্টকর হয়।

পয়সার অভাব হইলে, খাদ্যের অভাব হয়, খাদ্যের অভাব হইলে দেহের স্ফূর্ত্তির অভাব হয়, দেহে স্ফূর্ত্তির অভাব হইলে অলসতা আইসে, অলসতাপ্রিয় হইলে, পয়সা রোজকার করিতে পারে না, পয়সা রোজগার করিতে না পারিলে, গৃহে যাহা কিছু সঞ্চয় থাকে, তাহা মহাজনের নিকট যায়, মহাজনের নিকট যাইলে, সুদের আড়িতে পড়ে, সুদের আড়িতে পাড়িলে, গাড়ী গাড়ী সঞ্চয় হইলেও হিসাব শোধ হয় না, হিসাব শেষ না হইলে, মহাজন কর্ত্তা হয়, মহাজন কর্ত্তা হইলেই বিক্রীর সুরু হয়, বিক্রীর সুরু হইলেই রপ্তানি হয়, রপ্তানি

বাড়িলেই গৃহভাণ্ডার শূন্য হয়, গৃহভাণ্ডার শূন্য হইলেই, সব শূন্য দেখিতে হয় অর্থাৎ সমস্ততে অভাব হয়, সমস্তের অভাব হইলেই ভূতের উপদ্রব হয়, ভূতের উপদ্রব হইলেই দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষ হইলেই মড়ক ভোগ করিতে হয়, মড়ক ভোগ করিলেই শান্তিভোগ হয়, শান্তিভোগ করিলেই সব শান্তি হয়, কারণ তিনি দয়াময়, পুত্রের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ তিনি কোলে ডেকে লন।

কোন মহাত্মা তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ও উপস্থিত লোক সকলকে বলিয়া ছিলেন, "তোরাতো বলিস একা, আমি তো নইরে একা, মায়ের গর্ভে শুয়ে আছি তিনুরে।" তিনি কাছে রাখেন না, আবার তিনি পুনরায় পাঠাইয়া দেন। কড়ানিয়া ও শতকিয়া স্মরণ করিতে হয়, ভাল করিয়া কার্য্য কর ফলও ভাল হইবে, না কর চিরকাল ভুগিবে। অনিত্য জগতে যাহারা বড় আছেন, তাঁহারাই নিত্য জগতে বড় হয়, বাহ্য জগতে যাহারা বড় আছেন, অন্তরেও তাঁহারা বড় হন। যদি কর্ম্মের দ্বারা ফলাফল এইটী বিশ্বাস কর, তাহা হইলে পুরুষকার কর। পুরুষকার ব্যতীত গতি নাই, "তিনি রক্ষা করেন, যে নিজে আপনাকে রক্ষা করে।"

জ্ঞানী। শরীরের দুর্ভিক্ষেতে এবং বাহ্যের দুর্ভিক্ষেতে সম্বন্ধ কি?

বোকা। তবে বলি শুন ঃ—

অত্যন্ত স্ত্রী সহবাস করিলে দেহ রক্ষার দরুন যেমন রসায়নের আবশ্যক হয়, জমী অত্যন্ত অর্থাৎ বারম্বার কর্ষন করিলে, তেমনি রসায়নের আবশ্যক হয় অর্থাৎ সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রসায়নের কৃপাতে দেহ বেশী দিন যায় না, জমীও সারের অনুগ্রহে বেশী ফসল দেয় না। শেষে দেহ রোগগ্রস্ত হইয়া নাশ হয়, জমীরও রসবিহীনে উৎপাদকশক্তির লোপ পায়। দেহের জমাখরচ ঠিক রাখিলে রোগ ও শোক কম ভোগ করিতে হয়। জমীর আমদানী ও রপ্তানি ঠিক

রাখিলে কম দুর্ভিক্ষ ভোগ করিতে হয়, ইহার কারণ প্রত্যেক দেহীর সঞ্চয়করা আবশ্যক, কারণ কোন রোগ হইলে সঞ্চয়ের ধন দিয়া কতকটা যুঝিতে পারে। দেহের ভিতরে যে কি সূক্ষ্ম লীলা হয়, ইহা বাস্তবিক দেহীর অগম্য হয়, কিন্তু মোটা লীলা যখন দেহীর গম্য হয়, তখন ধাতুক্ষয় বিধেয় নয়। মহাভুতের লীলা, মহাভুতই বুঝিতে পারে। মেঘে জল হয়, সূর্য্যরশ্মিতে মেঘ হয়, মরুৎ ও ব্যোমে তেজ হয়, এবং বাস্তবিক তেজে রশ্মি আছে।

জ্ঞানী। সমস্ত থাকিতে জল অভাব কেন?

বোকা। জল অভাব নাই, স্থানে স্থানে জল অভাব হয়, কিন্তু ইহার রহস্য এত গুঢ় যে মানবের অসাধ্য, তৎকারণ ফসলের সঞ্চয় প্রয়োজন হয়। যদি দুই তিন বৎসর ফসল না জন্মায়, সঞ্চিত ফসল খরচ করা বিধেয়। সঞ্চয় থাকিলে এক রকমে চলে যায়, কিন্তু অভাব থাকিলে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইতে হয়।

জ্ঞানী। জেনে শুনে কেন সঞ্চয় করে না?

বোকা। সঞ্চয় করিতে পারে না, কারণ মাথা খারাপ না হইলে পাপভোগ হয় না। যে দিন হইতে ভারতবর্ষে, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ লোপ হইয়াছে, এবং উপনিষদ ও বেদান্ত ও অন্য সমুহ দর্শন বানরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তদবধি ভারতবর্ষের মাথা খারাপ হইতে সুরু হইয়াছে। খিচড়ী না হইলে, মাথা খারাপ হয় না। ভারতবর্ষে খিচড়ী পাকান সর্ব্ববিষয়ে আছে, ইহার কারণ ভারতবাসী সর্ব্ব বিষয়ে মহাদুঃখী হয়। আর্য্যেরা শূদ্রদের অন্যবর্ণের পদসেবা ব্যতীত আর কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। মাথা খারাপ না হইলে শূদ্র হয় না। মাথা খারাপ লোক অর্থাৎ শূদ্র যাহা করিবে, তাহাই সংসারের কষ্টদায়ক হইবে, ইহার কারণ বোধ হয় আর্য্যেরা শূদ্রদের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে রহিত করিয়াছিলেন এবং

ইহা যে সর্ব্বতোভাবে ভাল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। "ঘরেতে অন্তরম্ভা বাহিরেতে কোঁচালম্বা।" ইদানীং ভারতবর্ষে ইহাই প্রধান ধ্বজা হইয়াছে, এই এবং ধ্বজা লইয়া যে চলিবে, সেই মজা লুটিবে।

বামুন, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারী এত বেশী হইয়াছে যে, গৃহী কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহারা যদি সকলেই পরিশ্রম করিয়া, ভিক্ষাব্যবসা ছাড়িয়া, নিজে রোজগার করিত, তাহা হইলে গৃহীর রোজগার হইতে একটা বখরা লওয়া কম পড়িত। গৃহী যে পয়সা সাধারণ দেব মন্দিরে দেয়, যদি ঐ পয়সা সাধারণ আচার্য্যদের প্রতি খরচ করিবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে গৃহীর তহবিল হইতে আর একটা বখরা দেওয়া কম পড়িত। গৃহী যদি ইংরাজ বাহাদুরের দেখিয়া খোস পোষাকী না হইত, যখন গৃহীর আয় ইংরাজ বাহাদুরের হইতে অনেক কম হয়, তাহা হইলে আর একটা বখরা কম হইত। ইংরাজ বাহাদুর যদি গ্রামে গ্রামে সাধারণ তহবিল খুলিয়া চাষা মাল্লাদের টাকা কর্জ্জ দেন, তাহা হইলে উহারা মহাজনের হাত হইতে এড়াইতে পারিত এবং ইহাতে উহাদিগের একটা রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচা হইত। যদি ছোট ছোট গ্রাম হইতে মিউনিসিপ্যালিটী উঠিয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা বাঁচোয়া হয়, কারণ যত মিউমিসিপ্যালিটী বাড়িবে, ততই এপিডেমিক বাড়িবে, অন্তরের মিউনিসিপ্যালিটী ঠিক না হইলে বাহ্যের মিউনি-সিপ্যালটী করিবে কি।

কলিকাতা সহরের অপেক্ষা আয়ের স্থান আর ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও নাই, তথাচ যদি প্রত্যেক করদাতার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই বলিবে, আমরা করে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি। যদি কলিকাতায় এই ফল হয়, তাহা হইলে গণ্ড-গ্রাম ও ছোট ছোট গ্রামবাসীরা যে করে কি পর্য্যন্ত পীড়িত হইতেছে

তাহারাই জানে। জল ও ড্রেণে গ্রামকে কি পরিষ্কার করিবে, যখন গ্রামবাসীদের দেহের অন্তরে জলের ও ড্রেণের অভাব হয়।

মিউনিসিপ্যালিটী রাজপুরুষদিগের উপযুক্ত হয়। যথায় রাজপুরুষেরা বাস করিবেন, তথায় মিউনিসিপ্যালটীর আবশ্যক অত্যন্ত আছে, কারণ রাজপুরুষদিগের দেহের অন্তরে শান্তিভোগ করিতেছে। রাজপুরুষেরা কত বেতন পান, এবং ভারতবাসীরা কত পায়, ইহা দেখিলেই বোধ হয় জানিতে পারিবে, ভারতবাসিদের ও রাজপুরুষদের আয় কত কম বেশী হয়। আরও ভাল করিয়া যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, ইণ্‌কাম্‌ট্যাক্সের রিট্‌রিন্‌ দেখ, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত এবং কয়েকটি লোকই বা ইণ্‌কাম্‌ট্যাক্স দেয়। বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয় হইলেই ইণ্‌কাম্‌ট্যাক্স দিতে হয়, কিন্তু কত লোক পাঁচশত টাকার আয় রহিত তাহাও দেখ।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের রিলিফ্‌ ফণ্ডের চাঁদা দেখিলেও জানিতে পার, ইংরাজবাহাদুর কত ধনী ও ভারতবাসী কত গরীব হয়। যত টাকার চাঁদা উঠিয়াছে, পঞ্চাশ অংশের এক অংশ ও ভারতবাসী দেয় নাই। দুই চারিটী কোম্পানি, উকিল, জজ্‌, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও ধনী দেখিয়া ইংরাজবাহাদুরের সহিত খোষপোসাকের ও বাহ্য পরিষ্কারের নকল করা কি উচিত। যত নকল করিবে ততই দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করিবে।

অর্থতে অর্থ আসে, যখন ভারতবাসীর অর্থ কম, তখন অর্থের যাহা আবশ্যক, ভারতবাসীর তাহা গ্রহণ করা উচিত নয়। বাহ্যচাল যতই বাড়াইবে, অন্তর ততই খারাপ হইবে, কারণ ভারতবাসীর অর্থ কম হয়। যদি বাহ্য অপরিষ্কারে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইত, তাহা হইলে বোম্বাইবাসীরা দুর্ভিক্ষ ও মড়কভোগ করিত না। ভারতবর্ষের ভিতর বোম্বাই অপেক্ষা পরিষ্কার সহর আর দ্বিতীয় নাই, তবে কেন

দুর্ভিক্ষ ও মড়কভোগ করে? কারণ বোম্বাই অপেক্ষা খোসপোষাকী লোক ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। ইহারা ইংরাজ-বাহাদুরের যত নকল করিয়াছে, এত অন্য কোন প্রদেশের লোক করে নাই, ইহার কারণ ইহাদের মানসিক চিন্তা ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের লোক অপেক্ষা বেশী করিতে হয়।

যত মানসিক চিন্তা বেশী হইবে ও যত মানসিক-চিন্তার ফল বিফল হইবে, ততই দেহের ভিতর খারাপ হইতে সুরু হইবে, কারণ চিন্তা অপেক্ষা উৎকট জ্বর আর দ্বিতীয় নাই। দেহের ভিতর খারাপ হইলে দেহের দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষ হইলেই মড়কভোগ করিতে হয়। ধাঙ্গড়, মেতুয়া ও কুলিরা যে অবস্থাতে থাকে, উচিত প্রত্যহ উহাদিগের মরিয়া যাওয়া, কিন্তু উহারা যত পরমায়ু ভোগ করে, খোসপোষাকী ও পরিষ্কৃত আবাসের ভারতবাসীরা তত করে না, কারণ উহারা মাসিক ৭৲ সাতটাকাতে শান্তিভোগ করে। শান্তিভোগ করিলে দেহের রোগ কম হয়। যাহারা সহরে ও সহরের নিকটে বাস করে, তাহাদের চাল, সহরের বাতাসে একটু বদল হয়, ইহার কারণ কিছু ভোগ করে। কিন্তু অজ পাড়াগেঁয়ে, যাহারা খোসপোষাক ও পরিষ্কার আবাস কি জানে না, এবং ইংরাজবাহাদুরকে কখনও দেখে নাই এবং "ওয়েষ্টার্ন্" অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা কি জানে না, তাহারা অকালমৃত্যুতে খুব কম মরে ও দেহের দুর্ভিক্ষ ও মড়ক খুব কম ভোগ করে। যত 'এপিডেমিক' সহরে হয়, তত অজ পাড়াগাঁয়ে হয় না, কারণ উহারা ভ্রষ্টাচারী নয়। যত ভ্রষ্টাচারী হয়, তত দুর্দ্দশা হয়। স্বভাব একটী বড় ভয়ানক সামগ্রী হয়, কারণ যে ব্যবহার বংশাবলী-ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সে ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিলেই অপকার হয়। মৎস্যকে হীরকখচিত স্বর্ণখট্টাঙ্গে রাখিলেও জীবন ধারণ করিতে পারে না, কারণ মৎস্য জলচরহয়। গণ্ডগ্রাম ও ছোট ছোট গ্রাম

হইতে মিউনিসিপ্যালিটী রহিত হইলে, গৃহী আর একটা বখরা দেওয়া হইতে পরিত্রাণ পায়। ভারতবর্ষ পরাধীনদেশ,—সকল বড় বড় ব্যবসা ও চাষ রাজপুরুষদের হাতে পড়িয়াছে। যেদিন ধান্য ও গম পড়িবে, সেইদিন আরও দুর্ভিক্ষ ও মড়কের সংখ্যা বাড়িবে। রাজপুরুষদের বেশী রপ্তানির হেঁপাতে ভারতবাসী দিন দিন অস্থির হইয়া পড়িতেছে। যত রপ্তানি বাড়িবে, তত সঞ্চয় কম হইবে, এবং যত সঞ্চয় রহিত হইবে, তত দুর্ভিক্ষ ও মড়কের সংখ্যা বাড়িবে।

মুসলমান রাজার সময়ে রপ্তানি ছিল না, ইহার কারণ দুর্ভিক্ষ ও মড়ক কম হইত। যেখানকার জল সেইখানে থাকিত, অন্যস্থানে যাইত না। যদি ইংরাজ বাহাদুর ভারতবর্ষে বাস করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীকে এই দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইত না কারণ এত রপ্তানি করিতে কখনই অনুমতি দিতেন না। যে পরিমাণে ভারতবর্ষের খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি হয়, সেই পরিমাণে যদি খাদ্যসামগ্রীর আমদানী হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী এতটা দুর্দ্দশাভোগ করিত না। খাদ্য-সামগ্রীর বদলে, খোসপোষাকের ও লোহালক্করের আমদানী হয়, যাহাতে অপকার বই উপকার হয় না। দিন দিন সাধারণের রোজগার কম হইতেছে, কিন্তু সাধারণের খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজপুরুষদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া সকলে চাল বাড়াইতেছে। যদি তিন বৎসরের মতন ভারতবাসীর খাদ্য রাখিয়া, রাজপুরুষেরা রপ্তানির অনুমতি দেন, তাহা হইলে ভারতবাসীদের আয় হইতে আর একটা বখরা দিতে হয় না, কারণ জিনিসের দাম কম হয়। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ ও বয়স্কবিবাহ আর একটি কারণ, যাহা চিন্তারহস্যতে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে একত্রে চারি রকম বিবাহের প্রচলন নাই, কিন্তু ভারতবর্ষে চারি রকম বিবাহ চলিতেছে। ইংরাজবাহাদুরের এই সব বিষয়ে চক্ষু

দেওয়া উচিত, কারণ একত্রে চারিরকম বিবাহ থাকিবার কারণ, সন্তান ও সন্ততি এত বেশী হয়, যে কেহই ভালরকম করিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত লোকের আয় গড়ে ত্রিশ টাকা, এবং গরিব লোকের সাত টাকা, ইহাতে দশটাকে ভরণ পোষণ করা কত কষ্টবহ, যাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা বেশী জানা যাইতে পারে। একরকম বিবাহ থাকিলে এতটা অভাব হয় না ও বখরা বেশী দিতে হয় না। মাদকদ্রব্য সেবনের দরুন কিছু বখরা দিতে হয়। মোট কথা বখরা দিতে দিতে ভারতবাসী নিজে শেষে কক্কুরে-পোষা হয়। একবার দেবতা অনুগ্রহ না করিলেই দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করিতে হয়, কারণ সঞ্চয় কিছুই নাই।

জ্ঞানী। ভারতবাসীরা কেন সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না।

বোকা। এক জনের কার্য্য নয়। সকলে চেষ্টা করিলে হইতে পারে।

জ্ঞানী। কেন সকলে চেষ্টা করে না?

বোকা। ভারতবাসীর স্বভাব এক নয়। যতটি লোক সংখ্যা আছে, ততটি মত আছে, ইহার কারণ মতের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে কাহারও মত চলে না ফলতঃ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়। খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটি ঠিক আছে, কারণ খিচড়ি পাকান হইলেও কোন গোল মাল হয় না। ভারতবাসী দূরদর্শী নয়, নিকটদর্শী হয়। নাম ধাম ধন ও খেতাব যে রকমেই হউক, সংগ্রহ করিতে পারিলেই যথেষ্ট এবং ভারতবাসীরাও উহাদিগকে মান্য করিবে ও সকলে বলিবে লোকটা বড় ক্লেভার ও ইণ্টেলিজেণ্ট। পাতসাহের বিড়ালকে মারিলে পাতসাহ সকলকে একগাড় করিত, ভারতবাসীরও সেই অহঙ্কার আছে, কিন্তু নাচার, সেই কারণ কথার শ্রাদ্ধ করিয়া ও দেশবাসীকে জব্দ করিয়া ও উচ্ছন্ন দিয়া সেই আনন্দ

ভোগ করিয়া লয়। মরালটুথের অর্থাৎ নীতির অভাব বলিয়া সঞ্চয় শিক্ষা করিতে পারে না। যে দিন ভারতবর্ষে মরালটুথ্ প্রচার হইবে, সেই দিন হইতে দূর দর্শিতার সুরু হইবে ও একজনের সর্ব্বনাশ ও অপরের পৌষমাস রহিত হইবে।

ভারতবর্ষে এখন আইন বাঁচাইয়া খালি কার্য্য চলিতেছে, ইহার কারণ আইনজ্ঞদের বোলবোলা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে আইনজ্ঞ অর্থাৎ শিক্ষিত লোক কয়টী, বোধ হয় পঞ্চবিংশতি হাজারে একটী হয় কিনা সন্দেহ। যখন সকলে আইনজ্ঞ হইবে, তখন কোন গোলমাল থাকিবে না, কারণ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকিবে। অনেক সর্প না খাইলে 'ড্রাগুন্' হয় না, ভারতবর্ষে ভাবতবাসী ভারতবাসীকে খাইয়া 'ড্রাগুন্' হইতেছে (শিক্ষিত—ইন্টেলিজেণ্ট, অশিক্ষিত—আন্-ইন্টেলিজেণ্ট)। যত কিছু ঢো উঠিতেছে, সমস্তই ইংরাজি শিক্ষিত যুবকবৃন্দের। যদি উহারা দূরদর্শী হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত না। উহাবা রাজপুরুষদের যাহা কিছু দেখে, তাহাই দেশে ইনট্রডিউস্ করিতে চেষ্টা করে। রাজপুরুষেরা ইংরাজি শিক্ষিত যুবকের কথায় চলে, ইহার কারণ উহারা অনেক স্থলে সিদ্ধি লাভ পায়। পঞ্চবিংশতি হাজার উচ্ছন্ন গেল, একটী ব্যক্তির জিদ বজায় রাখিতে তাহাতে একটীর ভ্রুক্ষেপ নাই, কারণ একটীর নাম, ধাম, ধন ও খেতাব হইল, কিন্তু যদি সে 'মরালটুথকে অব্জারভ্ করিত, তাহা হইলে এই কার্য্য করিতনা। রাজপুরুষদের উচিত হয়, চাসা মাল্লাদের মত লইয়া কার্য্য করা, তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ের দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইতে ভারতবাসী রক্ষা পায়।

'যুডিসিয়্যাল ও এক্জিকিউটিভ্' আলাহিদা হইবার ঢেউ উঠিয়াছে। যদি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে বিচারের দুর্ভিক্ষ হইবে। যুডিসিয়াল ও এক্জিকিউটিভ্ আলাহিদা হওয়া যে ভাল তাহা শত

শত বার বলি, কিন্তু ভারতবর্ষে ভাল নয়, যখন 'ময়্যালট্রুথের' অভাব আছে। বিচারক সাক্ষী লইয়া বিচার করিবেন, যদি 'গট্‌আপ' মোকদ্দমা হইল, কিম্বা মিথ্যা সাক্ষী দিল, বিচারক কি করিয়া ঠিক বিচার করিবেন, তিনি তো অন্তর্যামী নন্‌ যে, তিনি যথার্থ যাহা হইয়াছে জানিবেন ও ঠিক বিচার করিবেন। 'গট্‌আপ' মোকদ্দমা ও মিথ্যাসাক্ষীর যে অভাব নাই, ইহা বলিতে হইবে না। ঠিকুর্জী দেওয়া ভাল, কুষ্ঠী দেওয়া ভাল নয়। যুডিসিয়্যাল্‌ ও এক্‌জিকিউটিভ্‌ একত্রে থাকা ভারতবর্ষে ভাল, কারণ বিচারক প্রত্যহ লোকের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিশিয়া, সেদেশের লোকের চরিত্র অনেকটা জানিতে পারেন, আরও তদারকে অনেকটা প্রকৃত ঘটনা ঠিক করিতে পারেন কিন্তু ইহাতে যে সব ঠিক হয়, তাহাও বলিতে পারি না, অত্যাচার যে হয় না, ইহাও বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে যত অবিচার হয়, আলাহিদা হইলে আরও বেশী হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের দেশে কোন এক জনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বচ্ছন্দে একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারে, যদিও তার ইহাতে কোন উপকার নাই, কিন্তু স্বাধীন দেশের লোকেরা হঠাৎ ইহাতে সম্মত হয় না, কারণ উহাঁদিগের 'ময়্যাল কারেজ', আছে। স্বাধীন দেশে 'যুডিসিয়্যাল ও এক্‌জিকিউটিভ্‌' আলাহিদা হওয়া খুব ভাল এবং হওয়াও সর্ব্বতোভাবে উচিত, কিন্তু আমাদের দেশে এখন উচিত নয়, কারণ এখনও 'ময়্যালকারেজের' অভাব আছে। স্বাধীন দেশের লোকেরা 'গট্‌আপ্‌' মোকদ্দমা করেন না ও মিথ্যা সাক্ষী দেন না, ইহা কেহ বলিবে না, কিন্তু আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক কম। আমাদের যে সকলেই 'গট্‌আপ্‌' মোকদ্দমা করেন ও মিথ্যা সাক্ষী দেন, ইহাও কেহ বলিবে না, কিন্তু স্বাধীন দেশ অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী, ইহার কারণ যুডিসিয়্যাল ও

এক্সিকিউটিভ্ একত্রে থাকা এখন ভারতবর্ষে ভাল, ইহাতে উপকার বই অপকার নাই।

ভারতবাসীদের দূরদর্শী হইয়া কোন কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা স্বাধীন দেশে দেখিবে তাহাই 'কপি' করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু উহা ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিবে না। স্বাধীন দেশে যাহা থাকে, তাহা যে ভাল শত শত বার বলি, কিন্তু গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অভাব হইলে ভালও মন্দ হইয়া যায়। স্বর্ণ অত্যন্ত দামী জিনিষ হয়, ইহা বলিয়া দুই বৎসরের বালকের উপর তিন মন স্বর্ণ চাপাইয়া দিলে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, দামী জিনিষ বলিয়া উপকার হইল না কেন ?

জগতে চিন্তাশীল না হইলে দূরদর্শী হয় না। একজন এক এক বিষয়ে থাকিলে দূরদর্শী হইতে পারে কিন্তু ভারতবাসী অম্বল-চাকা বলিয়া দূরদর্শী হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষাতে অধিকার থাকিলে সব বিষয়ের অধিকারী হয়। রাজপুরুষদের সব সভাতে 'মুভ' করিতে পারে, রাজপুরুষেরা গ্রাহ্য করিলেই ভারতবাসীদের গ্রাহ্য হইল। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা আজ পর্য্যন্ত বিলাতে যত সাধারণ দরখাস্ত হইয়াছে, ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষদিগের নিকট হইয়াছে, ইহা সমস্তই ছাগল ও বানরের দধি খাওয়ার মতন হয়। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এমন কাণ্ডটা করিবে, যাহাতে বিলাতের ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা জানিবেন যে, ইহাই যথার্থ ভারতবর্ষের দুঃখ হয়, কারণ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি করিয়া বিলাতে কার্য্য হয় ও ভারত রাজপুরুষের নিকট কি করিয়া খবর যায় তাহা উহারা সবই জানে। রাজপুরুষেরা পাবলিক্ 'ওপিনিয়ন' লইয়া কার্য্য করেন, রাজপুরুষেরা জানিলেন, ইহাই যথার্থ ভারতবর্ষের অভাব হয় এবং তাহাই করিলেন, কিন্তু 'ড্যাম্ব্ মিলিয়ন্' যে সাফারার হইল, তাহা

রাজপুরুষেরা কিছুই জানিলেন না। যদিও ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা কতকটা জানিতে পারেন, কিন্তু বিলাতের রাজপুরুষেরা কিছুই জানেন না। ভারতবর্ষের যে ঢেউ বিলাতের রাজপুরুষের নিকট যায়, তাহাই বিলাতের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের "পাবলিক্ ওপিনিয়ান্" বলিয়া জানেন কিন্তু এইটা মহাভ্রম হয়। যতদিন এই ভ্রম সংশোধন না হইবে, ততদিন ভারতবর্ষে সকল বিষয়ের দুর্ভিক্ষ বাড়িবে।

ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকটা রাজকর ও আকাল সহ্য করিতে পারে, কারণ উহাদের রোজগার অশিক্ষিতের অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের দেশকে রাজপুরুষদিগের দেশের মত করিতে চায়, কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা ইহার হেঁপাতে মরে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী। বিলাতের ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষদের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মতে চলা উচিত, যখন অশিক্ষিত লোকের রোজগার অত্যন্ত কম হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা যে রকম হইয়াছে, ইহাতে যদি রেলওয়ে, ন্যাভিগেশন্, মারচেণ্ট, প্ল্যাণ্টার, মিল্ওনার, পুলিশ বিভাগ ও ফৌজ বিভাগ অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে না স্থান দিত, তাহা হইলে-প্রত্যহ দিনে চুরি ডাকাতী ও খুন খারাপি হইত। কোটী কোটী ফৌজে রক্ষা করিতে পারিত না, কারণ পেটের অভাব হইলে কিছুই মানে না।

ভারতরাজ্যের খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, উচিত দিন দিন খরচ কম হওয়া। পূর্ব্বে একটা লাল পাগড়ীওয়ালা একটা রেজিমেণ্টের কার্য্য করিত, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির কারণ এখন একটা গলির কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। রাজপুরুষেরা যত ইংরাজী শিক্ষিত লোকের পরামর্শে চলিবেন, ভারতবর্ষে ততই পেটের জ্বালা বাড়িবে। পেটের জ্বালা বাড়িলেই অসৎকার্য্য বাড়িবে, অসৎ কার্য্য

বাড়িলেই রাজপুরুষেরা শান্তিরক্ষার কারণ 'সাফিসিয়েণ্ট' যথেষ্ট লোক নিযুক্ত করিবেন; লোক নিযুক্ত করিলেই খরচ বাড়িল। খরচের টাকা বিলাত হইতে আনিবেন না, ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিবেন, আদায় স্থরু হইলেই ভারতবাসীর আয়ের উপর বখরা বসিল, বখরা বসিলেই ভারতবাসী অসন্তুষ্ট হইল, কারণ বলা হইয়াছে ভারতবাসী রোজগারে ছেলে নয়। বিলাতে তিন জন লোকে একটী মাত্র সৈনিকপুরুষ, ভারতবর্ষে চারি হাজারে একটী মাত্র সৈনিকপুরুষ হয়। সম্প্রতি পঁচিশ হাজার সৈনিক পুরুষ ভারতবর্ষে বাড়িয়াছে, ইহার কারণ ভারতবাসী করভারে পীড়িত হইয়াছে, কিন্তু যখন তিনটীতে একটী হইবে, তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কি হইবে। কোথাকার জল কোথায় আসিল, ভাল করিতে গিয়া খারাপ হইল। ভারতবর্ষের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি যদি দূরদর্শী হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কথার শ্রাদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই জানে না। আজ কার্য্য করিলে একশত বৎসরের পর কি হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া যদি কার্য্য করিত, তাহা হইলে স্থখের হইত।

কোন স্বাধীন দেশের লোক ঠিক করিয়াছেন, "পাথুরিয়া কয়লা যে রকম দেশে ব্যবহার হইতেছে, যদি সেই রকম বরাবর হয়, তাহা হইলে পাঁচশত বৎসর পরে দেশের পাথুরিয়া কয়লার অভাব হইবে, অতএব দেশের পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়, অন্যদেশ হইতে পাথুরিয়া কয়লা আনিয়া দেশে ব্যবহার করা বিধেয়, তাহাই হইল। জগতে নিকটদর্শী লোকের দ্বারায় কোন কার্য্য হয় না। চিন্তাশীল না হইলে দূরদর্শী হয় না, দূরদর্শী না হইলে সঞ্চয় শিখিতে পারে না। যোগাভ্যাসের মুলমন্ত্রই সঞ্চয় এবং গৃহীর মুলমন্ত্র সঞ্চয় হয়। যখন সঞ্চয়েতে আমাদের অভাব লক্ষিত হয়, তখন সমস্ততেই অভাব হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি। কোন মহাত্মাকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, আপনার লজ্ অফ্ গ্রাভিটেসন্ কি করিয়া আবিষ্কার হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অহোরাত্র চিন্তাকরি।" যিনি যে বিষয়ে থাকিবেন তিনি সেই বিষয়ে যদি অহোরাত্র চিন্তা করেন, তাহা হইলে চিন্তাশীল হইতে পারিবেন। চিন্তাশীল হইলেই দূরদর্শী হইবেন, দূরদর্শী হইয়া যাহা কিছু করিবেন, তাহাই সাধারণের মঙ্গল হইবেক। সঞ্চয় ব্যতীত বাহ্য ও অন্তর জগতের গতি নাই। পেটের জ্বালায় কেহ বিচার করিবে, কেহ "বিরিফ" পড়িবে, কেহ 'কনভ্যান্‌স' লিখিবে, কেহ ছেলে পড়াইবে, কেহ খবর লিখিবে, কেহ গৈরিকধারী হইবে, কেহ কণ্ঠীধারী হইবে, কেহ ম্যান্‌চেষ্টারের গুলিসূতা গলায় দিবে, কিন্তু যদি উহারা "ময়ালট্ থকে অবজারভ্" করিয়া, যে বার নিজের বিষয়ে মাথা ঘামাইত, তাহা হইলে কত সুখদায়ক হইত, এবং আমাদিগের দেশের কত প্রকৃত উন্নতি হইত, কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া জগতের সব বিষয়ে মাথা ঘামায়, কারণ দেশীয় ও ইংরাজী ভাষাতে উহাদিগের অধিকার আছে। ভাষাতে অধিকার থাকিলে যদি সব বিষয়ের অধিকারী হইত, তাহা হইলে অন্য অন্য লাইন অর্থাৎ পথ হইত না। মালিনী মাসী কখন মেছনী পিসী হইতে পারে না, যদিও মালিনী বিনাসূতায় হার গাঁথিতে পারে; মেছনী পিসীও মালিনী মাসী হইতে পারে না, যদিও মেছনী পিসী পুকুরে মাছের ঘাই দেখিয়া মাছ ঠিক্ করিতে পারে। আমাদের দেশে রাজভাষায় অধিকার থাকিলেই সব বিষয়ে 'মুভ্' করিতে পারে, এবং ইহাই আমাদের দেশের ব্যবস্থা হয়, ইহার কারণ দুর্দ্দশাও দিন দিন খুব বাড়িতেছে।

রাজপুরুষেরা যেমন বিলাতে রাজভাণ্ডারের সঞ্চয়ের 'কমিসন্' বসাইয়াছেন, অমনি যদি গরিব প্রত্যেক ভারতবাসীর সঞ্চয় কিসে হয়, উহাতে যোগ করেন এবং যেমন বড় বড় রাজপুরুষদের সাক্ষী লওয়া

হইতেছে ও ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সাক্ষী লওয়া হইতেছে, অমনি যদি চাসা মায়াদের সাক্ষী লওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সাধারণ ভারতবাসীর অনেকটা উপকার হইতে পারে। ভারতবাসী অত্যন্ত কুঁড়ে, পশু পক্ষীরাও নিজের আহার নিজে সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ভারতবাসীরা পারে না। ভারতবর্ষের তুল্য শস্যোৎ-পাদক দেশ আর ত্রিভুবনে নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসীরাই অন্নবিহনে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া অন্তে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করে। রাজপুরুষেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া সঞ্চয় শিক্ষা দেন, তাহা হইলেই সাধারণ ভারতবাসীর মঙ্গল হয়, আর তাহা না হইলে একদল ভাল থাকিবে অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি হাজারে একজন, আর অপরদল ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি কপিলমুনির আশ্রম।

মহাসমুদ্রের কিয়ৎদূরে মহর্ষি কপিলমুনির আশ্রম, চারিদিকে ফলফুলে আশ্রমটী পরিপুরিত, বিস্তীর্ণ সরোবরের মধ্যভাগটী প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মে আচ্ছাদিত কিন্তু তদুপরি ষট্‌পদের গুঞ্জনে গুঞ্জিত হওয়াতে আরও মনোনীত। পরপুষ্টের পঞ্চমস্বর, জলচরের কেঁকোঁরব, কুরঙ্গিনীর ও শিখীর নৃত্য স্থানটীকে ভূকৈলাস বলিয়া পরিচয় দিত। স্থানে স্থানে নির্ঝরিনী মৃদুমৃদু ঝরঝরে ঝরিত, মধ্যে মধ্যে পর্ণকুটীর প্রোথিত, সম্মুখে হোমকাষ্ঠ এলোমেলো রকমে সজ্জিত, কিন্তু তথায় সাংখ্যশাস্ত্র মধ্যমস্বরে উচ্চারণ হইবার কারণ স্থানটী পবিত্র আশ্রম বলিয়া কথিত। মহর্ষি কপিলমুনি পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন, শিরে কপিল জটা লম্বিত, কিন্তু বালরবির রঙে রঞ্জিত হইবার কারণ তাঁহার মূর্ত্তি অতি শান্ত ও নির্ম্মল বলিয়া বর্ণিত।

সাংখ্যাধ্যায়ীরা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে নৃযজ্ঞ করিত, যদি আতিথ্য ক্রিয়ার অভাব হইত, সূর্য্যাস্তাবধি অপেক্ষা করিত, তদনন্তর অতিথি ভাগটী আশ্রমবাসী জন্তুকে দিয়া নিজে অবশিষ্ট ভাগটী সেবা লইত। প্রধান শিষ্যটীই আশ্রমে গুরুর কার্য্য করিত, যদি কোন আবশ্যক হইত, সুবিধা বুঝিয়া গুরুর নিকট যাইত, এবং যাহা কিছু শিক্ষা করিবার থাকিত তাঁহার নিকট হইতে তাহা শিক্ষা-লাভ করিত।

কিছুদিন পরে পেমী চণ্ডালিনী দ্বিপ্রহবেব সময় আশ্রমে আসিয়া

উপস্থিত হইল। অতিথি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সমাদর করিল, কিন্তু পেমীর উৎকট মূর্ত্তির কারণ আশ্রমবাসীরা পেমীকে নানাভাবে লইল। উহাদিগের ভিতর একজন জিজ্ঞাসা করিল;—তোমার নাম কি? কি বর্ণ? কি নিমিত্ত এই আশ্রমে আগমন?

পেমী উত্তর করিল,—আমার নাম পেমী, আমার পিতা ঘাটের কার্য্য করে, আমার বর্ণ শূদ্র অর্থাৎ চণ্ডাল, আমি চিন্তামনির অন্বেষণে আসিয়াছি, যদি তোমরা কেহ জান, তাহা হইলে বলিয়া দাও। যে যতদূর সাংখ্যশাস্ত্রে অপ্রবেশী ছিল, সে ততদূর তফাৎ হইল, এবং পেমীর উপর তার ততটুকু ঘৃণা বাড়িল।

আশ্রমে নানারকম লোক ছিল, সাংখ্যশাস্ত্রে যে যতটুকু প্রবেশী ছিল, সে তত নিকট হইল, কিন্তু কেহই দশ হাতের ভিতর নাই, মনের সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ একাদশ হাতের নিকটবর্ত্তীরা জিজ্ঞাসা করিল। তোমার মূর্ত্তি ও বর্ণ পাগলিনীর পরিচয় দিতেছে। তোমার চিন্তামনি কে? যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে তুমি বল?

পেমী বলিল। বাবার বেশী বয়স হইবার কারণ আমি ঘাটের কার্য্য করিতাম, কাত্‌লা মারিয়া পয়সা লইতাম, শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালিতাম, সময়ে সময়ে মহাবটবৃক্ষের ডালে বসিয়া ভূত সাজিতাম, এই রকমে মহানন্দে কাল কাটাইতাম। একদিন চিন্তামনি সর্দ্দার মৃত দেহ দাহ করিতে আইসে, আমার নজর তার উপর পড়ে, মৃত দেহ দাহ হইবার পর আমি চিন্তামনিকে আমার মনের কথা কিছুই বলিতে পারি নাই, খালি ফ্যাং ফ্যাল্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। চিন্তামনি বলিল,—"তুমি বাটী যাও, আবার কেহ মরিলে তোমার সহিত দেখা করিব," সেই দিন হইতে আমার মন খারাপ হইয়াছে, এবং নিজের সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া, চিন্তামনি অন্বেষণে ঘুরিতেছি, যদি তোমরা কিছু বলিতে পার, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।

প্রথম ছাত্র বলিল। বৃদ্ধ পিতাকে বাটীতে ফেলে রেখে আসাটা তোমার ভাল হয়-নি, তুমি গৃহে যাও, এক চিন্তামনিকে না পাইলে আর এক চিন্তামনিকে লইতে পার, তাহাতে কোন দোষ নাই, যখন তুমি বিবাহ কর নাই। আরো চণ্ডালিনীরা বহুস্বামী করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ নাই। স্মৃতিতে ইহার অনেক ব্যবস্থা আছে।

পেমী বলিল,—চিন্তামনি ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাই না, চিন্তামনিকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার জগতের কাহারও উপর মায়া ছিল না, এখন চিন্তামনির মায়াতে পাগলিনী; কোথায় যাইলে চিন্তামনিকে পাই, যদি বলিয়া দিতে পার, আমি সেইখানে যাইতে সম্মত আছি।

প্রথম ছাত্র বলিল,—দেখ পেমী! মায়া বড় খারাপ সামগ্রী। যত মায়া ত্যাগ করিতে পারিবে, তত জগতে সুখী হইবে। মায়া অপেক্ষা পাপ আর জগতে দ্বিতীয় নাই। মহাজনেরা মায়া ত্যাগের দরুন কত কষ্ট সহ্য করিয়া বনে বাস করেন, তপস্যা করেন, চিন্তাশীল হন, তোমার হিতের জন্য আমি শাস্ত্রসঙ্গত কথা বলিতেছি।

পেমী বলিল,—তুমি কেন পুনরায় আমায় অনেক মায়াতে মুগ্ধ করিতে চাও, যখন আমি একটী মায়াতে পাগলিনী হইয়াছি।

প্রথম ছাত্র বলিল। মায়া অনেক রকম আছে। বৃদ্ধ পিতাকে যত্ন করিলে পাপ হয় না, বরং পুণ্য হয়। কামাতুরা হইয়া বৃদ্ধ-পিতার মায়া ছাড়িয়া, অন্যকে ভজনা করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহারও অনেক ব্যবস্থা আছে।

পেমী উত্তর দিল—কামনা ব্যতীত কি মায়া আছে, কামনা না হইলে মায়া হয় না, চিন্তামনির উপর আমার কামনা আছে, তাই চিন্তামনিতে মায়াও আছে। পূর্ব্বে পিতার উপর ভালবাসা ছিল, মায়াও ছিল, যেটী বেশী হয়, সেইটীই প্রবল হয়; কমটী লোপ হইয়া

যায়। মায়ের পুত্রের উপর আশা আছে, তাই মায়ের পুত্রের উপর মায়া আছে।

প্রথম ছাত্র বলিল। কামনা কাঁহাকে বলে।

পেমী উত্তর দিল। যে যাহা হইতে কিছু আশা করে, পিতা ও মাতা পুত্র হইতে আশা করেন যে, আমরা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হইলে পুত্র আমাদিগকে ভরণপোষণ করিবে এবং মরিলে মুখ অগ্নি করিবে। পুত্র যখন নিজ ভরণপোষণে অপারগ থাকে, পিতা ও মাতা তাহাকে ভরণপোষণ করেন। প্রত্যেকের প্রত্যেকের নিজ স্বার্থে জগৎ চলিতেছে। স্বার্থও যা, মায়াও তা, যতদিন জগতে স্বার্থ থাকিবে, ততদিন জগতে মায়া থাকিবে।

প্রথম ছাত্র বলিল,—পশু ও পক্ষীদের স্বার্থ কি ?

পেমী উত্তর করিল। এইবার ঠাকুর মহা গোলমালে ফেলিয়াছ। একের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। একের ইচ্ছা জগৎ থাকা, ইহার কারণ মায়াও আছে, জগতে থাকিতে হইলেই মায়াভোগ করিতে হয়। আমি জগৎ ছাড়া নয়, কি করে মায়াত্যাগ করিব। সে যাহা হউক ঠাকুর, আমার চিন্তামনি কোথায় আছে বলিতে পার ?

শেষ ছাত্র প্রথম ছাত্রকে বলিল,—কিহে তুমিও পাগল হয়েছ নাকি, পাগলিনীর সঙ্গে তুমিও পাগল হলে। দেখ, প্রথম ছাত্র ! আমাদের গুরু গজগজ্ করে যেমনি বকেন, এবং সকলকে জ্ঞানী ক'রে দেন, তেমনি এই পাগলিনীকে দেখে টেব্ পাওয়া যাবে।

প্রথম ছাত্র রাগান্বিত হইয়া শেষ ছাত্রকে বলিল,—তোমার গুরু ঠকান বিদ্যা ; তাহা না হইলে এই সব কথা আসবে কেন ? তোমার চেয়ে পাগলিনী লক্ষগুণে ভাল। তোমার চেয়ে কি, আমার চেয়েও ভাল। আমিতো পেমীকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করাইব।

শেষ ছাত্র উত্তর দিল। সাপের হাঁচি বেদেই চেনে। তা যাহা হউক, অতিথি সেবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমি পাগলিনীকে পাতা ক'রে দিতে পার্‌বো না, আর পরিবেশনও কর্ত্তে পার্‌বো না।

প্রথম ছাত্র। আচ্ছা, আমি সব করিব। তোমার কিছু করিতে হইবে না, এই বলিয়া প্রথম ছাত্র পাতে একেবারে বেশী করিয়া অন্ন দিয়া পেমীকে সমাদর করিয়া দূর হইতে বসাইয়া দিল। পেমীর আহারান্তে আশ্রমবাসীরা সকলে সেবা লইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি কপিলমুনি ও পেমী।

প্রথম ছাত্রটী পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল। তুমি আমার গুরুর সহিত দেখা করিবে ?

পেমী বলিল। তোমার গুরু কে ?

প্রথম ছাত্র উত্তর দিল। মহর্ষি কপিলমুনি। আমি তাঁর প্রধান ছাত্র। সেই মহাত্মার এই আশ্রম হয়।

পেমী। তিনি কি আমার চিন্তামনির কিছু খবব বলিতে পারিবেন।

ছাত্র। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল। তিনি সমস্ত বলিতে পারিবেন।

পেমী। তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই।

ছাত্র পেমীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যথায় মহর্ষি কপিল মুনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল।

পেমী দেখিল, মহর্ষি কপিলমুনি ধ্যানে মগ্ন, শিরে কপিল জটা লম্বিত, দেহ বালরবির রঙে রঞ্জিত, মুর্ত্তি শান্ত ও নির্ম্মল। পেমী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাত্মার ধ্যানভঙ্গ হইবে কখন ?

ছাত্র। তাহার কোন স্থিরতা নাই। সৎব্যক্তির আগমন হইলেই, গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ধ্যানভঙ্গ করিয়া কথোপকথন করেন। যদি তুমি সৎ হও, তাহা হইলে পরিচয় পাব।

ইতিমধ্যে মহর্ষি কপিলমুনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে পাগলিনীকে দেখিয়া ছাত্রকে বলিলেন। ছাত্র! এই পাগলিনীকে কোথায় পাইলে? আমার আশ্রমে ইহাঁর কোন কষ্ট হয় নাই?

ছাত্র। গুরুদেব! কল্য ইনি আপনার আশ্রমে অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং আমি ইহাঁর অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া আপনার নিকট ইহাঁকে আনিয়াছি। আতিথ্য ক্রিয়া যথানিয়মে পালন করা হইয়াছে।

কপিলমুনি। ছাত্র। আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম, যখন তুমি ব্যক্তি চিনিতে শিখিয়াছ। এই পাগলিনী সতের আদর্শ স্বরূপিনী হন। অন্য ছাত্রেরা, বোধ হয় ইহাঁকে অন্যভাবে লইয়াছে।

ছাত্র। গুরুদেব! শেষ ছাত্রটি পাগলিনীর উপর বড় অসৎ ব্যবহার করিয়াছে। আপনাকে ও আমাকে অনেক বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু আমি রাগান্বিত হইয়া উহার উপর অনেক রুক্ষ কথা ব্যবহার করিয়াছি।

কপিলমুনি। পুত্র। তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তাপসদিগের ক্রোধ করা বিধেয় নয় কারণ ক্রোধ করিলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন মহাত্মা অপরের দ্বারা অত্যন্ত প্রপীড়িত হইলে, তাঁহার পৌত্র উহা সহ্য করিতে না পারিয়া, শত্রু বিনাশের দরুণ এক সত্র করে। তাহাতে মহাত্মা পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানীর ক্রোধ কোথা? মূঢ়েরা ক্রোধান্বিত হয়। মানব কত কষ্ট করিয়া যশ ও তপ সঞ্চয় করে, কিন্তু ইহার নাশকর ক্রোধ হয় অতএব তাত। ক্রোধকে ত্যাগ করা বিধেয়।"

ছাত্র। ক্রোধ করিলে তপ ও জপ নষ্ট হয় কেন?

কপিলমুনি। পুত্র। ক্রোধ হইলে দেহের রক্ত গরম হয়, রক্ত গরম হইলে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, ইন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে বুদ্ধি স্থির

থাকে না, ফলতঃ বুদ্ধির অভাব হইলে সমস্ততেই অভাব লক্ষিত হয়, ইহার কারণ স্থির বুদ্ধির পরিচয় চক্ষু হয়। যে ব্যক্তির নিমেষ যত ঘন ঘন পড়িবে তাহার স্থির বুদ্ধি তত অভাব জানিবে। পুত্র! পাগলিনীর নিমেষ কত স্থির দেখ না। পাগলিনী যত সূক্ষ্ম ধরিবে, তুমি তত পারিবে না। অতএব পুত্র! ক্রোধ বর্জ্জন করিবে কারণ ক্ষমা সাধুদিগের অলঙ্কার হয়।

পেমী বলিল,—তোমার গুরুদেব তোমাকে অত্যন্ত সদুপদেশ দিতেছেন। তুমি যে আমায় বলিয়াছিলে, তোমার গুরুদেব আমার চিন্তামনির কথা বলিয়া দিবেন, তুমি সে বিষয় তোমার গুরুদেবের নিকট কেন উল্লেখ করিতেছ না?

ছাত্র বলিল,—আপনি গুরুর সম্মুখে রহিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করুন।

পেমী বলিল,—গুরুদেব! আপনি আমার চিন্তামনির খবর কিছু বলিতে পারেন?

কপিলমুনি বলিলেন,—মা, তোমার চিন্তামনি তোমার কাছে আছে। চিন্তা ঠিক করিলেই তুমি চিন্তামনিকে পাবে।

পেমী। গুরুদেব! সে চিন্তামনি এত সূক্ষ্ম যে আপনার চণ্ডালিনী মেয়ে ধরিতে পারে না। আপনার চণ্ডালিনী মেয়ে হাতপাওয়ালা চিন্তামনিকে চায়, যে চিন্তামনির জন্যে আপনার মেয়ে পাগলিনী হয় এবং যে চিন্তামনি পাগলিনীর চিন্তামনি হয়। অহোরাত্র যে চিন্তামনির চিন্তাতে আপনার মেয়ে চিন্তাশীলা। গুরুদেব! অনুগ্রহ করিয়া সেই চিন্তামনির ঠিকানা দিতে আজ্ঞা হয়।

কপিলমুনি। মা, আমি তোমার চিন্তামনি, সকলে আমায় দর্শন করিয়া চিন্তাশীল হইয়া অন্তে চিন্তামনি পায়। তুমি আমাকে দর্শন করিয়া চিন্তাশীলা হইয়াছ, অতএব তুমি শীঘ্রই তোমার চিন্তামনিকে পাবে।

পেমী। গুরুদেব! সমষ্টি চিন্তামনিকে আমি চাই না। তিনি ব্যষ্টির সব চিন্তাকে নষ্ট করেন। দার্শনিকেরা খালি ভাবাতে ভাসা দর্শন লইয়া, সমষ্টি চিন্তামনিকে ভোগ করেন। আমি লেখাপড়া জানি না,—তপ, জপ, হোম ও যজ্ঞ কিছুই জানি না এবং কখনও কিছু করি নাই। সূক্ষ্ম চিন্তামনি জ্ঞানীর যোগ্য হয়, আমি যেমন হাতপাওয়ালা দেহিনী, তেমনি আমার সেই হাতপাওয়ালা দেহী চিন্তামনি সর্দ্দারকে চাই; এবং যাহার জন্যে আমি পাগলিনী।

কপিলমুনি। মা, তুমি তাহার কিগুণে পাগলিনী হইয়াছ। জগতে অনেক সুন্দর ও গুণী পুরুষ আছে, তুমি কেন তাহার একটীকে লওনা।

পেমী। জগতে অনেক সুন্দর ও গুণী পুরুষ আছে, যখন আমি জগচ্চিন্তামনিকে চাই না, এবং যাঁহার তুল্য সুন্দর ও গুণী পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই, তখন অন্য পুরুষ কি করিয়া আমার নিকট স্থান পাইতে পারে। গুরুদেব! আপনি যে বলিলেন,—তুমি তাহার কি গুণে পাগলিনী? আমি তাহা কিছুই জানি না। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যাহার দ্বারা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমি কিছুই জানি না। কেন আমার মন চিন্তামনিতে আসক্ত হয়, ইহাও আমি জানি না। কিন্তু আমি যদবধি চিন্তামনিকে দেখিয়াছি, তদবধি আমার মন, প্রাণ, ধ্যান, চিন্তামনির চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাতে নাই; কেন নাই; ইহাও জানি না। জগতে যত কিছু বিষয় দেখিতেছি, চিন্তামনি অপেক্ষা মনোনীত আর কিছুই দেখিতে পাইনা; কেন, ইহাও জানি না। কোথায় গেলে সেই চিন্তামনিকে পাই, সেই হেতু আমি পাগলিনীর মতন বেড়াইয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বে আমি এক পয়সার জন্যে নরহত্যা করিয়া আনন্দভোগ করিতাম, কিন্তু এখন কেহ যদি আমায় রাজচক্রবর্ত্তিণী

করেন, তাহাতেও আমি আনন্দভোগ করি না। আমার চিন্তামনি দর্শনে আমার আনন্দ অপার হয়, এবং যাহার ওজন সমস্ত পৃথিবীর ভারিত্ব অপেক্ষা অনন্ত গুণ বেশী, কেন ইহাও জানি না।

কপিলমুনি। মা, তোমার নাম কি?

পেমী। পেমী।

কপিলমুনি। একের লীলা কি অদ্ভুত! মা আমার প্রেমিকা হইবে বলিয়া অগ্র হইতেই পেমী নাম ধারণ করিয়াছে। ছাত্র! সাংখ্যতে সংখ্যা আছে, কিন্তু প্রেমেতে সংখ্যা নাই। মা আমার সাংখ্যযোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমযোগে পড়িয়াছে। মা আমার কখন পাঠাভ্যাস করে নাই, ফলতঃ ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগ আমার মার অভাব হয় তথাপি আমার মায়ের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমযোগ এত উচ্চ, যাহা মাজিয়া ও ঘষিয়া দার্শনিকদিগের হয় না। প্রেম কোথা হইতে হয়, প্রেম কি অবস্থাতে হয়, প্রেম কাহার সঙ্গে কাহার হয়, প্রেম কিসের জন্যে হয়, ইহা প্রেমিক ও প্রেমিকাদের সংখ্যা করিবার অভাব হয়, এবং সেই হেতু জগতে মানব প্রেমযোগের রহস্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এক যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই প্রেমিক কিম্বা প্রেমিকা হইতে পারেন।

পেমী। গুরুদেব! আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি চিন্তামনির কোন খবর দেন, তাহা হইলে আপনি আপনার মেয়ের উপকার করেন।

কপিলমুনি। তুমি হরগৌরীর কৈলাস-শিখরের আশ্রমে যাও, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

পেমী। গুরুদেব! তবে আমি আসি।

কপিলমুনি। মা, তুমি যে পথের পথিকা, এক সেই পথের রক্ষক হইয়া তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

দশম পরিচ্ছেদ

গণ্ডগ্রাম।

কোন সময়ে নর্ম্মদানদীর তীরে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। গণ্ড-গ্রামের দৃশ্যটী নর্ম্মদার বক্ষের উপর হইতে বড় মন্দ ছিলনা। বালু-চরের উপর ঘাট পাণ্ডাদের শ্রেণীবদ্ধ ছাতাগুলি বেঙের ছাতার মতন তীরে শোভা ধরিত, কিন্তু তন্নিম্নে নানারঙে রঞ্জিত ও নানা মাটীতে অলঙ্কৃত ঠাকুর ও পাণ্ডা থাকাতে নদীতীরের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ভগ্ন মন্দিরের ও স্নানের ঘাটের তথায় অভাব ছিলনা, কিন্তু অশ্বত্থ, বট ও অন্যান্য লতা তদুপরি হওয়াতে নর্ম্মদার দৃশ্যটী মন্দ না হইয়া বরং ভালই হইয়াছিল। গ্রামবাসীদিগের ও তীর্থবাসীদিগের প্রাতঃস্নানের হাবভাব কোথায় স্পষ্ট বা কোথায় অস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু দেহের কম্পন, তৈলের মর্দ্দন, আর্দ্রবস্ত্রের ভিতর হইতে গাত্রের রং, নাসাপুটের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ্‌নি, চক্ষুর নিমীলিত ও উন্মীলিত অবস্থা, করের করজোড় ভাব, দেহযষ্টির সরল ও বক্রভাব, এবং ভোরের বায়ু সেবনকারীর রং চংয়ের ভাব তথায় প্রকাশ্য ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইত। বালরবির মৃদুভাবের কিরণ তাহাতে আবার যোগ হওয়াতে ও নদীতীরে নানা মূর্ত্তির উপর উহা খেলা করাতে এবং গণ্ডগ্রামের ভিতরের উচ্চ বাটী স্থানে স্থানে উকি মারাতে, নর্ম্মদাকূলের দৃশ্যটী বড় মনোরম্য হইয়াছিল। রাস্তা, হাট, বাজার, টোল, ঔষধালয়, রোগীগৃহ ও চত্বর গণ্ডগ্রামের ভিতরের শোভা ছিল, এবং গণ্ডগ্রামের ভিতরের স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত বাসস্থানও অনেকগুলি ছিল।

পেমী পাগলিনী চিন্তামনির অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে গণ্ডগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তীরের একটী বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় লইল। পেমীর দৃশ্যটী উপরে মলিন, কিন্তু অন্তরে নির্ম্মল ছিল। গণ্ডগ্রামবাসীদিগের সহিত তাঁহার বাহ্যের ও অন্তরের ভাব বিপরীত থাকিবার কারণ গণ্ডগ্রামবাসীরা পেমীকে বদ্ধা পাগলিনী বলিয়া লইল। ছোট ছোট বালক ও বালিকারা লইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

বালক ও বালিকারা দূর হইতে অদ্ভুত দৃশ্যটিকে অদ্ভুত রকমে দেখিতে লাগিল। এবং তৎপরে উহাদিগের ভিতর ভয়ানক ঠেলা-ঠেলি সুরু হইল, কারণ কেহই সাহস করিয়া পেমীর নিকটে যাইতে পারে না। বহুক্ষণের পর একটী বালক অতি সাবধানে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে পেমীর পেছনদিক্ দিয়া যাইয়া, অঞ্চল টানিয়া পিছনে পুনর্দ্দৃষ্টি না করিয়া, একেবারে দৌড়িয়া দলের ভিতর আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। অন্য বালক ও বালিকারা তাহাকে কত কি বলিতে লাগিল। তুই ভয়ে না অঞ্চল টেনে পলাইয়া এলি কেন? আমি হলে চুল টেনে আস্‌তুম্। সে চুপ করে রহিল। অন্য একজন চলিল, সে অর্দ্ধপথ না যাইতে যাইতে যেমনি বৃক্ষ হইতে কা করিয়া কাক উড়িল, অমনি সে ভয়ে দৌড় দিল। অন্যেরা সকলেই হাসিল। আবার একজন চলিল, ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়িল। এইবার চুল টানিল। পেমীর ভ্রুক্ষেপ নাই, একমনে নর্ম্মদার দিকে চক্ষু ফেলিয়া চিন্তাতে মগ্ন রহিল।

ক্রমে ক্রমে সকলে পেমীর নিকটে যাইতে সুরু করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের আমোদও বাড়িতে লাগিল। উহারা এত আমোদ ভোগ করিল যে বাটী যাওয়া ও সময়ে খাওয়া ভুলিয়া গেল। এইবার বেশী ঠেলাঠেলি সুরু হইল, এমন কি দুই একজন পেমীর গায়ের উপর পড়িল, এবং ইহাতে উহাদের আরও আনন্দ বাড়িল। এইবার

একজন খুব জোরে পেমীর চুল টানিল পেমী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক ও বালিকারা যে যার সুবিধা বুঝিয়া কে কোথায় দৌড় দিল, তাহার কিছুই ঠিক রহিল না। বহুক্ষণের পর আবার জড় হইল, কিন্তু আর কেহই পেমীর নিকটে যাইতে ভরসা করিল না, এইবার উহারা ঢেলা ধরিল। পেমী দুই চারি ঢেলার পর যেমন উহাদিগের উপর চক্ষু ফেলিল, অমনি উহারা তফাৎ হইল। আবার জড় হইয়া ঢেলা মারিতে সুরু করিল। কিছুক্ষণের পর বালক ও বালিকাদের রক্ষকেরা আসিয়া উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং পেমীও উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

বালক ও বালিকারা কেন পাগলিনীর উপর অত্যাচার করে, বোধ হয় বালকের ও বালিকার স্নেহে জগৎ আছে। বালকেরা ও বালিকারা স্নেহের আস্থান হয়। যদি সকলে মায়াত্যাগ করিয়া পাগল ও পাগলিনী হইত তাহা হইলে উহাদের ভরণ পোষণ কে করিত? ইহার কারণ বোধ হয় এক উহাদের উপর কৃপা করিয়া স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞান দিয়াছেন, যাহাতে বালকদের ও বালিকাদের অনিষ্ট আছে, তাহা উহারা কোন প্রকারে চায় না। যাহারা ঘোর সংসারী ও মায়াবী তাহাদের বালকেরা ও বালিকারা অত্যন্ত ভালবাসে, কিন্তু যাহারা সংসারত্যাগী ও মায়াবিহীন তাহাদের উহারা চায় না।

বালকদিগের ও বালিকাদিগের মতন অজ্ঞানী আর দ্বিতীয় নাই, ইহার কারণ উহারা জ্ঞানীকে চায় না। কাক উলুককে চায় না, উলুক কাককে চায় না। কাক গোলমাল ভালবাসে, উলুক নিরালা ভালবাসে। কাকের মূর্ত্তি অস্থির হয়, উলুকের মূর্ত্তি স্থির হয়। কাক দিনে আনন্দভোগ করে, উলুক রাত্রে আনন্দভোগ করে। কাক বলিভোগী হয়, উলুক অনুচ্ছিষ্ট ভোগী হয়, কাক যমের কিঙ্কর হয়, উলুক লক্ষ্মীর বাহন হয়, এবং ইহাদের পরস্পরের এই বিপরীত

ভাবের কারণ বোধ হয়, কেহ কাহাকে চায় না, যেমন জ্ঞানী অজ্ঞানীকে চায় না, অজ্ঞানীও জ্ঞানীকে চায় না। সমভাব না হইলে বন্ধুত্ব হয় না। বালকেরা ও বালিকারা পাগলিনীর শত্রু হয়।

এক বিষয়ে আহোরাত্র চিন্তা করিলে পাগলিনী হয়, পাগলিনী হইলে দূরদর্শিনী হয়, দূরদর্শিনী হইলে সূক্ষ্মতাতে যাইতে পারে। সূক্ষ্মতাতে যাইতে পারিলে সন্ধি হয়, সন্ধি হইলে আনন্দ অপার হয়। সন্ধি শিখিবার কারণ বোধ হয়, সন্ধ্যা উপাসনার ব্যবস্থা আছে। দুইয়ের সন্ধি এত কম বোধ হয়, চক্ষুর পলক ফেলিবার সময় লাগে কি না সন্দেহ। যদি দুই সন্ধি এক হইত; তাহা হইলে নির্ব্বাণ হইত। পেমী পৃথিবীর মত আহোরাত্র চিন্তামনির চিন্তাতে ঘুরিতেছে। যদি কেহ গ্রামবাসী পেমীকে ডাকিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ন দিল, খাইল, না দিল, পেমী উপবাসে রহিল। কিন্তু একের কৃপা প্রেমিকাদের উপর এত বেশী হয় যে, রাজচক্রবর্ত্তিনী কালের কুটিলাগতিতে উপবাসিনী যদি হইতে পারে, তথাপি প্রেমিকা উপবাস থাকে না।

পেমী গণ্ডগ্রামের এক নূতনজন্তু হইল। বৃক্ষের তল দিয়া যে যায়, একবার পেমীকে থমকে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়। তিনটী ষোড়শী মাথার উপর ঘড়া করিয়া ঠিক দুপুরবেলায় নর্ম্মদায় জল আনিতে যাইতেছিল, যেমনি কামিনীর নজর পেমীর উপর পড়িল,—অমনি অপরটাকে ডাকিয়া বলিল,—গোলাপি! একটা রাক্ষসী দেখ। রাক্ষসীর শরীরটা কি? ভাগ্যে আমার ছোট ভাইকে আনিনি, তাহলে সে আঁত্‌কে উঠ্‌তো। আচ্ছা বোন্ গোলাপি! তোর যদি এই রকম ভাতার হতো তাহলে কি কব্‌তিস্?

গোলাপী। আমার তো আর হয় নি, তোরই হয়েছে; তুই যা করিস্, আমিও তাই কব্‌তুম্। আমি হলুম্ ক্ষীণাঙ্গী, আমার ভাতার যদি রাক্ষসের মত হতো, লাথী মেরে ফেলে দিতুম্, আর ঘরে

থাক্‌তুম্ না। যদি বাপ মা জোর করে ঘরে দিত, আত্মহত্যা হয়ে মরে যেতুম্। আচ্ছা বোন্ কামিনি! তোর ভাতার তো ঠিক রাক্ষসের মতন; তুই কাছে থালি যাসনি, কই বিষ খেয়ে মরিল্‌নি তো? বুঝি নকুড়দাদার খাতিরে?

কামিনী। বেগুনফুলের এক কথা, ধান ভান্‌তে শিবের গীত। কোথায় আমি রাক্ষসের কথা বল্‌লুম্, না নকুড়্‌দাদা এলেন। বেগুনফুল! তুমি তো বোন্ জানো যে, আমি ঘরে শুইনি, ভাতার এলেই আমার গায়ে জ্বর আসে, ভাতারটা যেন একটা বুনোমোষ, আবার কথাও কি তেমনি, যেন চুব্বিশঘণ্টাই রেগে আছে। মা বাপ আমায় কত বলে, আমি কিছুই শুনি না। আমি মা বাপকে বলি—যদি বেশী বল, আমি বিষ খেয়ে মরে যাব; মা বাপ আর ভয়ে কিছুই বলে না। দেখ বোন্ বেগুনফুল। একদিন আমি ঘরের ভিতর শুয়ে আছি—ভাতারটা চুপিচুপি এসে আমার পা ধরেছে; আমিও ধড়-ফড়িয়ে উঠে এক লাথি দিয়েছি। আবার পা ধর্‌তে আসে,—আমি অমনি দৌড়ে মার কাছে গিয়ে বসে রইলুম। মা বল্‌লে, ঘরে গেলিনি, আমি বল্‌লুম্ না। মা আর কিছু বল্‌লে না। সেটা শোরের মতন গোঁথ্‌গোঁথ্ করে রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাব্‌লুম্ যে বাঁচলুম, কিন্তু বোন্ সে আর সেই অবধি আসে না।

গোলাপী। তোমারই ভাল হয়েছে।

কামিনী। সে আর একবার করে বল্‌তে।

সৌদামিনী। কামিনি! তুই কি করে ভাতারকে লাথি মার্‌লি, তোর পা খসে যাবে। স্বামী অপেক্ষা গুরু আর জগতে কেহই নাই। স্ত্রীলোকের হোম, যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থ, স্বামী বর্ত্তমানে কিছুই নাই। স্বামীর চরণামৃত, স্ত্রীলোকদিগের ইহকালের ও পরকালের গতি হয়।

তুই কি করে এই ভয়ানক কাণ্ডটা কর্‌লি? তোর বুকের পাটাতো কম নয়। দিনরাত বইতো পড়িস্, কি মাথা পড়িস্? সতী, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, সীতা, এদের কি চরিত পড়িস্‌নি? আমার স্বামী কত কুৎসিত, আমি রোজ পা ধুইয়ে জল খাই।

কামিনী। হ্যাঁলো,—হ্যাঁ, তোরা সব স্বর্গে যাবি, আমি নয় নরকে যাবো। সরস্বতী এলেন জ্ঞান দিতে। তুই লেখাপড়ার কি জানিস? আইমার মুখে শুনেছিস্ বইতো নয়। দেখ বোন্ গোলাপি! সৌদামিনী আমায় নীতিশিক্ষা দিতে এসেছে। গলায় দড়ী আর কি।

সৌদামিনী। আমার লেখাপড়ায় কাজ নাই বাপু। আইমার মুখের শোনাই ভাল। কি দুর্গতি হয় টের পাবি, এখন যুয়ান বয়সের দরুন কিছুই খবরে আস্‌ছে না, যে কাঠ খাবে, সেই আঙ্‌রা হাগ্‌বে। এই বলিয়া সৌদামিনী রাগান্বিতা হইয়া একাকিনী জল আনিতে চলিয়া গেল।

কামিনী। দেখ বেগুনফুল! আমার ইচ্ছা হয় সৌদামিনীর মুখটা পুড়িয়ে দি, দেখনা, কতকথা বলে গেলো।

গোলাপী। বেগুনফুল! আর রাগ করিস্‌নি, চল্ পাগলিনীর কাছে একটু আমোদ করিগে। উভয়ে পেমীর আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোর বাড়ী কোথায়? তুই কার জন্যে পাগলিনী হয়েছিস্? তোর বাড়ীতে কে আছে? পেমীর খবর নাই,—পেমী নিজ চিন্তাতেই মগ্ন রহিল। যখন উহারা জানিতে পারিল যে,—পেমী একটী বদ্ধাপাগলিনী, তখন উভয়ে নিজকার্য্যে গমন করিল।

ক্রমে ক্রমে যত দিনমনি অস্তাচলের দিকে আশ্রয় লইতে লাগিল, তত পেমীর বৃক্ষতল লোকে লোকাকীর্ণ হইল। কেহ পুত্রের

আশায় ঔষধ লইতে, কেহ কঠিন রোগ হইতে মুক্তি পাইতে, কেহ যোগশাস্ত্রে দীক্ষা লইতে, কেহ রসায়ন বিদ্যার কৃপায় স্বর্ণ পাইতে পেমীর নিকট আসিল, এবং 'কেহ কেহ রঙ্ তামাসা দেখিতেও আসিল। কিন্তু যখন দেখিল,—পেমী কাহারও কথায় কোন উত্তর দেয় না, তখন নিরাশা হইয়া সকলেই গৃহে ফিরিল, পেমীও কাকের ঠোকর হইতে এড়াইল। কিঞ্চিৎ পরে পেমী নিরালা ঠিক করিয়া হরগৌরী আশ্রমাভিমুখে চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কৈলাস শিখর।

বহুদিন পরে পাগলিনী অনেক দেশ, নদ, নদী, উপত্যকা ও পর্ব্বত পার হইয়া, অবশেষে কৈলাস শিখরে আসিয়া উপনীত হইল। কৈলাস শিখরটী অতি উৎকৃষ্ট স্থান হয়। ফুল, ফল, মূল, ঔষধি, সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরি, কন্দর ও নির্ঝর স্থানে স্থানে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলচর, জলচর, উভচর ও খেচরেরা হিংসা বর্জ্জিত হইয়া তথায় আনন্দে বিচরণ করে। কপালতুল্য শুষ্কমস্তক-শালী, জটালিনধারী, বৈখানস, বালখিল্য, সম্প্রক্ষাল, মরীচিপ, উন্মজক, গাত্রশয্য, অশয্য, অনবকাশিক, দান্ত, নিয়ত আর্দ্র বস্ত্র পরিধায়ী, সদাজপশীল, নিত্য বেদাধ্যায়ী, পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী, পত্রাহারী, জলাহারী ও বায়ু ভোগী ঋষি সকলে ব্রাহ্মী শোভায় শোভিত হইয়া, নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিতে ব্যস্ত আছেন।

পথশ্রমে অত্যন্ত কাতরা ও বহুদিনাবধি নিদ্রাসুখে বঞ্চিতা পাগলিনী, কৈলাস শিখরের একটী মন্দার বৃক্ষের তলে উপবেশন করিল। পাগলিনীর দৃষ্টি প্রথমে জল প্রপাতের উপর পড়িল। কিন্তু বহু দূরে থাকিবার কারণ পাগলিনীর মনকে অস্থির করিতে পারিল না। পাগলিনীর পদতলের তলে একটী নির্ঝরিণী ঝর্‌ঝরে ঝরিতে লাগিল। সুগন্ধ সমন্বিত শীতল সমীরণ মৃদু মৃদুভাবে পাগলিনীর সহিত আলাপ করিল। পাগলিনী ইহার অকপটভাবের আলাপের স্পর্শনে এত আনন্দিত হইল যে, আর পাগলিনী ইন্দ্রিয়কে নিজবশে

রাখিতে পারিল না। দেহের কর্ত্তা ব্যতীত অন্য সব অনুচরেরা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। পাগলিনীও নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইতে বাধিত হইল।

নিদ্রাবসানে পাগলিনী দেখিল,—কতকগুলি জটালিনধারী উত্তরীয় বল্কল সমন্বিত ঋষিগণ যথাকালে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন। নিয়মবশতঃ ঊর্দ্ধবাহু সংশিতব্রত কতকগুলি মুনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎক্ষণ পরে পাগলিনী আর উহাদের দেখিতে পাইল না। পাগলিনী চিন্তামনির চিন্তাতে আবার মগ্ন হইল।

সন্ধ্যার আবির্ভাব হওয়াতে আশ্রমবাসীরা আপনাদিগের কুটীরের দ্বারে বাহির হইয়া নৃযজ্ঞের দরুন অতিথি ডাকিতে লাগিলেন। যিনি যাহাকে দেখিতে পাইলেন,—তিনি তাহাকে সমাদরের সহিত আশ্রমের ভিতর লইয়া যাইয়া, বহু যত্ন সহকারে অতিথি সেবা করিলেন। হরগৌরীর আশ্রম হইতে পাছে মা অন্নপূর্ণা থাকিতে কেহ উপবাসী থাকে, নন্দী বাহির হইল। নন্দী তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। যাহাকে সম্মুখে পায়, জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেবা হইয়াছে? সকলেই উত্তর দেয়, যথায় স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা থাকেন, তথায় অন্নের অভাব কোথায়? আমরা সকলেই সেবা লইয়াছি। দেখ নন্দিন্! একটী পাগলিনী ঐ মন্দার বৃক্ষের তলে বসিয়া আছেন, উনি সেবা লইয়াছেন কি না একবার জিজ্ঞাসা করুন। নন্দী তথায় চলিল।

জ্যোৎস্না রজনীর কারণ নন্দীকে বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। নন্দী দূর হইতে দেখিতে পাইল,—মন্দার বৃক্ষের তলে একব্যক্তি বসিয়া আছে, নন্দী তাহার নিকটে যাইয়া অনেক স্তব ও স্তুতি করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। মনে বিবেচনা করিল।—পাগলিনী কি সংজ্ঞাবিহীনা।—না তাই বা কই, হাত ও পা তো নড়িতেছে। তবে বুঝি চিন্তাশীলা। আচ্ছা একবার খুব

উচ্চৈঃস্বরে ডাকি। নন্দী বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না।

তখন নন্দী মনে মনে চিন্তা করিল,—আমার গুরুদেব আমায় বলিয়াছিলেন,—"কেহ চিন্তাতে অত্যন্ত মগ্ন থাকিলে, কিম্বা কাহারও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতাপ্রাপ্ত হইলে, তাহার মাথার চুল টানিলে চিন্তাভগ্ন ও শিথিলতা বিনাশ হয়। আরও গুরুদেব বলিয়াছিলেন, পাঠাভ্যাসীদের শিখা—টিকি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, কারণ দিবারাত্রি পড়িতে পড়িতে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়, এবং ইন্দ্রিয়কে পুনঃ চেতন করিবার দরুণ, মস্তিষ্কের উপরের চুল টানা বিধেয়। শিখাটির সহিত মস্তিষ্কের যত নিকট সম্বন্ধ আছে এমন আর কাহারও নাই। পিয়নো যন্ত্রটী ভিতরে এমন হিসাবে সাজান আছে যে, উপরের পরদা এক একটী টিপিলে সুন্দর এক একটী সুর বলে, ভিতরের কর্ড অর্থাৎ তার বিকল হইলে উপরের পরদা ভাল থাকিলেও আর সুর বলে না। দেহের ভিতর এক এমন হিসাবে জিনিষ দিয়া সাজাইয়াছেন যে, উপরের ইন্দ্রিয়তে আঘাত লাগিলে, ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর দেয়। কিন্তু ভিতর বিকল হইলে, উপরের ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও প্রত্যুত্তর আর পায় না। সাতটী পরদাতে পিয়নো যন্ত্রটী প্রস্তুত হয়। দশটীতে দেহ যন্ত্রটী প্রস্তুত হয়, একটী একটীতে আঘাত করিলেই ভিতর হইতে উত্তর দেয়। ত্বক্ টানিলেই পুনঃ চেতন হয়। চুলের হেতু মাথার ত্বক্ টানিবার বড় সুবিধা, কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ত্বকের উপর চুল সাজান আছে, এবং মস্তিষ্কের অত্যন্ত নিকট হয়।" তবে আমি পাগলিনীর চুল টানি, তাহা হইলেই পাগলিনীর জ্ঞান হইবে। এই স্থির করিয়া নন্দী পাগলিনীর নিকটে গিয়া যেমন খুব জোরে চুল টানিল, অমনি পাগলিনীর চমক্ হইল। পাগলিনী জিজ্ঞাসা করিল;--আপনার আগমন এখানে কি নিমিত্ত ?

নন্দী উত্তর করিল,—আমি প্রভু হরের প্রধান চেলা হই, আমার নাম নন্দী, হরগৌরী আশ্রমে আমার বাসস্থান হয়। আপাততঃ আপনার সেবা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে এখানে আসিয়াছি। যদি আপনার কোনও বাধা না থাকে,—বলিতে আজ্ঞা হয়।

পাগলিনী। আমি উপবাসিনী, মহর্ষি কপিলমুনি বলিয়াছেন,—"মা, তুমি হরগৌরী আশ্রমে যাইলে তোমার চিন্তামনিকে পাবে।" সেইজন্যে আমি এখানে আসিয়াছি, আপনি চিন্তামনি কোথায় বলিতে পারেন ?

নন্দী। আমার প্রভু হর, তিনিইতো জগচ্চিন্তামনি হন। বোধ হয়, মহর্ষি কপিলমুনি আপনাকে তাই বলিয়া থাকিবেন যে, আপনি হরগৌরী আশ্রমে যাইলে চিন্তামনিকে পাইবেন। আপনি উপবাসিনী,—অগ্রে সেবা লন, তারপর আপনি চিন্তামনির দর্শন পাইবেন।

পাগলিনী। আপনি জগচ্চিন্তামনির কথা বলিতেছেন, আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করি নাই।

নন্দী। তবে কি আপনি দেহ চিন্তামনির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পাগলিনী। আপনি প্রভু হরের প্রধান চেলা হইয়া এত স্থূল-বুদ্ধি ধরেন কেন ? জগচ্চিন্তামনিকে দর্শন করিতে কাহারও কি কোথায় যাইতে হয় ? দর্শনেচ্ছুক ভক্ত যথায় তথায় তাঁহাকে দেখিতে পারেন, কারণ ভক্ততো জগতের বাহিরে নাই যে, বাহির হইতে অন্দরে আসিয়া দেখিবেন, যখন সমস্ত জগৎ জগচ্চিন্তামনিতে ব্যাপ্ত হয়। দেহের চিন্তামনি দেখিতে হরগৌরী আশ্রমে আসিব কেন ? দেহ ছাড়াতো পাগলিনী নয় ? যথায় দেহ তথায় পাগলিনী। চিন্তামনি সর্দ্দার, যিনি আমার চিন্তামনি—তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আমি

হরগৌরী আশ্রমে আসিয়াছি। সমষ্টিসমষ্টির ভাল, ব্যষ্টি ব্যষ্টির ভাল, জ্ঞানী জ্ঞানীর ভাল, মূর্খ মূর্খের ভাল, আর চণ্ডাল চিন্তামনি সর্দ্দার চণ্ডালিনী পাগলিনীর ভাল হয়। আপনার আপনি অর্থাৎ হর ভাল। আপনি আমার চিন্তামনির খবর দিতে পারেন, কারণ মহর্ষি কপিলমুনি কখন মিথ্যা বলিবেন না; এখানে অবশ্যই চিন্তামনি আছে।

নন্দী। আপনি কি ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বৃথা বলেন?

পাগলিনী। আমি জগতের কিছুই বৃথা বলি না। যে যেটা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তার সেটা আবশ্যক নাই। যাহারা বর্ণশিক্ষা করে নাই, তাহাদের পক্ষে বর্ণশিক্ষা পুস্তক অত্যন্ত আবশ্যকীয়, কিন্তু যাহারা বর্ণশিক্ষা করিয়া এবং উহাতে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের বর্ণশিক্ষা পুস্তকের কোন আবশ্যক নাই। জগচ্চিন্তামনি জগতের গুরু হয়, দেহ চিন্তামনি দেহের গুরু হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি জগৎ ছাড়া নয় ও দেহবিহীন নয়, তবে কেন সকলে জগচ্চিন্তামনিকে ও দেহ চিন্তামনিকে পায় না।

নন্দী। ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে যাইলে পায়।

পাগলিনী। জ্ঞানকাণ্ডে যাইলেও পায় না।

নন্দী। তবে কোন কাণ্ডে পায়?

পাগলিনী। জ্ঞানকাণ্ড শেষ করিয়া ভক্তিকাণ্ডে যাইলে পায়। ক্রিয়াকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডে উঠিলে পথিক—জ্ঞানী সম্মুখে এত পথ দেখিতে পায় যে, কোন পথে যাইলে পথিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা ঠিক করিতে পারে না, বরং ভ্যাবাচ্যাকা খায়। তখন জ্ঞানী যুক্তির আশ্রয় লয়, সময় অতিবাহিত হইতে থাকে, কাল কাহারও খাতির রাখে না, বিড়ালে ইন্দুর ধরার মতন লইয়া যায়। যে পথিক—জ্ঞানী হুঁসিয়ার হয়, ভালমন্দ বিচার না করিয়া, চোক কান বুজিয়া একটী পথ অবলম্বন করে অর্থাৎ ভক্তি পথাবলম্বী

হয়,—(ভক্তি আসিলেই বিশ্বাস আসিল, বিশ্বাস হইলে কার্য্যে রত হইল, কার্য্যে রত হইলে সিদ্ধি আসিল, সিদ্ধি আসিলেই মুক্তি হইল), এবং সে সহজে জয়লাভ করিয়া অন্তে শান্তিভোগ করে।

দেখ নন্দিন্। ভক্তি কি প্রকারে আইসে ইহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ পাঁচ বৎসরের বালকেতে যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একশত বৎসরের মহাজ্ঞানীতে ও মহাবৈজ্ঞানিকে ও বিদ্যাধ্যায়ীতে ও যোগাভ্যাসীতে সে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। একের কৃপাতে সব হয়। এক মনে করিলে, সূচের গর্ত্তের ভিতর দিয়া, অনন্ত জগৎ বাহির করিতে পারেন। কিন্তু পাগলিনী, যতটুকু পরিসর সূচের গর্ত্ত থাকিবে, ততটুকু মোটা সূতা একদিক হইতে অপর দিকে বাহির করিতে পারিবে। সূচের গর্ত্তের চেয়ে সূতা মোটা হইলে আর পাগলিনী পারিবে না। জগচ্চিন্তামনি ও দেহ চিন্তামনি দার্শনিকদিগের ভাল হয়। আমি লেখাপড়া বিহীনা, আমার কি সাধ্য যে, জগচ্চিন্তামনিকে ও দেহ চিন্তামনিকে চিন্তা করি। চণ্ডাল চিন্তামনি আমার চিন্তার বিষয় হয়। তুমি বলিতে পার তিনি কোথায় আছেন ?

নন্দী। আপনি উপবাসিনী, অগ্রে হরগৌরী আশ্রমে সেবা গ্রহণ করুন, কল্য প্রাতে আমি হরগৌরীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

পাগলিনী। আচ্ছা চল।

তদনন্তর উভয়ে হরগৌরী আশ্রমাভিমুখে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরগৌরী আশ্রম।

হরগৌরী আশ্রম সকল প্রকার আশ্রমের ভিতর আদি আশ্রম হয়। এবং ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন আশ্রম ছিল না। গিরিরাজার কন্যা গৌরী বহুতপস্যা করিয়া যে নদীর ধারে প্রভু হরকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই নদী অদ্যাবধি গৌরী নদী বলিয়া কথিত হয়। গৌরী নদীর উত্তর প্রদেশ হইতে প্রভু হর আসিয়া ছিলেন। কোন দেশ হইতে ইহা ঠিক করা যায় না, যখন প্রভু হর স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন। প্রভু হর শ্বেত ছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ সকল পুস্তকে উঁহাকে একাধারে শ্বেত লেখে। হরগৌরীর বিবাহের পূর্ব্বে গৌরী নদীর উত্তর প্রদেশের ব্যক্তির সহিত দক্ষিণ প্রদেশের ব্যক্তির বিবাহ ছিল না। হরগৌরী হইতে সুরু হয়, এবং বোধ হয় ইঁহাদের হইতে গৌরী নদীর দক্ষিণ প্রদেশে শ্বেত রঙের প্রথম আবির্ভাব হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রভু হরকে হারকিউলিস্ বলেন এবং গৌরী নদীকে অক্সাস্ লেখেন। কতদূর যুক্তিসঙ্গত, অন্য সকলে বিবেচনা করিয়া লইবেন।

আকবার বাদশাহের সময়ের স্বর্ণ মুদ্রা, যাহার দাম ষোল টাকা, এখন পাঁচশত টাকাতেও পাওয়া যায় না, কিন্তু আকবর বাদশাহ সম্প্রতি অর্থাৎ চারি শত বৎসর গত হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্যের সন সম্বৎ লইয়া কত গোলমাল, যদি শালিবাহন হইতে সাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রয়োদশ শততম বৎসর হয়। শকাদিত্য অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য হইতে যদি শকাব্দা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উনবিংশ

শততম বৎসর হয়, কিন্তু বিক্রমাদিত্যকে হত করিয়া শালিবাহন প্রতিষ্ঠা নগরে রাজা হইয়াছিলেন। কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা সার্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের শিক্ষক হন।

বুদ্ধদেবের জন্মতারিখ লইয়া কত গোলমাল। মহাবংশ, হিয়ঙ্-চেঙ্কের ভারতাগমন, সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, অশোক রাজার রাজ্য সময়, যাহা হইতে বুদ্ধদেবের জন্ম তারিখ ঠিক করা হয়, ইহাতেও সব এক লেখে না। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সময় ঠিক করা আরও দুরূহ, রামচন্দ্রের অতি দুরূহ হয়। সগররাজার কথাই নাই, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের আর কি বলিব। কিন্তু প্রভু হর ইঁহাদিগের সকলকার পূর্ব্বে হন। হর হারকিউলিস্, আর গৌরী নদী—অকসাস্, ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, ইহা কিছুই বলিতে পারি না। নাম জাহিরওয়ালা ও ভাষাওয়ালা ভারতবাসীকে যে ধারে ঘুরাইতে ইচ্ছা করে, সেই ধারে ঘুরাইতে পারে, কারণ ভারতবাসীর মাথা গোবরে পরিপূর্ণ হয়।

হরগৌরী আশ্রমটী অতি পুণ্য আশ্রম হয়, কারণ হিংসা ও দ্বেষ তথায় কিছুতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। খালি প্রেম একাধারে সৎ হইতে সৎ হইয়া অনবচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। প্রত্যুষে নন্দী পাগলিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া পাগলিনীকে বলিল;—গত কল্য আপনি আমাকে হরগৌরীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই করুন।

নন্দী উত্তর করিল। আপনি আমার সহিত আসুন। পাগলিনী ও নন্দী উভয়ে চলিল। একশত দুইশত পা যাইয়া নন্দী পাগলিনীকে বলিল। আপনি এইখানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন আমি হরগৌরীর খবর লইয়া আসি।

নন্দী কিছুক্ষণ পরে আসিয়া পাগলিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া হরগৌরীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পাগলিনী দেখিল, হরের ক্রোড়ে গৌরী বসিয়া আছেন, কি উৎকৃষ্ট দৃশ্য! যাহা দর্শনে মনের সব মল ধৌত হইয়া নির্ম্মল হয়। দৃশ্য জগতের আনন্দ প্রকৃতিপুরুষ হয়, যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক খণ্ডন করিতে পারেন নাই। জগৎ (অর্থাৎ ব্যষ্টি—স্থূল) শব্দ রাখিতে হইলেই দুইটির প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম (সমষ্টি—সূক্ষ্ম) বলিলেই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আইসে।

হর বলিল,—নন্দিন্! তুমি এই পাগলিনীকে কোথায় হইতে তুলিয়া আনিলে—মা আমার কি চিন্তাশীলা, দুই চক্ষের কোলে যে কালী বেঁটে দিয়েছে। মা, তোমার চিন্তা তোমা হইতে শীঘ্রই রহিত হউক।

নন্দী। গুরুদেব! পাগলিনী আপনার আশ্রমের নিকট মন্দার বৃক্ষের তলে স্থিরনয়না হইয়া বসিয়া ছিলেন, আমি বৃষভের খাতিরে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলাম। পাগলিনী অত্যন্ত সংজ্ঞা বিহীনা হন। আমি আপনার পূর্ব্বের উপদেশানুসারে মস্তকের চুল টানিলে পর পাগলিনীর সংজ্ঞা লাভ হইল এবং পাগলিনী আমার সহিত অতি উৎকৃষ্ট আলাপ করিল, আমি সেই খাতিরে, উহাঁকে আপনার সম্মুখে আনিয়াছি। পাগলিনী অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শিনী হন।

হর। নন্দিন্! সে কথা তোমায় আর বলিতে হইবে না, যার চক্ষুই ইহার দর্পনের স্বরূপিণী হয়। তুমি যে জিনিষ চিনিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে পথে আছ, সেই পথের মাঙ্গলিক কর্ত্তা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পাগলিনি! তোমার এত চিন্তাশীলা হইবার কারণ কি, আমার আশ্রমে আসিতে কে তোমায় উপদেশ দিল?

পাগলিনী। গুরুদেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হন। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। চিন্তামনি আমায় চিন্তাশীলা করিয়াছে। মহর্ষি

কপিলমুনির উপদেশানুক্রমে আমি আপনার চরণ দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার চিন্তামনি কোথায় আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

হর। মা, তোমার চিন্তামনি সর্ব্বত্র আছে, নিজে ঠিক হইলেই চিন্তামনিকে লইতে পাব।

পাগলিনী। আমি সর্ব্বব্যাপী চিন্তামনিকে চাই না, যদি সে চিন্তামনিকে চাইতাম, তাহা হইলে আপনার নিকট আসিতাম না, গৃহে বসিয়া পাইতাম।

হর। মা, তোমার এখনও ভ্রম যায় নাই, তবে তুমি কি করিয়া চিন্তামনি সর্দ্দারকে পাইবে? যতক্ষণ ভ্রম থাকিবে, ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হইবে। ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রম ঠিক হয়। তোমার মা বার আনা ভ্রম ঠিক হইয়াছে, চারি আনা বাকী আছে। এই চারি আনা পূরণ হইলেই চিন্তামনিকে পাইবে। কিন্তু মা, চিন্তামনিকে প্রথম দর্শনাবধি আজ পর্য্যন্ত যে, চিন্তামনি সর্দ্দার ব্যতীত তোমার অন্য চিন্তা নাই, ইহাতে মা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। এখনও যদি চিন্তার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে চিন্তামনি সর্দ্দারেরও অভাব জানিবে। চিন্তামনি ব্যতীত চিন্তা করিও না। যখন সমস্ততে চিন্তামনি দেখিবে তখন চিন্তামনি পাইবে। তুমি আমি থাকিলে অর্থাৎ চিন্তামনি সর্দ্দার ও পাগলিনী আলাহিদা থাকিলে আলাহিদা থাকিবে। যেই দিন অভেদ হইবে,—সেই দিন এক হইবে।

পাগলিনী। তবে আমি গৃহে বসিয়া তো পাইতাম, এতদুর আসিবার কি প্রয়োজন ছিল।

হর। প্রয়োজন কিছুই নাই, যতক্ষণ ভ্রমদূর না হয়, ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হয়, কারণ ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রম যায়। তোমার মা

দেখনা, এখনও ভ্রম আছে, তাই চিন্তামনি কোথায় বলিয়া ভ্রমণ করিতেছ।

পাগলিনী। গুরুদেব! তুমি আমি কি? মা গৌরী তো আপনাকে আরাধনা করিয়া পাইয়াছেন, জগচ্চিন্তামনিকে তো আরাধনা করেন নাই। তবে কেন আমি জগচ্চিন্তামনির আরাধনা না করিয়া, চিন্তামনি সর্দ্দারকে পাব না?

হর। তুমি, আমি কি, তুমি আমি জানে। তুমি থেকে আমি ছাড়িয়া আসিলে, আমি কি, থালি, ইহা জানিব, তুমি, আমি কি করে জানিব। আর তুমি আসিলে থালি তুমি জানিব, আমি কি করে জানিব। তুমি আমিজ্ঞানে তুমি আমি, তুমিজ্ঞানে তুমি। আমিজ্ঞানে আমি। তুমি আমি না থাকিলে ক্রিয়াকাণ্ড থাকে না। ক্রিয়াকাণ্ড না থাকিলে, স্থূল জগতের অস্তিত্ব থাকে না। স্থূল জগৎ না থাকিলে আবার ক্রিয়াকাণ্ড থাকে না। ক্রিয়াকাণ্ড না থাকিলে তুমি ও আমি থাকে না।

একের হুকুম প্রথমে তুমি ও আমি থাকিবে। অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র, দেহী হইলেই প্রথমে আবশ্যক হয়, ইহার কারণ সমাজধর্ম্মের প্রয়োজন হয়। সমাজ ধর্ম্মের অভাব হইলে, অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র, ও মন্ত্রের অভাব হয়, উহার অভাব হইলেই দেহী হইয়াও পশু হইয়া থাকিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে আসিলে, আর তুমি ও আমি থাকে না, থালি তুমি থাকে। তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, নিজের অস্তিত্ব লোপ হয়। নিজের অস্তিত্ব লোপ হইলেই মূর্ত্তির লোপ হয়, মূর্ত্তির লোপ হইলেই ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হয়, ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হইলেই ত্যাগী হইতে হয়, ত্যাগী হইলেই বহুচিন্তার লোপ হয়, বহুচিন্তার লোপ হইলেই, এক চিন্তাতে আসিতে হয়, এক চিন্তাতে আসিলেই সব এক দেখিতে হয়, সব এক দেখিলেই আমি

আসিল, কারণ আমি বর্ত্তমান, তুমি অবর্ত্তমান, অবর্ত্তমানের উপাসনা মানসের দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডে হয়। তুমি ও আমি কিছুই প্রভেদ নাই, কিন্তু অতি সূক্ষ্মে কিছু আছে। তুমি বলিলে আর কিছুই নাই সত্য, যা কিছু সমস্তই তুমি, কিন্তু তুমি অবর্ত্তমান, আর আমি বর্ত্তমান। অতএব সমস্তই আমি ইহাতে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। ফল কথা,—তুমি ও আমি এক। ত্বত্বমসি—(সোঽহম্)।

তুমি যে গৌরীর কথা বলিলে শুন—গৌরী বহুদিন তপস্যা করিয়া আমাকে পাইয়াছে, কারণ গৌরী প্রথমাবধি আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিন্তাতে আনে নাই। যতদিন গৌরীর প্রভেদ জ্ঞান ছিল, ততদিন গৌরী আমা হইতে আলাহিদা ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে ভেদজ্ঞান রহিত হইল, সেইদিন গৌরী আমায় লাভ করিল। চিন্তার আকর্ষণীশক্তি এত বেশী যে, চিন্তার পদার্থ যতদূরে থাকুক না কেন, চিন্তাশীল হিড়্ হিড়্ করিয়া চিন্তাপদার্থকে নিকটে টানিয়া লইতে পারে, যেমন শৃঙ্খলবদ্ধ মানব শৃঙ্খলধারীর ইচ্ছামত নিকটে আসিতে বাধ্য হয়।

গৌরী হইতে আমি কতদূরে ছিলাম, আমি একদেশের পুরুষ গৌরী অপরদেশের মেয়ে; জাতি, কুল, বর্ণ, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ও গৌরী পৃথক হই, কিন্তু গৌরী চিন্তাশীলা হইয়া সব এক করিয়াছে। গৌরী যেদিন হইতে হরময় ব্যতীত আর কিছুই দেখিল না, শুনিল না ও কথা কহিল না, সেইদিন হইতে আমি পদতলে পড়িয়া আছি। মা, তুমিও যেদিন সমস্তে চিন্তামনি দেখিবে, সেইদিন তোমার চিন্তামনি তোমার পদতলে গড়াগড়ি যাইবে।

পাগলিনী। গুরুদেব! যদি সমস্তই চিন্তামনি হইল, তাহা হইলে প্রভেদজ্ঞান করায় কে?

হর। যতদিন ঐ জ্ঞান থাকিবে, ততদিন জ্ঞানকাণ্ডে থাকিবে।

মানব পুরুষকারের দ্বারায় ক্রিয়াকাণ্ডে অপর মানবের নিকট বাহাদুরি লইতে প্যারে, কারণ নিজ ও অপর এই জ্ঞানটী রহিয়াছে, গুরু ও শিষ্য রহিয়াছে, ছোট ও বড় রহিয়াছে, কিন্তু যখন মানব জ্ঞানকাণ্ডে আসিয়া মানসপূজার দ্বারায় জ্ঞানী হইবে, তখন নিজ ও অপর এই জ্ঞানটী রহিত হইবে, গুরু ও শিষ্য রহিত হইবে, ছোট ও বড় রহিত হইবে।

পৃথিবীতে যত দার্শনিক ছিল, আছে ও হইবে সকলেই জ্ঞানী ছিল, জ্ঞানী আছে ও জ্ঞানী হইবে, কিন্তু কেহই প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমিক হইতে হইলে বিদ্যার, বুদ্ধির, জ্ঞানের, ক্রিয়ার, রূপের, কুলের, শীলের, জাতির, মানের কিছুরই প্রয়োজন নাই। কিসে প্রেমিক হয়, কে প্রেমিক হয়, কি ক'রে প্রেমিক হয়, কাহার দ্বারায় প্রেমিক হয়, কেহই জগতে জানে না। যাহার হয় তাহারই হয়, ভেদ করিলেই ভেদ, অভেদ করিলেই অভেদ। ভেদাভেদ নিজের কাছে। মূলেও যা, জগতে তা, কাজে কাজেই মধ্যতেও তা।

পাগলিনী। গুরুদেব! যদি মূল, মধ্য ও জগৎ এক হইল, তবে ভেদ হয় কেন?

হর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিজের হাতে। দর্পণের গুণ স্বচ্ছতা, দর্পণের গুণ হনুমান, বানর ও উল্লুক নয়। দর্পণের নিকট মানব যে অবস্থাতে যাইবে, দর্পণে সেই অবস্থার প্রতিবিম্ব পড়িবে, এবং চক্ষু সেই অবস্থার প্রতিবিম্বকে দর্পণের ভিতর দেখিবে। কেন দেখে? কারণ চক্ষুর দেখিবার কর্ত্তাকে, তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতে তৈয়ার করা হয়। যদি নিজের না হইত, তাহা হইলে নিজের হনুমানের প্রতিবিম্বতে বানর দেখিত, বানরে উল্লুক, উল্লুকে বানর ও হনুমান, অর্থাৎ পাল্‌টাপাল্‌টি।

জগতে যতলোক তর্ক করে, নিজের ঘট্ট দিয়া কেহ করে না,

পরের ঘট দিয়া করে, ইহার কারণ ভেদ হয়। নিজের ঘট ঠিক থাকিলে, অন্য সমস্ত ঘট ঠিক হয়। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরের ঘটের কাণ্ড হয়। বাল্যকালে মানব যে অবস্থাতে তৈয়ার হয়, সে অবস্থার ছবি তাহা হইতে আর কিছুতেই যায় না, তবে দেহান্তর হইলে যাইবার সম্ভাবনা আছে। চাকে ঘট করিবার সময় যে দাগ পড়ে, সে দাগ পোড়াইলেও যায় না, ভাঙ্গিয়া ফাঁকি করিলে যাইবার সম্ভাবনা। তুমি বাল্যকালে মা, লেখাপড়া কিছুই শিক্ষা কর নাই, স্বাভাবিক জ্ঞান যাহা লইয়া আসিয়াছ, তাহাই অদ্যাবধি আছে। প্রথম অবস্থাতে অপ্রকাশ্য ভাবে ছিল, কিন্তু সময়ের সহিত প্রকাশ পাইতেছে। এখন কিছু বাকী আছে, পূর্ণ হইলেই সব শান্তি হয়।

তোমার মা জাতি, কুল, মান, ও রূপ সমস্তেরই অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু যে ধন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মানবেরা ক্রিয়াকাণ্ডে ও জ্ঞান-কাণ্ডে কোটী কোটী বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও কদাচ উহার নিকটে যাইতে পারে না। দেখ না—মা, আজ তুমি কি ভোগ করিতেছ, কোথায় আসিয়াছ এবং কাহার সম্মুখে রহিয়াছ। মহর্ষি কপিলমুনির দর্শন দেবদুর্ল্লভ হয়, কিন্তু মা, সে দর্শন তোমায় আনন্দ দিতে পারে নাই। আমার দর্শন যাহা—আরও দুর্ল্লভ, তাও মা তোমার করতলস্থ আমলকীর মতন হয়। তোমার চিন্তামনির জন্যে অন্য কেহই তোমার নিকট স্থান পায় না। মা, এই দেবদুর্ল্লভজ্ঞান মেজে ঘসে কাহারও আসে না। যাহার হয়, তাহারই হয়, অন্যের হইবার সম্ভাবনা নাই।

তুমি মা, তোমার চিন্তামনি লাভের দরুন ষষ্ঠাদি কল্প আরম্ভ কর। আজ পঞ্চমী তিথি, অদ্য ঘৃত ব্যতিরেকে আর কিছুই আহার করিও না। তুমি মা কল্য সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গৌরী নদীতে অব-গাহন করিয়া, আমার নিকট আসিয়া বোধন লাভ করিও। উলাঙ্গিনী

হইয়া বামা করিয়াছেন জগৎ আলো। যতদিন উলাঙ্গিনী না হইবে ততদিন প্রেমিকা হইতে পারিবে না। কৃপণতা করিলে জ্ঞানিনী হইতে পারিবে। কৃপণ হইলে ত্যাগী হইতে পারে না, কারণ কৃপণের বন্ধু জ্ঞান ও যুক্তি হয়। আমি ও তুমি কৃপণের শেষ জ্ঞান হয়। কৃপণ কখন শান্তি ভোগ করিতে পারে না। তোমার মা, পাঁচটীর অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও মদের লোপ হইয়াছে, একটী (অর্থাৎ মাৎসর্যটী) বাকী আছে, তাই মা তোমায় ষষ্টাদি কল্প করিতে বলিলাম।

পাগলিনী। গুরুদেব! আমার কি পাঁচটী লোপ হইয়াছে, আর একটী যা বাকী আছে, সেইটীই বা কি? আর সেইটীই বা লোপ হইলে কি হইবে? আমার চিন্তামনিকে পাবতো?

হর। তোমার বাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—লোপ হইয়াছে, মাৎসর্য্যটি বাকী আছে। এইটি লোপ হইলে তোমার সব শূন্য হয়, তুমি ও আমি জ্ঞান পালায়, এবং এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই যায়। সঙ্গে সঙ্গে তোমার মা চিন্তামনি সামনে হাজির হয়, এবং অমনি সব শান্তি জাহির হয়।

পাগলিনী। মাৎসর্য্যটীর লোপ কি করিয়া হয়?

হর। নীলপদ্মপলাশলোচনটি দিলেই হয়।

পাগলিনী। নীলপদ্মপলাশলোচনটি কি?

হর। ত্রিনেত্র।

পাগলিনী। ত্রিনেত্র কি?

হর। জ্ঞান।

পাগলিনী। নেত্র যাইলেতো আর দেখিতে পাইব না।

হর। সব শূন্য, তাই নীল বলা হইয়াছে; দেখিতে পাইলেই, দেখিতে হইবে। গৌরী উলাঙ্গিনী বলিয়া কথিত হয় কারণ গৌরী শূন্যাতীতা হয়।

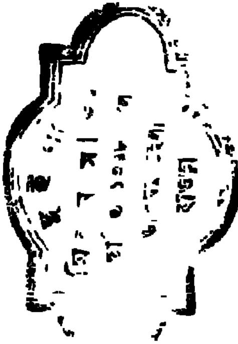
পাগলিনী। যদি গৌরী শূন্যাতীতা হয়, তবে আপনার ক্রোড়ে কি করিয়া বসিয়া আছেন, এবং আমি কি করিয়া গৌরীর শ্রী দেখিতে পাইতেছি।

হর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি তুমি জ্ঞানে, আমি তুমি জ্ঞান। মড়ার ভাব মড়া বুঝিতে পারে, গাছের ভাব গাছ বুঝিতে পারে, পাহাড়ের ভাব পাহাড় বুঝিতে পারে, শূন্যের ভাব শূন্য বুঝিতে পারে। তুমি মা, সাকারা, সাকার ভাব বুঝিতেছ, নিরাকারা হইলে নিরাকার বুঝিতে পারিতে।

পাগলিনী। বুঝা কথা রহিলেতো সাকার রহিল?

হর। শিব নিরাকার হয়, কি করিয়া সাকার হইল? কারণ আমি বর্ত্তমান সাকার হর হই, এইজন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হইলাম। কথা বলিলেই দোষ পড়ে, মাথা থাকিলে মাথা আর মুণ্ড হয়, কিন্তু মাথার ভিতর গোবর থাকিলে মাথা থাকিয়াও মাথা শূন্য হয়। তর্কে তর্ক বাড়ে, কথাতে কথা বাড়ে, বোবা হইলে কিছুই বাড়ে না। সে যাহা হউক, আজ তুমি চিন্তাগারে যাইয়া চিন্তা কর,—কল্য প্রত্যুষে আমার নিকট আসিবে।

পাগলিনী তথাস্তু বলিয়া নন্দীর সহিত নিজস্থানে ফিরিয়া আসিল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধি।

পরদিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে পাগলিনী—গৌরীনদীতে অবগাহন করিয়া প্রভু হরের নিকট উপস্থিত হইল। প্রভু হর অতি যত্নসহকারে পাগলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, উন্মাদিনি! তুমি চক্ষু বুজিয়া তোমার ইষ্ট দেবতা চিন্তামনির ধ্যান কর, তাহা হইলেই অদ্য সন্ধ্যাকালেতে তুমি চিন্তামনিকে পাইবে। পাগলিনী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত দুই চক্ষু বুজিয়া চিন্তামনিকে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল।

প্রভু হর দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি একত্রিত করিয়া, পাগলিনীর দুই ভুরুর মধ্যস্থানে পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ রাখিয়া, নিজদেহের স্বেদ অর্থাৎ ইলেকটিসিটি পাশ—নির্গত করিতে লাগিলেন। চাঁদা মামা চাঁদা মামা টি দিয়ে যা। এই হিয়ালিটী বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলন আছে, ইহা আর কিছুই নয়, বোধ হয় পরদেহের স্বেদ—ইলেক্‌টিসিটি শিশুর দেহে দেওয়া, যাহাতে শিশুর অনেক উপকার হয়। ত্রাটক যোগ আর একটি উপায় হয়, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে চক্ষুর দৃষ্টি সুরু করিলে, দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে উপরে যায়। দুই ভুরুর মধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি সহজে যায় না, ইহার কারণ টিপ্ ও ফোঁটা বিধেয়। ত্রাটক যোগাভ্যাসী—টিপ্ ও ফোঁটার আশ্রয় ভুরুর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, এবং যখন চক্ষুর দৃষ্টি ভুরুর মধ্যে স্থির হয়, তখন ত্রাটক যোগসিদ্ধি হয়। টিপ্ ও ফোঁটা ব্যবহারের প্রথা বোধ হয়, ইহার কারণ হইয়া থাকিবে।

সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করা আর একটী উপায় হয়, ইহার কারণ বোধ হয় ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি দর্শন প্রথা প্রচলন হইয়াছে। নিজ-প্রতিবিম্ব নির্ম্মল জলে দর্শন, নিজ প্রতিবিম্ব দর্পনে দর্শন, ছায়া মূর্ত্তি—এষ্ট্রাল বডি দর্শন, সূর্য্য দর্শন, এই সমস্তই স্বেদের—ইলেক্‌ট্রিসিটির কাল্‌চার অভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যত ইলেক্‌ট্রিসিটির—স্বেদের অভ্যাস করিবে, ততই উন্নতিমার্গে উঠিবে, উন্নতিমার্গে উঠিলে চিন্তাশীল হইবে, চিন্তাশীল হইলেই এক-চিন্তা আসিবে, এক চিন্তা আসিলেই পাগল হয়। পাগল দুই প্রকার ঃ—যথা সর্ব্বসাধারণ লোকও এক চিন্তার পাগল প্রভু হর। প্রথমটীতে অপকার আছে, শেষটীতে উপকার হয়। উন্মাদ হইলে সব চিন্তা শেষ হয়, সব চিন্তা শেষ হইলেই শান্তি হয়।

কিছুক্ষণের পর প্রভু হর পাগলিনীর মস্তকের উপর হাত দিলেন, অর্থাৎ তোমার শান্তি হউক। [মস্তকের উপর আর কিছুই নাই, ইহার কারণ মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদ করা বিধেয়,] হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করা ভিখারীদের হয়, কারণ কিছু দাও, দেহ রক্ষা করি। পাগলিনী উন্মাদন্‌ হইল, প্রথমে হরকেই চিন্তামনি বলিয়া ধরিল, পরক্ষণে দেখিল প্রভু হর। অমনি বলিল, গুরুদেব! আমার চিন্তামনি কোথায়?

হর। তোমার চিন্তামনি আর একটু যাইলে পাইবে। [উন্মাদিনীর অবস্থা—ক্ষণেক চৈতন্য, ক্ষণেক অচৈতন্য, চৈতন্য অবস্থাতে বিষয় জ্ঞান, অচৈতন্যাবস্থাতে চিন্তামনি ধ্যান। চিন্তামনি ধ্যানে যে বিষয় নাই, ইহা কেহ বলিকে না। বিষয় না থাকিলে ধ্যান থাকে না। যে দিন বিষয় যাইবে, সেই দিন ধ্যান যাইবে, ধ্যান যাইলেই, তুমি ও আমি অভাব হইবে, তুমি ও আমি অভাবে নির্ব্বান—শান্তি হয়।]

গৌরী হরকে বলিল। নাথ! আপনি পাগলিনীকে উন্মাদ

করিয়া দিলেন, আপনার কি অবিচার। আপনার নিকট পাগলিনী কোথা চিন্তামনি পাইব বলিয়া আসিল, আপনি কি না তাকে চিন্তামনি হইতে রহিত করিলেন।

হর। প্রিয়ে! আমি উম্মাদিনীর উপকার ব্যতীত অপকার করি নাই। অদ্য সন্ধ্যার সময় উম্মাদিনীর সহিত চিন্তামনির সন্ধি হইবে। উম্মাদিনী নিজগুণে পনরআনা তিন পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল, আর কতদিন বিষয় জ্ঞান থাকিয়া কষ্টভোগ করিবে, এই চিন্তা করিয়া, আমি উম্মাদিনীর বাকী এক পয়সা শীঘ্র পূরণ করিয়া, উহারই সুবিধা করিয়া দিলাম। কিন্তু উম্মাদিনীর অর্দ্ধ পয়সা লাভ হইয়াছে, ক্ষণেক চৈতন্য, ক্ষণেক অচৈতন্য, আর অর্দ্ধ পয়সা হইলেই চিন্তামনির সহিত সন্ধি হয়। প্রিয়ে। তুমিও একবার উলাঙ্গিনী হইয়া ছিলে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অবস্থাভেদে জ্ঞানভেদ লক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি নিজগুণে একছত্রধারী রাজা হয়, আবার সেই ব্যক্তিই নিজগুণে ফকির হয়। রাজার সময় তাহার কার্য্যের কত প্রসংশা হয়, আর ফকিরের সময় তাহার কার্য্যের কত অপযশ হয়। রাজার সময় তাহার কথা গ্রাহ্য, ফকিরের সময় অগ্রাহ্য, কিন্তু উভয় সময়েই ব্যক্তি এক। প্রিয়ে। আজ সন্ধ্যার সময় উম্মাদিনীর মিলন দেখিতে যাইবে?

গৌরী। নাথ। আমি বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি বলিলেন, ভালই হইল।

উম্মাদিনী যাইতে যাইতে যাহা দেখে, তাহাই চিন্তামনি বলিয়া ধরে, আবার যখন বিষয় জ্ঞান আসে, ছাড়িয়া দেয়। একটী হরিণীকে চিন্তামনি বলিয়া ধরিল, এবং উহাকে ক্রোড়ে লইল। আহা! চিন্তামনির কি উৎকৃষ্ট চক্ষু, কি কোমল অঙ্গ। চিন্তামনে। তুমি কথা কহিতেছ না কেন, রাগ করেছ। আমিতো তোমায় কিছু বলি নাই। ছি রাগ করিতে আছে। এমন সময় হরিণী মুখব্যাদন

করিল। ক্ষুধা হইয়াছে? বল না, চুপ করে রহিলে যে? কথা কহিবে না, কথা কহিবে না, কথা কহিবে না, হরিণীকে এই বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। একটী অজাগর ঐ হরিণীকে লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে আসিয়া উম্মাদিনীকে জড়াইল। আহা! চিন্তামনির আলিঙ্গন কি সুখকর, কি স্নিগ্ধ। এই বলিয়া মূর্চ্ছা। অজাগরও আস্তে আস্তে পাক খুলিতে খুলিতে লম্বা হইতে লাগিল, উম্মাদিনী ধড়্মড়্ করিয়া উঠিল। কৈ আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ? তারপর একটি বন্যষাঁড়কে দেখিয়া বলিতে লাগিল—এই যে আমার চিন্তামনি। মুখচুম্বন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিল—আমার চিন্তামনি কি কুচ্কুচে কাল, শরীর কি দৃঢ়। চিন্তামনি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কথা কও। [এমন সময় বৃক্ষের ডাল হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিল] আহা! চিন্তামনির কি সুমধুর স্বর, প্রাণ জুড়ায়। কৈ আর কথা কহিতেছ না। চুপ করে রইলে। আমি চুপ করিলে কথা কহিবে। এই বলিয়া মূর্চ্ছা। [বন্য ষাঁড় ধীরে ধীরে শিং নাড়িতে নাড়িতে বনের অন্য ধার ধরিল, উম্মাদিনী চক্ষু উন্মীলন করিল।] কৈ আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ? বন দেবি! যদি আমার চিন্তামনিকে না দাও, তাহা হইলে আমি এক্ষণেই তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।

বনদেবী। ভগিনি! আপনার চিন্তামনিতো আমার নিকট নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে, আমার পুত্রের (মুনি ঋষি ও যোগাভ্যাসী) সহিত আমাকে ভস্ম করিতে পারেন। আমার পুত্রেরা নিরপরাধী, কাহারও অপকার করা আমার পুত্রদের বৃত্তি নয়, ক্ষমা হয় আমার পুত্রদের বৃত্তি। আপনি ইচ্ছা করিলে, আমায় কি, সমস্ত স্থূলজগৎকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন। আপনার চিন্তামনি পশ্চিম-কাননে আছেন।

উন্মাদিনী তথা হইতে উঠিয়া পশ্চিমকাননে আসিয়া উপস্থিত হইল। (সূর্য্য পাটে যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, এমন সময়ে হর-গৌরী সমস্ত ভূতকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পশ্চিমকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওদিকে নন্দী—মুনি, ঋষি, যোগাভ্যাসী ও বেদাধ্যায়ীদের সঙ্গে লইয়া আসিল)। পশ্চিমকাননে প্রেমকুসুম প্রস্ফুটিত হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে উহার সৌরভ ছুটিল। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখিল,—সূর্য্যদেব লোহিতবরণ মূর্ত্তি ধরিয়া পাটে যাইতেছেন। উন্মাদিনী আরও লোহিতবরণা হইল, সূর্য্যদেব! তুমি নিজে পাটে যাইতেছ আরাম করিতে, কিন্তু উন্মাদিনীর চিন্তামনির কোনও খবর দিলে না! তুমি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বস্থানপ্রবেশী। যদি অদ্য তোমার সন্ধ্যার সহিত আমার সন্ধি (চিন্তামনির সহিত) না হয়, তাহা হইলে অদ্য হইতে আমি তোমার সন্ধ্যোপাসনা রহিত করিব, তোমায় তেজহীন করিয়া চন্দ্রতুল্য করিব, আর অদ্য হইতে জগতে কেহ তোমার উপাসক থাকিবেক না।

সূর্য্যদেব। উন্মাদিনি! চিন্তামনি এলো বলে, আর বেশী দেরী নাই। দেখ না, একপাশে ত্রয়োত্রিংশৎ কোটী দেবতা, অপরপাশে সমস্ত সন্ধ্যাবল মধ্যে সন্ধ্যানাটী ও সন্ধ্যানাটিনী, সকলেই তোমার সন্ধি অপেক্ষা করিতেছেন, বিশেষতঃ হরগৌরী তোমাদের সন্ধি অপেক্ষা করিতেছেন।

উন্মাদিনী। গুরুদেব কি মার সহিত আসিয়াছেন?

সূর্য্যদেব। ঐ দেখ না কনকাসনের মধ্যে মা ও বাবা বসিয়া আছেন।

উন্মাদিনী দেখিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।

পশ্চিমকাননে অপরদিক দিয়া চিন্তামনি উন্মত্ত হইয়া পেমী পেমী বলিয়া আসিতেছে, এবং চিন্তামনি সম্মুখে ত্রয়োত্রিংশৎকোটি

দেবতাগণকে দেখিয়া আজ্ঞা করিল,—তোমরা পেমীকে দেখিয়াছ? শীঘ্র বল—কৈ, আমার পেমী কৈ? এই বলিয়া মূর্চ্ছা।

মূর্চ্ছাভঙ্গে পেমী,—পেমী,—পেমী,—বলিয়া তাধে, তাধে করিয়া নাচিতে লাগিল। ওদিকে পেমী চিন্তামনি—চিন্তামনি বলিয়া,—ধৈতা,—ধৈতা,—করিয়া আলুথালুবেশে নাচিতে লাগিল। চিন্তামনি ও পেমীর মধ্যে সূর্য্যদেব রহিল, যেমনি সূর্য্যদেব ঐ বলিল,—অমনি ইলেক্‌ট্রিসিটীর গতির মতন উভয়ে বাহু প্রসারণ করিয়া বুকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। সন্ধ্যা ও সন্ধি একত্রে হইল।

কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, দেখিতে পাইল না, কেবল চির-সংজ্ঞাবিহীনা পেমীর দেহ ও চির-সংজ্ঞাবিহীন চিন্তামনির দেহ দেখিল, কিন্তু সকলকার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চুল খাড়া রহিল। অপ্সরী ও বিদ্যাধরী চারিদিকে নৃত্য ও গীত করিতে লাগিল, এবং আকাশ হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ হইতে থাকিল। এই প্রেম-রহস্যটি কি খালি প্রভু হর জানিলেন।

প্রেম-রহস্যটি ফুরাল, নটেগাছটী মুরাল।

কথোপকথন-রহস্য।

হনূমন্ত ছিল বলে হনূমান কহিত,
পোড়ামুখ হয়ে এবে লম্বালেজে ভুষিত।

বি, মিত্র।



কথোপকথন-রহস্য।

কথার কথা বেঙের মাথা, বলনা দূতি কিসের কথা?
চিন্তা প্রেম রহস্য যেথা, কাটা মুণ্ড কয় না কথা।
গোবর মাথা চাক যেথা, মড়া ঘাস খায়ই সেথা॥
কারে কহি রহস্য কথা।
তাই তাই হি যথাতথা॥

শিষ্য। গুরো! এক কাহাকে বলে?

গুরু। পুত্র! যাহা তুমি জান না।

শিষ্য। আমি না জানিতে পারি, জগৎ তো জানিতে পারে।

গুরু। যাহা তুমি জাননা, তাহা কেহই জানে না। অপরে বিষয় জানিতে পারে, যে বিষয় তুমি জাননা, কিন্তু যেটা বিষয় নয়, সেটা তুমিও জাননা এবং অপরেও জানেনা। তোমার ও আমার কিছুই প্রভেদ নাই, তুমিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, তোমারও ল্যেজ নাই, আমারও ল্যেজ নাই, এমন কি কোন মনুষ্যেরও ল্যেজ নাই। যাহা তোমাতে নাই, তাহা আমাতেও নাই, যাহা তোমাতে আছে, তাহা

আমাতেও আছে। কিন্তু যে বিষয় আমাতে আছে সে বিষয় তোমাতে নাই, কিম্বা অপর মনুষ্যতে যে বিষয় থাকিতে পারে, তোমাতে সে বিষয় না থাকিতে পারে। বিষয়ের দরুন ছোট ও বড় অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য হয়। গুরু অনেক বিষয় জানে, শিষ্য কম জানে, কিন্তু কোন মনুষ্যই সর্ব্ব বিষয় জানিতে পারে না। মনুষ্য ধ্বংশ হয়, বিহারী মিত্র মনুষ্য, ইহার কারণ ধ্বংশের অধীন, অতএব যে মনুষ্য পদবাচ্য সে ধ্বংশের অধীন। জগতে অনেক বিষয় আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে, কিন্তু যেটী বিষয় নয় সেটী কোন কালেও বিষয়ীভূত হয় না। বিষয়ীভূত না হইলে কেহই জানিতে পারে না। এক বিষয়ীভূত নয়, ইহার কারণ কেহই জানে না।

শিষ্য। এক বিষয়ীভূত নয়, ইহা আপনি কি করিয়া জানিলেন? পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ না জানিতে পারে, কিন্তু পরে কেহ না কেহ জানিতে পারে, যখন কাল অনন্ত পড়িয়া আছে। দেখুন্ গুরুদেব! পূর্ব্বে অনেক বিষয় আবিষ্কার হয় নাই, এখন হইতেছে, ইহা বলিয়া সেইটী কি বিষয়ীভূত ছিল না?

গুরু। বিষয়ীভূত ছিল বলিয়া আবিষ্কার হইয়াছে, যদি বিষয়ীভূত না থাকিত, তাহা হইলে আবিষ্কার হইত না। মনুষ্য মাত্রেই একমন ওজন তুলিতে পারে, কিন্তু একমন তুলিতে পারে বলিয়া দশমন তুলিতে পারে না। একটী মনুষ্য অপর একশত মনুষ্যকে হারাইয়া দিতে পারে, কেন পারে, একটী মনুষ্য শিক্ষিত অপর একশত অশিক্ষিত, যদি মনুষ্য মাত্রেই ওজন তুলিবার ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থাকিত না, হার ও জিত থাকিত না, গুরু ও শিষ্য থাকিত না, বিদ্বান্ ও মূর্খ থাকিত না, রাজা ও প্রজা থাকিত না। এক বিষয়ীভূত নয়, ইহার কারণ কেহই জানিতে পারে না। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "আপনি কি

করিয়া জানিলেন এক বিষয়ীভূত নয়, যখন কাল অনন্ত পড়িয়াছে, পূর্ব্ব হইতে অদ্যাবধি কেহ না জানিতে পারে, পরে কেহ না কেহ জানিতে পারে।” পুত্র! তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ তাহা অত্যুৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু বলি শুন ;—

যাহা নাই তাহা নাই, যাহা আছে তাহা আছে। এক বিষয়ীভূত নয় ইহার কারণ এক বিষয়ীভূত নয়, যদি এক বিষয়ীভূত হইত তাহা হইলে বিষয়ীভূত হইত। সভ্য জগতের আদি অবধি আজ পর্য্যন্ত যত পুস্তক আছে, কোন পুস্তকেই এককে বিষয়ীভূত বলে নাই, ইহার কারণ এক বিষয়ীভূত নয়, সকলেই একাধারে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বেড় সর্ব্বত্র আছে কিন্তু মধ্য কুত্রাপি নাই। যাঁহার হাত ও পা নাই, চক্ষু ও কর্ণ নাই, কিন্তু লন, চলেন, দেখেন ও শুনেন। যিনি সকলকে জানেন কিন্তু যাঁহাকে কেহই জানে না, তিনি অব্যয়, নিরাকার, এক-অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম। পুত্র! ইহাতে জানা যায় যে এক বিষয়ীভূত নয়।

শিষ্য। গুরুদেব! যদি এক বিষয়ীভূত হইল না, এবং কেহই জানিতে পারিল না, তবে কেন তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করে?

গুরু। কেহই চেষ্টা করে না, মুখে আইমার গল্পের মতন একবার আওড়ায়। তিনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময়, ইহার কারণ জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক একাধারে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপাসনা করেন। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। একমন হইয়া যে যত ধ্যানে মগ্ন হইবেক, সে তত ফল বেশী পাইবেক। যোগাভ্যাসী, মুনি ও ঋষিরা বিষয়ীভূতের উপাসনা করিয়া, নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে জগতের অনেক মঙ্গল হইয়াছে, ইদানীং যাঁহারা ঐ উচ্চ বৃত্তি লইবেন, তাঁহারাও জগতের অনেক মঙ্গল করিবেন। “ধিয়ো ন প্রচোদয়াৎ” এমন ধন দাও

যাহাতে আপনার বিষয়ীভূতের বিষয় জানিতে পারি। এই বিষয়ীভূত জানিতে আজীবন যাইয়াও, বিষয়ীভূত সমুদ্রের এককণা বালি আহরণ হয় কি না সন্দেহ। যদি উঁয়ের ঢিপীর যোগ্যাভ্যাসী, মুনি ও ঋষিরা এই জানিলেন, তাহা হইলে পুত্র, কত অহঙ্কারের কথা একেকে জানিতে যাওয়া। যাহাদের এই অহঙ্কার আছে তাহারা করুণ, কারণ তাহারা দুকূল হারাইয়াছে।

ধাপে ধাপে না উঠিলে হাত ও পা ভাঙ্গিতে হয়। মনুষ্য লম্ফ প্রদান করিতে পারে, যখন এক হাত লম্ফ প্রদান করিতে পারে, তখন কেননা দশ হাত পারিবে, যখন দশহাত পারে কেননা সমুদ্র ও পাহাড় লম্ফ দিয়া পার হইতে পারিবে। যদি এই ভিত্তি করিয়া (অর্থাৎ এক হাত লম্ফ প্রদান করিতে পারিলে, ক্রমান্বয় অভ্যাস করিলে বাড়িতে পারে, বাড়িতে বাড়িতে সমুদ্র ও পাহাড় লম্ফ দিয়া পার হইতে পারে) কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে মহা শঙ্কটে পড়িতে হয়। সকলের অবধি আছে, খালি একের নাই। ধাপে ধাপে উঠিতে পারে বলিয়া, অনন্ত ধাপ হইলে উঠিতে পারে না, কারণ মনুষ্যের জীবন সীমাবদ্ধ হয়। যদি মনুষ্যের জীবন অনন্ত হইত, তাহা হইলে ধাপে ধাপে অনন্ত ধাপ উঠিতে পারিত। মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে, ইহা বলিয়া অনন্তকে চিন্তা করিতে পারে না, যখন চিন্তা বিষয়ীভূত হয়, বিষয়ীভূতাবধি চিন্তা করিতে পারে, ফলতঃ বিষয়ীভূতাতীত পারে না। ব্যোমাবধি মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে, ব্যোমাতীত মনুষ্যাতীত হয়। ব্যোমাতীত এক হন ইহার কারণ এক মনুষ্যাতীত হন।

প্রভু হর ব্যোমে যাইয়া বম্‌ বম্‌ করিয়া শক্তিকে ধরিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ ব্যোমে যাইয়া শূন্যকে দেখিয়া শূন্যময় করিলেন। মহাত্মা ব্যাস ব্যোমে যাইয়া বিভূত রাজত্ব দেখিয়া আঁকড়িয়া

ধরিতে না পারিয়া, নেতি নেতি বলিয়া বুদ্ধি শূন্য হইয়া, ঝট্‌করে পৌত্রিক ব্রহ্মকে ধরিলেন। পুত্র! একের বিষয়ীভূত যাহা তাহাই জানিতে জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক মনুষ্য মাত্রেই চেষ্টা করেন, কিন্তু মূর্খেরা ও পাষণ্ডেরা একককে জানিতে চেষ্টা করে, কারণ উহাদের বাজে অহঙ্কার অত্যন্ত বেশী। আর দেখ পুত্র, যতকিছু আবিষ্কার হইয়াছে উহা সমস্তই বিষয়ীভূত হয়। বিষয়ীভূত না হইলে বন্ধু হয় না, বন্ধু না হইলে নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হয় না। যতকিছু বিষয় সংযোগে অর্থাৎ বন্ধুতাতে আবিষ্কার হইয়াছে উহা সমস্তই বিষয়ীভূত হয়। একটী অপর একটীর সংযোগে নূতন একটীর আবির্ভাব হয়, কিন্তু পুত্র, কিছু নাই অথচ একটী নূতন কেহ কি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছে, বোধ হয় বলিবে, না, তবে পুত্র, যত কিছু দেখ উহা সমস্তই বিষয়ীভূত হয়। পূর্ব্বে লুক্কায়িত অবস্থাতে থাকে, পরে যোগাভ্যাসীরা, মুনিরা ও ঋষিরা আলোতে আনেন, যখন আলোতে আনেন, তখন সকলেই দেখিতে পায়। পুত্র! ঐই সমস্ত মহাজনদের শত শত বার প্রণাম কর, কারণ উঁহারা জন্মান্ধ নন্। জন্মান্ধেরা একককে খালি চাতুরী বুলির দ্বারা গৈরিক কাপড়েতে, ম্যাঞ্চেষ্টারের গুলি সুতাতে, মাথার হজ্‌মি গুলিতে গ্রেপ্তার করিতে চায়, এবং অপর সকলকে বলে যে, আমাদের হাতের বগলের ঝুলির ভিতর ও জামার পকেটের ভিতর এক গ্রেপ্তার আছে, যদি কিছু ভিক্ষা দাও, তোমাদের সামনে ঝুলির ও পকেটের ভিতর থেকে একককে বাহির করিয়া দেখাইয়া দিই। পুত্র! যদি তুমি জন্মান্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে চাতুরী বুলি শিখ, গৈরিক কাপড় পর, ম্যাঞ্চেষ্টারের গুলি সুতা ধারণ কর ও মাথায় হজ্‌মি গুলি রাখ, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলিলেন, “কিছুই নাই, অথচ একটী

নূতন কেহ কি আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছে, বোধ হয় বলিবে, না,” তবে কিছুই নাই কেন কিছুই নাই প্রসব না করিয়া কিছু প্রসব করিল, উচিত কিছুই নাই, কিছুই নাই প্রসব করা, এই ব্যতিক্রমের দরুন আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

গুরু। তুমি বড় রগড়ের কথা বলিয়াছ, এবং জ্ঞানান্ধের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছ, তবে শুন একটী গল্প বলি :—

কোন সময় একটী লোক, একের দর্শন লালসায় বহুকালাবধি তপস্যা করিতে করিতে দেহের ও মনের জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া, অবশেষে সে এই স্থির করিল, যদি আমি এক মাসের ভিতর একের দর্শন না পাই তাহা হইলে স্বহস্তে নিজের মুণ্ড কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিব। লোক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে নন্দী এঁড়ের উপর সোয়ার হইয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোক মহাসমাদর করিয়া নন্দীকে এঁড়ে হইতে নামাইয়া, পাদ্যার্ঘ দিয়া কুশাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। নন্দী কুশাসনে বসিয়া লোককে তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল।

লোক বলিল। নন্দিন্! একের দর্শন লালসায় আমি বহু-কালাবধি তপস্যা করিতেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ফল ফলিল না। আপনি যখন আপনার প্রভু হরের নিকট যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রভুকে বলিবেন, আপনার ছেলে বহুকালাবধি তপস্যা করিয়া একের দর্শন না পাওয়ায়, অবশেষে সে এই স্থির করিয়াছে, যদি এক মাসের ভিতর একের দর্শন না পায়, তাহা হইলে স্বহস্তে নিজ মুণ্ড কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিবে।

নন্দী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল। আপনি এক কাহাকে বলেন?

লোক উত্তর দিল। যিনি নিরাকার, অদ্বিতীয়, এবং যিনি সকলকে দেখিতে পান, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, এবং যাঁহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই।

নন্দী বলিল। আপনার এই ব্রত কতদিন লওয়া হইয়াছে ?

লোক। বহু বৎসর হইল।

নন্দী। বাল্যকালে আপনি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন ?

লোক। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস সুরু করিয়া, এবং যৌবনে অন্ত সমস্ত বৃত্তি ছাড়িয়া খালি অষ্টাদশবিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া, এতাবৎকাল একের দর্শন লালসায় এই স্থানে তপস্যা করিতেছি, কিন্তু নন্দিন্! ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এ পর্য্যন্ত কোন কিছু ফল ফলিল না।

নন্দী। আপনি বুক্ ওরম্।

লোক। বুক্ ওরম্ কাহাকে বলেন ?

নন্দী। পুস্তকের পোকা।*

লোক। আপনি আমাকে পুস্তকের পোকা বলিলেন কেন ?

নন্দী। আপনি পোকার মতন পুস্তকের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ, পোকা যেমন অনবরত পুস্তকের সহিত থাকিয়া দিবারাত্রি কাটে ও গেলে আপনিও তেমনি পুস্তকের সহিত অনবরত আলাপ করিয়া, অহোরাত্র অর্থ ভেদ করিয়া জাবর কাটিয়াছেন।

লোক। এত করিয়াও নিবৃত্তি নাই, বরাবর তাঁহার দর্শন লালসায় অদ্যাবধি তপস্যা করিতেছি। নন্দিন্! আপনার প্রভুকে বলিতে, আপনি ভুলিবেন না যাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছি। যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া কোন-উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল, আর তাহা না হইলে সমস্তই অমঙ্গল।

নন্দী স্বগত। হায় রে বিধাতা, আপনার রাজ্যে কত রকম জানোয়ার আছে, ধন্য—ধন্য—ধন্য। পোকা যেমন আজীবন পুস্তকে

বাস করিয়া, এবং পুস্তককে গিলিয়া, ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র হয় না, তখন লোক অষ্টাদশ ভ্রম বিদ্যা শিখিয়া দুকূল হারাইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি।

নন্দী প্রকাশ্যে বলিল। আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি আমার প্রভু হরের নিকট বলিব, কিন্তু আপনিতো আমার প্রভুর দর্শন ইচ্ছা করেন না। আপনি একের দর্শন লালসায় অস্থির অতএব আমার প্রভু আপনার কি উপায় করিবেন। দেখ লোক, কোন দিন আমি প্রভু হরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব! আমি কি একের দর্শন পাবনা, বহুকালাবধি আমি আপনার সেবা করিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কি আমাকে কোন উপায় বলিয়া দিবেন না, যাহাতে আমি শীঘ্র একের দর্শন পাই। ইহাতে গুরুদেব বলিলেন, “যাহার যে রকম ভাবনা হয়, তাহার সে রকম সিদ্ধি হয়,” আর তিনি বলিলেন, আমিও এক কি জানি না, তিনি কৃপাবশতঃ যাহা আমার ঘটে দিয়াছেন, তাহাই আমার শিব হয়। নন্দিন্! তোমার ইষ্ট যাহাতে হয়, তাহাই তোমার এক জানিবে, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী হন। আমি বলিলাম, “আপনি আমার এক হন, এবং আপনি আমার ইষ্টদেবতা হন, যখন আপনার দর্শন লাভ করিতেছি তখন আমার মুক্তি হইয়াছে” অমনি আমি মুক্তি লাভ করিলাম। মুক্তি অর্থাৎ দুই পা তুলিয়া গঙ্গাপার নয়, মৃত্যুর পর স্বর্গে বাস করা নয়। মুক্তি অর্থাৎ ভ্রম হইতে তফাৎ হওয়া, যে মুহূর্ত্তে ভ্রম দূর হয়, অমনি সেই মুহূর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়। আপনি বলিয়াছেন তিনি নিরাকার, তবে আপনি কি করিয়া তাঁহার দর্শন ইচ্ছা করেন। আকার না হইলে দর্শন হয় না, নিরাকারের দর্শন কোথায়?

লোক উত্তর দিল। আকারের দর্শন প্রত্যক্ষ হয়, নিরাকারের দর্শন অপ্রত্যক্ষ হয়।

নন্দী। অপ্রত্যক্ষ কি প্রত্যক্ষ নয়, যখন সেইটাকে জ্ঞান চক্ষু বলে।

লোক। যাহা দুই সামান্য—সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে, আর যাহা মনের দ্বারায় অসামান্য—অসাধারণ অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে অপ্রতক্ষ্য কহে।

নন্দী। তিনি মনোঽগোচর, কি করিয়া মনের দ্বারা জ্ঞান চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আর দেখ, আকার না হইলে চিন্তা হয় না, ইহার কারণ জগৎকে চিন্তাময় কহে। যাহার আকার আছে, তাহার চিন্তা আছে, যাহার আকার নাই তাহার চিন্তা নাই। তিনি নিরাকার, তাঁহার চিন্তা হইতে পারেনা।

লোক। শূন্যের আকার নাই বলিয়া কি চিন্তা হয় না।

নন্দী। শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার আছে বলিয়া চিন্তা হইতে পারে, যদি শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার না থাকিত, তাহা হইলে চিন্তা করিতেও পারিতনা। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শূন্যকে অর্থাৎ ব্যোমকে ফাঁক অর্থাৎ শূন্য দেখ, সেই ইন্দ্রিয় পরিচয় দিতেছে, যে শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার আছে। বাহ্য-ইন্দ্রিয় বলিতে পারেনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর মন-ইন্দ্রিয় বলিতে পারে। মন ধাতুতে উ প্রত্যয় করিলে মনু হয়, এবং উহার উত্তর অন্ প্রত্যয় করিলে মানব হয়। যাহার মন আছে তাহাকে মানব কহে, ইহার কারণ সমস্ত মানব মনুর সন্তান বলিয়া কথিত হয়। শূন্য অর্থাৎ ব্যোম মনের অতীত নয়, ইহার কারণ, শূন্য অর্থাৎ ব্যোম মনোগোচর। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহার কারণ তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নন্। আপনি বলিয়াছেন, তিনি অদ্বিতীয়, যদি তিনি আর একটা হন্, তাহা হইলে তিনি একটী রহিলেন না, দুটী হইলেন।

লোক। কেন তিনি দুটী হইবেন।

নন্দী। আপনার অহঙ্কারের কারণ, কেননা আপনি আপনার তপস্যাবলকে তাঁহার অপেক্ষা বেশী মনে করেন। অন্ধ-চক্ষু ও জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ সামান্য ও অসামান্য চক্ষু উভয়েরই সীমা আছে, তিনি অসীম, অতএব তাঁহাকে সীমা বদ্ধ না করিলে আপনি তাঁহার দর্শন কি করিয়া পান। যদি তিনি অসীম হইতে সীমাবদ্ধতে ব্যতিব্যস্ত হইলেন, তাহা হইলেই তিনি আর একটী হইলেন। দেখুন লোক, আপনি এক স্থানে থাকিয়া বোধ হয় সমস্ত জগৎ দেখিতে পান না, তবে কি করিয়া আপনি সেই বিরাটমূর্ত্তি দেখিবেন। বিরাটমূর্ত্তি দেখিতে হইলে, সমস্ত ব্রাহ্মাণ্ডকে অন্য স্থানে রাখিতে হয়, এবং আপনার চক্ষুর ক্ষমতাকে অসীম করিতে হয়। ইহাই বা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে, যখন তিনি সর্ব্বব্যাপী হন এবং যখন মানবের চক্ষুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়। যদি এই সব্ হইল না, তাহা হইলে আপনি তাঁহার দর্শন পাইলেন না ফলতঃ তিনি দুটী হইলেন না।

লোক। কেন তিনি স্বরাট্ হইয়া দেখা দিতে পারেন।

নন্দী। তাই বলনা, তবে প্রতিনিধির প্রয়োজন হইল।

লোক। প্রতিনিধিও যা আর তিনিও তা।

নন্দী। আর একটু আসিলেই সব্ ঠিক হইয়া যায়। যেমন তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মধ্যু হইলেন।

লোক। তাহা হইলে আপনি যাহা নিরাকার ও অদ্বিতীয় ও অসীমের যুক্তি দিলেন, সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়।

নন্দী। তাহা হইবে কেন।

লোক। আপনি আমায় জব্দসব্দ করিয়াছেন। ইহা বলিয়া আপনার আইন অনুগ্রহ করিয়া আলাহিদা করিবেন না।

নন্দী। ছিঃ! সেকি ভদ্রের কার্য্য। আপনি বলিয়াছেন "যাঁহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই" ইহাতে আপনি বুঝিবেন, যাহা কিছু যুক্তি

দেওয়া হইল সমস্তই মানবের অর্থাৎ অংশভূতের পক্ষে, তাঁর পক্ষে অর্থাৎ পূর্ণের পক্ষে নয়।

লোক। কি করিয়া নয়।

নন্দী। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে বাকী থাকে পূর্ণ। কেমন হে এইটী বড় রগড়ের কথা নয়।

লোক। হাজার বার, কারণ এইটী অসম্ভব হয়।

নন্দী। আপনার ও আমার পক্ষে বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে নয়। তবে বলি শুন:—আপনার নিকট আমি একটী পয়সা গচ্ছিত রাখিলাম, দুই চারি দিন পর আপনার নিকট হইতে ফেরৎ লইলাম, আপনার নিকট আমার বাকী কি রহিল।

লোক। কিছুই না।

নন্দী। দেখ, এক হইতে এক লইলে বাকী কিছু থাকে না, অংশভূতের অর্থাৎ মানবের এই হিসাব ঠিক হয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে এই হিসাব ঠিক নয়। আচ্ছা মহাশয় বলুন্ দেখি, যদি আপনি খালি আমার টাকার উপর হাত বুলাইয়া লইতেন, তাহা হইলে আমার টাকা কমিত কিনা?

লোক। কেন কমিবে, আপনার পূর্ণ টাকা পূর্ণ থাকিত।

নন্দী। কেন কমিল না?

লোক। কারণ আপনি আমায় দিলেন না ও লইলেন না।

নন্দী। তবে পূর্ণ কমে দিলে ও নিলে অর্থাৎ হস্তান্তর হইলে, এক পয়সা তোমায় দিইলাম, এক পয়সা আমি তোমার নিকট হইতে লইলাম, তোমার নিকট আমার বাকী কিছুই রহিল না। যদি একটী বৈ জগতে পয়সা না থাকিত, তাহা হইলে জমা ও খরচ ও বাকী থাকিত না। সংখ্যা আছে বলিয়া জমা ও খরচ ও বাকী আছে, যাহার সংখ্যা নাই, তাহার জমা ও খরচ ও বাকী নাই। এক আর একে দুই হয়,

এক থেকে এক হরণ করিলে বাকী থাকে শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নয়। যদি এক ব্যতীত অন্য সংখ্যা না থাকিত, তাহা হইলে জমা ও খরচ ও বাকী থাকিত না। দেশের রাজার হিসাব দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারেন, যদি মাথা পরিষ্কার থাকে। রাজা যত টাকা প্রজাদের দেন না কেন, রাজার ভাণ্ডার ক্ষয় হয় না, কারণ রাজা যত টাকা প্রজাদের দিয়াছেন, সমস্তই রাজার ভাণ্ডারে আছে, যখন রাজা ইচ্ছা করিবেন তখনই লইতে পারিবেন, কিন্তু যদি কোন প্রজা টাকা লইয়া অন্য রাজার রাজত্বে যায়, তাহা হইলেই রাজার টাকার খরচ হয়। একের রাজত্ব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়, কেহই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারে না, যদি না পারিল, তাহা হইলে পূর্ণ হইতে পূর্ণ যাইয়াও পূর্ণ রহিল। যেমনি তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন।

লোক। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

নন্দী। তিনি যেমন নিরাকার, অসীম, অদ্বিতীয়, তেমনই বিরাট রহিলেন, লাভের ভিতর মনু-স্বরাট্ হইয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন। দেখ লোক, ব্রহ্মকে আজ পর্য্যন্ত কেহই কোন রূপ দিয়া অবতার তৈয়ার করেন নাই, কারণ সব্ গোলমাল করিলে দাঁড়ায় কোথায়। দার্শনিকেরা ও পৌরাণিকেরা ব্রহ্মকে বরাবর ঠিক রাখিয়া গিয়াছেন। যত অবতার তৈয়ার হইয়াছে, মহাজনেরা এক একটী নাম দিয়া একের সমস্ত উঁহাদিগের উপর ফেলিয়াছেন, কিন্তু কেহই ব্রহ্ম যে অবতার হইয়াছে ইহা বলেন নাই। বজ্র আঁটনি ফস্‌কা গির করিলে হইবে না, দেখুন না, আপনার বজ্র আঁটনি ফস্‌কা গির ছিল, সেই জন্য সব্ এলিয়ে গেল। আপনি যদি নিরাকার, অদ্বিতীয় রাখিয়া আপনার গুরু হরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সব্ ঠিক থাকিত, ব্যোম ভ্যাস্তা হইয়া অপরের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না।

লোক। আপনি কত রকম যে বলেন, ইহা ধারনা করা বড় সুকঠিন হয়। একবার বলিলেন, নিরাকার আকার হইতে পারে না, আবার বলিলেন, তিনি সব্ হইতে পারে। কেমন কেমন গোলমাল বোধ হইতেছে।

নন্দী। খালি গোলমাল নয়, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত গোল হইতে হইবে, অর্থাৎ চৌকস্ত হইতে হইবে। সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখিতে হয়, স্থূলকে স্থূলে রাখিতে হয়, সূক্ষ্মের কথা স্থূলে লইলে, কিম্বা স্থূলের কথা সূক্ষ্মে লইলে, একূল ওকূল অর্থাৎ দুকূল যায়। নীতি কথা নীতিতে রাখিতে হয়, সমাজ নীতির ও রাজনীতির ও গুপ্ত নীতির কথা সমাজ নীতিতে ও রাজ নীতিতে ও গুপ্ত নীতিতে রাখিতে হয়। এর কথা ওতে নিলেই গোলমাল হয়, অর্থাৎ একটীর কথা অপর একটীতে লইলে গোলমাল হয়। দেখুন না, বেদান্ত পড়িলেই মীমাংসা পড়িতে হয়। সাংখ্য পড়িলেই পাতঞ্জল পড়িতে হয়, ন্যায় পড়িলেই বৈশেষিক পড়িতে হয়। উপনিষদ পড়িলেই শ্রৌতসূত্র পড়িতে হয়, যদি একটী পড়িয়া অপরটী না পড়, তাহা হইলেই বজ্র আঁটিনি ফস্কা গিরর ফলভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ একূল ওকূল দুকূল যায়। আর যদি দুই পড়িয়া প্রকৃত সার গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলেই যেমন তিনি তেমনি রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন, অর্থাৎ একূল ওকূল দুকূল ঠিক হয় অর্থাৎ ইহকাল পরকাল বজায় রাখিয়া নিষ্কুল হইয়া সমভাব প্রাপ্ত হয়। জগতে মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নাই, অতএব মাথা পরিষ্কার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাথা পরিষ্কার থাকিলেই শিব অর্থাৎ মঙ্গল হয়, আর তাহা না হইলেই অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল হয়। ভারতবাসী মাত্রেরই একবাদী হইয়া শৈব ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রভু হরের ধর্ম্ম অবলম্বন করা বিধেয়।

কোন সময় আমার গুরু হর আমাকে বলেন, দেখ নন্দিন্! অদ্য আমার মানস সরোবরে দেখিয়া আসিলাম, এক চালুনী দিয়া দিগ্‌গজ ছাঁকিতেছেন, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর ?

আমি অনেক মাথা ঘামাইয়া বলিলাম, অসম্ভব। তখন আমার বুদ্ধি আপনার মতন ছিল, আর তিনি বলিলেন, আচ্ছা নন্দিন্! তুমিতো সর্ব্বত্র যাতায়াত কর, ইহার মীমাংসা কে কি প্রকার করে, নিয়ে এস দেখি।

আমি কৈলাস হইতে এঁড়ের উপর সোয়ার হইয়া বাহির হইলাম। বহুক্ষণ পরে কতকগুলি গৈরিক বস্ত্রধারী, জটাধারী, যজ্ঞসূত্রধারী ও ভুতলশায়ী দেখিতে পাইয়া উঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম, উঁহারা সকলে সমাদর করিয়া আমায় পাদার্ঘ্য দিয়া বসিতে কুশাসন দিলেন, আমি উঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সকলকার কুশল ত ?

উঁহারা বলিল। আপনার কৃপায় সকলই কুশল, আপাততঃ এখানে আসিবার কারণ কি ?

আমি উত্তর করিলাম। অন্য কিছুই কারণ নয়, তবে কি জান, এদিগ্ দিয়া যাইতে ছিলাম, তাই একবার মনে করিলাম তোমাদের সহিত অনেক দিন যাবৎ সাক্ষাৎ হয়নি, একবার দেখা করিয়া যাই।

আর দেখ, তোমরা সব্ ভারতের চাকপেটা রত্ন, তোমাদের দর্শনেও পুণ্য আছে।

উঁহারা বলিল। যে যাহা হউক, আপনার মনোগত ভাব কি বলুন্ দেখি, কারণ আপনিতো বৃথা সময় নষ্ট করেন না।

নন্দী বলিল। ওহে একটা বড় আশ্চর্য্য কথা, তবে শুন ;—এক চালুনী দিয়া দিগ্‌গজ ছাঁকিতেছেন।

উঁহারা সকলে বলিল। ইহার আর আশ্চর্য্য কি। সমস্ত দিগ্‌গজ

চালুনীর উপর আছে, চালুনীর গর্ত্ত অতি ক্ষুদ্র, দিগ্‌গজতো আর চালুনীর ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হইবে না।

আমি উত্তর দিলাম। নাহে, চালুনীর অতি ক্ষুদ্র গর্ত্ত দিয়া সব্ নীচে পড়িয়া যাইতেছে।

সকলে রাগান্বিত হইয়া বলিল। আপনি কি চক্ষুতে দেখিয়াছেন, না অপর কাহার নিকট কর্ণেতে শুনিয়াছেন।

আমি বলিলাম, আমার গুরু হরের নিকট শুনিয়াছি।

উহারা সকলে হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল। কেমন লোকের চেলা, হবেই বা না কেন, আজ্‌কে বুঝি দম্‌টা বেশী হইয়াছে। দেখুন, আপনি অবিবেচক নন, গর্ত্তের প্রসরের চেয়ে যদি দেহ বড় হয়, তাহা হইলে ঢুকিবে কি করিয়া। আপনার অষ্টাদশ বিদ্যাতে পারিদর্শিতা আছে, আপনি কি করিয়া এই সব কথা বলেন। চালুনীর গর্ত্ত অতি ক্ষুদ্র হয়, এবং দিগ্‌গজের দেহ অতি বড় হয়, কি করিয়া এই বিপরীত দুই লক্ষণে আলাপ হইতে পারে। জলে আগুনে কি মিল হয়, সাপে নেউলে, কাকে উলুকে, ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মীতে কি বন্ধুত্ব হয়। আপনার মুখে এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে বড় দুঃখিত হইলাম।

উহাদের ভিতর হইতে এক জন বলিল। কার্য্য কে করিতেছে, সেটাতো জানা উচিত।

অপর একজন উত্তর করিল। কার্য্য যেই করুক না কেন, সম্ভব ও অসম্ভবতো আছে। যদি কেহ এক জন বলে, পাঁচশত হাত উচ্চ নারিকেল বৃক্ষ হইতে একজন হস্ত দিয়া নারিকেল পাড়িতেছে, ইহা বাঁ'য়া কি সেইটী সম্ভবপর হইবে, যখন মানব সাড়ে তিন হাতের বেশী হয় না।

অপর একজন বলিল। বেশ, যখন মানব বলা হইতেছে, তখন অন্তের সহিত সম্পর্ক কি ? বিশেষ কথা ও সাধারণ কথা হইল কেন ?

বেদ যদি অসম্ভব বলে, জ্ঞানীরা তাহা দূরে নিক্ষেপ করেন। মহাশয়! আপনি বলুন না, আপনি কোন্ পুস্তকে পড়িয়াছেন কি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ হয়।

এমন সময়ে একজন দুর্দ্দশস্থ মাতাল তথায় আসিয়া সকলকে বলিল। কিরে, তোরা সব্ কিসের গোল্ কর্‌ছিস্, যখনই দেখি তখনই তোরা গজ্ গজ্ করে বক্‌ছিস্, এটা আবার এঁড়ের ধারে বসে কেরে, এটাকে নূতন দেখ্‌ছি যে, তুই বাবা কোথা থেকে এসেছিস্ বলত যাদু, আর না বলিস্‌ত এখনই কাঁমড়াইব। আমি কি করি, দুষ্টকে দূর পরিহার, এই বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলাম। আমি প্রভু হরের চেলা, আমার নাম নন্দী, এখানে একটা কথার দরুন আসিয়াছি।

মাতাল। বেশ করেছ বাবা, আমার ইষ্ট দেবতা প্রভু হর হন, তুমিও হরের চেলা আমিও হরের চেলা, এস বাপু, দুইজনে একবার কোলাকুলি করি। মাতাল এই বলিয়া কাহাকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, আমাকে আঁকড়িয়া ধরিল, আমি চাপানে ও দুর্গন্ধে অস্থির হইলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আশা ভরিয়া কোলাকুলি করিয়া আমাকে ছাড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাঁচিলাম।

মাতাল বলিল। তোর বাপু আবার কিসের কথা বল্‌না শুনি।

আমি বলিলাম। একদিন তোমার গুরু প্রভু হর মানস সরোবরে একককে চালুনী দিয়া দিগ্‌গজ ছাঁকিতে দেখিয়াছেন, তুমি কি বিশ্বাস কর?

মাতাল বলিল। "গুরুর কথা নাশুন কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হেচ্‌কা টানে।" যখন গুরু বলিয়াছেন, তখন সত্য। আর দেখ বন্ধু, গুরু শব্দের অর্থ হয়, যিনি অন্ধকার হইতে আলোকেতে লইয়া আসেন। গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে আলোক অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার

শিষ্যকে, জ্ঞানে অর্থাৎ আলোকে যিনি লইয়া আসেন। আমার গুরু জগৎগুরু হন, তিনি বিশেষ গরু নন।

আমি বলিলাম। তুমি বিদ্রূপ করিলে কেন?

মাতাল বলিল। আরে বন্ধু তুমি বুঝনা, অনেক বানরের অনেক গরু আছে, যেমন ঘর ঘর গরু থাকেনা। যে বানর যার কাছে একটুকু দুধ পায়, অমনি সে তার গুরু হয়, আর জগৎগুরুকে ভুলে যায়, বানরেরা যদি গোড়া ঠিক রেখে কার্য্য করে, তাহা হইলে তো আর কোন গোলমাল থাকে না, গরুতে গরুতে লড়াই হয় না, দলাদলি হয় না, এবং ভক্তি কমে না। বানরেরা কি এটী জানে না যে, গুরু করবি জেনে, তা বন্ধু, কে জান্‌তে শুন্‌তে যায়, যিনি জগৎগুরু তিনিই গুরু, অকপটভাবে তাঁকে ভক্তি করিলেই সব্ হইল। বানরেরা কিনা পুস্তক পড়ে দুই চারিখানা লুচি লাড়ু খেয়ে, কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে যাকে তাকে গুরু করে, আর অবশেষে বানরেরা হাবুডুবু খেয়ে মরে।

তা বন্ধু, বোধ হয় এই সব্ বানরেরা অনেক বুকনি ঝেড়েছে, কেননা সকলেই অষ্টাদশ ভ্রম বিদ্যাতে খুব্ মজবুত আছে। বানরদের ক্রিয়াও নাই, জ্ঞানও নাই, এবং ভক্তিও নাই, খালি কথার পুট্‌কি আছে। তা বন্ধু, এই সব্ বানরেরা বোধ হয় তোমার কথা কেহই বিশ্বাস করেনি।

আমি বলিলাম। না।

মাতাল বলিল। দেখ বন্ধু, আমি যা বলেছি ঠিক্ কি না, কাহার কি এই জ্ঞান নাই, যাঁর নিকট কিছু অসম্ভব নাই তিনি এক, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে পারেন, তাঁর কাছে দিগ্‌গজ চালুনীর অতি ক্ষুদ্র গর্ত্তের ভিতর দিয়া গলিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি। তা বন্ধু, এখন চলি, তোমার সঙ্গে বকে বকে ফিকে হয়ে গেলুম, যাই একটু টেনে গাঢ় করে নিইগে।

মাতাল কাহার কোন কথা না শুনিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া শ্রীপাটের দিগে চলিল। আমিও অপর সকলকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কৈলাসাভিমুখে চলিলাম।

কৈলাসে গিয়া দেখিলাম, কৈলাসনাথ আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন;—নন্দিন্! তুমি কি ঠিক্ করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি। আমি সমস্ত ঘটনাগুলি বলিলাম। তিনি বলিলেন, মাতাল ঠিক্ বলিয়াছে, আর সকলে অঠিক্ বলিয়াছে।

আপাততঃ মাতাল মূর্খপণ্ডিত হয়, অপর সকলে পণ্ডিতমূর্খ হয়।

আমি বলিলাম কেন?

তিনি বলিলেন। প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল, যদি মাতাল আপাততঃ ভাষা মূর্খ বলিয়া বুক্‌ওরমের নিকট পরিচিত হয়, কিন্তু মাতাল অনেক আগাইয়া গিয়াছে, তার স্বাভাবিক ভক্তি এত বেশী হয়, যাহা পুস্তক পড়িয়া হয় না। যদিও অপর সকলে বহু পুস্তক পড়িয়াছে, ও অনেক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছে, তথাপি মাতাল অপেক্ষা অনেক নীচেতে আছে। নন্দিন্! তুমি মাতালের পথানুসরণ কর, তাহা হইলে শান্তি ভোগ করিতে পারিবে।

আমি তদবধি মূর্খ হইয়া এককে ভক্তিতে লই, তর্কেতে আনি না, কিন্তু আমি দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের পথানুসরণ করিয়া বিষয়কে তন্ন তন্ন করিয়া মীমাংসা করি।

আপনি এখন বুঝিতে পারিলেন, তিনি নিরাকার, অদ্বিতীয় হইয়াও কি করিয়া স্বরাট্ হইলেন, অর্থাৎ যেমন তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন। আর দেখুন, আপনি বলিয়াছেন, যাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই, যদি কিছুই তাঁহার নিকট অসম্ভব না রহিল, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন

সমস্তই ভ্রম হয় এবং যদি ভ্রম প্রকৃতই হয় তাহা হইলে আপনি আরও ভ্রমণ করুন, যখন ষ্টেশন অর্থাৎ ঠিকানাতে আসিবেন, তখনই সব ঠিক্ হইবেক। এই বলিয়া নন্দী স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। পুত্র! বুঝিলে কি, না আরও গুলিয়া গেল।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশ এত সূক্ষ্ম ও এত স্থূল যে, হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন, যদি স্থূল ত্যাগ করিয়া খালি সূক্ষ্ম বলিতেন, কিম্বা সূক্ষ্ম ত্যাগ করিয়া খালি স্থূল বলিতেন, তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম হইবার সুবিধা হইত। আপনি সূক্ষ্মকে ও স্থূলকে বরাবর সমভাবে লইয়া যাইতেছেন, ইহার কারণ আমার বোধগম্য হইতেছে না, বিশেষতঃ আমার সার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কম হয়, এবং এত কথা হইতে সার গ্রহণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে যদি আমি ব্রহ্মার হংস হইতাম তাহা হইলে অসার ফেলিয়া সার লইতে পারিতাম, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সংক্ষেপেতে মোটামোটী কি বলিলেন, তাহাই বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। পুত্র, মোটামোটী এই বুঝ যে সূক্ষ্মের-একের উপর কোন তর্ক করিবে না, বিনা সন্দেহে ও প্রগাঢ় ভক্তিতে বিশ্বাস করিবে। স্থূলের-জগতের উপর তর্ক করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জানিবে, কারণ যত সন্দেহ বাড়াইবে ও ভক্তি কমাইবে, ততই উন্নতিমার্গে উঠিবে।

শিষ্য। গুরো! সূক্ষ্মই বা কতদূর হয়, এবং স্থূলই বা কতদূর হয়?

গুরু। পুত্র, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যোমাতীত সূক্ষ্ম হয়, আর ব্যোমাবধি স্থূল হয়। ব্যোমাবধি চিন্তা পদার্থ বলিয়া কথিত হয়। ব্যোমাতীত মানবের অতীত চিরকাল হয়। ব্যোমাবধি পুরুষকার করিয়া এবং তাহাতে মাথা ঘামাইয়া যত উন্নতি করিতে পার, তুমি কর, কারণ চিন্তা না হইলে উন্নতি হয় না, আবার পদার্থ না থাকিলে

চিন্তা হয় না। দেখ, যেন একটী ধরিতে অপর একটী ছাড়িয়া দিও না। একটীকে ভক্তিতে রাখিবে, অপরটীকে পুরুষকারের দ্বারায় ধরিয়া চলিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! প্রভু হর তবে মনুষ্য হন।

গুরু। হাজার বার, যদি তিনি পদার্থ না হইতেন, তাহা হইলে চিন্তা হইত না, ইহার কারণ তিনি জগতের চিন্তার পদার্থ হন।

শিষ্য। তিনিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, কেন তিনি জগতের চিন্তার পদার্থ হন, আমি বা নই কেন? তাঁহাকে কেন স্বয়ম্ভু বলে, আমায় বলে না কেন?

গুরু। পুত্র, সকলেই মনুষ্য হয়। মনুষ্য না হইলে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া না হইলে গুণের পরিচয় হয় না, গুণের পরিচয় না হইলে, ছোট ও বড় হয় না, ছোট ও বড় না হইলে গুরু ও শিষ্য হয় না, গুরু ও শিষ্য না হইলে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে সভ্য হয় না, সভ্য না হইলে, বানর বলিয়া কথিত হয়। প্রভু হর এই জম্বুদ্বীপের বনের নরদিগকে সভ্য করিয়া বানর শব্দের অর্থ লোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ সভ্য মনুষ্য করিয়াছেন, ইহার কারণ তিনি জগতের চিন্তার পদার্থ হন। জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড বুঝিবে না, আর্য্য জগৎ বুঝিবে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও মুসলমান ইত্যাদি অন্য জগৎকে আলাহিদা রাখিবে। সকল জগতেই এক একজন আদি পুরুষ আছেন, যাঁহাদিগের দ্বারায় বনের নর সভ্য হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত পুরুষ প্রত্যেক প্রত্যেক জগতের চিন্তার পদার্থ হন। আল্লা, গড, ব্রহ্ম, ও এক সমস্ত জগতে এক হয়, কিন্তু প্রভু হর, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু ক্রাইষ্ট, এবং প্রভু মহম্মদ্ এক নন্। আর দেখ পুত্র, উঁহারা প্রত্যেক প্রত্যেক জগতে স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন, উঁহারাই এক, কিম্বা একের প্রিয় পুত্র, কিম্বা অবতাররূপে দৃশ্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া, জগতের

মঙ্গল বিধান করিয়া অদৃশ্য জগতে তিরহিত হন। প্রভু হর, শিব বলিয়া কথিত হন, শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল হয়। প্রভু হর, আর্য্য জগতের মঙ্গল করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার কারণ প্রভু হরকে শিব বলা হয়। শিব, একটী মানসিক নাম, ইহাতে কিছু নাই, শিবত্ব যা একত্ব তা। মহাজনেরা কখনও ব্রহ্মকে অবতার করেন নাই, দার্শনিকেরা তথৈবচ। ধর্ম্ম পুস্তকে হর, শিব ও স্বয়ম্ভু এক বলিয়া কথিত হন। পুত্র, আর্য্য জগতের সৃষ্টির কর্ত্তা প্রভু হর হন, ইহার কারণ তিনি আর্য্য জগতের চিন্তার পদার্থ হন।

শিষ্য। প্রভু হর এমন্ কি কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে তিনি আর্য্য জগতের চিন্তার পদার্থ হন?

গুরু। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কালা মুলুকীরা বাস করিত, যাহাদের উপাস্য দেবতা ভূত ছিল, এবং উহারা যাহাকে বড় দেখিত তাহাকে পূজা করিত। প্রভু হর ভূতের মুণ্ড ছিঁড়িয়া জম্বুদ্বীপে শান্তি স্থাপন করেন। প্রভু হর ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। প্রভু হর ভারতে শব দাহ প্রথা প্রচলন করেন। প্রভু হর আগ্নেয় অস্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন, যাহা তিনি অগস্ত্য ও পরশুরামকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং অগস্ত্য সেই আগ্নেয় অস্ত্রের বলে, বিন্ধ্যাচলবাসীদের দুরস্থ করিয়াছিলেন। এখনও একটী কিম্বদন্তী আছে, "অগস্ত্যের আগমন" বিন্ধ্যাচল এত বড় হইতে লাগিল যে, সূর্য্য আর কিরণ বিস্তার করিতে পারিল না। বিন্ধ্যাচলের গুরু অগস্ত্য হন।

অগস্ত্য শিষ্যকে বলিলেন। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি আর বড় হইও না। অগস্ত্য ফিরিয়া আসিলেন না, বাস্তবিক বিন্ধ্যাচল আর বড় হইল না, ফলতঃ সূর্য্যদেব অনায়াসে কিরণ দিতে লাগিলেন। "অগস্ত্যের আগমন" যাহা আমি বলিলাম, ইহা আইমার গল্পের মতন, কিন্তু তাহা নয়, প্রকৃত অর্থ শুনঃ—

বিন্ধ্যাচলবাসীরা অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠিয়াছিল, উহারা মনে করিত, সূর্য্য বংশীয়েরা কিছুই নয়, এমন কি হিমালয়বাসীদেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সূর্য্য বংশীয়দের অস্ত্রবল ও হিমালয়-বাসীদের বিদ্যাবল, উভয় বলকে উহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। বিন্ধ্যাচলে অগস্ত্যের আগমনে বাতাপির তেজ নষ্ট হইয়া মর্ত্ত হইতে স্বর্গে যায়, এবং ইহাতে বিন্ধ্যাচলবাসীদের বিষদাঁত ভগ্ন হয়, ফলতঃ অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলবাসীদের গুরু হইলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বিন্ধ্যাচল আগমনে উহাদিগের অবশিষ্ট যাহা কিছু তেজ ছিল সমস্ত নিঃশেষ হইল এবং তদবধি বিন্ধ্যাচল বাসীরা চোঁড়া হইয়া বরাবর সূর্য্য বংশের কিরণের তাপ পোহাইতে বাধ্য হইয়াছিল। পরশুরাম অনেক কাণ্ড করিয়াছেন, যাহা মহাভারত ও রামায়ণ পড়িলে জানিতে পারিবেক।

প্রভু হর জাতি ভেদ স্থাপন করেননি, তিনি লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নের পূজার অধিকার সকলকার সমান করিয়া দিয়াছেন, কালক্রমে ও ব্যবসা গুণে জাতি ভেদ হইয়াছে।

আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু ণ্যৎ করিলে হয়, ঋ ধাতুর অর্থ গমন ও ব্যাপ্ত অর্থাৎ অরনীয় বা গন্তব্য, যে জাতি সর্ব্বত্র গমন করিয়া ব্যবসা করিয়াছিল, উহারা আর্য্য বা বৈশ্য বলিয়া কথিত। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বৈশ্য ছিলেন। যে জাতি দস্যুকে অর্থাৎ কাল বর্ণের বল হরণ করিয়াছিল, তাহাদেরও আর্য্য বলিত। হৃ ধাতু অচ প্রত্যয় করিলে হর হয়, হৃ অর্থাৎ হরণ, হর ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইন্দ্‌+র, ইন্দি=পরমৈশ্বর্য্যে, হরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী আর কেহই ছিল না, ইহার কারণ তিনি মহাদেব বলিয়া কথিত হন। ইন্দ্র মেঘের রাজা বলিয়া কথিত হন, এবং তিনি মর্ত্তে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। হর, প্রথমে হোম বিধি সুরু করেন, বিধিরকমে হোম করিলেই

যথেষ্ট ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া মেঘে পরিণত হইলেই বারি বর্ষণ হয়, অতএব হরের আর এক নাম যে ইন্দ্র ইহাতে কোন ভুল নাই। অর ধাতু হইতে আর্য্য হয়, অর ধাতুর অর্থ ভূমি কর্ষণ, যে জাতি প্রথমে ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা আর্য্য বলিয়া কথিত হয়। হর বৃষপতি বলিয়া কথিত, ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, তিনি প্রথমে চাষবিধি প্রচলন করেন। আর্য্য অর্থ বিজ্ঞ, উত্তম বর্ণ ও মনু, হরকে যোগী, ব্রাহ্মণ ও সয়ম্ভু বলে। আর্য্যদের আদিম বাস মধ্য এসিয়া ইহা অনুভব করা যাইতে পারে, যদিও নানা মুনি নানা রকম কহিয়াছেন, কিন্তু কেহই এসিয়ার বাহির বলেন নাই, এবং ইণ্ডসের পূর্ব্ব কহেন নাই।

তিনি প্রথম ব্রাহ্মণ হন অর্থাৎ জ্ঞানী হন, এবং তিনি নিয়ম করিলেন, যিনি জ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইবেন, যিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন, তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইবেন, যিনি ব্যবসা করিবেন, তিনি বৈশ্য হইবেন, কিন্তু সকলেই আর্য্য বলিয়া অভিহিত হইবেক। হরের আর একটী নাম ত্রিনেত্র, কারণ তিনি জ্ঞানের প্রচার করিয়াছিলেন, মনুষ্য কাহারও ত্রিনেত্র নাই, কিন্তু গুণ আহরণ করিতে পারিলে ত্রিনেত্রধারী হইবার সম্ভাবনা আছে। হরের ত্রিনেত্রটী জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুমার-টুলির মধ্যে একটি যে বেশী চক্ষু পুতুলের উপর আঁকা হয়, তাহা নয় জানিবে। হর আর্য্য ভাষা স্থাপন করেন, তিনি আর্য্য ভাষা উন্নতির দরুন মহেশ ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, যাহা এখন লোপ হইয়া গিয়াছে, খালি পানিনি ব্যাকরণ প্রণেতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, পানিনি ব্যাকরণ মহেশ ব্যাকরণের গোষ্পদ তুল্য হয়। হরের আর একটী নাম মহেশ, ইহা যেন মনে থাকে, তিনি মহা-ঈশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, ইহার কারণ সকলে হরকে মহেশ বলিত। হরকে মহাদেব

বলে, কারণ হর সকল দেবের অর্থাৎ আর্য্যের প্রধান হন। হর প্রকৃতি পুরুষ, প্রথম নিজ হইতে পথ দেখান, যাহা মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শন লিখিয়া পূরণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস পরে সীতারামের ও রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া জগতে প্রকৃতি পুরুষ—রামায়ণ ও মহাভারত পুস্তক লিখিয়া প্রচার করেন। আগমে প্রকৃতি পুরুষ হরগৌরী বলিয়া কথিত হয়, হর ভৃঙ্গিদের অর্থাৎ শ্বেতদের ও নন্দীদের অর্থাৎ কালাদের সভ্য করেন। হরকে বৃষপতি কহে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বোধ হয়, হর ভারতে প্রথম চাষ করিবার পথ দেখান, ইহার পূর্ব্বে কাল মুক্কিরা শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। রাজা পৃথু কৃষি বিদ্যার যতটুকু অভাবছিল, তাহা তিনি পরে পূরণ করেন। পুত্র! যিনি আর্য্যদের এত উপকার করিয়াছেন, তিনি কি চিন্তা পদার্থের উপযুক্ত নন, বোধ হয় বলিবে শত শত বার। তুমি কিছুই কর নাই, এবং কোন সদ্‌গুণ নাই, ইহার কারণ তুমি জগতের চিন্তার পদার্থ হইতে পার না।

আর দেখ পুত্র, হরের ভূষণ সর্প, সর্পেরা যেমন ক্রুর, কাল মুক্কিরাও ততদুর কপট, সর্পেরা আনাড় না হইলে থাকিতে পারে না, কাল মুক্কিরাও জঙ্গল না হইলে বাস করিতে পারে না। সর্পের ভিতর কালকূট বেশী বিষাক্ত হয়, মনুষ্যের ভিতর কাল মুক্কিরাও বেশী ক্রোধ পরতন্ত্র হয়। সর্পকে দুগ্ধ কলা দিলে প্রতিপালকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, কিন্তু বিষদাঁত ভাঙ্গিতে পারিলে জড়সড় হয়, কাল মুক্কিদেরও চাউল কলা দিয়া পূজা করিলে গিলিয়া ফেলে, পিটুনি দিলে জুতা বুরুষ করে। সর্পকে বিষধর বলে, কারণ আনাড় স্থানের যত খারাপ বায়ু ভক্ষণ করে, কাল মুক্কিরাও জঙ্গল পরিষ্কার করে, অর্থাৎ উহারা জঙ্গল কাটিয়া নগর করে। পূর্ব্বে সর্প হরের ভূষণ ছিল না, কাল মুক্কিরাও পরাধীন ছিল

না, সমুদ্র মন্থনের সময় সর্প হরের ভূষণ হয়, এবং তদবধি হর নীলকণ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধের পর কাল মুক্কিরা হরের বশতাপন্ন হয়। সর্পেরা অবশেষে এত প্রিয় হইয়াছিল যে, সর্পকে মারিলে শিবকে লাগিত, কাল মুক্কিরাও হরের এত আদরনীয় হইয়াছিল যে, অন্য কেহ উহাদের উপর অত্যাচার করিলে, হর নিজের ব্যথা মনে করিয়া অত্যাচারীর উপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ লইতেন। সর্পেরা হরের সদর, অন্দর ও অঙ্গের ভূষণ হয়, অর্থাৎ সিভিল, মিলিটারী ও চার্চের ভূষণ হয়। ভারতে সকলেই হরের দাস হয়, এবং অদ্যাবধি সকল ভারতবাসী হরের পূজা করিয়া থাকে, কারণ হরের পূজা অগ্রে না হইলে কোন দেবতার পূজা হয় না। হর প্রথমে রাগ রাগিণী, বাদ্য ও নৃত্য হাঁ হাঁ, হুঁ হুঁ ও তুম্বুরুকে শিক্ষা দেন, যিনি পরে উক্ত বিদ্যা ভারতে প্রচার করেন।

শিষ্য। হর কোথা হইতে আসিয়াছেন?

গুরু। ইহা ঠিক করা বড় সুকঠিন, যখন কোন পুস্তক কিছুই বলে না। তিনি স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন। হর শ্বেত হন ইহার কারণ অনুমানের দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, তিনি শ্বেত দ্বীপ হইতে আসিয়াছেন, কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা তুমি ঠিক কর। জগতে তিনটী মেরু আছে, সুমেরু, মধ্যমেরু ও কুমেরু, যদি সুমেরুকে অল্‌টেন চেন্‌ অথবা ইমস্‌ বলা হয়, তাহা হইলে কোন গোলমাল হয় না, কিন্তু যখন ইহাতে মনস্তাপ আছে, এবং কোন পুস্তকে অল্‌টেন চেন্‌ বলে না, তখন সুমেরুকে সুমেরুই জানা উচিত হয়। সুমেরু দেবতাদিগের বাসস্থান ইহা সমস্ত পুস্তকে কয়, সুমেরু যে ভারতের ভিতর নয়, ইহাও একাধারে ভারতের পুস্তকে লেখে, অতএব যখন দেবের দেব মহাদেব হর হন, তখন সুমেরুই হরের বাসস্থান হয়, ইহা অনুভবে বলা যাইতে পারে, কিন্তু কতদূর যুক্তি-

লক্ষ তাহাও তুমি নিজে ঠিক কর। সুমেরু হইতে নামিয়া কতগুকলি মধ্য মেরুতে, অর্থাৎ হিমালয়ে আসেন, আবার কতকগুলি হিমালয় হইতে নামিয়া কুমেরুতে অর্থাৎ বিন্ধ্যাচলেতে যান, ভারতের যত কিছু সভ্যতা দেখ, সমস্তের গোঁড়া সুমেরুবাসীরাই হন। পুত্র, আমি যাহা বলিলাম, ইহা যে ঠিক, তাহা বলিতে পারি না, যখন চারি হাজার বৎসরের রেকর্ডের ঠিক পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেব, দুই হাজার একশত বৎসর গত হইল, জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা লোকে বলে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মহর্ষি বাল্মীকি বুদ্ধ দেবের সমসাময়িক কিম্বা পরে ইহা ঠিক করিতে হয়, কারণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বাল্মীকি লিখিয়াছেন, এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বুদ্ধদেবের-শাক্য মুনির কথা অনেক স্থানে আছে। আর দেখ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকির আশ্রমে গিয়াছিলেন। সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশকে প্রসব করিয়াছিলেন। যদি বুদ্ধ ২১০০ দুই হাজার একশত বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধ দেবের পর কিম্বা সমসাময়িক হন। পুত্র, যখন অব্দ ঠিক নাই তখন সময় ঠিক করা যাইতে পারে না। হর, শ্রীরামচন্দ্রের ও বাল্মীকির অনেক পূর্ব্বে হন, অতএব স্থান ও সময় ঠিক করা অতি দুরূহ।

শিষ্য। অব্দ ঠিক থাকেনা কেন?

গুরু। মনুষ্য প্রথমে যখন অসভ্য থাকে, তখন পশুর মত ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করে, কোন প্রকার পুস্তক থাকে না, ক্রমে যত সভ্য হয়, ততই সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রজা সম্বন্ধ বৃদ্ধি পায়। রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইলেই বিদ্যার উন্নতি হইতে সুরু হয়, বিদ্যার উন্নতি হইলেই পুস্তক হইতে থাকে, পুস্তক থাকিলেই অব্দ থাকে। কিন্তু পুত্র, যদি একটা রাজা বরাবর থাকিত তাহা হইলে অব্দ ঠিক

থাকিত। একটী রাজ্য বিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব, ও খণ্ড প্রলয় হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অব্দেরও শেষ হয়। হরের অব্দ কবে হইয়াছে ও গিয়াছে, কেহই ঠিক নির্ণয় করিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের অব্দ কবে হইয়াছে ও গিয়াছে, কেহই ঠিক নির্ণয় করিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের অব্দ কবে হইয়াছে ও গিয়াছে কেহই ঠিক নির্ণয় করিতে পারে না। বিক্রমাদিত্যের অব্দেরই গোলমাল হয়, শালিবাহনকে বধ করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, শকাব্দা উনবিংশ শততম কত চলিতেছে। শাল ত্রয়োদশ শততম কত চলিতেছে। যদি বিক্রমাদিত্য হইতে শকাব্দা এবং শালিবাহন হইতে শাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কত গোলমাল, যদিও তাহা নয়, কারণ এখন চক্ষু ফুটিয়াছে অর্থাৎ শালিবাহন হইতে শাল হয় নাই, মহম্মদের মদিনা যাওয়াবধি শাল হইয়াছে, তাহাতে কিছু গোলমাল দেখা যায়, কারণ হিজিরির সহিত শাল ও সম্বদ্ মিলে না।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, "আমি যাহা বলিলাম ইহা যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না" তবে গুরুদেব! আমি কি করিয়া ঠিক করিব।

গুরু। কেহই ঠিক করিয়া দিতে পারে না, নিজে ঠিক না হইলে। যাহা ঠিক তাহা বলিতেছি শুন ঃ—

কোন সময়ে একটী গ্রামে একটী গুরুমহাশয় বাস করিত, গ্রামবাসীদের কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে, গুরুমহাশয় তাহা মীমাংসা করিয়া দিত। বহুকালাবধি এই রকম করাতে গুরুমহাশয় গ্রামের মণ্ডল হইল এবং গ্রামের ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের মীমাংসক হইল। একদিন কতকগুলি কৃষক মাঠে এক অদ্ভুত বস্তু দেখিল, যাহা পূর্ব্বে কেহই দেখে নাই। উহারা পরস্পর নানা তর্ক বিতর্ক করিল, কিন্তু কেহ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, ঠিক করিতে না পারিয়া সকলে মনস্ করিল, গুরুমহাশয়ের নিকট যাইলে পর সব

ঠিক হইবে, কারণ গুরুমহাশয় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি হন, খালি আমাদের উদ্ধারের দরুন মানব রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, চল আমরা গুরুমহাশয়ের চণ্ডিমণ্ডপে যাই, তাহা হইলেই সব জানিতে পারিব, এই স্থির করিয়া সকলেই চণ্ডিমণ্ডপাভিমুখে চলিল। কিছুক্ষণের পর তথায় উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমস্ত গুরুমহাশয়কে বলিল। গুরুমহাশয় উত্তর দিল, বাপু, আমি তো কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, তবে দেখিলে উত্তর দিতে পারি। উহারা গুরুমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বরাবর সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

তথায় গুরুমহাশয় দেখিল, প্রকৃতই একটী অদ্ভুত পদার্থ, যাহা তার ত্রিনয়ন কখন দেখে নাই, এবং উহা দাতাকর্ণ ও শতকিয়া ও দশক পুঁতিতে নাই, গুরুমহাশয় দুই চক্ষুতে হাত দিয়া ভেঁউ ভেঁউ করিয়া কান্দিতে লাগিল।

কৃষকেরা গুরুমহাশয়ের এই অবস্থা দেখিয়া আরও অস্থির হইল, এবং কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কৃষকেরা মনে করিল গুরুমহাশয় সমস্ত জানিতে পারিয়া ভাবে গদগদ হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এমন সময়ে গুরুমহাশয় বলিল। নোটো, তুই গ্রামে খবর দিগে যা, যে গ্রামে সাক্ষাৎ মায়ের আগমন হইয়াছে, পূর্ব্বে ধবল ছিলেন এখন পীত হইয়াছেন। নকড়ে চাঁকিকে এইখানে আস্‌তে বল্‌গে।

নোটো উঠে কি পড়ে মেটো লাফ দিতে দিতে, মা মা বলে হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে, এক গা ঘেমে গাঁয়ে এসে পড়্‌লো, গাঁয়ের লোকেরা মনে কর্‌তে লাগ্‌লো, নোটো বুঝি পাগল হয়েছে, উহার মধ্যে দুই এক জন প্রবীণ নোটোকে হেঁকে বল্লে,—নোটো কি হয়েছে বল্‌না, মা, মা করে হাঁক্‌ছিস্ কেন ?

নোটো। মিত্রবাবু বল্‌ব আর কি, গুরু মহাশয় বল্‌লে, গাঁয়ে

মা এসেছে, সে সেথা রয়েছে, আমায় বল্লে, নোটো, তুই গাঁয়ের সকলকে খবর দিগে যা, নকুড়ে ও পাঁচকড়েকে ডেকে নিয়ে আয়, তাই আমি তাদের ডাক্তে যাচ্চি। মিত্রবাবু, তুমি সব গাঁয়ের মেদী ও মন্দাকে নিয়ে যাও।

মিত্রবাবু একে চায় তো আরে পায়, সময় কাটাইবার আর একটা বেশ উপায় হইল। ডাক্ ঘরে যাতায়াত, মেয়ে ও মন্দাকে চিঠি পড়ে শুনান, দুকুরবেলা পুকুরে ছিপ্ ফেলে মাছ ধরা, সকাল সন্ধে চণ্ডিমণ্ডপে খাস্ গল্প করা ও দাবা বড়ে টেপা ও তাস খেলা, দাকাটা তামাক চালা ও সাজা, মেদী ও মন্দার কাছে রামায়ণ ও মহাভারত পড়া, তার উপর এই হুজুগ পেয়ে আর রক্ষা নাই, বিশেষতঃ সাক্ষাৎ মা এসেচেন, গুরুমহাশয় বলেচেন। মিত্রবাবু, খবর গাঁয়ে খুব গাবিয়ে দিলে, সকলই যে যেখানে যে অবস্থাতে ছিল, মায় স্থানে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার রবে চারিদিগ নিনাদিত হইতে লাগিল, হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, সকলকার উপস্থিত হওয়াতে গুরুমহাশয় বলিতে সুরু করিল ঃ—

দেখ গ্রামবাসীরা, কাল রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, যেন মা আমায় বলিতেছেন, "আমি তোমাদের গ্রামে চণ্ডীরূপে যাইব, আমি পূৰ্ব্বে ধবল ছিলাম, ইদানীং পীত হইয়াছি, আমার অন্তর ধবল আছে, খালি উপর কাল হইয়াছে, তোমরা আমায় ভক্তি পূৰ্ব্বক পূজা কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা যাহার যাহা থাকিবেক, তাহা আমি পূর্ণ করিব। আর আমি যেস্থানে উঠিয়াছি সেইস্থানে রাখিবে, অন্য স্থান করিবে না"। তোমরা এখন সকলে মা চণ্ডির পূজা কর, তিনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। নকুড়ে, পাঁচকড়ে, জোরে ঢাক ঢোল বাজারে। ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে ও লোকের মেলাতে প্রসিদ্ধ চণ্ডিতলা হইয়া গেল।

শিষ্য। চণ্ডিতলা না হয় হইল, পূজা না হয় হইল, মনোবাঞ্ছা কি করিয়া পূর্ণ হয়?

গুরু। পুত্র, আমি চিন্তারহস্যতে ও প্রেমরহস্যতে অনেক বলিয়াছি, আচ্ছা, আবার সংক্ষেপে বলি শুন ;—

বিশ্বাস না হইলে কার্য্য হয় না, কার্য্য না করিলে ফল পায় না, বিশ্বাস কর ফলও পাবে। প্রথমে গুরুজনের নিকট শুন ও শিখ, তৎপরে মনন্ কর, তৎপর কার্য্য কর, তদান্তর সাক্ষাৎ কর, অর্থাৎ ফল ভোগ কর।

প্রায় দেড়শত বৎসর গত হইল তারকনাথ নামে একটী প্রসিদ্ধ স্থান বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে কোটী কোটী লোক উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

শিষ্য। তিনি তো সর্ব্বস্থানে আছেন, তবে কেন তারকনাথে যাইলে দুঃসাধ্য রোগ আরাম হয়, অন্য স্থানে হয় না?

গুরু। পুত্র, মানসিক বল যাহা উৎকট রোগকে আরাম করে। বাবা তারকনাথ আমার রোগ নিশ্চয়ই আরাম করিবেন, রোগীর এই যে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাতেই রোগীর মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, অন্য স্থানে রোগীর সে বিশ্বাস কোথায়। আর দেখ পুত্র, একাহারে ক্রমান্বয়ে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া গণ্ডী দিতে দিতে বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথ যাওয়া কি কঠিন ব্যাপার। যাহার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবেক যে, বাবার স্থানে যাইলে আমার রোগ আরাম হইবে, সেই এই গুরুতর কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারিবেক, বিশ্বাসে মানসিক বল কত বৃদ্ধি পায় দেখ।

যে রোগী ভুগে ভুগে জীর্ণ হইয়াছে, এমন কি দুই চারি হাত যাইতে কষ্ট বোধ করে, সেই রোগী বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথে গণ্ডী দিতে দিতে বিনা ক্লেশে অমৃতফল লাভ করিতেছে। দেখ পুত্র, যাহারা

ঘুষ দিতে যায় কিম্বা ঘুষ পাঠাইয়া দেয় তাহাদের কিছুই হয় না, যদি হইত, তাহা হইলে তারকনাথের পাণ্ডা জেলে যাইত না ও মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। বাবা ঘুষ খান না, যে যার নিজের ভক্তিগুণে উদ্ধার হয়।

যে রোগী বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথ যাইতেছে, তাহার বিশ্বাস কত। রোগীর বিশ্বাস ঢেউ বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে ক্রমে রোগীতে এত বিশ্বাসের ঢেউ উঠিল, যে বিশ্বাস ঢেউয়ের প্রলয় উপস্থিত হইল। রোগীর বাহ্যিক পথকষ্ট ও গণ্ডী দেওয়ার কষ্ট ক্রমে ক্রমে লোপ হইল, যখন রোগী বাবার স্থানে পৌঁছিল, তখন রোগীতে আনন্দের ঢেউ উঠিল। রোগী উপবাস করিয়া ধর্না দিল, অহোরাত্র "বাবা আসিয়া আরাম করিবেন" রোগী এই চিন্তাতে মগ্ন রহিল, যাহার চিন্তা এক হইল সে পূর্ণ আরাম হইল, যাহার ন্যূনাধিক হইল তাহার সেই পরিমাণে ফল ফলিল, তন্ময় হইলে চারি ধারে বাবা দেখিল, এক মুহূর্ত্ত স্থায়ীতে তৃতীয়াংশ রোগ আরাম হইল, কিন্তু তন্ময়ে পূর্ণ রোগ আরাম ব্যবস্থা রহিল। যোগ না হইলে সত্য আসে না। যেমনি যোগ হইল অমনি সত্য আসিল, সত্য হইতে যাহা আসিল, তাহাও সত্য রহিল, যদি সত্য রহিল তার ফলও সত্য হইল। কোন রোগীকে স্বপ্ন হইল, যাহা তুমি সাম্‌নে দেখিবে, তাহাই ধরিয়া তুমি শিব গঙ্গাতে ডুব দিয়া উঠিয়া খাইবে। রোগী সাম্‌নে সর্প দেখিল, তৎক্ষণাৎ রোগী সর্পকে ধরিয়া শিবগঙ্গাতে ডুব দিয়া উঠিয়া দেখিল। রম্ভা,—দেখ পুত্র, কি অদ্ভুত রহস্য। যদি রোগীর এই দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কি রোগী এই কার্য্য করিতে পারিত। (এইটীর ছবি মহাভারতে জয়দ্রথ বধোপায়ে পাওয়া যায়)।

ঋষি, যোগাভ্যাসী ও মুনিরা এই ভক্তিযোগের জন্য ব্যতিব্যস্ত, ইহার দরুন এই পথের নাম যোগ বলিয়া কথিত হয়। যে ছাত্রের

পাঠে মনোযোগ যত বেশী হইবে, সে তত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করিতে পারিবে। যে যে বিষয়ে যত মনোযোগ দিবে, সে সে বিষয়ে তত সিদ্ধি লাভ পাইবে। যে সর্ব্ব বিষয় জানে অর্থাৎ কোন বিষয় ভাল জানে না ইহা নিশ্চয় জানিবে। একটী বিষয়ে চর্চ্চা না করিলে বড় হয় না, বহু বিষয়ে চর্চ্চা করিলে একটাতেও বড়ত্ব লাভ করিতে পারে না। পুত্র, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কি করিয়া জানিতে পারিলে ?

শিষ্য। গুরুদেব! প্রভু হর একেবারে কি আর্য্য সভ্যতা ভারতে বিস্তার করিয়াছিলেন ?

গুরু। সভ্যতা একেবারে বিস্তার হয় না, পরে পরে বিস্তার হয়। ব্যাকল্‌স হিষ্টরি অফ্ সিভিলিজেসন্ ও গুজোজ্ হিষ্টরি অফ্ সিভিলিজেসন্ ও স্যার ওয়্যালট্‌র স্কটের গ্র্যাণ্ড মাদারস্ টেল পড়িলে যেমন সুচারুরূপে ইংলণ্ডের, ফরাসির ও স্কট্‌লেণ্ডের সভ্যতা পরে পরে কি করিয়া বিস্তার হইয়াছে জানিতে পারা যায়, সেই রকম আপাততঃ হিন্দুদের এমন কোন পুস্তক নাই, যাহাতে সুচারুরূপে জানিতে পারা যায়। ম্যাকস্‌মুলার সাহেবের এন্সেন্ট সংস্কৃত লিটারেচার পড়িলে অনেক ভাব সংগ্রহ হয়। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স ও ওরিএন্‌টেল সিরিজ্ পড়িলে আর কিছু বেশী হয়। চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যাহা পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার পুস্তক ছিল, কিন্তু এখন গোলমাল হইবার কারণ, দুই পা তুলিয়া গঙ্গা পার হইবার গল্পের মতন হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের সহিত মিল নাই, মহাভারত পুরাণের সহিত মিল নাই, যদিও সমস্ত পুস্তকই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের চরিত কহিতেছে।

মহাত্মা কালীদাস দিলিপের পুত্র রঘু ওরফে ভগিরথ, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভবভূতির বীর চরিত ও উত্তর চরিত অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক হয়, এক খানিতে রামের বিবাহাবধি রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, অপর খানিতে

রাজা হওয়া অবধি সীতার মৃত্যু পর্য্যন্ত রাম চরিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আজকালকার রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে যে কি গোলমাল ঘটিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায়। পুত্র, বোধ হয় মহাত্মা কালীদাস ও মহাত্মা ভবভূতির সময় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ এইরূপ বিকৃতি অবয়ব ধারণ করে নাই। মহাত্মা কালীদাস ও মহাত্মা ভবভূতি রামায়ণ, মহাভাবত ও পুরাণ হইতে রঘুবংশ, বীর চরিত ও উত্তর চরিত লিখিয়াছিলেন। মহানন্দাবধি আর্য্য সভ্যতা ঠিক ছিল, কিন্তু আর্য্যদের বল লোপ হওয়াতে উহার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-সভ্যতাও লোপ হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশে মহাত্মা রাম মোহন রায়, মহাত্মা ব্যাসের যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মহাত্মা রাম মোহন রায় ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তিনি ধর্ম্মের যে দর্শন ব্রহ্ম-এক তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে বেদান্ত ও উপনিষৎ সাধারণের নিকট প্রচলন ছিল না, তিনি নূতন ধর্ম্ম অর্থাৎ বঙ্গে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, এবং ইংরাজী ভাবাজ্ঞদের ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া, তিনি সময়োচিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যদি তিনি ব্রহ্মের চেলা বলিলেই হিন্দু রহিল, এইটী না জাহির করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর কতকগুলি বঙ্গের রত্ন খ্রীশ্চান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত।

স্কন্দ কাটাতে ধর্ম্ম হয় না, মাথা থাকিলে ধর্ম্ম হয়। মহাত্মা কপিল একবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতি পুরুষ অর্থাৎ হর গৌরী লইলেন। মহাত্মা বাল্মীকি একবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি সীতারাম লইলেন। মহাত্মা ব্যাস একবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি রাধা কৃষ্ণ লইলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য একবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই পুরাতন মহাদেব ও শক্তিকে ধরিলেন। তিনি সংসারীদের শাক্ত আচার ব্যবস্থা করিলেন, এবং বানপ্রস্থদের বৈষ্ণব আচার ব্যবস্থা করিলেন,

অর্থাৎ একটীতে পঞ্চমকার বর্জ্জিত, অপরটীতে পঞ্চমকার গ্রহণ ব্যবস্থা দিলেন। ব্রহ্ম-এক সকলকার নিকট এক হয়। ব্রহ্ম-এক কাহারও চিহ্নিত বাপ দাদা নন, আবার সকলকারই বাপ দাদা হন। প্রভু হর, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু মহম্মদ, প্রভু ক্রাইষ্ট চিহ্নিত-প্যারটিকিউলার বাপ দাদা হন, অর্থাৎ শৈবের হর-শিব, বৌদ্ধের-বুদ্ধ, মুসলমানের মহম্মদ্‌ এবং খ্রীশ্চানের খ্রাইষ্ট।

মহাত্মা রাম মোহন রায়, বোধ হয়, গুরুতর সময়ের কারণ কিম্বা মনেতে না আসিবার কারণ, যাহাতেই হউক, তিনি মাথা লননি, ইহার কারণ দিন দিন গুন্‌তিতে মাথা কম হইতেছে। যদি তিনি মাথা লইতেন, তাহা হইলে আজ অনেক মাথা হইত। মহাত্মার চেলারা যদি মহাত্মা রাম মোহনকে মাথা করিতেন অর্থাৎ মহাত্মার নাম লইতেন, তাহা হইলে কোন বালাই ছিল না, এবং মহাত্মাও প্রকৃত মাথা হইতেন। আকার না হইলে ধর্ম্ম হয় না, নিরাকারের ধর্ম্ম কোথা ?

মহাত্মার চেলারা অত্যন্ত উন্নতিশীল ইহার কারণ অত্যন্ত অন্তরে লাগে, যদি চেলারা মহাত্মার নাম লইয়া একবাদী হন, কিম্বা শৈব হইয়া একবাদী হন, তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া যায়, যথা একবাদী খ্রীশ্চান্‌, একবাদী বৌদ্ধ, একবাদী মুসলমান্‌। একবাদী হিন্দু বলিলে দোষ হইত না, যদি হিন্দু বলিয়া একটী লোক থাকিত, হিন্দু রংকে বুঝায় ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই বুঝায় না। মহাত্মা দয়ানন্দের চেলারা আর্য্য নাম লইয়াছে, আর্য্য ধর্ম্মকে বুঝায় না,'আর্য্য স্থানকে বুঝায়, যেমন বিলাত বলিলে ধর্ম্ম বুঝায় না, স্থানকে বুঝায়। মহাত্মা দয়ানন্দও বেদান্ত এবং উপনিষদের মত প্রচার করিয়াছেন, এবং উঁহার চেলারাও অত্যন্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি হয়। যদি এই সকল ব্যক্তি একবাদী হইয়া শৈব নাম লন, অর্থাৎ একবাদী শৈব হন, তাহা হইলে

ভারতের আর এক শ্রী হয়, এবং মাথা নাই তার মাথা ব্যথা যতটা লোপ হয়। মহাত্মা লুথার, মহাত্মা কল্‌ভিন্‌, মহাত্মা নকস্‌ খ্রীশ্চান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যদি মহাত্মা রাম মোহন রায়ের ও মহাত্মা দয়ানন্দের শিষ্যেরা শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একবাদী হন, অর্থাৎ এক বাদী শৈব হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শৈব ধর্ম্মও বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ঐইরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে, কারণ গোড়া ঠিক না রাখিলে কোন কার্য্য হয় না।

সত্যনারায়ণের পূজাবিধি আজকাল চলিতেছে, এইটা যে সত্য-পীর হইতে লওয়া হইয়াছে ইহার কোন ভুল নাই, কিন্তু কেহ কেহ বলে, সত্যনারায়ণ হইতে সত্যপীর লওয়া হইয়াছে, যাহাই হউক, পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। সত্যনারায়ণের সিন্নির কথাটা ও সিন্নিতে যে দ্রব্য ব্যবহার হয়, তাহা আর্য্যদের অন্য কোন পূজাতে ব্যবহার নাই, এবং যে মন্ত্র ব্যবহার হয় তাহাও উর্দ্দু ও হিন্দি মিশ্রিত পদ হয়। স্কন্দপুরাণে উর্দ্দু বুলি আসে কি করে, যখন আকবর বাদসা ক্যাম্প্‌ ব্যবহারের দরুন উর্দ্দু বুলি প্রথম প্রচলন করেন, ইহার কারণ অদ্যাবধি উর্দ্দু ভাষাকে ক্যাম্প্‌ ল্যাঙ্গয়েজ কহে। যাহারা সত্যনারায়ণের পূজা বাটীতে করিয়াছে, তাহারা জানিতে পারে, যতদূর বলা হইল ইহা কতদূর সত্য হয়। পুত্র, স্কন্দপুরাণে উর্দ্দু বুলি আছে এটা যেন মনে করা না হয়, যাহা ব্যবহারে আছে তাহাই বলা হইল, স্কন্দপুরাণে "কেচিৎ কলৌ বদিষ্যন্তি সত্যপীরং"। বাদসার হুকুম ছিল, সকল প্রজা মহরম ধর্ম্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে, এবং আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমের অনেক হিন্দু প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কোন সময়ে একজন হিন্দু গঙ্গা স্নান করিয়া আসিতেছিল, এমন সময় মহরম যাত্রা জাঁক জমক পূর্ব্বক সামনে পড়িল, হিন্দু কি করে, তাহা না হইলে উৎপীড়ন হইবে, এই ভয়ে যোগ দিল, সকলে

হোসেন হোসেন বলিয়া বুক চাপ্‌ড়াইতেছে, হিন্দু উহা না বলিয়া "যখন যেমন তখন তেমন" বলিয়া বুক চাপ্‌ড়াইতে লাগিল, সত্যপীরও এই রকমে সত্যনারায়ণ হইয়াছে, তাহার আর কোন ভুল নাই। যদি সাধারণ পাঠটা ঠিক রাখিত তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যেমন মীমাংসা হইবার কোন উপায় নাই, সত্যনারায়ণেরও সেই রকম হইত।

শিষ্য। গুরুদেব! যদি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ঠিক হইল, তবে সত্যনারায়ণের পুঁথি কেন না ঠিক হইল?

গুরু। যখন সত্যপীর সত্যনারায়ণ হইয়াছে, তখন সংস্কৃতজ্ঞ লোকের অভাব ছিল, যদিও দুই একটী ছিল, কিন্তু চারি ধারে মূর্খের হাত পড়াতে ও কম দিনের ব্যবহার হওয়াতে ও মুসলমান রাজার নজর থাকাতে কেহ বড় কিছুই করিতে পারে নাই।

শিষ্য। এখন করিতে পারে?

গুরু। দুই একটী মনে করিলে পারে, কিন্তু সব মূর্খেরা গোলমাল করিয়া উঠিবে, এবং উহারা বলিবেক "কি বেদব্যাস আসিয়াছে, যাহা বেদব্যাস পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্‌টাইতে চেষ্টা করিতেছে। কুষ্মাণ্ডের জ্বালায় জ্বালাতন, ধর্ম্ম লোপ করিতে বসিয়াছে"। মূর্খের দল বেশী, মূর্খেরা যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

শিষ্য। বেদব্যাসের সময় উর্দ্দু ভাষা ছিল না ইহা বলিতে পারে?

গুরু। সকলে বলিবে "বেদব্যাস নারায়ণ, তিনি কিনা জানেন, তিনি এত বড় মহাভারত ও এতগুলি পুরাণ ও বেদান্ত প্রস্তুত করিতে পারিলেন, তিনি কি আর উর্দ্দু জানিতেন না, যাহা মুটে, মজুর, দাড়োয়ান ও সহিস্ জানে। ছয় মাস পড়িলে যে ভাষাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা যায়, সেটা কি ভাষার ভিতর ধর্ত্তব্য নাকি, আমাদের

দেব ভাষা, যাহা অনন্ত কাল পড়িলেও কিছু জানিবার যো নাই। বেদব্যাস সেই ভাষাকে করতলস্থ করিয়াছিলেন, তুমি কি এক পাত পড়ে বেদব্যাসকে মূর্খ বলিতে চাও, তুমি পাষণ্ড, তুমি নাস্তিক, তোমার কথা শুনিলে পাপ হয়।” পুত্র, কোথাকার জল কোথা গেল দেখ, তুমি বল দেখি উহার ভিতর প্রকৃত ভক্ত কে ?

শিষ্য। যাহারা বেদব্যাসের গুণ গাইল।

গুরু। তুমিও যে মদ্দা ছাগল দুহিলে।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। বেদব্যাসের সময় যে উর্দ্দু ভাষা ছিলনা, এইটাকি একবার মাথায় গেলনা, বেদব্যাস যে বড়, তাহা তুমি আর আমি কি বলিব, যখন বেদব্যাসকে সমস্ত জগৎ মহৎ লোক বলিতেছে। বেদব্যাসকে প্রকৃত ভক্তি যত সে করিবে, তত উহারা করিবে না, বরং উহারা বেদব্যাসের সৎবংকে অসৎবং করিবে। হনুমান বলিলে দশহাত ল্যেজ বুঝায় কি না বল দেখি ?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। হনুমান বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সীতার সহিত অশোক বনে কথা কহিয়াছিল, সেটী কি স্মরণ হয় না, যদি কেহ হনুমানকে বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, বলবান ও বুদ্ধিমান মনুষ্য বলে, তাহা হইলে সকলে তাহার উপর রাগ করিবে কি না ?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। দেখ পুত্র, মুখ পোড়া না হইলে মুখ পোড়ার সহিত পিরীত হয় না। আজ কাল সকলের মুখ পোড়া হয়, ইহার কারণ ল্যেজওয়ালা মুখ পোড়ার সহিত পিরীত বেশী হয়। শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন, তিনি যাহার হনু সকলকার অপেক্ষা বড় দেখিয়া ছিলেন, তাহাকে হনুমান বলিয়া অভিহিত করিতেন। হনুমান

সর্ব্বগুণে ভূষিত ছিল, মানবের যতগুলি গুণের প্রয়োজন আছে, প্রায় সমস্তই হনুমানে ছিল। আমি যাহা বলিলাম বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিবে না, কারণ কুসংস্কার কুলোকের সহিত থাকিলে যাইতে পারে না।

স্তেনেকা ওয়েষ্টারন্ ওয়ারল্‌ডের পাঠক ছিলেন, যেমন সৌতি ইষ্টারণ ওয়ারল্‌ডের পাঠক ছিলেন। আজকালকার বেদীর উপরের পাঠক দেখনা, সংস্কৃতের স জানে না, এমনকি দেব নাগর অক্ষরও জানে না, বাঙ্গালা অক্ষরের পুঁথি পাঠ করে, কি পাঠ করিতেছে তাহাও কিছু জানে না। আর যে ধারক হয় সে আর কিছু উচ্চ হয়, কারণ বাটীর পুরোহিত না হয় রস্থয়ে বামুন, না হয় ম্যাঞ্চেষ্টারের গুলিসুতা, কারণ চারি গণ্ডার বেশীত আর রোজ দিবে না। শ্রোতা আরও উৎকৃষ্ট, দশহাত কাপড়ে স্থাংটা, শোন মুড়ি দাঁত পড়া, শ্রবণ শক্তি রহিত, গঙ্গা পানে পা করাইলেই হয়। পাঠক, ধারক ও শ্রোতা কুমার টুলীর সং ভিন্ন আর কিছুই নয়, সংটা নড়ে চড়ে না, ইহারা নড়ে চড়ে। গরিবের কিছু পয়সা হইলেই একবার দুর্গোৎসব করা চাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা চাই, কিহে পুরোহিত, এবার মা কিসে আসিবেন?

পুরোহিত বলিলেন। ঘোড়াতে।

বাবু হাঁসিয়া উত্তর করিল। তবে কি আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে যাবে।

পুত্র, রং তামাসা দেখ, যদি কেহ হনুমানের লেজ নাই বলিল, ধারক, শ্রোতা, ও বাবু সকলেই পাঠককে এই মারেত এই মারে, সকলেই উহাকে নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিল, এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সময়ে তাহাই হইল, কারণ নই৷ কি এঁড়ে জ্ঞান নাই, যদি থাকিত তবে অপযশের পাত্র হইত, যশের পাত্র হইতে পারিত না।

চণ্ডী পুস্তকটি ঠিক আছে, কারণ কোন দেশের পুস্তকের সহিত অন্য কোন দেশের পুস্তকের পাঠান্তর নাই, আর কোন বেহিসাবী কথা বার্ত্তা নাই। চণ্ডীর যা সার অর্গল, কীলক ও কবচ, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সে অংশটি পাঠকেরা পাঠ করে না, কারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান পাঠকেরা নিজে বুঝে না ও শ্রোতাবর্গকে বুঝাইয়া দেয় না। অর্গল, কীলক ও কবচ আর কিছুই নয়, খালি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপায়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা মানব মহা বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। পুত্র, ঠিক বলিলে সর্ব্বনাশ, অঠিক বলিলে সর্ব্বসাৎ, তোমার যেটি ভাল লাগে সেটি কর, তাহাতে কোন বাধা নাই, কারণ গাধা পিটেও কালে ঘোড়া হইতে পারে, কিন্তু গাধার নীচে যা তাতে আর কিছুই হইতে পারে না।

পুত্র, কাদা মাটিটা দেখ, দশমীর সকালবেলা রক্ত ও কাদা মেখে আনন্দের অবধি থাকে না। এমন কি পূর্ব্বে কোন বাটিতে গুরু বলি হইয়া গিয়াছে। মম্‌বাতী মম্‌বাতীই মাখা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আনন্দটা কিসের জন্য করা, সেইটা বলিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। শ্যামা মা মহিষাসুর বধ করিলে, তাঁহার সৈন্য সামন্তেরা মহিষাসুরের রক্ত কাদা মাখা দেহ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিয়াছিল, কারণ মহিষাসুর বধে যুদ্ধের অবসান হয়। আজ কালকার যুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার নাই। শ্যামা মা যদি নিরাকারা হইয়া থাকিতেন, আজ কি তাঁহার এই পূজা হইত।

সুরত রাজা বাসন্তী পূজা করিতেন, পুত্র, এখন প্রায় সকলেই শারদীয়া পূজা করিয়া থাকে, কারণ শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে ষষ্ঠ্যাদি কল্পের দ্বারা মাকে বোধন করিয়াছিলেন, মা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, শ্রীরামচন্দ্রেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ

বধ হইল, এবং ভারতবাসীও রাক্ষসরাজ রাবণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র যদি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, এবং সাকার হইয়া রাবণ বধ না করিতেন, তাহা হইলে কি শারদীয়া পূজা হইত। আর দেখ পুত্র, নর নারায়ণ যদি কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্র না পাইতেন, খালি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কেহ কি পূজা করিত, বোধ হয় বলিবে, না, তবে কেন ঠিকের আদর না হইয়া অঠিকের আদর এত বেশী হয়।

চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ খালি শ্যামা মার, শ্রীরাম চন্দ্রের ও নরনারায়ণের জীবন চরিত্ বৈ আর কিছুই নয়। মধ্যে মধ্যে জ্ঞানের ছড়াও আছে, সেটা কেবল লেখকের বিদ্যার পরিচয় বৈ আর কিছুই নয়, কারণ জ্ঞান ও ক্রিয়াকে লেখকেরা একত্রে দেখাইয়াছেন।

যাহা নাই চণ্ডীতে তাহা নাই গণ্ডিতে। যাহা নাই রামায়ণে তাহা নাই প্রাণায়ামে। যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভুভারতে, যাহা নাই পুরাণে তাহা নাই পুরাতনে। পুত্র, এই সব পুস্তকে ঝোড় ঝাড় হইয়াছে, যদি মাথা পরিষ্কার করিয়া ঝোড় ঝাড় সাপ্ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়েরই অমৃত ফল লাভ করিতে পার, আর তাহা না হইলে ঢেঁকীর কচ্‌কচানীতে গরুর ল্যেজ ধরে দুই পা তুলে গঙ্গা পার হইবে, অর্থাৎ ইহকালে দুর্দ্দশা আর পরকাল যদি থাকে তাহাতেও দুর্দ্দশা, কারণ ইহকালের ফল পরকাল ভোগ করে। গত'ও ইহ ও পরকালের মীমাংসা চিন্তা-রহস্যতে সম্পূর্ণরূপে করা হইয়াছে। পুত্র, তুমি কি চিন্তা-রহস্য পড় নাই ?

শিষ্য। পড়েছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আর গুরুদেব ঘরে না ঢুকিতেই ধাক্কা।

গুরু। বুঝিছি বুঝিছি, "যাহা কিছু পাবেনা বৈকুণ্ঠ কৈলাসেতে, তাহা পাবে, পাবে পাবে, 'মিত্রওকসেতে," কেমন পুত্র এই ধাক্কা কিনা?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

গুরু। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস ক্রিয়াকাণ্ডের স্থান হয়, যাহা ক্রিয়া কাণ্ডতে পাবেনা, তাহা মিত্রওকসেতে পাবে, অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডতে পাবে, মিত্র অর্থ সূর্য্য, সূর্য্য অর্থ আলোক, আলোক অর্থ জ্ঞান। পাবে পাবে, একধারে নিশ্চয়কে ঠিক করিতেছে, অপর ধারে পাব্ অর্থ গাঁইট্ গাঁইটে গাঁইটে অর্থাৎ বহু কষ্টতে পাবে।

দুই পয়সা দেবতাকে প্রণামী অর্থাৎ ঘুষ্ দিলে পাবেনা, গুলি সুতাকে, গেরুয়াকে, টিকীদাস বাবাজীকে, ফলার, হবিষ্যান্ন, ও মালসা-ভোগ দিলে পাবেনা, নিজে বহুকষ্ট স্বীকার করিলে পাইবে। চিন্তা-রহস্য ক্রিয়া ও জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়, প্রেম-রহস্যটী ভক্তিকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়, কথোপকথন রহস্যটী ক্রিয়া-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের দ্যোতক ব্যতীত আর কিছুই নয়। জ্ঞানের আদর কর, অজ্ঞানের অনাদর কর। পুত্র একটী বড় মজার কথা শুন ঃ—

গুলিসুতা, গেরীমাটী ও ডোরকপীন আসিয়া বলিল, এই জগৎ কিছুই নয়, সমস্তই অনিত্য, পুণ্য কর, দান কর, কিছুই সঙ্গে যাবে না, বাটীওয়ালা কি করে, ভয়ে অস্থির হইয়া ঘটী ও বাটী বাঁধা দিয়া উহাদিগকে পূষণ করিল। উহারা দলে গিয়া আমোদ লুটিতে লাগিল, খাস গল্পের ছলে বলিতে লাগিল, আজকে ভাই বড় দিনটা ভাল, কার মুখ দেখে উঠেছি বল্‌তে পারি না, যাবার মাত্রেই বাটীর কর্ত্তা গোলাম। আমি খুব গম্ভীর হয়ে বুক্‌নি ঝাড়্‌তে লাগ্‌লুম, কর্ত্তাও ভয়ে অস্থির, পায়ে লুটাপুটী, অন্দরে হুজুক গেল, তারা ত একে চায়

আরে পায়, গিন্নী ঘুম্‌টা টেনে গলায় অঞ্চল দিয়ে এসে ঢিপ্‌ করে একটা গড় করে, আমি কর্ত্তাকে বল্লুম, দেখ, তোমার এই গৃহলক্ষ্মী হইতে যত কিছু সুখ, আমি যোগবলে জানিলাম। আচ্ছা মা, তোমার একবার হাত্‌টা দেখি, সে অম্‌নি শশব্যস্ত হয়ে হাতটা বার করে দিলে, আমি তার কাছ থেকেই সব পেটের কথা বার করে নিলুম, তখন আরও ফুর্ত্তি হল, অনেক বল্‌তে লাগ্‌লুম্‌, এমন মিষমেরাইজ্‌ হইয়া গেল, যে মুখ দিয়ে রক্ত উঁঠা কড়ি, গড়্‌ গড়্‌ করে বের হতে লাগল।

আর একজন বলিল, মক্কেলটাকে বলনা হে।

তুমি আমার চেয়ে চালাক্‌ কি না, তুমি গিয়ে আবার সেখানে খুব্‌ জমাট্‌ দেও, কিন্তু এমন করেছি যে, আর কেহ গিয়ে কল্‌কে পাবে না। তাদের দরুন একবার কালীঘাটে যেতে হবে, তা না হলে রগড়্‌টা ভাল করে হবে না।

দেখ পুত্র, এই রক্ত উঁঠা কড়ি ঝন্‌ ঝন্‌ করে পড়ে যাচ্ছে, আর হিড়্‌ হিড়্‌ করে স্বর্গে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এইটা আক্কেল হয় না, যে, "এই জগৎ কিছুই নয়, সমস্তই অনিত্য, পুণ্য কর, দান কর, কিছুই সঙ্গে যাবে না," গুলিসুতা, গেরিমাটী, ডোর কপীন ঠিক যা বল্‌ছে, তার সব্‌ উল্‌টা কচ্ছে, কারণ তারতো এক পয়সা দেয় না, তোমার বাপ, মা মরিলে দাও, উঁহাদের মরিলেও দাও, তোমার সন্তান সন্ততির বিবাহে দাও, উঁহাদের সন্তান সন্ততির বিবাহে দাও, তোমার কোন কার্য্য উপলক্ষ হইলে দাও, উঁহাদের কোন কার্য্য হইলেও দাও, অর্থাৎ তুমি দিতে থাক; সে মজা করে খেতে থাকুক। কেন রে বাপু, যদি স্বর্গে যেতে এত ধুম পড়ে থাকে, সমস্ত কড়িগুলি গলায় বেন্ধে গঙ্গাতে স্বশরীরে স্বর্গে গেলেইতো হয়, মরে ভূত হয়ে আরত যেতে হয় না। দেখ পুত্র, প্রায় বিশলক্ষ টাকা প্রত্যেক

বৎসর অপব্যয় হইতেছে, এজুকেটেড্ বেগরেরা তার কিছুই খপর লয় না, খালি রজনীতি, রাজনীতি করে অস্থির।

শিষ্য। দেবালয়ে যে এত টাকা পড়ে এটা ভাল না মন্দ?

গুরু। খুব ভাল, যদি পাব্লিক্ টাকা, পাব্লিক্ পারপাশে ব্যবহার হয়, এখন পাব্লিক্ টাকা, ইন্ডিভিজুয়াল পারপাশে ব্যবহার হয়, ইহার কারণ পাণ্ডা, অধিকারী, পূজারী ও সেবাইতরা গোকুলের ষাঁড়ের মতন গোষ্ঠে ঘুরে বেড়ায়, যাহাদের দ্বারায় জগতের কোন কার্য্য হয় না।

শিষ্য। কেন, পুত্রের জন্ম তো অধিক হয়।

গুরু। পোকা মাকড়ে কোন কার্য্য হয় না। সিংহেরা বার বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করে, ইহা বলিয়া বিড়াল কি সিংহ অপেক্ষা বড় হয়। এজুকেটেড্ বেগরেরা যদি এইটীতে মাথা ঘামায় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়, বিশ লক্ষ টাকা ভাঁড়ে, ষাঁড়ে ও শূকর পেটে যায় না। ডিস্পেন্সারি, হস্পিটাল, স্কুল, কলেজ, রাস্তা, ঘাট, পুকুর ও ধর্ম্মমন্দির হইতে পারে, যাহাতে দেশের অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা, এবং দুর্ভিক্ষের সময় অন্নছত্র খুলিতে পারে, কিন্তু, পুত্র, অনেক ষাঁড় ক্ষেপে উঠিবে, এজুকেটেড্ বেগরেরা যদি গুতুনি সহিতে পারে, তবে অবশ্য ফল ফলিতে পারে। একবার হতাশ হইলে আবার নূতন বলের সহিত চেষ্টা করা উচিত, তাতেও নৈরাশ হইলে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা বিধেয়। এজুকেটেড্ বেগরেরা যেন ফুল বিল্বপত্র পাইয়া ষাঁড়ের বন্ধু হইয়া না ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে দলাদলী চলিবে, কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। যত পাব্লিক প্লেস্ অফ্ ওয়ারসিপ্ আছে ও এণ্ডাউমেন্ট ফণ্ড আছে, সমস্তই নেটিভ্ কমিটির দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনারের ভোটের দ্বারায় কমিশনার হইতে মেম্বর নির্ব্বাচন

যুক্তিসিদ্ধ, মেম্বরের ভোটের দ্বারায় সভাপতির আসন ঠিক হইবে এবং প্রত্যেক ৪ বৎসর অন্তর হওয়া ঠিক রহিল।

শিষ্য। আপনি এজুকেটেড্ বেগর্ বলিলেন কেন?

গুরু। পুত্র, বেগর্ অর্থ ভিখারী, অভাব না হইলে ভিক্ষা করে না, যাহার অভাব আছে, সেই ভিখারী, এজুকেটেড্ লোকের সমস্তই অভাব। দুইটী ঘিয়ে ভাজা ঘোড়া ও ছড়্ ছড়ে গাড়ি, ওএষকোট বাড়ী ও খানসামার দাড়ি, তেলাপোকা চাপকান ও পকেট ফুল ওয়ার্ড, ইহাতে পুত্র, অভাব কি গিয়াছে। দেখনা, পেটের জন্য হাহা করে বেড়াচ্ছে, ধনের জন্য হাহা করে ঘুব্‌চে, মাথার ভিতর কত রকম পলেসি বোঁ বোঁ করে খেলাচ্ছে, পলিটি-ক্যাল্ ওয়ারল্‌ডের ডালে ডালে লাফাচ্ছে, যদি সমস্ততেই হাঁ করে আছে, তাহা হইলে সমস্ততেই অভাব আছে, সেজন্য পুত্র, আমি এজুকেটেড্ বেগর্ বলিয়াছি।

শিষ্য। কেন সমস্ততেই হাঁ করে থাকে?

গুরু। সাউণ্ড নয়, তাহা হইলে তলিয়া যাইত, তলাইলে আর কুপথগামী হয় না, অর্থাৎ স্থলের জানোয়ার স্থলে থাকিত, জলের জানোয়ার জলে থাকিত, উভচর উভয় স্থানে থাকিত, বামন হইয়া চাঁদে হাত দিত না।

শিষ্য। জলে না নামিলেত সাঁতার শিখে না।

গুরু। ডুব্ জলের বেশী যাইলে স্বর্গে গিয়া শিখিতে হয়, আর তাহা না হইলে হাঁপানি চোঁপানি খাইয়া অজ্ঞান হইয়া দুকূল হারাইয়া জলের কৃপাবশতঃ মুর্দ্দারের মতন ফিরে আসিতে হয়, পুত্র, সম্ভবপর সমস্তই ভাল, অসম্ভব কিছুই ভাল নয়। এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড ও পাব্লিক প্লেশ অফ্ ওয়ারসিপের টাকা, যদি বৎস্য, সুচারু রূপে ব্যবহার হয়, তাহা হইলে দেশের যে কত উপকার হয়, তাহা

সহস্র মুখ হইলেও বলিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ এণ্ডাউয়ীর নাম চিরস্মরণীয় হয়, এবং যে পার্‌পাশে এণ্ডাউই এণ্ডাউমেণ্ট কণ্ড করিয়াছিলেন তাহাও স্বার্থক হয়। বংশের দরুন, দশজনের উপকারের দরুন, কিম্বা ভক্তির দরুন, যে অভিপ্রায় হউক না কেন, সমস্ত অভিপ্রায়ই ঠিক সার্ভ করা হয়; আর এণ্ডাউমেণ্ট কণ্ড ও পাব্‌লিক প্লেশ অফ্‌ ওয়ারসিপের টাকা গুলি অপব্যয় হয় না। আইনের যে ফ্যাচকা ফের হইয়াছে, (endowment cobweb nest) এণ্ডাউমেণ্ট কব্‌ওএব্‌ন্সেস্‌ট টিকে না। আমাদের দেশে ইন্‌ডিভিজুয়াল স্বার্থপর অত্যন্ত বেশী, দেশের কীর্ত্তি কিসে থাকে ইহা কেহ চেষ্টা করে না। ফিশ্‌ এণ্ড লোভস্‌ অফ্‌ পাব্‌লিক আফিসের দরুন যে রকম চেষ্টা করা হয়, তাহার ৯১০াংশের একাংশও যদি দেশের পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষার দরুন চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে যে পুরাতন বংশের কি উপকার করা হয়, তাহা বলিয়া জানাইতে পারা যায় না, এবং নূতন কীর্ত্তি যাহারা করিবেক, তাহাদের কি উপকার হইবে, ইহা বলিয়া জানাইতে পারা যায় না।

"সাত রাঁড় এক এও সকলে বলে আমার মতন হইও।" পুত্র, দুর্দ্দশা করিতে সময় লাগে না, সুদশা করা বড় সুকঠিন। দেড় শত বৎসরের ভিতর কত জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে, কিন্তু পুরাতন বংশের আদি পুরুষের মতন কয়টি হইয়াছে। পয়সা রোজগারের সুবিধা সর্ব্ব সময় হয় না, এক রাজার হস্ত হইতে অপর রাজার হস্তে যাইবার সময়, কিম্বা প্রথম সেটেলমেণ্টের সময় যত পয়সা রোজগার হয়, তত পরে হয় না, যদি এই পয়সা রক্ষা করিবার চেষ্টা মানী ও গুণীরা না করিবেন তবে আর করে কে, তাহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় কি হইল, নিজের খাওয়া, তাহাতো শৃগাল কুকুরেও খায়, অতএব, পুরাতন বংশের টাকা, পাবলিক প্লেশ অফ্‌ ওয়ার-

দিগের টাকা, এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ডের টাকা, দেশের গুণী ও মানীদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা বিধেয়।

শিষ্য। আরম্‌স্‌ এক্ট ও হ্যায়ার এডুকেশন ভাল না মন্দ।

গুরু। দুইটি অত্যন্ত ভাল। গর্ভ শুনিতে ও দেখিতে ভাল যদি সুচারু রকমে গর্ভস্থিত শিশু নির্গত হয়, আর তাহা না হইলে গর্ভবতীর প্রাণ যাওয়া সম্ভাবনা। আরম্‌সের ব্যবহার জানিলে অত্যন্ত ভাল, আর না জানিলে মহা বিপদে পড়িতে হয়। পরাধীন লোকের মতি অত্যন্ত চঞ্চল, চঞ্চলের দরুন স্থির বুদ্ধির অভাব হয়, স্থির বুদ্ধির অভাব হইলে রাগ বৃদ্ধি পায়, রাগী হইলে সৎ বুদ্ধির লোপ হয়, সৎ বুদ্ধির লোপ হইলেই অসৎ কার্য্য বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোক সৎ যতক্ষণ সতী, স্ত্রীলোক অসৎ যথা অসতী, কিন্তু স্ত্রীলোক অসৎ নয়। হ্যায়ার্ আরম্‌স্‌ ভাল স্বাধীনের নিকট, হ্যায়ার্ আরম্‌স্‌ মন্দ পরাধীনের নিকট, হ্যায়ার্ আরম্‌স্‌ মন্দ নয়। যাহাদের মাথা স্থির আছে, তাহারা হ্যায়ার্ আরম্‌স্‌ ব্যবহার করিবার পাত্র হন, আর যাহাদের মাথা অস্থির তাহাদের হ্যায়ার্ আরম্‌স্‌ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। পুত্র, একটি গল্প বলি শুনঃ—

কোন স্বাধীন লোক পূর্ব্বদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অসংখ্য মাথা নষ্ট করিয়াছিলেন। পরদিন বাড়ীতে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রী উপপতির সহিত সহবাস করিতেছে।

স্বাধীন লোক পঞ্চ হাতিয়ারে সুসজ্জিত ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন লোকের ধৈর্য্যগুণ এত বেশী যে, তিনি উভয়কে কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি একজন প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন, পাছে অস্ত্রের কুব্যবহার হয়, এবং আইনের বহির্ভূত কার্য্য করা হয়, কারণ তিনি অস্ত্রের রক্ষক ও আইনের কর্ত্তা, এই ভয়ে তিনি ধৈর্য্যগুণের আশ্রয় লইলেন।

পুত্র, একটি পরাধীন লোক পূর্ব্বদিন ঘরের ভিতর ইঁন্দুর নড়াতে, ভয়ে ক্ষেপীর বুকের কদুর ভিতর কপট নিদ্রায় মুখ লুকাইয়া, খুব জোরে নাক ডাকাইতে লাগিল, পরদিন তার রাখিত বেশ্যা আমোদিনীর বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল, আমোদিনী অন্য পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। তাহারা হঠাৎ উহাকে সামনে দেখিয়া উভয়েই জড়সড় হইয়া অস্থির হইল, কিন্তু বাবুটী বাঘের মতন ভেঙ্কী দেখাইয়া দেপিট্রান্ দিল। পরাধীন লোকটীর আরও জোর বাড়িল, বাক্য যুদ্ধ চলিল, তারপর পিটাপিটি সুরু হইল, পরাধীন লোকটির এত রাগ বাড়িল যে, আর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, ভাঁড়ার ঘর হইতে বঁটি আনিয়া আমোদিনীকে পাষণ্ডের মতন আমোদ করিয়া হত্যা করিল, পরে নিজেও ফাঁশিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইল।

পুত্র, স্বাধীন ও পরাধীনের ধৈর্য্যগুণ দেখিলে, অতএব অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী না হইলে, অস্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। ভারতবর্ষে আরম্‌স এক্ট যত ইষ্ট্রীক্ট্ হইবে, ততই ভারতবাসীর মঙ্গল জানিবে। শ্যামবাজার ও টালার ও কলিকাতার রওটারদের হাতে যদি ক্যায়ার আরমস্ থাকিত, তাহা হইলে কত লোকের প্রাণ নষ্ট হইত। টালাতে হয় ডিন্ ডিন্, বাবু বাড়ীতে খিল দিন, পুত্র, কোথাকার হেঁপা কোথা এসে লাগে দেখ, যদিও বাবুরা মাতার গর্ভে রহিয়াছেন, মাতাকে নষ্ট না করিলে গর্ভস্থ শিশুর কোন ভয় নাই, তথাপি পুত্র, কারেজটা একবার দেখ।

বাবুরা রিলিক্ অক্ দি আরম্‌স্ এক্টের চেষ্টা করে, যার গর্ভে আছে কিছুত জানেনা, তাই যাহা মনে আইসে তাহাই লেখে ও বলে। নকুড়া ছকুড়া বিদ্যা হয়েছে, বিদ্যাতো ছড়ান চাই, কোন কার্য্য না থাকিলে বুড়া মাকে গঙ্গাযাত্রা করা চাই, বিদ্যা শিখেও অপকার করা চাই। পুত্র, এই সব লোকের দ্বারা ভারতের কি ভয়ানক

অমঙ্গল হইতেছে, লিখে ও বলে সাধারণের মনে এমনই একটি কুসংস্কারের ছবি তুলিয়া দিতেছে, যাহা সাধারণ ভারতবাসীরা কিছুতেই মন হইতে বাহির করিতে পারিবেক না। পরের অপকার করা কি উচ্চ বিদ্যার ফল, না সমাজ সংস্কার করা উচ্চ বিদ্যার ফল। সমাজ সংস্কারের কথা কহিলে ও লিখিলে, পেটের ভাত বন্ধ হয় ও নামের দৌড় কম পড়ে, ফলতঃ ইহাতে মানসিক তেজের আবশ্যক হয়। সর্ব্ব দেশের লোকের নিকট দুঃছাই ভোগ করিবে, তথাপি যথা কহিব ও লিখিব না। পরের অপকারেতে আমাদের দেশের লোক বড় সুখী, ইহার কারণ যাহারা পরের অপকারের কথা লিখে ও বলে, তাহারা দেশের লোকের নিকট বড় প্রশংসনীয় হয় ও খুব পয়সা রোজগার করে। অদ্যাবধি কেহ সমাজ উন্নতির কথা বলে ও লেখে না। খালি যাহাতে অপকার আছে তাহাই বলে ও লিখে। উপনিষৎ ও বেদান্ত ও রাজনীতি যাহা আমাদের আলোচনা করিবার অধিকার নাই, তাহাই আমাদের মূল মন্ত্র হয়, কিন্তু ইহাতে যে কতদুর অপকার হইতেছে তাহা কেহই চক্ষে দেখে না। পরের অপকার করিতে যাইলে নিজের অপকার অগ্রে হয়। কতদুর সত্য কি মিথ্যা বলিতে হইবে না, ফলের দ্বারা পরিচিত হও।

পুত্র, যখন শুনিবে কেহ কাহারও কুৎসা করিতেছে, তখনই জানিবে যে, সেই লোক তাহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যে যত বেশী উপকার প্রাপ্ত হইবে সে তত উপকারীর কুৎসা করিবে। ইংরাজ বাহাদুর ভারতে আসিবার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে ভারতের কি অবস্থা ছিল, এবং এখনই বা কি অবস্থা হইয়াছে, যদি প্রাণ খুলে দেখ তাহা হইলে জানিতে পার, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীরা যত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য খণ্ডের লোকেরা তত উপকার পায় নাই, ইহার কারণ, বঙ্গবাসীরা বেশী কুৎসা করে। বঙ্গবাসীরা যত হায়ার এডুকেশন

প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য খণ্ডের লোকেরা তত প্রাপ্ত হয় নাই। "প্রিভেন্সন ইজ্ বেটার দ্যান কিওর" ইংরাজ বাহাদুরের উচিত হয় সমস্ত গভর্ণমেণ্ট কলেজ উঠাইয়া দেওয়া, এবং ইহার বদলে ভারতবর্ষের চারিধারে লোয়ার ও আপার প্রাইমারী স্কুল খোলা, যাহাতে ইংরাজ বাহাদুর শান্তি ভোগ করিতে পারিবেন, ও ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি বিস্তার হইবেক।

শিষ্য। হায়ার এডুকেসন একেবারে তুলে দেওয়া কি ভাল?

গুরু। হায়ার এডুকেসন একেবারে বন্ধ করা দূষনীয়, কারণ সরকার বাহাদুরের কার্য্য চলিয়েনা, আর সরকার বাহাদুরের প্রেষ্টিজের উপর দোষ পৌঁছিতে পারে। ভারতবাসীরা নিজে এই কার্য্যটী সমাধা করিতে পারে, কারণ এই ব্যবসাটী বেশ শিখিয়াছে। হায়ার এডুকেসনের মাথা এখনও ঠিক হয়নি, যখন ঠিক হইবে, তখন ইংরাজ বাহাদুর পুনরায় খুলিতে পারেন। হায়ার এডুকেসন অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী, কিন্তু ব্যবহার না জানিলে অতি উৎকৃষ্টও অপকৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট জিনীষের ব্যবহার না জানিলে অবশেষে অপকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে হয়, যাহা চিন্তারহস্যের অজা রাজা পড়িলে জানিতে পার। স্বাধীনতা অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী, দুই বৎসরের বালককে স্বাধীনতা দিলে, বালকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, তদ্রূপ হায়ার এডুকেসন্ এখন ভারতবাসীদের দিলে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা, যখন ভারতবাসী হায়ার এডুকেসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নয়। যে হায়ার এডুকেসনের ভক্ত হইবেক, সে ওয়েষ্টারণ ওয়ারল্ডে যাইয়া শিক্ষা করুক, তাহাতে তত ক্ষতি সম্ভাবনা নাই, কারণ সে ভারতবর্ষের কুসংস্কার পাইবে না। দুই নৌকাতে পা দিলে অপকার হইবার সম্ভাবনা, এক নৌকাতে পা দিলে উপকার বৈ অপকার কোথায়। ভারতবর্ষে য়োট্রিকিউলেসন

অবধি ওয়েষ্টারণ বিদ্যা যথেষ্ট হয়, কারণ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য চলিতে পারে। যে সব লাইনে বিএ পাশ না হইলে প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে, সেই সব লাইনে এণ্ট্রেন্স পাস হইলেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হউক।

শিষ্য। সরকার বাহাদুরের আয় কমিয়া যাইবে, এবং ইউনিভারসিটীর খরচা কি করিয়া চলিবে?

গুরু। সরকার বাহাদুর প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা ফিয়ের বদলে কুড়ি টাকা করিলেই সব ঠিক হয়, আর দেখ পুত্র, বালকদের একত্রে অনেক বিষয় পাঠ করাইলে মাথা খারাপ বৈ মাথা ভাল হয় না, একটী বিষয়ে থাকিলে সুশিক্ষিত হয়, বহু বিষয়ে থাকিলে অল্পচাকা হয়। আরও পুত্র, বালকদের কচি মাথায় এত বেশী এক্সারসাইজ হয়, যাহাতে উহাদের প্রবেশী নাম না হইয়া প্যারট্ নাম হয়, এবং মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়। ক্ষীণ লোক বেশী ব্যায়াম করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয় এমন কি পদে পদে মৃত্যুও সম্ভাবনা আছে। দুই একটি মুখোজ্জ্বল গ্রাযুএট্ যদি না থাকিত তাহা হইলে এইটি যে নীল হইত, তাহা একাধারে সকলেই বলিত, কিন্তু দেখ দেখি, আগেকার সিনিয়ার এস্‌কলারদের বিদ্যার সাউণ্ডনেস কত বেশী। যে হায়ার এডুকেসন শিখিবার পাত্র হইবে, সে নিজে তার উপায় করে নিবে, সাধারণের মধ্যে হায়ার এডুকেসন হইবার কারণ ভাষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সাউণ্ডনেসের পালা উঠিয়া গিয়াছে, এবং এই ভাষাই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের মূল হয়।

ভাসা দ্রব্য স্রোতের অনুগামিনী হয়, নিজের কিছুই নাই, স্রোত যে রকমে লইয়া খেলা করিবে, ভাসা দ্রব্য সেই রকমে খেলা করিবে। দেখনা, ইদানীং ভারতবর্ষের এই ভাষাতে কি শ্রাদ্ধ গড়াইতেছে, যদি ভাষা অভাব হইত, তাহা হইলে



অসময়ে স্বজনবর্গেরা কাঁদিয়া বুক্ ভাসাইত না। যদি ইংরাজ বাহাদুরেরা এই ভাষার উপর 'চক্ষু না দেন, তাহা হইলে বন্যা আসিবার সম্ভাবনা। ভাষাওয়ালারা ভাসিয়া যাইবে, ভাষা বিহীনেরা সরকার বাহাদুরের আইনের এক্করেতে বাঁচিবে। ভারতবর্ষে ভাষার প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ, বিলাতের ইংরাজ বাহাদুরের মাথার গোলমাল দাঁড়াইয়াছে, কারণ বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরাত ইণ্ডিয়ার ভাত ভিক্ষা জানেন না। বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরা যাহা কাগজে কিম্বা দরখাস্তে দেখেন, তাহাই ভারতবাসীদিগের দুঃখ বলিয়া জানেন, এবং সেই দুঃখ মোচনের দরুন সিংহের মতন লড়েন, কিন্তু সেটী যে খালি ভাষাওয়ালাদের দরুন তাহাতো বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরা জানিলেন না। ভারতবর্ষে রাজত্ব করা আর সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করা সমান হয়, কারণ এক দলের সহিত অপর এক দলের মিল নাই এবং ইহার কারণ ভারতবর্ষের দল এত বেশী যে, যত লোক সংখ্যা তত দল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কন্সেন্ট্ বিলেতে ভাষাওয়ালারা জয় লাভ করিল, কিন্তু ডাম্ব্ মিলিয়ান্ যে বিপক্ষ রহিল, তাতো বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরা জানিলেন না। ডাম্ব্ মিলিয়ান্ তো ভাষা জানে না যে, বিলাতের কাগজে গোলমাল করিবে, এবং উহাদের পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরদের সহিত আলাপ পরিচয় নাই, যে পার্লিয়ামেণ্টে এই কথার আন্দোলন হইবে। মিটীং, মাস্‌মিটীং করিয়া প্যাম্‌ফ্লেট ছড়াইয়া সেন্সেশন্ করিবে, তাহাত তারা জানে না, ভাষাওয়ালাদের দরুন ডাম্ব্ মিলিয়ান্ বরাবর সাফারার হইয়া সকল বিষয়ে সাফার করিতেছে। কন্সেণ্ট বিল স্বভাব সিদ্ধ হয় নাই, যদি চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন কিম্বা ষোল বৎসরের অধিক নয় করিতেন, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইত। সত্য কি মিথ্যা চিন্তা-রহস্যতে বিবাহ পড়িলে বিশেষরূপে জানিতে পার।

যাহারা বিলাতে যায়, তাহারা বিলাতে যাইয়া, পড়িয়া, শুনিয়া ও বাস করিয়া বিলাতের চং লইয়া ভারতে আসে, একলা করিলে ভয়েস্ ঠিক হইবেনা, উহারা বেশ জানে, ইহার কারণ দশজনকে জড় করে, ভারতবাসীরা হুজুগে, হুজুগ্ পেলে আর কিছুই চায় না, হুজুগ্‌টা যে কি, তা ল্যেজ তুলে দেখে না, হৈ চৈ করে, শেষকালে যখন জানিতে পারে যে, আমি আমার নিজের বিপক্ষ দলে আছি অমনি ছাড়িয়া দেয়, যত কিছু গোপনীয় কথা থাকে, সকলকার সামনে এবং ভাষাওয়ালাদের পিছনে ঢাক পিটে।

শিষ্য। ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটী ভাল না মন্দ ?

গুরু। পুত্র, আমি বরাবর বলিতেছি যে, ভারতবাসীদিগের জাতি নাই, যদি জাতি থাকিত, তাহা হইলে জাতীয় নামটী শোভা পাইত। ন্যাসনল্ কথাটীতে বাহিরের লোককে মিস্মরাইজ্ করে, ইহার কারণ ভাষা ওয়ালারা এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। যে কেহ উক্ত সমিতির প্রোসিডিং পড়িবে (বিশেষতঃ বিলাতবাসী ইংরাজ,) সেই জানিবে ভারতবর্ষের ওপিনিয়ণ এই হয়, কিন্তু পুত্র, সেটি কি ঠিক, কখনই না। এক দিন ভারতবর্ষের জাত, কুল, ধর্ম্ম, খাদ্য, রং ও পোষাক হইয়া টক্ করুক দেখি, তার প- দিন দেখিবে, ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটি নীল, অর্থাৎ শূন্য। ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতি নাম উঠাইয়া যদি ভারতবর্ষের রাজ-নীতি সমিতি নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে পুত্র, নামে ও কার্য্যে ঠিক শোভা পায়। সমিতির ছবি দেখিলেই পুত্র জানিতে পার, সকলেই এক জাত কি না। আর পুত্র, বঙ্গদেশের ছবিতে রগড় বেশী, কারণ নানা পোষাক ও নানা রং পৃথিবীর আর কোন জাতীয় সমিতিতে এত দেখিতে পাইবে না। ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটি এক আছে খালি ইংরাজী ভাষার দরুন, এবং ইংরাজী ভাষাজ্ঞই এই সভার

সর্ব্বে সর্ব্বা হয়। আইনবাজ, দোকানদার ও কতকগুলি জমিদার এই সমিতির সভ্য হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুই চারিজন ইংরাজী ভাষাওয়ালা ইহার কর্ত্তা, উহারা যাহা বলে ও করে তাহাই হয়, অন্য সকলে মিটিং গুল্‌জার করে, আর কিছুই নয়।

পাব্‌লিক্ মিটীং ও মাস্‌মিটীং কল্ ফোর্থ করা ও তাতে যাওয়া আজকাল একটী ম্যানিয়া হইয়াছে, কাগজে নামের ঢাক পিটাও বড় কম নয়। যত কিছু দেখিতেছ, সমস্তই নিজের নামের ও ব্যবসার উন্নতির দরুন, কারণ যত নাম ছুটিবে, তত রোজগার বাড়িবে। যেখানে স্বার্থপরতা ও স্বজাতীয়ের উপর হিংসা আছে, যেখানে ছোট ও বড় আছে, কিম্বা পরের সুখে ও দুঃখে নিরানন্দ ও আনন্দ অনুভব আছে, সেখানে কোথায় প্রকৃত উন্নতি হয়, বরং প্রতি মুহূর্ত্তে অধোগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, অতএব পুত্র, ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটী এখন ভাল নয়।

সময়েতে ফলে বৃক্ষ, অসময়েতে কষ্ট রিক্ত। যদিও কথা আছে, কিলিয়া কাঁঠাল পাকান, কাঁঠাল নাই তা কিলিয়ে পাকাবে কি, যদি বাতাসকে কাঁঠাল মনে করিয়া কিলান হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ নিজের হাত ভারিলেই, নিজে ঠাণ্ডা হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব। আমাদের, কালা বলে কেন, যখন আমাদের ভিতর অনেক ধলা আছে?

গুরু। পুত্র, এটী নূতন নয়, আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। শূরেরা ধলা ছিল ইহার কারণ কালাদের অশূর কহিত, কিম্বা যাহারা সূর্য্য উপাসক ছিল না, তাহাদিগকে অশূর কহিত। শূর অর্থাৎ ধলা, অশূর অর্থাৎ কালা। পূর্ব্বে ভারতবাসীরা সকলেই কাল ছিল, ধলার আগমনে কাল ও ধলার ডিষ্টিংসন্ অর্থাৎ প্রভেদ হয়। ধলারা কালদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে, কালরা ধলাদের প্রভুত্ব

যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করে, কিন্তু কালক্রমে কালার উপর ধলার প্রভুত্ব জাহির হইল, ধলা ও কালার মিশ্রনে ভারতে অনেক রং হইল, কিন্তু জাত কাষ্ঠ অর্থাৎ ধলা বড় রহিল। আর দেখ পুত্র, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে যাহারা বাস করিত, তাহাদের অন্ত্যজ বলিত। অন্ত্যজ অর্থ অন্তে জাত অর্থাৎ কুচ্‌কুচে কাল, কারণ বিন্ধ্যাচলের-দক্ষিণবাসীদের সহিত তখন ধলাদের চলন হয় নাই। ভারতে মুসলমান আগমনে কালার আর একটা নাম জাহির হয়, অর্থাৎ হিন্দ্। হিন্দ্ অর্থ কাফের-কাল, যাহারা মুসলমান ছিল না, মুসলমানেরা উহাকে হিন্দ্ বলিত। কালার ও বিধর্ম্মীর বাসস্থানের নাম হিন্দ্-আস্থান, যাহা হইতে ভারতবর্ষের হিন্দুস্থান নাম হইয়াছে। আর দেখ পুত্র, পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা আমাদের ব্ল্যাক্‌-ম্যান্ বলে, মিশ্রিত ধলা হইলেও আঁকর যায় না, ফিট্ ধলা রং আমাদের দেশে অভাব হয়। মিশ্রিত সভ্যতাতে সভ্য হয় না, যদিও দুই চারিটী সভ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত সভ্য না হইলে সভ্য হয় না। যতদিন আমাদের দেশে এক রং, এক খাদ্য, এক পোষাক, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ না হয়, ততদিন আঁকরের টান ভোগ করিবে অর্থাৎ অপর সকলে আমাদিগকে কাল ও অসভ্য বলিবে। পুত্র, যত কিছু বলা হইল ইহাতে কিছুই হইবে না, খালি পণ্ডশ্রম মাত্র, কারণ আঁকর যাবে কোথায়। পুত্র, তবে একটা গল্প বলি শুন :—

শুঁড়ির দোকানে একটী মাতাল পড়িয়া আছে, মাতালটার মুখে কানা মাছী ভ্যান্ ভ্যান করে মধু পান কচ্ছে। একটী ভদ্রলোক ইজ্জতের খাতিরে মুখে কাপড় দিয়া ভোঁ করে ঢুকিল, ঘোম্‌টার ভিতরে খেম্‌টা নাচ, বোধ হয় পুত্র, শুনিয়া থাকিবে, এটা তাই বৈ আর কিছুই নয়।

ভদ্রলোক বলিল। মামা কেমন আছ ?

মামা উত্তর করিল। উপযুক্ত ভাগ্না হয়ে সব সরে পড়েছ, আর কি মামা ভাল থাকে, মামা তোমাদেরই নিয়ে, মামার আর কি কেউ আছে, তোমরাই সব, তা কি হয়েছিল বল দেখি ?

ভাগ্না বলিল। মাম' আজ কাল বড় আইন কড়া হয়েছে, মুখে মদের গন্ধ পেলেই ধরে নিয়ে যায়, শ্যামদিনকে কত খাতির করে বেঁচে আছি, দুই একটার দুর্গতি দেখে ভয় হয়েচে, পাছে আমার আবার কোন দিন হয়, তাই মামা, প্যালাকে রোজ পাঠিয়ে দিতুম, প্যালা কি কিছু বলেনি ?

মামা। প্যালা ফ্যালার কি কর্ম্ম, তোমাদের মুখ না দেখ্লে কি মামা বাঁচে। আচ্ছা, তুমি যে বল্লে, মুখে গন্ধ পেলেই ধরে নিয়ে যায়, এরকম তো আইন নয়, তুমি মিথ্যা কথা বল্‌ছ। হাঁ এটী চির-কালই আছে, মাতাল মাটীসাৎ হলে, কিম্বা রাস্তায় ডোরা টান্‌লে, কিম্বা ঝগ্‌ড়া-দাঙ্গা ও গোলমাল কল্লে কোম্পানির লোক শান্তি রক্ষার জন্য ধরে নিয়ে যায়, এবং মাতালেরও প্রাণ রক্ষা হয়, এটা ভাল বৈত মন্দ নয়।

ভাগ্না। মামা, তুমিত ভাল বল্লে, জরিমানা দিতেও ভয় করিনি, আর পুলিষে যেতেও ভয় করিনি, সকলে যে আমায় মাতাল বল্‌বে, এটীকে বড় ভয় করি, আর রুলের গুঁতাটাও বড় কম নয়। তা মামা এটা মনে ভেবনা যে, তোমার ভাগ্না কাউয়ার্ড্, পরুবে মাতাল। দেখনা আর থাকতে পাল্লুম না, অমনি এসে হাজির হয়েছি, তা এখন ওসব যাক্, আজকে ভাল করে মাল্‌টা দেও দেখি, আর মামা, যাবার সময় একটা লোক সঙ্গে দিও।

মামা বোতলের মাঝে বুড় আঙ্গুল দিয়ে, আলোতে বোতলকে উলট্ পালট্ করে মাপ ঠিক করে, ভাগ্নার হাতে বোতল দিল,

ভাগ্নাও বোতল নিয়ে মাচার উপর উঠিল। বয় (Boy) এসে ছত্রিশ বর্ণের কুলীনসিন্ধ গলায় দড়ে হুঁকা দিল।

ভাগ্না বলিল। কিরে হরে, তুই আমার বার্ষিক আনিস্নি, দিনকতক না আসাতে সব ভুলে গেছিস্।

হরি জড়সড় হইয়া বলিল। ভাগ্নে বাবু, আমি চিনতে পারিনি, বৌ সেজে রয়েছ, কি কা ... র বল, তা আমি যাই।

ভাগ্না বাবু ঘোলাবিবিকে পাঁইট হইতে তুলিয়া, চৌদ্দ পুরুষের পিগ্মী গ্লাসে সুরধনিকে একটু একটু করে নামাইয়া পান করিতে লাগিল, এমন সময়ে হরি বার মেসে লবণ ও ভিজা ছোলা আনিয়া দিল, হরির সহিত দুই একটী রঙ্ তামাসাও চলিল, এদিগে সুরধনিকে অর্থাৎ বাঁকুকে সমস্ত উদরসাৎ করিল, ভাগ্না বাবু গোলাপী অর্থাৎ টীপ্সি হইল, মুখের পুরু ঘোমটা ছুটিল, আওয়াজ বাড়িল, প্রমোনেডে হাওয়াখানাতে পা চলি চলি চলিল, ডেকো হেঁকো বন্ধু জুটিল, এমন সময় শ্যামদিন্ ঝোলা আনিয়া উপস্থিত করিল। ভাগ্না বাবু, শ্যামদিনকে দেখিবার মাত্রই আধুলি বক্‌সিস্ দিল, শ্যামদিনের পাগ্ড়ি ভাগনা বাবুর মাথায় উঠিল, ভাগ্না বাবুর আমোদ কত ও অহঙ্কার কত, কেননা, শ্যামদিন আদর করিয়াছে। শ্যামদিন্ লাশ তুলিতেই অস্থির, ভাগ্না বাবু শশব্যস্ত হইয়া শ্যামদিনের সাহায্য করিল, আর শ্যামদিন্‌কে বলিল, "লাশ বড় বজ্জাৎ হায়, উস্‌কো আচ্ছা করকে বাঁধ, তা না হোনে সে, ভাগ্ জানে স্যাক্তা"। মামার বৈঠকখানাতে তিলার্দ্ধ স্থান নাই, সকলেই আপ্নার কার্য্যে ব্যস্ত, আসবাব্ও অদ্ভুত, যাহা অন্যত্রে সহজে পাবার যো নাই।

শ্যামদিন্ মুর্দ্দাফরাশদের বলিল। লাশ তোল, উহারা তাহাই করিল।

ভাগ্না বাবু ও অন্য লোকেরা আনন্দের সহিত একবার হরি-

বোল দিল, তৎপরে ভাগ্না বাবু মামার নিকট আসিয়া সারফরাজি করিল। মামা, আজ আমি না থাক্‌লে লাশ পাছার কর্‌তো কে, গায়ে বড় ব্যাথা হয়েছে। মামা; ওর পয়সা আমার কি পয়সা নয়, আমার বেলা খালি ফিকে, এবার যদি না কড়া দাও, তা হলে তোমার সঙ্গে খারাপ হবে।

মামা, যা দেবার তাই দিল, কিন্তু বলিল, এবার বড় ঠিক্ দিয়েছি।

ভাগ্না বাবুর আনন্দের পরিসীমা নাই। ঢুকু ঢুকু করিতে করিতে ক্যামটোজ্ অর্থাৎ স্বস্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

পুত্র, যতই বল যাহা হইবার তাহাই হইবে।

"স্বভাব যায়না মরিলে, ইজ্জত যায়না ধুইলে"।

যখন ক্যামটোজ্ হইবে তখন আপনি যাইবে।

শিষ্য। গুরুদেব। ঐহিক ও পারত্রিকের দরুন কি করা উচিত?

গুরু। শিষ্য, চিন্তা-রহস্য ও প্রেম-রহস্যতে বিস্তার বলা হইয়াছে। র থেকে স অবধি বলা হইয়াছে, শেষে অন্তস্থ য যাহা ফাঁকে ছিল তাহাও যোগ করা হইয়াছে, এখন বর্ণ সাজাইয়া কথা তৈয়ার করিলেই হয়, আর উঠিতে চাও কথা সাজাইবার নিয়ম দেখ, আর উঠিতে চাও চারিধারে দৃষ্টি ফেল, আর চাও দর্শন খোল, আর চাও পাগল হও, আর চাহিবার ক্ষমতা নাই, কারণ যাহা দ্বারা চাহিবে তাহার অভাব হয়। অভাবে অভাবে সন্ধি হয়, সন্ধি হইলে বন্ধু হয়, বন্ধু হইলেই প্রেম হয়, প্রেম হইলেই সব অভাব হয়, অভাব হইলেই শান্তি হয়। মৃত্যুর সময় ঠাকুরের নাম শুনান বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি সমস্ত স্বভাবকে অভাব করিয়া দেওয়া, কারণ অভাব হইলে আর জন্ম হয় না। জন্ম না হওয়াই আর্য্যদের শেষ দর্শন হয়, এবং ইহার কারণ জন্ম ও মৃত্যুকে দার্শনিক আর্য্যেরা এক কহে, কারণ তিনিই সব হয়, এবং রূপান্তর তাঁহারই গতি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কি র, স, য বলিলেন, আর উঠিতে চাও, আর উঠিতে চাও, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘোর ফের ছাড়িয়া স্পষ্ট করিয়া বলুন, যাহাতে আমি ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্য করিতে পারি।

গুরু। পুত্র, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ রামায়ণ পড়িয়া সীতা কাহার ভার্য্যা। বর্ণ পরিচয়ের প্রথম কর শব্দের র, অর্থাৎ কর, কিনা পুরুষকার,—হংস শব্দের হ ও স, অর্থাৎ শ্বাস কিনা জ্ঞানের আবাস,—ত্যজ্য শব্দের য, অর্থাৎ ত্যজ্য ন গ্রাহ্য কিনা তাঁর লীলা আশ্চর্য্য। বুঝ্‌লে কি, না পুত্র ঘুরে ফিরে তাই।

শিষ্য। আপনি অত্যন্ত ঘাটে বল্‌ছেন, কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছি না।

গুরু। আচ্ছা তবে মাঠে চল, তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবে। সরুদানা কাটা সেতারে হবে না, রদ্যাকোঁ চাই।

শিষ্য। আরও গুলিয়া দিলেন।

গুরু। পুত্র, পুরুষকারের দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমাধা কর। প্রেমকাণ্ডের দ্বারায় অন্তস্থ য অর্থাৎ ত্যাগকাণ্ড সমাধা কর। এই তিন কাণ্ড ব্যতীত অন্য কাণ্ড নাই। ক্রিয়াকাণ্ড স্মৃতি ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নয়, যদি স্মৃতি অভাব হয় স্মৃতি কর, অর্থাৎ সমাজ ধর্ম্মের অভাব হয়, সমাজ ধর্ম্ম কর, অর্থাৎ এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ, এক ধর্ম্ম প্রচারক, অর্থাৎ এক অবতার, এক জাতি হও, অর্থাৎ এক মূর্ত্তি কর। জ্ঞান, দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সমস্তই এক কর অর্থাৎ জগতে যত রকম খাদ্য পোষাক রং দায়ভাগ ও ধর্ম্ম প্রচারক আছে সব এক কর। ভারত-বর্ষে জ্ঞানকাণ্ডের অভাব নাই, অর্থাৎ এত পুস্তক আছে, যাহা অন্ত

জগতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রেমকাণ্ডটী ক্রিয়াকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের বাহির হয়, এবং ইহার অদ্ভুত লীলা, অদ্ভুত প্রেমকাণ্ডই জানে, বাস্তবিক অপরে কিছুই জানিতে পারে না। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিচার তথায় থৈ পায় না। ক্রিয়াকাণ্ডটী স্থূল লইয়া চলে, জ্ঞানকাণ্ডটী সূক্ষ্ম লইয়া থাকে, প্রেমকাণ্ডটী স্থূলে ও সূক্ষ্মে সমভাবে আছে, আবার কোনটাতেই নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! প্রেমকাণ্ডটী মেজে ঘসে তবেত হয় না।

গুরু। না পুত্র, আপনি আপনি হয়, যার হবার তারই হয়, অন্যের হয় না। প্রেমকাণ্ডটী কোথায় ধায় তার কোনও ঠিক নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, বিচার, ও নিয়ম ইহার কিছুই নাই। একবার মার পিট্ করিয়া কোটি কোটি লোকের প্রাণ নষ্ট করেন, একবার পিপীলিকা মারিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়া মরেন, একবার ক্রিয়াকাণ্ডের নৈবেদ্যের একটা কলাও ছাড়েন না, একবার শ্রৌত্র সূত্রের নামও লন না, একবার সূক্ষ্ম ধরে সব ফাঁক দেখেন, একবার স্থূল ধরে কাক জড়াজড়ি করেন, একবার সিংহাসনে বসিয়া রাজনীতির পরাকাষ্ঠের পরিচয় দেন, একবার বনে গিয়া বৈরাগ্যের চরম সীমায় যান, একবার বিদ্যালয়ে যাইয়া তর্ক বিতর্কের চূড়ান্ত করেন, একবার অন্দরে যাইয়া রতি শাস্ত্রের যোড়শ কলা পূর্ণ করেন। যত কিছু আছে, সমস্তেই আছেন, আবার কোনটাতেই নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, আবার আশা ও ভরসা পূর্ণ আছে। পুত্র, এইটী যে কি ব্যাপার, যিনি ব্যাপারী তিনিই জানেন।

হরগৌরী, রামসীতা, কৃষ্ণরাধিকা ইহাঁরাই প্রেমকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক ও নায়িকা হন, আর দুই একটী যাঁহারা আছেন, তাহারা নিজ দরজার হন, যথা—কপিল, দত্তাত্রেয়, আত্রেয়, দুর্ব্বাসা, শুকদেব, ইঁহারাও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। লক্ষণ, ভীষ্ম ও অর্জুন

বড় কম নন, এবং ইঁহারাও ত্যাগে ও গ্রহণে বড় কেসুনা নন, কিন্তু ইঁহারা উঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম নন।

শিষ্য। জ্ঞানকাণ্ডটা তবে কি?

গুরু। পুত্র, জ্ঞানকাণ্ড সূক্ষ্ম লইয়া থাকে। জ্ঞানী স্থূলকে অনিত্য বলেন, কিন্তু সূক্ষ্মস্থূলকে, সেবা করেন। স্থূল, সূক্ষ্মস্থূল, সেবা করিতে করিতে সূক্ষ্মে যান, সূক্ষ্মে যাইয়া নিজে সূক্ষ্ম হন, কিন্তু প্রেমকে ধরিতে না পারিয়া উচ্চ দরজার পাগল হন, এবং তিনি স্থূল, ও সূক্ষ্ম লইয়া জগতে বিচরণ করেন, এই পাগলরাই প্রেমিকদিগের প্রকৃত বন্ধু হন। প্রেমিকেরা উপাস্য দেবতা হন, পাগলেরা উপাসক হন, যথা—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞ্যবল্ক, বাল্মীকি, ব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য ইঁহারা প্রকৃত মহাজ্ঞানী হন, এবং ইঁহাদিগের আলোতে ভারতবর্ষ চলিতেছে। ইঁহারা স্থূলের সময় প্রকৃত প্রেমিকের আশ্রয় লন, এবং সূক্ষ্মের আশ্রয় লন, একধারে আশা ভরসাতে স্বর্গে পাঠান, অপর ধারে নৈরাশ্যতে হাত ও পা ছড়ান, আবার বলেন, তিনি ব্যতীত কিছুই নাই, সমস্তই তিনি।

শিষ্য। ক্রিয়াকাণ্ড কি?

গুরু। ক্রিয়াকাণ্ড স্থূল লইয়া থাকে। ক্রিয়াবান ব্যক্তিরা স্থূলের সেবা করিয়া স্বর্গে যান। স্থূল স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত কার্য্য হয়, অতএব সামাজিক লোকের স্থূলের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্থূলের সেবা না করিলে জাতি হয় না, জাতি না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে চক্ষু ফুটে না, চক্ষু না ফুটিলে দেখিতে পায় না, দেখিতে না পাইলে জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী না হইলে সূক্ষ্ম আসেনা, সূক্ষ্ম না আসিলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিক না হইলে সদানন্দ হয় না, সদানন্দ না হইলে সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্যাগ হয় না, সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্যাগ না হইলে সদানন্দ হয় না, সদানন্দ

না হইলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিক না হইলে সূক্ষ্মদর্শী হয় না, সূক্ষ্মদর্শী না হইলে জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী না হইলে চক্ষু ফুটে না, চক্ষু না ফুটিলে দেখিতে পায় না, দেখিতে না পাইলে একতার অভাব হয়, একতার অভাব হইলেই সমাজের অভাব হয়, সমাজের অভাব হইলে জাতির অভাব হয়। জাতির অভাব হইলে স্মৃতির অভাব হয়, স্মৃতির অভাব হইলে স্থূলের অভাব হয়, স্থূলের অভাব হইলেই ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব হয়, ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব হইলেই ধর্ম্মের অভাব হয়, ধর্ম্মের অভাব হইলেই জ্ঞানের অভাব হয়, জ্ঞানের অভাব হইলেই প্রেমিকের অভাব হয়। পুত্র দেখিলে, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই।

গোলাকার পৃথিবীর একস্থান হইতে ছাড়িয়া ক্রমান্বয়ে ঘুরিলে যেমন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি স্থূল হইতে ক্রমান্বয়ে উঠিলে সূক্ষ্ম পার হইয়া পুনরায় স্থূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা এটা ওটা।

কিন্তু পুত্র, যদি চলা ফেরা বন্ধ করিয়া, গোলাকার পৃথিবীকে দেখা হয়, অর্থাৎ দেখিবার কিছুই নাই, যেইখানে আছি, সেইখানেই সব আছে, অন্যত্র নূতন কিছুই নাই, তাহা হইলে পুত্র, হস্তামলক হয়, অর্থাৎ হস্তের আমলকীতে সমস্ত গোলাকার পৃথিবীকে দেখা হয়, প্রেমিকেরা সমস্ত মায় এক পর্য্যন্ত প্রেম পদার্থেতে দেখে। প্রেম পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই, শয়নে স্বপনে জাগরণে তাই, তাই, তাই। নিজেও তাই, তাই, তাই। ঘুরে ফিরে মোতে তাতে তাই তাই, তাই। একোণ, ওকোণ, চতুষ্কোণ, অনন্তকোণ গোলাকার বলি শুন, অখণ্ড খণ্ডকার, নিরাকার; নিরাকরণ, নাকর মন।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাবণ, পরশুরাম, দুর্য্যোধন, ইঁহারা ক্রিয়াকাণ্ডের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, ইঁহারা পুরুষকারকে এত বড় করিয়াছেন যে, অন্তে জ্ঞানান্ধ হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন, ইঁহাদের অহঙ্কার এত বেশী

যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীকে তৃণ জ্ঞান, যদিও যৌবনে সাজিয়াছিল কিন্তু জ্ঞানান্ধ হেতু বৃদ্ধকালে অন্যকে তৃণ জ্ঞান করিতে গিয়া নিজে তৃণ হইলেন, পুত্র, যদি উঁহারা জ্ঞানী হইতেন তাহা হইলে বৃদ্ধের ও যৌবনের বল সমান করিতেন না। বৃদ্ধে বৃদ্ধে, যৌবনে যৌবনে শোভা পায়, বৃদ্ধে যৌবনে, যৌবনে বৃদ্ধে শোভা পায় না। মহাপুরুষদের উচিত হয়, দ্বন্দ যুদ্ধের পূর্ব্বে দ্বন্দীর বল পরীক্ষা করা, যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, সন্ধি বিধেয়, তাহা না হইলে বহুদিনের বহুকষ্টের উপার্জ্জিত মান্য আত্মহত্যার মতন শীঘ্রই বিসর্জ্জন দিতে হয়।

পুত্র, প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রকে দেখ,—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে কাহার নিকট পরাজিত হন নাই, ফলতঃ সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। বালী বধ অন্যে করিলে তাঁহার চরিত্রে কতলোক কত রকম দোষারোপ করিত, কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞ-লোক প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রকে বালীবধের দরুন দোষারোপ করেন না, কারণ তিনি বালীর স্ত্রী তারাকে ও বালীর পুত্র অঙ্গদকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। জগতে মানবের কত অধিক গুণ সঞ্চয় হয়, তাহা অন্যে ঠিক করিতে যদি পারিত, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র দুস্তর বালী বধ কলঙ্ক সমুদ্র হইতে অনায়াসে অদ্যাবধি সমস্ত জন সমাজকে নিজে ভেলা হইয়া পার করিতে পারিতেন না। পুত্র, অন্যে দোষা-রোপ করিলেও গ্রাহ্য নয়, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক কোন লোক বালীবধ বিষয়ে কোন দোষারোপ করেন নাই। সমসা-ময়িক লোক সমূহ না করিতে পারেন, কারণ উঁহারা বোধ হয় বালীবধে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র, যখন বালীর স্ত্রী তারা ও বালীর পুত্র অঙ্গদ দোষারোপ করেননি, তখন শ্রীরামচন্দ্রের বালীবধ অন্য কেহই দোষারোপ করিতে পারেনা।

তারার প্রশ্ন ও শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর এত উচ্চ হয়, যাহা পাঠ

করিলে সমস্ত সামাজিক লোকের জ্ঞানোদয় হয়, ফলতঃ সকলের পুনঃ পুনঃ উহা পাঠ করা উচিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সহিত আলাপের সময় পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের দুই কার্য্য সমাধা হয়, এক কার্য্য নিজের বল দেখাইয়া সুগ্রীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপন, অপর কার্য্য বালীর বল পরীক্ষা। শ্রীরামচন্দ্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করিলেন, যদি বালীর সহিত আমার দ্বন্দযুদ্ধ হয়, হার ও জিত সংশয়, অতএব এই স্থানে ছল ধরা বিধেয়, কারণ বালী রাবণের বন্ধু হয়, যদি দুই বল এক হয়, তাহা হইলে সীতার উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। এদিগে সুগ্রীবের নিকট শপথ করিলেন, আমি তোমায় কিকিন্ধাধিপতি করিব, সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধাধিপতি করাও বা, আর কিস্কিন্ধার বল আমার করিবও তা, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারের দরুন তখন বলের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। রাজনীতির দৌড়্টা একবার পুত্র দেখ।

আর দেখ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র নীতি শাস্ত্র ঠিক করিবার কারণ, চতুর্দ্দিকে প্রচার করিলেন যে বালী একটী মহাঅত্যাচারী এবং আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে হরণ করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে। দেখ পুত্র, এই প্রচারের দরুন, বালীর উপর সকলকার ঘৃণা জন্মিল, এবং শ্রীরামচন্দ্রের ভীরুতা জনসমাজে প্রচার না হইয়া বরং বীরত্ব প্রকাশ হইল, কারণ সকলে বলিল—অত্যাচারীকে বলে কিম্বা ছলে বধ করা বিধেয়, অতএব শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রসংশনীয়। নীতি শাস্ত্রের সার পুত্র কি বুঝিলে।

তারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—আপনি আমার স্বামীকে কপট যুদ্ধে হত করিয়াছেন, আপনার মতন বীরের উচিত হয়না এই রকম কার্য্য করা, যদিও করিয়া থাকেন তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে বেশী বলিতে হইবেনা। স্ত্রীলোকের স্বামীই ত্রিকাল উদ্ধারের গতি বলিয়া কথিত হয়, এবং স্ত্রীলোক স্বামী বিহীনা হইলে গতি বিহীনা হয়, অতএব যে বাণেতে বালীকে বধ করিয়াছেন, আমাকেও উহার দ্বারা বধ করুন্।

শ্রীরাম উত্তর দিলেন। তারে! কেন বৃথা আমায় দোষারোপ করিতেছ। যিনি মারিবার তিনিই মরিয়াছেন। আমি কিছুই নয়, এবং কেহ কাহাকেও মারেনা। স্ত্রীলোক বধ করা বিধেয় নয়।

তারা। শ্রীরামচন্দ্র! আপনি বলিলেন, কেহ কাহাকেও মারে না, তবে কেন স্ত্রীলোক বধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র। তারে! আমি তোমায় মারিতে কুণ্ঠিত নাই, কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, আমি কিছুই নয়, যিনি মারিবার তিনিই মারিয়াছেন। যিনি আমার ঘটে আসিয়া বালিকে বধ করিয়াছেন, আবার তিনি আমার ঘটে আসিলেই তোমাকে বধ করিতে পারেন।

তারা। শ্রীরামচন্দ্র! তবেত আপনার স্ত্রীলোক বধ করিতে কোন দোষ নাই, যখন তিনি মারিতেছেন। যিনি আপনার ঘটে আসিয়া আমার প্রভুকে বধ করিয়াছেন, আবার তিনি আপনার ঘটে আসিয়া আমাকে বধ করুন, তবে কেন আপনি আমাকে বধ করিতে দেরি করিতেছেন, কারণ আমার প্রভু প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তথায় আমার যাওয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি অনেক দূর গেলেন, আর অবলাকে কষ্ট দিবেন না, শীঘ্র পাঠান, আর দেরি সহ্য হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র। তারে! আমায় বৃথা বলিতেছ, যিনি বধ করিয়াছেন আবার তিনিই বলিতেছেন—বধ করিও না। তারে! সমস্তই তাঁর খেলা, তিনি বলিলেই বধ করিতে পারি। বালীর সময় তিনি বলিয়াছিলেন, এবং তিনিই বধ করিয়াছেন, তোমার সময় তিনি বধ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং তিনি বধ করিতেছেন না। তারে!

তুমি বুদ্ধিমতী, কেন বৃথা প্রলাপ বাক্যের মতন বকিতেছ। জন্ম ও মৃত্যু জীবের খেলা হয়, খেলা শেষ হইলেই আর জীব খেলা করে না। বালীর খেলা শেষ হইয়াছিল, ইহার কারণ তাঁহার খেলা বন্ধ হইয়া গেল। তারে! কে কার তুমি কার কারে বল আপন আপন।

তোমাদের দেবর বিবাহ প্রথা প্রচলন আছে। তুমি দেবরকে বিবাহ করিয়া এবং রাণী হইয়া কিছুকাল সুখ ভোগ কর, আর তোমার পুত্র অঙ্গদ যুবরাজ হইবে, সুগ্রীবের পুত্র হইবেক না। তারে! বীর পত্নীর প্রধান কার্য্য হয় প্রথমে স্বামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা, তোমাদের রাজপ্রথানুসারে তোমার স্বামীর শবদাহ সংস্কার সমাধা কর, বিলম্ব করিও না। সুগ্রীব! তারাকে শান্তনা কর, এবং তুমি রাজপ্রথানুসারে শীঘ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ কার্য্য সমাধা কর।" গুপ্তনীতির ঠেলাটা কি পুত্র দেখিলে।

শ্রীরামচন্দ্র যখন চিত্রকূটে বাস করেন, তখন ভরত, বশিষ্ঠ, রাণী ও অন্যান্য রাজপুরবাসিনীরা শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় দেশে আনিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, শ্রীরামচন্দ্রকে যুক্তির দ্বারা দেশে ফিরাইতে পারিলেন না। কৌশল্যা, শ্রীরামচন্দ্রকে মাতৃ স্নেহেতে মুগ্ধ করিতে পারিলেন না। আচার্য্য ও মাতা অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে বড় রাখিলেন। জাবালি অত্যুচ্চ ও অতি সূক্ষ্ম মতে শ্রীরামচন্দ্রকে জড়সড় করিতে চান কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র জড়সড় হইবার পাত্র নন্, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার কাণ্ড আনিয়া ফেলিলেন, জাবালিকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন বন্ধ করিলেন। বশিষ্ঠ জাবালি অপেক্ষা অনেক উচ্চ হন, কারণ তিনি ঝট্ মীমাংসা করিয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন;—দেখ শ্রীরামচন্দ্র, জাবালি নাস্তিক নন্, উনি ষোল আনা আস্তিক, তোমার পেটে কি রকম মাল আছে, তাই বোমা দিয়া পরীক্ষা করিতে ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন;—চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয় যদি শৈত্যগুণ পরিত্যাগ করে, সাগর যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। যখন সকলে জানিলেন, শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে দেশে ফিরিবেন না, তখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা শিরোপরি ধারণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সমাজ নীতির হেঁপাটা পুত্র দেখিলে।

শ্রীরামচন্দ্র প্রেমময় ছিলেন, তাঁহার পায়ের বুড়া অঙ্গুলের মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগা পর্য্যন্ত প্রেম মাখা ছিল—যিনি যে বিষয়ে যত বড় হউকনা কেন, শ্রীরামচন্দ্রের মুখ শ্রী দেখিলেই মুগ্ধ হইতেন, মুগ্ধ হইলেই শ্রীরামচন্দ্রে ঢুকিতেন, এবং ঢুকিলেই শ্রীরামচন্দ্র হইতেন, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র যাহা বলিতেন তাহাই গ্রাহ্য করিতেন। প্রেমের কি আকর্ষণ শক্তি আছে, যাহা প্রেমিক ব্যতীত অন্যে জানে না।

পুত্র। গুরুদেব! বশিষ্ঠ কি শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষা ন্যূন হন।

গুরু। পুত্র! বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা ক্রিয়া ও জ্ঞানকাণ্ডে উচ্চ হন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র প্রেমকাণ্ডে বশিষ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ হন, যদিও শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ হইতে গুপ্তনীতি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রেমিক হইবার কারণ, এত প্রবেশী ও দূরদর্শী হইয়াছিলেন, যে সকলে প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট মাথা হেঁট করিতেন, এবং সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণাবতার বলিতেন, যদিও শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় হন। শ্রীরামচন্দ্র চৌকোষ অর্থাৎ এস্কয়্যার ছিলেন, সকলকার বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি ও বল শ্রীরামচন্দ্রের মাটামের—প্রেমের নিকট চোস্ত হইয়া যাইত, এবং তিনি এঁকা ও বেঁকা থাকিতে দিতেন না, অর্থাৎ লেভ্যাল্ করিয়া দিতেন।

পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক তেজ ও চরিত্র দেখ। শ্রীরামচন্দ্র

পম্পা নদীর তীরে যখন শরতের পূর্ণিমার শশীকে ও সপ্ত ছদাকে ও কুমুদিনীকে প্রকাশমানা দেখিলেন, যখন দিবাভাগে স্থলচরের ও জলচরের কেঁকারব শুনিলেন, যখন কোকিলের কুহু কুহু রব কর্ণ বিবরে প্রতিধ্বনি হইতেছে জানিলেন, যখন মৃগের নয়নবান অবিরত ছুরিত হইতেছে নয়ন গোচর করিলেন, যখন মন্দ মন্দ গন্ধবহ ত্বকে মন্দ মন্দ রূপে আঘাত করিতেছে টের পাইলেন, এবং যখন চারিদিকে বনগন্ধী নায়ক অন্বেষণে ছুটিতেছে ও তাহার মধু ভাণ্ডারে নায়ক প্রেপ্তার হইতেছে, তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা হারাইলেন এবং তৎপরে তিনি লক্ষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন ;—

ভাইরে লক্ষ্ণ, আর সীতার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য হয় না, নায়ক ও নায়িকা সকলেই আনন্দ ভোগ করিতেছে ; আমি এমনই কাপুরুষ যে, নায়িকা থাকিতেও সমস্ত অন্ধকার দেখিতেছি। আমার সীতা কোথা বল, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল, আর সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না (নিস্তব্ধ)।

লক্ষ্ণ বিধিমতে রামচন্দ্রকে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং তৎপরে তিনি রাম দ্রকে বলিলেন—বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা পুরুষের উচিত হয়। উৎসাহ গুণের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়। নিরুৎসাহ গুণের দ্বারা কার্য্য নষ্ট হয়।

অমনি শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্ণকে বলিল। দেখত লক্ষ্ণ, ঐই পাহাড় হইতে কে উঁকি মারিতেছে। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্ণ তদ্দিকে ধাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রও পুরুষভাব পাইল।

আর দেখ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্মুখের নিকট সীতাদেবীর কুৎসা শুনিলেন, অমনি দশমাস গর্ভবতী সীতাদেবীকে বনবাস দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন দূর্ব্বাসাকে সম্মুখে দেখিলেন, অমনি প্রাণের ভাই লক্ষ্ণকে বর্জ্জন করিলেন। শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ—পরাধীন যখন যোগা-

ন্যাস করিতেছে শুনিলেন, অমনি স্বহস্তে উহার মুণ্ড বিখণ্ড করিলেন। চণ্ডাল যখন দরখাস্ত করিল—ব্রাহ্মণ আমাকে অকারণে বেত্রাঘাত করিয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র অমনি ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল করিলেন, অর্থাৎ শাস্তি দিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি লইতে পুত্র চেষ্টা কর।

শিষ্য। গুরুদেব! যখন শ্রীরামচন্দ্র নাই, পা থাকে কি করে?

গুরু। পুত্র! শ্রীরামচন্দ্র নাই ইহা সত্য। স্ত্রীলোকেরা বলে থাকে "অমুকের বালাই যেন আমি পাই," কোন সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মরিবার পর পঞ্চভূতে মিশিল, তার বালাই পায় কি করে। তা নয় পুত্র, ইহ জগতে সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক যে রকম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, আমিও সেই রকম ব্যবহার করিয়া ইহ জগতের লীলা শেষ করিব, তেমনি পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি লওয়া আর কিছুই নয়, শ্রীরামচন্দ্র যে প্রকার লীলা করিয়া অন্তে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সাধ্যমতে পুরুষকারের দ্বারা সেই পথের পথিক হই অর্থাৎ নকল করি। শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য জগতে রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত রহিয়াছে, ঐই পুস্তক পাঠ করিয়া, তুমি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা বিষয়কে তন্ন তন্ন করিয়া নিজে যত গ্রহণ করিবার অধিকারী হও, তৎপরিমাণে অধিকার করিয়া জগতে বিচরণ কর, তাহা হইলেই তোমার শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি লওয়া হইল।

শিষ্য। গুরুদেব! পদধূলি লইতে লইতে অর্থাৎ অনুশীলন করিতে করিতে অর্থাৎ চরিত পাঠ ও কার্য্য করিতে করিতে আমি আদত হইতে পারি ত?

গুরু। না পুত্র, নকল নকলই থাকে, কখনও আদত হইতে পারে না। মহাত্মা র‍্যাফেল্স্ এত উৎকৃষ্ট নকল করিয়াছেন, হঠাৎ দেখিলে আদত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তিনি কি আদত করিতে পারিয়াছেন। প্রকৃত নকল করাও একটী মহা গুণ হয়, যাহা কোটী কোটী লোকের

ভিতর একটী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যত মহাত্মারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, যদি নকলের আর্ট না থাকিত, তাহা হইলে আজ অনেক মহাত্মা লোপ হইতেন। পুত্র! প্রকৃত নকলওয়ালাদেরও পদধূলি লইতে বাধা নাই। আদত চিরকালই আদত আছে যাহা চিন্তা-রহস্যতে ও প্রেম-রহস্যতে অনেক বলা হইয়াছে। ক্রিয়া ও জ্ঞান দেখিয়া কিম্বা শুনিয়া কিম্বা পড়িয়া কিম্বা সংসর্গে থাকিয়া হইতে পারে, কিন্তু ইহারও মিহিদানা হওয়া দুর্ঘট হয়, কিন্তু প্রেম কিছুতেই হইতে পারে না। প্রেম যাহার হয় তাহারই হয়, অর্থাৎ আপ্‌না আপ্‌নি হয়, এবং ইহার নিকট জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি থৈ পায় না। প্রেমিকেরা যত প্রবেশী ও সূক্ষ্মদর্শী হন, মেজেষসা-ওয়ালারা তত হয় না। তুমি কি বিভীষণকে মূর্খ বল?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে বলি শুন;—

শ্রীরামের শিবিরে বিভীষণ প্রত্যহ প্রতিমূহূর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্রের ও লক্ষণের ভ্রাতৃভাব দেখিত, এবং উভয়ের অভেদ ভ্রাতৃভাব থাকাতে উভয়ে কি উপকার লাভ করিতেন তাহাও বিভীষণ দেখিত, এবং গাঢ় ভ্রাতৃভাব থাকাতে কি শান্তি হয়, তাহাও বিভীষণ বিলক্ষণ জানিত, তবে কেন বিভীষণ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের পদপ্রহারকে অপমান মনে করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদ সেবা করিল। যে রাক্ষসকুল, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই রাক্ষস কুল এক বিভীষণের অনুগ্রহে ও নিগ্রহে জগতে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইল। বিভীষণ যদিও রাজা হইল, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইল, ফলতঃ রাক্ষসকুলের আর সে তেজ রহিল না। রাক্ষসদিগের ভিতর যাঁহারা তেজীয়ান ছিলেন, তাঁহারা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। দেখ পুত্র, জ্ঞানীর জ্ঞান কোথায়।

পুত্র, তুমি আবার শ্রীরামচন্দ্রের গুণ দেখ;—রাজা দশরথ অকারণে কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হইয়া, যে রামচন্দ্র রাজা হইবেন সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত, সেই রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে দিলেন। সমস্ত প্রজাবর্গেরা বিনা অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্রের দলে হইল, এমন কি লক্ষণ পিতাকে দোষারোপ করিয়া রাজ্যচ্যুত করিতে মানস করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে করিলে বিনা যুদ্ধে ও বিনা কষ্টে পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা হইতে পারিতেন, কিন্তু পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের উদারতা দেখ, তিনি অনায়াসে মহানন্দের সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন। পুত্র! এই সূক্ষ্ম জ্ঞান্ মেজে ঘসে হয় না, যাঁহার হইবার তাঁহারই হয়, অন্যের হয় না।

প্রেমিক ব্যতীত প্রবেশী ও সূক্ষ্মদর্শী হয় না, যেখানে যেটী প্রয়োজন, সেইখানে সেইটী লাগান দেব দুর্ল্লভ হয়, খালি প্রেমিকের নিকট অতি সুলভ হয়। চিন্তারহস্য ও প্রেমরহস্য ও কথোপকথন-রহস্য এই রকম জানিবে, অথবা শুঁড়ির দোকানের গল্প পূর্ব্বে যাহা আমি বলিয়াছি, সেই রকম জানিবে। যত বল, কিম্বা লেখ কিছুই কিছু নয়, কারণ ইহা যদি হইত তাহা হইলে মাতাল মাতালকে ঝোলায় তুলিয়া দিয়া আর শুঁড়িকে বলিত না যে, "ফিকে দিওনা কড়া দাও" কার্য্য না থাকিলে যেমন বুড়া মাকে গঙ্গা যাত্রা করা হয়, চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য ও কথোপকথন-রহস্য সেই রকম বুঝিবে, অর্থাৎ পাগ্‌লামী ব্যতীত আর কিছুই নয় জানিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি একবার সূক্ষ্মকে বড় করিতেছেন, একবার স্থূলকে বড় করিতেছেন, আবার ওলট পালট করিতেছেন, আবার সূক্ষ্মকে ও স্থূলকে প্রেমেতে নির্ম্মূল করিতেছেন। আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কারণ একটা ধরিতে একটা ফস্কে যায়, আর শেষকালে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। ভাবাওয়ালা, জ্ঞানী ও

বৈজ্ঞানিকেরা যখন পড়িবে, তখন উহারা ইহাকে পাগ্‌লামি ব্যতীত আর কিছুই নয়, বলিবে।

গুরু। পুত্র! ভাষাওয়ালা, জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকের দরুন ইহা করা হয় নাই। পাগল অর্থাৎ মূর্খের দরুন হইয়াছে।

শিষ্য। আমাদের দেশে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই ভাষাওয়ালা ও জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক হয়। তবে গুরুদেব! আপনার পুস্তক কেহই পড়িবে না।

গুরু। যখন কাল অনন্ত পড়িয়া রহিয়াছে এবং বিপুলা পৃথিবী রহিয়াছে, তখন পুত্র কেহ না কেহ কোন সময়ে পড়িবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার ফেরে আমি ঢুকিতে পারিলাম না। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া পাকের ফের্ কমান তাহা হইলে আনন্দ হয় আর তাহা না হইলে আমি যে পাততাড়ী বগলে করিয়া গোড়ায় ছিলাম এখনও সেই রহিলাম।

গুরু। আমি বরাবর বলিতেছি, গোড়াতে যা, মধ্যেতে তা, ডগাতে অর্থাৎ শেষেতেও তা, খালি বেশীর ভাগ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেই হয়।

শিষ্য। আপনি আরও সিদে করে বলুন, তাহা না হইলে কিছুই হইল না।

গুরু। পুত্র! তুমি এককে স্থূলের সহিত মিশাইওনা, খালি বিশ্বাসের উপর জ্ঞান সমস্তই এক হয়। শ্রীফল যেমন খোলা, শ্বাস ও বীজ লইয়া এক হয়, পাথর ও উহার খোদিত মূর্ত্তি এবং পাথর ও উহার উপর খোদিত পদ্ম যেমন এক অর্থাৎ অভেদ হয়, সেই রকম এই সমস্ত জগতের বিষয়কে জানিবে। আবার দুগ্ধ হইতে দধি যেমন হয়, কিন্তু দধি আর দুগ্ধতে ঠিক মিশে না, এই বাহ্য জগৎকে সেই রকম জানিবে, অর্থাৎ সূক্ষ্মে এক হয়, এবং স্থূলে বাস্তবিক বহু হয়।

সমস্তই মাথার খেলা অর্থাৎ মনের খেলা হয়, ইহার কারণ প্রেমিকদের অন্তরে অভেদ জ্ঞান সমস্ততেই থাকে কিন্তু কার্য্যতে উঁহারা সমস্ততে ভেদ জ্ঞান রাখে, কারণ দুই সমান হয় অর্থাৎ করাও যা, না করাও তা, তবে কেন না কার্য্য করি, যখন দেহের কার্য্য করাই স্বভাব হয়, অতএব যার যা স্বভাব তার তাই করা বিধেয়। চক্ষুর স্বভাব দেখা, ইহার কারণ চক্ষু থাকিলে বাস্তবিক দেখিতে হয়। যদি অন্য মনস্ক হইয়া জানিতে না পার, কিন্তু ছায়া পড়া বন্ধ হইতে পারে না, যদি চক্ষুর মনি ঠিক থাকে। সূক্ষ্ম ও স্থূল হইতে প্রেমকে ধারণা করা অতি দুরূহ হয়, ইহার কারণ গোড়া, অর্থাৎ জন্ম হইতে এক রকম শিক্ষা করা বিধেয়। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন প্রদেশের লোকেরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক রকম নিয়ম প্রতিপালন করেন, ইহার কারণ স্বাধীন লোকেরা কোন দিন প্রেমিক হইতে পারেন।

এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক সূত্রে বিষয় ভোগ, স্বাধীন দেশের লোকেরা জন্ম হইতে শিক্ষা করেন, এবং শিখিতে শিখিতে উঁহাদিগের স্বভাব আসিয়া পড়ে, স্বভাব আসিলে বাস্তবিক আর বিচারের প্রয়োজন থাকে না। মতির সহিত পোষাকের, খাদ্যের, রংয়ের, এবং ধর্ম্মের এত নিকট সম্বন্ধ আছে যাহা বলিয়া ফুরান যায় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন স্বাভাবিক হয়, পোষাকের, খাদ্যের, রংয়ের ও ধর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তি মতির সহিত ঠিক তেমন হয়। মতি ঠিক না থাকিলে, সকলই অঠিক হয়, ইহার কারণ বোধ হয়, দশহাত কাপড়ে ন্যাংটারা বলে থাকে "যেমন মতি, তেমন গতি"।

পুত্র, মতি ঠিক করা একলা হয় না, যাহা চিন্তারহস্যতে অনেক বলা হইয়াছে। ভারতবাসীরা গোড়াতে অর্থাৎ জন্মতে ভ্যাস্তা চিরকাল আছে, ইহার কারণ জগতের কোন কার্য্যতে ভারতবাসি-

দিগের আস্তা নাই, খালিই সস্তা, সস্তা, সস্তা উহাদিগের ব্রত হয়, অর্থাৎ দো কড়িমে সব কুচ্ ওলোক উল্‌টাতা হায়। যত বড় জ্ঞানী, গুণী, ধনী ও মানী হউক না কেন, দুই দিন আয়্‌ড়াগেছে করিলে, আর যদি নিজের স্বার্থ থাকে, তাহা হইলেত কোন কথাই নাই, যাহা কিছু করিতে বল, তাহাতেই রাজী, খালি বলিবে দেখ, তোমার জন্তে আমি কত করিতেছি।

এই প্রকারের সমস্ত লোক ভারতবর্ষের রত্ন বলিয়া কথিত হয়। নিজের নামটা কিসে হয়, নিজের আয়টা কিসে হয়, নিজের মানটা কিসে হয়, এই পলিসি নিয়ে উহারা অস্থির থাকে, ইহার কারণ উহারা কেহই সুস্থির নয়। যদি উহাদিগের উপরকার চামড়ার ঢাকা খুলিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে মহাত্মা শ্বেত পুরুষ যাহা বহুপূর্ব্বে বলিয়াগিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু বিসর্গও অঠিক নয়, তবে যাহা উপরে ভাল দেখা যায়, উহা খালি আইন বাঁচাইয়া চলা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষে খারাপ লোকের সহায় বেশী লোক হয়, কারণ খারাপ লোকের সংখ্যা বেশী আছে অর্থাৎ ক্যলার্ড—রংদার লোকের সংখ্যা বেশী হয়, এবং ইহার কারণ ইংরাজ বাহাদুরের আইন উহাদিগের উপর কিছুই করিতে পারে না, কারণ সাক্ষীর ও নিজের প্লিডিং হুজুরের কাছে প্রমাণ করিল,—সাধু—দেখ পুত্র, খারাপ ব্যক্তি সাধু হইল,—আবার সাধুর সাক্ষীও প্লিডিং বিহনে হুজুরের কাছে সাধু অসাধু বনিল, এবং আইনবাজ যে একার্য্য করিল, সে আনন্দে বৃহস্পতি হইল।

ভারতবর্ষে হোম্‌রা চোম্‌রা কত লোক আছে, কিন্তু পুত্র! তুমি কোন দিন শুনিয়াছ যে, কেহ বলিয়াছে এক পোষাক কর, এক খাদ্য কর, এক রং কর, এক ধর্ম্ম কর, এক পুত্রে বিষয় ভোগ যাহাতে হয়

তাহা কর। সামাজিক উন্নতির কথা উহারা কেহই বলিবে না, কারণ হোম্‌রা চোমরারা পলিটীসিয়ান্‌—রাজনীতিজ্ঞ হয়, এবং উহারা কাহাকেও চটাইতে চায় না, নিজের মন্তব্য কিসে সিদ্ধি হয়, ইহারই চেষ্টা খালি, ইহার কারণ উহারা রাজনীতি লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, কারণ ইহাতে কাহারও গাত্রে আঘাত লাগে না। যদি কেহ দেশের রাজার কুৎসা করিল, সকলেই বাহোবা দিল, আর যদি নিমক্‌ হারাম্‌ না হইয়া গুণ গাইল, সকলেই বলিল এটা কি খয়ের খাঁ, রাজা হবে বুঝি তার চেষ্টা, ফলতঃ কেহই তাকে ভাল বলিল না।

পুত্র! তুমি রাজনীতি ও গুপ্তনীতি মাথা হইতে একবারে ফেলিয়া দাও, এবং উহার বদলে তুমি নীতির ও সমাজনীতির কিসে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা কর, কিন্তু অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা তোমার উপর দাঁত খিচাইবে, তুমি ভয় পাইও না, এমন কি সকলে চেষ্টা করিয়া যদি তোমায় বিপদে ফেলে, সেও আশীর্ব্বাদ মনে করিও, তথাপি নিজের প্রিন্সিপল্‌ অর্থাৎ মত ছাড়িও না।

কোন মহাত্মা শিষ্যকে তাঁহার মত প্রচার করিতে অন্যত্র পাঠান, শিষ্য তথায় মহাত্মার মত প্রচার করিলে পর, গ্রামবাসীরা শিষ্যকে গাধায় চড়াইয়া ও জুতার মালা গলায় দিয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। শিষ্য মহাত্মার নিকট আসিয়া বলিল;—গুরুদেব! আপনি আর আমায় কোথাও পাঠাইবেন না, কারণ যেখানে পাঠাইয়াছিলেন, সেইখানকার লোকেরা আমায় বেহাল করিয়াছে।

গুরু শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন;—

গ্রামবাসীরা যে আমার মন্তব্য শুনিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট হয়, কারণ যদি উহারা না শুনিত তাহা হইলে তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিত না, যাহা হউক, ক্রমান্বয়ে করিতে করিতে ঠিক হইবে। কালক্রমে সেই মত পৃথিবী ব্যাপিল।

জনসমাজে নীতির ও সমাজনীতির অর্থাৎ এক পোষাকের, এক খাদ্যের, এক রংয়ের, এক ধর্ম্মের ও এক পুত্রে বিষয়ভোগের অভাব হইলে অন্য সমস্ত নীতিতে অধিকার হয় না, এবং অন্য নীতির অধিকারী না হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হয় না, ফলতঃ জ্ঞানী না হইলে প্রেমিক হয় না। প্রেমিকের নিকট চারি নীতির পূর্ণ অভাব হয়, আবার চারি নীতির পূর্ণ স্বভাব হয়—অর্থাৎ নী ও দা অর্থাৎ লওয়া ও দেওয়া কিছুই থাকে না,—আবার সমস্তই থাকে। ঐহিক ঠিক না হইলে পারত্রিক ঠিক হয় না, কারণ ঐহিকের ফল পারত্রিক ভোগ করে—ফলতঃ ঐহিকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে বিষবৃক্ষ রোপণ করিল, পারত্রিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিষফল ভোগ করিল। ঐহিকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে অমৃত বৃক্ষ রোপণ করিল, পারত্রিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে অমৃত ফল ভোগ করিল। অতীতে যে বিষ কিম্বা অমৃত বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে সে বিষ কিম্বা অমৃত ফল ভোগ করিল। চিন্তারহস্যতে ইহার পূর্ণ মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আফ্রিকার নিগারদের এক পোষাক, এক খাদ্য এক রং ও এক ধর্ম্ম আছে, কিন্তু যদি উঁহাদিগের মাথা আর্য্যদের কিম্বা ব্যাস, বশিষ্ঠ, ও বিশ্বামিত্রের মাথার সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলে চাঁদের আলোকের সহিত প্রদীপের আলোক তুলনা করিলে যে রকম হয় ঠিক সেই রকম, কারণ আফ্রিকার নিগারদের ভিতর পুস্তক নাই। আফ্রিকার নিগাব্‌রা ভাষা শিখিলে, ইণ্ডিয়ান্ ব্ল্যাক্‌ম্যান অর্থাৎ ক্যলার্ড—রংদার অপেক্ষা অনেক অংশে উচ্চ হইবেন, কারণ উঁহাদিগের মতি ঠিক আছে, এবং বাস্তবিক মতি ঠিক থাকিলে বিশ্বাসঘাতক ও নিমক্ হারাম্ হয় না।

শিকদের ও গুরখাঁদের এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া, উঁহারা বিশ্বাসঘাতক ও নিমক্ হারাম্ নন্;

ইহার কারণ ইংরাজ বাহাদুরেরা শিখ ও গুরখাঁদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। ইংরাজ বাহাদুর আফ্রিকার কোন কোন অংশ লইয়াছেন। ইংরাজ বাহাদুরের দ্বারা উঁহারা আর পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষিত হইলে, ইণ্ডিয়ার ব্ল্যাক্‌ম্যান অর্থাৎ ক্যলার্ড—রংদার অপেক্ষা উঁহারা অনেক সারভি সেভিল্ হইবেন। উঁহারা ইহার মধ্যে ইংরাজ বাহাদুরদের হ্যাভিতে ঢুকিয়াছেন জানিবে। পুত্র! যদি তুমি ইংরাজ বাহাদুরের কৃপা আশা কর, এবং ইংরাজ বাহাদুরদের নিকট যাহা কিছু উপকার পাইয়াছ তাহার দরুন তুমি যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাও, তাহা হইলে রাজনীতিকে ও গুপ্তনীতিকে ছাড় আর এই দুইটির বদলে তুমি নীতিকে ও সমাজনীতিকে গ্রহণ কর।

শিষ্য। নীতি কাহাকে বলেন।

গুরু। ধর্ম্ম-নীতি ও নীতি এক হয়। ধর্ম্ম পুস্তকে যাহা লিখিত হয়, তাহাই নীতি জানিবে।

শিষ্য। আপনি এক ধর্ম্ম লইতে বলিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ভিতর কোথাও এক ধর্ম্ম নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অন্যকে লইতে ইচ্ছা করেন না, তবে খালি ব্রহ্ম বলিলে এক হয়, তবে কি ব্রহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

গুরু। পুত্র! এক কাহাকে বলে চিন্তা-রহস্যতে অনেক বলা হইয়াছে, এক—ব্রহ্ম যে ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহাও ঢের বলা হইয়াছে। বিষয় না হইলে গুণ হয় না, গুণ না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। মানব না হইলে ধর্ম্ম কোথায়? যদি সমস্তকে এক বল, তবে মুসলমান বলিলে চট কেন? খ্রীষ্টান বলিলে রাগ কর কেন? মসীদে ও চার্চ্চে যাইয়া কেন না উপাসনা কর? অসতী বলিলে ডিফামেসন্ আন কেন? গালাগালি দিলে পুলিশ কোর্টে যাও কেন? পেটের জন্য দাসত্ব স্বীকার কর কেন? আর দেখ পুত্র, যদি সকল মানব এক

হয় তবে বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আদর কেন ? গুরু ও শিষ্য কেন ? এক প্রচারকের বার্ষিক উৎসব কেন ? জগতে সকলেই গুণের আদর করিয়া থাকে, যদি ব্রহ্মকে মানব বল, এবং তাঁহার কথিত ধর্ম্ম বিধি লইয়া চল, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, আর তাহা না হইলে খিচুড়ির উপর আর খিচুড়ি চড়ান হয়।

বেদান্ত ও উপনিষৎ জ্ঞানীদের ও বানপ্রস্থাবলম্বীদের পক্ষে ভাল হয়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিষবৎ জানিবে। বেদান্ত ও উপনিষৎ যত শীঘ্র সাধারণের হাত হইতে যায় ততই মঙ্গল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট পড়িলে কিম্বা রেভারেণ্ড ম্যাকডোলণ্ড সাহেবের ডিক্লাইন অফ্ হিন্দু ইযুম্ কাগজ যাহা তিনি সম্প্রতি কলিকাতা মিসনারি কন্‌ফারেন্সের সম্মুখে পাঠ করিয়াছেন, পড়িলে জানিতে পার যে, ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের বেদান্তের ও উপনিষদের ঢেউয়ে কত লোক হিন্দু সেণ্টার হইতে স্খলিত হইয়াছে। যেখানে এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ নাই, সেই খানে সমস্ত বিষয়ের অভাব আছে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে—খালি বেদান্তের ও উপনিষদের শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধান্বিত তুমি তথায় পাইবে।

যদি ইংরাজ বাহাদুরেরা ও খ্রীষ্টান্ আচার্য্যেরা ইউরেসিয়ানের ডেফিনেস্যান পরিষ্কার করেন, (এসিয়া ফাদার ও ইউরোপ মাদার কিম্বা ইউরোপ ফাদার ও এসিয়া মাদারের ইষুকে ইয়ুরেসিয়ান বলেন, যদ্যপি উক্ত ইষুরা ইউরোপিয়ানের নাম ও আচার ও ব্যবহার ও ধর্ম্ম লন) এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমোজিনিচ্যার আইন ইয়ুরেসিয়ানদের উপর ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতের গুণীরা ও মানীরা ও ধনীরা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কেন যে ইংরাজ বাহাদুরেরা ও খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা করেন না বলিতে পারি না। প্রেম-রহস্য পড়িলে তুমি জানিতে পারিবে যে, এক

পোষাকের, এক খাদ্যের, এক রংয়ের, এক ধর্ম্মের, এক পুত্রে বিষয় ভোগের কিছুই প্রয়োজন নাই এবং দর্শনের, পুরাণের ও স্মৃতির কোনই প্রয়োজন নাই, খালি প্রেমে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ইহারই প্রয়োজন হয়, যাহা মেজে ঘষে হয় না। পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে, ঐহিক ঠিক না করিলে পারত্রিক ঠিক হইবে না; যখন ঐহিকের ফল পারত্রিকে যায়।

শিষ্য। তবে আমি কি করি, যখন ভারতবর্ষের সমস্ততেই গোলমাল লক্ষিত হয়।

গুরু। পুত্র! তোমার করিবার কিছুই নাই, যখন ভারতবর্ষে কিছুই নাই। ইংরাজ বাহাদুরের উপর প্রগাঢ় ভক্তি রাখ, ইংরাজী বিদ্যা ভাল রকম করিয়া শিক্ষালাভ কর, সংস্কৃত ভুলিয়া যাও, কাহারও সহিত মিশিও না, নিজের কার্য্যের খাতিরে বাটীর বাহিরে যাও, আর তাহা না হইলে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাক এবং হোমিওপ্যাথি খুব কর। এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ যাহাতে হয়, এই ব্রতে ব্রতী হইয়া তোমার ধন, মন, প্রাণ উহাতে সমর্পণ কর। কাহার উপর অত্যাচার করিও না, এলো মেলো নামের খাতিরে দান করিও না। কাহাকেও স্বর্গে পাঠাইও না, এবং আপাততঃ নিজের স্বর্গে যাইবার খাতিরে হঠাৎ কোন কার্য্য করিও না। চারিটী কার্‌ডিন্যাল্ ভারচুকে অহরহ মনে জাগরুক রাখ, ইষ্ট দেবতাকে মনে রাখ, সুবিধা পাইলেই ইংরাজ বাহাদুরকে লম্বা সেলাম কর, নড্ করিও না, ইহাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়, ইংরাজ বাহাদুরের সহিত একাসনে বসিবার জন্য মনে স্থান দিও না, যদি ইংরাজ বাহাদুর নিজের গুণের দরুন তোমায় সমান আসন দেন, ইংরাজ বাহাদুরের খাতির রক্ষার কারণ আসনে বসিও, কিন্তু খুব নম্রভাবে, এবং ইংরাজ বাহাদুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিবে।

যদি বেদান্ত ও উপনিষৎ ও হস্তামলক ও অবধূত গীতা ও সুখদেব সংহিতা ও অষ্টাবক্র সংহিতা ও বিবেক চিন্তামনি পড়িতে চাও, এবং বৈরাগী ও বৈষ্ণব হইতে চাও, তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া বনে যাও। আর যদি বিবাহ করিয়া থাক, সস্ত্রীক বনে যাও, এবং তথায় যাইয়া গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ও প্রবেশী হইয়া বনে মহানন্দ ভোগ কর। দুই চারিটী বুক্নী শিখিয়া দেশে অবতার কিম্বা রিফরমার্ হইয়া আমাদিগের খিচুড়ি সামাজিক নিয়মের উপর আর খিচুড়ি পাকাইও না। আর যদি আপনা আপনি প্রেমিক হও, তাহা হইলেত কোন কথাই নাই, যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করা বিধেয় জানিবে। পুত্র! তুমি ভাব ভাব কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, এইটী কি বুঝিতে পার?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে বলি শুন ঃ—

কদম্বের ফুল গোল হয়, এবং ইহার উপর ও মধ্য ও অন্ত গোল হয়। কোষ, যাহার দ্বারা কদম্ব ফুলটী আবৃত থাকে তাহাও গোল হয়, কিন্তু ভিতরের রেবুলি-বীজ গোল নয়, ঠিক ভ্রূণের মতন এঁকা বেঁকা হয়। কদম্বে মধুভুক্ যত লীন, এত অন্য কোন ফুলে নয়, যদিও পদ্মে থাকিতে পারে, সেও এই রকম জানিবে। পুত্র! তুমি কদম্বের উপরে কে থাকে বলিতে পার?

শিষ্য। না।

গুরু। শিখি—যাহা নীলকণ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। শিখি বিষধরদের ভক্ষণ করে। কদম্ব ফুলের শোভাই শিখি হয়। কদম্ব ফুলের উপর শিখি না বসিলে শোভা বৃদ্ধি পায় না, যেমন হর-নীলকণ্ঠ আর্য্য সংসারের উপর না থাকিলে আর্য্য বলিয়া কথিত হয় না। শিখি কদম্বের বিষ ভক্ষণ করিয়া এবং মধুভুক্দের প্রচুর পরিমাণে মধু

দিয়া উহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে ও কদম্বের উপরে বসিয়া কদম্বকে রক্ষা করিতেছে—হর-নীলকণ্ঠও আর্য্য জগতের অসভ্যতাকে নাশ করিয়া আর্য্যবাসীদিগকে সভ্য করিয়া সতত রক্ষা করিতেছেন, এবং আর্য্যবাসীরা ও মধুভুকেরা মনের আনন্দে কদম্বের —একের মধুপান করিয়া অন্তে স্বর্গ লাভ করিতেছে। উপরে শিখি-নীলকণ্ঠ অর্থাৎ আকাশ, নীচে কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকার জগৎ, পার্শ্বে শ্বেত বলকর হলধারী অর্থাৎ মাটী কর্ষণকারী কিনা জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বার্ত্তা বহনকারী। পুত্র! কদম্ব বৃক্ষের গোড়া ফাঁক হয়, উপর ফাঁক হয়, অর্থাৎ যুক্তির আঁক, মধ্য জমাট অর্থাৎ ডাল পালাযুক্ত ফুলের গাঁট ফলতঃ এই স্থানেই যত কিছু আঁট—অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ জগতে যত কিছু লীলা হয়। মধুভুক্ হইলেই মধ্য চাই, ইহার কারণ মধ্য না থাকিলেই জীবের অভাব লক্ষিত হয়, এবং বাস্তবিক এই মধ্যই বিচারের ও আনন্দের স্থান হয় ফলতঃ উৰ্দ্ধ ও অধ দুই সমান হয়। পুত্র, ভাব ভাব কদম্ব ফুল ফুটে রহিয়াছে, অর্থাৎ ভাবের ভাব যে কদম্ব স্বরূপ গোল-এক—ফুল সংসার ফুটে রহিয়াছে, বুঝিতে পারিলে।

শিষ্য। আপনার চিন্তা-রহস্য ও প্রেম-রহস্য ও কথোপকথন-রহস্যকে, কেরাণীর দপ্তর ও আস্তাবলের বানর বলে কেন।

গুরু। মাছী মারা কেরাণীর ও পরের বালাই লওয়া লোকের দল বেশী হয়, বাস্তবিক উহাদিগের যদি নিজের ঘট থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ বলিত না। যাহা হউক, পুত্র! তুমি যদি ভাল করিয়া উহার মধ্যে ঢুকিতে পার, তাহা হইলে অনেক মধু পাবে, যদি অন্ধকারের দরুণ পথ না পাও আমার কাছে আসিলেই যথেষ্ট আলোক অর্থাৎ পরিষ্কার পথ উহাতে সম্মুখে দেখিতে পাবে, অর্থাৎ মহানন্দে পেটভরে মধু পিবে বস্তুতঃ ইহাতে খালি ভাব-নাই, ভাবের

ভাব দর্শন ও যুক্তি—কদম্ব-এক ফুটে রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে।

শিষ্য। সমাজের ইষ্ট দেবতা যে কে হয় তাহা ত আপনি বলিলেন না।

গুরু। সমাজ নাই, আমি কি করিয়া সাধারণের ইষ্টদেবতার নাম করিব। যাহার যা ইষ্ট অর্থাৎ ন অনিষ্ট সেই তার ইষ্ট দেবতা জানিবে। ঘর্ ঘর্ রাড়ী, ঘর্ ঘর্ গাড়ী, ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী। পুত্র! এই স্থানে আমি কি বলিব।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার ইষ্টদেবতা কে?

গুরু। পুত্র! তুমি আমাকে মহা বিপদে ফেলিলে—সে যাহা হউক, তবে একটী আইমার কথা বলি শুন ঃ—

কোন স্ত্রীলোককে অপর কোন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার অমুক কেমন আছেন?

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল,—তিনি পদ্ম পাতায় ভাসিতেছেন।

পুত্র! আমার ইষ্ট দেবতার বিষয়টি ঠিক ঐইরকম জানিবে। পুত্র! আমি পূর্ব্বে একটী বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যেটী সব্ গুণের আকর হয়।

শিষ্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। অকৃতজ্ঞ হইওনা, কারণ এটীতে পরাধীনেরা চিরকাল বড় মজবুত আছে, আমাদিগের ইতিহাস ও প্রত্যেক দিনের ব্যবহার ইহার আদর্শ স্বরূপ হয়। যে যত বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারে করুক, কিন্তু তুমি এককণা কাহার নিকট উপকার পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, কারণ অকৃতজ্ঞের নরকেও স্থান অভাব হয় ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। পিতামাতা ও গুরুজনের নিকট প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ

উঁহাদিগের নাম রাখিতে ও মুখোজ্জ্বল করিতে পারিলেই যথেষ্ট কারণ উঁহাদিগের মুখে পুরীষ না পড়িয়া সুগন্ধি পুষ্প ও পঞ্চ পত্রের বিল্বপত্র পড়িলেই যথেষ্ট পুত্রের কার্য্য করা হইল। তুমি অন্যের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিবে, এবং কোন রকমের কারচুপি করিবে না।

শিষ্য। আপনি কাহার নিকট কৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ আছেন?

গুরু। সমস্ত জগতের নিকট বিশেষতঃ ইংরাজবাহাদুরের নিকট, যাহা আমি পুরুষানুপুরুষক্রমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেও শোধ হয় কিনা সন্দেহ।

শিষ্য। আপনি অন্য কাহারও নাম করিলেন না কেন?

গুরু। পুত্র! যদি একের কৃপায় দেহ থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র বিশেষ করিয়া বলিব। সম্প্রতি দেশ পর্য্যটনের দরুন মন অত্যন্ত উচাটন হইয়াছে। আমায় অবসর দাও।

শিষ্য। আপনি কোন দেশে যাইবেন।

গুরু। টেম্‌স নদীর উপর যে বিলাতপুরী আছে, সম্প্রতি সেই দেশে যাইব বলিয়া মনন্ করিয়াছি।

শিষ্য। ভারতবর্ষে এত পূণ্যদেশ থাকিতে বিলাত পুরিতে যাইবেন কেন?

গুরু। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে অর্থে পূণ্য দেশ বলিয়া কথিত হইত, আপাততঃ ইহাতে সেই সব অর্থের অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু বিলাতপুরিতে ইদানীং সেই সব অর্থের ভাব পূর্ণ মাত্রাতে তথায় প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানে সর্ব্ব বিষয়ের পূর্ণ অবস্থা থাকে, সেই স্থানকে পূণ্য স্থান বলে, কারণ পূর্ণ না হইলে তারণ হয়না। অযোধ্যা ও হস্তিনাপুর কোন সময়ে পূণ্যদেশ বলিয়া কথিত হইত।

শিষ্য। আপনার সহিত পুনরায় কোথায় দেখা হইবার সম্ভাবনা ?

গুরু। বিলাতপুরির ভিতর ফ্লীট ষ্ট্রীট আছে, তথায় তোমার সহিত আবার দেখা করিব, যদি বেঁচে থাকি।

শিষ্য। গুরুদেব ! তবে আমি আসি।

গুরু। আইস বাছা, এক তোমার মঙ্গল বিধান্ করুন্।

সূক্ষ্মে হইওনা ব্যতিব্যস্ত,
স্থূলে হইওনা অতিব্যপ্ত।
জান সমস্ত চরাচরাপ্ত।
রহস্যটী হইল সমাপ্ত ॥

সংসার-রহস্য ।

চন্দ্ররশ্মি যত হয় স্পষ্ট প্রকাশিত।
শুন রব উচ্চৈঃ হয় ততই নাদিত॥

বি, মিত্র।



সংসার-রহস্য।

সারাসার যত সার কিছুনা অসার, জ্ঞানসার প্রেমসার হয় অতিসার।
স্মৃত্যন্বিত ক্রিয়াভার বহন যাহার, যথার্থ মিলে তাহার প্রত্যক্ষসংসার।
কিছার জীবন লোভিতে কীর্ত্তি অপার,
ক্ষিতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যখন লোকোপচার॥

প্রথম অধ্যায়

সূর্য্য ও অগ্নি।

"যদি হই ভবসিন্ধু পার, তবুনা ছাড়ি লোকোপচার" আহা! মরি মরি কি সুন্দর মাধুরী, যাহার মধুরতাতে মর্ত্ত্যজনের লোপ হয় চাতুরী, আহা। মরি মরি কি সুন্দর মাধুরী। সভ্য জগতের আদি হইতে অদ্যাবধি একভাব, যাহার ভাব কভু হয় না অভাব।

কালে সমস্তই রূপান্তর হইতে পারে, কিন্তু "লোকপচার গ্রহণ সিদ্ধি" এইটীর অভাব কোন কালে লক্ষিত হয়না। দুইটী, চারিটী, কুড়িটী লোক যথায় আছে, তথায়ই লোকোপচার বর্ত্তমান আছে। এজ্‌টেক্, ল্যাপ্ ও ঐনসের ভিতর লোকোপচার যে রূপে অবস্থিতি করে, য্যাগি, মিহির, র‍্যাবি ও ব্রাহ্মণের ভিতর ঠিক সেই ভাবে থাকে, ফলতঃ লোকোপচারের অভাব কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

অসভ্য জগতের প্রারম্ভে সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিলেন, কারণ অসভ্যেরা যাহাকে বড় দেখিতেন ও যাহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুজা করিতেন। সূর্য্যের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জগতে চাক্ষুষ উপকারক বিষয় আর দ্বিতীয় নাই, যাহা অসভ্যেরা স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করিয়া ছিলেন। স্বাভাবিক জ্ঞানের সদৃশ প্রকৃত জ্ঞান বাস্তবিক আর দ্বিতীয় নাই। যদিও নানা মুনির নানা মত সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু মতের ভিতর প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে, ঘুরে ফিরে তাই, তাই ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি সূর্য্য রূপক রূপে কত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্ধকারকে নাশ করিতে সূর্য্য ব্যতীত অন্য বিষয় আর প্রত্যক্ষ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অসভ্য জগৎকে ধর্ম্মে একত্রিত করিতে সূর্য্য ব্যতীত আর কেহই পারে না, কারণ সূর্য্যই প্রথম অন্ধকার নাশ করে, এবং সূর্য্যই প্রথম এক শিক্ষা দেয়। অসভ্যেরা চারিধারে যত বিষয় দেখেন, সমস্তই বহু, কিন্তু সূর্য্যের আর দ্বিতীয় দেখিতে পাননা, ইহার কারণ সমস্ত অসভ্যেরা সূর্য্যকে উপাসনা করিতেন, এবং উহারা সকলে একত্রিত হওয়াতে, সময়ে একটি ধর্ম্ম হইল।

ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম অর্থাৎ জাতি ব্যবহার।

সূর্য্য জাতি ব্যবহার শিক্ষা দিতে পারেনা, কারণ সূর্য্য বাক্ শক্তি রহিত, যদিও শব্দ-ব্রহ্ম-লোগস্ অতি প্রাচীন বাক্য তথাপি যুক্তির দ্বারা দেখিলে ইহাই প্রতীত হওয়া যায় যে, সমস্ত জাগতিকজন যখন প্রথম সূর্য্যোপাসনা করিতেন, তখন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অতএব ইহা যে বহুপরের বাক্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাক্য চির কাল আছে, অর্থাৎ যতদিন জগতে মানব আছে তত দিন বাক্য আছে, কিন্তু বাক্য-লোগস্-ব্রহ্ম এইটি দার্শনিকের দ্বারা বহুপরে জগতে প্রচার হয় এবং তৎপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কৃপায় অবস্থিতি করিতেছে, এবং যত দিন সূর্য্য থাকিবেক তত দিন জগৎ রহিবেক, ইহা বলিয়া ইদানীং সমস্ত জাগতিকজন সূর্য্যোপাসক নন, যদিও সমস্ত মানব সূর্য্যের উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া দেহ রক্ষা করিতেছেন।

দেহী মাত্রেই মন আছে, এবং মনেতে উ প্রত্যয় করিলে মনু হয়, আবার মনুতে অন্ প্রত্যয় করিলে মানব হয়, ইহার কারণ সমস্ত মানবকে মনুর সন্তান কহে। মানব বলিয়া সকলেই বিহারী মিত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত সকলে বিহারী মিত্র, কারণ মিত্র রূপে বিহার করে যে অর্থাৎ সূর্য্য, সূর্য্য মিত্র রূপে জগতে বিহার করিতেছে, যদি শত্রু হইত তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না।

বিষয় চিরকালই বিষয় আছে, এবং বিষয়ের ধ্বংশ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, তবে কেন সকলে বিষয়ী নন। সূক্ষ্মে সকলেই সমান হন, কিন্তু স্থূলে নন, যদিও সমস্ত বিষয় অন্তরে অন্তর্হিত থাকে। একটী ক্ষুদ্রবীজে যে একটী মহা বৃক্ষ আছে ইহার কোনও ভুল নাই, কিন্তু মহা বৃক্ষ ও বীজ এক হয়, এইটি ব্যবহারে বলা যেন কেমন কেমন বলে না; যদিও প্রকৃত পক্ষে ঠিক্, তথাপি ব্যবহার পক্ষে অসম্ভাবনীয়।

পুরাকালে মিত্র পুরে কোন এক রাজ চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন। তিনি পারিষদ্ বর্গে পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নিষ্পন্ন, বীরদর্পে রাজ্য শাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। কিঞ্চিৎ দিনের মধ্যে তাঁহার শাসন গুণে সমস্ত রাজ্য সর্ব্ব প্রকারে প্রায় পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বাস্তবিক তদীয় অধিকার কালে প্রজাবর্গের যেরূপ সুখসচ্ছন্দভোগ ঘটিয়াছিল, রাজমণ্ডলে কুত্রাপি আর সেরূপ লক্ষিত হয় না।

একদা তিনি স্মেরাননে মন্ত্রীকে বলিলেন,—মন্ত্রিন্। ইদানীং কেন কোন প্রকার আবেদন উপস্থিত হয়না, যদিও এইটি রাজ্যের মহা শুভলক্ষণ তথাপি যদি তুমি ইহার কিছু জ্ঞাত থাক যথাযথা বল?

মন্ত্রী বলিল। রাজন্। আপনার সৎগুণের আবির্ভাবে রাজ্য হইতে প্রায় অসৎ ব্যবহার লোপ হইয়াছে, যদিও কিঞ্চিৎ থাকিতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি কোন আবেদন না হওয়ায় প্রকাশ পাইতেছে যে, রাজ্যের সর্ব্বস্থানে আপাততঃ কুশল বিরাজ করিতেছে।

ইত্যবসরে একজন দ্বারী আসিয়া রাজাকে বলিল। রাজন্! রাজ্যের সমস্ত কুশল। একটি তেজপুঞ্জ মহাপুরুষ আপনার দর্শনেচ্ছায় দ্বারে দণ্ডায়মান, আপনার অনুগ্রহ হইলেই তিনি আপনার নিকট উপস্থিত হন।

রাজা। অগ্রে পাদ্যার্ঘ দিয়া তাঁহাকে আমার নিকট শীঘ্র লইয়া আইস।

দ্বারী তথস্থ হইয়া দ্বারাভিমুখে চলিল।

মন্ত্রী। রাজন্! আপনি যাহার জন্য চিন্তান্বিত হইয়া ছিলেন, বোধ হয় কোন মহাপুরুষ আবেদন পত্র সমেত আসিয়াছেন।

এমন সময়ে দর্শনেচ্ছুক তেজপুঞ্জ বিশিষ্ট মহাপুরুষ "রাজার জয় হউক" বলিয়া রাজ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

রাজা মহাসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া, মহাপুরুষকে যথাযোগ্য আসনে বসিতে আদেশ করিলেন। মহাপুরুষ যথাযোগ্য আসনে বসিয়া রাজাকে বলিলেন;—

রাজন্। আপনার রাজ্যের সমস্ত কুশল দেখিলাম, কারণ আমি প্রায় এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছি। আর আপনার প্রজাবর্গের সকলকার সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। সকলকার বেশ ভূষা শ্রী, আচার, ব্যবহার ও বিচার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দোচ্ছাস অনুভব করিতেছি। কিন্তু রাজন্! আপনার ও প্রজাবর্গের একটি নূতন ভাব দেখিয়া, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ। যদি কোনও দোষ হইয়া থাকে মার্জ্জনা করিবেন, এবং যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে অনুগ্রহ করিয়া "কি নূতন দেখিয়াছেন" বলিতে আজ্ঞা হয়?

মহাপুরুষ। রাজন্। জগতে সর্ব্বত্র সূর্য্যোপাসক দেখি, আপনার কিহেতু নূতন বিধি দেখি, বিশেষতঃ সমস্ত প্রজাবর্গেরও দেখি কেন?

রাজা। আপনি সূর্য্যোপাসক কাহাকে বলেন?

মহাপুরুষ। যাহারা সূর্য্যকে উপাসনা করেন।

রাজা। জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সূর্য্যকে উপাসনা না করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তাপে উত্তাপিত না হন্?

মহাপুরুষ। না।

রাজা। তবে কেন আপনি বলিলেন, "একটী নূতন বিধি দেখিয়াছি।"

মহাপুরুষ। আপনি সূর্য্যকে উপাসনা করেন না, ইহার কারণ আমি একটি নূতন বিধি দেখিয়াছি বলিলাম।

রাজা। আপনি ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যিনি সূর্য্যকে উপাসনা না করেন, তবে কেন পুনরায় আমাকে বলিলেন, আপনি সূর্য্যকে উপাসনা করেন না ?

মহাপুরুষ। আপনার কার্য্যতে অন্য বিধি দেখি, ইহার কারণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে আপনি সূর্য্যোপাসক নন্।

রাজা। কার্য্যতে অন্য বিধিই ভাল, কারণ যাহা সাধারণ তাহা কার্য্যতে আসিতে পারে না। ব্যক্তিগত ব্যক্তিতে আসিতে পারে, সূর্য্য ব্যক্তিগত নয় ইহার কারণ কার্য্যতে আসিতে পারে না। বোধ হয় আপনি সূর্য্যের নিকট যাইতে পারেন না, সূর্য্যের রূপ কি তাহাও আপনি ঠিক বলিতে পারেন না, খালি জ্যোতির্ম্ময় ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারেন না। সূর্য্যের ধর্ম্ম তেজোময়, ব্যক্তির ধর্ম্ম ব্যবহারময়। আপনাতে ও আমাতে যাহা কথোপকথন হইতেছে ইহাও ব্যবহার, কিন্তু আপনি এই ব্যবহারটি সূর্য্যের সহিত করিতে পারেন না, কারণ দুই জনের ধর্ম্ম আলাহিদা হয়। আপনি এই ব্যবহারটি সূর্য্যের সহিত যদি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিদগ্ধ হইয়া আপনাকে ইহ লীলা সম্বরণ করিতে হয়।

আর দেখুন, সূর্য্য বাক্ শক্তি রহিত, আপনি কি করিয়া উঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। বন্ধু না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে বাক্যালাপ হয় না, বাক্যালাপ না হইলে সুখদুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস বোধ হয় না, সুখদুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস বোধ না হইলে জাতি ব্যবহার হয় না, জাতি ব্যবহার না হইলে ধর্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্ম না হইলে জাতি ব্যবহার হয় না, জাতি ব্যবহার না হইলে সুখদুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস বোধ হয় না, সুখদুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস বোধ না হইলে বাক্যালাপ হয় না, বাক্যালাপ না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে বন্ধু হয় না। দেখুন, আপনিও মনুষ্য হন এবং আমিও মনুষ্য হই,

ইহার কারণ আমরা বদ্ধ হই, যদি পশু হইতাম তাহা হইলে কি আমাদিগের এই প্রকার বাক্যালাপ হইত, না এই প্রকার কার্য্য হইত, বোধ হয় কিছুই হইত না অতএব যাহা সাধারণ তাহাই হইত, কিন্তু যাহা ব্যক্তিগত তাহা হইত না।

মহাপুরুষ। আপনি যাহা বলিলেন ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, আপনি সূর্য্যোপাসক নন্।

রাজা। আমি সূর্য্যোপাসক নয় ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে না, কারণ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, জগতে এমন কেহই নাই যিনি সূর্য্যকে উপাসনা না করেন, যেহেতু সূর্য্য না থাকিলে জগতের গতি নাই। সূর্য্যই জগতের গতি হয়, সূর্য্যই জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি ও প্রলয় কবিবার শক্তি হয়, এবং সূর্য্যই জগৎ হয় ইহা বলিয়া আমি সূর্য্যো-পাসক নয়, কারণ সূর্য্য সাধারণ বিষয় বলিয়া কথিত হয় এবং ইহাতে সকলকার সমান অধিকার আছে। যাহা সাধারণ পদার্থ তাহা উপাসনা চায় না, যাহা ব্যক্তিগত তাহাই উপাসনা চায়। সাধারণ পদার্থ নিজের যাহা ধর্ম্ম তাহাই করিয়া থাকে, এবং অন্যের গ্রহণ ও বর্জ্জন কিছুই চায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপাসনা করিলে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়, কারণ নিকট আসন না হইলে উপাসনা হয় না। সূক্ষ্মে সমস্তই নিকট আসন হয়।

মহাপুরুষ। যদি সূক্ষ্মে হইতে পারিল, তবে উপাসনার আপত্তি কি রহিল ?

রাজা। আপত্তি কিছুই নাই, তবে কি জানেন, আপনি "রাজন্" এই শব্দ বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছেন, কিন্তু অন্যকে করেন না। এইটীই আপত্তি আর কিছুই নয়।

মহাপুরুষ। আপনি রাজা ইহার কারণ আপনাকে রাজা বলি-তেছি, অন্যে রাজা নয় সেই হেতু অন্যকে রাজা বলি না।

রাজা। রাজ্ ধাতুতে কণিন্ প্রত্যয় করিলে রাজন্ শব্দ হয়। রাজ্ অর্থ দীপ্তি। যে জিনিষ দীপ্তিযুক্ত হয়, কেন না উহাকে রাজা বলা হয়?

মহাপুরুষ। পঙ্কতে যাহা জন্মে তাহাকে পঙ্কজ কহে অর্থাৎ পদ্ম, কেননা, যাহা পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকেই পঙ্কজ বলা হয়।

রাজা। আমি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম, আপনি নিজেই তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ব্যবহার তাহাই ঠিক। পূর্ব্বে সূর্য্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখনও প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, কারণ মানবের যত জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্নত হয়, ততই উপাসনার পদার্থকে নিকটাসন করিতে চান, কিন্তু মূল ঠিক রাখেন।

নিকট বস্তু বিষয়ের ভিতর অগ্নি অপেক্ষা তেজোময় ও প্রত্যক্ষ উপকারক বিষয় আর দ্বিতীয় নাই, ইহার কারণ আমার পিতা অগ্নিকে উপাস্য দেবতা করিয়া গিয়াছেন। আমি পিতার পথানুসরণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া অগ্নিকে উপাস্য দেবতা করিয়াছি। অতএব হে মহাপুরুষ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ের দরুণ কোনও দোষারোপ করিবেন না।

মহাপুরুষ। আপনার পিতা কোথা হইতে শিখিলেন?

রাজা। পূর্ব্বে সকলেই বনে বন্য পশু বধ করিয়া এবং অশুদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, আমার পিতাও তাহাই করিতেন। একদা তিনি বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অপ্সরী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তিনি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—অয়ি সুন্দরি! আপনার কোথা হইতে আগমন হইয়াছে, এবং আমাকে কি করিতে হইবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যদ্যপি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে?

অপ্সরী। কশ্যপ নগরে আমার বাসস্থান হয় এবং আমরা সদা জলে বাস করি। আমাদিগের বিবাহ নাই, কিন্তু আমাদিগের মন যাহার উপর মুগ্ধ হয়, আমরা তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া থাকি, কিম্বা যে পুরুষ আমাদিগকে বল পূর্ব্বক অথবা প্রস্তাবপ্রবৃত্তি করিয়া ক্রোড়ে লইতে পারেন আমরা তাহাদিগেরও বশীভূত হই। এখানে সম্প্রতি দেশ পর্য্যটনে আসিয়াছি। আপনি কে, এমন সুন্দর পুরুষ হইয়া এই নিবিড় বনে একাকী কেন ভ্রমণ করিতেছেন? আপনার যদি ইহাতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিজের আদ্যন্ত বলিয়া আমাকে বাধিত করুন্।

রাজা। আমি এই অরণ্যের অধিপতি, আমার বিবাহ হয় নাই। আপনি যদি আমার রাণী হইয়া এখানে বাস করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।

অপ্সরী। আপনাকে অসভ্য দেখিতেছি, কারণ আপনি উলঙ্গ আছেন কিন্তু আপনার দেহ সুঠাম ও সুন্দর হওয়াতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, যদ্যপি আপনি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করিতে পারেন যে, যত দিন আপনি আমার সহিত বাস করিবেন, তত দিন উলঙ্গ থাকিবেন না, আর আপনি আমার উরণ সকলকে রক্ষা করিবেন। যদি কোনও কালে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আপনি আর পুনরায় আমার সহিত তথায় থাকিবার দরুন্ অনুরোধ করিবেন না, তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজদেশে চলিয়া আসিবেন।

রাজা। আপনি যাহা কিছু বলিলেন ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, বরং আর কিছু বেশী থাকে, বলুন তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি কোনও কারণে আমি উহার কিছু ব্যতিক্রম করি, আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষীণাঙ্গি! আপনি সম্মতি প্রদান করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন্।

অপ্সরী। আপনার স্থানে আমি বাস করিতে পারিব না, কারণ আপনার দেশের জল ও বায়ু আমার সহ্য হইবে না, যদ্যপি আপনি আমার সহিত আমার দেশে যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত প্রেমালাপ করিতে পারি, আর আপনি তথায় যাইয়া সমস্তই আশ্চর্য্য দেখিবেন ঃ—

চারিধারে সরোবর তন্মধ্যে নীল পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রস্ফুটিত, এবং জলচরের কেঁকারবে সরোবর শব্দিত। ঝুর্ ঝুর্ রবে নির্ঝরিনী চারিভিতে ঝরিত, এবং জলক্রীড়া তৎপর শ্বেতাঙ্গিনীরা পরস্পর জলোচ্ছাসে আমোদে নিয়ত নিয়োজিত। মৃদু মৃদু পবন ভরে পারিজাত অর্থাৎ দেবদারু পুষ্পের গন্ধ বাহিত, এবং ওষধি নানা স্থানে সুরত প্রসঙ্গের প্রদীপের স্বরূপ স্থাপিত। তুষারাবৃত মেরু শৃঙ্গ সকল রূপার মতন উত্তর ধারে হয় লক্ষিত, এবং আমার স্থান হয় হিমালয়ের কারণ সকল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষিত। হে সুন্দর পুরুষ! আপনি আর উপেক্ষা করিয়া আমায় করিবেন না ব্যথিত। আমার সমভিব্যাহারে চলুন, তথায় প্রেমালাপ করিয়া দিবারাত্রি করিব অতিবাহিত।

অপ্সরি নিস্তব্ধ হইলে আমার পিতা কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া, অপ্সরীর সহিত তেলাপোকার মতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কিছু দিন মহানন্দে অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার কতকগুলি সন্তান ও সন্ততি হইল। তথাকার অপর লোকেরা এই মিলনটিকে ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না, কিন্তু আমার পিতার উপর সভ্যতা হেতু অন্য কোন রকম অসৎ ব্যবহার করিতেন না, বরং সকলেই সৎ ব্যবহার করিতেন। কিরূপে সভ্যতার সহিত আমার পিতাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন, এইরূপ চিন্তাতে অপর সকলেই চিন্তান্বিত থাকিতেন, অবশেষে অপ্সরীর

নিকট যখন শুনিলেন যে, আমার পিতা অপ্সরীর নিকট কতকগুলি অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহার ব্যতিক্রমে আমার পিতা বাধ্য হইবেন অপ্সরীকে ত্যাগ করিতে; তখন অপরেরা আমার পিতার অঙ্গীকার ভঙ্গ কি করিয়া হয়, ইহার অনুসন্ধান করিতে যত্নবান হইলেন।

একদা অন্ধকার যামিনীতে কতকগুলি লোক অপ্সরীর বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার সমস্ত উরণগুলিকে চুরি করিয়া আনিতে চেষ্টা করিল, দৈব বশতঃ উরণগুলি চীৎকার করিয়া উঠিলে অপ্সরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং যখন অপ্সরী জানিল বাটীতে চোর আসিয়াছে, তখন অপ্সরী উচ্চৈঃস্বরে আমার পিতাকে ডাকিতে লাগিল। আমার পিতা অপ্সরীর কাতর স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া, অপ্সরীর নিকটে উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, এবং শশব্যস্তে অপ্সরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—অয়ি সুন্দরি! কি করিতে হইবে বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

অপ্সরী। আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, চোরেরা আমার সমস্ত উরণগুলি চুরি করিয়া লইয়া গেল, আমার জীবিকা নির্ব্বাহের সর্ব্বস্বই উরণ। আপনি কি কাপুরুষ, এখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ইহা শুনিয়া আমার পিতা ক্রোধাক্ত লোচনে গৃহ হইতে খড়্গ লইয়া তস্করের অনুসন্ধানে অনুধাবন করিলেন। বহুক্ষণের পর তস্কর দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি উপস্থিত থাকিতে তোমাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমার উরণ চুরি করিয়া লইয়া আইস, এক্ষণই তোমাদের যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা কর, এবং সমস্ত উরণ গুলিকে যথা হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছ,

তথায় পুনরায় রাখিয়া আইস। তস্করেরা পিতার বাক্য শুনিয়া রক্তাস্য বদনে বলিল ঃ—

রে অসভ্য উলঙ্গ পুরুষ! আমরা তোমাকে ভয় করিনা, যদি ক্ষমতা থাকে, তবে এই উরণ সমস্ত রহিয়াছে লইয়া যাও।

আমার পিতা দ্বিরুক্তি না করিয়া উহাদিগের সহিত দ্বন্দ যুদ্ধ স্থরু করিলেন, এবং তিনি উহাদিগকে একের পর এককে পরাস্ত করিয়া সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; তদনন্তর তিনি সমস্ত উরণ-গুলিকে হস্তগত করিয়া পুনরায় অপ্সরীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন ঃ—

প্রিয়ে! উরণ লউন্।

অপ্সরী আমার পিতাকে উলঙ্গাবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, আমার পিতাকে পূর্ব্বের অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন ঃ—

হে সুন্দর পুরুষ! আপনি যথা হইতে আসিয়াছেন তথায় পুনরায় গমন করুন, কিন্তু যেন আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হন্। আমি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের অরণি দিতেছি ইহা হইতে আপনি অগ্নি উৎপাদন করিয়া শুদ্ধ মাংস ভোজন করিবেন, এবং এই অগ্নিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিবেন, এবং আপনার প্রজা বর্গেরা যাহাতে আপনার পথানুসরণ করে, তাহারও চেষ্টা আপনি বিধিমতে করিবেন।

আমার পিতা পূর্ব্বের অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া এবং অপ্সরীর সহিত কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, অপ্সরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এবং সন্তান ও সন্ততিকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ দেশে পুনরাগমন করিলেন।

হে মহাপুরুষ! তদবধি সমস্ত প্রজাবর্গেরা আমার পিতার পথানু-সরণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে,

ও অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া মাংস ভোজন করিতেছে। আপনার নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলাম, যদি কিছু বলিবার থাকে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

মহাপুরুষ। আপনি কশ্যপ নগর কাহাকে বলেন?

রাজা। যে নগর হর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মহাপুরুষ। হর নির্ম্মাণ করিলে হর নগর বলিয়া কথিত হইত, কশ্যপ বলিয়া কথিত হইল কেন?

রাজা। হর অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন, বোধ হয় আপনি ইহা অস্বীকার করিবেন না।

মহাপুরুষ। হর মদ্যপায়ী ছিলেন না, সোমরস পান করিতেন, এবং সমস্ত দেবতারাও পান করিয়া থাকেন। দেবের দেব মহাদেব হন, তিনি অধিক পান করিতেন, ইহা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, কত দূর সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারিনা।

রাজা। যেটা রটে সেটা বটে, জনশ্রুতি একটী আধার না পাইলে হইতে পারে না, কিন্তু যথার্থ, অযথার্থ হইতে পারে এবং অযথার্থ যথার্থ হইতে পারে, তাহার কোনও ভুল নাই।

হর যে সোমরস পান করিতেন ইহার কোনও সন্দেহ নাই। আমি যে মদ্যপায়ী বলিয়াছি ইহার কারণ আব কিছুই নয়, সোমরসে মত্ততা উৎপাদন করে, অতএব যাহাতে মত্ততা উৎপাদন করে তাহাই মদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, বোধ হয় আপনি আমার উপর রাগান্বিত হইবেন না। কশ্যপ নগরে দ্রাক্ষালতা ও সোমলতা প্রচুর পরিমাণে হয়, কারণ হিমের প্রাদুর্ভাবে এই সব লতার জন্ম অধিক হয়। ধান্যের মদ্যতে শরীরের অসুস্থতা হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দ্রাক্ষা ও সোমের মদ্যতে দেহ অসুস্থ হয় না বরং সুস্থ হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। দেহ সুস্থ হইলেই শ্রী, কান্তি, মেধা, বুদ্ধি,

বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি পায়, এবং এই সমস্তগুলি দেহে থাকিলেই দেহটী প্রকৃত পুরুষ বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে দেবতারা প্রকৃত পুরুষ ছিলেন, ইহার কারণ দেবতারা তদানীং ও ইদানীং শূদ্র সমূহের উপাস্য দেবতা হন। আপাততঃ নোবল্ ব্রিটন্ সমস্ত ভারতবাসী-দিগের উপাস্য দেবতা হন এবং ইহার কারণ সমস্ত ভারতবাসী শূদ্র হয়।

কশ্যপ নগর যে হরের নগর ইহার কারণ দেখুন—কশং সোমরসাদি জনিতং মদ্যং পিবতীতি কশ্যপঃ। কশ্য+পা+ক কশ্যপানাৎ স কশ্যপঃ।

মহাপুরুষ। আপনি যাহা ব্যুৎপত্তি করিলেন উহার অপেক্ষায় এই গুলি আর ভাল হয়—কশ্যং অজ্ঞানং পিবতি-শোষয়তি-নাশয়তি কশ্যপঃ—কিম্বা কশ্যং বিজ্ঞানধনম্পাতি-রক্ষতি-কশ্যপঃ। কচ্ছপ স যৎ কূর্ম্মোনাম্। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত, যদসৃজতাকরোৎ তদ্ যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ কশ্যপো বৈ কূর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপঃ।

রাজা। আপনি যাহা বলিলেন ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, বরং আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম, কিন্তু এই স্থানে ইহা যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ কশ্যপ নগরের কথা হইতেছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কূর্ম্মের কথা হইতেছে না। আপনি অজ্ঞান নাশের কথা বলিয়াছেন—হর-কশ্যপ অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন কারণ হর—কশ্যপ, যদি অজ্ঞান নাশ না করিতেন, তাহা হইলে আর্য্যেরা জগতে এত বড় বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। আর্য্য পুস্তকের মূল ভিত্তি হর-কশ্যপ হন, এবং উহাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরাও পরে পরে হন। আর হর-কশ্যপ সমস্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারক হন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কথোপকথন রহস্য পড়েন, তাহা হইলে বিস্তার

রূপে জানিতে পারেন যে, হর-কশ্যপ আর্য্যদের কি করিয়া গিয়াছেন, এবং আপনি যাহা ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহাও উত্তম রূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কচ্ছপঃ কথাটি নাই, কচ্ছে অনুপদেশে-মুখসম্পুটে পাতি-রক্ষতি আত্মনং রক্ষতি কচ্ছপঃ। এই খানে কাছিম্ বুঝাটী ভাল, কূর্ম্মাবতারটী ভাল নয়, যেখানে যেটী যুক্তি সঙ্গত হয় সেই খানে সেটী বুঝিলে ভাল হয়। দশাবতারের মধ্যে যে, কূর্ম্মাবতার আছে সেই খানে কূর্ম্মাবতার হর-কশ্যপ এক এইটী বুঝিলে ভাল হয়। কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ ইনি বামনাবতার. বলিয়া কথিত হন। হরের আর এক নাম অগ্নি, কারণ ইনিই জগতে প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করেন, এবং অশুদ্ধ মাংসকে শুদ্ধ করিয়া জগৎকে খাওয়াইতে শিখান। লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি হয়। আমার পিতা অগ্নিকে উপাস্য দেবতা ঠিক করিয়া গিয়াছেন এবং আমি তাহাই করিতেছি।

আর দেখুন, যাহাতে লোক যত উপকার বোধ করেন, তাহাতে তত আশক্ত হন। অগ্নিতে যত মানবের উপকার হয়, সূর্য্যতে তত হইতে পারেনা, যদিও অগ্নির আধার-মূল সূর্য্য হয়। আমি প্রথমে নিকট আসনের প্রয়োজন বলিয়াছি, সূর্য্যের অপেক্ষা অগ্নি নিকট আসন হয়, আর বলিয়াছি সকলেই **ভিত্তি** ঠিক রাখেন, কেহই ভিত্তি নষ্ট করেন না। ভিত্তি নষ্ট **করিলে** উপরে যাহা প্রস্তুত করা হয় তাহা সমস্তই শীঘ্র নষ্ট হয়। যেইটি একবার লোকের ভিতর প্রচলন হয়, সেইটী পরে লোকের ব্যবহার হয়, লোকের ব্যবহার হইলেই লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি হয়। আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, আপনাকে বোধ হয় আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য শুদ্ধান্ন ভোজন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্।

মহাপুরুষ। আপনার জয় হউক। আমি অদ্য অত্যন্ত আনন্দ

লাভ করিলাম, এবং আমি অদ্য হইতে অগ্নির উপাসনা করিব। অদ্য বেলা বেশী হইয়াছে অতএব আমি বিদায় গ্রহণ করি।

রাজা সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহাপুরুষকে বিদায় দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সভাভঙ্গ করিতে অনুমতি দিলেন। স্তুতি পাঠকেরা বিধি মতে স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



উপাসনা ও পূজা।

গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা। পূর্ব্বে সকলেই সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিত, কালক্রমে উন্নতির সহিত মানবের পূজা সুরু হইল। জগতে যত দর্শন আছে সমস্তই সূক্ষ্ম লইয়া বিরাজ করে। সূক্ষ্মের লিখিবার ও বলিবার কিছুই নাই, যাহা কিছু বলা হয়, তাহা কেবল অশ্বের ডিম্বের মতন জগতে বিরাজ করে। অশ্ব আছে, ডিম্ব আছে, কিন্তু অশ্বের ডিম্ব নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে কেহ না কেহ কদা কদাচিতেও দেখিত।

দার্শনিকদের পঞ্চভূত ও যুক্তি আছে, কিন্তু আইমার গল্পের মতন কর্ত্তাটী আছে, যদি কর্ত্তা থাকিত তাহা হইলে কেহ না কেহ কোন কালে দেখিত। দার্শনিকেরা সকলের শেষ যেইটী হয়, সেইটীকে কর্ত্তা কহে। শেষেরও শেষ আছে, যদি শেষের পর শেষ এই চলিল, তাহা হইলে শেষ হইল না। কর্ত্তার উপর কর্ত্তা চলিলেও তদ্রূপ হয়। যদি এইটীই ঠিক হয় তাহা হইলে কর্ত্তাও নাই, শেষও নাই। কর্ত্তা ও শেষ যদি অভাব হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ অভাব হয়, কার্য্য ও কারণের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে সমস্তেরই অভাব হয়। তবে কি সমস্তেরই অভাব হয়? না—সমস্তই স্বভাব, জগতে অভাব কিছুরই নাই। অভাব করিলেই অভাব, স্বভাব করিলেই স্বভাব। স্বভাব ছাড়িও না, অভাবও হইবেনা।

শ্রীবিহারী লাল মিত্র কে ?

যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদকারক ও রহস্যাবলি প্রণেতা। বিহারী লাল মিত্র কর্ত্তা—কারণ, যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ ও রহস্যাবলি কার্য্য—কর্ম্ম।

শ্রীবিহারী লাল মিত্রের পিতা কে ?

৺রসিক লাল মিত্র। ৺রসিক লাল মিত্র কারণ—কর্ত্তা, বিহারী লাল মিত্র কার্য্য—কর্ম্ম।

৺রসিক লাল মিত্র কে ?

বাগবাজার মিত্রবংশ স্থাপক ৺গোকুল লাল মিত্রের বংশ-জাত। ৺গোকুল লাল মিত্র কারণ—কর্ত্তা, ৺রসিক লাল মিত্র কার্য্য—কর্ম্ম।

৺গোকুল লাল মিত্র কে ?

৺কালী দাস মিত্রের বংশ জাত, যিনি গাধীপুর হইতে গৌড় রাজ্যেশ্বরের নিকট আসিয়াছিলেন। ৺কালী দাস মিত্র কারণ—কর্ত্তা ৺গোকুল লাল মিত্র কার্য্য—কর্ম্ম।

যিনি কারণ—কর্ত্তা, তিনি কার্য্য—কর্ম্ম, আবার যিনি কার্য্য—কর্ম্ম তিনি কারণ—কর্ত্তা।

৺কালী দাস মিত্র কে ?

বিশ্বামিত্র বংশজাত।

বিশ্বামিত্র কে ?

কৌশিক বংশজাত।

কৌশিক কে ?

কুশ বংশজাত।

কুশ কে ?

মনু বংশজাত।

মন্ন কে ?

ম, ন জাত।

ম, ন কে ?

ম, ন অনুনাসিক জাত।

অনুনাসিক কে ?

নাসিকার পশ্চাৎ যাহার উৎপত্তির স্থান হয়। নাসিকার পশ্চাতে সহস্র দল পদ্ম বিরাজ করে, যাহাকে ঘিলু অর্থাৎ মস্তকের ঘৃত কহে, ইহাতে বুঝিতে হইবে, মস্তকের ঘৃতের দ্বারা সমস্ত উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয় কিছুই করে না, যদি করিত, তাহা হইলে দেহের মৃত্যু অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতে, দেহ স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইত না।

অনেকে বলিতে পারেন—দেহের মৃত্যু অবস্থায় মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত থাকে, তবে কেন স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইহার কারণ আর কিছুই নয় শক্তির অভাব লক্ষিত হয়। শক্তি না থাকিলে সমস্ত বর্ত্তমান থাকিতেও নড়ন চড়ন বন্ধ হয়। যেমন কলের যন্ত্রে শক্তির অভাব হেতু সমস্ত যন্ত্র বর্ত্তমান থাকিতেও নড়ন চড়নের অভাব লক্ষিত হয়। কলের যন্ত্রের শক্তি ধূম ও জল, কিম্বা ইলেক্‌ট্রিসিটি হয়। দেহ যন্ত্রের শক্তি চিৎ হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা চেতনা হয়, অর্থাৎ মোবাইলফের্‌স্, অর্থাৎ প্রধান শক্তি, অর্থাৎ প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বভাব হয়। প্রকৃতির উপর কিছুই নাই, কিন্তু দর্শন দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুইটি ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না, ইহার কারণ পুরুষকেও আনিতে হয় ; কিন্তু আর কিছু সূক্ষ্মে উঠিলে এক আসিয়া উপস্থিত হয়, এই এক দর্শনে ও শাস্ত্রে নানা শব্দে বর্ণিত হয়। **এককে** যদি সর্ব্ব কর্ত্তা ঠিক করা হয়, যাহা দার্শনিকেরা করেন, তাহা হইলে আর কোনও উত্তর নাই, ইহা

স্থিরীকৃত বিষয় বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক ঠিক কিন্তু ব্যবহারে অঠিক হয়।

বিহারী মিত্র এই বলে, যদি স্থূল হইতে এত বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তি করিয়া, এবং একের পর এক ধরিয়া কার্য্য ও কারণ ঠিক করিয়া এতদূর আসা হইল, তাহা হইলে কেননা, একের উপর কে ইহা ঠিক করা হয়, যখন এইটী যুক্তি সঙ্গত হয়। যদি নীচের কর্ত্তা থাকিতে পারে, তখন কেননা কর্ত্তার উপর কর্ত্তা থাকিবে। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই মহাশয়েরা বলিবেন, ইহার উপর আর দর্শন চলে না, কারণ সকল দার্শনিকেরা এই স্থানে পঁহুছিবামাত্রই অন্ধ হইয়া যান, অন্ধ হইলে আর দেখিতে পান না, ফলতঃ হাতড়াইতে সুরু করেন, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যখন ক্লান্ত হন, তখন ফিরিতে সুরু করেন। উঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে বলেন, আমি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, এবং যাইবার মাত্রই অন্ধ হইলাম, আর অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বহু কষ্টে ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের সংবাদ দিতেছি যে, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ইহাই শেষ ও চরম সীমা।

এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ওয়ালারা অন্য সকলকে কতই ঘৃণা করেন, এবং অন্য সকলের নিকট উহারা কত বুদ্ধির ও জ্ঞানের ও যুক্তির পরিচয় দেন। কিন্তু (বাপু গো) বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি কোথায় রহিল, যখন মুর্খের মতন মুর্খ বেদব্যাস হইয়া হালে পানি পায় না বলিয়া, মুর্খের মতন মুর্খ নিজ মুখে ব্যক্ত হইল। মুর্খেরা না হয় এক হাত যাইয়া মুর্খ হয়, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ওয়ালারা না হয় দুই এক ক্রোশ যাইয়া মুর্খ হয়। বিহারী মিত্র উহাদিগকে আরও মুর্খ বলে, কেননা মুর্খেরা পথ কষ্ট সহ্য কম করে, এবং উহারা বেশী করে, কিন্তু বাস্তবিক উভয়ের ফল সমান হয়। এক জন বহু কষ্টে

এক পয়সা রোজগার করিল, অপর জন ঝটিত এক পয়সা লাভ করিল, যে ঝটিত করিল, বিহারী মিত্র তাহাকে বেশী সেয়ানা কহিল। বিহারী মিত্র সকলকে আহ্বান করিতেছে, যদি কেহ বিহারী মিত্রের সহিত মাথা ঠোকা ঠোকি করিতে ইচ্ছা কর, আইস, বিহারী মিত্র আদরের সহিত গ্রহণ করিবেক। কিন্তু সাবধান, বিহারী মিত্রের মাথা স্থূলের দ্বারা নির্ম্মিত, কারণ বিহারী মিত্রের অহং ভাব অত্যন্ত বেশী। যদি কেহ এমন কি সূক্ষ্ম লইয়া হিমালয়ের মতন অচল হইয়া আইস, তথাপি মাকড়সার জালের মতন দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

দেখনা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হাটেতে ব্রহ্ম আনিলেন, কিন্তু যখন ক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল, এইটী কোথা হইতে পাইলেন; এবং ইহার জন্মস্থান কোথা ?

বিক্রেতা উত্তর করিল। আমি কিছুই জানিনা। তবে যাহা বুঝি শিখিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুনুন। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।"

ক্রেতা। ইহার জোড়া নাই, সেই হেতু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি জোড়া থাকিত তাহা হইলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। আমি পৃথিবীর রত্ন আনিয়াছি, যদি আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এই সমস্ত রত্ন আপনার, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

বিক্রেতা। আপনি বেদান্ত ও উপনিষদের হাটে কখনও গিয়াছেন ?

ক্রেতা। চিরকাল, কিন্তু সমস্তই হ য ব র ল, অর্থাৎ গোল মাল। সাঙ্খ্য স্থিতি ও প্রলয় নির্ণয়, পাতঞ্জল যোগে, ন্যায় অর্থ নির্ণয়, বেদান্ত ব্রহ্ম নির্ণয়, বৈশেষিক ভাষা শিক্ষা, মীমাংসা ক্রিয়া কাণ্ড।

বিক্রেতা। আপনি যে বেদান্ত ব্রহ্ম নির্ণয় বলিলেন, ঐ, ঐ, ঐ।

ক্রেতা। বাহোবা, ব্রহ্ম একটী শব্দ ও নাম বৈত না, আমি জন্ম স্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি ঐ, ঐ, ঐ বলিলে হইবে কেন? বিহারী মিত্রের জন্ম স্থান জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ, ঐ, ঐ বলিলে কি হয়, না, বিহারী মিত্র, বিহারী মিত্র বলিলে হয়।

বিক্রেতা। আপনি যে শব্দ বলিলেন, শব্দ ব্রহ্ম হয়।

ক্রেতা। সমস্তই শব্দ, তাহা হইলে সমস্তই ব্রহ্ম। তবে চুরি এই শব্দ ব্রহ্ম হয়?

বিক্রেতা। যখন শব্দ তখন ব্রহ্ম হয়।

ক্রেতা। আপনার হাটে অনেক রকমের শব্দ রহিয়াছে, আপনি সকল শব্দকেতো ব্রহ্ম বলেন না। যত গুলি শব্দ রহিয়াছে তত গুলি আলাহিদা নাম রহিয়াছে, কিন্তু উহার ভিতর ব্রহ্মটীর জোড়া নাই, ইহার কারণ আমি জন্ম স্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আপনি এঁগো ওঁগো করিলে চলিবে কেন।

বিক্রেতা। ইহার জন্ম স্থান নাই, আমি কি করিয়া জন্ম স্থান বলিব।

ক্রেতা। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যু নাই, এবং যাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তাহার স্থিতি নাই।

বিক্রেতা। যাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তাহার কি আর স্থিতি থাকে।

ক্রেতা। কিন্তু আপনার ব্রহ্মের স্থিতি রহিয়াছে, কারণ আপনার হাটের নানা শব্দের ভিতর ব্রহ্ম একটী আলাহিদা রহিয়াছে, খালি জোড়া নাই এইটী বিশেষ আছে। যাহার জন্ম ও মৃত্যু ও স্থিতি নাই, তাহার নামও নাই, তবে ব্রহ্ম এই নাম হইল কি করিয়া?

বিক্রেতা। বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্ম হইয়াছে।

ক্রেতা। কত বড় বৃহৎ ?

বিক্রেতা। এত বড় বৃহৎ যাহার শেষ নাই অর্থাৎ অন্ত নাই।

ক্রেতা। তবে আপনার হাটে কি করিয়া আসিল, আপনার এই টুকু স্থানের ভিতর কি করিয়া রহিয়াছে, এবং ইহা শব্দের ভিতর কি করিয়া বিশেষ শব্দ হইল, এবং সকলের ভিতর প্রধান অর্থাৎ কর্ত্তা কি করিয়া হইল, যখন ইহার জন্ম ও মৃত্যু ও স্থিতি নাই ?

বিক্রেতা রাগান্বিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

অহে ক্রেতা, তোমার মতন জোড়া ক্রেতাতো আর নাই, দুই চারি পয়সার সওদা করিতে আসিয়া চৌদ্দ পুরুষের খপর জিজ্ঞাসা কর, তোমার ইচ্ছা হয় সওদা কর, না হয় চলিয়া যাও। চিরকাল বিক্রী করিয়া আসিতেছি, এমন অসভ্য ক্রেতাতো কখন দেখি নাই। আমার সমস্ত সময়টা বৃথা গেল, ইহার ভিতর কতকি বিক্রী করিতাম। তোমার মতন আমি অলসতা প্রিয় নয় যে, তর্ক বিতর্ক করিয়া দুই চারি পয়সার সওদা করিব। তুমি জান কি আমার খরচ কত, গাড়ির চাকার মতন না ঘুরিলে কি আমার খরচ চলে। দেশের লোক আমার সঙ্গে ভাল রকম করিয়া চলে না, আমার তো একটা গুলজার হাট চাই যেখানে আরাম করিব, নানা রকম কাঁচা পাকার মুখ দেখিব, এবং হাট চক্ চকে রাখিব, তবেতো হাটে ক্রেতা পাব, না তোমার সঙ্গে বৃথা কাল কাটাইয়ে এই কুল পর্য্যন্ত হারাইব। তুমি বৃথা কথার কাটাকাটি করিওনা, চলিয়া যাও।

ক্রেতা। অহে বন্ধু এত রাগ কর কেন, যেমন পুষ্করিণীতে দুই একটী এঁড়া মৎস্য থাকে না, তাদের না এঁড়া জাল দিলে ধরা পড়েনা, তেমনি আপনার না হয় একটি এঁড়াটে খরিদার রহিল, কিন্তু টানা ধরিতে পারিলেই সব ঠিক হয়। আপনি আমার জোড়া

নাই বলিয়াছেন, তবে তো আমি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।" আর আপনি ব্রহ্মকে কর্ত্তা কি করিয়া করেন, যখন উঁহার জন্ম ও মৃত্যু ও স্থিতি নাই ?

বিক্রেতা। তোমার মতন মূর্খ আর নাই, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আমি ব্রহ্মকে বলি। তোমার জোড়া রহিয়াছে, দেখনা, তুমি ও যা আমিও তা তবে না হয় তুমি খরিদার, আমি না হয় বিক্রীদার। ব্রহ্ম কর্ত্তা হয়, কারণ তিনি সৃষ্টি ও স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তুমি বুঝি সাকার খরিদার। আমার হাটে সাকার নাই, নিরাকার ব্রহ্ম আছে। "যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে।"

ক্রেতা। আপনার ব্রহ্মের বৃহত্ব কি করিয়া রহিল, যখন ব্রহ্ম আলাহিদা হইল ? জন্মের ও মৃত্যুর ও স্থিতির অভাব কি করিয়া হইল, যখন কর্ত্তা রহিল ?

বিক্রেতা। দেখ বাপু আমি এত শত জানিনা, আমি ভাসা ভাষা শিখিয়াছি, হাটে আসিয়া পয়সা রোজগার করি, দেশে দলাদলি হয়, কি করি একটা আশ্রয় তো চাই, তাই ব্রহ্ম বলি। তোমার যদি এই বিষয়ের উপর কোন কিছু বেশী বলিবার থাকে, আমার নাটের গুরুর কাছে চল, তিনি সব বুঝাইয়া দিবেন। আমার নাটের গুরু দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।

বিক্রিদার, খরিদারকে সমভিব্যাহারে লইয়া নাটের গুরুর নিকট চলিলেন। কিছুক্ষণের পর তথায় উপস্থিত হইয়া বাটীর সদর দরজার কড়া নাড়িতে সুরু করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন।

বিক্রেতা। নাটের গুরুকে, তিনি বাটী আছেন ?

লোক। তিনি উপাসনাতে মগ্ন আছেন। আপনি এই খানে অপেক্ষা করুন। আমি খবর দিয়া আসি।

বিক্রিদার ও খরিদার উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং বিক্রিদার সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন :—

মহাশয়! এই ক্রেতাটী বাতুল, আমি কত রকম করিয়া বুঝাইলাম যে, ব্রহ্মের জোড়া নাই, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটীই ব্রহ্ম, কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না, বরং কত রকম বাগাড়ম্বর করিলেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্রেতাটীকে বুঝাইয়া দেন। আমি চলি, কারণ হাটে অনেক জিনিষ বিনা রক্ষকে রাখিয়া আসিয়াছি, যদি না যাই কত খরিদার ফিরিয়া যাইবার ও জিনিষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

দিগ্বিজয়ী। তবে এস।

বিক্রিদার, খরিদারকে দিগ্বিজয়ীর সহিত আলাপ ও পরিচয় করিয়া দিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

দিগ্বিজয়ী। আপনার নিবাস কোথা, আপনি হাটে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, আপনি কি কার্য্য করেন?

ক্রেতা। আমার নিবাস সাকারে, ঠিক হরি মন্দিরের পূর্ব্বে। আমি হাটে জিনিষ ক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। সম্প্রতি বেকার আছি।

দিগ্বিজয়ী। হাঁ। হাঁ। হাঁ! অহে, সেই স্থানটীতে অনেক সাকারবাদী আছে। আপনি যে হাটে গিয়াছিলেন, সেই হাটে আপনার জিনিষ নাই। বাপু বেকার আছ, তাই আকার খুঁজিতেছ। আমার হাটের ক্রেতা কেহই বেকার নন্, সকলেই কার্য্যক্ষম।

ক্রেতা। আপনি সাকারবাদী বলিয়া উপহাস করিলেন কেন?

দিগ্বিজয়ী। দেখুন, আমি ছেলে বেলায় ঐ স্থানে বাস করিতাম,

তাই আমি সমস্ত অবগত আছি। আমি বিদ্রূপ করি নাই, তা ভাল, ভাল, ভাল্।

ক্রেতা। আপনি আকারবাদী নন্?

দিগ্বিজয়ী। হাঁ, হাঁ, হাঁ। আমি কি কুমারটুলির গড়া প্রতিমা লইয়া পূজা করি, না "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহার উপাসনা করি।

ক্রেতা। আপনি সাপ্, বেঙ্, কলা, ঘেঁচু অপেক্ষা আরো নীচ, কারণ আপনি কিছুই বুঝেননা। আইমার গল্প শুনিয়া জড় সড় হইয়া নিদ্রা যান। তা বালক, হইতেই পারে।

দিগ্বিজয়ী। আপনি বালক বলিলেন কেন?

ক্রেতা। আপনি ছেলে মানুষ কিছুই অবগত নহেন, যাহা রং দেখেন, আপনি তাহাতেই ভুলিয়া যান। যদি সাবালক হইতেন, তাহা হইলে এই সংস্কার হইত না, তবে মৃত্তিকা, প্রস্তর ও ধাতু অপেক্ষা ভাল, কেননা সংস্কার কিছু উপরে উঠিয়াছে। বাস্তবিক তাহা নয়, খালি সংস্কারের দরুন ভাল বলিলাম। ব্রহ্মের আকার আছে, ইহার কারণ আপনি উপাসনা করিতে পারিতেছেন, যদি নিরাকার হইত, তাহা হইলে আপনি নিরাকার হইতেন।

এই সব উচ্চ দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ দর্শনে নিরাকার বটে। কিন্তু আপনি উঁহার উপাসনা করিতে পারেন না, গুণ কীর্ত্তন করিতে পারেন না, নাম লইতে পারেন না, সকলকার কর্ত্তা ইহা বলিতে পারেন, এবং ইহার কারণ আমি উঁহার আকার আছে বলিতে পারি। আর আপনি শেষে যাইয়া জ্ঞান ও যুক্তি হারাইয়া, একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া, সাপ্, বেঙ্ পূজার মতন অঙ্গহীন হইয়া নাম স্মরণ করিয়া স্বর্গে যাইতে পারেন। কিন্তু মহাজনেরা যাহার দরুন ব্রহ্ম করিলেন, তাহা তো কিছুই বুঝিলেন না। "যতো বা ইমানি

ভূতানি জায়ন্তে।" অর্থাৎ যত কিছু ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আকার না হইলে জন্ম হয় কি করিয়া—যখন তা‑া ‑‑ আসিতে পারিতেছে, তখন কেননা তাহাতে পুনঃ যাইতে পা‑‑ অর্থাৎ তিনি আশ্রয়, যাহা হইতে আসিতেছে ও যাহাতে যাইতেছে, অতএব ভূতের আসা ও যাওয়া উভয়ই আকার হয়। আপনিও আকার হন, এবং যাহাকে উপাসনা করেন তাহাও আকার হয়, তবে আপনার ব্রহ্ম নিরাকার কোথায়—জ্ঞান ও যুক্তির মীমাংসা কোথায়—উচ্চ দর্শন কোথায়—খালি আঁক, নিজে ফাঁক, অন্যের কাছে জাঁক। আপনি কিপ্রকার দিগ্বিজয়ী যখন আপনার মুর্খ ক্রেতার নিকট বোম্বাচাক্। ওম্ বুঝিছি, বুঝিছি, Trumpetting Baboo। আপনি বোধ হয়—Baboo বাবু শব্দ কোথা হইতে হইয়াছে জানেন না, জানিবেন বা কি করিয়া যখন নিরাকার। যাহা হউক অনুগ্রহ করিয়া শুনুন ঃ—

কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, Baboon হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, ইহা যে অলীক তাহা নয়, কারণ মহাত্মা ব্যাস বলিয়াছেন, ভূত চারি ঊর্দ্ধ অষ্ট শততম লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে মানবরূপ লয়। কিন্তু কোন্‌টির পর কি প্রকার রূপ হয় তাহা ক্রমান্বয়ে বলা হয় নাই, তবে দুই একটির জন্য ছড়ান রকমে বলা হইয়াছে। Baboon হইতে মনুষ্য হয় না, ইহাও কেহ বলিতে পারেন না, তবে মোটামোটি বুঝা উচিত, ইহা হইতে পারে। যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে যখনি বঙ্গবাসীদিগের ল্যেজটি খসিয়া গিয়াছে, তখনিই Baboon শব্দের এন্‌টি (n) লোপ হইয়াছে, ইহার কারণ বোধ হয়, সমস্ত বঙ্গবাসী Baboo বাবু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

অনেকে বলিতে পারেন, এইটী মুসলমান চক্রবর্ত্তীর দত্ত খেতাব

হয়, কারণ মুসলমান হইলে নবাব হয়, হিন্দু হইলে Baboo হয়, ইহা যে অলীক তাহা নয়, কারণ বা সহিত, বো গন্ধ অর্থাৎ যিনি গন্ধের সহিত সদা থাকিতেন তাহাকে বাবো কহিত। বো আর Beau প্রায় এক হয়।

ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনাবধি তিনটী Sir অর্থাৎ K. C. S. I. খেতাব বঙ্গবাসী দিগের ভিতর পাইয়াছেন। কিন্তু এইটী কি যুক্তি সিদ্ধ যে, লক্ষণ তর্পণের মতন আগাগোড়া বঙ্গবাসীকে মুসলমানেরা Baboo খেতাব দিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদিগের সময় বঙ্গদেশে কতকগুলি লোক সভ্য ছিলেন অর্থাৎ ধনী, মানী ও গুণী ছিলেন, বোধ হয় ঠগ্ বাছিতে গাঁ ওজড়ের মতন খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়, তবে কি করিয়া Baboo খেতাব সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপিয়া পড়িল। দেশের গুণী, মানী ও ধনী খেতাব পাইয়া থাকেন, যদি সকলেই এক খেতাবি হন, তাহা হইলে সেইটী খেতাব হইতে পারে না যেটী সাধারণ, সেইটী খেতাব নয়, কিন্তু যেটী বিশেষ, সেইটী খেতাব হইতে পারে। সমস্ত ভারতবাসী উহাদিগের নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যহহার করিয়া থাকেন, আর্য্যেরা এই চিহ্নটী- উহাদিগের নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিতেন, ইহার কারণ বোধ হয় ভারতবাসী মাত্রেই নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করেন, যেমন মাষ্টার-master চিহ্নটী নোবল বৃটনরা নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইদানীং দুই একটী বঙ্গবাসী মাষ্টার-master শব্দটি নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করেন, এইটি ঠিক রঙ্গভূমিতে রামচন্দ্রের আবির্ভাবের মতন হয়, কিম্বা এইটীকে কাষ্ঠের বিড়াল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৺সীতারাম মিত্র প্রথমে বালী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন, তিনি মেটো সীতারাম ছিলেন। মেটো ও ডাসুকী একই হয়। অনেকে বলিতে পারেন, আমিত সুন্দর পুরুষ। তিনি হইতে

পারেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে পারেন না। যদি একবারে লোপ হইত তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা ছিল, যখন এখনও কলিকাতা হইতে তিন, চারি ক্রোশ বাদ দিয়া সুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে দেখিতে দেখিতে যাইলে, পূর্ব্ব পুরুষের সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বাঙ্গালী যে Dusky অর্থাৎ মেটো নন্, ইহা কি করিয়া বলিব।

মেটো সীতারামের পিতা ৺কৃষ্ণরাম মিত্র ছিলেন, তাঁহার সমস্ত গাত্র ছুলিতে ও দাদে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহার পরিধেয় অধঃ বস্ত্র ডেঁরে সেলাই ছয় হাতি ও উত্তরীয় চরকা কাটা তিন হাতি গামছা সম্বল ছিল। অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র চিরকাল আছে, কিন্তু তাহা নয়। ঢাকাকে জাহাঙ্গীর নগর কহে, কারণ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় এই নগর প্রস্তুত হয়। সভ্যের আগমনে ঢাকাতে জোলার আগমন, কারণ অসভ্যেরা এক রকম করিয়া অনাবরণে চলিতে পারে, কিন্তু সভ্যেরা এবং আনুসঙ্গিক সভ্য লোকেরা পারেন না, অর্থাৎ সভ্যদের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। জোলারা সমস্তই মুসলমান হয়, এবং মুসলমান ব্যবসাদারেরা এই কার্য্য জানিত, ফলতঃ বঙ্গের তন্তুবায়েরা উহাদিগের নিকট হইতে কাপড় বুনা শিক্ষা করিয়াছিল।

অনেকে বলিতে পারেন, তন্তুবায় শব্দটি বহুকালাবধি আছে, তবে কি করিয়া তন্তুবায়েরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাপড় বুনা শিক্ষা করিল, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আর্য্যদের সময় তন্তুবায় ছিল, কারণ আর্য্যেরা সভ্য ছিলেন, এবং অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আর্য্যদের নিকট জোলারা শিখিয়া ছিল ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, কিম্বা তদানীম যে আর্য্যতন্তুবায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, ইদানীম তাহারাই জোলা বলিয়া কথিত হয়, ইহা বোধ

হয় অযুক্তি সঙ্গত নয়, কিন্তু বঙ্গের তন্তুবায়েরা যে জোলার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, ইহার কোনও ভুল নাই, কারণ বঙ্গে অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব লক্ষিত হয়।'

আর দেখুন, মোজা, পেণ্টুলেন, ভেষ্ট ও সার্ট খ্রীশ্চান দাদার হয়—চাপকান, চোগা, সাম্‌লা, উজিরিয়ানা, স্যাফা ও মোড়েসা মুসলমান দাদার হয়, এবং অন্যান্য যাহা কিছু উত্তরীয় সভ্য বস্ত্র আছে, প্রায় সমস্তই অন্যান্য দাদার হয়। বঙ্গবাসীরা যখন বাটিতে থাকেন, তখন উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব লক্ষিত হয়, অধঃ বস্ত্রটি থাকে, বোধ হয় ইংরাজ বাহাদুরের আইনের কৃপায়, তাহা না হইলে উলঙ্গ মরকট যোগী হইয়া আর্য্য সভ্যতার আবও গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

কোন বঙ্গবাসী বাবু কোন একটি হ্যাট কোট্ বাবুকে বলিলেন ;—কিহে, এমন সুপুরুষ হয়ে তুমি হ্যাট্ কোট্ পরেছ, দেখ দেখি আমার পূর্ব্ব পুরুষের কেমন পোষাক, তোমার এ পোষাকে কয় টাকা খরচ হতে পারে, কিন্তু আমার পোষাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

বাঙ্গালী বাবুটি মোজা, পেণ্টুলেন, সার্ট, চাপকান ও শ্যামলাতে ছিল, বলুন দেখি, দুই দাদা অপেক্ষা এক দাদা ভাল কিনা, আর অস্তমিত সূর্য্যের উপাসনা অপেক্ষা উদিত সূর্য্যের উপাসনা ভাল কিনা—বোধ হয় বলিবেন সংস্কার—কিন্তু বঙ্গবাসীদিগের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র অভাব হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে—যদি বলেন না—তবে কিহেতু নানা দাদার পোষাক লইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করা হয়, যদি থাকিত তাহা হইলে নিজের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদরবারে যাইত। অনেক বোকচন্দ্র আছে—বলিবে—রাজার হুকুম নাই, রাজদরবারে কাপড় ও চাদর পরিধান করিয়া যাইতে, কিন্তু যে পোষাক পরিধান করিয়া যাওয়া হয়, তাহা কি পুরো ইংরাজদের

পোষাক না বিজাতীয় পোষাক, ইহাতে কিস্পষ্ট প্রকাশ পায় না যে, বাঙ্গালিদের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব হয়।

আর দেখুন, বঙ্গদেশের গ্রামস্থিত মেটো লোকেদের অবস্থা দেখিয়া এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ জানিতে পারা যায় যে, তন্তুবায়ের প্রয়োজন ছিল কিনা এবং আছে কিনা। অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে এখনও উত্তম রূপে জানিতে পারা যায় যে, অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতাতে কয়টি জুতার ও পোষাকের দোকান ছিল ও কয়টি লোক ব্যবহার করিত, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, যে বাঙ্গালিদের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব হয়। চাঁদনির চক ও পগেয়া পটী এখনও বিল ও জঙ্গল বাসী ও অজ্ গ্রামবাসীদের প্রয়োজন হয় না। চাঁদনির চক ও পগেয়া পটী মহানগরবাসী, নগরবাসী, ও প্রসিদ্ধ গ্রামবাসীদের প্রয়োজন হয়। ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় যে কি ছিল, তাহা প্রকাশ্যে লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে।

আর দেখুন, পূর্ব্বে বঙ্গবাসী যে অসভ্য ছিলেন, তাহার পরিচয় যাহারা এখন সভ্য বলিতেছেন তাহাদেরও ভিতর লক্ষিত হয়। পূর্ব্ব পুরুষের চাল যাইবে কোথায়, যখন সকলে সভ্য হন নাই। কোন ক্রিয়া করিতে হইলে উত্তরীয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, যদি অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র বঙ্গবাসীদের থাকিত, তাহা হইলে খালি ক্রিয়ার সময় প্রয়োজন হইত না। বঙ্গবাসীরা আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ আর্য্য ধর্ম্মের সভ্যতা রক্ষা হেতু অন্য সময়ে অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্রিয়ার সময় ও মৃত দেহ দাহ করিবার সময় অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হন।

চিতাতে মৃত দেহ রাখিবার পূর্ব্বে যাহা করেন, এবং মৃত দেহ চিতার উপর কি রকমে শায়িত করেন, তাহা কি একবার মনে পড়ে না। কোথায় আপনার সভ্যতা, সেই পূর্ব্ব পুরুষের ডেঁরে সেলাই কাপড় ও চারি হাত উত্তরীয় গামছা, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, যে বঙ্গবাসী ধাঙ্গড় ছিল, খালি আর্য্য ধর্ম্মের খাতিরে মৃত দেহেতে এই সভ্যতাটি লক্ষিত হয়। মুসলমান যত গরিব হউক না কেন, মৃতদেহ কবর দিবার সময় ভিক্ষা করিয়াও পরিষ্কার অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র মৃতদেহে পরাইতে বাধ্য, কারণ সভ্য মুসলমান ধর্ম্মে অসভ্য বঙ্গবাসী দীক্ষিত হইয়াছে। যাহাদিগের জীয়ন্ত অবস্থাতে অধঃ ও উত্তরীয় কিম্বা খালি উত্তরীয় বস্ত্র অভাব হয়, তাহারা যদি সভ্য ধর্ম্মে, অর্থাৎ আর্য্য, বুদ্ধ, যোরাষ্ট্রিয়ান, মোসাইক, খ্রীশ্চান ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে মৃতদেহ দাহ করা কিম্বা কবর দেওয়া কিম্বা ফেলিয়া দেওয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিধেয় নয়, ইহার কারণ সকল দীক্ষিত ব্যক্তি অধঃ ও উত্তরীয় পরিধেয় বস্ত্রের সহিত দাহ কিম্বা অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়।

আর দেখুন, জগতে কোন সভ্য ধর্ম্মাবলম্বী মৃতদেহের অনাদর করেন। মৃত্যু সংবাদ পাইলেই যে অবস্থায় যিনি অবস্থিতি করুন না কেন, তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হন, এবং মৃতদেহের সহিত শেষ স্থান অবধি যান, শেষ-কার্য্য সমাধান্তে দুঃখের সহিত নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গবাসীদিগের ঠিক বিপরীত কিনা, একবার অকপট হৃদয়ে বিবেচনা করিয়া বলুন।

আর দেখুন, বঙ্গবাসীদের মা, মাসী, পিসী, জেঠী, খুড়ী, ভগিনী চিৎপাৎ হইয়া অনাবরণে চিতার উপর হইতে স্বর্গে যাইতেছেন, এইটা আর্য্যদের কোন সভ্যতাতে আছে। আর্য্যদের চৈত্যগৃহ—

charnel-house ছিল সেটি কি একবার মনে পড়ে না। যদি কেহ আবরণের ভিতর দাহ কর বলিল, অমনি সমস্ত ধার্গড় বঙ্গবাসী ধর্ম্ম নষ্ট করিল বলিয়া, হাঁ হাঁ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

আকর যাবে কোথায়। যতই বড় হউকনা কেন, গোড়ায় যে কলু ছিলেন, এখনও সেই কলু আছেন, খালি এস্প্লাণ্ডি বোঁটে বাঁ আলু দিয়ে চিংড়ি মাচ এইটি বেশী হইয়াছে।

আর দেখুন, বঙ্গবাসীনীদের কোন প্রকার দুঃখ হইলে পেটে ও বুকে আঘাত করেন। মস্তকের চুল ছিড়েন, এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেন, ইহাকি আর্য্য সভ্যতাতে আছে, না রাক্ষস দিগের ভিতর ছিল।

আর দেখুন, আদ্য ঋতুতে নহবত বাজনা হয়, এবং চুন ও হলুদের শ্রাদ্ধ যথেষ্ট হয়। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর লোক সমূহকে গুলজার কার্য্য করিয়া জানান হয় যে, আমার কন্যা, ভগিনী, কিম্বা সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেদের আদ্য ঋতু হইয়াছে, এইটি বা কোন আর্য্য সভ্যতাতে বলে।

আর দেখুন, কাশীমিত্রের ঘাটে গাদা করিয়া যে হাঁসপাতালের মৃতদেহ দাহ করা হয়, এইটি কোন সভ্যতা। আমাদিগের দুই চারি হাত অধঃ বস্ত্র এবং এক দুই হাত উত্তরীয় গামছা আছে, কিন্তু এই সব মৃত দেহের উপর যে আদৌ কিছুই নাই এইটি কি ভাল।

বঙ্গদেশে মানী, গুণী ও ধনী বাঙ্গালী হিসাবে সম্প্রতি অনেক আছেন, এবং উঁহারা বলেন যে, আমরা মানী, গুণী ও ধনী যেহেতু আমাদিগের এই সব মৃত দেহের উপর নজর নাই, যদি নীচ লোকের উপর নজর থাকিত, তাহা হইলে আমরা মানী, গুণী ও ধনী বলিয়া কথিত হইতাম না। এইটি যে অযথা নয় তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু যখন স্বদেশী ও স্বজাতি, তখন একটু নজর রাখা কি ভাল নয়।

অনেক বোকচন্দ্র বলিতে পারে যে উহারা স্বদেশী ও স্বজাতি নন, কিন্তু বিহারী মিত্র কহে উহাঁরা যথার্থ স্বদেশী ও স্বজাতি হন, খালি গরিব ও ওয়ারিষন্ বিহীন বলিয়া উহাঁরা এই দুর্দ্দশা ভোগ করেন।

বঙ্গদেশের সভ্যতা অত্যুৎকৃষ্ট, কারণ একবার কোনও রকমে দুই চারিটী পয়সা হইলে হয়, দুই একটী সভাতে যাইতে পারিলে হয়, দুই এক কলম চালাইতে পারিলে হয়, তাহা হইলেই নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত অনেক তফাৎ হইয়া যায়। গুলি সুতা ও অগুলি সুতা কিছুতেই মিলে না, যেমন মুসলমান ও হিন্দু, খালি তফাৎ এই, মুসলমানেরা পয়সা গ্রহণ করেন না, গুলি সুতারা করে।

বঙ্গদেশের প্রকৃতি অতি নীচ হয় কারণ গরিবকে কুকুরের মতন ব্যবহার না করিলে, প্রকৃত গুণী, মানী ও ধনী হয়না, মিথ্যা কি সত্য আপন আপন মুখ দেখুন। বঙ্গদেশে গরীবকে স্বজাতী ও স্বদেশী না বলা উচ্চ সভ্যতা, অপরকে ঘৃণা করা মহাগুণ, ইহার কারণ বোধ হয় সংস্কারটী স্বাভাবিক, আবার ঘৃণা না করিলেও বঙ্গদেশে উচ্চ হয় না ইহাও আশ্চর্য্য রহস্য হয়। এই দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এত নীচ প্রকৃতির লোক হয় যে, যথাযোগ্য মান্য দিতে আদৌ জানেনা। যদি কেহ সমভাব করিল মাথার উপর নাচিল, কুকুরের মতন রাখিল গুণ গাহিল। বঙ্গদেশে এগুলেও নির্ব্বংশ পিছুলেও নির্ব্বংশ হয়।

বাঙ্গালা সভ্যতার কি হাওয়ার—বাতাসের কাপড় দেখিয়াছেন? বোধ হয় বলিবেন না। ভগিনী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা প্রায় উলাঙ্গিনী হইয়া অন্য বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যান, স্ত্রীলোকদিগের বাহাদুরি যদিও বাটীতে ম্যানচেষ্টার ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্যত্রে যাইবার সময় মাকড়সার জাল, কারণ তাহা না হইলে ধনীর বাটীর স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচিত হইবেন না।



গ্রামস্থিত স্ত্রীলোকদের জল সওয়া ও বিবাহের বরণ ও কেঁছনা ছেঁয়াটা দেখুন। পশ্চাতে ঢুলির ঢোল, কাঁসীর কাঁ্যাং ক্যাং, আড় খেমটার রং, আর সম্মুখে লাঠির ঠ্যাং ঠ্যাং, বাবু কলিকাতায় আসিয়া বিএ লে রে পড়িলেই, "হাম্ আর্য্য সন্তান হায়।" বিবাহের বরণ ডালার জিনিষগুলি কি একবার দেখা হইয়াছে। বোধ হয় না, যে জিনিষগুলি থাকে, সেই গুলি এখনও অন্তজে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাষ্ঠের চিরুণী, টিনের দর্পণ, চব্‌কার সুতা, পঞ্চকড়াই, কুলা, চালের গুঁড়ির শ্রী।

শুভকর্ম্মের বিতরণের জিনিষ দেখুন। সরিষার তৈল, হলুদ, মাসকলাই ও মৎস্য। চিন্তা-রহস্যতে তৈল ও হলুদের ব্যবহার দেখুন। মাস কলাই ও মৎস্য এদেশের প্রধান জিনিষ হয়, যাহাতে অদ্যাবধি বঙ্গবাসীরা বাঁচিয়া আছেন, জল বেশী বলিয়া এই দুইটী খুব বেশী হয়।

শ্রাদ্ধের লৌকিকতাটী উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ এইটী পরম্পরের হয়। ইদানীং গ্রহণ করা হয় কিন্তু ফেরৎ দেওয়া হয় না। গুরু জনের শ্রাদ্ধের সময় ম্যানচেষ্টারের খাতিরে, গুরু জনকে নরকে বাস করানটী বিধেয় হয় না। বিবাহের আয়ুঃবর্দ্ধনের বস্ত্রগ্রহণ করা ভাল নয়, এইটী আর্য্য সভ্যতা নয়, কারণ সুতার বস্ত্র অশুভ হয়।

যিনি বর ও কন্যার যুক্ত অবস্থায় অন্দরে যাইতে পারেন, তিনি যৌতুক দিউন, কিন্তু অন্য সমস্ত নিমন্ত্রিত লোককে এই কার্য্যে বাধ্য করা বিধেয় নয়। দুই চারি খানি বস্ত্রের খাতিরে, বর ও কন্যার অশুভ আহ্বান করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। শ্রাদ্ধে, বিবাহে ও অন্যান্য ক্রিয়াতে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ যুক্তি সিদ্ধ এবং যাহা তিনি দিবেন তাহাও গ্রহণ যুক্তি সিদ্ধ হয়, কারণ তিনি প্রস্তুত

হইয়া দিতেছেন, কিন্তু ফেরত দিতে বাধ্য এইটী অসভ্যতা, কারণ তিনি প্রস্তুত নন।

বাটীতে পূজা উপলক্ষে প্রণামী গ্রহণটা ভাল নয়, এইটী দেবল প্রথা হয়, ইহার কারণ দেবলেরা আর্য্যদিগের ভিতর অত্যন্ত ঘৃণিত। অনেকে বলিতে পারেন, রিক্ত হস্তে দেব দর্শন বিধেয় নয়, এইটী খুব ঠিক, কিন্তু ভক্তি দানে দর্শন বিধেয় হয়। ফল ও বিল্ব পত্র দিয়া পূজা করা লক্ষ গুণে ভাল, তথাপি একটী বৃথা উপলক্ষ করিয়া পরের পয়সা গ্রহণ করাটি ভাল নয়। বঙ্গবাসীদের নীচ প্রকৃতির দরুন এই সব করা হয়, যদি উচ্চ প্রকৃতি হইত, তাহা হইলে করা হইত না। ধিক্ শত ধিক্ বঙ্গবাসীদিগের সভ্যতাকে। যাহাদের কিছুই নাই পরের লইয়া কার্য্য, তাহাও যদি সমস্ত এক হইত, তাহা হইলে বা এক দিন এক কথা চলিত, দশ জন দশ দিকে হয়।

বঙ্গবাসীকে ইউরোপিয়ানরা যে কুলি জজ্ ও কুলি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্য যাহা কিছু বলেন, ইহা যে অযথা তাহা নয়, কারণ চিন্তাশীল হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, বোধ হয় বরং বিরক্ত না হইয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিবেন, উঁহারা যাহা বলেন, উহার প্রতিবাদ না করিয়া বরং ঐ সব দোষ ক্ষয় প্রাপ্তি যাহাতে হয়, তাহার পথ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কেহ বলিলেন, বঙ্গবাসীদের সুঠাম গঠন হয়না, ইহার প্রতিবাদ করা ভাল নয়, কারণ মহাভারত ও পুরাণ আনিয়া ফেলিতে হয়, ইহার অপেক্ষা ইদানীং সুঠাম গঠন কিসে হয়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ হয়। কেহ বলিলেন—মিথ্যাবাদী—স্বীকার করিয়া লওয়া অত্যন্ত ভাল হয়, কারণ পুনরায় আর উঁহারা বলিবেন না, যেহেতু মিথ্যা কথা আর কহিব না। কেহ বলিলেন—বঙ্গবাসীদের এক পোষাক, এক খাদ্য এক রং ও এক ধর্ম্ম নাই, ইহাতে উত্তর করা

ভাল নয়, বরং নিস্তব্ধ হইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয়, যেহেতু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব সর্ব্ব বিষয়ে কি প্রকারে এক হই। এক ও বহু কি অনুগ্রহ করিয়া চিন্তা-রহস্য পড়িবেন।

হায় রে বিধাতা, বঙ্গবাসীদিগকে আপনি কেন বোবা করেন নাই, তাহা হইলে বঙ্গবাসীরা আর বলিতে পারিতেন না যে, আমরা আর্য্য সন্তান, আমরা সভ্য, বোবা না করিবার কারণ বঙ্গবাসীরা মহাত্মা আর্য্যদের শ্রী ভ্রষ্ট করিতেছেন। যাঁহারা এক সময়ে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহাদিগের সভ্যতাতে দক্ষিণবাসী বনের নর সভ্য হইয়াছিল, যাঁহাদিগের তলবারির ঝন্‌ঝনাতে মেরুবাসীরা ত্রাসিত হইত, যাঁহাদিগের কলমেতে উৎপত্তি ও স্থিতি ও প্রলয় নাগর দোলার মতন চারি ধারে অখণ্ড গোলাকারে ঘুর্ণিত হইত, যাঁহাদিগের রূপের ছটাতে ক্ষণ ক্ষণেক প্রকাশ পাইত, যাঁহাদিগের সুঠাম গঠনে বিদ্যাধরী মোহিত হইত এবং যাঁহাদিগের সরলতাতে জগৎ স্তম্ভিত থাকিত আজ সেই মহাত্মা আর্য্যদিগকে বঙ্গবাসী নকড়া ও ছকড়া করিয়া গর্ব্বিত। উঃ কি মনস্তাপ।

মেটো ৺কৃষ্ণরাম মিত্র ডেরে সেলাই কাপড় ও চারি হাত গামছা ব্যবহার করিয়া, এবং সরিষার তৈল ও হরিদ্রা গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া, এবং মৎস্য, ভাত, তেঁতুল, কলমি শাক ও মাসকলাই ভক্ষণ করিয়া, এবং খড়ের কুটীরে বাস করিয়া বালিতে আনন্দে ইহ-লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র মেটো সীতারাম যিনি প্রথম বালী হইতে কলিকাতায় আসেন, তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সভ্য হইয়া ও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ বাখিয়া ও দ্বিতল বাটীতে বাস করিয়া কলিকাতায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র, ৺গোকুললাল মিত্র ইংরাজ বাহাদুরের পদসেবা করিয়া লবণের কর্ত্তা হন এবং তিনি পরে এই ব্যবসাটিকে একচেটে করিয়া

ছিলেন বস্তুতঃ তিনি এই ব্যবসাটি হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, নাম, যশ, কীর্ত্তি ও বাগবাজার মিত্র বংশ স্থাপন করেন। ৺নিমাই চরণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺গোপাললাল মল্লিক এই কার্য্য ৺গোকুল লাল মিত্রের মৃত্যুর পর করিয়াছিলেন। ৺গোকুল লাল মিত্র, মিত্রবংশের ভিতর প্রথম ও প্রধান ধনী হন।

[মহাত্মা পুরন্দর খাঁ বসু বংশের ভিতর প্রথম ও প্রধান ধনী হন, যদি বঙ্গের কায়স্থের ভিতর বলা হয়, তাহা হইলেও অত্যুক্তি হয় না, অর্থাৎ তিনিই বঙ্গের কায়স্থের ভিতর প্রথম ও প্রধান ধনী, মানী ও গুণী হন। তিনি প্রথম বঙ্গের কায়স্থদিগের ভিতর মেল বন্ধ করেন, মেল—মিল—মিলন অর্থাৎ বিবাহ নিয়ম করেন। পূর্ব্বে আজ-কালকার মতন বিবাহের নিয়ম কিছুই ছিলনা, অর্থাৎ পঞ্চ আগত কায়স্থ ও ছয়টি আদিম-মূলবাসী কায়স্থ ও বাহাত্তর অন্য কায়স্থ পরস্পরে বিবাহ করিতে পারিত এবং বরাবর দ্বাদশ পর্য্যা পর্য্যন্ত বিবাহের আদান ও প্রদান পরস্পরে এইরূপ চলিয়া আসিয়াছিল। ত্রয়োদশ পর্য্যাতে মহাত্মা পুরন্দর খাঁ মেল বন্ধ করিলেন, অর্থাৎ কাহার সহিত কাহার বিবাহ হইবে ও হইবেনা ঠিক করিলেন। মূলে মূলে অর্থাৎ আদিমে আদিমে অর্থাৎ মৌলিকে মৌলিকে কিম্বা মৌলিকে বাহাত্তরে আর বিবাহ হইবে না, ইহার কারণ তিনি আপনার পুত্রকে ৺বানী কান্ত দত্তের ভগিনীর সহিত বিবাহ দিয়া, প্রথম আদ্যরস স্থাপন করেন, এবং তিনি বানী কান্ত দত্তকে মাল্য-ধর খেতাব দেন, এবং পরে ঐ মাল্যধর খেতাব গোষ্টীপতি খেতাব বলিয়া জন সমাজে কথিত হয়। মহাত্মা পুরন্দর খাঁ এই নিয়ম করিলেন, "যে কেহ মৌলিক কিম্বা বাহাত্তর বানী কান্ত দত্তের বংশ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেক, তাহাতেই গোষ্টীপতি খেতাব পাইবেক, এবং যতদিন পুনরায় তৎবংশ হইতে অন্য মৌলিক

কিম্বা বাহান্তর কন্যা গ্রহণ না করিবেক, ততদিন সেই বংশে গোষ্ঠী-পতি খেতাব থাকিবেক, এবং গ্রহণ করিলেই, গ্রহণকর্ত্তাতে গোষ্ঠী-পতি খেতাব হইবেক।" তদবধি মৌলিকে মৌলিকে ও মৌলিকে বাহাত্তরে বিবাহ বন্ধ হইল। এই গোষ্ঠীপতি প্রথমে ৺বানীকান্ত দত্ত হন, ইহার পর অষ্টাদশ পর্য্যাতে মজুমদার বংশে যায়, তাহার পর মজুমদার বংশের কন্যা সিংহ বংশে আসিলে, সিংহ গোষ্ঠীপতি হন, তাহার পর সিংহের কন্যা দেববংশে আসিলে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব গোষ্ঠীপতি হন, এবং উহাঁর বংশধরেরা এখনও গোষ্ঠীপতি আছেন।

ঘোষ বংশের ভিতর লোচন ঘোষ প্রথম ও প্রধান ধনী হন। দত্ত বংশের ভিতর মদন দত্ত প্রথম ও প্রধান ধনী হন। গুহ বংশের ভিতর কচুরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা প্রতাপ আদিত্য প্রথম ও প্রধান ধনী ও বাঙ্গালীর ভিতর বীর্য্যবান পুরুষ হন।]

৺গোকুল লাল মিত্র তাঁহার পিতা অপেক্ষা কিছু সভ্য হন, কারণ ছুলি ও দাদ তাঁহার অঙ্গে অভাব হয়, কুচ কুচে কাল রংটী অভাব হয়, ফুল পুকুরের কিম্বা কটকের চটী তাঁহার পাদুকা হয়, পাড় বিহীন ধুতি অধঃ বস্ত্র হয়, এবং উড়ানি তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র হয় এবং মাথা কামান মধ্যে অর্দ্ধ হাত লম্বা শিখা তাঁহার মস্তকের শোভা হয়। তিনি মদন মোহন প্রেমে ঢল ঢল প্রেমধারী হন, নিরামিষ ভোজী ও পালকীযান আরোহী হন। তিনি বাটিতে কোন কার্য্য উপলক্ষে চম্‌কা আলোকের মধ্যে মসাল ব্যবহার করিতেন, চিড়া মুড়কী, খই, গুড়, নারিকেল নাড়ু দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজন করাইতেন। তিনি অন্তে ৺মদন মোহনের সম্মুখে সুরধনী তটনীরে দেহত্যাগ করেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সেই চিতাতে সহমরণে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺জগন্মোহন মিত্র, আর কিছু সভ্য

হইলেন, কারণ বাহিরের পয়সাতো আর ঘরে আসিল না, বরং ঘরের পয়সা বাহির হইতে লাগিল। তিনি পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে ও দর্শনে, পিতার অপেক্ষা অনেক উচ্চ হইলেন, কিন্তু বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না, শীঘ্রই যম সদনে চলিলেন।

ইংরাজী দশ উর্দ্ধ অষ্টদশ শততম খৃষ্টাব্দে ৺গোকুল লাল মিত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্রের উপর অন্য পৌত্রেরা বিষয় বণ্টনের দরুন্ মহামান্য সুপ্রিম্ কোর্টে এক নালীশ রুজু করেন, এই সময় নয় বীর বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ৺রসিক লাল মিত্র নাবালকের কারণ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরলাল মিত্র রক্ষক পদে নিযুক্ত হন। সভ্যের শিরোমণি হইলেন, তৎকারণ সভ্যতারও চূড়ান্ত দশা লাভ করিলেন, পোষাকে, আহারে ও ব্যবহারে, গোড়া সমস্তই ভুলিলেন, এবং কাশী মিত্রের ঘাটও সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ হইল এবং বাস্তবিক আবার পূর্ব্বের ভাবের বীজও রোপন হইল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ৺রসিক লাল মিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে বিষয় বণ্টন করিয়া লন, কিন্তু তখন মূল বিষয়ের বার আনা সভ্যতাতে খাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখনও বণ্টন নামেতে Baboo দেখিতে পাইলাম না, তিনি আর সভ্য হইলেন না, পেঁচকের ব্যবহার রাখিলেন, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সূক্ষ্মভূতে মিলাইয়া গেলেন।

পুত্রেরা সভ্য হইলেন, অর্থাৎ আলোকে আসিলেন, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ বিহারী লাল মিত্র সভ্যের চূড়ান্ত হইল অর্থাৎ প্রকৃত Baboo হইল। আর ডে রে সেলাই কাপড় নাই, চারি হাত গামছা নাই, ছুলি ও দাদ নাই, মাথায় চৈতন নাই, নামাবলি নাই, তিলক নাই, তেঁতুল ও কলমি শাক নাই, ছুঁত হাঁড়ির কালী নাই, পালকী যান নাই, কেবল বহুরূপী হইল। মাথায় কাকপক্ষ ধরিল, মেজে ঘসে

সুন্দর হইল, পলাণ্ডু, কাট্‌লেট্‌ গ্রীল্‌, হাপ্‌রোষ্ট, কোপ্তা, কোর্ম্মা, বরাণ্ডী, সেবা করিতে লাগিল। চারি ধারে সকলে Baboo বলিল, কিন্তু গোড়া সমস্তই ভুলিল, যেমনি ভুলিল অমনি পূর্ব্ব পুরুষ আবার ঘুরে ফিরে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একের কি আশ্চর্য্য রহস্য। আবার যেমন স্বভাবের আশ্রয় লইল, ক্রমান্বয়ে পুনরায় উচ্চে উঠিতে সুরু করিল। স্বভাব করিলে স্বভাব, অভাব করিলে অভাব, সমস্তই নিজের হস্তের মুঠার ভিতর হয়। স্বভাব ছাড়িওনা, অভাবও হইবে না। জমা ও খরচ ঠিক্‌ রাখিলে বরাবব ঠিক থাকিবে।

আমি যে Baboon হইতে Baboo কথার উৎপত্তি করিয়াছি কেন জানিতে পারিলেন। বঙ্গবাসীদের পুরুষানুপুরুষক্রমে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনাবধি যত দেখিতে পাওয়া যায়, এত পূর্ব্বে লক্ষিত হইত না, বোধ হয় ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ইংরাজ বাহাদুরেরা যত উদার হইয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, পূর্ব্বেকার রাজারা তত করিতেন না। আর ইংরাজ বাহাদুরের সময় বঙ্গবাসীরা যত অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা পাইতেছেন, পূর্ব্বে এত পাইতেন না, আর ইংরাজ বাহাদুরের সময় বঙ্গবাসীরা মনের স্বাধীনতা যত ভোগ করিতে পারিতেছেন, পূর্ব্বে তাহা পাইতেন না। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, খালি পেনেল কোড বাদ দিয়া, কেহই বাধা দিবার নাই, খালি গরিব হইলেই কিছু ঠেকা ঠেকি হয়। বঙ্গবাসীদিগকে বানরের মতন অত্যন্ত চঞ্চল দেখি, তাই Baboo শব্দটী Baboon হইতে করিয়াছি।

দিগ্বিজয়ী। আপনি কি মাথা মুণ্ড বকিলেন, আপনি যে আমায় বালক বলিয়া ছিলেন, তাহার বিষয় কিছুই বলিলেন না।

ক্রেতা। যখন ভ্রূণ মাতৃ গর্ভে থাকে, তখন দার্শনিক হইতে

পারে না, [অনেক লোকচন্দ্র আছে তাহারা বলিবে কেন পারেনা, যখন বীজে যাহা থাকে, বৃক্ষে তাহাই থাকে, তাহা না হইলে কি করিয়া হয়। এই স্থানে সূক্ষ্মের সহিত তুলনা হইতেছে না, স্থূলের সহিত ইহা নিশ্চয় জানিবে] ক্রমে যখন মাতৃ গর্ভ হইতে বাহির হয় তখন আহার নিদ্রা বই আর কিছুই থাকে না। ক্রমে স্বাভাবিক জ্ঞান হইলেই ভয় ও মৈথুন আসিয়া যোগ দেয়, এই চারিটী বালকের লক্ষণ হয়। জঙ্গলবাসীদিগকে কেন অসভ্য বলে, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, জঙ্গলবাসীরা বালক, অর্থাৎ জঙ্গলবাসীরা এই চারিটীর উপর নির্ভর করে।

দিগ্বিজয়ী। আপনি কি আমায় অসভ্য বলেন, না পশু বলেন?

ক্রেতা। আপনাকে আমি অসভ্য বলিব কেন, যখন আপনি সভ্যের প্রধান সভ্য মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এবং আপনাকে পশু বলিব কেন, যখন আপনার চারি পা ও ল্যেজ নাই। তবে কি জানেন, একের কৃপা যে তিনি বিহারী মিত্রকে ঘাষ ভক্ষণকারী করেন নাই, কেননা তাহা হইলে বাঙ্গালার সমস্ত বন্য পশু লোপ হইত, ইহার কারণ বোধ হয় তিনি মনুষ্য আকার করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহারে পশুর মতন, অর্থাৎ বালকের মতন আছে।

দিগ্বিজয়ী। আপনি যে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এইটী উপহাস্তের ভিতর আনিলেন। আপনি ইহা কি জানেন?

ক্রেতা। কিছু কিছু জানি বই কি, সেই জন্যেইত বালক বলিয়াছি। সর্ব্বত্র এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, জগৎ এই শব্দটাকে যদি মোটা অর্থ কর তাহা হইলে বহু রূপান্তর দেখিতে পাইবে, কিন্তু সমস্তই জগৎ রাখিলে আর দেখিতে পাইবে না। পৃথিবীতে দুইটী মত আছে, কিন্তু শাখা প্রশাখাও এত বেশী যে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রথমটী অনন্ত অর্থাৎ নিরাকার, দ্বিতীয়টী কর্ত্তা অর্থাৎ সাকার। যদি কেহ নিরাকার বলিয়া উপাসনা করিলেন, তাহা হইলেই তিনি বালক হইলেন, কারণ নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না। কার্য্য থাকিলেই কারণ চাই, এবং কারণ থাকিলেই কার্য্য চাই, জন্ম থাকিলেই মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু থাকিলেই জন্ম হয়।

দিগ্বিজয়ী। নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন, যখন মন দিয়া করিতেছি। মনের তো আকার নাই, আপনি বলিয়াছেন, নিরাকারে নিরাকার দিয়া উপাসনা করা উচিত, সাকারকে সাকার দিয়া উপাসনা করা বিধেয়, তবে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই উপাসনাটির দোষ কি ?

ক্রেতা। সাধেকি বালক বলিয়াছি, হাঁড়ি কলসীর কিছু উপর গিয়াছেন। মনের আকার নাই এইটি কি হইতে পারে। আকার না হইলে চিন্তা করিব কি করিয়া, ব্যোমেরও আকার আছে, ইহার কারণ শব্দ—ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। যাহার আকার আছে তাহার উপাসনা আছে, যাহার আকার নাই তাহার উপাসনা নাই। চিৎ—মন যাহা দ্বারা আমরা চিন্তা—মনন করি, যদি চিতের—মনের অভাব হইত, তাহা হইলে আমরা আর চিন্তা—মনন করিতে পারিতাম না। মহাজনেরা সাধন শাস্ত্রে এই চিৎকে-মনকে লইয়া বিচার করিয়াছেন। মন উল্লুক গড়িতে পারে, মন আবার সাধু তৈয়ার করিতে পারে, মনকে একটী বিষয় দিলে, এক মন হইতে পারে, এক মন করিতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, কার্য্য সিদ্ধি হইলে কারণের নিকট আসন হইতে পারে, কারণের নিকট আসন হইলে, নিজে কারণ হইতে পারে, নিজে কারণ হইতে পারিলে, জগতের বিষয় হইতে পারে, বিষয় হইতে পারিলে, জগতের মনকে আহার দিতে পারে, মনকে আহার দিতে পারিলে, কার্য্য করিতে পারে, কার্য্য

করিতে পারিলে, সিদ্ধি হইতে পারে, ইহার কারণ বলিয়া থাকে, যে রকম ভাবনা যার সে রকম সিদ্ধি তার। আপনি উপাসক, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" উপাস্য বিষয়, এইত দুই রহিয়াছে, এবং উভয়েরই আকার রহিয়াছে। যদি নিরাকার হইত তাহা হইলে চিন্তা রহিত হইত, কথা রহিত হইত, জন্ম ও মৃত্যু রহিত হইত, যদি এই কয়েকটী হইল তাহা হইলে উপাসনা করে কে এবং উপাস্যইবা কে ?

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই হাটে আনিলে হইবে না, বৃহৎ মাঠ চাই,—গড়ের মাঠ,—না,—কুরুক্ষেত্রের মাঠ,—না,—সাহারার মরুভূমির মাঠ,—না,—ব্রহ্মাণ্ডের মাঠ, যদি এই মাঠকে লইতে হয়, তাহা হইলেই সব মাঠ হইল। মনুষ্য নাই, জন্তু নাই, স্বেদজ নাই, অণ্ডজ নাই, উদ্ভিজ্জ নাই, খালি ব্রহ্মাণ্ডের মাঠ আছে, যদি এই থাকে, তাহা হইল উপাসক ও উপাস্য কোথা রহিল, কার্য্য ও কারণ কোথা রহিল, জন্ম ও মৃত্যু কোথা রহিল, সাকার ও নিরাকার কোথা রহিল, স্ত্রী ও পুরুষ কোথা রহিল, বিদ্বান্ ও মূর্খ কোথা রহিল, কালা ও ধলা কোথা রহিল, স্বাধীন ও পরাধীন কোথা রহিল—বেদান্তের ইহাই সর্ব্ব সার, এবং ইহাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান যে আত্মাই স্বভাবতঃ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা। যদি আমিই সর্ব্ব তাহা হইলে তিনি কোথা, আর যদি তিনিই সর্ব্ব তাহা হইলে আমি কোথা, আর যদি ব্রহ্মই সর্ব্ব, তাহা হইলে দিগ্বিজয়ী বা কোথা, হাটই বা কোথা, খরিদার ও বিক্রিদারই বা কোথা ?

যদি কেহ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই বলিল, অমনি বিহারী মিত্র নাম ঘুচিল, এক ব্যতীত দ্বিতায় নাই আসিল। যদি কেহ শব দেখাইল, আর যদি বলিল রূপান্তর, অমনি রূপান্তর হইল অর্থাৎ আর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই রহিল না। যদি কেহ দেশের রাজচক্রবর্ত্তীকে

দেখাইল, আর তখনি যদি মর্য্যাদা দিল, অমনি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ইহাও মর্য্যাদা হারাইল। যদি কেহ খোয়েগখ্রু সর্প ক্রোড়ে দিল, বাপোলা মা গেলাম বলিল, অমনি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই বুলিটীও গেল। তবে যিনি তন্ময় হইলেন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই রহিলেন। মোট কথা দ্বিতীয় কিছুই থাকিবে না। সংসারে দ্বিতীয় না করিয়া কি কেহ চলিতে পারে, ইহার কারণ আমি আকারকে কার্য্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম নিরূপণ করিতেছি, এবং তর্ক ক্ষেত্রে নিরাকার করিতেছি। দ্বি হইলেই আকার হইল, এক হইলে আর আকার নাই, তাহারও যুক্তি দেখ—ভেদ জ্ঞানই আকার হয়। ভেদ ব্যতীত কিছু কি দেখিতে পাওয়া যায়, যদি বল না, তাহাতেও নিস্তার নাই, কারণ দ্বি হইল, অতএব ভেদ ও অভেদ ও অস্তি ও নাস্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই লইয়া, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই হইতে হইবে। যদি বলিতাম মৃত্যুকালাবধি করিতে হইবে, অমনি দোষ পড়িত, কারণ জন্ম হইল, জন্ম ও মৃত্যু দ্বি আসিল, কার্য্য ও কারণ থাকিবেনা, কারণ কার্য্য ও কারণ দ্বি বলিয়া কথিত হয়। গুরু ও শিষ্য নাই, স্ত্রী ও পুরুষ নাই, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাই, জ্ঞান ও অজ্ঞান নাই, আলোক ও অন্ধকার নাই, উপাস্য ও উপাসক নাই, খালি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। আহা! মরি, মরি, কি উচ্চ দর্শন, যে দর্শনের তর্ক নাই, অন্য যত দর্শন জগতে আছে সমস্তেরই তর্ক আছে, শেষ মীমাংসা নাই, কিন্তু "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," ইহার অবধি নাই, অর্থাৎ অনন্ত। যে ধার দিয়া উঠ সেইধারে পুনরায় আইস, অখণ্ড গোলাকার নাগর দোল্লার ঘোর পাক। উঠিতেছে, পড়িতেছে, পড়িতেছে আবার উঠিতেছে, সর্ব্ব দিগ্ সমভাব অভাব ন স্বভাব এক ভাব। জগতে যাহারা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" জানিয়াছেন,

তাঁহারাই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। জগতে দার্শনিক ধর্ম্ম প্রচারক কোথায়, যাঁহারা প্রেমিক তাঁহারাই ধর্ম্মাবতার। প্রভু হর, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু মোজেস, প্রভু জোরেষ্টার, প্রভু ক্রাইষ্ট, প্রভু মহম্মদ, ইহাঁরা সকলেই প্রেমিক হন, এবং ইঁহাদিগের দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে। জগতে যত দার্শনিক আছে সকলেই ইঁহাদিগের শিষ্য, কেহ প্রকাশ্য কেহ অপ্রকাশ্য ভাবে হয়, যাহারা অপ্রকাশ্য, তাহারা জানেনা, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" কাহাকে বলে, যদি জানিত তাহা হইলে ধর্ম্ম ভাঙ্গিত না। আকার না ধরিলে সৃষ্টি আইসে না। তিনি বলিলেন, অমনি হইল, তর্ক নাই, যুক্তি নাই, ইহার অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর কি আছে, কারণ সমস্তই এক, তবে যখন জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি ও প্রলয় সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, রূপান্তর হউক আর যাহাই হউক, তখন তিনি কর্ত্তা হইলেন, এবং চকিতের মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু মূল ঠিক রাখিলেন অর্থাৎ অনন্ত রহিলেন।

ওম বাল্মীকি—ওম ব্যাস—আপনারা কি শুভক্ষণে মাতৃ গর্ভে স্থান লইয়া ছিলেন, আপনাদের দ্বারাই আর্য্য মাতা একবার জগতের ভিতর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি আপনারা, এক প্রভু হরকে হরিনামের দ্বারা রাম ও কৃষ্ণ না করিতেন, অর্থাৎ যুগে যুগে বিষ্ণু অবতার না করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কি আর শৈব ধর্ম্ম থাকিত। আপনাদের এই হরিই ধর্ম্ম, এবং হরিই কর্ম্ম, এবং হরিই সংসার, হরি না থাকিলে কি সংসার হইত। সংসারই হরি, সংসারই কর্ম্ম, সংসারই ধর্ম্ম। আবার আপনারা যদি ব্রহ্ম গীতাতে ও বেদান্ত দর্শনে মাথা পরিষ্কারের বিচার না করিতেন, যে সমস্তই এক, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," তাহা হইলে কি আর জগতে দর্শন থাকিত। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনি মানব ধর্ম্ম গ্রহণ

করুন, নিরাকার ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিউন, কারণ ব্যবহারে নিরাকার ধর্ম্ম চলেনা, দর্শনে আকার ঠিক হয়, উচ্চ দর্শনে নিরাকার ঠিক হয়। আকার না হইলে উপাসনা হইতে পারে না। আপনি দেহকে উপাসনা করেন না, গুণকে করেন। যদি দেহকে করিতেন, তাহা হইলে গুরু ও শিষ্য প্রভেদ হইত না। দেহ ধারী সকলে হয়, কিন্তু গুণী সকলে নন্। মনুষ্য সকলে, কিন্তু রাজা সকলে নন্, অতএব হি দিগ্বিজয় পুরুষ। আপনি গুণের আদর করুন্। গুণের আদর করিলেই ক্রিয়ার আদর করিতে হইবে, ক্রিয়ার আদর করিলেই পূজার আদর করিবেন। পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন বুঝিবেন—চাল ও কলা ও ঘণ্টা নাড়া বুঝিবেন না।

দিগ্বিজয়ী। আপনি ব্রহ্মের আকার আছে বলিলেন, এইটি কি রকম হইল, যখন ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া চিরকাল কথিত হয়।

ক্রেতা। আমি যাহা বলিলাম আপনি তাহা কিছুই বুঝিলেন না, কারণ আপনি বালক। যুক্তিতে কিছুই হয় না, দর্শনেতে কিছুই হয় না, স্বাভাবিক না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যেটী উচ্চ সেটী স্বাভাবিক, যেটী নীচ সেটী কৃত্রিম। এক একটী মহাজন স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা এক একটি পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যেরা দার্শনিক হইয়া, গুরুর মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া, আর বেশী গোল মাল আনিয়া ফেলিয়াছেন। প্রশিষ্যেরা আর কত, যুক্তি ওয়ালারা আর কত, হুজুগেরা আর কত যোগ দিয়াছেন, এই রকমে ডাল পালা দিতে দিতে এক মহা কল্প বৃক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবিক কল্প বৃক্ষ বলিয়া একটী প্রকৃত বৃক্ষ নাই। প্রকৃতকে অপ্রকৃত করিলে, কিম্বা অপ্রকৃতকে প্রকৃত করিলে, যেমন ইতঃনষ্ট ততঃভ্রষ্ট হইতে হয়, আপনার ঠিক ঐরূপ হইয়াছে, কারণ একুল ওকুল দুকুল হারাইয়াছেন। নিরাকার তাহাও জানেন না, সাকার

তাহাও জানেন না, ব্যক্তিগত তাহাও জানেন না, খালি বুক্নি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," এইটি মুখস্থ জানেন। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহা অপেক্ষা আর কিছুই নাই, কারণ মীমাংসার স্থলে মীমাংসিত, অন্য সকল দর্শন মীমাংসার স্থলে সন্দিত। যদি সর্ব্বকে এক বল, তাহা হইলে সমস্ত বালাই দূর হইল, কিন্তু উত্তর করিলেই আবার দোষ পঁহুছিল, ইহার কারণ, বোবাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইল। যদি আমি বোবা, এই জ্ঞান রহিল, তাহা হইলে আবার দোষ আসিল, কারণ ন—বোবা আর একটি দোষ আসিল, অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান আসিল, এক রহিল না।

ব্রহ্ম নিরাকার অর্থাৎ ব্যক্তিগত সাকার নয়, যাহা স্বাভাবিক দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেই আর দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি কেহ সেই মূর্ত্তিটাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাইয়া, জীয়ন্ত মানুষের মতন উহাকে ব্যবহার করে, তাহাই মূর্খতা কারণ সে মূর্ত্তি কিছুই নয় খালি স্বাক্ষীগোপাল। আবার দেখুন, ঐ মূর্ত্তি লইয়া সূক্ষ্মে আনিলে, আবার সব ঠিক আসিল। কেননা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।" যদি সমস্তই এক তবে দ্বি আইসে কি করিয়া, ইহাতে তর্ক করিলে নিজে দ্বি হইল, এবং "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ঘুচিল—সংসারে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" চলিতে পারে না। সংসারে এক ধর্ম্ম, এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এইটিই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," কারণ স্থূলে এক শিক্ষা আবশ্যক, এবং যাহা পুরে সংস্কারে পরিণত হয়। যে দিন এক সংস্কার আসিল, সেই দিনই এক কর্ত্তা আসিল, কারণ অন্ধ রহিল না। দর্শন আসিল, দর্শন আসিলেই কার্য্য ও কারণ আসিল, কার্য্য ও কারণ আসিলেই বহু চিন্তা আসিল, বহু চিন্তা আসিলেই মীমাংসার প্রয়োজন হইল। মীমাংসার প্রয়োজন আসিলেই

চারিধারে দর্শন পড়িল, চারিধারে দর্শন ছুটিলেই আনন্দ রহিল না, আনন্দ বন্ধ হইলেই একটিকে কর্ত্তা ধরিল, যেমন্ ধরিল অমনি মীমাংসা হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আনন্দ আসিল। ব্রহ্ম কর্ত্তা হইল, তিনি অন্ধকারেতে আলোক বিতরণ করিলেন, অর্থাৎ তিনি বহু হইলেন, কিম্বা তিনি পুত্র রূপে সৃষ্টি করিলেন, আর গোলমাল রহিল না, এই বার যাহা প্রশ্ন ও উত্তর করিবেন সমস্তই দর্শনে মিটিবেক। কিন্তু এইটী দ্বি, কর্ত্তার কর্ত্তা আছে, কার্য্যের কারণ আছে, বিশ্বাস এই স্থলের মীমাংসক। কিছু নাই, অথচ কিছু হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হওয়া এইটীই আকার বাদী। বিহারী মিত্র ইহাকে আকার বলে। এইটীও পূজার কিম্বা উপাসনার যোগ্য নয়, এইটী দর্শনের বিষয় হয়।

আর্য্য, ইজিপ্ট, পারস্য, গ্রীক, রোম ও অন্যান্য দার্শনিকেরা ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, কর্ত্তা কিছু নাই হইতে কিছু অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বাস্তবিক এইটি যে উচ্চ দর্শন ইহার আর কোনও ভুল নাই। তিনি বলিলেন—অমনি হইল। তিনি বলিলেন—আলোক হও, অমনি হইল। আর তর্ক নাই, সমস্তই মীমাংসিত, কিন্তু গোল-মাল করিলেই পুনরায় গোলমাল বাড়িল, যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়। একটির সহিত অপর একটির আঘাত হইলে ক্রমে প্রতিঘাত বৃদ্ধি পায়, এবং পাইতে পাইতে উহা এত বৃদ্ধি পায় যে, শেষে প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয় আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তি উপস্থিত হয়, এই শান্তিই আদি, এই শান্তির আদ্য ফলই স্থিতি, এই শান্তির চূড়ান্তই প্রলয়, কিন্তু বাস্তবিক অনাদি।

অনাদি না আনিলে মীমাংসা কোথায়, যাহা অনাদি, তাহা আদি ও স্থিতি ও প্রলয় রহিত, যদি তিনটি রহিত হইল, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ রহিত হইল, কার্য্য ও কারণ রহিত হইলে অনন্ত হইল,

অনন্ত হইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আসিল, ইহাতে কাহারই দস্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা নাই, ইহার কারণ সমস্তই অলীক অর্থাৎ মায়া বলিয়া কথিত, কারণ সমস্তই এক অর্থাৎ "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," অতএব যাহা আমরা মনন করিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি ও ধ্যান করিতেছি, তাহাই মরীচিজল সন্নিভ। আবার আকার না করিলে সৃষ্টি কর্ত্তা আইসে না, ইহার কারণ বিহারী মিত্র বলিতেছে, মনন করুন, স্থূল তার পর দেখুন, তার পর ধ্যান করুন, কি সূক্ষ্ম যুক্তি, ইহাকি বুক্রির কার্য্য মীমাংসা করা, না শিষ্যের প্রশিষ্যের কার্য্য সিদ্ধি করা, না পেটের দায়ে মরি সম্পাদকের কার্য্য সমালোচনা করা, না পকেট ভরা বক্তৃতা ওয়ালার কার্য্য নিষ্পন্ন করা, যিনি স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই এক ও বহু কি ইহা ঠিক করিতে ক্ষমতাবান হন। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! যদি বালক ছাড়িয়া যুবা হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিহারী মিত্র যাহা বলে, তাহা শুনুন কিন্তু ইহাতে কোন দ্বিরুক্তি করিবেন না।

দিগ্বিজয়ী। আপনি সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ই বলিতেছেন, কিন্তু আমি ধরিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ধরিতে পারি এমন করিয়া বলুন।

ক্রেতা। আপনি চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য ও কথোপকথন-রহস্য ভাল করিয়া পড়ুন, শেষে সংসার-রহস্য পড়ুন, তাহাতেও যদি না বুঝিতে পারেন, অভিমান ত্যাগ করিয়া বিহারী মিত্রের নিকট আসুন, বিহারী মিত্র সাদরে গ্রহণ করিবেক। বিহারী মিত্রের গ্রহণ কিছুই নাই এবং ত্যাগও কিছুই নাই, খালি বিহারী মিত্র। বিহারী মিত্রের অহং ভাব অত্যন্ত বেশী, কারণ পূর্ব্বে বিহারী মিত্র বলিয়াছে যাহা আপনি বিক্রিদারের নিকট হইতে শুনিয়াছেন, "যদি কেহ বিহারী মিত্রের নিকট এমন কি এক লইয়া হিমালয়ের মত অচল হইয়া

আইস তথাপি মাকড়সার জালের মতন দূরে নিক্ষিপ্ত হইবেক, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

দিগ্বিজয়ী। আপনি সমস্তই বিপরীত বলিতেছেন, কারণ সকলেই অহং ত্যাগ কর বলিতেছেন, আপনি অহং গ্রহণ কর বলিতেছেন, এবং স্বয়ং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পূর্ণ অহং ভাব ধরিতেছেন, এইটি যে কি আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেতা। অহং না হইলে আকার হয় না, অহং আছে বলিয়া সৃষ্টি ও স্থিতি ও প্রলয় রহিয়াছে। অহং আছে বলিয়া বিহারী মিত্র আছে, বিহারী মিত্র আছে বলিয়া ব্রহ্ম কর্ত্তা আছে। অহং আছে বলিয়া কার্য্য ও কারণ আছে, জন্ম ও মৃত্যু আছে, অন্ধকার ও আলোক আছে, কালা ও ধলা আছে, স্বাধীন ও পরাধীন আছে, জয় ও পরাজয় আছে, দলাদলি আছে, মূর্খ ও পণ্ডিত আছে, গুরু ও শিষ্য আছে, পশু ও মনুষ্য আছে, স্ত্রী ও পুরুষ আছে। বিহারী মিত্রের পূর্ণ অহং ভাব আছে বলিয়া স্থূলে ভেদ জ্ঞান আছে, এবং নিরেট মূর্খ হইয়া অসভ্য বঙ্গ মহলে স্পষ্টাক্ষরে হাবুডুবু দেখাইতেছে। লাক্ ডুবা উঠা ডুব অর্থাৎ ডুবিয়া ও উঠিয়া আর নাকানি চুবানি খাইওনা, শীঘ্র তলাইয়া যাও, এবং শান্তি ভোগ কর। ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা কি করিয়া হইল বুঝিতে পারিলেন কি? বোধ হয় না, খালি অহং ভাবের দরুন ব্রহ্ম কর্ত্তা হইল অর্থাৎ আকার হইল। যেমনি আকার হইল, অমনি সৃষ্টি হইল। কি মজার রহস্য একবার প্রাণ ভরিয়া অন্তরে ও বাহিরে দেখুন।

কোথায় ব্রহ্ম নিরাকার না হইয়া সাকার হইল, ইহা কেবল অহং জ্ঞানের ফল, যদি অহং জ্ঞান না থাকিত, তবে কি দর্শন হইত। যতক্ষণ অহং, ততক্ষণ দর্শন। অহং লোপ, বিহারী মিত্র লোপ। সমস্তই এক, যখন এক তখন ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই অর্থাৎ

"এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।" হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনাকে একটী সহজ কথা বলি, যদি আপনি বুঝিতে পারেন অর্থাৎ নিরাকার কি করিয়া সাকার হয়, এবং আকার উপাসনা করিয়াও নিরাকার কি করিয়া বলেন। তবে শুনুন ঃ—

খয়ের স্ত্রী অসতী অর্থাৎ মায়াবতী। অসতী আদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অসতী না হইলে আকার হয় না, যে দিন অসতী হইয়াছে, সেই দিনাবধি আকার হইয়াছে। আকারাবধি সৎ ও অসৎ রহিয়াছে, যদি আদিতে সৎ ও অসৎ ইহার জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুক্তির দ্বারা সৎ ও অসৎ এই দুইটিকে ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে ঠিক হন, কিন্তু কর্ম্ম ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ এই দুইটির ব্যবহার রাখেন।

আপনি মনে করুন খয়ের স্ত্রী একটী আর্য্য কিম্বা মুসলমান কিম্বা পর্টুগিজ, কিম্বা ওলন্দাজ-হলাণ্ড, কিম্বা ডেন্মার্ক, কিম্বা ফরাসী, কিম্বা ইংরেজের সহিত নষ্ট হইল, এবং তদ্দারা কতকগুলি সন্তান—ও সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিল। বঙ্গদেশের পুত্র সমস্তই সতীর পুত্র, বাস্তবিক কেহই স্বামী ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। খয়ের সন্তান ও সন্ততি কাল রহিল না, কালর উপর কিছু হইল। বঙ্গদেশে সতীর পুত্রেরা অত্যন্ত কাল, এবং উহাঁরা ধলার আরাধনা না করিবার কারণ অত্যন্ত গরিব, মূর্খ ও তেজ বিহীন। খয়ের নাম জাহির হইল, বঙ্গদেশের সতীর পুত্র ও কন্যারা, খয়ের সুন্দর পুত্র ও সুন্দরী কন্যাকে অর্থের খাতিরে দান ও গ্রহণ করিল। সতীর ঘরে অসতীর কন্যা ঢুকিল, এবং অসতীর ঘরে সতীর কন্যা আসিল।

অনেকে বলিতে পারেন, খয়ের সন্তান ও সন্ততিকে দান ও গ্রহণ করিব না, কিন্তু দেখুন, বঙ্গদেশীয় কেহ কি দান ও গ্রহণ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব মুলুকে করিতেছেন।

স্বাভাবিক নিয়ম কেহই উঠাইতে পারেন না, ইহার কারণ বোধ হয়, স্ত্রীলোকেরা সুন্দর ও বীর পুরুষকে বেশী পছন্দ করেন।

অমরকোষে কতকগুলি রোহী ও অবরোহী থাক আছে দেখুন, রামায়ণে ও মহাভারতে দেখুন, বঙ্গদেশের বংশাবলীতে দেখুন। আর্য্য, মুসলমান ও খ্রীশ্চানের দ্বারা হইতে কতকগুলি হইয়াছে তাহাও দেখুন, ইহাতে দেখিতে পাইবেন, যদি এক লক্ষ আর্য্য, মুসলমান ও খ্রীশ্চানের দ্বারা ভারতবাসিনীর গর্ভে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীদের দ্বারা ঐ সব স্ত্রীলোকের গর্ভে দুইটী হইয়াছে—অর্থাৎ আর্য্য, মুসলমান ও খ্রীশ্চানের দ্বারা লক্ষ সন্তান ও সন্ততি, আর ভারতবাসীর দ্বারা একটী সন্তান ও একটী সন্ততি।

স্ত্রীলোক বীর পছন্দ করে, এইটী চির কাল হইয়া আসিতেছে, কারণ ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা স্বভাব তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। দান ও গ্রহণের ফল ফলিতে লাগিল, অর্থাৎ নানা রং হইতে লাগিল। একটী শ্বেত রঙ্গের সহিত একটী কাল রং মিশ্রিত করিলে, কিম্বা পাল্‌টা পাল্‌টি করিলে তৃতীয় অপর একটী রঙের আবির্ভাব হয়। এক অসতীর গর্ভের সন্তান সন্ততির দান ও গ্রহণের কারণ সমস্ত বঙ্গদেশে নানা রং হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বঙ্গবাসী জানেন যে, আমরা সতীর পুত্র। কি অদ্ভুৎ রহস্য দেখুন।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনার নিরাকারও এইরূপ হয়, যদিও দর্শনের সাকারকে উপাসনা করিতেছেন, কিন্তু আপনি যুক্তির দ্বারা জানেন যে ব্রহ্ম নিরাকার হয়। যে দিন ব্রহ্মকে কর্ত্তা করিয়াছেন, সেই দিনই সাকার ব্রহ্ম হইয়াছে। এই সাকার সৃষ্টি করিবার কারণ, উপাসনার কারণ নয়, তাহা হইলে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা থাকিত। জগতে এমন কেহ মনুষ্য নাই যে, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা না করেন, তবে কেন সকলে সূর্য্যোপাসক ও অগ্নি উপাসক নন্। আর্য্য-বাসীরা কেন শৈব বলিতেন, অন্যে কেন বৌদ্ধ বলেন, কেন জোরা-

খ্রীয়াণ বলেন, কেন মোজাইক্ বলেন, কেন খ্রীশ্চান বলেন, কেন মুসলমান বলেন; এই সব মহাজনদের ভিতর কি দার্শনিক নাই না উঁহারা নিরাকারের ও সাকারের সিদ্ধান্ত করেন নাই। বিহারী মিত্র কহে যে, এই সব মহাপুরুষের দ্বারাই সমস্ত জগৎ চলিতেছে এবং পৃথিবীতে যত মানী, গুণী ও ধনী আছেন, সকলেই এই সব ধর্ম্মে আছেন, খালি ধাঙ্গড় বঙ্গবাসী নন। চিন্তা-রহস্যে চৌদ্দপুরুষ টা একবার পড়িয়া দেখুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গদেশে কত ধনী, মানী ও গুণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

খয়ের স্ত্রী মায়াবতী, ইহার কারণ সকলে সংসারী এবং শাক্ত আচারী। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করিবেন, তিনি কি yellow হলুদে কুকুরের মতন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবেন, না গুলি সুতা ধারণ করিয়া অন্যকে স্বর্গে পাঠাইবেন, না টীকিদাস বাবাজী হইয়া বেশ্যার নিকট হইতে মালসা ভোগ গ্রহণ করিবেন, না বাঙাল বাবু সাজিয়া ও তিলক কাটিয়া ও কণ্ঠীধারী হইয়া ও কুড়াজালী লইয়া ও নটী রাখিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ চিন্তা করিবেন—না, কপট সম্পাদক, লেখক, কবি, পুস্তক প্রণেতা ও সমাজ সংস্কারক হইয়া পেটের দরুন নানা রূপ ধরিবেন—কখনই নয়—কখনই নয়—কখনই নয়।

যাঁহারা ভূতের আরাধনা করেন, তাঁহারাই অদ্ভূত ভূতের খেলা দেখাইতে পারেন, ইহার কারণ সংসারী মাত্রেই ভূতের আরাধনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ভূত হইলেই ভূতের আদর বাড়িবে, ভূতের আদর বাড়িলেই জ্ঞানের আদর বাড়িবে, জ্ঞানের আদর বাড়িলেই, বিজ্ঞানের আদর বাড়িবে, বিজ্ঞানের আদর বাড়িলেই, ধর্ম্মের আদর বাড়িবে ধর্ম্মের আদর বাড়িলেই একতা বাড়িবে, একতা বাড়িলেই সভ্য হইবে, সভ্য হইলেই এক আসিবে, এক আসিলেই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহার মীমাংসা হইবেক।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! সূক্ষ্ম ধরুন, ব্রহ্ম ছাড়ুন—মানব ধরুন,

ব্যক্তিগত করুন, মুখ নিসৃতঃ বাক্য শিরধার্য্য করুন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করুন, পূজা করুন, উপাসনা করুন—এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক রং ও এক খাদ্য লোকে যাহাতে ব্যবহার করে ইহা করুন, সূক্ষ্ম এককে স্থূল একে আনুন, এবং আপনি একের সংস্কার স্থূল হইতে শিখুন। যথা এক তথা জয় যথায় বহু তথায় পরাজয়, অর্থাৎ যথা এক তথা স্বর্গ, যথায় বহু তথায় নরক। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনি নিরাকার ও সাকার কি এখন বুঝিতে পারিলেন?

দিগ্বিজয়ী। নিরাকার কিছু কিছু বুঝিলাম। নিরাকার সাকার কি করিয়া হইল, আমি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেতা। আপনি তর্ক ও যুক্তি একেবারে ভুলিয়া দিউন, কারণ ইহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। আপনি ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা হন, এইটী ভাল করিয়া ধরুন, তাহা হইলে ঠিক হইল। কর্ত্তা হইলেই কার্য্য হইল, কর্ত্তার কর্ত্তা আর প্রয়োজন নাই, ব্রহ্ম-কর্ত্তা-উপাস্য, দিগ্বিজয়ী-কার্য্য-উপাসক, এই আকার হইল। আপনি নিজে ব্রহ্ম ইহা বলেন না, যদি বলিতেন, তাহা হইলে উপাসনা করিতেন না, কিন্তু আপনার উপাসনা ঠিক নয়, কারণ উপাস্য বিষয় কথা কহিতে পারেনা, কারণ তিনি দার্শনিকের বিষয়, যদি এই সব করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে আপনার ধর্ম্ম হইল না, কিন্তু আপনি দার্শনিক হইতে পারেন।

আপনি বিশেষ গুণ কীর্ত্তন করিতে পারেন না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ তাহাই করিতে পারেন। আপনি বিশেষ নাম লইতে পারেন না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ তাহাই পারেন। বেদ আপনার ইহা বলিতে পারেন না, কারণ বেদ সর্ব্ব সাধারণের নয়, বেদ নির্দ্দিষ্ট লোক দিগের হয়, এবং বেদকে নিত্য বলিতে পারেন না, যখন কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। যাহা নিত্য তাহা সকলকার গ্রাহ্য, তবে

কেন বেদকে মুসলমানেরা গ্রহণ করেন না, কিন্তু আপনার ব্রহ্ম নিত্য যেমন আল্লা, কারণ ইহার গোলমাল দর্শন জগতে নাই, খালি স্মৃতি ও পুরাণ জগতে আছে।

বেদও কোন কালে এক নয়। আপনি নিজেই কোরাণকে গ্রাহ্য করেন না, যদি করিতেন, তাহা হইলে উপাসনা গৃহে কচ্ছ খুলিয়া উপাসনা করিতেন। যদি বলেন কচ্ছ নাই, তাহা হইলে "আল্লা লা ইলাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" বলিতেন, কিন্তু আপনি বলেন না। তাহাও যদি তর্কের খাতিরে দর্শন আনিয়া বলেন, কিন্তু আপনি circumcision ceremony observe করেন না অর্থাৎ মোনাকাটা কার্য্য করেন না, অতএব বেদ ও কোরাণ আলাহিদা ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবেক।

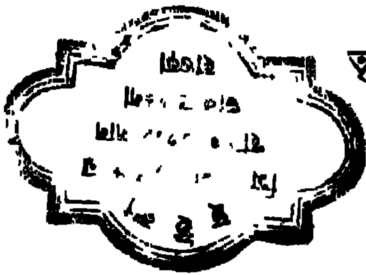
যাহা নিত্য তাহা আলাহিদা হইতে পারে না। ভাষা আলাহিদা হইতে পারে, ধর্ম্ম আলাহিদা হইতে পারে, কিন্তু "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই দর্শন আলাহিদা হইতে পারে না, কারণ নিত্য। বেদ আর্য্যদের আপাততঃ হিন্দুদের নিত্য পদার্থ হয়, যেমন কোরাণ মুসলমানদের নিত্য পদার্থ হয়। বেদ বলিলেও নিস্তার নাই, কারণ আপাততঃ বেদের শাখা প্রশাখাতে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে, যদি ইহার কিছু বেশী করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন প্রেম-রহস্য পড়ুন। দর্শনে উপাসনা নাই খালি ইহাতে মাথা পরিষ্কার কি করিয়া হয় তাহার যুক্তি আছে। দর্শনে ভক্তি নাই, খালি যুক্তি আছে, অতএব যাহা উচ্চ দর্শন তাহা উপাস্য হইতে পারেনা। উচ্চ দর্শন কিছুই বলে না কারণ মনুষ্য নয়, যিনি উচ্চ দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন।

বিহারী মিত্র বলিতেছে কারণ মনুষ্য, কিন্তু চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য, কথোপকথন-রহস্য ও সংসার-রহস্য বলিতেছেনা, কারণ মনুষ্য

নয়। যদি বিহারী মিত্র না থাকিত, তাহা হইলে এই সব রহস্য হইত না, অতএব কর্ত্তা বিহারী মিত্র, কার্য্য সমস্ত রহস্যাবলি।

আপনিও যে বাক্যের দ্বারা উপাসনা করেন কিম্বা যে প্রণালীতে উপাসনা করেন, তাহাও অপরের দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে—যদি বলেন—নিজের কৃত, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, যখন উভয়েই মনুষ্য হয়।

মনুষ্য ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নিজে আসিয়া উপাসনা বাক্য ও প্রণালী দেন না, এক জন ইহা প্রচার করেন। যদি বলেন তিনিই সেই, তাহা হইলেতো আপদ গেল। যাঁহারা প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারাই তাঁহার পুত্র, কিম্বা অবতার বলিয়া কথিত হন। মনুষ্যাকার ব্যতীত ধর্ম্ম হইল না, মনুষ্যাকার ব্যতীত দর্শন হইল না, মনুষ্যাকার ব্যতীত উচ্চ দর্শন হইল না, তবে কেন মনুষ্যের গুণ কীর্ত্তন না করা হয়। জগতে যত ধর্ম্ম আছে, প্রচারকের নাম সকল শিষ্যেরা লন, যথা শৈব, বৌদ্ধ, মোজাইক, জোরাষ্ট্রীয়ান, খ্রীশ্চান, মুসলমান। আপনি দার্শনিকের অথবা নিরাকারের জগতে কোথাও ধর্ম্ম আছে, খালি বঙ্গদেশ বাদ দিয়া, দেখাইতে পারেন? বোধ হয় বলিবেন না, তবে কেন মনুষ্যের গুণ কীর্ত্তন না করা হয়। ব্যক্তিগত উপাসনা যুক্তি সিদ্ধ কারণ উপাসক বন্ধু হইতে পারিবেন। বন্ধু না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে মুক্তি হয় না। (এই স্থলে অনুগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম তর্ক আনিবেন না)। সূর্য্যের ও অগ্নির উপাসনা প্রথমে ছিল, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে, এখন মানবের উপাসনা যে যুক্তি সিদ্ধ ইহা প্রমাণ হইল, এবং সমস্ত সভ্য জগৎ অদ্যাবধি করিয়া থাকেন।



তৃতীয় অধ্যায়।

গ্রহণ।

হর প্রথমে আকার উপাসনার পথ দেখান, ইহার পূর্ব্বে জগতে কোন মানব এই কার্য্য সাধন করেন নাই।

পূর্ব্বে সকলে ভূতের উপাসনা করিতেন। মানব ও ভূত কিছু প্রভেদ আছে অর্থাৎ সাধারণ ও বিশেষ ভূত। সাধারণ ভূত সাধারণ ভূতের বন্ধু হয়, বিশেষ ভূত বিশেষ ভূতের বন্ধু হয়, সাধারণে বিশেষে বন্ধু হয় না। মানবে মানবে বন্ধু হয়। জগতে যত কিছু পুস্তক আছে, আচার ও ব্যবহার আছে, ন্যায় ও যুক্তি আছে, সমস্তই মানবের কৃত। অন্য যত কিছু বিশেষ ভূত আছে, হিতাহিত জ্ঞানের দরুন মানব অন্য সমস্ত বিশেষ ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। এই সব যুক্তি সূক্ষ্মে লইয়া তর্ক করিবেন না, তাহা হইলে সমস্ত গোলমাল হইবে, কারণ তথায় বেদ নাই, লোক নাই, দেব নাই, যজ্ঞ নাই, বর্ণ ও আশ্রম নাই, কুল ও জাতি নাই, ধূম মার্গ ও দীপ্তি মার্গ নাই, জন্ম ও মৃত্যু নাই, দ্বৈত ও অদ্বৈত নাই, এবং কার্য্য ও কারণ নাই, খালি, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," আছে, এইটী ব্রহ্ম বলিয়া যে একটী শব্দ আছে, তাহাতে আছে, অথবা যে যাহা বল তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই।

হর প্রথমে ত্রিগুণ বাহির করেন, তিনই এক, একই তিন যাহা ইদানীং খ্রীশ্চান ধর্ম্মে "ট্রিনিটী" বলিয়া কথিত হয়। দ্বি করিয়া আকার করিলেন, অর্থাৎ নিরাকার লোপ করিলেন, এবং সৃষ্টি

আরম্ভ হইল। কিন্তু ত্রি করিয়া গুণ আনিলেন—অ+উ+ম সন্ধি করিয়া ওম হয়, এই ওমই আর্য্যদের প্রধান মন্ত্র হয়, এবং ইহাকে একাক্ষর কহে, অর্থাৎ তিনই এক, একই তিন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটী মানসিক নাম, খালি তিনটী সূক্ষ্মের দরুন, অকার স্থিতি, উকার প্রলয়, মকার সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অথবা ভূ, ভুব, স্ব। ওমকে বেদশির কহে, কারণ সমস্ত বেদের মণ্ডলের ও অষ্টকের ও ঋচকের উপর থাকে, একটী, দুইটী কিম্বা বহুটী। ইহাকে পবিত্র শব্দ কহে, কারণ আর্য্যদের সমস্ত পবিত্র ভাষার পুস্তকে ব্যবহার হয়, অসংস্কৃততে ব্যবহার হয় না। পবিত্র লোকেতে উচ্চারণ করিতে পারেন, অপবিত্র লোকে পারেনা, ইহার কারণ যাঁহাদের যজ্ঞোপবীত আছে তাঁহারাই পারেন অন্যে পারেনা। শূদ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ সংস্কার হইলেই পারিবেন।

যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিতে হইলে, স্ত্রীলোকের দ্বারা উরণের লোমে করান বিধেয়। প্রথম সূত্রটী তিনগুণে এক একটী, সেইরূপ তিনটীতে একটী, আবার তদ্রূপ তিনটীতে একটী, অর্থাৎ একে তিন গুণ, (৩) আবার একে তিন গুণ (২৭) আবার একে তিন গুণ (৮১)। বৌধায়ণ মতে নাভি পর্য্যন্ত উপবীত বিধেয়, অন্যমতে বাম ভাগ হইতে অধঃস্থিত পর্য্যন্ত কিন্তু দেবলদের দ্বিগুণ বিধেয়, ইহার কারণ উত্তরী কহে, অন্যকে ত্রিদণ্ডী কহে। দেবলেরা দুই বার ঘুরাইয়া একটী গ্রন্থি দিবেন, অন্যে তিন বার ঘুরাইয়া একটী গ্রন্থি দিবেন, গ্রন্থিও প্রত্যেক বার তিনটী করিয়া বিধেয়। বৃহস্পতি কার্পাস বাহির করেন, ইহার কারণ গৃহে বৃহস্পতি নাই, অর্থাৎ কৌসেয় কিম্বা কার্পাসেয় বস্ত্র নাই। ইদানীং প্রভু হরকে আরাধনা করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয় না, মহাত্মা বৃহস্পতিকে আরাধনা করিয়া

ধারণ করা হয়। ব্রাহ্মণদের কৌসেয় কিম্বা কার্পাসেয় সূত্র, ক্ষত্রিয়ের সোন সূত্র, বৈশ্যের অবি-মেষ-উরণ সূত্র। ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে, বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশে, যজ্ঞোপবীত দিতে হয়। ব্রাহ্মণ ষোড়শ বর্ষের ভিতর উপবীত গ্রহণ না করিলে পতিত হয়, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি, বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষের ভিতর না গ্রহণ করিলে পতিত হয়।

(আর্য্যদের উপবীত ও যুদের আর্ব্বকনফোত´ প্রায় এক রকম হয়, আর্ব্বকনফোত´ প্রস্তুত করিতে হইলে উল হইতে স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে হয়, ইহাতেও অনেক ঘোর ফের করিতে হয়, শেষে সমস্তের উপর একটী গাঁইট দিতে হয়। আটটী সুতা অষ্টম দিবসে´ circumcision করিবার হুকুমের স্বরণার্থের দরুন হয়, পাঁচটী দ্বিগুণ গাঁইট fife books of mose's স্বরণার্থের দরুন হয়, ten commandment's দরুন দশটী গাঁইট হয় যাহা পাঁচটী দ্বিগুণ করিয়া হয়, প্রথম গাঁইটের সাতফের সপ্তাহের সপ্তম দিবসে sabbath observe করিবার কারণ হয়, নয়টী ফের, দ্বিতীয় দ্বিগুণ গাঁইটের পর নয় মাস গর্ভাবস্থার কারণ, এগারটী ফের তৃতীয় দ্বিগুণ গাঁইটের পর এগারটী তারার কারণ, তেরটী ফের চতুর্থ দ্বিগুণ গাঁইটের পর, thirteen attributes of compassion in the almighty, চল্লিশটী ফের mose's চল্লিশ দিন যে একের নিকট ছিলেন, ten commandments লইবার দরুন। প্রত্যেক আলাহিদা আলাহিদা একটী, শেষে একটী গাঁইট সমস্ত যে এক ইহার কারণ হয়। আর্য্যদের উপবীতের ঘোর ফেরের ভিতর সমস্ত আর্য্য সভ্যতা নিহিত আছে।

ওম, অন, তিনটী অড তিনটী দেশের এক হয়। বেদ তিন, উপাসনা তিন বার, তিন বার জলে গাত্র ডুবান, ত্রিদণ্ডী ধারণ।

ত্রিমূর্ত্তি একটী সৃষ্টি করিতেছেন, একটী পালন করিতেছেন, একটী সংহার করিতেছেন। ঠিক destiny, fate, parcae মতন এই ত্রিমূর্ত্তি আলাহিদা নয়, তিনই এক, একই তিন। যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, নগর কূটের, স্মেল সেটার কিম্বা এলিফেণ্টার মন্দিরে যাইলে এখনও দেখিতে পান। আর্য্যদের, চল্ডিয়াক্দের, ইজিপ্টসীয়ানদের, রোমনদের, গ্রীকদের ও ইদানীং খ্রীশ্চানদের যে Trinity এক হইতে হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই এবং প্রভু হর যে ইহার কর্ত্তা তাহারও কোন ভুল নাই। ব্রাহ্মণ, মিহির, ম্যাগী ও র‍্যাবী যে এই Trinity প্রচারের আদ, ইহারও কোন ভুল নাই, তবে কোনটী হইতে কোনটী হইয়াছে এইটীরই কিছু গোলমাল। নাইল, ইউফ্রেটীস্, ইণ্ডাস্ ও আর কয়েকটী নদী বাসীদের দ্বারা যে জগৎ সভ্য হইয়াছে ইহারও কোন ভুল নাই। জগতে আর্য্যাবর্ত্ত, ইজিপ্ট,—মিসর, প্লাব,—পারস্য, চীন এই কয়েকটী দেশ বহু পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে, এবং জগতে যত পুরাতন উচ্চ দর্শন আছে, সমস্তই এই সব দেশবাসীদের কৃত, তৎপর রোম ও গ্রীক্ ইহাযে ঠিক ইহারও কোন ভুল নাই। বাল্মীকি, বেদব্যাস, অরফিয়াস্, জোরাষ্টর, প্লেটো ইস্কুল যে এক Trinity লইয়া বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছেন, ইহারও কোন ভুল নাই।

ইদানীং প্রভু যিশুখ্রীষ্ট, এই Trinity কে প্রচার করিয়া জগৎ ব্যাপিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা সত্য তাহার জয় চিরকালই আছে, বোধ হয় আর পাঁচশত বৎসরের ভিতর, সমস্ত সভ্য জগৎ খ্রীশ্চান হইবেক। একশত বৎসরের ভিতর চীন শেষ হইবেক, আর যে দিন তুরস্ক যাইবে, সেই দিন অন্য সমস্ত দেশ এক খ্রীশ্চান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, এক দিন সমস্ত জগৎ আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, এবং কোরানেও ইহা ঠিক

আছে, ইহা শ্রুত আছে, ইহা যে নিশ্চয় হইবেক তাহার কোনও ভুল নাই।

স্বয়ম্ভু, আদিনাথ, আদিশ্বর, ওসিরিস্, বাঘাম্বর, ব্যেকাস্, মনু, মেনিস্, নোয়া ও নু এই সব যে এক তাহার কোন ভুল নাই, কিন্তু কোথা হইতে কোনটী গিয়াছেন, এবং কোনটী প্রথম ইহা কেহই বলিতে পারেন না, কারণ সমস্ত পুরাতন দেশের আদিপুরুষ এই মহাত্মারা হন।

যে দেশে যিনি আদিপুরুষ তিনিই সেই দেশের আদিপুরুষ এইটী ঠিক রাখা ভাল। নিজের পিতা পিতা হন, অন্যের পিতা পিতা নন, এই তর্কটী যুক্তি সিদ্ধ নয়। এসিয়া যে সকল পিতার স্থান তাহার কোন ভুল নাই।

যখন সাধারণ জলপ্লাবন হইয়াছিল, তখন আদিপুরুষ ক্রীতমল নদীতে অর্থাৎ কুর নদীতে দেবতা দিগকে জল দিতে ছিলেন। এমন সময় তিনি এক মৎস্য পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ একটী দৈব বানী হইল, "এই মৎস্যকে রক্ষা করিও" আদিপুরুষ তাঁহার সন্তান ও বধূমাতাকে ও ঋষিদিগকে এবং সমস্ত বিষয়ের বীজ লইয়া একটী নৌকাতে আশ্রয় লইলেন, ইতি মধ্যে মৎস্যটী ভয়ানক রূপ ধারণ করিল, এবং উহার বৃহৎ শৃঙ্গে নৌকাকে বন্ধন করিলেন। যেমন সাধারণ জলপ্লাবন সাধারণ হয়, তেমন এই পূর্ব্ব গাঁথাটিও সাধারণ হয়, অতএব সাধারণ জলপ্লাবন যে হইয়াছিল ইহারও কোন ভুল নাই।

মৎস্যটি জলপ্লাবনের স্বরূপ, এবং মৎস্যের শৃঙ্গটি পর্ব্বত শৃঙ্গের স্বরূপ হয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জগতের ভিতর যেটি সর্ব্ব উচ্চ শৃঙ্গ ছিল, আদিপুরুষ সাধারণ জলপ্লাবনের সময় সেইটীতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। পুরাতন গল্প পুরাণ দিল এবং

পুরাণের দর্শন জলাবধি ইহাও স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ দিল। পুরাণ নারায়ণ লইয়া চলে। নার, অর্থাৎ জল অয়ণ—শয্যা অর্থাৎ জলে শয্যা যাঁহার, তিনি নারায়ণ। প্রেম-রহস্য পড়িলে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

মৎস্যাবতার জলপ্লাবনটাকে পুষণ করিয়াছেন, তাহার পর কূর্ম্মাবতার, কূর্ম্ম শব্দের অর্থ পুর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং সর্ব্বপুরাণে কশ্যপকে আদি পুরুষ কহে। পিতামহ ব্রহ্মা এইটী মানসিক নাম, যাহার উৎপত্তির ঠিক নাই, অথচ গুণে মহাপুরুষ হইয়াছেন, তাঁহার পিতামহ ঠিক করিবার কারণ ব্রহ্মা প্রস্তুত আছেন। ব্রহ্মা সাধারণ পিতামহ, পুরাণের কথিত বিষয়ের সময় নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই, কারণ পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব সময়ে উপস্থিত আছেন।

বরাহবতারে হিবণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। সাধারণ জল-প্লাবনের সময় ব্রহ্মা আপনার নাসা বিবর হইতে একটী অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহপোত বাহির করেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে একটী মহৎ পর্ব্বত হয়, বিষ্ণু প্রলয়ার্ণবের জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিয়া এবং নিজ শক্তি তথায় নিহিত করিয়া অন্তর্হিত হন।

বরাহ পর্ব্বতে যে অসভ্য লোক বাস করিতেন, তাঁহারাই ত্রিপুরের অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের রক্ষক ছিলেন, এবং হিরণ্যাক্ষ উঁহাদিগের কর্ত্তা ছিলেন। হিরণ্যাক্ষ অর্থাৎ হিরণ্য বৎ পীত চক্ষু যাঁহার। প্রভু হরকে ত্রিপুরারি কহে, কারণ ত্রিপুরাঅসুরকে বধ করিয়া ছিলেন, হিরণ্যাক্ষের আর একটী নাম ত্রিপুরাসুর, বোধ হয়, কারণ উনি ত্রিপুরের কর্ত্তা ছিলেন। হিরণ্যাক্ষ বধের পর, তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু পুনরায় যুদ্ধ করেন, যাহাতে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হন।

নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। নৃসিংহ, নৃ অর্থাৎ মনুষ্য সিংহ-প্রধান, অর্থাৎ মনুষ্যের ভিতর প্রধান যিনি। একটী লোকই তিনটী কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ বোধ হয় পুরাণে প্রভু হর, হরি নামে অভিহিত হন। হরি অর্থাৎ পাপ হরণ করেন যিনি। প্রভু হর ওরফে হরি ত্রিকোন দেশে আসিবার পূর্ব্বে হিমালয়ের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যত দেশ ছিল তথাকার সমস্ত লোকই অসভ্য ছিলেন, হরি আসিয়া উহাদিগকে সভ্য করিলেন, ইহাকি পাপ হরণ করা নয়? প্রভু হর ওরফে হরি কি কার্য্য করিয়াছেন, বিস্তার রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া কথোপকথন-রহস্য পড়ুন।

কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ বলিয়া কথিত হন। কশ্যপ ওরফে হরি এক ব্যক্তি হন, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কশ্যপ বামনাবতার বলিয়া কথিত হন। ইনি বলীর ওরফে ধুন্ধুমারের বল হরণ করিয়াছিলেন। বলী হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র হন। পরশুরাম শৈব ছিলেন, ইনি জমদগ্নির পুত্র, এবং ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করেন, তৎপর শ্রীরাম ও বলরাম হন। বুদ্ধাবতার ইহার পর কথিত। কিন্তু এইটী কেমন কেমন বোধ হয়, বলরাম বুধ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পিতার অগ্রে পুত্র ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা। শাক্য সিংহ যিনি বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি এইটীকে বুদ্ধাবতার বলা হয়, তাহা হইলে আর কোনও বালাই থাকেনা।

অপর দিকে দেখুন, সাধারণ জলপ্লাবন মৎস্যাবতার, তাহার পর কুর্ম্মাবতার, জল ও স্থল। বরাহাবতার নিবিড় জঙ্গল। নৃসিংহাবতার অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ সিংহ, অর্থাৎ অসভ্য। বামন অবতার ছোট আকৃতির মনুষ্য, অর্থাৎ কিছু সভ্য। পরশুরাম পরশু হস্তে পূর্ণ মনুষ্য অর্থাৎ জঙ্গল পরিষ্কারক। শ্রীরাম অর্থাৎ পূর্ণ সভ্যতা। পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম এক কিনা ইহা সন্দেহ,

কিন্তু না হইতে পারে, যখন পিতার নাম আলাহিদা আলাহিদা আছে, পরে পরে ইহাদের দ্বারাই আর্য্য সভ্যতা বিস্তার হইয়াছে ইহাও হইতে পারে। (বলরামের পর বুদ্ধ ইহাতে কিছু সন্দেহ হয়, আর পরশুরাম শ্রীরামের নিকট পরাজিত হন, ইহাও কিছু সন্দেহের স্থল, কারণ অবতার বাল্যাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্য কাহারও নিকট পরাস্থ হইবেন না। বলরাম, অত্রি হইতে একষষ্ঠি পুরুষ হন, কিন্তু রেবতী যাহাকে বলরাম বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি ইক্ষাকু হইতে পঞ্চম পুরুষ হন। সে যাহা হউক হর-হরি যে এক ইহার কোন সন্দেহ নাই, এবং বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা হরহরি একাত্মা যাহা বলিয়া থাকেন, ইহা যে ঠিক ইহারও কোন ভুল নাই, এবং যাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হন, উঁহারা শৈব ধর্ম্মের প্রচারক হন)।

পূর্ব্বে যতগুলি ঋষি ও রাজা ছিলেন, সকলেই শৈব ছিলেন। পরশুরাম ও শ্রীরাম ও বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁরা সকলেই মাংসাশী ছিলেন, কেহই নিরামিষ ভোজী ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক আশ্রম ঠিক করেন, বোধ হয় তিনিই শাক্ত আচার ও বৈষ্ণব আচার ঠিক করেন, শাক্ত আচার গৃহীর এবং বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী দিগের জন্য বৈষ্ণবাচার হয়। একটী আমিষ অপরটী নিরামিষ। শাক্যসিংহ নিরামিষের পক্ষ হন, এবং ইহাদের ভিতর জৈন্য আর সাপক্ষ হইল। যতদিন মাংসাশী ছিলেন ততদিন বীর্য্যবান পুরুষ ছিলেন, যেই দিন হইতে বৈষ্ণব আচার সাধারণ হইয়াছে, সেইদিন বীর্য্যহীন হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার সূক্ষ্ম চিন্তার পক্ষে অতীব ভাল, কিন্তু স্থূলের পক্ষে অতীব দূষনীয়। স্থূল মোটা ভূত লইয়া বিরাজ করে, মোটা ভূত, মোটা ভূত না পাইলে, আনন্দ লাভ করিতে পারে না।

সগর, কশ্যপ কন্যা সুমতিকে ও বিদর্ভ রাজকন্যা কেশিনীকে

বিবাহ করেন, একটী হইতে এক পুত্র অপরটী হইতে ষাটি সহস্র পুত্র হয়, ইহাযে কি ব্যাপার তাহা পুরাণই বলিতে পারে। সূর্য্য বংশে সগরের উপর কিছুই ঠিক নাই, একখানি পুরাণ অপর এক খানির সহিত মিল নাই। সগরের নীচের বংশধরেরা কোথায় উপরে আছেন, আবার উপরেরা কোথাও নীচে আছেন, যিনি যাহাই বলুন, ও লিখুন, কাহারও গ্রাহ্য নয়, যখন পুরাণ বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছে, পরে যে এই সব হইয়াছে ইহার কোনও ভুল নাই। মহাত্মা কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে এক রত্ন ছিলেন, এবং সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাও বেশী ছিল, এবং পুস্তকের আশ্রয়ও যথেষ্ট ছিল, এবং সগর হইতে বিক্রমাদিত্যের সময়ও নিকট ছিল, আর যত পুরাণ আছে, কোথাও সগর হইতে রঘু পর্য্যন্ত কোনও গোলমাল লক্ষিত হয় না, ইহার কারণ মহাত্মা কালিদাস রঘু বংশে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ধর্ত্তব্য। চন্দ্রবংশের আর গোলমাল, যদি কোন মহাত্মা চন্দ্রবংশ লিখিতেন, যেমন মহাত্মা কালিদাস সূর্য্য বংশ লিখিয়াছেন, তাহা হইলে চন্দ্রবংশেরও গোল-মাল ঠিক হইত।

অত্রির পুত্র সোম, সোম বৃহস্পতির স্ত্রী তারাতে, এক পুত্র উৎপাদন করেন। যাহা লইয়া পরে দেবতা দিগের মহা গোলমাল হয়, এই গোলমাল ঠিক করিবার কারণ এক মহাসভা হয়, সভাতে কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে ব্রহ্মা নির্জ্জনে তারাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তারা লজ্জাতে জড়সড় হইয়া বলিলেন—এই পুত্র সোম হইতে—সকলে সাধু সাধু বলিয়া পুত্রের নাম বুধ রাখিলেন। ভরদ্বাজেরও জন্ম এই রূপ। বৃহস্পতি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীতে রমন করেন যাহাতে বিধবা গর্ভবতী হন, এই গর্ভ লইয়া মহা গোলমাল হয়, বৃহস্পতি এই পুত্র ভরতকে

দান করেন, ইহার কারণ বিতথ বলিয়া কথিত হয়। "মাতা ভস্ত্রা পিতার পুত্র," এই দৈব বাণীটি চিরকাল আছে। পিতাটি ভাল আবশ্যক, কারণ ভাল রেত হইলে ভাল পুত্র হয়, ইহার কারণ বোধ হয় কুলীনের আদর সর্ব্বত্র হয়।

ঋষির কুল, নদীর কূল, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের কুল, ইহার নিরাকরণ করিবার কিছুই উপায় নাই, কারণ কোথা হইতে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে, কিছুরই ঠিক নাই, খালি গুণের কারণ সর্ব্বত্র পূজনীয়।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় শিব নাম জাহির করেন, অবধুত গীতা ইহার প্রমাণ। মহর্ষি দত্তাত্রেয় বেদান্ত ও উপনিষদের কিছু উপর উঠিয়াছেন, যদিও শেষে সব ঠিক আছে। এক সময়ে যে সমস্ত জগৎ শৈব ছিল, অনুগ্রহ করিয়া phallic worship পড়িলে বুঝিতে পারেন। তাহার পর বুদ্ধ, (শাক্যসিংহ বুঝিবেন না), তাহার পর জোরাষ্টর, তাহার পর মোজেস, তাহার পর প্রভু যিশুখ্রীষ্ট, তাহার পর মহম্মদ। ভারতবর্ষে এই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা একবার প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, আপাততঃ খ্রীশ্চানের ভিতর নোবল ব্রিটন্ প্রভুত্ব করিতেছেন। ভারতবাসীদিগের ভিতর নানা ধর্ম্ম, নানা রং, নানা পোষাক, নানা খাদ্য হইবার কারণ আর কিছুই নয়, খালি নানা ধর্ম্মাবলম্বীর প্রভুত্ব হেতু, ইহাযে আজ হইয়াছে তাহা নয়। প্রভু হর হইতে সুরু হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের প্রাদুর্ভাব বেশী, এবং কালে সমস্তই প্রভু যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য হইবেক।

অত্রি—অদ+কর্ত্তরি তৃন, দস্যুতঃ। এক গণ্ডুষে সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন, এই খানে আবার জহ্নু আসিয়া উপস্থিত, অগস্ত্যও আসিতে পারেন, কারণ ইঁহারা এক গণ্ডুষে সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন, অগস্ত্য সমস্ত সমুদ্র পান করিয়াছিলেন।

প্রভু হর ওরফে হরি প্রথম আসিয়াছিলেন। হরি অর্থাৎ পীত-হরিত বর্ণ, অর্থাৎ হরিত বর্ণ নেত্র দিগকে, হরণ অর্থাৎ পরাজয় করিয়াছিলেন যিনি। হরিনেত্র, অর্থাৎ হরিত বর্ণ নেত্র, ইহার কারণ ভেক, স্যেন, সিংহ, তিমিঙ্গিল ও হিরণ্যাক্ষকে হরি কহে। ছোটর ভিতর ভেক বড়, পক্ষীর ভিতর স্যেন বড়, পশুর ভিতর সিংহ বড়, মৎস্যের ভিতর তিমি বড়, অসভ্যের ভিতর হিরণ্যাক্ষ বড়, ইহাদিগের সকলকারই হরিত বর্ণ নেত্র হয়, মানবের ভিতর প্রথম হরিত বর্ণ নেত্র শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রভু হর এই হরিত বর্ণ নেত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, ইহার কারণ বোধ হয়, প্রভু হরকে হরি কহে। সূর্য্যের বর্ণও হরিত বর্ণ বলিয়া কথিত হয়, ইহার কারণ সূর্য্যকেও হরি কহে।

অত্রির নীল নেত্র ছিল, এবং ইহার বংশধরেরা জগতের রাজা হন। গ্রীকদের আদি পুরুষ অট্রিয়াস্ হন। তুরস্ক ও চীনদের আয়ু হন। শাকদ্বীপ বাসীদের অর্থাৎ নাগদের অত্রি পূর্ব্ব পুরুষ হন। চীন, তাতার, মোগল, আর্য্য ও শাক দ্বীপ বাসীদের পূর্ব্ব পুরুষ এক হয়, এবং ইঁহাদের বংশ হইতে সমস্ত রাজবংশ হয়। শকদ্বীপে শকদের বাসস্থান হয় যাহাকে অবর্ষ্ম কহে, অর্থাৎ অরাক্সিস্। ইলা হইতে বুদ্ধের জন্ম যেরূপ ইঁহাদেরও সেইরূপ হয়, বুদ্ধের চিহ্ন সর্প, ইঁহাদেরও তদ্রূপ।

প্রথম পুত্র শক, এই শক হইতে জাতীর ও দেশের নাম হইয়াছে। শকের দুই পুত্র, পল ও নাগ, পল হইতে পালি ভাষা। কপ্‌টিক্ ও রুনিক পালি ভাষার মতন হয়। নাগ হইতে নাগজাতি হয়। শেষ নাগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং এই দুই পুত্র মিসরের নীল নদী পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিলেন। শাক দ্বীপের সীমা এক দিকে পূর্ব্ব সমুদ্র, অপর দিকে কাস্পীয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে বহু শাখা হইয়া যায়।

গেটি, যেটি, আর্য্য ও অন্যান্য অনেক শাখা হয়, এবং ইঁহারা এসিরিয়ান অর্থাৎ অশুর দিগকে ধ্বংশ করেন। শাকি, গেটি, অশ্ব, তক্ষক এই কয়েকটী বড় হন। কাস্পীয়ান হ্রদের পূর্ব্ব শাকি এবং অতি পূর্ব্ব গেটি, সমুদ্রের নিকট দ্রুহ্য, অশ্ব ও তক্ষক তাহার পর, ইঁহারা সকলেই শক দ্বীপ বাসী বলিয়া কথিত। কতকগুলি বক্ট্রিয়া ও আরমেনিয়া অধিকার করেন, এবং উঁহারা শাখা সেনী বলিয়া অভিহিত হন। এই শাখা সেনী শ্যাক্সেন্ দিগের পূর্ব্ব পুরুষ হন, শাখা অর্থাৎ ডাল, সেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, শাখার ভিতর শ্রেষ্ঠ শাখা।

আর্য্যদের ভিতর সেন খেতাব আছে, মুসলমানদের ভিতরও আছে। তানসেন অর্থাৎ গায়কের শ্রেষ্ঠ, এবং ইঁহার বংশধরেরা এখনও সেন বলিয়া অভিহিত হন। আদিসেন যিনি পূর্ব্বে বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং পরে দিল্লীর রাজা হন। বৈদ্য সেন বংশধরেরা ও কায়স্থ সেন বংশধরেরা এই সেনকে পূর্ব্ব পুরুষ বলেন, ইহাযে অলীক তাহার কোনও ভুল নাই। আদিসেন ক্ষত্রিয় হন, এবং ছত্রিশ রাজকুলের ভিতর আছেন, যদি উহাঁর বংশাবলী না থাকিত এবং উনি বাঁধা ও ধরার ভিতর না থাকিতেন, তাহা হইলে কোন বালাই ছিলনা।

আজকাল কলিকাতায় কায়স্থদিগের ভিতর মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে যদি বঙ্গদেশের ভিতর বলি তাহা হইলেও অত্যুক্তি হয় না। কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষিত ও কতকগুলি অশিক্ষিত যুবা একত্রিত হইয়া বড়ই কথার শ্রাদ্ধ করিতেছে, ইহাতে যে সাধারণ কায়স্থদিগের অত্যন্ত অপকার হইতেছে, ইহার কোনও ভুল নাই।

পূর্ব্বে উহারা জানিত যে চিত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের পূর্ব্ব পুরুষ হন কিন্তু যখন দেখিল গুপ্ত খেতাবটি বৈশ্যের হয় তখন উহারা মিত্রকে পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ পিতামহ ঠিক করিল—কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে

মিত্র চিরকাল উঁহাদিগের নিকট অপরিচিত এবং কায়স্থের ভিতর সভাসদ বলিয়া ন-পরিগণিত, আজ কিনা কায়স্থের সভাসদেরা জেও অবস্থা লইয়া আসিয়া সেই মিত্রকে পূর্ব্বপুরুষ ঠিক করিল—বাবাজীরা যে অত্যন্ত চালাক ও বিদ্বান ইহার কোনও সন্দেহ নাই।

বাবাজীরা মনে করে যে আমরা ফাঁকি দিয়া নাম কিনিব এবং আমাদের ব্যবসায় আমরা খুব উন্নতি করিব কিন্তু ইহাতে আরও অবনতি হইবে না উন্নতি হইবে যখন বাবাজীরা sincere worker নয় but sympathiser—এই জ্ঞান যে বাবাজীদের হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি যখন বালক। বাল্যকালে বাবাজীরা পুতুল লইয়া কত কি খেলা করে, কত রকম রং চং করে, কত রকম সকার বকার বকে, কতরকম অঙ্গভঙ্গি করে, কতরকম লড়াই করে আরও কতকি করে তাহার ইয়ত্তা নাই ইহা বলিয়া বাবাজীদের দ্বারা কখন সমাজের কি কিছু উপকার হয়, না বংশের কিছু উপকার হয়, তবে বাবাজীদের মধুমাখা মুখখানি পিতামহের তৃপ্তিকর।

কোন দিন কোন কায়স্থের সভাতে কোন শ্রীমান বলিল;—বাগ্বাজার নিবাসী শ্রীবিহারীলাল মিত্র প্রথম আয়ুঃবর্দ্ধনের বস্ত্র গ্রহণ উঠাইয়া দেন এবং তিনি নিমন্ত্রিত পত্রে এই ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছিলেন। "আশীর্ব্বাদার্থে ধান্য ও দূর্ব্বা যথেষ্ট।"

সভাসদেরা উত্তর দিল। তিনি আমাদিগের নিকট অপরিচিত হন। তিনি যে প্রথম করিয়াছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করিনা, বিশেষতঃ তিনি সভাসদ নন।

শ্রীমান বলিল। পরিচিত বা অপরিচিত হউক, সভাসদ্ হউক আর নাই হউক যিনি যে কার্য্য প্রথম করিবে তাঁহাকে সেই কার্য্যের দরুন প্রশংসা করা উচিত, যখন সেই কার্য্যের দরুন অন্যকে আপনারা প্রশংসা পত্র দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যেমনি তিনি আপনা-

দিগের নিকট অপরিচিত, তেমনি আপনারা তাঁহার নিকট অপরিচিত, আর আপনারা বলিলেন যে আমরা বিশ্বাস করিনা, ইহার পক্ষে আমি এই বলি যে, তাঁহার রহস্যাবলি আপনাদের নিকট আমার প্রমাণের স্বরূপ রহিল।

শ্রীমানটি বোধ হয় বিহারী মিত্র কি কার্য্য করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নয়, যদি থাকিত, তাহা হইলে আর অনেক বলিতে পারিত, তবে রহস্যছলে কিছু রকম বলা যাউক।

বিহারী মিত্র বচনে ও কার্য্যে শ্রাদ্ধের লৌকিকতা প্রথম উঠাইয়া দেয়।

বিহারী মিত্র বচনে ও কার্য্যে আয়ুঃবর্দ্ধনের উপলক্ষে বস্ত্র গ্রহণ প্রথম উঠাইয়া দেয়, এবং ইহার বদলে ধান্য ও দুর্ব্বা গ্রহণ যথেষ্ট, ইহাই বিহারী মিত্র বিধান করে।

বিহারী মিত্র অধ্যাপকদিগের চোতার নিমন্ত্রণ পত্র প্রথম উঠাইয়া দেয়, এবং ইহার বদলে বিহারী মিত্র invitation card system introduce করে।

বিহারী মিত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগকে দেশীয় অধ্যাপকদিগের মতন প্রথম বিদায় (honororium) দেয়

বিহারী মিত্র যাহা কিছু রহস্যাবলিতে লিখিয়াছে, তাহার কিয়দংশ সরকার বাহাদুর ও অন্যান্য সভ্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহা পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর নিশ্চয় যে পূর্ণ হইবেক ইহার কোনও সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক বিহারী মিত্র অপরিচিত কেন, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বিহারী মিত্র সময়োচিত কার্য্য করেনা, যদি করিত তাহা হইলে কায়স্থদিগের নিকট পরিচিত থাকিত, অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়; বাস্তবিক

ইহা সত্য হয় এবং বিহারী মিত্র ইহা শত শতবার কহে এই সূত্রটি যে ঠিক ইহার কোনও ভুল নাই।

নব্বই লক্ষ কায়স্থের ভিতর নব্বইটি বিহারী মিত্রের মতন ধনী নয়, নব্বইটী বিহারী মিত্রের মতন aristocracy ভোগ করেনা, নব্বইটী বিহারী মিত্রের মতন কার্য্যক্ষম নয় তথাপি কায়স্থদিগের ভিতর বিহারী মিত্র অপরিচিত কারণ বিহারী মিত্র সময়োচিত কার্য্য করেনা, যদি করিত তাহা হইলে কায়স্থদিগের ভিতর অপরিচিত থাকিত না।

বিহারী মিত্রের পূর্ব্ব পুরুষ যেরূপ দেব কার্য্যে খরচ করিয়া যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি সেইরূপ কি কলিকাতাবাসী কোন কায়স্থ করিয়াছে, যদি বলি অন্য সমস্ত কায়স্থের কি আছে ইহাও অত্যুক্তি হয় না কারণ অন্য যাহাদিগের আছে তাহা সমস্ত এই কীর্ত্তির পূর্ব্বে নয় অর্থাৎ দুই চারিটী আছে যাহা সমসাময়িক বলিয়া কথিত।

কায়স্থদিগের ভিতর মহাত্মা গোকুল মিত্রের মাথায় Law of primogenitureয়ের গুণটী যে ভাল, ইহা প্রথম প্রবেশ হয়, যাহা তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের willয়েতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্য পৌত্রেরা জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপর supreme courtয়েতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই willয়ের বিপক্ষে Bill file করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই মোকর্দ্দমা এই মর্ম্মে নিষ্পন্ন হয় যে "সকলে সমান বখরা পাইবে, খালি মধ্যম পুত্রের বংশধরেরা এক আনা বেশী পাইবে, কারণ মধ্যম পুত্র মুখ্যাগ্নির কার্য্য করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশধরেরা পাঁচ আনা করিয়া দশ আনা, আর মধ্যমের বংশধরেরা ছয় আনা" এই বখরা বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিল।

নব্বইটী ধনী নাই ইহা বলিয়াছে কত অহঙ্কারের কথা

দেখ কারণ বিহারী মিত্র ঝড়ে পড়া মাটীসাৎ বৃদ্ধ বৃক্ষ তবুও যাদু নতানে আবগাছ। আবা জাবা বৌয়ের বাবা। জালার খোলা হাঁড়ী কলসীর অপেক্ষা অনেক বড় হয়। অহে যাদু সকল ইহা যেন জ্ঞান থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও যেন মনে থাকে, খোলা যত বড় হউক না কেন নূতন হাঁড়ী কলসীর মতন serviceable নয়। অতএব যাহা আপরিচিত তাহা অষ্টৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইলেও কিছুই নয়, কিন্তু যাহা পরিচিত তাহা নিগুর্ণ হইলেও মহাপূজনীয় যেমন এক হয়। বিহারী মিত্র কিছুই নয়, যখন অপরিচিত, যদিও বিহারী মিত্র পাগলের মতন অনেক দেখাইল, অতএব ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, যাহাতে সময়োচিত কার্য্য নাই, তাহা অলীক।

হে যাদুগণ। তোমরা অনেকে বলিবে সময়োচিত কার্য্য কি, ইহা আমি বলিতে অনিচ্ছুক কারণ এই বিষয়টি প্রায় সকলেই বেশ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত ডাকপেটা যুবক-বৃন্দগণ। দেখনা, কয়েকদিন গত হইল একটি বালক ছয় সাতশত কায়স্থকে প্রভু মোজেসের মতন একটি যষ্টিতে কত ভেল্‌কি দেখাইল, বালকটী কেদারার উপর উঠিয়া যষ্টিটী দেখাইল এবং তৎপরে সে বলিল, তোমরা আমার দলে? সকলে বলিল—হাঁ। আমি যাহা প্রস্তাব করিয়াছি ইহাতে তোমাদের মত আছে? সকলে বলিল—হাঁ। আমি যে বিষয়ে বলি না—তোমরা সকলে না বলিবেত? আমরা সকলে তাহাতে না বলিব। আবার সেই বালকটী সর্ব্ব সম্মুখে কত হোম্‌রা চোম্‌রাকে কত কি বলিল।

বড় গাছ মাটীসাৎ হইলেও যদি সে সময়োচিত কার্য্য করে তাহা হইলেও সে পরিচিত হয়, এবং যাহা সে বলে তাহাও গ্রাহ্য হয়, কারণ বড় গাছ—আবার বড় গাছ হইয়া যদি সে সময়োচিত কার্য্য না করে অর্থাৎ ফল না দেয়, তাহা হইলে বড় গাছ থাকিয়াও

অপরিচিত, অর্থাৎ কিছুই নয়, অতএব সকল কায়স্থকে স্বীকার. করিতে হইবে যে·মানবে সময়োচিত কার্য্য না থাকিলে সর্ব্ব থাকিতেও সে মানব কিছুই নয়, কারণ অপরিচিত।

বিহারী মিত্র যদিও বামুনের বাটীর দাসীর বংশ নয়, মাষ্টার বাবুর বংশ নয়, ল্যাঙলার বংশ নয়, সমন্বয়ের বংশ নয়, দুই পয়সা রোজের চাকরের বংশ নয়, ঘর জামাইয়ের বংশ নয়, দৌহিত্রের বংশ নয়, এবং নিজে পরপুষ্ঠ নয় তথাপি যখন কায়স্থদিগের নিকট অপরিচিত তখন কিছুই নয়, অতএব বিহারী মিত্র ইহা স্বীকার করিতেছে যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয় অর্থাৎ মিথ্যা এবং যাহা পরিচিত তাহাই ঠিক অর্থাৎ যথার্থ হয়।

একজন কায়স্থ বলিল;—যদি হইলাম ক্ষত্রিয়, দেও তলবারি। অপরজন হুক্কাহুয়া নাদে নাদিল—হুক্কাহুয়া।

বিহারী মিত্র বলিল—কায়স্থ রসাতলমে হায় গিয়া—

এখন দেখা যাউক কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় কিনা।

কায়স্থ দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করেনা, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা বিবাহে দশা ব্যবহার করে, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা নামের সঙ্গে দাস দাসী ব্যবহার করে, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা দিনে বিবাহ করেনা, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা বিবাহ উপলক্ষে পরদিন কুশণ্ডিকা করেনা, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেনা, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা দেব দেবী মূর্ত্তিকে স্পর্শ করেনা ও নারায়ণকে পূজা করিতে সাহস করেনা, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা জীমূতবাহনের দায়ভাগ ব্যবহার করে, বিজ্ঞানেশ্বরের মিত্রাক্ষর ব্যবহার করেনা, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থদিগের ভিতর সরদার অর্থাৎ ruling chief নাই, ইহার কারণ ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বলিতে পারে যে আমরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কিম্বা প্রোথিত তাম্র ফলক উদ্ধারের দ্বারা কহিতে পারে যে আমরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম কিন্তু আমরা কোন স্মৃতিকারের দ্বারা আপাততঃ পতিত বলিয়া কথিত যদি ইহা সত্য হয়, এবং কায়স্থেরা যদি ইহা স্বীকার করে তাহা হইলে কায়স্থেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ইহা প্রমাণিত হইল। আর দেখ, শ্লোক উদ্ধারের দ্বারা কি হইল—না আর শোক আসিল এবং প্রোথিত তাম্র ফলকের দ্বারা কি হইল—না আর প্রোথিত হইল অর্থাৎ রসাতলে যাইল।

এখন পতিত ব্যক্তি উদ্ধার হয় কিনা ইহা দেখা যাউক।

পতিত ব্যক্তি ইহ জন্মে উদ্ধার হইতে পারেনা—যদি হইতে পারিত তাহা হইলে কায়স্থদের এই দুর্দ্দশা হইত না, কারণ ইহারা যত কথিত সংস্কৃত বচনের সেবা করিয়াছে, বোধ হয় এত অন্য কোন পতিত ব্যক্তি করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে পতিতপাবনের নাম করিলে পাতিত্য থাকেনা এইটী সংস্কৃত বচনে কহে কিন্তু এইটী জাতে খাটেনা, যদি খাটীত তাহা হইলে কায়স্থেরা পতিতপাবন হইত। নিজগুণে নিজে তরিতে পারে, যেমন বিহারী মিত্র তরিতেছে, কিন্তু সকলকে তরাতে পারেনা। যে ব্যক্তি কায়স্থদিগকে নীচ জাতি করিয়াছে সে ব্যক্তি কত বড় লোক হয় একবার বিবেচনা কর। নিজে খাইতে সকলে পারে, কিন্তু বহুজনকে খাওয়াইতে কয়েকটী লোক পারে। যে পারে সেই বড়।

ভারতবর্ষ কত জাতের ছিল কিন্তু এখন কি সেই সব জাত

বলিতে পারে, যে আমার ভারতবর্ষ হয়। নোবল বৃটন বলিতে পারেন, কেননা নোবল বৃটন তলবারির দ্বারা ভারতবর্ষ লইয়াছেন। যেরূপ বলের দ্বারা কায়স্থদিগকে স্মৃতিকার নীচ করিয়াছে কায়স্থদের যদি সেইরূপ বল হয় তাহা হইলে আবার বড় হইতে পারে। হে যাদুগণ। ইহা কি শ্লোকের দ্বারা হয়—না তাম্র ফলকের দ্বারা হয়, যদি হইত তাহা হইলে বিহারী মিত্র কায়স্থদিগের নিকট অপরিচিত থাকিত না, কিন্তু বিহারী মিত্র অপরিচিত, ইহার কারণ বিহারী মিত্র অনুপযুক্ত, যদি ইহা সত্য হয়, অর্থাৎ যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয় তাহা হইলে যখন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার করেনা অর্থাৎ অপরিচিত, তখন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেনা, যদি দেয় তাহা অলীক, কারণ কায়স্থেরা নিজে স্বীকার করিয়াছে, যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়।

মৃতব্যক্তি ঔষধের দ্বারা পুনঃর্জীবন লাভ করিতে পারে না, কিন্তু মুমুর্ষ ব্যক্তি পারে—উগ্র ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয় হইতে পারে কিন্তু কায়স্থেরা পারেনা, কারণ কায়স্থেরা অপরিচিত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার কোন কালে কায়স্থের ভিতর নাই, যদি থকিত তাহা হইলে কোন না কোন নিদর্শন থাকিত।

উচ্চ হইতে পতিত হয়, আর যদি গোড়া হইতেই মাটীসাৎ থাকে সে কি উচ্চে যাইতে পারে। যতদিন হইতে জগতে কায়স্থ নাম হইয়াছে ততদিন কায়স্থের ভিতর ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার কুত্রাপি নাই তবে কায়স্থ কি প্রকার সংস্কার করিয়া ক্ষত্রিয় হইবে। ভারতবর্ষে যত ক্ষত্রিয় আছে, সকলকার নিকট হইতে ভাষপত্র লওয়া হউক, যদি উহারা বলে যে আমরা কায়স্থের সঙ্গে দান ও গ্রহণ করিব ও এক সঙ্গে আহার করিব তাহা হইলে সমন্বয়ের সভা করা হউক, আর যদি ইহা না হয় তাহা হইলে কায়স্থ ক্ষত্রিয় নয়

ইহা প্রমাণিত হইল এবং কোন প্রকার সংস্কারে ক্ষত্রিয় হইতে পারেনা ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

মৃত্যু হইলে ভূত হয়, ভূত হইলে অন্ন হয় এবং অন্ন হইতে জীব হয়। হে কায়স্থ যাদুগণ! তোমাদের ইহাতে দুঃখ কিছুই নাই কারণ পুরুষকারের সেবা করিতে পারিলেই সমস্ত মুষ্টির ভিতর আছে, আর তাহা না পারিলে, অপরে যাহা তোমাদের উপর ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা লইতে তোমরা বাধ্য আছ।

যত সংস্কৃত শ্লোক ও তাম্র ফলক উদ্ধার করিবে, ততই বেশী শোক পাবে ও রসাতলে যাবে। সংস্কৃত শ্লোক লইলে কি মহারাষ্ট্রীয় বড় হয়—না শিক বড় হয়—না গুরখা বড় হয়—বাস্তবিক নিজগুণে জগতে সকলেই বড় হয়। বাপ দাদা বড় থাকিলে পুত্র বড় হয় না যদি হইত তাহা হইলে বিহারী মিত্র খুব বড় হইত অর্থাৎ কায়স্থ-দিগের ভিতর অপরিচিত থাকিত না, বাস্তবিক সময়োচিত কার্য্য যাহাতে নাই তাহা কিছুই নয় যেমন বিহারী মিত্র কায়স্থদিগের ভিতর অপরিচিত।

কায়স্থেরা যখন অপরিচিত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য যখন কায়স্থতে নাই তখন কায়স্থেরা বলিতে পারে না যে আমরা ক্ষত্রিয়, যদি বলা হয় তাহা হইলে বিহারী মিত্রের মতন পাগলামী করা হয়, আর যদি ক্ষত্রিয় হইবার দরুন মিত্রকে পূর্ব্বপুরুষ ইহা স্বীকার কর অর্থাৎ বিহারী মিত্র কায়স্থদিগের নিকট পরিচিত ও কায়স্থদিগের সভাসদ হয়, তাহা হইলে আবার নূতন গোলমাল উঠিল অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ শূদ্র রহিল আর পরপুরুষ ক্ষত্রিয় হইল। হে যাদু সকল! এই বার চিড়ের বাইস্ ফেরে পড়িয়াছ।

আজ পর্য্যন্ত সমস্ত কায়স্থেরা শূদ্রোচিত ব্যবহার করিতেছে, আবার অনধিক কায়স্থ শ্লোক উদ্ধারের দ্বারা ও তাম্র ফলক উদ্ধারের

দ্বারা বলিতেছে যে আমরা ক্ষত্রিয় অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে কায়স্থদের পূর্ব্বপুরুষ ঠিক নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এক প্রকার ব্যবহার থাকিত ও এক·পূর্ব্বপুরুষ ঠিক থাকিত।

যে সমস্ত কায়স্থেরা শ্লোক উদ্ধারের দ্বারা ও প্রোথিত তাম্র ফলক উদ্ধারের দ্বারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা বচনে করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক উহারা সকলে অদ্যাবধি শূদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকে; অতএব ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে এই সমস্ত কায়স্থেরা ব্যবহারে শূদ্র—নামে would be ক্ষত্রিয়, এইটি কি হাস্যাস্পদ নয়।

যখন উহারা নিজে বলিল যে আমরা শূদ্র নই, আমরা ক্ষত্রিয় হই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি কেহই বর্ম্মণ লিখিল না কিম্বা ক্ষত্রিয়োচিত কোন প্রকার ব্যবহার করিল না তবে কি করিয়া ক্ষত্রিয় হইল, অতএব ইহাতে প্রকাশ পায় যে কায়স্থ ন শূদ্র ন ক্ষত্রিয়। আর কায়স্থেরা পূর্ব্বে বলিয়াছে যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারে অপরিচিত, অতএব কায়স্থেরা কিছুই নয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নয়। আবার দেখ, নিজে কায়স্থেরা বলিতেছে যে আমরা শূদ্র নই, তাহা হইলে কায়স্থেরা কি জারজ; কোথাকার জল কোথায় আসিল, কোথায় ক্ষত্রিয় হইতে যাইলাম, না জারজত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

হে বাবু কায়স্থগণ! এইবার তোমাদের জন্যে স্বর্গের ও নরকের দ্বার বন্ধ হইল। তবে যা'বে কোথায়, না রাজা নহুষের মতন বশিষ্ঠের জ্বালায় অস্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে বিশ্বামিত্রের নিকট আশ্রয় লইবে। দেখ, রাজা নহুষ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় লইতে তিনি একটি নূতন স্থান তৈয়ারি করিলেন, যাহা অদ্যাবধি মহা উচ্চ স্থান বলিয়া কথিত হয়।

মিত্র অপেক্ষা জগতে উচ্চ স্থান আর দ্বিতীয় নাই। অদ্যাবধি জগতে যাহারা উচ্চ হইয়াছে, তাহারা সকলেই মিত্রের আশ্রয় লইয়াছে। মিত্রতা না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে সমতা হয় না, সমতা না হইলে ভ্রাতৃভাব হয় না, ভ্রাতৃভাব না হইলে একতা হয় না, আবার একতা না হইলে ভ্রাতৃভাব হয় না, ভ্রাতৃভাব না হইলে সমতা হয় না, সমতা না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে মিত্রতা হয় না।

মিত্রতা না থাকিলে অপরিচিত হয় আর মিত্রতা থাকিলেই পরিচিত হয়, অতএব যাহা অপরিচিত তাহা অলীক, আর যাহা পরিচিত তাহাই যথার্থ হয়। কায়স্থেরা অপরিচিত কারণ কোন কালে ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার করে নাই, ইহার কারণ কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় নয়, আবার কায়স্থেরা শূদ্র নয় কারণ কায়স্থেরা নিজে স্বীকার করিয়াছে যে আমরা শূদ্র নই, অতএব কায়স্থেরা জারজ ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

শেষ নাগ তক্ষক দেশ অর্থাৎ তক্ষরিস্থান হইতে আসিয়া পুনঃ ভারত আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজা হন। অন্য কতকগুলি এসিয়া মাইনার দখল করেন এবং পরে এস্কণ্ডিনেভিয়া অধিকার ভুক্ত করেন। অশ্ব অর্থাৎ অসি যাহা হইতে এসিয়া নাম হইয়াছে, এবং তক্ষক যাহা হইতে নাগ নাম হইয়াছে, ইঁহারা বল্‌টিক সমুদ্রের ধার হইতে অন্যত্র যান। গথ্, গেটি ও যেটী এক হন। অসি, ক্যাটী ও সিম্ব্রি এক হন। ক্যেল্‌ট ও গ্যল এক হন, এবং উহাঁরা ইউরোপের উত্তরাংশের কর্ত্তা হন। গথ্, হুন, অল্যান, সুইডিস্ ও ভণ্ডল এক হন, এবং ইঁহারা অন্যাংশের কর্ত্তা হন।

নগে ভব নাগ অর্থাৎ যাহাদের বাসস্থান পর্ব্বতে ছিল। পার্ব্বতীরও বাসস্থান পর্ব্বতে ছিল। যখন পার্ব্বতীর বিবাহ

উপস্থিত হয়, তখন বর বলিয়াছিলেন, পার্ব্বতীর ভ্রাতা নাই অতএব আমি বিবাহ করিব না। তাহাতে তিনি বলেন, আমার ভ্রাতা মৈনাক হন, যিনি এখন সমুদ্র গর্ভে আছেন, এবং ইন্দ্র তাঁহার পক্ষ ছেদন করিয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের পক্ষ—এইটী বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কিন্তু তা নয়, পর্ব্বত বাসীরা সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন এবং সুবিধা পাইলেই দেশ হস্তগত করিতেন।

যখন ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, তখন ইঁহাদের পক্ষ ছেদন হইল অর্থাৎ যাতায়াত বন্ধ হইল, অর্থাৎ অপর দেশ আক্রমণ করা বন্ধ হইল, ইহার কারণ সমুদ্রে স্থান অন্বেষণে চলিলেন। মৈনাক পাহাড়ের নাম। মৈরাটীস্, নাগ ও মৈনাক যে এক ইহার কোন ভুল নাই। মধ্য এসিয়া যে সকলের মধ্য স্থান তাহার কোন ভুল নাই, কতকগুলি ইয়ুরোপ খণ্ডে গিয়াছেন এবং কতকগুলি ভারত খণ্ডে আসিয়াছেন।

জগতে যত রাজবংশধরেরা আছেন, এখনও সকলের চক্ষু নীল হয়, সত্য কি মিথ্যা, সমস্ত স্বাধীন রাজবংশের চক্ষু দেখুন, এবং ছত্রিশ কুল রাজ বংশকে দেখুন। বঙ্গবাসী যে আদৌ আর্য্য সন্তান নন্ ইহার কোন ভুল নাই, তবে ইঁহারা আর্য্য সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছেন এবং আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন কিন্তু ইঁহাদের পিতা আর্য্য হইতে পারেন। পরে কতকগুলি যেমন মুসলমান সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, ইদানীং যেমন কতকগুলি খ্রীশ্চান সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছেন এবং খ্রীশ্চান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। অপর যতগুলি বাকী রহিল, এখনও পরের পর অসভ্য বলিয়া কথিত হয়।

আর্য্য সময়ে যাহারা আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহাদের আদত আর্য্যেরা ও নকল আর্য্যেরা অন্ত্যজ বলিত। মুসলমানের সময়

যাহারা মুসলমান হয় নাই, আদত ও নকল মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফের বলিত। খ্রীশ্চানের সময় যাহারা খ্রীশ্চান এখনও হয় নাই, উহাদিগকে এখনও উঁহারা সকলে পৌত্তলিক ও Blackman বলেন। বঙ্গবাসীদিগের ভিতর যে আদৌ এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং নাই, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, গোড়ায় দোষ এবং তৎকারণ ডালে পাতায় ও ফলে দোষ, এবং সেই হেতু কোনও সময় ছিলনা, এবং কোনও কালে যে হইবে ইহারও কোন সম্ভাবনা নাই।

ছত্রিশ কুল আর্য্য সন্তানেরা কি আপনাদের লইয়া চলেন—না আপনাদের আর্য্য সন্তান বলিয়া উঁহারা পরিগণিত করেন—না আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ ঐ ছত্রিশ কুল আর্য্য সন্তানের ভিতর আছেন। আপনারা সভ্য যতদিন অর্থ, অর্থ বিহীন হইলে, আপনারা যে কলু সেই কলু।

আদিশূর সভ্য খেতাব যে কয়েকটীকে দিলেন, সেই কয়েকটী যাহাদিগের সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া মিশিলেন, তাহারাই সভ্য হইয়াছিল। মুসলমানেরা যে কয়েকটীকে সভ্য করিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের আনুসঙ্গিক লোক সমূহ সভ্য হইলেন। খ্রীশ্চানেরা যাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং উঁহারা যাঁহাদিগের সহিত মিশিয়াছেন ও ফিরিয়াছেন তাঁহারাই ইদানীং সভ্য বলিয়া কথিত হন, কিন্তু যে বঙ্গবাসীর কপালে এই শুভ দৃষ্টি পড়ে নাই, সেই বঙ্গবাসীরা এখনও অসভ্য বলিয়া কথিত হয় কিনা তাহাও স্থির ভাবে চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন, সত্য কি মিথ্যা। ছত্রিশ কুল রাজপুতেরা শৈব কিনা দেখুন, যদিও মহেন্দ্রাচার্য্য হইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সংখ্যা লইলে নিরনব্বইতে এক জন দেখিতে পাইবেন। যাহারা ছত্রিশ কুলের

বাহির, তাহারাই সাধারণ ছেলে খেলা, রং তামাসা ও কপট বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করিয়াছে।

রাজপুতদের বাসন্তীপূজা দেখুন। বঙ্গদেশে মাটী ও খড় দিয়া একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়, এবং ঐ মূর্ত্তিকে যথা বিধানে পূজা করা হয়। রাজপুতেরা (বসন্তকাল অতি শ্লেষ্মার সময়, এই সময়ে শুষ্ক বৃক্ষতে মুঞ্জরী হয়, ইহার কারণ ব্যায়াম অতি আবশ্যক হয়,) বাসন্তীকে পূজা করেন অর্থাৎ ঐ সময়ে সকলে মৃগয়া করিতে বাহির হন, যদি ভাল শিকার মিলিল, সমস্ত বৎসর শুভ জানিলেন, বিপরীত অশুভ জানিলেন। শারদীয় পূজাতে রাজপুতেরা সমস্ত সৈন্যের রিভিউ করেন, এবং পরে শিকারে বাহির হন। বঙ্গবাসীরা খড়ে ও মাটীতে পূজা করেন, খড়ের ও মাটীর পূজা ছত্রিশকুল আর্য্য সন্তানের ভিতর নাই, খালি বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভাব আছে, কারণ বঙ্গবাসীরা হাঁদু।

কৃষ্ণনগর হইতে প্রথম খড় ও মাটী মিশ্রিত মূর্ত্তি বাহির হয়। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারেরা অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারে, যাহা বঙ্গদেশের আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গা, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী ও কালী পূজা প্রথমে কৃষ্ণনগর হইতে বাহির হয়—বারোয়ারী পূজা প্রথমে গুপ্তিপাড়া হইতে বাহির হয়—কার্ত্তিক পূজা, প্রথম বড়বাজার হইতে বাহির হয়—তৎপরে নানা পূজা নানা স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। পূজা নামটী পুরাতন পুস্তকে আছে, ইহার কারণ খড় ও মাটীর পূজা ও বিসর্জ্জন আর্য্যদিগের ভিতর ছিল বুঝিবেন না। যাহা ছত্রিশকুল রাজপুতদিগের ভিতর এখন পর্য্যন্ত আছে তাহাই আর্য্যদিগের পূজা ছিল বুঝিবেন, যদিও নানা গোলমাল হইয়াছে, তথাপি যাহা কিছু আর্য্যদিগের ছিল, যদি থাকে উঁহাদিগের ভিতর এখনও আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। যেমন উত্তর অ্যাবশিনিয়ার রাজা স্মেলাস্তেলেসার সময় যখন সভ্য খ্রীশ্চান নোবল

ব্রীটন্ দূতরূপে গিয়াছিলেন, তথাকার আচার্য্যেরা সত্য খ্রীশ্চান নোবল ব্রীটন্‌কে খ্রীশ্চান বলিতে সন্দেহ করিয়াছিল; তেমন অদ্য যদি সত্য আর্য্য কিম্বা রাজপুত বঙ্গদেশে আগমন করেন, ধাঙ্গড় বঙ্গবাসীরা উঁহাদিগকে সচ্ছন্দে অনার্য্য বলেন, কারণ সত্যতে ও মিথ্যাতে বন্ধুত্ব কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিবরাত্রি একটী মহোৎসবের দিন, এই দিন সর্ব্ব ভারতবাসী প্রভু হরের পূজা করেন, এইটীর কোথাও গোলমাল নাই, কিন্তু বঙ্গদেশে খড় ও মাটি সুরু হইয়াছে। মনুয়ার পিয়ালা রাজপুতদের আহ্বানের পাত্র হয়—মধুর অর্থাৎ মৌওফুলের মদ্যের বদলে এখন আফিম সুরু হইয়াছে, এইটী ভাল চিহ্ন নয়। বীর পুরুষদের মদ্য, মাংস ও স্ত্রী এই তিনটী ভোগের সামগ্রী হয়, কিন্তু এইটী যেন মনে থাকে—মদ্য ও মাংস ও স্ত্রীকে ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ নিজের বশে রাখিবে, যে দিন উহারা ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ উহাদের বশে চলিবে, সেই দিন সর্ব্বনাশ হইল ইহাও নিশ্চয় জানিবেক। প্রভু হর, গৌরীকে বাম উরুতে রাখিলেন, এবং যথায় প্রভু হর রহিলেন তথায় গৌরীও থাকিলেন। তিনি হস্তে সুরা পাত্র খর্পর ধরিলেন, শুদ্ধ মাংস ভোজন করিতে লাগিলেন, চারি পার্শ্বে বিদ্যাধরের ও অপ্সরীর নৃত্য ও গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য রহস্য—কোথায় উচ্ছন্ন যাইবেন, না হিরণ্যাক্ষ বধ করিয়া জগতে হরি নামে অভিহিত হইলেন, এবং জগতের সমস্ত অসভ্যতাকে নাশ করিয়া সভ্যতা বিস্তার করিলেন। বাস্তবিক প্রভু হর, কূর্ম্ম ও বরাহ ও নৃসিংহাবতারের যোগ্য পাত্র হন।

কপিল সাংখ্য লিখিলেন, দত্তাত্রেয় অবধূত গীতা লিখিলেন, বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিলেন, ব্যাস মহাভারত লিখিলেন, এবং ব্যাস পূর্ব্বের সমস্ত ছড়ান পুস্তককে এক করিয়া ত্রয়ী নাম দিলেন,

যেমন যুদের র‍্যাবি যুডা ও র‍্যাবি জনথন পূর্ব্বের ছড়ান পুস্তককে এক করিয়া, প্রথমটিকে মিশ্ন ও দ্বিতীয়টিকে গেমেরা নাম দেন, পরে দুই খানি এক হইয়া ট্যাল্মদ্ নাম ধারণ করিল।

বহুকাল পরে পূর্ব্বের কাশ্মীরের অধিপতি আপনার গ্রন্থালয়ে অগ্নি দিয়া প্রায় সমস্ত পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা কিছু ছিল তাহার একটী তালিকা আছে, অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করিলে এখনও দেখিতে পারেন। (এলেক্জাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয় অগ্নিতে নষ্ট হওয়াতে জগতের অনেক ক্ষতি হইয়াছে)। কর্ণাটের রাণী অত্যন্ত উন্নতিশীলা ছিলেন, তিনি মহাত্মা বোপদেবকে এই ক্ষতি পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা বোপদেবের কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি পুনরায় আবার সব ঠিক করিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান পুস্তক হইল।

ভারতবর্ষে যত পুরাতন মন্দির আছে, এমন কি পামির হইতে ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পারস্য গালফ্ হইতে বে অফ্ বেঙ্গল পর্য্যন্ত একটী মন্দিরেতেও শিবমূর্ত্তি ভিন্ন অন্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন না, এবং অন্যমূর্ত্তি যাহা দেখিবেন, তাহা সম্প্রতি হইয়াছে জানিবেন। উড়িষ্যাতে জগন্নাথের মূর্ত্তি আছে অনেকে উহাকে কৃষ্ণ মূর্ত্তি কহে, এবং পুরাণেও কথিত হয়, বাস্তবিক উহা হরির-ওম-কারেশ্বরের মূর্ত্তি হয়, এবং হরি-হর এক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর্য্যেরা এক লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন এবং আর্য্যেরা কখনও মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করেন না ও পরে বিসর্জ্জন দেন না, এইটী খালি বাঙ্গালার বিধি হয়। ছত্রিশ কুল রাজপুতের মতন ভারতবর্ষে ধনী ও সভ্য অন্য কেহই নন, কিন্তু উঁহারা ঘরে ঘরে পরবতেহারে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রং ঢং করেন না, ও মূর্ত্তিকে মুটের স্কন্ধে চাপাইয়া রন্দা কোঁ করিতে করিতে, কিম্বা লাকু চড়াচড়্ করিতে করিতে

ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া জলে নিক্ষেপ করেন না। মিথ্যা কি সত্য, এখনও বঙ্গদেশ পার হইয়া অন্যত্র দেখুন।

মহাত্মা ব্যাস প্রথম হরিনামের পথ দেখান, তৎপরে মহাত্মা বোপদেব, তৎপরে শ্রীবল্লভাচার্য্য, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম জাহির করিলেন, কিন্তু মহাত্মা ব্যাস, মহাত্মা বোপদেব অবতার হইলেন না, মহাত্মা বল্লভাচার্য্য অবতার হইলেন না, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে অবতার হইলেন না, এবং কখনও তিনি বলেন নাই যে, আমি হরি গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শিষ্যেরা হরিকে ভুলিয়া হরিনামের প্রচাবক শ্রীগৌরাঙ্গকে হরি করিতেছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ নিজে হরিকে হরি রাখিয়া গিয়াছেন। পিতা ও পুত্র এক নয় এইটি যেন ঠিক থাকে, যদি কেহ স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম তর্ক করেন, তাহা হইলে একই সব সবই এক আসিয়া উপস্থিত হয়, এই মূর্খতা হেতু বঙ্গদেশে প্রত্যহ অবতার জন্ম গ্রহণ করে, এবং প্রত্যহ মিশাইয়া যায়। হরিনামে মুক্তি, আহা! কি উচ্চ দর্শন, যাহার তুল্য যুক্তি আর দ্বিতীয় নাই। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এই ভক্তি গুণ প্রচার করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন, এবং মহাত্মা বোপদেব এই ভক্তি মার্গ লিখিয়া জগতে অতুল্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট যত কটি আছেন, কালে সমস্তই ভক্তি ভাবে মুক্তি পদ লাভ করিবেন।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনি এখন জানিতে পারিলেন, উপাস্য ও উপাসক ও পূজা কি? এইগুলি খালি সংসারকে এক করিবার জন্য হয়, কারণ যখন সূক্ষ্মে এক তখন স্থূলে এক অত্যন্ত আবশ্যক হয়। যাহাদের রং ও খাদ্য ও পোষাক গোড়াতে এক আছে, তাহাদেরই ধর্ম্ম এক হয়, মিশ্রিতদের প্রায় এক ধর্ম্ম হয় না। মিশ্রিতদের এক, খালি দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনে এক হইলে স্থূল লোপ

পায়, স্থূল লোপ পাইলেই মনুর সন্তান মানব এইটিরও লোপ হয়, কারণ মন স্থূল বলিয়া কথিত হয় এবং এইটীর লোপ হইলেই পাগল হয়। মনহারা পাগল বঙ্গবাসীরা হয়, আর মনধরা পাগল আর্য্য সন্তানেরা হন। প্রথমটি পাগলাগারদের পাগল, শেষেরটী প্রভু হর পাগল। আপনি সংসার কি ইহা বুঝিলেন।

সংসার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সার কারণ সূক্ষ্মে এক, স্থূলে এক, মধ্যে এক, একই তিন, তিনই এক। তিনটী মূর্ত্তি, তিনখানি বেদ, তিনটী গুণ, তিনটী পৃথিবী, অবস্থা তিনটী, তিনটী লিঙ্গ, তিনটী অগ্নি, তিনটী কাল, অন্ন তিনটী, মনোবৃত্তি তিনটী, উপাসনা তিনটী, তিনটী মাত্রা, তিনটী স্বর, তিনটী উচ্চারণ, তিনটী অক্ষর। এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমার ইংরাজী যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদের ভূমিকার ওম তৎসৎ প্রবন্ধ দেখুন।

দিগ্বিজয়ী। আপনার সমস্ত বুঝিলাম, আপনি প্রভু হর ওরফে হরিকে উপাস্য দেবতা করিতে বলেন, এবং যাহারা উঁহার উপাসক হইবেক, তাহারা শৈব বলিয়া কথিত হউক। খড়ের, মাটীর, প্রস্তরের ও ধাতুর মূর্ত্তি পূজা করিতে নিষেধ করেন, যদি কেহ লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন দেখিয়া পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, প্রসিদ্ধ যে কয়েকটী স্থান আছে, তথায় করুন। গড়া ও বিসর্জ্জন দেওয়া আপনি ভাল বলেন না কারণ ইহাতে সংস্কার দূষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণ ব্যক্তি আমিষ ভোজী হউন, বিশেষ ব্যক্তি নিরামিষ ভোজী হউন। একটী শাক্ত আচার বলিয়া কথিত হউক, অপরটী বৈষ্ণব আচার বলিয়া কথিত হউক। বসন্তকালে শীকারে বাহির হউন, শরৎকালে দেশভ্রমণে বাহির হউন। যে ব্যক্তির উচ্চ মাথা হইবেক, সে ব্যক্তি একবাদী হউন, এবং সমাজের বিশৃঙ্খলতাকে আশ্রয় না দিয়া, বরং মোচন করুন, অর্থাৎ যাহাতে

এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং, এক পোষাক সমাজে প্রচার হয়, ইহার উপায় করিতে বিধিমতে চেষ্টা করুন। হরিনামামৃত পানে সকলে মুক্তি লাভ করুন, এবং রং, খাদ্য, পোষাক ও ধর্ম্ম এক করুন। বাটে, ঘাটে, মাটে, রাস্তাতে হরিনাম প্রচার হউক, এবং সকলে সূক্ষ্ম ভুলিয়া যাইয়া শিবরাত্রি ব্রত ধর্ম্ম জ্ঞানে প্রতিপালন করুন, প্রভু হর ওরফে হরি মর্ত্ত্যে অবতার রূপে আসিয়াছেন, মর্ত্ত্যবাসীদের উপকারের দরুন, ইহা সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে বিশ্বাস করুন।

কেহই গ্রহণ করিবেক না, সকলেই আপনাকে পাগল ও বর্ব্বর বলিবে ও সুবিধা পাইলেই আপনাকে বহুকষ্টে ফেলিবে। আপনি যশ, প্রশংসা পত্র, ছবি ও মূর্ত্তি চাননা, ইহার কারণ আপনার ইহা ভাল হইতে পারে, অন্যেরা সকলেই ঐই কয়েকটীর দাস হন, ইহার কারণ কেহই ঠিক্ কহিতে সাহস করেন না, সকলেই বাতাস বুঝিয়া কার্য্য করেন। কেহ উচ্চ বলিলে উচ্চ বলিতে হয়, কেহ অনুচ্চ বলিলে অনুচ্চ বলিতে হয়। গরম ও নরম বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, যেখানে যেটী ঠিক্ হয় সেখানে সেটী ব্যবহার করিতে হয়। (এইটী রাজনীতির পক্ষে ব্যবহার্য্য কিন্তু সমাজনীতির পক্ষে অতীব দুষনীয়, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব ঠিক।) অন্য সকলে পেটের জন্য লালায়িত, ইহার কারণ সকলেরই ব্যবহার পশুর মতন। বঙ্গবাসী যে পশু আকার মনুষ্য ইহা শত শত বার বলি—এবং কাহারও যে প্রিন্সিপল (principle) নাই ইহা শত শত বার বলি—বুদ্ধির স্থিরতা নাই ইহাও শত শত বার বলি—নকলের চূড়ান্ত বীর ইহাও শত শত বার বলি। আপনার রহস্যের সমালোচনা দেখুন না, তাহা হইলে আর কিছুই বলিতে হয় না—আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন বুঝিতে পারে এ রকম মাথা অতি বিরল। অনেক ভাষাজ্ঞ পাওয়া যায়, অনেক বচন আওড়াইতে পারে এমন অনেক

পাওয়া যায়, খুব বকিতে পারে অনেক পাওয়া যায়, নই এঁড়ে জ্ঞান নাই অথচ ট্রাম্পেটীং বাবু Trumpetting Baboo অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থ চিন্তাশীল লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল।

আপনার ওড়ন ও পাড়ন, খালি চিন্তা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানময়। সাধারণের আয়লো অলি, গৌরাঙ্গ বলি, খোসামোদ তুলি, পেটের দায়ে মরি, যা তা লিখি। আপনি কাহারও খোসামোদ করেন না, কাহারও নিকট যান না, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না, আপনার রহস্যের সমালোচনা কি করিয়া ঠিক হইতে পারে। প্রথমে আমিই আপনাকে পাগল ও বর্ব্বর বলিয়া জানিতাম, কেননা আপনার নাম ট্রাম্পেটিং লিষ্টে নাই। বঙ্গদেশের স্বভাব ট্রাম্পেটিং হওয়া, মাথায়তো কিছুই নাই, দেখে ও শুনে ও বুক্তিতে যা হয়, ইহার দরুন বঙ্গদেশে ট্রাম্পেটীং লিষ্টে নাম থাকাটা প্রয়োজন হয়, কারণ যাহারা লিখিবে ও কহিবে তাহারা শাক চয়নীর পুত্রমণ্ডলী, বঙ্গদেশে সমাজ নেতামণ্ডলী। প্রথমে কেহ কিছু করিলেই, ট্রাম্পেটিং বাবুদিগকে খোসামোদ করা আবশ্যক, কারণ সাধারণে নই কি এঁড়ে দেখিবে না ট্রাম্পেটিং কে দেখিবে, তাহারা যাহা বলিবে সাধারণে তাহাই লইবে, সত্য কি মিথ্যা আপনি দেখুন।

আমি যতই আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি ততই নিজের অহঙ্কার কম হইতেছে, শেষে এত কম হইয়া আসিল যে আপনাকে মহাত্মা না বলিয়া থাকিতে পারিনা। আমি সর্ব্বত্র গিয়াছি, সকলের সহিত তর্ক করিয়াছি, দিগ্বিজয়ী নাম লইয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট আমি বালক ইহাও ভয়ে ভয়ে বলিতেছি। আপনি যে অহং ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যুচ্চ কারণ আকার। অহং না হইলে আকার হয় না। যতক্ষণ অহং জ্ঞান, ততক্ষণ আকার, যে মুহূর্ত্তে অহং লোপ সেইক্ষণেই নিজে লোপ, ইহার কারণ আপনি অহং ভাব লইয়া

আরও বালকের পরিচয় দিয়াছেন। আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন বুঝিবার ক্ষমতা কি সাধারণের আছে—দেখুন্ না, কোথায় অহং দূষনীয় হইবে না অতি প্রশংসনীয় হইল। আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আপনি বালককে যেরূপ করিয়া বুঝায়, সেরূপ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতে আমি কতকটা বুঝিয়াছি। যদি আমার মতন লোকের অবস্থা এইরূপ হয়, তাহা হইলে অন্যের কিরূপ হয়, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

বঙ্গদেশে যে যত সমাজের অপকার করিবে, সমস্ত লোক তাহার তত উপকার করিবে। আপনি উপকার করিতেছেন, সকলেই আপনার অপকার করিবে। বঙ্গদেশ ইংরাজ বাহাদুরের হস্তগত হওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত কেহই স্পষ্টাক্ষরে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া, বঙ্গ সমাজের সমস্ত দোষ গুলি দেখাইয়া দেন নাই, কারণ কেহই সাহস পান নাই। অদ্য আপনি নিজের যশ নষ্ট করিয়া, এবং নিজে সমস্ত বঙ্গবাসীর নিকট নিন্দিত হইয়া, এবং সকলকার অভিসম্পাৎ মস্তকের উপর ধারণ করিয়া, এবং চিতার উপর দশ হাত বিশাল বক্ষঃ বিস্তৃত করিয়া, সমস্ত বঙ্গবাসীকে তাহাদিগের গুণাগুণ দেখাইয়া দিতেছেন। ধন্য আপনার মানসিক তেজ, ধন্য আপনার উদারতা, ধন্য আপনার ত্যাগশীলতা। পঞ্চাশ বর্ষ পরে আপনার রহস্য বঙ্গের ইষ্ট কবচ তুল্য হইবেক। অন্যের রচনা নকল copy, আপনার আদর্শ original।

বঙ্গদেশে নকলের আদর বেশী। আর্য্যদের সময় বঙ্গবাসীরা উহাঁদের নকল করিয়া ছিলেন। বৌদ্ধদের সময় বঙ্গবাসীরা উঁহাদের নকল করিয়াছিলেন। মুসলমানের সময় বঙ্গবাসীরা উঁহাদের নকল করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গবাসীরা ইদানীং খ্রীশ্চানদের নকল করিতেছেন। আপনার নিকট শিখিয়াছি যে, আদর্শ ও নকল নাই, যাহা এক তাহাই ঠিক। বঙ্গবাসীরা যদি সকলে আর্য্য সভ্যতা লইতেন,

কিম্বা বৌদ্ধ সভ্যতা লইতেন, কিম্বা মুসলমান সভ্যতা লইতেন, কিম্বা খ্রীশ্চান সভ্যতা লন, তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না ও থাকে না। আধাআধি ও ভাঙ্গাভাঙ্গি থাকিয়া যত গোলমাল হইয়াছে ও হইতেছে। আপনি সকলকে ধাঙ্গড় বলেন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ সভ্যতার মূল এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং হয়। বাঙ্গালীদিগের নানা ধর্ম্ম, নানা পোষাক, নানা খাদ্য, নানা রং হয়, ইহার কারণ বাঙ্গালী সভ্য যতক্ষণ অর্থ, অর্থ যাইলেই যে ধাঙ্গড় সেই ধাঙ্গড়।

প্রত্যহ বঙ্গদেশে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্র কোন রকমে সভ্য হইলে পিতাকে পিতা বলিতে লজ্জা পান, এবং যে পুত্রটী সভ্য হইলেন, সেইটীর সন্তান সন্ততির সহিত অন্য পুত্রের সন্তান সন্তাতির মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মে, পোষাকে, খাদ্যে, বীর্য্যে পরস্পরে তফাৎ হন। আপনি নিজের বংশচরিত দেখাইয়া দিয়া, অন্য সকলকে স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি বঙ্গদেশের উপকারের দরুন, যত কিছু চেষ্টা করুন কিছুতেই কিছু হইবে না, এবং আপনি নিজেই বর্ব্বর হইবেন। সে যাহা হউব, আপনি নিয়ম বলেন নাই ও হরিনামের গুণ কি তাহাও বলেন নাই, কেন তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই।

ক্রেতা। স্থূলে নিয়ম প্রতিপালন না করিলে উচ্চ হয় না, কারণ স্থূল নিয়মাধীন হয়। স্থূলের ভিতর সূর্য্য অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই তথাপি অহোরাত্র বিশ্রাম নাই। যে দিন বিশ্রাম লইবেক, সেই দিন তেজহীন হইবেক। সূর্য্যের তেজ কেহ গ্রহণ করিতে পারেনা, কিন্তু সকলকার তেজ সূর্য্য গ্রহণ করে। কি উচ্চ রহস্য। স্বাধীনের তেজ কেহই গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু পরাধীনের

সমস্ত তেজ স্বাধীনেতে লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ স্বাধীন নিয়মাধীন হন কিন্তু পরাধীনে নিয়ম নাস্তি। সূর্য্য স্বাধীন ইহার কারণ নিয়মাধীন, অন্য বিষয় পরাধীন ইহার কারণ সূর্য্যের অধীন। স্থূল জগতে নিয়ম প্রতিপালন অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর দ্বিতীয় নাই।

কোন সময়ে এক যোগাভ্যাসী তাহার গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারি?

গুরু বলিলেন,—"আতুরে নিয়ম নাস্তি, পুরুষে নিয়ম অস্তি," বাপু—যদি তুমি পুরুষ হও নিয়ম প্রতিপালন কর, আর যদি তুমি পীড়িত হও, যাহা মনে লয় তাহাই কর।

যোগাভ্যাসী। আমি যদি পীড়িত হইতাম, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট আসিতাম না, হাঁসপাতালে যাইতাম, এবং ঔষধ সেবন করিতাম। আমার আকৃতি দেখিয়া কি আপনি পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না?

গুরু। বাপু—তুমি যাহা বলিলে সবই ঠিক কিন্তু তোমার মস্ত মাথা দেখিয়া আমার বোধ হয় তুমি পীড়িত, কারণ দেহের পরিমাণের অপেক্ষা বড় মাথা হইলে আমি পীড়িত বলি, যে হেতু পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা বেশী। যে পরিমাণে দেহ সেই পরিমাণে মাথা হইলে পুরুষ হয়, তবে বাপু—তোমায় একটী গল্প বলি শুন ঃ—

ভারতবর্ষের ভিতর বঙ্গ নামে একটী দেশ আছে, তথায় জল ও বায়ু দূষিত হইবার কারণ বঙ্গবাসীরা আদৌ সংসার নিয়ম প্রতি-পালন করিতে পারেনা, এবং নিয়ম কি সামগ্রী তাহাও তাহারা জানেনা, দেশের রাজার যে কয়েকটী নিয়ম আছে, তাহাই অগত্যা প্রতিপালন করে। বঙ্গবাসীদিগের আহারের নিয়ম নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, শয্যা নিম্ন স্থানে, অর্থ অত্যন্ত কম এবং উহাদিগের পিত্ত অত্যন্ত বেশী ইহার কারণ সন্তান ও সন্ততি বেশী হয়। সকলেই প্রায় জীর্ণ ও

শীর্ণ ও জরাক্রান্ত হয়, এবং উহাদিগের দেহের পরিমাণের অপেক্ষা মস্তক অত্যন্ত বড়। কিন্তু হস্ত ও পদ ও বক্ষঃ মস্তকের পরিমাণের অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ সরু হয়। বঙ্গবাসীরা মস্তকের ভরে টিপ্ টাপ্ করিয়া পড়িয়া মরে—ইহা বলিয়া বঙ্গবাসীরা কি মনুষ্য নয়—মনুষ্যাকৃতি মনুষ্য বটে কিন্তু পুরুষাকৃতি পুরুষ নয়, কারণ পীড়িত।

চিন্তাক্রান্ত ও ধাতুবদ্ধ শরীর হয়। নষ্ট চিত্তে ধাতু নষ্ট হয়, সুস্থ চিত্তে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কতকগুলির মস্তক বড় হেতু একমেব দ্বিতীয়, পথে, ঘাটে, মাটে, মন্দিরে, কাগজে, পত্রে ও অন্যান্য বিশেষ স্থানে, বেদান্ত ও উপনিষৎ রূপে বিরাজ করে। অন্য কতকগুলি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, খড়ে, মাটিতে, পাথরে, ধাতুতে, কাগজে, পত্রে ও অন্যান্য স্থানে পুরাণ রূপে বিরাজ করে। দুইটী যে এক ইহার কোনও ভুল নাই, এবং দুইটীই যে উচ্চ দর্শন ইহারও কোন ভুল নাই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দুইটীই বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ও শূন্যে উড়াউড়ি হইয়া এবং শেষে কাক জড়ামড়ি করিয়া ইহ জগতের খেলা সাঙ্গ করে। স্বাভাবিক নিয়ম এই হয়, ভিত্তি যত স্থূল হইবে, ভিত্তির উপর তত উচ্চ হইবার সম্ভাবনা কিন্তু বিপরীত হইলে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হয়। বঙ্গবাসীদের পরিমাণের নিয়ম ঠিক না থাকিবার কারণ যাহা লিখে, বকে, ভান্ করে, সমস্তই রং তামাসা অর্থাৎ প্রকৃত সং হয়। বঙ্গবাসীরা যে জানিয়া শুনিয়া করে তাহা নয়, বাস্তবিক উহাদের স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতিই নষ্ট করা যেমন হনুমানের স্বভাব হয় দ্রব্যকে নষ্ট করা। তবে বাপু—একটি গল্প বলি শুন :—

কোন সময়ে কতকগুলি হনুমান বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। বৃক্ষের উপর কতকগুলি বাবুই পক্ষী নীড়ের বারাণ্ডাতে বাহির হইয়া দেখিল, হনুমানেরা বাসা বিহনে বৃষ্টিতে

আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব বাসা করা আবশ্যক এইটী উহাদিগকে বলা হউক। বাবুই পক্ষীর ভিতর হইতে একজন উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল ;—"ওহে হনুমন্! আপনারা সকলে হস্তপদাদি বিশিষ্ট জন্তু হন, এই সব থাকিতে কেন অকারণ এত কষ্টভোগ করেন। আপনাদিগের মতন আমাদের কিছুই সুবিধা নাই, তথাপি আমরা চঞ্চুর সাহায্যে নীড় প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই। আপনারা একটী বাসা প্রস্তুত করুন্ যাহাতে পরে আর না কষ্ট পান।"

ইহা শুনিয়া সমস্ত হনুমান অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী সভা আহ্বান করিল। দাঁতখিচি মিচি চলিল, পরে সকল কার সম্মতিতে একটী রিজলিউসন্ (Resolution) স্থির হইল, "বাবুই পক্ষীর এক ফোঁটা নীড় থাকাতে উহারা এত অহঙ্কারী হইয়াছে যে, আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আইসে, অতএব বাবুই পক্ষীর সমস্ত নীড় নষ্ট করা বিধেয়।" যেমন হুকুম বাহির হইল, অমনি সকলে ঝুপ্ ঝাপ্ হুপ্ হাপ্ করিয়া উহাদিগের সমস্ত নীড় নষ্ট করিল। পরে আবার প্রস্তুত করে এই আশঙ্কায় বৃক্ষের ডাল, পালা, পাতা ও লতা, সমস্ত দূরে ফেলিয়া দিল।

স্বভাব যায়না মরিলে, ইল্লোৎ যায়না ধুইলে—বাপু—তোমার মস্ত মাথা, এই জন্য আমি তোমাকে কিছু বলিতে আশঙ্কা করি, যদি দেহের পরিমাণের মতন মাথা হইত তাহা হইলে নিয়মাধীন হইতে পারিতে, এবং সহজে মুক্তি লাভও করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি পীড়িত, ইহার কারণ তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর। তোমাকে বলিবার ও তোমার বিষয় লিখিবার আমার কিছুই নাই, কারণ আমার মাথা তোমার অপেক্ষা পরিমাণে বেশী ছোট হয়।

যোগাভ্যাসী। আপনি কি বেদান্ত ও উপনিষৎ ও পুরাণকে মন্দ গ্রন্থ বলেন?

গুরু। বাপু—আমি মন্দ গ্রন্থ কেন বলিব, যখন একটী সূক্ষ্ম বলিতেছে, অপরটী স্থূল বলিতেছে, তবে কি জান, অধিকারীর প্রয়োজন আর কিছুই নয়। তুমি চিন্তা-রহস্যতে ব্যাঙ্কের পোদ্দারের গল্পটী পড়, তাহা হইলে জানিতে পারিবে অনধিকার চর্চ্চা কিরূপ দূষনীয় হয়। বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করাটী কি ভাল, তাহাও জানিতে ইচ্ছা কর চিন্তা-রহস্যের ব্যাস ও বিবেকীর ভিতর সময় প্রবন্ধ পড়। বাপু—তুমি নিয়মাধীন হইতে পারিবে না, কারণ তোমার এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের গুঁতনে নিয়ম অস্থির হইয়া পালাই পালাই ডাক ছাড়ে, ইহাও জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কথোপকথন-রহস্যতে মাতালের গল্প পড়। বাপু—তুমি কি বাঙ্গালী—তোমার হেঁড়ে মাথা দেখে বোধ হচ্চে।

যোগাভ্যাসী। আপনি কি বাঙ্গালিকে খারাপ বলেন, বাঙ্গালী অপেক্ষা উচ্চ সভ্যতার লোক জগতে কে আছে, ইঁহাদের সভ্যতা লইয়া জগৎ সভ্য হইয়াছে, ইহা কি আপনি জানেন না—ইঁহাদের মতন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ও ধনী কে আছে—আপনি দর্শন পড়িয়া দেখুন, ইঁহাদের দর্শন অপেক্ষা উচ্চ দর্শন জগতে আর কোথায় কি আছে, পুরাণ পড়িয়া দেখুন পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাজা সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে হইয়াছে কি না। বাঙ্গালী রাং নয়, খাটীসোণা।

গুরু। হাঁ, হাঁ, হাঁ! তুমি যাহা বলিলে অতি উচ্চ কথা, তবে রাং আছে, কারণ বঙ্গ। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশ যে হইয়াছে তাহা কতকটা ঠিক্, তবে কোন্‌টী অগ্রে ও কোন্‌টী পশ্চাতে হইয়াছে ইহা নিরূপণ করা দুরূহ। মধ্য এসিয়া হইতে যে সমস্ত রাজবংশ হইয়াছে ইহা ঠিক, তবে খালি অধিক এইটী যে বঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর নয়, আর বঙ্গদেশে তীর্থ পর্য্যটনে আসিলে পুনঃ সংস্কার বিধেয়। আর এসিয়া, ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা যে বঙ্গদেশে

দেখিতে পাওয়া যায়; অন্যত্র যায়না, ইহা খুব ঠিক, আর দর্শনের ও পুরাণের বিষয় যাহা বলিলে ইহাও ঠিক, কেননা সমস্ত সংস্কৃত দর্শন ও পুরাণ বাঙ্গালীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস, বাল্মীকি ও গৌতমাদি সমস্ত বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আরও ঠিক, তবে জন্মস্থানগুলি উড়িয়া গিয়া আর্য্যাবর্ত্তে পড়িয়াছে, এবং বাঙ্গালা হইতে যে অন্য সমস্ত লোক সভ্য হইয়াছে এইটী বড় মন্দ নয়। আর চারকুটের News যে বাঙ্গালা হইতে পাওয়া যায় এইটী আরও খুব ঠিক্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম যে বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত রং যে বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত খাদ্য যে বাঙ্গালীর পেটেতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত পোষাক যে বাঙ্গালীতে আছে, এইটী কেবল অঠিক, সাধে কি বাপু আমি তোমায় পীড়িত বলিয়াছি, কারণ তোমার মাথা দেহের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বড়।

যোগাভ্যাসী। আপনি কি উচ্চ মাথা ভাল বলেন না?

গুরু। হাজার বার ভাল বলি, তবে কি জান, নিজের পরিমাণ অপেক্ষা কোন ভাল কার্য্য করিলেও শেষে মন্দ ফল হয়—চিন্তা-রহস্যে অজা রাজার গল্প পড়িলে জানিতে পার। মস্তকের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রহিয়াছে, তা বলে বাপু—ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত মস্ত মাথা বাঙ্গালী কি ফ্রেঙ্কো প্রুষিয়ান যুদ্ধে ফৌজ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে—না পাঞ্জাব বাসীদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে পারে—না স্বাধীন দেশের লোকের মতন এক ধর্ম্মে, এক পোষাকে, এক রংয়ে ও এক খাদ্যে নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে—বাঙ্গালীর মস্ত মাথা অকাল মৃত্যুর দরুন আর কিছুই নয়।

যোগাভ্যাসী। তবে দেহের পরিমাণ অপেক্ষা উচ্চ অর্থাৎ বড় মাথা ভাল নয়, যেই রকম দেহ সেই রকম মাথা ভাল?

গুরু। বাপু, এই জন্যই আমি তোমায় পীড়িত বলিয়াছি।

সুস্থ শরীর না হইলে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় না, বুদ্ধি না থাকিলে নিয়মাধীন হয় না, নিয়মাধীন না হইলে কোন কার্য্য সফল হয় না। তুমি আতুর ইহার কারণ তোমাতে নিয়ম নাস্তি।

যোগাভ্যাসী। তবে আমার দেহের পরিমাণের মতন মাথা কি করিয়া হয়?

গুরু। কলাইয়ের ডাল কিম্বা ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক ঔষধ সেবন করিলে কোন কালে সভ্য হইতে পার, অর্থাৎ বিহারী মিত্রের রহস্যাবলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে সম্ভাবনা।

যোগাভ্যাসী। গুরুদেব! তবে আমি আসি।

গুরু। এস বাছা—এক তোমার মঙ্গল বিধান করুন্।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! বঙ্গদেশে কেহই নিয়মাধীন নন, ইহার কারণ বঙ্গদেশে প্রকৃত সাংসারিক লোকের পুরুষকার অভাব হয়। আর দেখ, গলায়, দড়ি, Yellow dog, টীকিদাস বাবাজী সকলেই নিজের পেটের দরুন্ বঙ্গদেশের এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত সকলকেই শিক্ষা দিতেছে, যে জগৎ অনিত্য, যদি জগৎ অনিত্য হইল, তাহা হইলে প্রকৃত সার যে সংসার তাহাও বৃথা হইল, ইহার কারণ একমেব দ্বিতীয়ের ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব বেশী। ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি। জগতের ভিতর অসভ্য জাত কে? বাঙ্গালীর মতন সভ্য জাত আর জগতে দ্বিতীয় নাই। নিয়ম আর কি বলিব, যতক্ষণ না এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ ঠিক হয়, ততক্ষণ বাঙ্গবাসী পীড়িত, এবং পীড়িত লোকদের যে নিয়ম নাই ইহা অব্যর্থ।

তবে যত দিন দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে, ততদিন এক তানে, এক স্বরে, এক ভাবে গান গাহিব, কেহ শুনুন আর না শুনুন,

পাগল বলুন আর বর্ব্বরই বলুন। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! স্ত্রীট যাইয়া একবার উচ্চ রবে প্রাণ ভয়ে গান গাহিব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্লেগের হেঁপাতে আপাততঃ বন্ধ রাখিলাম। একের কৃপায় যদি দেহ থাকে, পরে যাইব।

কোন ইংরাজ ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন, বাঙ্গালী খুব নকল করিতে পারে, কিন্তু সৎগুণ নকল করিতে পারেনা, অসৎ গুণ অতি শীঘ্র নকল করিতে পারে, মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন, ইহা যে ঠিক ইহার কোনও ভুল নাই। সৎগুণ নকল করিবার ক্ষমতা ইহাদের একবারে নাই, ইঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া করেন না, তাহা নয়, তবে একটী গল্প বলি শুনুন ঃ—

কোন সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে এক মহাত্মা বাস করিতেন, এবং তিনি সেই সময়ের প্রধান ঋষি বলিয়া কথিত হইতেন। রাজ-চক্রবর্ত্তী তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না, মহাত্মা পূর্ব্বের অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ফলতঃ অন্য সকলকার পূজার পাত্র হইয়াছিলেন। মহাত্মার একটী আশ্রম ছিল এবং তথায় অনেক শিষ্য বাস করিত। মহাত্মা সকলকে যথা বিধানে বিদ্যাদান করিতেন এবং আহারও দিতেন, মোটামোটী মহাত্মা প্রকৃত মহাত্মা ছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালার মতন নকল ছিলেন না।

মহাত্মা কোন দিন নৌকাযানে আসিতেছিলেন, হঠাৎ ধীবর রাজার অবিবাহিতা কন্যাকে আমোদ নৌকায় সহচরীর সহিত জল কেলি করিতে দেখিয়া মদন. জ্বালায় এত ব্যথিত হইলেন—যে আর সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে মেঘের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ হারাইয়াছিলেন। সুন্দরী সম্মুখে তেজপুঞ্জ পুরুষ দেখিয়া যৌবন ভার ও মদনের শর উভ সহিতে না পারিয়া, মহাত্মার সহিত

নৌকাযানে ভ্রমন করিতে বাধ্য হইলেন। সুরত প্রসঙ্গের ফল অদ্যাবধি নারায়ণ বলিয়া কথিত হন।

কিছুদিন পরে তাঁহার এক শিষ্য অপর একটী স্ত্রীলোকের উপর কামাসক্ত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করে। স্ত্রীলোকটী মহাত্মার নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাপন করাইবার পর মহাত্মা বলিলেন—মা—তুমি বাটী যাও, ইহার সমুচিত শাস্তি আমি দিব। কিয়ৎক্ষণ পরে শিষ্য আসিয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। মহাত্মা শিষ্যকে সমস্ত ব্যাপার বলিলেন, শিষ্য রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিল—ঠাকুর! আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ বলিছ আমার বেলা—আপনার দেখিয়া আমি করিয়াছি। আপনি গুরু যেরূপ দেখাইবেন, আমি শিষ্য সেই রকম করিব। আমি প্রধান শিষ্য, আমি অন্য সকল শিষ্য অপেক্ষা অধিক নকল করিব; অতএব গুরুদেব! আমি কোনও দোষ করি নাই।

মহাত্মা। শিষ্য! তুমি কোনও দোষ কর নাই ইহা ঠিক, কারণ তুমি গুরুর নকল করিয়াছ। তোমার গুরুর যে এত সৎকার্য্য রহিয়াছে, তুমি কি তাহার কিছু নকল করিয়াছ।

শিষ্য। আমি বিদ্যা ও বুদ্ধি ও যুক্তির নকল করিনা, কারণ আমার ক্ষমতা নাই। যাহা আমি পারি তাহাই করিয়াছি।

মহাত্মা। তুমি জান, রাজচক্রবর্ত্তী আমায় কত ভৎ'সনা করিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা করিয়াছেন, আর তিনি সেই সময় বলিয়াছিলেন, আপনার পনর আনা তিন কড়া তিন ক্রান্তি সৎগুণ, রক্ত ও মাংসের শরীর, আবার আপনার এই প্রথম দোষ, ইহার কারণ আমি আপনাকে এইবার ক্ষমা করিলাম। আর একটী সর্ব্ব প্রধান কারণ যে, সকল প্রজাবর্গেরা আপনার ক্ষমার দরুন আমাকে দরখাস্ত করিয়াছে। তুমি জান, আমি তদবধি কি

লজ্জিত আছি, এবং নিজকে নিজে কত তিরস্কার দিতেছি, এবং আমি কত অনুতাপ করিতেছি, এবং একের নিকট কত এক অন্তঃ-করণ হইয়া, দেহের দোষের শাস্তির দরুন কত কঠোর তপস্যা করিতেছি—বাপু—তোমার পনর আনা তিন কড়া তিন ক্রান্তি অসৎগুণ যদিও সৎগুণ নকল করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি দোষের শাস্তি ভোগ কর।

এমন সময়ে রাজচক্রবর্ত্তীর সিপাহী আসিয়া শিষ্যকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আতুরের নিকট নিয়ম বলিতে নাই, কারণ নিয়মের কথাগুলি ভ্রষ্ট ভাবে আক্রান্ত হয়। পূজা কর, এই কথাটী সর্ব্ব গ্রন্থে আছে, চালকলাঘণ্টানাড়া কোথা হইতে আসিল। ওম্ এই কথাটী সর্ব্ব গ্রন্থে আছে, ওম্ অর্থাৎ অ+উ+ম অর্থাৎ ত্রিগুণ অর্থাৎ আকার, নিরাকার কোথা হইতে আসিল। সর্ব্বং খল্বিদং-ব্রহ্ম, ইহা হইতে উপাস্য ও উপাসক কোথা হইতে আসিল, এবং খড় ও মাটির ঠাকুর ঠাকুরাণী হইয়া বঙ্গদেশে কি প্রকারে ঢুকিল। ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়, চরকা কিম্বা গুলি সূতা কোথা হইতে আসিল। শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন, স্বাধীন বৃত্তি কোথা হইতে আসিল। শ্যামা তপ্তকাঞ্চন বর্ণের দরুন, সা স্ত্রী শ্যামা ইতি কথ্যতে ইজিপ্ট দেশের সেমিরেমিসের মতন কাল বর্ণ কোথা হইতে আসিল। হরিনামের অর্থ কোথা হইতে নিরামিষ ভোজী ও কণ্ঠিধারী ও তিলক-ধারী ও বেওয়ারিশ নেড়া নেড়ী ও পেটের দায়ে মরি ভিক্ষাকারী আসিয়া উপস্থিত হইল। হরি বলিলে শৈবধর্ম্ম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়া উপস্থিত হন, প্রকৃত প্রভু হর অর্থাৎ হরি কেন লোপ পান। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! কি প্রকার আতুরের নিকট নিয়ম প্রতিপালনের অবস্থা হয় দেখিলে, আতুর ব্যক্তি নিয়মাধীন হইতে পারে না।

ডাক্তার, হাকিম, কবিরাজ, গঙ্গাপানে পা ব্যক্তিকে অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে যেমন অনুমতি দেন, "যাহা ইচ্ছা তাহাই পথ্য," আমিও নিয়ম বিষয়ে আপনাকে ঠিক ঐরূপ বলিতেছি, তবে হরিনামের গুণের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা বলি শুনুন ঃ—

কোন দিন মুনি নারদ যমালয়ে ভ্রমণ করিতে যান, তথায় নানা পাপীর নানা অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি মনে করিলেন, নিজগুণে সকলেই তরে, কিন্তু নাম বলি তারে, যে অধমকে তরাতে পারে। বরাবর আমি হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু পরীক্ষা করিবার কোনও সুযোগ পাই নাই, এইবার হরিনামের গুণ কি তাহা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি। মুনি নারদ প্রাণ ভরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। যমালয়ে যত পাপী ছিল, হরিনাম শ্রবণে সকলেই উদ্ধার হইল।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! হরিনাম করিলে উদ্ধার হয়, তুমি যদি এইটী বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অন্য কিছুই বলিতে হয় না—যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপ ও জপ মুক্তির দরুন আর করিতে হয় না—বিদ্যার, বুদ্ধির, জ্ঞানের ও যুক্তির প্রয়োজন হয় না—খড়ের ও মাটির পূজাতে অর্থ শ্রাদ্ধ করিতে হয় না এবং গুরু ও শিষ্য থাকে না—গৈরিকধারীর, ব্রাহ্ম বেশধারীর ও কৌপিন বহির্ব্বাস ধারীর অর্থাৎ গুরুর ও শিষ্যের আর প্রয়োজন হয় না। হরিনাম উচ্চারণ করিলেই উদ্ধার হয়, হরিনাম শ্রবণ করিলেই উদ্ধার হয়—হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনি বলিতে পারেন, হরিনাম উচ্চারণ করিলে কেন মুক্তি হয়?

দিগ্বিজয়ী। না।

ক্রেতা। তবে একটী গল্প বলি শুনুন ঃ—

কলিকাতাতে প্লেগরূপিনী মায়া আসিয়া কলিকাতাবাসীদিগকে বিভীষিকা দেখাইতেছিল। সংস্কার অপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ আর

কিছুই নাই, সত্য মিথ্যা হয় মিথ্যা সত্য হয়। মহাত্মা এনভিল সাহেবের ভারতের নক্সা দেখিলে, বেশ জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গা মুরশিদাবাদ হইতে গৌড় হইয়া বে অব বেঙ্গলে পড়িয়াছে। গৌড় বাসীরা যখন রাঢ়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই সময় এইটী অন্য নাম ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে রাঢ়ীরা বিদ্বান ছিলেন, এবং বৈদিকদিগের বহুপূর্ব্বে উহারা বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। বৈদিকেরা রাঢ়ীর নিকট থৈ পাইলেন না, ইহার কারণ বোধ হয় এক হইল, অর্থাৎ শস্ত্রাস্ত্র গঙ্গার পিছনে রহিলেন না। যদ্যপি বৈদিকেরা আজকালকার মতন হইতেন অর্থাৎ বৈদিকেরা আজকাল যেমন রাঢ়ীর অপেক্ষা বিদ্বান হইয়াছেন, তাহা হইলে একটু গোল মাল হইত। বঙ্গজ ও বৈদিক সকলে ঘটী ও বাটী বিক্রয় করিয়া ঘরের গঙ্গা ত্যাগ করিয়া রাঢ়ের গঙ্গাতে মুক্তির কারণ স্নান করিতে আসেন, ইহার কারণ আর কিছুই নয় খালি সংস্কার বিশেষতঃ নবদ্বীপ প্রধান বিদ্যার স্থান ও ধনের স্থান হয় বলিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিয়াছে।

৺জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ৺গৌরাঙ্গ মিশ্র প্রথমে বঙ্গদেশে হরি নাম প্রচার করেন, এবং তিনি সকলকার হৃদয়ে এমন একটী সংস্কার দিয়াছেন, যাহা একটু বাতাস পাইলে তুমুলকাণ্ড বাধাইতে পারে। তিনি নিজে অবতার বলেন নাই, তিনি হরিনামামৃত পানে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি প্রভু হরকে ওরফে হরিকে হরি বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আদৌ নাই, বঙ্গ পার হইলে আর হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায় না, খালি শিবনাম ও কৃষ্ণনাম ও রামনাম। যাহারা আমিষ ভোজী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী অর্থাৎ শঙ্কর মঠধারী, তাহারা সকলেই শৈব ও শাক্ত আচারী হন। ৺মহেন্দ্রা-চার্য্য, ৺বল্লভাচার্য্য ও ৺গৌরাঙ্গ মিশ্র, ইহারাই নিরামীষ ভোজী

ছিলেন, এবং ইঁহাদিগের শিষ্য ও প্রশিষ্যেরা নিরামিষকে মুক্তির কারণ ঠিক করিয়াছেন, ইহার কারণ বোধ হয় হরিনাম বলিলেই নিরামিষ ভোজী বুঝায়।

সে যাহা হউক, প্লেগরূপিনী মায়া আসিতে প্রায় সমস্ত কলিকাতাবাসী হরিনাম ধরিলেন। পথে, মাঠে, ঘাটে ও বাটে সর্ব্বত্র হরিনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। হরিনামের এমনই গুণ, প্লেগরূপিনী মায়া ভয়ে অস্থির হইয়া সহর ত্যাগ করিল।

দিগ্বিজয়ী। আপনি গল্প বলিলেন, বিজ্ঞান বলিলেন না কেন?

ক্রেতা। আপনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, কারণ বিজ্ঞান কোথায় প্রয়োজন আপনি জানিতে পারিয়াছেন। স্থূলে যত কিছু কার্য্য করিবেন, তাহা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর করিবেন। সূক্ষ্মে মূর্খ হইয়া ভক্তি বাড়াইবেন, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম অতিদূরে এক ইহাও জানিবেন। যতক্ষণ ভেদ ততক্ষণ ভেদ, যখন অভেদ তখন অভেদ, ইহার কারণ মুক্তি ও বন্ধন নিজের নিকট হয়। আপনি যে বিষয়ের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা শুনুন ঃ—

সর্ব্ব পুস্তকে শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয় এবং বাক্য হয় শব্দ ইহাও কথিত হয়—যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে হরিনামের বিজ্ঞান যে শব্দ হয় ইহার কোনও ভুল নাই। সকল কলিকাতাবাসী হরিনামটাকে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল, শব্দ মর্ত্ত হইতে আকাশে উঠিবার সময়, পথে দূষিত ভূতের সহিত মহা তুমুল যুদ্ধ করিল, পরে যুদ্ধে জয়ী হইয়া শূন্যকে বিদীর্ণ করিতে করিতে নির্ম্মলে গিয়া মিলিল, ক্রমান্বয়ে শব্দ মর্ত্ত হইতে যোগ দেওয়াতে ছিন্নটি অবিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিল, অর্থাৎ একীভূত হইয়া নীলে নীল হইল অর্থাৎ আকাশ ও মর্ত্ত এক হইল, ফলতঃ দূষিত ভূত তিরোহিত হইতে

বাধ্য হইল। যদি দূষিত ভূত যুদ্ধে জয় লাভ করিত, তাহা হইলে দূষিত ভূতের প্রাদুর্ভাব বাড়িত।

মানসিক বল অপেক্ষা বল নাই। সংস্কার মানসিক বলকে সাহায্য করে। হরিনাম করিলে সমস্ত মঙ্গল হয়, এই সংস্কার সমস্ত কলিকাতাবাসীকে একীভূত করিল। যেমনি সকলে এক হইল, অমনি মানসিক তেজ বৃদ্ধি পাইল, যেমন মানসিক তেজ বাড়িল, অমনি পুরুষকার আসিয়া পড়িল, যেমনি পুরুষকার আসিল, অমনি ক্রিয়া হইতে থাকিল, যেমনি ক্রিয়া কার্য্যে পরিণত হইল, অমনি সুন্দর ফল ফলিল। আহা মরি মরি! একীভূত হওয়ার ফল কি সুন্দর, যাহা এক তাহাই কি সুন্দর। সংসারটি উৎকৃষ্ট সার হয় কেন, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি সংসারে এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং বর্ত্তমান থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে একতার পূর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ বঙ্গবাসীরা সংসারী নন, আমি মনে করিলাম, বঙ্গবাসীরা বুঝি এইবার এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং মনে মনে প্লেগরূপিনী মায়াকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু বঙ্গবাসীদিগের কি অদ্ভুত রহস্য, যে হরিনামে পাগল, আবার সেই হরিনামে ছাগল। স্বভাব যায়না মরিলে, ইল্লোৎ যায়না ধুইলে।

হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপনি বঙ্গদেশে কি প্রকারে হরিনাম প্রচার হয় ইহার চেষ্টা করুন্ এবং এই ব্রতে ব্রতী হইয়া দেহ পাত করুন, কিন্তু সাবধান, যেন কুমারটুলির মতন অবতার না আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি হরি, তিনিই হরি, অবতার হরি নয়। যিনি পিতা, তিনিই পিতা, পুত্র পিতা নয়। যিনি জননী তিনি রমণী, যিনি রমণী তিনি জননী, এই সূক্ষ্ম দর্শনটী আসিয়া উপস্থিত না হয়—সাবধান—সাবধান—সাবধান।

দিগ্বিজয়ী। আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে অনেক সার বুঝিলাম। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং না হইলে প্রকৃত সংসারী হয় না, এবং কোন রকমে সংসারী উচ্চ দর্শনের অধিকারী হইতে পারে না। আপনি নিয়ম বলিলেন না কারণ আতুরে নিয়ম নাস্তি। যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ অভাব হয়, তাহাদিগকে আপনি আতুর বলেন। আপনি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই, কারণ আপনি কোন ধর্ম্মকে ছোট ও বড় করেন নাই। যে ধর্ম্মে এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ আছে, সেইটিকে সংসার ধর্ম্ম বলেন, কারণ এক না হইলে সংসার হয় না। যথায় সংসার তথায় ধর্ম্ম, যথায় সংসার অভাব, তথায় সূক্ষ্ম। আপনি বলিয়াছেন, যদি পুরাতন আর্য্যদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে শৈবধর্ম্ম বিধেয়। শৈবধর্ম্মের ভিতর দুইটী আচার রাখা উচিত। একটী শাক্ত আচার অপরটী বৈষ্ণব আচার, অর্থাৎ গৃহী ও সন্ন্যাসী। অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণে যদি এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ হয়, তাহাতেও আপনার কোন আপত্তি নাই। চাল, কলা ও ঘণ্টা নাড়িয়া কলা দেখাইয়া পূজা আপনি ভাল বলেন না, কারণ যাহাকে উৎসর্গ করা হয় সে নকল অর্থাৎ অচেতন পদার্থ, ইহার গ্রহণ করিবার কিম্বা দিবার কিছুই ক্ষমতা নাই, ইহার কারণ যে ঘণ্টা নাড়ে, সেই কলা দেখাইয়া জিনিষ গুলি লয়। জীবের পূজা হয়, নিরাকারের পূজা হইতে পারে না। যিনি প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সংসারকে বন্ধন করেন, তাঁহারই পূজা হয়। গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা। দার্শনিকদিগকে কেহ পূজা করেন না, কারণ দার্শনিকেরা ধর্ম্ম লইয়া বিচার করেন। পুত্র যত বড় হউক না কেন, পিতার নিকট বালক। আপনি বলিয়াছেন, পুত্তলিকা পূজা

ভাল নয়। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ও সমস্তই তিনি এই দর্শন সংসারীর পক্ষে ভাল নয়, কারণ ইহাতে দুকুল হারাইয়া ও উলঙ্গ হইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়। মোট কথা এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য এক রং ও এক পুত্রে বিষয়ভোগ সংসারীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি আতুর বলিয়া, আপনি আমাকে কিছু নিয়ম বলিলেন না, যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই।

ক্রেতা। এখন আমি নিয়মের কথা বলিতে পারি না কারণ সকলে পীড়িত, যদি একের কৃপায় দেহ থাকে, পরে প্রকাশ্য রূপে সমুদয় বলিব। তবে মোটামোটি কিছু রহস্য বলি শুনুন ঃ—

মাতৃকুল—দক্ষিণ, পিতৃকুল—উত্তর, একটী শ্বেত অপরটী পীত, একটীর খুলি চওড়া অপেক্ষা লম্বা বেশী, অপরটীর লম্বা অপেক্ষা চওড়া বেশী, একটীর নাসিকা উচ্চ, অপরটী চাপা। একটী সমুদ্রবাসী অপরটী মেরুবাসী। একটী চাষী, অপরটী শিকারী; একটী ক্রম, অপরটী কৃশ। একটী সমুদ্রের ঢেউ হইতে রক্ষা হেতু উঠিতে লাগিলেন, অপরটী বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইয়া নামিতে লাগিলেন। যতগুলি নামিলেন ও উঠিলেন, মিলনের স্থানে রক্ত বর্ণ হইলেন ফলতঃ মাথার খুলি গোল হইল। ডিম্বের ভিতর একধার শ্বেত অপরধার পীত, কিন্তু মিশ্রণের ফল লাল। লালে অর্থাৎ রক্ত বর্ণে জগৎ লাল অর্থাৎ রক্ত হইল, এই রক্ত শেষে রাজচিহ্ন দাঁড়াইল। চাষা, মালী, তীরধারী এক হইল, এবং জগতে বিশ্ বলিয়া খ্যাত রহিল। তালব্য শ মূর্দ্ধন্য ষয়ের রূপ ধরিল অর্থাৎ প্রকৃত বিষ হইল।

বৈশ্য সর্ব্বত্রে ছুটিল, একটী এরাক্সিস্ পার হইয়া এরারটে উঠিলেন, আবার ইউফ্রেটিস্ ও টিগ্রিস্ আশ্রয় হইয়া নানা রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং জেণ্ড ভাষায় অবস্থা রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অপরটি ব্ল্যাক সমুদ্র পার হইয়া অলিম্পসে

উঠিলেন কিম্বা সিনাই হইতে অলিম্পসে উঠিয়া ব্ল্যাক সমুদ্র পার হইয়া অন্যত্রে গমন করিলেন। কতকগুলি আবার ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইয়া ভিন্ন স্থানে যাইলেন, এবং কতকগুলি নাইলের ধারে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু সকলেই হিবরু ভাষায় পেণ্টাটিয়াকে রহিলেন। একটী ক্যাস্পীয়ান পার হইয়া অকসাস্ ধরিয়া ইমাসে উঠিলেন, আবার ইমস্ হইতে অক্সাস্ দিয়া ব্যক্ট্ ওরফে বাহ্লিক দেশ যাইলেন, তথা হইতে হিরাটের সরস্বতী পার হইয়া হস্তিপুরে অর্থাৎ পুষ্কলাবতীতে পঁহুছিলেন, তাহার পর ইণ্ডাস অর্থাৎ সিন্ধু প্রবেশ করিয়া তক্ষকদেশ—তক্ষরিস্থান স্থাপন করিলেন। ভৃগু, কুশ ও গৌতম যোগ দিলেন। ভৃগু মাঘ মাগধে আনিলেন, কুশ ধ্রুব কাশীতে আনিলেন, গৌতম কপিলবস্তুতে বুধ আনিলেন। একটী অগ্নি, একটী নক্ষত্র, একটী চন্দ্র। ঋক্ষ অর্থাৎ ভল্লুক—মৎস্য—শীল, কাল ষাঁড় ওরফে বিশন—কুশ, রাহু অশ্বথ। অর্জ্জুন বৃক্ষের সন্নতে সকলকার আমোদ প্রমোদ চলিল। শিল্পী, মালী, যব প্রস্তুতকারী ও ধান্য প্রস্তুতকারী এক হইল। সাত ভাই চাম্পা জাগরে কেন বোন পারুল ডাকরে অর্থাৎ প্লিডস্ চলিল। নক্ষত্র মণ্ডল চলিল, বুধ চলিল, কাল ষাঁড় চলিল, মৎস্য চলিল, ঋতু চলিল, তেরমাস চলিল, মনসার গল্প ও মঙ্গল চণ্ডির গল্প চলিল, বেনে সওদাগরের গল্পটী চলিল। পরে আবার একটী দল আসিল, সূর্য্য, বড় হইল। চন্দ্র ও অন্য অন্য নক্ষত্র ঘুরিতে লাগিল, বারমাস হইল, ছয় ঋতু হইল, সাতাইশ নক্ষত্র হইল ফলতঃ পূর্ণ জ্যোতিষ চক্র চলিল। বৃষ্টির আরাধনা, ঋতুর আরাধনা ও মিলনের আরাধনা খুব চলিল। রথ, দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপূজা বাড়িল। সোদর ব্রতে জাহাজ ভাসান অর্থাৎ আরগোনট্ চলিল। হু হু করিয়া নানা দিগ্দিগান্তর হইতে নানা রকম আচার ও ব্যবহার ও নিয়ম যোগ দিল। হৈ চৈ

পড়িল। সোম ও ইন্দ্র ও অগ্নি অতি পুরাতন হইল। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা পুরাতন হইল। এইবার পুরাণ দেখা দিল। রাম, সীতা ও মারীচ আসিল। নল, দময়ন্তী ও ব্যাধ আসিল। শুক্রাচার্য্য, যযাতি ও শর্মিষ্ঠা আসিল। সমুদ্র মন্থন আসিল। ব্যাস, বিচিত্র-বীর্য্য ও গান্ধারী যোগ দিল। রাধা, কৃষ্ণ ও কংস আসিল, এবং অন্যান্য অনেক গল্প গোড়া বজায় রাখিয়া উপস্থিত হইল। প্রকৃত শৈব ধর্ম্মটি অভিমানে মাঠে, ঘাটে ও রাস্তায় গড়াগড়ি দিল। বৌদ্ধ উঠিল, কক্ষে পাইল না, ভোঁ ভোঁ দৌড় দিয়া বহুদূরে গিয়া পড়িল।

ভারতবর্ষে বর্ষার প্রাদুর্ভাব রহিল। জ্যোতিষ উৎসব ও বসন্ত উৎসব গাঢ় হইয়া বসিল। উচ্চ মাথা বাহির হইতে সুরু হইল, কিন্তু মোটা মাথার নিকট দাঁড়াইতে পারিল না, উল্টাইতে পারিল না, কাজে কাজেই প্রকৃত ধর্ম্মও করিতে পারিল না, কিন্তু উপনিষৎ ও দর্শন শেষে সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল। যাহাদের মাথা মোটা অপেক্ষা কিছু উচ্চ হইল, সংসার ধর্ম্ম কি বুঝিল না, এক-বারে সূক্ষ্মে যাইয়া উপস্থিত হইল, এই সূক্ষ্ম আরও গোলমাল বাড়াইল। ধর্ম্ম রহিল না, নিত্য কার্য্য রহিল না, পুরুষকার রহিল না, নীলে নীল হইল, ফলতঃ স্থূলের নীলকণ্ঠ বনে বাহাল হইল। সুখ পাইল না, মাথা ঘামাইতে লাগিল, শেষে গোল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, স্বভাব নাই, অভাব নাই, মুক্তি নাই, কিছুই নাই, আবার সবই আছে রে ভাই, যে যাই কর, সবই ঠিক্‌রে ভাই, আবার সবই অঠিক্‌রে ভাই। ঠিক্ বলিলে ঠিক, অঠিক বলিলে অঠিক্। পূর্ণ পাগল, পূর্ণ ছাগল, পাগলামিটাই রহিল, ছাগলা-মিটা লোপ হইল। যে ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ রহিল, অর্থাৎ যে খিচড়ি সেই খিচড়ি রহিল, অর্থাৎ বর্ষা রহিল, কিন্তু মহাত্মা শঙ্করা-চার্য্য আর একটি ডাল অর্থাৎ আর একটি উপলক্ষ হইলেন। শৈব,

বৌদ্ধ, মোজাইক, জোরাষ্টিয়ান, খ্রীশ্চান ও মুসলমান স্থান পাইল না। ছেঁপো যাইবে কোথা, কিছু কিছু চিহ্ন রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মুসলমানেরা বেশী রাখিয়া গেল। শৈব ও বৌদ্ধ বহুরূপ ধরিল, অর্থাৎ যেরূপে আনিল সেরূপ ধরিল। আর খিচুড়ি সুরু হইল, জল বিহনে খিচুড়ি শুষ্ক হইতে লাগিল, ধুম উঠিতে সুরু করিল, ঘুরে ফিরে বর্ষা আসিল, ফলতঃ ধুম সূক্ষ্মে চলিল। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! আপাততঃ এই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম এখন ভারতবর্ষে চলিতেছে। ধর্ম্ম নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং ও এক নিয়ম ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যাইত। তবে প্লেগরূপিনী মায়া আসিয়া কিছু ধর্ম্মের ভাব দেখা দিয়াছে, কত-দূর স্থায়ী হইবে বলিতে পারি না।

প্রভু হর ওরফে হরি এক এইটী জ্ঞান করিয়া, এবং যুগে যুগে অবতার হওয়া ছাড়িয়া দিয়া যদি এক হও তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে টিপি চাপাকে গড় না করা, এবং বার, তিথি, ব্রত ও বর্ণ ভেদ লোপ করা ও যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র আলোচনা রহিত করা যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। হরিনাম সত্য এইটী বিশ্বাস করা, হরি ব্যতীত ধর্ম্ম নাই বলিয়া শৈব নাম ধারণ করা যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। প্রভু হর ওরফে হরি মানব রূপে জগতে একবার আবির্ভাব হইয়াছিলেন ও তিরোভাব হইয়াছেন, এইটী বিশ্বাস করিয়া পুনরায় অবতার প্রস্তুত যদি না করা হয় এবং চাল কলা দিয়া মূর্ত্তি পূজা না করা হয়, কিন্তু গুণ পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন করা যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা।

কলিকাতা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত আছে, প্রত্যেক ভাগে এক একটী করিয়া সাধারণ হরি মন্দির স্থাপন করা বিধেয়। প্রত্যেক-

টীতে এক একটী আচার্য্য নিযুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক, অনাহারী না হয়, উপযুক্ত বেতন দেওয়া বিধেয়। প্রত্যেক অংশবাসী যিনি যাহা কিছু দান করিতে আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, ধর্ম্ম মন্দিরে দিবেন। অষ্টাদশটী সভাসদ হওয়া আবশ্যক, প্রত্যেক বিভাগের এক একটী জানিবে। যিনি প্রধান আচার্য্য হইবেন তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে সভাসদ নির্ব্বাচন হইবে। অষ্টাদশ মন্দির করিতে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় সম্ভাবনা, আর পাঁচলক্ষ টাকা পুঁজী আবশ্যক, সর্ব্ব সমেত দশলক্ষ টাকা প্রয়োজন। কলিকাতায় চল্লিশ হাজার পাকা ও চল্লিশ হাজার কাঁচা বাটী আছে এবং প্রায় সাতলক্ষ লোকও আছে, অর্দ্ধেক বাদ দেওয়া আবশ্যক, প্রত্যেক বাটীতে পাঁচিশ টাকা করিয়া দিলে দশলক্ষ টাকা সহজে উঠিতে পারে, গড় পড়তা প্রত্যেক মনুষ্য প্রতি তিন টাকা যথেষ্ট হয়। হে দিগ্বিজয় পুরুষ! হরিনাম কর, হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। নিরাকার ছাড়, আকার ধর, হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। ঢিপি ঢাপা ছাড়, বর্ণ ভেদ ছাড়, পুরুষকার কর, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ কর, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। তর্ক ছাড়, ভক্তি কর, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। সূক্ষ্ম ছাড়, স্থূল ধর, হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। প্রকৃত সংসার কর, শ্মশান ছাড়, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

চরাচরেতে মিত্র রশ্মি হইল ব্যাপ্ত।
সংসার-রহস্যটিও হইল সমাপ্ত ॥

নিয়ম-রহস্য ।

শম, দম, দণ্ড, ভেদ যত দিন রহে,
সুখে থাকে ততদিন মিত্র ইহা কহে

বি, মিত্র।



নিয়ম-রহস্য।

ধর্ম্মাধর্ম্ম অশ্বডিম্ব মুখ্য হিতাহিত, নিয়মাধীন বলিয়া ইহাই কথিত।
সব এক এক সব জন্তুর রচিত, স্বভাবকৃত নিয়মে নিয়ম গঠিত॥
প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ব্যোমাবধি কথিত।
এক নিয়ম সর্ব্বত্র মনের রচিত॥

প্রথম অধ্যায়

রস।

উঃ কি অদ্ভুত দৃশ্য ! আপনাপনি স্ফীত, ততঃ কম্পিত, দোলিত, পরস্পরে পরিচিত, গুণ বশতঃ প্রতিঘাত ফলতঃ শব্দান্বিত। ঘোর ঘনে ঘনীভূত পরন্তু আদ্যান্ধকারে আবৃত, ততঃ আকর্ষণে ও বিকর্ষণে অবিরত ছুরিত, পতিত, উৎপতিত ফলতঃ একার্ণবে মিশ্রিত। মৈথুনে আনন্দিত, গোঁ গোঁ রবে গর্জ্জিত, ওঁ ওঁ রবে ওঙ্কারিত, মহাবীর

মরুত অকস্মাৎ উত্থিত, তৎপর শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বেগে চারিদিকে প্রবাহিত। পরস্পর মর্দ্দনে বাড়বাগ্নি উদ্ভূত, বস্তুতঃ নিজ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু ক্রোধান্বিত, কিন্তু বাস্তবিক নিহ্নুত আনন্দ সাগরে নিপতিত, ফলতঃ প্রলয় উপস্থিত। প্রলয়ান্তে আদ্য আবির্ভূত, আদ্যাগমনে স্থিতি স্থাপিত, স্থিতি অবসানে আবার প্রলয় উপস্থিত।

অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য! সর্ব্বদা, সর্ব্বথা ও সর্ব্বত্র শক্তি বিরাজিত, সুতরাং অবিশ্রামে অবিরত জগৎ হয় ঘূর্ণিত। ঘূর্ণীপাকে সমস্ত বিষয় হয় বশীভূত, তদ্ধেতু জন্ম ও মৃত্যু অহোরাত্র চিন্তিত, তৎকারণ তিরোভাব ও আবির্ভাব হয় কথিত, অপিচ দিবা ও রাত্রি প্রত্যহ সর্ব্ব দৃষ্টিতে হয় প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত। মানসিকজ্ঞানবিজ্ঞানকৌশল বিজিগীষা সর্ব্বদা তথায় হয় পরাভূত, কারণ চিৎরূপিণী শক্তি সদা অন্তরে হয় অন্তর্হিত। ভূতপূর্ব্ব, ভবিষ্যৎ পর, বর্ত্তমান আপাততঃ তজ্জয় লাভে বঞ্চিত, তদ্ধেতু পর্য্যায়ক্রমে বাস্তবিক হয় লজ্জিত ফলতঃ পরাজিত। শিব, শিব, শিব, স্বামী যেমনি হয় গৃহীত, অমনি চিদাভাসে হয় সমস্ত ভাসিত।

অহো কি আনন্দ! অকস্মাৎ পূর্ব্ব আলোক হইল আবার প্রকাশিত। স্থির, অতিস্থির, গম্ভীর পুনঃ হইল লক্ষিত, তৎসঙ্গে সঙ্গে হইল ঘোর নীলিমা রঙে রঞ্জিত। মানসিকজ্ঞানবিজ্ঞানকৌশল জয়লক্ষ্মী তদুপরি যেমনি হইল নিযুক্ত, অমনি সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকার হইল অন্বিত, ফলতঃ পরিচালিত। যাত্রী নানা আমোদে আমোদিত, এবং চতুর্দ্দিকে নানা আশ্চর্য্য দর্শনে হইল আশ্চর্য্যান্বিত, কুত্রস্তম্ভিত, কুত্র লোমাঞ্চিত, কুত্র পুলকিত, কুত্রচিৎ হইল আপ্লাবিত। উদিত ভক্তি হইল প্রকাশিত, বিশ্বাসকে করিল দৃঢ়ীভূত, ফলতঃ কার্য্য কারণে হইল পরিণত। নূনযাত্রী সংস্কার বলে হইল সংস্কৃত, তৎ কারণ সংস্থতি ইহাই হইল সংশিত।

দুস্তর সংসার জলনিধি ও সংসার মহীরুহ হইল আবির্ভূত ততঃ হিতাহিত হইল প্রকাশিত, বিধি হইল নিরূপিত, তৎকারণ যুদ্ধ হইল উদ্গত, ফলতঃ পুরুষকার হইল উপস্থিত। সম্ভাবিত জয় পরাজয় অন্তরে রহিল লুকায়িত, যত্র মোহে হইল গর্ব্বিত, তত্র অপায় হইল উপস্থিত ফলতঃ যুদ্ধে হইল পরাজিত, যত্র যুক্তি হইল না লজ্জিত তত্র উপায় হইল উদ্‌ঘাটিত ফলতঃ জয়লক্ষ্মী হইল বিরাজিত, ইহাই হয় সত্য যাহা বিহারী মিত্রের দ্বারা হইল বিদিত, কথিত ও বর্ণিত।

হে মন! তুমি রচনা করিয়াছ, যদি তুমি না করিতে তাহা হইলে অদ্য জাগতিকজন কাল্পনিক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান রহিত হইয়া স্বাভাবিক মহানন্দে আনন্দিত থাকিত। তোমার কি অদ্ভুত রচনা শক্তি, যাহা কুত্রাপি নাই, তাহাও তুমি সর্ব্বত্র প্রস্তুত করিতে পারগ হও। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য, কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু, কোথায় পুনর্জীবন, কোথায় ইহ জীবন, কোথায় সর্গ, কোথায় মর্ত্ত্য সমস্তই তোমার কল্পিত হয়। তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে কল্পনা হইত না, এবং কাল্পনিক জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত হইত—অতএব হে মন! তুমি ধন্য, ধন্য, ধন্য।

হে মন! তুমি পূর্ণ নির্ম্মল আছ। জগতে এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহা তোমার নির্ম্মলতার যোগ্য হয়, ইহার কারণ তোমার উপমারও অভাব হয়। হে মন! তুমি কি প্রকারে মলান্বিত হও। মানব মাত্রেরই মন আছে, তবে কেন সকল মানব নির্ম্মল নয়? মানবমাত্রেই প্রকৃতি ভেদ লক্ষিত হয়। হে মন! তুমি তবে রস সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া নানা কামনা কর, এবং নানা রূপ ধর। হে মন! তুমি যদি কামরূপ হও, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দ লুপ্ত হয়।

হে মন! তথে যাহা এক তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই নিয়ম, যাহা নিয়ম তাহাই সৎ, যাহা সৎ তাহাই চিৎ, যাহা চিৎ তাহাই আনন্দ।

হে মন! সৎ, চিৎ, আনন্দ সত্য হয়। সৎ আকার হয়। চিৎ শক্তি হয়। আনন্দ পুরুষকার হয়। আকার না হইলে শক্তি ব্যবহার হয় না—অতএব আকার ও শক্তি বীজের ও ফলের সম্পর্কবৎ হয়। যথায় আকার তথায় শক্তি হয়, যথায় শক্তি হয়, তথায় আকার হয়। আকার ও শক্তি একত্রিত হইলেই ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, ক্রিয়ার আবশ্যকতা হইলেই পুরুষকারের আবশ্যকতা হয়, পুরুষকারের আবশ্যকতা হইলেই নিয়মের আবশ্যকতা হয়, নিয়মের আবশ্যকতা হইলেই সত্যের আবশ্যকতা হয়, সত্যের আবশ্যকতা হইলেই একের আবশ্যকতা হয়, কারণ যাহা এক তাহাই সত্য হয়। হে মন! তুমি রস সংস্কারে কি প্রকারে প্রকৃতি ভেদ হও, তাহা তুমি জাগতিক জনকে প্রত্যক্ষে শিক্ষা দেও।

কদাচিৎ নদীগ্রামে একটী ভাবুক দুঃস্থ বাস করিতেন, তাঁহার কতকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি স্বাভাবিক গুণ বশতঃ সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে অন্যাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কার্য্য বশতঃ পিতৃ কুটীর ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিত। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাষাজ্ঞ ছিল, ইহার কারণ সে সহরের সমস্ত কৌশল উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিল, এবং তৎকারণ সে অন্নকষ্টে পীড়িত হইত না, বরং কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত অন্ন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সময়ে সময়ে দেশে পাঠাইত।

সহরে থাকিয়া গ্রাম বাসীর উপর যত প্রভুত্ব করা যাইতে পারে, গ্রামে থাকিয়া তত হয় না, কারণ গ্রামবাসীগণকে সহরবাসীর নিকট হইতে মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে হয়। সহরবাসীরা অর্থোপার্জ্জনের দরুন গ্রামবাসীর উপর যে সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে তাহাতে প্রায় সম্যক্ প্রকারে জয়ী হয়, কারণ গ্রামবাসীরা সরল অন্তঃকরণের

প্রাণী হয়, বক্র ভাব কি তাহা আদৌ জানেনা। গ্রামবাসীরা বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। যদি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে দেখিল, অমুক অবতার হয়, অমুক লোক বলিতেছে, গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ বিনা যুক্তি আশ্রয় করিয়া তাহাই বিশ্বাস করিল, এবং অমুকের সহিত লেখা লিখি চলিল। গ্রামবাসীরা নাম জাহির লোকের গোলাম হয়। নাম জাহির লোকের নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাইলে কৃতার্থ হইয়া সেই পত্র অন্য সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট জাহির করিয়া নিজে অন্যের নিকট বড় হয়। সহরবাসী অচৈতন্যকে চৈতন্য করিল, কিছুই দেখিল না বরং প্রকৃত চৈতন্য পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং অপর সকলকে চৈতন্য দিল, চৈতন্যময় হইল, বাস্তবিক সকলেই অচৈতন্য রহিল কারণ গোড়ায় অচৈতন্য ছিল।

গ্রামবাসীরা সহরবাসীর শ্রী, কান্তি, পরিচ্ছদ, আচার, বিচার, ব্যবহার, আশবাব্ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়, কিন্তু এইটি জানিল-না যে সমস্তই গ্রামবাসীদের অর্থ হইতে হয়, যদি গ্রামবাসীরা কৃপা না করে, তাহা হইলে সহরবাসীদের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ ও নাম জাহির লোকের বাক্য গ্রামবাসীদিগকে হতবুদ্ধি করিবার এক মহা উপায় হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরে মহানন্দে কালযাপন করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ এক পত্র পাইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পত্র পড়িয়া জানিল, পিতার মুমূর্ষু অবস্থা আগত প্রায়, অতএব সহর ত্যাগ করিয়া দেশে গমন বিধেয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহর ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং কিঞ্চিৎ দিনের পর দেশে পৌঁছিল। কুটীরে গিয়া দেখিল, পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অন্যান্য পরিবার-বর্গকে পিতার পীড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ভাবুকদুঃস্থ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আপনি কেমন আছেন ?

পিতা। আমি তোমার অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, পথে কোন কষ্ট হয় নাইত ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আজ্ঞে না।

পিতা। তুমি ভাষাজ্ঞ আছ, এবং অন্য কয়েকটি অপেক্ষা চতুর হও। তুমি পরের পয়সা কি প্রকারে লইতে হয়, তাহা উত্তম রূপে বিদিত আছ, তুমি আমার কিছুরই উপর আশা ও ভরসা রাখ না। তবে আমি পিতা, তোমায় কোন বস্তু দিতে ইচ্ছা করি, যদি তুমি ইহাতে আনন্দ অনুভব কর, তাহা হইলে গ্রহণ কর।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হস্ত প্রসারণ করিয়া বস্তু লইয়া অন্তরে হাসিতে লাগিল, এবং ভাবিল পিতার মৃত্যু হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, কারণ পিতা পূর্ণ বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রলাপ বকিতেছেন। যাহা হউক, দুই একটি কথা বলি। আপনার এই বস্তুটির নাম কি ?

পিতা। রহস্য।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহার গুণ কি ?

পিতা। গুণ যথেষ্ট, যদি তুমি গুণ বিশিষ্ট হও। অদ্যাবধি তুমি মনুষ্য চিনিলেনা, প্রতারক হইয়া উদর পূরণ করিতেছ। তুমি ভাষাজ্ঞ এবং তোমার মাথা আছে, যদি মনুষ্য চিনিতে পার, তাহা হইলে তোমার সদগতি হইবার সম্ভাবনা। তুমি এই রহস্য লইয়া চক্ষুতে দিবে, যদি মানবাকার দেখিতে পাও, আলাপ করিবে, কিন্তু যতক্ষণ দেখিতে না পাইবে ততক্ষণ অন্বেষণ করিবে, ক্লান্ত হইবে না, অবহেলা করিবে না, আমি জন্ম দাতা পিতা।

দুঃস্বভাবুকের চক্ষুর দুইধার হইতে অবিরত জল বহিতে লাগিল, তৎপর তাঁহার শিব চক্ষু হইল, তদনন্তর তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি

স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইল। স্থিরে স্থির অলক্ষিত ভাবে মিশিল, অস্থির প্রকাশ্যভাবে পড়িয়া রহিল।

চারিদিকে পরিবারবর্গের ক্রন্দনরোল উঠিল। অস্থির লইয়া সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল, অবশেষে মায়া কৃপাবশতঃ পুরুষ-কারে আসিয়া যোগ দিল। অস্থিরের উপর স্মৃতি চলিল, অস্থির চিতার উপর কাষ্ঠ শয্যাতে শায়িত হইল, পুত্র মুখ্যাগ্নি মুখে দিল এবং অস্থির কাল সহকারে ভস্ম হইল। দাহকারীরা জল সহকারে চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া চিতা ধৌত করিল। দাহকারীরা কুটীরাভিমুখে ফিরিল, এবং হরিবোলের বুলি পুনরায় বলিতে লাগিল। দাহকারীরা কুটীরের দ্বারে গোবরাগ্নি প্রথম দর্শন করিল, কুম্ভ হইতে জল লইয়া স্পর্শ করিল, দাহকারীরা দন্তে মসূর ডাল কাটিল, নিম্ব ভক্ষণ করিল, তৎপরে কুটীরে প্রবেশ করিল। ফল ও মিষ্টান্ন খাইল অবশেষে চিনির পানাতে শান্তিলাভ করিল। সকলেই বিশ্রামের আশ্রয় লইল, খালি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অন্যভাব ধরিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সদা অন্যমনস্ক থাকিত, এবং কোন বিষয়েই আনন্দ বোধ করিত না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কোন উত্তর দিতনা বরং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিত। কিঞ্চিৎদিন এই প্রকারে কালযাপন করিবার পর অকস্মাৎ একদিন সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মনে রহস্যটি উদয় হইল, কিন্তু উদ্বিগ্নচিত্তের কারণ ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সর্ব্বজ্যেষ্ঠের ভাব দিন দিন ভাবান্তরিত হইতে লাগিল। কয়েকদিবস পরে আবার রহস্যটি মনে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল। আমি পিতার অদেশানুক্রমে রহস্যটী কার্য্যে পরিণত করিব, যদি প্রকৃত রহস্য হয়, তাহা হইলে মানবাকার পুরুষের সহিত যে প্রকারে হউক আলাপ করিব আর আমি মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, তাঁহার শিষ্য হইয়া মহানন্দে ইহলীলা সম্বরণ করিব, আর যদি

যথার্থ অরহস্ত হয়, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা ব্যতিক্রম করিয়া এবং রহস্তটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সহরে যাইয়া আবার নিজব্রতে ব্রতী হইব।

এইরূপ স্থির করিয়া অস্থির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুটীর হইতে বাহির হইল। কুটীরের কিয়দ্দূরে জনের জনরব তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে পর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ তথায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল এবং দিক্ ঠিক করণান্তে তদ্দিকে ধাবিত হইল এবং তথায় বহুজনকে একত্রিত দেখিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠের অপার আনন্দ হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তন্মধ্যে একটীকে জিজ্ঞাসা করিল;—

ওহে ভদ্র! অত্র স্থানে কি কারণ এত অধিকজন একত্রিত হইয়াছে?

হে অজ্ঞাত কুলশীল পান্থ! অদ্য বৈষ্ণবোৎসব হয়। চারিদিগ হইতে সব্ব বৈষ্ণবগণ উৎসব দর্শন করিবার কারণ একত্রিত হইয়াছে। অদ্য বৈষ্ণবদের মহানন্দের দিন হয়, কারণ দলে দলে হরি সংকীর্ত্তন হইবেক। সকলেই যে বৈষ্ণব তাহা নহে, অধিকাংশ জন তামাসা দেখিতে আসিয়াছে। আমাদের দেশ তামাসা প্রিয় হয়। যথায় তামাসা তথায়ই আমাদের দেশীয় লোক উপস্থিত হয়। হুজুগ ব্যতীত কেহই থাকেনা বিশেষতঃ চাক পিটা বিদ্বান, সম্পাদক, ধনী, কপট গৈরিক ধারী ও কপট বেশধারী ব্রাহ্মণ। ঐ দেখুন অতি আশ্চর্য্য তামাসা, মৃণ্ময় বিষ্ণু মূর্ত্তি মধ্যে স্থাপিত। আবার দেখুন, দুই জন কপট বৈষ্ণব ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সাজিয়া কপট বৈষ্ণবদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে উপাস্য বিষয় ঠিক করিয়াছে, উপাসক আবার সেইটিকে সং সাজাইয়া রং ঢং করিতেছে, পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। যিনি বৈষ্ণব নাম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কি অচেতন মৃণ্ময় মূর্ত্তির দ্বারা চৈতন্য করিবার নিজের প্রয়োজন হয়—না সং দেখিয়া

তাঁহার প্রেম বাড়াইতে হয়। হে উদ্বিগ্ন চিত্তধারিন্! আপনি ইহাতে যোগদান করুন, কল্য ক্রোড়পত্রে আপনার নাম প্রকাশ হইবে কারণ যত নাম বাড়িবে তত অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে এবং বিষ্ণু অবতার হয় ইহা প্রমাণ হইবে, ফলতঃ চৈতন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ জ্ঞানী লোক বৃদ্ধি পাইবে। আপনি আনন্দ করুন, আমি অন্যত্র যাই। ভদ্র পান্থকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাবিল, ভদ্র বুঝি আমাকে বিদ্রূপ করিল। তাই বা কি করিয়া বলিব, যখন কিছুই অযথা বলেন নাই। বোধ হয় তিনি এইপ্রকার মেলাকে ঘৃণা করেন, তাহা করিতে পারেন, যখন পরস্পরের প্রকৃতি প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমি পূর্ব্বে এই সব করিতাম, যাহা কিছু ভিতরের কাণ্ড তাহাও আমি সমস্তই বিশেষ রূপে বিদিত আছি। আমি কতকগুলিকে গুরু করিয়াছি, রক্তপার মতন অনবরত একটী আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, যখন কিছুই ঠিক দেখিলাম না কারণ ভাবাজ্ঞ, তখন নিজে গুরু হইয়া গরু চরাইতে সুরু করিলাম। ভদ্রের কথা শ্রবণাবধি আমি অস্থির হইয়াছি, তাঁহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয়। পিতা যে আমায় অস্থির বলিতেন তাহা ঠিক, কারণ কেহ কিছু বুজরুকি দেখাইলে, অমনি তাঁহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয়। আর অন্য কাহাকেও গুরু করিব না। পিতা যে রহস্যটী দিয়া গিয়াছেন যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সেই মানবকে পুনরায় মৃত্যু পর্য্যন্ত গুরু রাখিব। এই মেলাটীতে অনেক ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছে, রহস্যের পরীক্ষার এই সুবিধা ছাড়িলে, বোধ হয়, আর এমন সুবিধা শীঘ্র পাইব না। এই বলিয়া, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রহস্যটীকে চক্ষুতে দিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যেমনি রহস্যটীকে চক্ষুতে দিল, অমনি নানা রকম পশু দেখিতে লাগিল, মানবাকার আর দেখিতে পাইল না। বহু

ক্ষণ ধরিয়া দেখিল, তথাচ আশা আর মিটিল না, যখন পশ্চাচার দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তখন রহস্যটীকে চক্ষু হইতে নামাইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠের ভক্তির ভাব পিতার উপর উদয় হইল এবং নিজের পূর্ব্ব কার্য্যের উপর সর্ব্বজ্যেষ্ঠের ঘৃণা বাড়িল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় প্রায় হইয়া পুনঃ লোকারণ্যের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই ছিল, কিন্তু দুঃস্থভাবুকের নিকট পুত্র হইল, কারণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাস্তবিক পুত্র হয়। ভাবুকের নিকট জাগতিক ব্যাপারে ভাষাজ্ঞ চিরকাল পুত্র বলিয়া কথিত হয়। ভাবুক আদর্শ হন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা নকল হন। ভাবুকেরা যাহা স্থির-চিন্তা-করিয়া বাহির করেন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা তাহা জন সমাজে শিষ্য হইয়া প্রচার করেন। স্থির ভাবুকেরা নিরেট হন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা ভাসা হন। আর্য্য জগতে হর ওরফে হরি ভাবুক হন, কপিলাদি করিয়া শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞ হন।

পূর্ণ প্রেমিক না হইলে পূর্ণ ভাবুক হয় না, ইহার কারণ যিনি পূর্ণ তিনি অবতার বলিয়া কথিত হন। আর্য্যজগতে হর ওরফে হরি ব্যতীত আর অবতার নাই, অন্য আটটী হরির অবতার অর্থাৎ পুত্রের পুত্র বলিয়া কথিত হয়। প্রভু বুদ্ধ অপর একটী অবতার হন, কিন্তু প্রভু বুদ্ধকে বিহারী মিত্র প্রেমিক কহে, ইহার কারণ তিনি পূর্ণ অবতার হন, কারণ জগতে ইঁহার শিষ্যেরা বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাতাপন্ন হন, এবং শিষ্যরা পঞ্চোপাসকের ভিতর নাই। [শ্রীরামচন্দ্রের বৈরাগ্য অবস্থা আর বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য অবস্থা প্রায় এক হয়, আর অসিত ও বিশ্বামিত্রের নিকট বুদ্ধদেব শিক্ষিত হন আর বিন্ধ্যাচলে বুদ্ধদেব পূর্ণ প্রেমিক হন, আর পুরুষকারই বুদ্ধদেবের প্রধান মত হয়, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র ও বুদ্ধদেব এক কিনা সন্দেহ হয়। মহাত্মা

মুনি বাল্মীকি একধারে পবন নন্দন হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড লিখিয়া সাধারণজনকে মুগ্ধ করিয়াছেন, আবার অপরধারে যোগবাশিষ্ঠে শূন্য লিখিয়া বিশেষ জ্ঞানীজনকে শূন্য করিয়াছেন। প্রথমখানি আপাততঃ হিন্দুদিগের মহাদরের পুস্তক হয়, অপর খানি বুদ্ধগ্রন্থ বলিয়া কথিত হয়, ইহা কতদূর সত্য কিম্বা মিথ্যা নিরূপণ করিবার উপায় নাই, কারণ আর্য্যরবি বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে।]

আদিতে অধিকাংশজন সূর্য্যোপাসক ছিল, যাহা সংসার রহস্যে বলা হইয়াছে। প্রভু যোরাষ্টার সূর্য্যের বদলে অগ্নিকে স্থাপন করিয়া নিজের প্রভুত্ব জাহির করেন, এবং অদ্যাবধি তাঁহার শিষ্যেরা সৌর ও আগ্নিক না বলিয়া যোরাষ্টিয়ান বলিয়া থাকেন, ইহার কারণ প্রভু যোরাষ্টারও অবতার হন। প্রভু মোযেস, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, প্রভু মহম্মদ অবতার হন কারণ শিষ্যেরা উঁহাদিগের নাম লইয়া থাকেন। দুঃস্বভাবুক অবতার নন কারণ অবতার হইলে খালি সুস্বভাবুক হইতেন, তবে দুঃস্বভাবুক সমস্ত ভাষাজ্ঞের পিতা হন, ইহা শত শতবার বলি।

অবতারদিগের মুখ নিঃসৃত বাক্যকে সমসাময়িক ও তৎপর জন বিনষ্ট করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি বিনষ্ট করিতে কেহই সক্ষম হয় নাই, কারণ যাহা সত্য তাহা চির কাল সত্য হয় এবং যাহা অসত্য তাহা চিরকাল অসত্য হয়। অসত্য কিছুদিনের জন্য জনসমাজে সত্য বলিয়া কথিত হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক পরে অসত্য—অসত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। যুগে যুগে অবতার অবতীর্ণ হন, ইহা যে সত্য ইহার কোন ভুল নাই, যদি ইহা অসত্য হইত তাহা হইলে জগতে এতকগুলি অবতারের নাম থাকিত না। যিনি প্রকৃত অবতার হইবেন, তাঁহাকে কেহই রোধ করিতে পারিবেক না, যে যাহাই চেষ্টা করিবেক, তাহার তাহাই বিফল হইবেক। সূর্য্যকে

মেঘে আবরণ করিতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু কতক্ষণের জন্য, বোধ হয় কিঞ্চিৎ ক্ষণেক জন্য, তদ্রূপ প্রকৃত অবতারকে কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্ধকারাবৃত করিতে পারে।

অবতার সর্ব্বত্র আছেন, আহা! কি উচ্চ রহস্য হয়। হে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট! আপনি কোথায়, আপনি সর্ব্বত্র আছেন, ইহা প্রমাণ করুন।

অহে দুগ্ধপোষ্য বালক! আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি, তুমি কি ইহা দেখিতে পাইতেছ না। জগতে এমন দেশ নাই যথায় খ্রীশ্চান নাই, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বত্র আছি ইহাও সত্য হয়। আমার শিষ্য কেহই আমা ছাড়া নাই, কারণ যথায় খ্রীশ্চান আছে তথায় আমিও বর্ত্তমান আছি।

এক সময়ে প্রভু হর ওরফে হরি সর্ব্বত্র ছিলেন কিন্তু আপাততঃ বোধচক্ষুরা তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। মূর্দ্ধণ্য ণ যুক্ত হওয়াতে প্রভু হর মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূর্দ্ধণ্য ণ মূর্দ্ধাতে বাস করে এবং মূর্দ্ধ হইতে মেটাফিজিক্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র উৎপন্ন হয়। যথায় সর্ব্বসাধারণের নিকট মেটাফিজিক্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রচলন থাকে, তথায় অবতার স্থান পান না, কারণ সর্ব্ব সাধারণ জন বলদ কি গাভী ইহা নিরূপণ করিতে অক্ষম হয়, খালি গরু এইটী জানে, কারণ নিজে গরু হয়। গরু শব্দ গোখাদকের নিকট হয়। যত্র গরুর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, তত্র গুরুর আবির্ভাব বেশী হয়। যত্র দশা প্রাপ্তি অর্থাৎ মূর্চ্ছা-hysteric fit বেশী হয়, তত্র দুর্দ্দশা ভোগও বেশী হয়।

আর্য্য আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রণেতারা প্রভু হরের শিষ্য হন, কিন্তু কপট আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রচারকেরা প্রথমে প্রভু হরকে লোপ করে, পরে নিরাকারকে উপাস্য দেবতা ঠিক করে, কিম্বা হরির

খুড়ী মালাই দাসীকে উপাস্য দেবী ঠিক করে, কারণ কোথায় আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রয়োজন হয়, তাহা আদৌ জানেনা। বিষধর জগতের বিষ ধারণ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিতেছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি বিষধরকে সর্ব্বসাধারণ জনের নিকট রাখা হয়, তাহা হইলে মানব অমৃত ফল ভোগ না করিয়া বরং অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যেখানে যেটি আবশ্যক হয়, সেখানে সেটি ব্যবহার করিতে হয়, অযথা ব্যবহার করিলে, অযথা ফল ভোগ করিতে হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বহুক্ষণের পর লোকারণ্যের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চিন্তাতে মগ্ন হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাবিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। পিতাকে মূর্খ বলিয়া কতই ঘৃণা করিতাম, কতই অবহেলা করিতাম, কিন্তু ভাষাজ্ঞ হইয়াও আমি তাঁহার রহস্যটির রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রহস্যটি চক্ষুতে দিবা মাত্রই সর্ব্বজনকে পশু দেখি, আবার রহস্যটি চক্ষু হইতে অন্তর করিলে সর্ব্বজনকে মানবাকার দেখিতে পাই, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যাহাই হউক মন্ত্রের সাধন কি শরীরের পতন। পিতা আদেশ করিয়া গিয়াছেন "যতক্ষণ মানব না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ অন্বেষণ করিবে, ক্লান্ত হইবে না, অবহেলা করিবে না।" তবে আমি হতাশ হই কেন, অন্যত্র যাই, অবশ্যই মানবাকার দেখিতে পাইব। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অন্যত্র চলিল।

কয়েক দিবস পরে চক্রসদৃশভ্রমণকারী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরের বাহ্যিক চাক্‌ চিক্য দেখিয়া অন্তরে হাসিতে লাগিল, কারণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরের ভাত ভিক্ষা সমস্ত বিশেষরূপে বিদিত ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ একটি পান্থকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি সহরবাসী ?

পান্থ বলিল। আমি এই পল্লীতে বাস করি। আপনার হস্তে রহস্য দেখিতেছি, আপনি পাগল নাকি ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আপনি রহস্যের কি গুণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছেন?

পান্থ। আপনি বদ্ধ পাগল, কারণ আপনি রহস্যে ভুলিয়াছেন। তা বেশ। আপনি বন্ধু চান, তাহা হইলে রহস্য প্রণেতার নিকট যান। কারণ তিনিও বদ্ধ পাগল হন। পাগলে পাগলে বন্ধু হয়। আপনি কি মূর্খ, আমরা পল্লীবাসী হইয়াও রহস্য পড়িনা, কারণ রহস্যে পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নাই। আর দেখুন, কোন সম্পাদক কিছুই বলেন নাই এবং কোন Trumpetting Baboo ইহা লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই। আর দেখুন, কোন গৈরিকধারী কিম্বা কোন গুলিসূতাধারী, কিম্বা কোন টিকীধারী ইহা লইয়া চর্চ্চা করেন নাই, তবে আমি পল্লীবাসী একখানি পাইয়াছি এবং অনুগ্রহ করিয়া একবার চক্ষু বুলিয়া গিয়াছি কিন্তু কোন রস পাই নাই। রহস্যের ভাষা অতি সরল হয়, এমন কি রহস্যের ভাষা বুঝিতে অভিধান প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ইহার ভিতর প্রবেশ হওয়া যায় না, ইহার কারণ আমাদের আড্ডাধারীর সভাতে ঠিক হইয়াছে যে, ইহা কিছু নয়। তবে আপনার কোথা হইতে আসা হইতেছে?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। রহস্য প্রণেতা পাগল হন, কারণ তিনি কাহার সহিত আলাপ করেন না, কোন সভাতে যান না। দুই হাতে গোপনে দান করেন কি? কোন প্রতিবাসীর উপর অত্যাচার করেন কি?

পান্থ। বদ্ধ পাগল বৈ কি, কোথাও যায় না খালি ঘরের কোটরে পেঁচকের মতন বসিয়া আছে, কিন্তু দিবা রাত্রি পাঠ করে, কি মাথা পাঠ করে তা সেই জানে। গোপনে দান আছে, আমরা পল্লীবাসী তাই জানি, কত বড় মূর্খ আপনি দেখুন না—দান কর্‌বি তা আবার গোপনে, কেনরে বাপু, সম্পাদকের কাছে যা, সম্পাদক

কাগজে ইস্তাহার দিউক আর সকলে জানুক যে অমুক লোকটা বড় দানাদার, তবেতো সকলে ধনী বলবে, যশ গাইবে ও গোলাম হবে। গরিবের যম হওয়া উচিত তো—তবেতো পল্লীবাসীরা ভয় করবে, তা না পাগলের মতন পাগলামী করবে আর পুস্তক লিখ্‌বে। মহাশয়! আমার পল্লীবাসীদিগের ভিতর কাহারও উহার উপর শ্রদ্ধা নাই। প্রতিবেশী যদি কেহ উহার উপর অত্যাচার করিল, নিজেই ভয়ে জড় সড় হয়। দেখুন দেখি, আমাদের পল্লীবাসীদের ভিতর যাহারা ধনী, মানী ও গুণী লোক তাহারা গরিবের উপর কি অত্যাচার না করে—কারও সাহস হয় কি কিছু বল্‌তে—কেন হয়না—মস্‌তো মস্‌তো ধন, মান ও গুণ আছে বলেতো। যার ধন আছে সেইতো বড় লোক, যার এপাশ ওপাশ আছে, সেইতো Trumpetting বাবুর নিকট গড়াগড়ি দিতে পারে, যার পকেটে মধুপর্কের বাটী আছে, সেইতো সম্পাদকের নিকট ইস্তাহার সংগ্রহ করিতে পারে, যার জুতা বুরুসের কালি আছে সেইতো সভাতে হোম্‌রা চোম্‌রা হাজির কর্‌তে পারে, আর যে কাদা মাখ্‌তে পারে, সেতো দেবতাকে আন্‌তে পারে। এই সব কর্‌লে তবেতো নাম ছুট্‌বে, পল্লীবাসীরা ভয় কর্‌বে, যশ গাইবে, ধনী বল্‌বে। মহাশয়! এই বানরটার এই সব গুণ কিছুই নাই, তাই পল্লীবাসীরা কেহই গ্রাহ্য করে না। আপনি ইচ্ছা করেন যান, কোনও বাধা নাই। দেখুন মহাশয়, আমি এত গরিব, আমারও আদপ্ কায়েদা আছে, মুটে, মজুর ও গরিব এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে, না আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবো, কিন্তু ওবানরের কিছুই নাই। যে যাও এবং যা বল, তারি সঙ্গে দেখা কর্‌বে ও শুন্‌বে, এর দরুন আমি দুপরে আনি না।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বুঝিল যে এই সব লোক আমার শিষ্য হয়, আর ইহারাই আমাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সব লোককে যত

তুচ্ছ করিবে ও কুকুরের মতন ব্যবহার করিবে ততই ইহারা গুণ গাহিবে। ইহাকে আরও Mcsmcrise করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে প্রণেতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে আর কোন কষ্ট হইবে না। কিহে বাপু, তুমি জান আমি কে? আমি অমুক সহরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই।

পান্থ। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আপনি মহাপুরুষ। আপনি এখানে কেন? আপনার মতন লোকের উচিত হয়না, ঐই সব ক্ষুদ্র লোকের নিকট যাওয়া। আপনার দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল ফলিতেছে। আহা! আপনার নামে জগৎ পাগল, আপনি পূর্ণ অবতার হন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বুঝিল, যদি আমি ইহার সহিত তর্ক বিতর্ক করি, তাহা হইলে আমার উপর ইহার ঘৃণা আসিতে পারে, তবে ইহার কমরের দড়ি ঘুরাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে পান্থ আমার ইচ্ছামত নাচিবে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিল। দেখ, ও উল্লুকটা বড় আপদ হইয়াছে উহাকে শেষ করিতে না পারিলে আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি ঐই উল্লুকের সঙ্গে সেই জন্য সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। আর উহার ভাত ভিক্ষা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহাও করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।

পান্থ। আপনি চিরজীবি হউন, আপনার মতন লোক না হইলে কি এই কার্য্য সাধন করিতে পারে। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি আপনার চতুর্হস্ত দেখিতে পাইতেছিনা, আপনিই পূর্ব্বে রাজা রামচন্দ্র ছিলেন, আমাদের উদ্ধারের দরুন আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আপাততঃ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। তবে আপনি আমার সহিত আসুন।

পান্থ, সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রণেতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রণেতা পান্থকে জিজ্ঞাসা করিল। আপনি কেমন আছেন, অভাগার প্রতি এতদিন অনুগ্রহ হয় নাই কেন, অভাগা আপনার নিকট কি দোষ করিয়াছে। তবে এই ভদ্রটিকে কোথা হইতে আনিলেন?

পান্থ। মহাশয়! ইনি অমুক, ইহার তুল্য বড়লোক আর দ্বিতীয় নাই।

প্রণেতা। অহে বাপু, অমুকতো বড়লোক আছে, তুমি আমার চিরকালের বড়লোক।

পান্থ। আপনি বিদ্রূপ করেন কেন, সেই জন্যইতো আপনার নিকট আসিনা।

প্রণেতা। ছিঃ বাপু, রাগ করিতে আছে, আমি তোমার প্রতিবেশী, তুমি চিরকাল বড় আছ, যখন আমার আপদ কিম্বা বিপদ হয়, তখনকি বড়লোক আসিয়া রক্ষা করে, না তুমি কর।

পান্থ। আপনীর সহিত কথায় পারিব না, তবে আমি আসি।

প্রণেতা। আপনার ভাব ভঙ্গি সর্ব্বসাধারণ অপেক্ষা অন্য রকম দেখিতেছি। কি ব্যাপার বলুন দেখি। ইকি, আপনার হস্তে রহস্য কেন? বদ্ধ পাগলেরা ও বোম্বাই বর্ব্বরেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। আপনার যাহা পরিচয় পাইলাম তাহাতে রহস্য শোভা পায় না, হাস্য শোভা পায়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি সহস্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই, আমার নাম সকলে বিদিত আছে, আমি অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছি, আমার পিতা আমাকে ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না, যদিও আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই। মৃত্যুকালে আমার পিতা আমাকে এই রহস্য দিয়া গিয়াছেন

এবং তিনি আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না মানব দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ বিধিমতে চেষ্টা করিবে। আমি তাঁহার আদেশানুসারে অনেক পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুত্রাপি মানব দেখিতে পাইলাম না, সর্ব্বত্র নানারকম পশু দেখিলাম। আমি ভাগ্যক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি রহস্য চক্ষুতে দিয়া আপনাকে দেখি।

প্রণেতা। তুমি যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হও তাহার কোন ভুল নাই, কারণ যাহা তুমি বলিলে, তাহাতেই পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সহরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ না হইলে সর্ব্বজনের নিকট পরিচিত হইতে পারেনা। সহরে বাহ্যিক আড়ম্বরে ধনী, গুণী, মানী ও যশস্বী প্রস্তুত হয়। খোদার খাসিতে খোসামদ বেশী রকম ছড়াছড়ি করিতে হয়, আর বিশিষ্ট প্রকারে গরিবের যম হইতে হয়, দুষ্ট বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়, আর আইন বাঁচাইয়া সর্ব্ব কার্য্য করিতে হয়, বস্তুতঃ সত্যকে মিথ্যা করিতে হয়, মিথ্যাকে সত্য করিতে হয়। বাপু, এই সমস্তের যদি তোমাতে অভাব থাকিত, তাহা হইলে কি তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে পারিতে। তুমি চক্ষুতে রহস্য দিয়াছিলে, তাই পশু দেখিয়াছ। বাপু, তোমার পিতা বোধ হয় ভাবুক ছিলেন, তাই তোমাকে সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তুমি মানব হও, তাহা হইলে মানব দেখিতে পাইবে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি মানব আছি, তবে কেন মানব দেখিতে পাইনা।

প্রণেতা। সকলে মনুর সন্তান হয় ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাটে সকলে মানব নয়। যে মানব যে প্রকৃতির হয়, সে মানব সে প্রকৃতির বন্ধু হয়, অন্য প্রকৃতির মানব তাহার শত্রু হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মন হইতে মনু হয়, মনু হইতে মানব হয়, যদি

ইহা ঠিক হয়, তবে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন, যখন মন নির্ম্মল বলিয়া কথিত হয়।

প্রণেতা। তুমি যাহা বলিলে অতি ঠিক, কিন্তু বাপু, দেহ বিহনে মনের অস্তিত্ব কোথায়। যথায় দেহ তথায় মন হয়, যথায় মন তথায় দেহ হয়; ইহার কারণ জাগতিকজন দেহী কিম্বা মানব বলিয়া কথিত হয়। মৃত দেহে জীব নাই, ইহা মনে করিবে না, কারণ জীব না থাকিলে জীব উৎপন্ন হয় না। সজীব ও নির্জ্জীব দুইপ্রকার জীব হয়। নির্জ্জীব শব্দটিতে কিছু কেন, সম্পূর্ণ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবুক হইয়া দেখিলে আর সেটি থাকে না। সহ আর নি এই দুইটী উপপদ যোগে দুইটী অর্থ হইয়াছে, একটী সহিত অপরটী রহিত। জীব নিত্য পদার্থ হয় অতএব জীব সহিত ও জীব রহিত হইতে পারেনা। যাহা নিত্য, তাহা আবার জীব সহিত বা জীব রহিত কি করিয়া হয়, তবে তাহা নয়, দুইটাতেই জীব বর্ত্তমান আছে, তবে অবস্থাভেদে ও ব্যবহারে সজীব ও নির্জ্জীব বলিয়া কথিত হয়, অতএব সজীব ও নির্জ্জীব দুই প্রকার জীব অত্র কথিত হইল, কিন্তু জীব নিত্য ইহা যেন স্মরণ থাকে।

সংস্কার নানা প্রকার শিক্ষা দেয়। সংস্কার দেহে গঠিত হয়। জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু যাহা সর্ব্ব সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সংস্কারের পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সংস্কার পদ্ধতিতে মানব জীব হয় যতক্ষণ সজীব থাকে, নির্জ্জীব হইলে আর সজীব মানব বলিয়া কথিত হয় না। রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না, পৃথিবীর আর একটী নাম রসবতী এবং স্ত্রীলোককেও রসবতী কহে। আদি পুরুষ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হইল, অহো! কি সুন্দর রহস্য।

রস না হইলে সজীব হয় না, সজীব না হইলে মানব বলিয়া

কথিত হয় না, মানব বলিয়া কথিত না হইলে মনু হয়না, মনু না হইলে মন হয়না, মন না হইলে শক্তি হয় না—আবার শক্তি না হইলে মন হয় না, মন না হইলে মনু হয় না, মনু না হইলে মানব হয় না, মানব না হইলে সজীব হয় না, সজীব না হইলে রস হয় না। রস জীব হয় ইহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ। রস শুষ্ক হইলে সমস্ত শুষ্ক হইয়া যায়, শুষ্ক হইয়া যাইলে পরস্পর আঘাতে অগ্নি উৎপাদন হয়, অগ্নি জ্বলিলে আপনা আপনি বায়ু কুপিত হয়, বায়ু বৃদ্ধি পাইলেই শূন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এই শূন্য জাগতিক জনের শূন্য হয়, কিন্তু সমরস থাকিলে, জাগতিক জনের শিব হয়, তবে একটী গল্প বলি শুন ঃ—

কোন সময়ে প্রতিষ্ঠা নগরে এক সাংসারিক নামক মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন, ইহার কারণ তিনি চিন্তাশীল ছিলেন। কোন সাংসারিক কার্য্য বশতঃ যদি কেহ আসিত, তিনি সৎ ব্যবহারে আগন্তুককে আনন্দ দিতেন। যে, যেই ভাবে কথা বার্ত্তা কহিত, তিনি তাহাকে সেই ভাবে মুগ্ধ করিতেন, ইহার কারণ তাঁহার গুণ সম্বন্ধে বাহিরে বাকবিতণ্ডা চলিত। দ্রষ্টারা বহুরূপীবর্ণদৃষ্টিমতন যথা লইয়া পরস্পরে অযথা বাক্য ব্যয় করিত। তিনি জগতের কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না, ইহার কারণ জাগতিক বাহ্য ব্যবহারে তিনি অনেক বিশ্বাস ঘাতকের নিকট ঠকিতেন। তিনি কাহার সহিত বৃথা তর্ক বিতর্ক করিয়া অমূল্য সময়কে নষ্ট করিতেন না, তিনি জানিতেন, সময়ই মানবের অমূল্য ধন হয়, যিনি সময়কে রীতিমত ব্যবহার করিতে পারেন তিনিই সাধু পুরুষ হন। মানব মাত্রই কালে বদ্ধ আছেন। যতটুকু সময় মানব সজীব থাকিয়া জগতে বিচরণ করেন, ততটুকু সময় মানবের সৎ ব্যবহারে কালাতিপাত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কাল অনন্ত

হয়, তৎকারণ জীবও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয়। এক দেহ চিরকাল থাকেনা, কারণ রূপান্তরই জগতের স্বাভাবিক গতি হয়। প্রথমে রূপান্তর ঠিক হইলে, নিত্য ঠিক হয়। প্রতিদিন চাক্ষুষ ব্যবহারে জন্ম ও স্থিতি ও মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ জন্ম ও স্থিতি ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া কথিত হয় এবং ইহাই জীবের লীলা বলিয়া বর্ণিত হয়।

তিনি পরমদয়ালু ছিলেন। তিনি পরের দুঃখে দুঃখী হইতেন ও পরের সুখে সুখী হইতেন। সকল নগরবাসীরা তাঁহাকে ঘৃণা করিত কারণ তিনি যথা লিখিতেন। • তিনি বাতাসে বাতাস দিতেন না, তিনি ঘণ্টাধারীর কর্ণ বিবরের চর্ম্মকে তোসামদ বাক্যে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেন না। তিনি ধনীর বৈঠকখানার ঝাড় লণ্টন ছিলেন না, তিনি উপার্জ্জনক্ষম লোকের শনিবারের বাগানের এক পিয়ালা-ধারী ছিলেন না, তিনি আপন কার্য্যে অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিতেন।

একদা সাংসারিক মহাপুরুষ আপন কোটরে চিন্তাতে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কেবলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবলচাঁদ সহরের প্রকৃত কেবলচাঁদ ছিল, কারণ কৈবল্য পদ তাহার আস্তাবলের বানর হয়। চন্দ্র অমৃত রস বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উৎপাদন শক্তি বর্দ্ধন করে, কেবলচাঁদ অমৃত সুধা বিতরণ করিয়া সংসার বন্ধন উচ্ছেদ করে। সংসার বন্ধন উচ্ছেদের কথা বলিলে জাগতিক জন মহানন্দে একত্রিত হয়, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি সংস্কার হয়।

পূর্ব্বাপর মূর্খজন দিয়া আসিতেছে, জ্ঞানীজন লইয়া আসিতেছেন, সংসার কিছুই নয়, ইহা ঠিক হইলে মূর্খ সংসারী অনায়াসে তাহার পরিশ্রমের ফল অপর জ্ঞানী সংসারীকে দিতে পারে, কারণ সংসার অনিত্য হয় ইহা দাতার নিকট ঠিক হয়।

জ্ঞানী দিতে পারেন না, লইতে পারেন, কারণ জ্ঞানীর নিকট সংসার নিত্য হয়।

অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য! জাগতিকজন সংসার নিয়মে চিরকাল বদ্ধ, কিন্তু কপট জ্ঞানীদিগের দেশীয় সংস্কার গুণে কি বৈপরিত্য ফল ফলিতেছে। যাহা প্রতিদিন করিতেছে আবার যাহা কিছুতেই যাইবার নহে, তাহারই সহিত মৌখিক যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতেছে, অর্থোপার্জ্জন করিতেছে এবং যশ, নাম, ধাম ও কীর্ত্তি লাভ করিতেছে। হে চতুষ্পদসদৃশদ্বিপদশিষ্যগণ! তোমাদের খুরে খুরে শত শত কোটি প্রণাম করি, কারণ তোমরা কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইতেছ। ধন্য তোমাদের শিক্ষা, ধন্য তোমাদের বংশজাত মর্য্যাদা।

কেবলচাঁদ কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাংসারিকমহাপুরুষ পুস্তক লিখিতেছেন। কেবলচাঁদ বলিল—আপনি কেমন আছেন?

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ—তুমি সহরবাসীদিগকে কৈবল্য পদ দিয়া সহরটিকে প্রায় উদ্বাস্ত করিলে। এই বন্ধু কি দোষ করিয়াছে, যে ইহার উপর এত নিগ্রহ হইল?

কেবলচাঁদ। আপনি বিদ্রূপ করেন কেন। আমি আপনার নিকট কিছু শিক্ষা লাভ করিতে আসিলাম, যাহাতে বাকীগুলিকে কৈবল্যপদ দিতে পারি। সকলে সমান নয়, আপনি তাহা বিদিত আছেন, দুই একটি শক্ত আছে, উহাদের নরম করিবার উপায় বলুন কারণ উহারা ঠিক হইলে সব ঠিক হইয়া যায়—আর উহারা সব ঠিক হইলেই সহরের লোক সব গরু হইল, বাস্তবিক তাহা হইলে উহাদের কিছু খড় ও ভুষি দিলে অমনি দুদ্ দিবে, আর গুঁতাইবে না, চাট্ মারিবে না, আর কেবলচাঁদ গোপাল হয়ে, বসে বসে দুদ্ পিবে।

মহাপুরুষ। তোমার নামে ও কর্ম্মে ঠিক আছে, তবে কি

আন কলির ব্রাহ্মণ এইটুকু আছে। ব্রাহ্মণ শব্দটি অত্যুৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু কলিতে একটি গুলিসূতাতে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হয়। সকল পুরাতন পুস্তকে ব্রাহ্মণ শব্দটি আছে। ব্রাহ্মণ যে অত্যুচ্চ পদস্থ ব্যক্তি হয় ইহা প্রমাণ করিতে আর বাকী রহিল না, এখন ব্রাহ্মণ শব্দ গ্রহণ করিতে পারিলেই পূজনীয় হইল। বাপু কেবলচাঁদ—তোমার কৈবল্যও এবম্বিধ হয়।

তোমার নিকট শিষ্যেরা আসিল, তুমি হুকুম করিলে, তোমার কৈবল্য হইয়াছে, শিষ্য তাহাই বুঝিল, এবং শিষ্য জানিল কৈবল্য বোবা না হইলেই হয়। শিষ্য তোমার পদ সেবা করিল, তোমায় পয়সা দিল, চারি দিগে ঢাক পিটিতে লাগিল, তোমার নাম ছুটিল, ধাম হইল, যশ বাড়িল, কিন্তু কেবলচাঁদ, কৈবল্য যাহাকে বলে, তাহাই রহিত হইল কারণ মন শান্তির নাম কৈবল্য হয়। কেবল ভাব না আসিলে কৈবল্য হয় না। স্বভাবের আর একটি নাম কৈবল্য হয়। অভাব হইলে মন শান্তি হয় না, এবং মন শান্তি না হইলে কৈবল্যের অভাব হয়। বাপু কেবলচাঁদ—তোমার অভাব আছে কিনা বল দেখি?

কেবলচাঁদ। অভাব না হইলে আপনার নিকট আসিব কেন—অভাব না হইলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নূতন কৌশল বাহির করিব কেন—অভাব না হইলে সকলকে কৈবল্য দিব কেন—অতএব আমার সমস্ততেই অভাব হয়, এবং ইহার কারণ আমার মনে আদৌ শান্তি নাই। আমি চিন্তাজ্বরে দিবা ও রাত্রি আক্রান্ত আছি।

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ! তুমি এইটী জান কি, গুরু যেই ভাবের হয় শিষ্যও সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। তুমি নিজে অভাবের দরুন এই সব করিতেছ, শিষ্য আবার অভাবের দরুন তোমার নকল করিবে, প্রশিষ্য আবার তাহার নকল করিবে, এই প্রকার ক্রমান্বয়ে

অভাব চলিল, অভাব কি প্রস্তুত করিল—একটী প্রকৃত প্রতারক। প্রতারক বাড়িতে লাগিল, অভাবের উপর অভাব ছুটিল, শেষে মাথা ঠোকাঠুকি চলিল, দশাপ্রাপ্তি হইল ফলতঃ আরও দুর্দ্দশা বাড়িল। নানারূপ ধরিল, কুসংস্কারের স্কন্ধে চাপিল, নানা কুৎসিত কার্য্য করিল, অন্তে দুকুল হারাইল। দেখ কেবলচাঁদ, একটী দোষান্বিত বীজ হইতে কি ভয়ানক বিষফল ফলিল।

বীজে সংস্কার হয়, আবার রসে বীজ হয়। সংস্কারে হিতাহিত হয়, হিতাহিতে সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ইহ জীবন ও পর জীবন, সর্গ ও নরক, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং সৎ ও অসৎ উৎপন্ন হয়। সুখে ও দুঃখে, পাপে ও পুণ্যে, ইহ জীবনে ও পরজীবনে, সর্গে ও নরকে,.স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এবং সৎ ও অসতে মীমাংসা উপস্থিত হয়। মীমাংসাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারেতে বিদ্যা ও বুদ্ধি ও যুক্তি হয়। বিদ্যাতে ও বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে এক হয়, একে এক হয়, এবং এই এক কৈবল্য হয়। ধর্ম্মের স্বাভাবিক দর্শনের যাহা শেষ তাহাই এই এক হয়—পুরাণের যাহা শেষ তাহাই সমাজের এই এক অবতার হয়—স্মৃতির যাহা শেষ তাহাই এই এক নিয়ম হয়।

জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত এক হয়। দর্শনে আদি এক ইহা প্রমাণ করিল, মধ্যে অবতার এক ইহা পুরাণ প্রমাণ করিল, অন্তে এক ইহা স্মৃতি নিয়মের দ্বারা পুনঃ জীবন আনিয়া প্রমাণ করিল। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই দর্শন বলিল—সর্ব্ব এই নিশ্চয় ব্রহ্ম পুরাণ কহিল—সর্ব্বত্র নিয়ম এক ইহা স্মৃতি বলিল। দর্শন, পুরাণ ও স্মৃতি এক ইহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইল। নিরাকার এক তন্ময় হইয়া আপনি এক হও—সাকার এক সমাজ বন্ধন হেতু মানবের গুণ কীর্ত্তন করিয়া সকলে এক হও। নিরাকার ও সাকার এক ফলে পরিণত করিবার দরুন নিয়ম এক কর। নিয়মে বীজ

বন্ধ হয়। বাপু কেবলচাঁদ! নিয়মে বীজ বন্ধ কি প্রকারে হয় তাহাও দেখ।

পিতা এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং ও এক পোষাক গ্রহণ করিল। অগ্রে সজীব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া বলিব। পিতা, মাতার সহিত সহবাস করিল এবং মাতা, পিতার বীজ গ্রহণ করিল। স্বাভাবিক নিয়ম কি অদ্ভুত ব্যাপার হয়, যথায় যে নিয়ম আছে, তথায় সে নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, কিন্তু অযথা ব্যবহার করিলে বীজের ফল ফলেনা, কেবল ভাব লইয়া যদি কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে পুরুষকার বৃথা হয়, যদি সমস্তই এক হইত তাহা হইলে হস্তে বীজের ফল ফলিত, যোনির প্রয়োজন হইত না। সূক্ষ্মে সমস্তই এক হয়, স্থূলে হয় না, কারণ স্থূল নিয়মাধীন হয়।

বীজের সম্পর্ক পিতার সহিত বীজ স্খলনাবধি হয়, কিন্তু বীজ স্খলন হইলে আর পিতার সহিত বীজের সম্পর্ক থাকে না। মাতার গর্ভে বীজ দিন দিন চন্দ্রকলাইব রসে পরিবর্দ্ধিত হয়। মাতা যে রস গ্রহণ করিবেন, বীজ সেই রস গ্রহণ করিবেক। মাতার আহার ও ব্যবহার ও নিয়ম বীজে নিহিত হয়। দশমাস দশদিনে বীজ মাতার গর্ভে পরিপক্ক হইয়া পশ্চাৎ ফলে পরিণত হয়। যেই দিন হইতে বীজ মাতার গর্ভ হইতে রসবতীর গর্ভে আইল অর্থাৎ বাহ্যিক জগতে আসিল, সেই দিন হইতে বীজ মাতার সম্পর্ক ছাড়িল। এইবার বীজের ফল পিতার ও মাতার আচার, ব্যবহার, নিয়ম, ধর্ম্ম ও ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। সমাজ থাকিলে বীজ ও ফল ঠিক রহিল। দশ বৎসরে ফল ফলে পরিণত হইল, এইবার নিজের শিক্ষা চলিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবেশী ও দেশীয়জন যদি এক ধর্ম্মের, এক খাদ্যের, এক রঙের

ও এক পোষাকের মিলিল, তাহা হইলে ফলের এক শিক্ষা করিতে আর বাকী রহিল না।

পিতা এক সংস্কারের হন, পিতা হইতে যে বীজ উৎপন্ন হইল তাহাও এক সংস্কারের থাকিল, মাতা এক সংস্কারের হন, মাতার গর্ভে যতদিন বীজ রহিল, তাহাও এক সংস্কারের হইল, যখন মাতার গর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল, তখন এক সংস্কার শিখিল, ফল নিজে যখন শিখিতে লাগিল তখন চারিধারে এক দেখিল, ইহার কারণ এক সংস্কার হইল। এক স্থূল সংস্কারের হেতু সূক্ষ্ম এক ঠিক রহিল। আদ্য এক, মধ্য এক ও অন্ত এক ইহা প্রমাণিত হইল।

বীজে সংস্কার আছে বলিয়া হিতাহিত এই কথাটী আছে, যদি বীজে সংস্কার হয় এইটী লোপ করা হয়, তাহা হইলে সুখের ও দুঃখের, পাপের ও পুণ্যের, ইহ জীবনের ও পর জীবনের, সর্গের ও নরকের, স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের, সতের ও অসতের লোপ হয় এবং ইহা লোপ হইলে খালি আহার ও নিদ্রা ও ভয় ও মৈথুন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চারিটী প্রধান স্বাভাবিক গুণ হয়, এবং ইহা রসে নিহিত আছে।

যদি কোন একটি পিতাকে গাঢ় অন্ধকার গহ্বরের ভিতর রাখা হয়, তাহা হইলে পিতা সামাজিক ধর্ম্ম ও আচার ও ব্যবহার ও নিয়ম কিছুই জানিবেন না, কিন্তু স্বাভাবিক কয়েকটী রসের ধর্ম্ম জানিবেন। তিনি রস অর্থাৎ অন্ন চাহিবেন, কারণ রসে অর্থাৎ অন্নতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রস ব্যবহার করিলেই রসবতীর আবশ্যক হয়, কারণ ইন্দ্রিয় সকল সজীব হয়। রসবতী অর্থাৎ মায়া, অর্থাৎ শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কামিনী যদি ঐ গহ্বরের ভিতর পিতার নিকট যান, তাহা হইলে আকর্ষণে ও বিকর্ষণে উভয়ে

মৈথুন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। বাহ্যিক জগতে যেমন আকর্ষণের ও বিকর্ষণের ফল দিবা ও রাত্রি হয়, তেমন দেহে জাগ্রতাবস্থা ও নিদ্রাবস্থা আহারের ও বিহারের ফল হয়। ভয়টী দেহ রক্ষার কারণ হয়, যদি ভয় না থাকিত তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত, ইহার কারণ দেহ বেদনা অনুভব করে, সেই বেদনা হইতে ত্রাণ পাইবার কারণ স্বভাব ভয় শিক্ষা দিয়াছে। এই কয়েকটী বাহ্যিক শিক্ষা কাহারও অপেক্ষা করে না, কারণ রসে এই কয়েকটী নিহিত আছে। রস অভাব হইলে এই কয়েকটীরও লোপ হয়। রসে সজীব অর্থাৎ চেতন হয় ইহা আমি তোমায় প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি, যদি তুমি ইচ্ছা কর।

কেবলচাঁদ। আপনি সমস্ত এক ইহা কি বলেন না।

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ! সমস্ত এক ইহা অনেক দূরের কথা, তুমি নিকটদর্শী হও। তুমি সকলকে চৈতন্য দিয়া কৈবল্যপদ দেও, তুমি বুক্নির উপর চল, তোমার নিজের মাথায় কিছুই নাই, পরের মাথা লইয়া চল। তুমি দেশকে উচ্ছন্ন দিয়া গোপাল হইয়া গরু চরাইতে পার, তাই বলি কেবলচাঁদ, তুমি প্রত্যক্ষ স্থূল নিয়মাধীন হয় কি না তাহা দেখ, এবং সমস্ত এক বলিলে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও তুমি দেখ।

কেবলচাঁদ। সমস্ত এক নয়, ইহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখান দেখি।

মহাপুরুষ। আমি একবিংশতি দিবস পরে আসিয়া তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু বাপু কেবলচাঁদ, তোমায় কেবল ভাব অর্থাৎ সমস্ত এক ইহা লইয়া থাকিতে হইবে, যদি তুমি ইহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে আমার সমুদায় লোক তোমাকে বল পূর্ব্বক কেবল ভাব গ্রহণ করাইতে বাধ্য হইবে। তুমি ইহাতে সম্মত আছ?

কেবলচাঁদ। আপনি বলেন কি, আমি আমার শিষ্যদিগের মতন হীন পুরুষ নই যে, কথার উলট্. পালট্ করিব, যাহা স্বীকার করিব তাহা নিশ্চয়ই করিব, "মরদ্ কা বাত্, হাতী কা দাঁত।"

মহাপুরুষ। তবে তুমি এইখানে অবস্থিতি কর, আমি আসি।

মহাপুরুষ কেবলচাঁদের নিকট হইতে ঘরের বাহিরে আসিয়া সমস্ত নফরদিগকে ডাকিল এবং নফরেরা শশব্যস্তে মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ আজ্ঞা করিল। "দেখ নফরগণ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থাকিবে, গৃহস্থিত ব্যক্তি কোন বিষয়ের দরুন হুকুম বা অনুরোধ করিলে তোমরা শুনিবে না, যদি অত্যাচার করে, গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে। অন্যথা করিলে গুরুতর শাস্তি পাইবে।" মহাপুরুষ বিশ্রাম মহলে চলিয়া গেল।

কেবলচাঁদ পরদিন প্রত্যুষে একের পর এক চাকরদিগকে ডাকিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কেবলচাঁদ রাগান্বিত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া সম্মুখস্থিত চাকরদিগকে উত্তম ও মধ্যম দিল, চাকরেরা উত্তম ও মধ্যম ফিরত না দিয়া কেবলচাঁদকে বলিল ;—

আপনি আমাদিগের উপর বৃথা রাগ করিতেছেন, মনিব যাহা হুকুম করিবেন, আমরা তাহাই তামিল করিব। মনিব হুকুম করিয়া গিয়াছেন যে, গৃহস্থিত ব্যক্তির কোন হুকুম বা অনুরোধ গ্রাহ্য করিবে না ও শুনিবে না। আপনি অনুগ্রহ্ করিয়া গৃহের ভিতর যান, যদি না শুনেন, আপনার উপর বল প্রকাশ করিব।

কেবলচাঁদ ইহা শুনিয়া দ্বিগুণ রাগান্বিত হইয়া বলিল :—

আমি শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া করিব না, তোমাদিগের প্রভু কি লর্ড হইয়াছে—আচ্ছা আমি গৃহের ভিতর করিব।

এই বলিয়া কেবলচাঁদ গৃহের ভিতর যাইয়া তথায় শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া সমাধা করিল।

কেবলচাঁদ ভাবিল, যেমন মহাপুরুষ আমায় জব্দ করিবে মনে করিয়াছেন, তেমনি নিজে জব্দ হইলেন। আমি ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। কেবলচাঁদ মনের ভিতর নানা রকম তোলা পাড়া করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবস কেবলচাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক অত্যন্ত হইল, ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকরদিগকে পুনরায় হুকুম করিল। তোমাদিগের মনিব আমার জন্যে কিছু কি আহারের হুকুম দিয়া গিয়াছেন?

চাকর বলিল। না।

কেবলচাঁদ। আমি কি কয়েদী, যে তোমার মনিবের হুকুমে কারাগারে থাকিব, তুমি তোমার মনিবকে বলগে—আমি চলিলাম।

চাকর। আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমার হুকুম নাই, যত দিন তিনি না পুনরায় আইসেন। আপনি গৃহের ভিতর যান, তাহা না হইলে আমরা বাধ্য হইব, আপনাকে গৃহের ভিতর লইয়া যাইতে।

কেবলচাঁদ মহাবিপদে পড়িল, কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, অগত্যা গৃহের ভিতর ঢুকিল।

কেবলচাঁদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল—বিপদের উপর কি বিপদ হইল, আবার ক্ষুধা আসিয়া মহা আপদ করিল। যাহা হউক, তিনি আসিলে তাঁহাকে মহাভৎসনা করিব। কি আশ্চর্য্য! ভদ্র লোককে একবিংশতি দিবস থাকিতে বলিয়া গেলেন, কিন্তু আহারের কোন বন্দবস্ত করিয়া যান নাই। মহাপুরুষ কি পাগল—না তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। কল্য প্রত্যূষে সমস্ত জানা যাইবে।

কেবলচাঁদ ক্ষুধাতে যত অস্থির হইতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে

তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে ক্রোধ ও ক্ষুধা কেবলচাঁদকে এত অস্থির করিল, যে শেষে নিদ্রাদেবী আসিয়া শান্তি দিল।

চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে শৌচ প্রস্রাবাদির আদৌ উদ্রেক নাই। কি প্রকারে তথা হইতে বাহির হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিল। বলপূর্ব্বক ব্যতীত উপায় নাই ইহা ঠিক করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। কেবলচাঁদ চাকরদিগকে কিছুই না বলিয়া বরাবর চলিতে সুরু করিল, একজন চাকর কেবলচাঁদকে ধরিল। দুই জনে মল্লযুদ্ধ চলিল, ইতিমধ্যে অপর কয়েকটি চাকর আসিয়া যোগদিল। কেবল-চাঁদ পরাস্ত হইয়া বিনয় ও অনুনয়কে আশ্রয় ধরিল, কিন্তু কিছুই ফল ফলিল না। চাকরেরা পুনরায় কেবলচাঁদকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল, এবং বাস্তবিক কেবলচাঁদ হতাশ হইয়া পড়িল।

কেবলচাঁদ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। অতিরিক্ত জলস্রাব হওয়াতে তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল, এবং কেবলচাঁদ যখন উপায় নাই জানিল, তখন গৃহে গড়াগড়ি দিতে সুরু করিল। কেবলচাঁদের নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, অতিরিক্ত গাত্রদাহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাত্রি শেষ হইল।

পঞ্চম দিবস প্রভাতে চীৎকার আরম্ভ করিল, চীৎকারে চীৎকারে কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ, ক্ষণেক অস্ফুট স্বর, কিন্তু অন্তরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। ষষ্ঠ দিবসে অগ্নি নির্ব্বাণের দরুন নিজের বিষ্ঠা অমৃতরসান্বিত হইল। অহো কি আশ্চর্য্য! সকলে যে বিষ্ঠা ত্যাগে আনন্দ অনুভব করে, অদ্য ষষ্ঠ দিবসে কেবলচাঁদ সেই বিষ্ঠা গ্রহণে অপার আনন্দ ভোগ করিল, এবং তৎপর কেবলচাঁদ ঘোর নিদ্রাতে আবিভূর্ত হইল। নিদ্রাভঙ্গে দ্বিগুণতর অগ্নি জ্বলিতে লাগিল—গাত্রদাহ বাড়িল—গড়াগড়ি চলিল—অন্ধকার গৃহ আবার আলোকময় হইল।

সপ্তম দিবসে তেজে তেজ যোগ দিল, কেবলচাঁদের বাক্য বন্ধ হইল, খালি অন্তরে স্বর বহিতে লাগিল। গড়াগড়ি বন্ধ হইল, বাস্তবিক কেবলচাঁদ আর আলোক দেখিতে পাইল না। স্থির, অতি স্থির, মৃতবৎ হইয়া কেবলচাঁদ পড়িয়া রহিল। অহো কি আশ্চর্য্য! আর কিছু ভুক হইলে কেবলচাঁদ রূপান্তর বলিয়া কথিত হইত।

অষ্টম দিবসে মহাপুরুষ আসিয়া চাকরদিগকে গৃহের দ্বার উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপুরুষ গৃহভিতরে কেবলচাঁদের অবস্থান্তর দেখিয়া অন্তরে হাসিতে লাগিলেন, তৎপরক্ষণ গৃহের বাহিরে আসিয়া নফরদিগকে অনুমতি করিলেন। শীঘ্র চিকিৎসক আনয়ন কর।

চাকর আবার তৎপর চাকরের উপর হুকুম তামিল করিল, হুকুম পর পর যাইয়া শেষে কার্য্যে পরিণত হইল। চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল, মহাপুরুষ চিকিৎসককে আদেশ করিল! হে আয়ুর্ব্বেদপারগ বৈদ্য! আপনি বৈদ্য ক্রিয়া করিয়া এই ব্যক্তির রোগাপনয়ন করুন। ইহার অনশন ব্যতীত অন্য কিছু ব্যাধি নাই।

চিকিৎসক। আপনার আদেশানুসারে আমি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম, চতুর্থ দিবসে ইনি আরোগ্যলাভ করিবেন।

মহাপুরুষ ইহা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদ মতে ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবসের রজনীযোগে. কেবলচাঁদের সংজ্ঞা লাভ ঘটিল, প্রত্যূষে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসক রোগীর চক্ষুরুন্মীলন দেখিয়া ঠিক করিল, রোগী শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবেন। রোগী চিকিৎসককে দেখিয়া এত আনন্দ অনুভব করিল যে, রোগীর চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া নীর ঝরিতে লাগিল, কিন্তু রোগীর

চক্ষু তখনও নীরদ প্রায় ছিল। অতি কষ্ট বা অতি আনন্দ হইলে চক্ষু হইতে আপনাপনি অবিরত জল বাহির হয়।

চিকিৎসককে রোগী মৃদু মৃদু স্বরে বলিল। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ আহার পাইলে সন্তুষ্ট হই।

চিকিৎসক রোগীর ক্ষুধা শুনিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলেন, মনে মনে করিলেন, রোগী অতি শীঘ্র সবল হইবেন। আপনার কি আহার করিতে ইচ্ছা হয়।

রোগী। জল।

চিকিৎসক। জল অতি তরল পদার্থ হয়, কিছু গাঢ়তর বস্তু অদ্য আহার করুন।

রোগী। আপনি যে পথ্য ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিব।

চিকিৎসক পলতার ঝোল ও খইমণ্ড ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

কেবলচাঁদ দিন দিন সবল হইতে লাগিল। মহাপুরুষ পুনরায় গৃহে উপস্থিত হইয়া কেবলচাঁদকে বলিল। বাপু কেবলচাঁদ! আমি তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তুমি আমার সহিত বাক্যালাপ করিলে না। তবে অদ্য কেমন আছ?

কেবলচাঁদ। অদ্য ভাল আছি, আপনি আসিয়াছিলেন তাহা আমি বিদিত নহি। আপনি আমার উপর মহা অত্যাচার করিয়াছেন। কেন, তাহা জানিনা—যদি কৃপা বশতঃ বলেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হই।

মহাপুরুষ। সমস্ত কেবল ভাবে চলেনা এইটী এখন জানিতে পারিয়াছ—রসে সজীব হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ—স্থূল নিয়মাধীন

হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ—সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত এক হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ—স্থূলে যথায় যেইটী আবশ্যক হয়, তথায় সেইটী ব্যবহার করিতে হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ—সংস্কার ভেদে গুণ ভেদ হয় ইহা জানিতে পারিয়াছ—রস শুদ্ধ হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যায় ইহা জানিতে পারিয়াছ—সমস্ত স্থূল বিষয়ের যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, ইহা জানিতে পারিয়াছ—অতএব যদি জানিয়া থাক, তাহা হইলে অবতার একের স্বরূপ কিম্বা তুল্য হয় ইহা জান।

অবতারের মুখ নিঃসৃত বাক্য সমস্ত ব্যষ্টিজনকে একত্রিত অর্থাৎ সমষ্টিভূত করিবার জন্য হয় তুমি ইহাও বিদিত থাক। অবতার সমাজ গঠন করিয়া অন্য জনকে সভ্য করেন, ইহাও তুমি জ্ঞাত হও। অবতার মানব ব্যতীত অন্য কেহই নন, তাহাও তুমি জান। মানব গুণে অবতার হয়, ইহা সিদ্ধান্ত কর। অবতারের পূজা কর, অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন কর। অবতার রচিত পাপ ও পুণ্য, ইহ জীবন ও পর জীবন, কেবল দেহ শুদ্ধির দরুন হয়, ইহাও ঠিক কর। অবতার, সমষ্টি—এক সত্য হয় ইহা ঠিক করিবার দরুন ব্যষ্টিকে সমাজ নিয়মে এক করেন, ইহা শিক্ষা কর। আদি এক, মধ্য এক, এবং অন্ত এক হয়, কিন্তু অবতার ইহা প্রমাণ করিবার দরুন সমাজে এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং প্রচার করেন, ইহাও স্থির কর। মিত্র, জগতে মিত্রতা স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস কর। তুমি বিনাসন্দেহে ও তর্কে বিশেষরূপে বিদিত থাক যে, এক হইলেই ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইলেই মোক্ষ হয়, মোক্ষ হইলেই মন লীলা ফুরায়।

কেবলচাঁদ! তুমি আর কি-দেশীয় জনকে পেটের দরুন কৈবল্যপদ দিবে, না দেশে বিনা স্বার্থে এক সমাজ ধর্ম্ম যাহাতে প্রচার হয় তাহার চেষ্টা বিধি মতে করিবে। ব্রাহ্মণবেশধারীর পদধূলি লইয়া আর স্বর্গে যাইও না—গৈরিকধারীকে আর পয়সা দিয়া উহার রস

বাড়াইয়া রসবতীর গর্ভস্রাব করাইও না—টিকিদাসকে বৃত্তি দিয়া আর দেশে বৃথা ভিখারীদল দলভুক্ত করিও না—তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রস্তুত করিয়া আর পয়সা উপার্জ্জন করিও না। তুমি নিয়মের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা কর, তাহা হইলে অন্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। বাপু কেবলচাঁদ! আর বোধ হয় তোমায় কিছু বলিতে হইবে না—তবে আমি এখন আসি।

কেবলচাঁদ। গুরুদেব! আর কিছুই বলিতে হইবেনা, যথেষ্ট হইয়াছে।

মহাপুরুষ। আবার অন্যকে গুরু বলিতেছ। প্রভু হর ওরফে হরি যিনি গুরু হন, তিনিই কেবল গুরুপদ বাচ্য হন। তবে যদি ভাগ করিয়া লও, তুমি বলিতে পার, যেমন পিতা অষ্ট প্রকার হন। কিন্তু কেবলচাঁদ, জন্ম দাতা পিতাই যথার্থ পিতা হন, অন্য সপ্ত প্রকার পিতা নকল হন। প্রভু হর ওরফে হরি যথার্থ অবতার হন, অন্য গুলি হরির অবতার অর্থাৎ নকল হন। বাপু কেবলচাঁদ! তোমার দেহ আপাততঃ ক্ষীণ হয়, আর অধিক বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। প্রভু হর ওরফে হরি যিনি গুরু হন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহাপুরুষ ও কেবলচাঁদ গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

প্রণেতা। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি এখন বুঝিতে পারিলে যে, মানব কি প্রকারে সজীব হয়। রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না, রস শুষ্ক হইলে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায়। রস ও অন্ন এক হয় ইহা তুমি বিশেষরূপে বিদিত থাক, তবে তোমায় দেশীয় অন্নের কথা কিছু বলি শুন ঃ—

উত্তরবাসী শিকারী হন, দক্ষিণবাসী হলধারী হয়। উত্তর প্রদেশে অতিরিক্ত হিমের কারণ মৃত্তিকা অত্যন্ত শক্ত হয়, পরে এত বেশী হয় যে, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়।

প্রস্তরোপরি ক্রমান্বয়ে তুষার পড়িবার কারণ ধবল গিরি বলিয়া কথিত হয়। ধবলে ধবল পুরুষ বাস করেন, কৃষ্ণ পুরুষ বাস করিতে পারেনা। ধবল মৃত্তিকাতে চাষ চলে না, ইহার কারণ ধবল পুরুষ চাষী নন। ধবল মৃত্তিকা বলিলে একটুকু গোলমাল হয় কিন্তু তাহা নয়।

তুষার ভাসিতে ভাসিতে এবং গড়াগড়ি দিয়া গলিতে গলিতে সূর্য্যের সহিত পিরীত করে; সূর্য্যের পিরীতে এত মুগ্ধ হয় যে, পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যায়, পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যাইয়া সূর্য্যের কৃপায় রূপান্তরিত হয়, যে স্থানে যে রকম পিরীত অবস্থা করে, সে স্থানে তুষার সে রকম রূপ ধারণ করে। জলে মৃত্তিকা আরও গোলমাল হয়, কারণ মৃত্তিকা আইসে কোথা হইতে—তাহা নয়। সূর্য্য পিরীত করিয়া রস গ্রহণ করে, রস গ্রহণে এত রসাস্বাদন পায় যে, আর ছাড়িতে পারে না, জমাট্ হইয়া যায়, এবং ঐই জমাট নানা রূপ ধরে, ফলতঃ জাগতিক জনের দ্বারা উহা নানা রূপে বর্ণিত হয়।

ধবল পুরুষ আমিষভোজী হন, কারণ আমিষ ব্যতীত তথায় অন্য কোন রকম অন্ন নাই। দুই একটা পাঁটা বলিবে, গাছের দুধে জীবন ধারণ করে, ইহা যে অযথা তাহা নয়, কিন্তু অনেক পরের কথা, কারণ যথায় বাসোপযোগী স্থান হইয়াছে তথায় এই বিধি কতকটা চলে, তথাচ শীল মৎস্য ব্যবহার করিতে হয় ও শীল মৎস্যের চর্ম্মে শরীরকে আচ্ছাদন করিতে হয়। শীল মৎস্য ও ধবল ভল্লুক আরও অগ্রে হয়। তাঁহার মহিমা কি অদ্ভুত। যথায় যেটি আবশ্যক হয়, তথায় সেটি বর্ত্তমান আছে। স্বভাব নিয়মের রহস্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়। যত দিন মানব স্বভাব নিয়মে বদ্ধ আছে, তত দিন মানব স্বাভাবিক আনন্দে আনন্দিত আছে, কিন্তু যেই দিন স্বভাব হইতে স্খলিত হইল, সেই দিন হইতে দুর্দ্দশা ইহা নিশ্চয় জানিবে বাড়িল।

ধবল পুরুষ অত্যন্ত পরিশ্রমকারী হন, কারণ পরিশ্রম না করিলে অন্ন চলিবে না, ইহার কারণ অত্যন্ত বলবান পুরুষ হন।

পশু আহার ও পশুরচর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন বিধি ধবল পুরুষদিগের ভিতর প্রবল হয়, ইহার কারণ উঁহারা নিম্নপ্রদেশের লোকের উপর সহজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন। অনেক ঢেঁকি বলিবে, নিরামিষ ভোজী অনেক বীর আছে, কিন্তু তাহার এইটী প্রথমে জানা আবশ্যক যে নিরামিষভোজী স্বাধীন পুরুষ হয়, না পরাধীন পুরুষ হয়, না নিরামিষভোজী আমিষভোজীর দ্বারা শিক্ষিত হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে নিরামিষভোজী বীর হইতে পারে না। জগতে কোথায়ও স্বাধীন রাজা নিরামিষভোজী নাই, যাঁহারা আমিষভোজী হন, তাঁহারাই স্বাধীন রাজা বলিয়া চিরকাল জগতে কথিত হন।

পক্ষীর ভিতর শ্যেন রাজা হয়, মৎস্যের ভিতর তিমিঙ্গিল রাজা হয়, পশুর ভিতর সিংহ রাজা হয়, মানবের ভিতর আমিষভোজী ধবল-পুরুষ রাজা হন। অদ্যাবধি আমিষভোজী স্বাধীন রাজা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল যে এই বিধি চলিবে ইহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে উচ্ছিষ্ট ভোজী yellow dog's মতে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, কারণ অনিয়ম হইলে উহাদের মজা বৃদ্ধি পায়। যে দেশে অনিয়ম বেশী আছে, সে দেশে yellow dog বেশী হয়। চীনদেশে Boxer বৃদ্ধি পাইবার কারণ চীন হতশ্রী হইল। যদি ভারতবর্ষে নোবল বৃটন্ নিয়ম রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে yellow dog's ও গুলিসুতার কামড়ানিতে অধিকাংশ জন অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইত, আর গোলামি আরও বৃদ্ধি পাইত।

বঙ্গদেশের পিতা ও মাতা, সন্তানকে ও সন্ততিকে গোলাম করিবার হেতু হন, কারণ পিতামাতাতে গোলামি বীজ নিহিত

আছে। পঞ্চজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গাধিপুর হইতে প্রথমে বঙ্গ দেশে আগমন করেন, কিন্তু উঁহারা সস্ত্রীক আসেন নাই। যদিও দুই এক খানি পুস্তক সস্ত্রীককে প্রমাণ করিবার দরুন আপাততঃ প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু ইহা যে অলীক হয় ইহার কোন ভুল নাই। তবে বলিলেও কোন দোষ নাই যখন উঁহাদিগের সন্তান ও সন্ততি বঙ্গ-দেশীয় জনেতে অদ্যাবধি দান ও গ্রহণ করিতেছেন। বহু বিবাহের ফল যে কি আশ্চর্য্য হয় তাহা কুলীন কুল সর্ব্বস্বতে পাইবেন।

কুলীনেরা অর্থের খাতিরে বহু বিবাহ করে এবং উহারা অর্থের অভাবে বহু বিবাহের স্বামীতে উহাদের কন্যা দান করে, কিন্তু উভয়ের ফল যে কি উৎকৃষ্ট রহস্য তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভাবের দ্বারা বেশী জানা যাইতে পারে, তবে অষ্টশত বৎসরের ভিতর পঞ্চজন কায়স্থ ও পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতে আপাততঃ পঞ্চকোটীজন হইয়াছে ইহাই বলিতে পারি। কুলীন পুত্রেরা মামার অন্নে চিরকাল প্রতিপালিত হয়, ইহার কারণ ইহাদিগকে পরপুষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের স্বর অর্থাৎ নাম cog noman ব্যতীত আর কিছুই নাই, যদি স্বর বিহীন হইত, তাহা হইলে কুলি অপেক্ষাও নীচ হইত এবং অন্ন বিহনে শূন্য হইত। কুলীনেরা মাণিকতলার ষাঁড় হয়, জন্ম দিতে প্রস্তুত আছে, অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত নাই। বঙ্গদেশে কুলীনের মান্য সর্ব্বত্র আছে ইহার কারণ কুলীনেরা সামাজিক সভ্যতা কিছুই গ্রাহ্য করে না, কারণ পুত্রটি পিতার নাম লইলেই পিতা যথেষ্ট আমোদ অনুভব করে। মেটিয়াবুরুজের নবাব অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রীলোকের আমোদ যাহা ভোগ করিতে পারেন নাই, বঙ্গ কুলীনেরা বিনা অর্থ ব্যয়ে সেই প্রকার আমোদ অনায়াসে আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছে।

পরদেশে স্বাধীনচেতা পুরুষের আদর সর্ব্বত্র হয়। যখন

স্বাধীনচেতা পুরুষ গৃহে অন্নাভাবে প্রপীড়িত হন, তখন অন্ন অন্বেষণে পরদেশে গমন করেন। পথ কষ্ট কি ভয়ানক দুঃখবহ তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখের আদর অত্যন্ত হয়। স্বাধীনচেতা পুরুষ যিনি গৃহে অন্ন পাইতেন না, তিনি পরদেশে যাইবামাত্রই জামাতা হইলেন ও মহা আদরে শ্বশুরালয়ে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে অন্ন পাইতে লাগিলেন, ইহার কারণ তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া যান না, খালি পরদেশে সন্তান ও সন্ততি বৃদ্ধি করেন। স্বাধীনচেতা পুরুষের রেতের গুণ এত উৎকৃষ্ট হয় যে, দেশীয় সন্তান ও সন্ততি অপেক্ষা স্বাধীনচেতা পুরুষের সন্তান ও সন্ততি সর্ব্ববিষয়ে অনেক ভাল হয়। স্বাধীনচেতা পুরুষকে পরদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ পরাধীন স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়, যদিও স্বাধীনচেতা পুরুষ আপনার দেশীয় পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে হীন পুরুষ হন। মুমূর্ষু সিংহ লক্ষ চতুর শৃগাল অপেক্ষা বলবান হয়। কুলীন পুত্রেরা ইহার আদর্শের স্বরূপ রহিল।

ব্রাহ্মণদের কুল কন্যাগত হয়, কায়স্থদের কুল পূর্ব্বে কন্যাগত ছিল, কিন্তু মহাত্মা পুরন্দ খাঁ হইতে কায়স্থদের কুল পুত্রগত হইয়াছে, এবং আপাততঃ ইহাই চলিতেছে। জগতের কুল সর্ব্বত্র কন্যাগত হয়, এইটী যে বীজ ঠিক রাখিবার জন্য হয়, ইহার কোনও ভুল নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা থাকা ও না থাকা প্রায় সমান হইয়াছে, কারণ পঞ্চজন আদিম ব্রাহ্মণগণ বঙ্গ দেশীয় জনের কন্যাদিগকে গ্রহণ করেন এবং ঐই সমস্ত কন্যাদিগের গর্ভে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আপাততঃ কুলীন বলিয়া কথিত হন। ব্রাহ্মণের কুল কন্যাগত বলিয়া কুলীনে কন্যা দান করিতেন কিন্তু কুলীন আপাততঃ প্রকৃত কুলীন নাই, অন্য ভাব ধারণ করিয়াছেন, কারণ অন্য দেশের স্ত্রী হইতে এখনও পুত্র উৎপাদন

চলিতেছে। স্বাধীনচেতা পুরুষেরা এই সমস্ত সন্তান ও সন্ততিকে জারজ অর্থাৎ coloured কহেন। যদি স্ত্রী ও পুরুষ এক বীজের না হয় তাহা হইলে বীজের ফল বাস্তবিক অন্যরূপ ধারণ করে।

ইউরোপের বীজ বুয়ার ও এমেরিকান জগতে এত বড় বীর বলিয়া গণ্য হইতেন না, যদি উঁহারা স্বদেশীয় স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন না করিতেন। উঁহারা যদি দেশীয় স্ত্রীতে অর্থাৎ এমেরিকার ও আফ্রিকার আদিম নিবাসিনীতে সন্তান উৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইউরোপের বীজের বীর্য্য হইতে স্খলিত হইতেন, এবং উঁহারা আর রণক্ষেত্রে ইউরোপের বীর্য্য দেখাইতে পারিতেন না।

কাবুলে বেদানা হয়, বেদানার দানা পেশোয়ারে বপন করিলে মস্কট হয়। আবার কাশ্মীর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত বেদানার দানা বপন করিলে ডালিম হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে বপন করিলে কুরকুটে দানাদার খালি ডালিম নাম হয়। এক বীজ স্থান বিশেষে নানা রকম ফলে পরিণত হয়। যে দেশের বীজ হয় সে দেশের পাত্রে ফেলিলে এক ফল হয়। কায়স্থের কথা আর কি বলিব যখন সমস্ত কুলীনের প্রথা এক প্রকার হয়।

পঞ্চজন কায়স্থ ও পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যদি দান ও গ্রহণ নিজের ভিতর করিতেন, তাহা হইলে অদ্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন যে একটী বীজের ফল কি উৎকৃষ্ট হইত।

বিহারী মিত্র একটী European girlকে বিবাহ করিল এবং বিহারী মিত্রের ঔরসে ও European girl's গর্ভে কয়েকটী সন্তান ও সন্ততি হইল, এই সন্তান ও সন্ততি কি European father and mother's সন্তান ও সন্ততির সহিত সমতুল্য হইতে পারে, কখনই নয়, সমস্ত বিষয়ে হীন হইবে। তবে আলোক এইটী ঠিক

থাকিবেক, কিন্তু চন্দ্র আলোক ও প্রদীপ আলোক দুইটী আলোক নিশ্চয় হইবেক।

পঞ্চজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ যদি অদ্য হইতে পঞ্চজনের ভিতর দান ও গ্রহণ করেন, আর মহাত্মা নিত্যানন্দ রায়ের বাহাত্তর পুত্রেরা ও ছয় ঘর মৌলিকেরা যদি নিজের ভিতর দান ও গ্রহণ করেন, এবং একটী করিয়া বংশাবলী কার্য্যালয় যদি সকলে স্থাপন করেন, তাহা হইলে একশত বৎসরের ভিতর বঙ্গের শ্রী আর এক প্রকার হয়।

বঙ্গের কুলীনেরা বিবাহাবধি গোলাম হয়, মাতা আর গোলাম কারণ পর অন্নে প্রতিপালিত। ইহাদিগের পুত্র ও কন্যা সমূহ আর কত নীচ অন্তঃকরণের হয় কারণ ছুচোর গোলাম চামচিকা হয়। গৃহস্থের সমস্ত নীচ কার্য্য ইহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। গৃহ নাই, অন্ন নাই, অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, যুক্তি নাই কিন্তু বিবাহ বহু আছে আব সন্তান ও সন্ততি বহু আছে। গোলামি ব্যতীত ইহাদিগের আর অন্য কিছুই উপায় নাই, ইহার কারণ গোলাম বৃত্তিতে ইহারা বড় নিপুণ হয়। বঙ্গদেশে কুলীনের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়, এমন কি বার আনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ বহু স্ত্রী হেতু বহুজনের দ্বাবা চাষের জমির চাষ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ চাষের জমির চাষ প্রায় পতিত থাকেনা।

বঙ্গদেশে অবিবাহিত ও অবিবাহিতা কন্যা ও পুত্র কেহই নাই, কারণ মাসিক সাত টাকাতে দিনগত পাপ ক্ষয় হইতে পারে, কিম্বা domesticated Son-in-law' হইয়া কামকূপে কাল যাপন করিতে পারে। স্ত্রী চাকরাণী হয়, রন্ধনী হয়, গৃহিণী হয়, স্ত্রী পুত্রোৎপাদনকারিণী হয়, ফলতঃ চারিধারে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে। স্ত্রী উচ্ছিষ্ট ভোজিনী হইয়া স্বামীর অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয়, কারণ স্বামী

অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্গদেশে বিবাহের অভাব নাই, গরু পার করিতে যদি কাহারও কষ্ট বোধ অনুভব হইতে পারে কিন্তু কুষ্মাণ্ডের হস্তে কন্যারত্ন দান করিতে পিতা মাতা আদৌ কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন না। বঙ্গদেশে কন্যা পার ও গরু পার উভয়ই সমান হয়।

বঙ্গদেশীয়জন যদি মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয় না থাকিলে বিবাহ করিব না ইহা স্থির করেন, আর কন্যার অভিভাবকেরা যদি পঞ্চাশ টাকা আয়ের কম পাত্রতে কন্যা দান না করেন, তাহা হইলে গোলাম সংস্কারের লোপ হইবার সম্ভাবনা আছে। সংস্কার বিষয়ে হয়, বিষয়ে অন্ন প্রস্তুত হয়, অন্নে রেত হয়, রেতে সন্তান উৎপাদন হয়।

এপাশ ওপাশ যুবকেরা যেন অভিভাবকের কুহকে কিম্বা অর্থের লোভে বিবাহ না করে, কেননা এপাশ ওপাশ রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। এপাশ ওপাস যুবকেরা অভাবের কারণ moral principle ঠিক রাখিতে পারে না, যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। যদি অর্থ উপার্জ্জন করিল, পিতা মাতা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, এবং আত্মীয় ও কুটুম্ব ও প্রতিবেশী তাহাকে বড় intelligent and clever অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও চতুর যুবক কহিল, কিন্তু যুবক যদি sound হইল, তাহা হইলে যুবক অন্তরে কি ভয়ানক মর্ম্ম বেদনা ভোগ করিল।

যত দিন যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে না দক্ষতা দেখাইতে পারে ও সৎব্যবহারে অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে তত দিন যুবকের উচিত হয়না বিবাহ করা, যদি করা হয়, তাহা হইলে যুবক গোলামির ও জুয়াচুরির আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, অতএব যুবকের বিবেচনা করিয়া বিবাহ করা বিধেয়। মাতা ও পিতা হইতে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত

হয়। (এই স্থানে চিন্তা-রহস্যের বিবাহ বিচার ও প্রেম-রহস্যের স্বামী ভক্তি অনুগ্রহ করিয়া আনিবেন না, কারণ কি প্রকারে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয়, তাহারই কথা হইল। যথায় যেটি আবশ্যক হয়, তথায় সেটি ব্যবহার্য্য।)

ধবলপুরুষেরা পশু পালন করিয়া ও পশুর লোমে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া মহানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেন। কালক্রমে ক্রমশঃ অভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, অভাবে স্বভাব নষ্ট হইল, যত স্বভাব নষ্ট হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তত অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অভাবে বুদ্ধি ছুটিল, বুদ্ধিতে উপায় উদ্ভাবন হইল, উপায়ে পুরুষকার আসিয়া যোগ দিল, ফলতঃ পুরুষকারের ফল ফলিতে লাগিল। ফলে আশা বৃদ্ধি পাইল, আশাতে যাওয়া ও আসা বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইল, ফলতঃ কালক্রমে আসা বৃদ্ধি রহিল, গৃহে ফিরিয়া যাওয়া লোপ হইল।

দক্ষিণবাসিনী সন্নতে ধবল পুরুষকে প্রেমডোরে বাঁধিল, এবং উহার সৎ বুদ্ধিকে হরণ করিল বস্তুতঃ দক্ষিণবাসী গোলাম হইল। ধবল পুরুষ রাজা উপাধি লইল ফলতঃ আরও আনন্দ ছুটিল। এক স্থানে বহু রকম দ্রব্য মিলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে আরও দ্বিগুণতর অভাব বৃদ্ধি পাইল। যত উচ্চবৃত্তি সমস্ত ধবল পুরুষের রহিল, এবং যত নীচ বৃত্তি সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের রহিল। ধবল পুরুষের ঔরসে ও দক্ষিণ বাসিনীর গর্ভে যাহারা জন্ম লইল, তাহারা মধ্য বৃত্তিতে রহিল, আর যাহারা দক্ষিণবাসীর ঔরসে ও উত্তরবাসিনীর গর্ভে জন্মিল, তাহারা অতি নীচ বৃত্তিতে রহিল।

ধবলপুরুষ মজা লুটিতে লাগিল, মজাতে শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। নানারকম জ্ঞান আসিয়া যোগ দিল, জ্ঞানে আবশ্যকতা বাড়িল, আবশ্যকতাতে বিজ্ঞান উপস্থিত হইল, বিজ্ঞানে

নূতন আবিষ্কারের প্রাদুর্ভাব বাড়িল। দেশজাত দ্রব্য ও art, industry, manufactory জাত দ্রব্য রাজ বংশীয়দের অভাব মোচন করিতে পারিল না। এইবার রাজবংশীয়েরা দিগ্‌দিগন্তে চলিল। বাণিজ্য সুরু হইল, দেশে আমদানি ও রপ্তানী চলিল। ধবল পুরুষের ব্যবস্থা, বিধি, অর্থ, চারিধারে ব্যাপিল, দিন দিন অভাব আরও বৃদ্ধি পাইল, পর দেশ আক্রমণ সুরু হইল, জয়ঢাক সর্ব্বত্র বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

নানা রকম কর লোকের উপর চাপিয়া বসিল। ধনী ধনী হইতে লাগিল, গরিব আরও গরিব হইতে লাগিল। রাজবংশীয়েরা অত্যন্ত বাবু হইল, দেশীয় গরিবেরা অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, অনেক পর দেশীয়েরা আসিয়া দেশীয় গরিবের সমস্ত ভাত ভিক্ষা ছিনিয়া লইল। পর দেশীয়েরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমকারী বলিয়া রাজ বংশীয়দের নিকট অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী হইল, রাজবংশীয়েরা আর কুটটি নাড়িতে ভালবাসিল না, কারণ উঁহাদের হুকুমে অপরের দ্বারা সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান সর্ব্ব বিভাগের কার্য্য খালি রাজবংশীয়দের রহিল। নৃত্য, গীত, রং তামাসা, সুখের খাতিরে দেশ পরিভ্রমণ, স্ত্রী সম্ভোগ, ঈর্ষা, দ্বেষ, অভিমান, অহঙ্কার, সব এক ও এক সব আসিয়া রাজবংশীয়দিগকে ঘেরিল।

মহাজনের কুঠিও চারি ধারে ব্যাপিল, কোষাগারে স্বর্ণ ও রৌপ্য অভাব হইল, এইবার ব্যাঙ্কনোট ছুটিল। রাজবংশীয়েরা আরও যত বাবু হইল, তত আরও ব্যাভিচার বাড়িল। দলাদলি চলিল, art, industry, manufactory, commerce অর্থাৎ বাণিজ্যে রাজধানী গুল্‌জার হইল, দেশজাত অন্ন কমিয়া গেল, পর দেশজাত অন্ন বাড়িয়া উঠিল। আমদানি অন্ন রহিল, রপ্তানি বাবুয়ানা সামগ্রী

হইল। গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল, আনন্দ অপার ছুটিল, অকাল মৃত্যু বাড়িল, স্ত্রীলোক পর পুরুষ ধরিল, আচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইল, নানা রকম ceremony মাটী ভেদ করিয়া উঠিল, পয়সার শ্রাদ্ধ চলিল, রাজবংশীয়েরা ধনে ও প্রাণে ক্ষীণ হইল, পর দেশ সকল একে একে হস্ত হইতে বাহির হইল, দেশে art, industry, manufactory, education, science পূর্ব্ব সভ্যতার চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া রহিল। অন্নের অভাব হইল, দলে দলে বিবাদ বাড়িল, এবং তলবারির ঝন্ ঝনি চলিল। ভাড়া করা লোকের প্রাদুর্ভাব হইল, এবং বহুলোকের অকাল মৃত্যু ঘটিল। শ্রমশীল শীলতা গুণে অর্থাৎ নম্রতা গুণে অহঙ্কারী অশ্রম-দুঃশীলের স্কন্ধে চাপিল বস্তুতঃ শ্রমশীল রাজা বলিয়া কথিত হইল।

শ্রমশীল না হইলে বীর পুরুষ হয় না, বীর পুরুষ না হইলে শীলতা গুণ আসেনা। শীলতা গুণ না আসিলে অপর জন মুগ্ধ হয় না। অপর জন এক জনের কার্য্যে মুগ্ধ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে শক্তি হয় না এবং শক্তি না থাকিলে শ্রম-শীল হয়না। জগতে যাঁহারা শ্রমশীল হন তাঁহারাই অশ্রমদুঃশীলের স্কন্ধে চিরকাল বিরাজ করেন। ইহাই জগতের উত্থান ও পতন বলিয়া বিহারী মিত্রের দ্বারা কথিত হইল ফলতঃ এই নিয়ম স্বাধীনের ও পরাধীনের জন্য চিরকাল ঠিক রহিল।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ! তুমি পরাধীন লোক হও, অতএব এই স্বাধীন জনের বিধি তোমার নয়। স্বাধীন জন অন্য প্রদেশ হইতে অন্ন আনিতে পারেন যতদিন তলবারির ব্যবহার রাখিতে পারেন। তুমি অন্য দেশ হইতে অন্ন আনিতে পারনা, ইহার কারণ তোমার দেশজাত অন্ন ত্যাগ করা বিধেয় নয়। তোমার লক্ষ্মী ধান্য হয়, এবং তুমি চিরকাল ধান্যকে লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছ। যাহার

গৃহে মরাই রহিল, সে প্রকৃত লক্ষ্মীবান পুরুষ হইল। হীরা, জহরত, স্বর্ণ, রৌপ্য পরাধীন জনের লক্ষ্মী হয় না। art, industry, manufactory ও commerce পরাধীনের ধন নয়, কারণ স্বাধীনজনেরা এই বৃত্তি করিয়া থাকেন। উহাঁদের সহিত competition করা পরাধীন জনের কার্য্য নয়, কারণ স্বাধীনজন কোন কালে কোন বিষয়ে পরাধীনের নিকট পরাস্ত হন নাই, যদি হইতেন, তাহা হইলে স্বাধীন হইতে পারিতেন না। যত দিন স্বাধীনজন স্বাধীন থাকিবেন ততদিন সর্ব্ব বিষয়ে পরাধীনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবেন। স্বাধীন জন অপর দেশে কৃষি কার্য্য নীচ বৃত্তি বলিয়া করেন না, কিন্তু দুই একটী করিয়া থাকেন, যেমন tea, indigo. এই দুইটী করেন, কারণ স্বাধীন জনের পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ফল ইহাতে ফলে। পরাধীনেরা সাত টাকাতে বাবুয়ানা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন জনের একশত টাকাতে অতি কষ্টে চলে। তোমাদের দেশের লোক ভাষা শিখিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া কাতনার মতন ভাসিতেছে, কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! যখন দিন দিন ক্রমশঃ স্রোত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন কাতনার কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইবে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমার দেশের রশুয়া বামুন দিন দিন লোপ পাইতেছে, কারণ পরদেশী লোক আসিয়া উহাদের অন্ন ছিনিয়া লইতে সুরু করিয়াছে। তোমার দেশের সূত্রধরের বৃত্তি পরদেশী আসিয়া প্রায় লোপ করিতে বসিয়াছে। গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী, মেতর, নফর, তন্তুবায়, চর্ম্মকার ইত্যাদি প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। তোমার দেশে কলম ও মুখের দৌড় খুব বৃদ্ধি পাইতেছে, আপাততঃ যে যত দৌড়িতে পারিতেছে, সে তত অন্ন সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! দৌড়িবার স্থান দিন দিন অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে গাত্রে গাত্রে

ঘর্ষণ হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, যদি স্থানের অভাব হয়, তাহা হইলে কলমের ও মুখের কি দুর্দ্দশা হইবে, একবার দূরদর্শী হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ।

একবৃত্তিতে অধিক জন যাইলে সকলকার কষ্ট হয়, এক নদীতে অধিক খাল খনন করিলে নদীটি শুষ্ক হইয়া যায়, পরে খাল গুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে, ফলতঃ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমার দেশে এখন কেতাবঘরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। অনেকে ইহাকে healthy sign কহে, কিন্তু বিহারী মিত্র তাহা কহেনা, কারণ তোমার দেশের প্রধান কেতাবঘর যাহা হইতে অন্য সমস্ত হইয়াছে, তাহাই প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ঘরে ধরে কেতাব পাইলে কে কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রধান কেতাব ঘরে যাইবে, কিন্তু এইটি জ্ঞান নাই যে প্রধান কেতাব ঘরটি যাইলে শাখাগুলি আপনি শুকাইয়া যাইবে, তখন কি করিয়া ঘরে ঘরে কেতাব মিলিবে।

দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসী চিরকাল পরাধীন বলিয়া কথিত হয়। উত্তর ও পশ্চিমবাসী চিরকাল স্বাধীন বলিয়া কথিত হয়। দুয়ের মিশ্রিতের ফল যদি স্বাধীন বৃত্তি লইতে চেষ্টা করে, তাহা সর্ব্বদা বৃথা হয়, কিন্তু ময়ূর ও ছাতারের নৃত্যের গল্প সর্ব্বদা মনে রাখিলে আর কষ্টভোগ করিতে হয় না। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি পরাধীন হও, তোমার কৃষিবৃত্তি ধরা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, কারণ পরাধীনের কৃষি কার্য্য ব্যতীত অন্ন সঞ্চয় করিবার আর কোন উপায় নাই। তোমার দেশে এখন ডাবার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, হউক, যদি প্রবেশিকা অবধি পড়িয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে তাহাতে তত ক্ষতি নাই।

যাহাতে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন হয় ইহার চেষ্টা কর, কারণ অন্ন প্রধান ধন হয়। দেশজাত অন্ন অপেক্ষা দেশের ধন আর

দ্বিতীয় নাই। তোমার দেশের লোক যাহারা কলমের ও মুখের বিদ্যা শিখিতে পরদেশে যায়, তাহারা যদি পরদেশ হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসে, তাহা হইলে দেশের অত্যন্ত উপকার হয়, সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন শিক্ষাও অত্যন্ত আবশ্যক হয়, কারণ ইহাও অন্ন বলিয়া কথিত হয়। যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে অন্ন থাকে, ইহাই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ অন্নে দেহ হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! দেশীয় অন্ন কি, বোধ হয়, এখন তুমি জানিতে পারিয়াছ। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি পূর্ব্বের খেঁ ছাড়িয়া দিয়াছ না ধরিয়া আছ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আজ্ঞে, আমি ধরিয়া আছি, কারণ আপনার উপদেশে আমার মস্তক পরিষ্কার হইতেছে, আমি স্বরব্ধি ভঙ্গকারিণীর মতন ঢেঁকির মোকাতে নজর রাখিয়া অন্য সমস্ত শুনিতেছিলাম, ইহার কারণ আমি খেঁ হারাই নাই।

প্রণেতা। আমার উপদেশে তোমার মাথা মার্জ্জিত হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তবে তুমি পূর্ব্ব কথা শুন :—

জীব নিত্য হয়। কীটাণুকীটে জীব আছে, এমন কি পরমাণু অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ত্রসরেণুতে জীব আছে। বৃহদাকারের রূপান্তর এই অতি ক্ষুদ্র আকার হয়, আবার অতিক্ষুদ্রাকারের রূপান্তর এই বৃহদাকার জীব হয়। সংযোগে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়, বিয়োগে রূপান্তর শক্তি বৃদ্ধি পায়। উভয় অবস্থাতে জীবের শক্তি বর্ত্তমান লক্ষিত হয়, ইহার কারণ জীব নিত্য বলিয়া কথিত হয়। প্রস্তরে জীব আছে, কারণ হ্রাস ও বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, অপিচ পাদপ পাদের দ্বারা পান করিয়া রক্ষা পায়। জীব সর্ব্বত্র হয়, এবং জীব আহারে জীব উৎপন্ন হয়। জীবে যদি শক্তির অভাব হইত

তাহা হইলে জীব ভক্ষণ করিলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহতেও শক্তি লক্ষিত হইত না।

রসে জীব হয়, জীবে সংস্কার হয়, সংস্কারে হিতাহিত জ্ঞান হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন স্বাভাবিক জ্ঞান জীবে নিহিত আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পরে প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ পায়। এই সমস্ত আকারের অর্থাৎ দেহের গুণ হয়। আকারের আন্তরিক ও বাহ্যিক স্বাভাবিক শিক্ষার ফল নিয়ম হয়। আকার হইলেই নিয়মে বদ্ধ হইতে হয়। শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রথমে প্রকৃত প্রস্ফুটিত হয় না, কিন্তু শিশু যদি আবার নিয়মের বাহির হয়, শিশু রূপান্তর হইতে কিম্বা আঘাত লইতে বাধ্য হয়, কারণ জীবে শক্তি বর্ত্তমান চিরকাল আছে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। যদি তুমি সূক্ষ্ম হিসাবে আরও উপরে উঠ, তাহা হইলে ব্যোম আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া বলিলাম, তাহা সমস্ত অসত্য হয়। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এইটি স্মরণ থাকে যে, ব্যোমে শূন্য আছে, এবং শূন্যের আকার আছে। শূন্যের আকার এত সূক্ষ্ম যে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিবার উপায় নাই, তবে অনুভবের দ্বারা জানিতে হয়। এই শূন্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে মোটা আকার হয়, শূন্যআকার ও মোটা আকার উভয়ে নিয়মে বদ্ধ আছে, কারণ উভয়ে আকার হয়। যাহা আকার তাহাই নিয়মে বদ্ধ হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তবে যদি তুমি শূন্যের উপর উঠ, তাহা হইলে এক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই এক এক হয়—তবে প্রকৃতি বিভ্রাট কেন হয়, এই কথা তুমি বলিতে পার—প্রকৃতি বিভ্রাট রসে হয়, রসে সংস্কার হয়, সংস্কারে হিতাহিত হয়। যদি উপরে এক হয়, তবে দ্বি আইসে কোথা হইতে, ইহা তুমি বলিতে পার।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এই মীমাংসা আমার অন্য রহস্যে প্রকাশুরূপে বর্ণিত আছে। তবে সংক্ষেপে কিছু বলি:—

এক বলিলে এক হয়, বহু বলিলে বহু হয়। নিজের উপর নির্ভর করে, যদি সংস্কারে বল, তাহা হইলে নিয়মে বদ্ধ আছে, এবং আমি যাহা বলিলাম, তাহা সমস্ত সত্য জানিবে, আর যদি সংস্কার অতীত হইতে পার, তাহা হইলে কিছুই নাই, সমস্তই এক হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমার কোন প্রকার আবশুক ব্যতীত, বোধ হয়, তুমি আমার নিকট আগমন কর নাই।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি আবশুক ব্যতীত কি কারণ আপনার নিকট আসিব।

প্রণেতা। আকার হইলেই সমস্তের আবশুক হয়, নিরাকার হইলে কিছুরই আবশুক নাই। যতক্ষণ আবশুক থাকিবে ততক্ষণ নিয়মে বদ্ধ থাকিতে হইবে। বোবা হইলে ভাল হইত কারণ পাষণ্ড সম্পাদকেরা প্রত্যহ যাহা করিতেছে, তর্ক ক্ষেত্রে আবার অস্বীকার করিতেছে, এবং উহাদিগের শিষ্য বদ্ধ পাষণ্ড আবার তাহা লইয়া জন সমাজে গৌরবান্বিত হইয়া প্রচার করিতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সমস্ত জনের পক্ষে রহস্য নয়, তবে তুমি যদি সত্য পথ অবলম্বন কর, আর বুক্তি ত্যাগ কর, তাহা হইলে রহস্য কি বুঝিতে পার, এবং তোমার পিতা যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও অবলীলাক্রমে কার্য্যে পরিণত করিতে পার।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! জাগতিক জনের সমস্ততেই আবশুক হয় বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আবশুকতা বেশী হয়, কারণ বীজে সংস্কার নিহিত আছে এবং এই সংস্কারের দরুন হিতাহিতের আবশুক হয়, হিতাহিতের আবশুক হেতু পুরুষকারের আবশুক হয়, পুরুষকারের আবশুক হেতু প্রেমের আবশুক হয়। অহো কি আশ্চর্য্য

রহস্য! মানবে প্রেম। হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট! আপনি এই প্রেম মানবে প্রচার করিয়া সকল মানবকে এক করিবেন মনন করিয়াছেন। প্রেম না হইলে বন্ধু হয় না, বন্ধু না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে বল হয় না, বল না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে এক কি তাহাও অবগত হইতে পারা যায় না।

হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আপনি ধন্য পুরুষ! আপনি এককে এক করিবার জন্য ব্যবহারে প্রেম বিস্তার করিয়া সর্ব্বজনকে এক করিতেছেন; সংস্কারকে এক করিতেছেন, এবং একে এক মিশাইতেছেন। অদ্যাবধি যাহা কোন মানব করে নাই, আপনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। যদি আমার অনন্ত মুখ হইত, তাহা হইলেও আপনার গুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারিতাম না।

আপনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলিয়া কথিত হন। অহো কি অদ্ভুত রহস্য! ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—ঈশ-ঐশ্বর্য্যে। আকার না হইলে ঐশ্বর্য্য হয় না। আপনি আকারের ভিতর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন, ইহার কারণ আপনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলিয়া কথিত হন। পুত নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে, সে পুত্র। আপনি আপনার দেহকে ধ্বংস করিয়া পুত নামক নরক হইতে জাগতিকজনকে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহার কারণ আপনার নাম স্মরণ করিলে নির্ব্বাণ-মুক্তি-মোক্ষ হয় আর পুনঃ জন্ম ভোগ করিতে হয়না, এবং পুনঃ জন্ম না হইলে পুত্র হয় না, আপনি তাহাও পুনরুত্থান হইয়া (resurrection) পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

জাগতিক জনের উচিত হয় সূক্ষ্মের ও স্থূলের উন্নতি করা কারণ একটি নষ্ট হইলে অপরটি নষ্ট হয়, একটির উন্নতি হইলে অপরটির উন্নতি হয়, এবং একটির অবনতি হইলে অপরটির অবনতি হয় ফলতঃ পরস্পরের আধার আধেয়বৎ সম্বন্ধ হয়। বীজে সংস্কার হয়,

সংস্কারে হিতাহিত হয়, হিতাহিতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারে প্রেম হয়, প্রেমে সিদ্ধি হয়, সিদ্ধিতে মুক্তি হয়। মুক্তি, ও বন্ধন নিজের হস্তে হয়, ইহার কারণ প্রথমতঃ বীজে সংস্কার আবশ্যক হয়। যদ্রূপ সংস্কার বীজে থাকিবেক, তদ্রূপ সংস্কার ফলে প্রকাশ পাইবেক। সমস্ত এক ইহা সত্য হয়, ইহার কারণ জাগতিকজন ব্যবহারে যাহাতে এক হয়, ইহা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যকীয়।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক ব্যবহার বিধেয়। পিতা ও মাতা যাঁহাদের হইতে জন্ম হয়, তাঁহাদের একনিয়ম প্রতিপালন করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য হয়, কারণ তাঁহাদের সংস্কার বীজে নিহিত হয়, বীজে জন্ম হয় ইহা সর্ব্বসাধারণজন বিনা সন্দেহে ও তর্কে স্বীকার করিবেন। বীজ রসে উৎপন্ন হয়, অতএব এক প্রকার অন্নসেবা সর্ব্বতোভাবে
।

অগ্নিতে-আলোকে-তেজে বর্ণ হয়। বঙ্গদেশে চলন ভাষায় স্ত্রীলোককে আগুনের খাপ্‌রা কহে, অতএব বিবাহ বিবেচনা করিয়া করা বিধেয়। যথায় যোনি বিচার না করিয়া বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তথায় নানা প্রকার থাকের অর্থাৎ classএর উৎপন্ন হয়, এবং অবশেষে এই থাকই বহু জাত করিবার মূল হয়। বহু থাক হইলেই, বহু ব্যবহার হয়, বহু ব্যবহার হইলেই বহু সংস্কার হয়, বহু সংস্কার হইলেই বহু মতি হয়, বহু মতি হইলেই বহু গতি হয় অর্থাৎ বহু বর্ণ হয়। যথায় বহু বর্ণ কল্পিত হয়, তথায় একতার অভাব হয়, একতার অভাব হইলেই স্বর্গের অভাব হয়, স্বর্গের অভাব হইলেই নরক আসিয়া উপস্থিত [illegible] ফলতঃ বহুটি নরক হয়।

এক খাদ্য, এক বর্ণ, এক পোষাক, ও যথায় এক ধর্ম্মের অভাব লক্ষিত [illegible] তথায় নরক পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। মিশ্রিত বর্ণ, মিশ্রিত পোষাক, মিশ্রিত খাদ্য, মিশ্রিত ধর্ম্ম নরকবাসীদের যোগ্য

হয়। স্বর্গবাসী অমর কথিত হন, নরকবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বর্গবাসী শ্বেতবর্ণ পুরুষ হন, নরকবাসী মিশ্রিতবর্ণ পুরুষ হয়। স্বর্গবাসী জয়ী বলিয়া কথিত হন, নরকবাসী পরাজয়ী হয়। স্বর্গবাসী সর্ব্বকার্য্যে জয় লাভ করেন, নরকবাসী সর্ব্বকার্য্যে পরাজিত হয়। স্বর্গবাসী ত্রিনেত্রধারী হন, নরকবাসী দ্বিনেত্রধারী হয়। স্বর্গবাসী আপনার ও অন্য সকলের মঙ্গল কামনা করেন, নরকবাসী নিজের ও অন্য সকলের উচ্ছন্ন সাধন করে। স্বর্গবাসীর অবতার এক, দর্শন এক, পুরাণ এক, স্মৃতি এক হয়, নরকবাসীর দর্শন বহু, পুরাণ বহু, স্মৃতি বহু, অবতার বহু হয়। স্বর্গবাসী আদর্শ হন, নরকবাসী নকল নবিস হয়। স্বর্গবাসীর অবতারের, দর্শনের, পুরাণের, ও স্মৃতির অভাব লক্ষিত হয় না, নরকবাসীর সমস্তেতেই অভাব লক্ষিত হয়। স্বর্গবাসী উপাস্য হন, নরকবাসী উপাসক হয়।

যদি ব্যবহারে সমস্তই এক হইত তাহা হইলে নরকবাসীরা স্বর্গ কামনা করিত না। নরকবাসীরা স্বর্গবাসীর আহারের, বিহারের, পরিচ্ছদের, বর্ণের, ধর্ম্মের, বাসস্থানের, ভাষার, আচারের, ব্যবহারের এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নকল করিত না, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নকরবাসী হীন পুরুষ হয়। স্বর্গবাসী কোন সময়ে ভুল ভ্রান্তিতেও নরক কামনা করেন না, বরং নরকবাসীরা কি প্রকারে নরক হইতে উদ্ধার হইতে পারে ইহারই চেষ্টা বিধিমতে করে। স্বর্গবাসীরা নরকবাসীর উপর চিরকাল আছেন, এবং যত দিন সূর্য্য থাকিবেক, তত দিন প্রভুত্ব করিবেক। স্বর্গ ও নরক সংস্কার ব্যতীত কিছুই নয়, ইহার কারণ সংস্কার এককরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উক্ত

যথায় এক তথায় স্বর্গ, যথায় বহু তথায় নরক হয়। অমর ও ত্রিনেত্র যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা কীর্ত্তি ও জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বর্গবাসিনীরা নরকবাসী পুরুষদের

ভজনা করেন না, নরকবাসিনীরা স্বর্গবাসী পুরুষদিগকে ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয়। নরক অর্থাৎ ক্ষুদ্র নর অর্থাৎ নিকৃষ্ট নর। যেস্থানে নিকৃষ্ট নরের বাসস্থান হয়, তাহাকেও নবক কহে, কিন্নরের বাস স্থানটিও নরক বলিয়া কথিত হয়। কিন্নব অর্থাৎ কুৎসিত নর। এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, আসামে নরক নামক রাজার বাসস্থান ছিল, এবং কামরূপ ইহার আদর্শ হয়। কতদূব সত্য কি মিথ্যা ভগা বলিতে পারে।

কামরূপে ডাকিনীদের বাসা ছিল, এবং ইহারা গাছ চালাইতে পারিত। বঙ্গদেশে কোন স্ত্রীলোক অসচ্চরিত্রা হইলে, এখনও গাছ চালান মেয়ে বলিয়া কথিত হয়। ডাকিনী অর্থাৎ পর পুরুষকে ডাকে যে। ইহাও কিম্বদন্তী আছে যে, কামরূপে কোন প্রদেশের পুরুষ যাইলে ভেড়া করিয়া রাখে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তথাকার পুরুষেরা হীন বীর্য্য হয়। স্ত্রীলোকেরা বীর পছন্দ করে, ইহা বরাবর বলা হইতেছে। সুন্দর বীর্য্যবন্ত পুরুষ পাইলে স্ত্রীলোকেরা অতিশয় যত্ন করে, যত্নতে রত্ন মিলে ইহাও চিরকাল কথিত হয়। বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমদেশীয় অর্থাৎ N. W. provinces স্ত্রীলোকেরা এখনও বলিয়া থাকে বঙ্গের স্ত্রীলোকেরা যাদু বিদ্যা জানে, কেহ যাইলে আর ফিরিতে চাহেনা। বঙ্গদেশে যত থাকের উৎপত্তি হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এত থাক নাই, কেন ভগা বলিতে পারে।

দক্ষিণ যমালয় বলিয়া কথিত হয়। দক্ষিণ দেশে স্ত্রীলোকের আধিপত্য আছে, কারণ তথায় বহু স্বামীর প্রথা প্রচলিত আছে। একটি স্ত্রীলোকের বহু স্বামী হইলে সন্তান সন্ততি কোন্ স্বামীর নাম লইবে, ইহার কারণ স্ত্রীলোকের নামই বংশগত নাম হয়। বহু কালাবধি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অসভ্য দেশ বলিয়া কথিত হয়।

দক্ষিণ দেশের স্ত্রীলোকেরা পশ্চিম দেশবাসী পুরুষের সহিত অর্জ্জুন বৃক্ষের তলে সন্নতে মিশিল, পূর্ব্বদেশের স্ত্রীলোকেরা উত্তর দেশবাসী পুরুষের সহিত বিহুতে অর্থাৎ বসন্তোৎসবে জঙ্গলে মিশিল, ফলতঃ নরক গুলজার হইল। পশ্চিম ও উত্তরবাসীর বীজের গুণে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসী কতকগুলি ধনী, মানী, ও গুণী হইল। নানা আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, ও বর্ণ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল এবং অবশেষে রাজা হইল। পশ্চিম ও উত্তরবাসী, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসীর দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া, নানা দেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, ফলতঃ বীজ চারিদিগে বিকীর্ণ হইয়া নানা রকম ফল ফলিতে লাগিল। আদত আদত রহিল, নকল নকল রহিল, আদতে নকলে বিবর্ণ হইল। যত বিবর্ণ ফল ফলিতে লাগিল, তত থাক হইতে আরম্ভ হইল, বিবর্ণ থাকের বিবর্ণে আরও কত থাক হইল। অবশেষে এত বিবর্ণ হইল যে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না, যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, সে তাহাই করিল। মিশ্রিত বীজের কিঞ্চিৎ দিন উন্নতি রহিল, পরে অবনতিতে নীত হইল। উৎপতিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পতিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, ইহার কারণ পাতিত্য লোকে নরক শীঘ্র পূর্ণ হয়।

আদিম ভারতবাসীরা যে উত্তর ও পশ্চিম বীজে সভ্য হইয়াছেন ইহার কোনও ভুল নাই। (বহুবীজের উৎপত্তিতে কিম্বা বহুবীজকে আনন্দপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার কারণে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য ও নানা ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে) গৃহীতাকে ও দাতাকে এখনও উত্তর পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ দিকে আশ্রয় লইতে হয়। গৃহস্থের ভদ্রাসনের অর্থাৎ বাসস্থানের দালান অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপ এখনও উত্তর পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ মুখে নির্ম্মাণ করিতে হয়। উত্তর অয়ণ ও দক্ষিণ অয়ণ ইহার দৃষ্টান্ত হয়—দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু বহন,

হইলেই বর্ষা আবির্ভাব হয়। উত্তর পূর্ব্ব বায়ু বহন হইলেই বর্ষা বন্ধ হইয়া বসন্ত আরম্ভ হয়। আর যত পরব তেহার আছে, এই দুই সময়ে হয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি বুঝিতে পারিলে, বীজে সংস্কার কি প্রকারে হয় এবং বীজ সংশোধন করিতে কি আবশ্যক হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি রসে বীজ হয় ইহা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু বীজে কি প্রকারে সংস্কার হয়, ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই, আর আকার হইলেই সমস্ত আবশ্যক হয় ইহাও বুঝিতে পারি নাই।

প্রণেতা। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তোমাকে একটি গল্প বলি শুনঃ—

পাশ্চাত্য জগতে খ নামক এক ব্যক্তি বাস করেন, তিনি এক বর্ণ হন, এক রকম পোষাকধারী হন, এক রকম খাদ্য ভক্ষণকারী হন, এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী হন। খ যখন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন মনন করিলেন, তিনি সহজে তাঁহার সদৃশ স্ত্রী রত্ন পাইলেন, কারণ পশ্চিম প্রদেশে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য, নানা ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

(ফলিত জ্যোতিষবেত্তারা যে বর্ণ ও গণ ঠিক করে ইহা কল্পিত ইহার কারণ ঠিক হয় না, কিন্তু মূলটি ঠিক রাখিয়াছে কেননা উহা প্রত্যক্ষ হয়। পুতুলে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, ইহা যে কল্পিত, ইহার কোন ভুল নাই কিন্তু দেবতা যে পূজনীয় মানব হন, ইহা সকলে স্বীকার করিবেক। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরা কেন যে ভাষা শিখিয়া পুনরায় এই কার্য্য করে তাহা বলিতে পারিনা, তবে এই বলিতে পারি যে ইহা সংস্কারের ফল হয়। উহাদের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে, কুসংস্কারের বিপরীত ভাল কার্য্য করিতেও মনে ভয় উপস্থিত হয়, ভয় উপস্থিত হইলে মন অস্থির হয়, মন অস্থির

হইলে রক্তের সঞ্চালন ঠিক হয় না, দেহে রক্তের সঞ্চালন ঠিক না থাকিলে, রোগ উপস্থিত হয়, রোগ উপস্থিত হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা। ওহে পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকবৃন্দ! এটি কি জাননা যে, মৃত্যু আবার নূতন ভূত উৎপাদন করে। ফলিত জ্যোতিষবেত্তা ও পুতুলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, তোমাদের উপর যখন নোবল্ বৃটন রহিয়াছেন, এবং যখন নোবল্ বৃটন অকাতরে তোমা-দিগকে বিদ্যাদান করিতেছেন তখন তোমাদের কিসের ভয়, বৃটিশ এস্কোয়ার তোমাদের সমস্ত ভয় উচ্ছেদ করিবেক। ফলিত জ্যোতিষ-বেত্তার বর্ণ ও গণ উঠাইয়া দেও, পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উঠাইয়া দেও, ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই।)

খ স্ত্রী রত্ন লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ দিন তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিবার পর, খয়ের স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল, এবং ভ্রূণ দিন দিন মাতৃরসে গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দশ মাস দশ দিন অতিবাহিত হইবার পর বীজের ফল সন্তানরূপে বিনা ক্লেশে মাতৃগর্ভ হইতে বাহ্য জগতে আবির্ভূত হইল। পাশ্চাত্য বাহ্য জগৎবাসী পিতা মাতার সদৃশচারী হন, অর্থাৎ জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রতি-বাসী ও অপর সমস্ত দেশীয় জন পিতা মাতার মতন এক বর্ণ, এক পোষাকধারী, এক খাদ্যভক্ষণকারী, একধর্ম্মাবলম্বী হন।

পূর্ব্বে যখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে ছিল, তখনও মাতার এক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যখন পিতার দেহে বীজরূপে পরিণত হইয়াছিল, তখনও পিতার এক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যখন রসরূপে ছিল, তখনও এক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল। এইবার সন্তান বাহ্য জগতে সমাজ নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর সমস্তদেশীয় জনের সংস্কার গ্রহণ করিতে লাগিল। রসের এক সংস্কারে, পিতৃ

বীজের এক সংস্কারে, মাতৃগর্ভের এক সংস্কারে, বাহ্য জগতের এক সংস্কারে সন্তান দিন দিন নিজের সংস্কার বদ্ধমূল করিতে লাগিল। যখন সন্তান শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিয়া পৌগণ্ডে উপনীত হইল, তখন দেশীয় পুস্তকে ও দেশীয় ধর্ম্ম দীক্ষাতে তাহার এক সংস্কার আরও পরিপক্ক করিল, যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় নিজ সংস্কারের মতন এক সংস্কার চারিদিকে দেখিল। মৃত্যুতে অর্থাৎ রূপান্তরেতে নিজের এক সংস্কার পঞ্চভূতে মিশিল। পঞ্চভূতান্তর্গত রস পুনঃ অন্নরূপে পিতার বীজে পরিণত হইল, এবং এক সংস্কার সর্ব্বত্র ব্যাপিল ইহাও কথিত হইল, বাস্তবিক খ স্বর্গ ভোগ করিল।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট প্রেম প্রচার করিয়া পাশ্চত্য জগজ্জনকে এক সংস্কারে রাখিলেন, এবং পাশ্চাত্যবাসীরা সকলেই প্রভু যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য হইলেন, ফলতঃ পাশ্চত্যবাসীরা এক সংস্কার বলে উভ জগতে সিদ্ধি লাভ করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যথায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন, তথায় অর্থাৎ এসিয়াতে তাঁহার মত কেহই গ্রহণ করিল না, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি এসিয়া গোলামরূপে চিরকাল থাকিবেক বলিয়া। আর একটি বিশেষ কারণ দেশীয় জনের নিকট দেশীয় মহাজন পূজনীয় হন না, যদিও পরে দেশীয় জন শিষ্য হয়। প্রভু মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়া সিন্ধুর পরপারকে এক ধর্ম্মে বন্ধন করিয়াছেন। প্রভু মহম্মদে দর্শন বেশী, প্রভু যিশুখ্রীষ্টে প্রেম বেশী, ইহার কারণ আর পাঁচ শত বৎসরের ভিতরে দর্শন প্রেমের ভিতর প্রবেশ করিবেক, ইহা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। প্রকৃতি গুণে কি উৎকৃষ্ট ফল হয়, এখন তুমি জানিতে পারিলে, এবং কি নিয়ম আবশ্যক হয়, তাহা কি তুমি জানিতে পারিলে, এবং প্রকৃতি বিভ্রাট কি তাহাও তুমি জানিতে পারিলে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি সংস্কার কি জানিতে পারিয়াছি, এবং কি নিয়ম আবশ্যক হয় তাহাও জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাট কি তাহা ভালরূপ জানিতে পারি নাই।

প্রণেতা। তোমার নাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কি ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আজ্ঞে হাঁ।

প্রণেতা। নিরাকার হইলে তোমার নাম থাকিত না। জগতে এমন কিছুই বিষয় নাই যাহা নিরাকার হয়। বিষয় হইলেই আকার বিশিষ্ট হইতে হয়, তুমি বিশেষরূপে দেখিতে ইচ্ছা কর কথোপকথন রহস্য পড়। তোমার আকার আছে, তাই নাম আছে। তোমার পিতা তোমার আকারের কর্ত্তা হন এবং তোমার মাতা কর্ত্রী হন। উভ ব্যতীত আকার হয় না। রস আধার হয়, বীজ আধেয় হয়। পিতা আধার হন, মাতা আধেয় হন। মাতা আধার হন, ভ্রূণ আধেয় হয়। ভ্রূণ আধার হয়, শিশু আধেয় হয়। শিশু আধার হয়, যুবা আধেয় হয়। যুবা আধার হয়, বৃদ্ধ আধেয় হয়। বৃদ্ধ আধার হয়, মৃত্যু ওরফে রূপান্তর আধেয় হয়। মৃত্যু আধার হয়, পঞ্চভূত আধেয় হয়। পঞ্চভূতান্তর্গত রস আধার 'হয়, বীজ আধেয় হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! নাগর দোলার পাক আকারই বিষয় হয়, এবং বিষয়ে সমস্ত বিষয় নিহিত আছে। তুমি বিষয় হও, ইহার কারণ তোমার আকার আছে, এবং তোমার আকার আছে তৎকারণ তোমার নাম আছে। কিন্তু বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এই সমস্ত সংস্কারের ফল হয়, যদি তুমি সংস্কার লোপ কর, যে নিত্য সে নিত্য চিরকাল আছে। এই নিত্য জানিবার দরুন মিশ্রিত সংস্কারের লোপের প্রয়োজন, এবং তৎকারণ যাহাতে সংস্কার এক হয়, তাহার নিয়ম প্রতিপালন করা বিধিমতে কর্ত্তব্য।

তোমার পিতা মাতার বর্ণ পৃথক হয়, পোষাক পৃথক হয়,

খাদ্য পৃথক হয়, ধর্ম্ম পৃথক হয়। তোমার পিতা ও মাতা দেশীয়জনের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে পৃথক হন। তোমার পিতা ও মাতা সর্ব্ব বিষয়ে পৃথক হইবার কারণ আচার ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টা হন। আচার ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টা হইবার কারণ উঁহারা উভয়ে নিয়ম প্রতি-পালন করিতে অশক্ত হন। মানব নিয়ম প্রতিপালন করিতে অশক্ত হইবার কারণ দুর্ব্বল হয়। দুর্ব্বল হইলে মতিভ্রম হয়, মতিভ্রম হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে মনস্তাপ হয়, মনস্তাপ হইলে পৃথক হয়। যথায় পৃথক তথায় প্রকৃতি বিভ্রাট লক্ষিত হয়। প্রকৃতি বিভ্রাট হইলেই মরীচিকাবৎ অযথা চৈতন্য লাভ করিতে হয়।

চিতে চৈতন্য হয়, আবার চেতনে চৈতন্য হয়। যদি মূলে চিত্ত মলিন রহিল তাহা হইলে চৈতন্যও অযথা হইল। সংস্কার এক না হইলে প্রকৃত চৈতন্য উপস্থিত হয় না, ইহার কারণ মূলে এক সংস্কার করা বিধেয়। যদি চারি দিকের সর্ব্ব বিষয় এক সংস্কারে না থাকে, তাহা হইলে কেহ নিজে মনে করিলেও হইবেক না। দেশীয় জনের ভাষাতে, আহারে, বিহারে, বর্ণে, পোষাকে, ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে এক সংস্কার হওয়া আবশ্যক হয়, কারণ ব্যষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জন একত্রিত হইলে, সমষ্টি অর্থাৎ এক এক হয়। আদি, মধ্য ও অন্ত এক হইলে এক হয়। সর্ব্ব দেশীয়জনের সংস্কার এক হইতে হইলে অবতারের আবশ্যক হয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এইটি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত থাক যে, পরাধীন জনের ভিতর অবতার আবির্ভাব হয় না। মনোবৃত্তি স্বাধীন না হইলে অবতার বলিয়া কথিত হয় না। তবে পরাধীনের ভিতর যে সমস্ত হয়, তাহা কেবল বিধির বিড়ম্বনা মাত্র আর কিছুই নয়।

বঙ্গদেশে বালুচরের উপর গুলিখোরেরা বালির কেল্লা প্রস্তুত করিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া কেল্লা রক্ষার্থে আপনা আপনি লাঠা-লাঠি ও মারামারি করিয়া থাকে, কিন্তু জুয়ার আসিলে উভয়ে ভগ্ন মনোরথে প্রাণ লইয়া পলাইতে বিব্রত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সুবিধা যানে আরোহণ করিয়া কূলে অবতীর্ণ হয়। কোথায় কেল্লা রহিল, কোথায় অহংকার রহিল, খালি গাত্র বেদনা সার থাকিল।

অবতার সমাজ এক করিবার কর্ত্তা হন, কারণ সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাক্য গ্রহণ করে। যদি সকলে শিষ্য হইল ও তাঁহার নাম গ্রহণ করিল, তাহা হইলেই ভ্রাতৃভাব হইল। ভ্রাতৃভাব হইলেই বন্ধু হইল, বন্ধু হইলেই প্রেম আসিল, প্রেম আসিলেই এক হইল, এই এক ইহ জগতের শিব হয়, এবং পর জগতের শিব হয়। ব্যষ্টি সর্ব্ববিষয়ে এক হইলে সমষ্টি এক ঠিক হয়, সমষ্টি এক আর দার্শনিক এক অর্থাৎ উভ এক প্রায় সমান হয়, তবে নামের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এক ও বহু কি, পাপ ও পূণ্য কি, নীতি ও সমাজ নীতি কি, রাজ নীতি ও গুপ্ত নীতি কি, অহংকার ও নিরহংকার কি, এবং আমি ও তুমি কি, যদি তুমি বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, আমার রহস্যাবলি মনোযোগ দিয়া পড়। রহস্যাবলিতে যাহা নাই, জগৎ রহস্যে তাহা নাই, অর্থাৎ জগৎ রহস্যে যাহা আছে রহস্যাবলিতে তাহা আছে।

তোমার পিতা বিকৃত রসে সজীব ছিলেন। রসে জীব হয় যাহা তুমি পূর্ব্বে জানিয়াছ। তোমার পিতা তাঁহার অসংস্কৃত বীজ, তোমার মাতার অসবর্ণ ও অসম ক্ষেত্রে বিকীর্ণ করেন এবং যাহা তোমার মাতা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীজ বপনান্তে পিতার সম্পর্ক লোপ হইল। মাতা দশমাস দশ দিন বীজকে গর্ভে ধারণ করিয়া এবং নিজ বিকৃত রসে বীজকে পুষ্টিসাধন করিয়া অবশেষে

বীজকে অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগতে বাহির করিয়া ফেলিলেন অর্থাৎ সন্তানরূপে প্রসব করিলেন। ফল অর্থাৎ সন্তান বাহ্য জগতে আগমনাবধি যাহা শিখিল তাহা সমস্তই বহু, এক প্রকার কিছুই শিখিল না। তুমি যত বড় হইতে লাগিলে, ততই আচার ভ্রষ্ট হইতে থাকিলে, কারণ জ্ঞাতি, কুটম্ব, প্রতিবেশী ও দেশীয় জন এক প্রকার আচার, ব্যবহার ও নিয়ম কি তাহা আদৌ জানেনা। যখন তুমি পৌগণ্ডে উপস্থিত হইলে তখন আরও খারাপ হইলে কারণ পুস্তকে যাহা শিখিলে তাহাও বহু। যৌবনে যথায় ফিরিলে, ঘুরিলে ও মিলিলে এবং যাহা কিছু পড়িলে ও দেখিলে তাহাও বহু। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই বহু প্রকার সংস্কার কি তোমার হঠাৎ যাইতে পারে, যদি যায় তাহা হইলে একের কৃপা জানিবে কারণ প্রত্যেক নিয়মে এক আধটি ব্যতিক্রম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নয়, ইহাও তুমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে জান।

কতকগুলি জন যদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করে তাহা হইলে যে সমস্তজন প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ইহার কোন ভুল নাই, কিন্তু একজন হয়তো না মরিতে পারে, তাহা বলিয়া অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলে মরিবে না, ইহা জানা বুদ্ধিমানজনের উচিত হয় না।

মহামায়াতে জগৎ আবৃত হয়, জাগতিকজন মহামায়া কি কিছুই বুঝিতে পারেন না, তবে যাহা সাধারণ তাহাই বুদ্ধিমানজন যুক্তির ও বুদ্ধির দ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন কিন্তু সমস্ত বুঝিতে পারেন না।

দেহী মাত্রেরই ভ্রম আছে, কারণ ভ্রম ব্যতীত দেহ প্রস্তুত হয় না এবং রসই দেহের প্রত্যক্ষ কর্ত্তা হয়, কারণ রসের অভাব হইলেই দেহ ধ্বংশ হয়—ধ্বংশ অর্থাৎ রূপান্তর বুঝিবে, কারণ কোন বিষয়েরই

ধ্বংশ নাই।৺ সূক্ষ্ম তর্ক সূক্ষ্মের সহিত করিবে, স্থূল তর্ক স্থূলের সহিত করিবে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে, এবং জাগতিকজনের আবশ্যক কি তাহাও উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং জাগতিকজনের সংস্কারকে এক করিবার দরুন জনসমাজে অত্যন্ত আবশ্যক হয়, যথায় এই কয়েকটির অভাব লক্ষিত হয়, তথায় সমাজ এই শব্দটি লোপ পায়। সমতার নাম সমাজ, যদি পরস্পরে সমান না রহিল তাহা হইলে সমাজ হইল না।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! রস হইতে দেহ হয়, যদি এইটি তুমি জানিতে পার, তাহা হইলে অন্ন ও রস যে এক হয় ইহাও প্রমাণিত হইল। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ইহ জীবন ও পর জীবন অন্নের অনুগ্রহে তাহারও প্রমাণ হইল—যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে অন্ন ও দেহ এক ইহারও প্রমাণ হইল—যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহে গুণ ইহারও প্রমাণ হইল—যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে নিগুর্ণ কিছুই নয় তাহারও প্রমাণ হইল। তবে এইটি তুমি বলিতে পার, যদি অন্নই সমস্ত হইল এবং অন্নময় জগৎ হইল তাহা হইলে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন। মহামায়ার দ্বারা হয় যাহা আমি পরে বলিব, এবং য়াহার উপর কাহারও অধিকার নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে জগৎ থাকিত না। জগৎ আছে বলিয়া মহামায়াও চিরকাল আছে, যদি চিরকাল মহামায়া আছে এইটি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় নিত্য ইহারও প্রমাণ হইল। মহামায়া প্রত্যেক বিষয়কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া ইহার মীমাংসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, আমার চিন্তা-রহস্যের ভিতর এক ও বহু পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। গুণে সংস্কার ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহে গুণ ইহা যদি ঠিক হয়, আর অন্নে দেহ ইহাও যদি ঠিক

হয়, তাহা হইলে, সকলকার সংস্কার এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, ইহার প্রমাণ হইল।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। রস এক করিবার আদি হয় ইহার প্রমাণ হইল এবং যদি তুমি ইহা জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে রস শুষ্ক হইলে শূন্য হয় ইহা প্রমাণিত হইল। রহস্য চক্ষুতে দিলে কেন বহু দেখ, এখন জানিতে পারিলে, যদি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে বাক্য যুদ্ধ ছাড়িয়া, এখন বিহারী মিত্রের পথানুসরণ কর অর্থাৎ কার্য্য যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পিতা যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, এবং যেই দিন প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবে। এই সমস্ত ব্যাপার বাস্তবিক তোমার নিজের হস্তে নির্ভর করে, ইহাও তুমি বিশেষরূপে বিদিত থাক। এক হও, এক দেখিবে, বহু হও, বহু দেখিবে। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তুমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইহা এখন জানিতে পারিলে, যদি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি দুঃখিত হইও না, যখন কাল অনন্ত তোমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য কর, আবার তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইবে। কি কার্য্য কর, বোধ হয়, আর বলিতে হইবে না, কারণ সমস্তই প্রায় বলা হইয়াছে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তবে আমি আসি।

প্রণেতা। এস বাছা, একের কৃপায় তুমি এক হও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মায়া।

কোন সময়ে মহামুনিশিষ্য একটি অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধকে বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতে দেখিয়া প্রথমে মনে মনে হাসিয়া ছিলেন। তাঁহার অন্তরে হাস্যের উপর হাস্য উদয় হওয়াতে হাস্যের প্রলয় উপস্থিত হয়, যাহাতে তিনি অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া ছিলেন। তিনি অন্তরে হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পারায়, হাস্য বাহিরে আসিয়া মহামুনি শিষ্যের আননে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিতভাবে প্রকাশিত হইল। মহামুনি শিষ্য হাস্যাননে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্য কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে প্রভুগুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামুনিশিষ্য শশব্যস্তে তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রভু গুরুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপরে পাদ্যার্ঘ দিয়া তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইলেন।

প্রভু গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য! তোমার আশ্রমের সমস্ত মঙ্গল হয়, এবং শারীরিক সুস্থ আছ?

শিষ্য। যথায় প্রভু গুরু উপস্থিত থাকেন, তথায় কি অমঙ্গল বিরাজ করিতে পারে। জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তবে আপনি কেন আমায় উপহাস করেন। জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত আছি, কিন্তু কস্মিন কালেও এবম্প্রকার প্রশ্ন আপনার মুখ বিবর হইতে বাহির হয় নাই। হে প্রভো! আপনার সেবক কি অপরাধ করিয়াছে যে, আপনি অদ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলেন,

যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, আপনি নিজ গুণে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা ক্ষমা করুন।

প্রভু গুরু। জগতে সমস্ত বিষয় মলযুক্ত হয়। মল ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহার কারণ জগৎ নামে অভিহিত হয়। যদি নির্ম্মল হইত, তাহা হইলে জগৎ শব্দ রচিত হইত না। যাহা অস্থির তাহাই জগৎ হয়। চারিদিগে সমস্তেতেই অস্থির বিরাজ করিতেছে ইহার কারণ সমস্ত জাগতিকজন অস্থির হয়। আদি হইতে অদ্যাবধি কোন বিষয় স্থির নাই, স্বয়ং আমি অস্থির হই। পূর্ব্বে কি ছিলাম, অদ্য কি হইলাম এবং ভবিষ্যতে কি হইব, ইহা আমি স্থির করিতে অক্ষম হই। স্থির হইয়া স্থির করিলে স্থির হয়। অস্থির হইয়া স্থির করিলে অস্থির হয়, আর স্থির ও অস্থির ত্যাগ করিয়া কিম্বা উভগ্রহণ করিয়া স্থির হইলে নিত্য হয়।

জাগতিকজন আমাকে স্থির কল্পনা করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক আমি অস্থির হই, কারণ আমি দেহী বলিয়া কথিত। যদি জগতে কিছুই স্থির হইত, তাহা হইলে জাগতিকঅস্থিরজন আমাকে স্থির কল্পনা করিত না। আমার পূর্ব্বে বহুজন জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, জাগতিকঅস্থিরজন উহাঁদিগকে স্থির কল্পনা করিয়া গিয়াছে, আপাততঃ আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং অস্থিরজাগতিকজন আমাকে স্থির কল্পনা করিতেছে। ভবিষ্যতে বহুজন জন্মগ্রহণ করিবেক, এবং অস্থিরজাগতিকজন উহাঁদিগকে স্থির বলিয়া অভিহিত করিবেক। আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, আমার আদর থাকিবে না, আমার নাম পর্য্যন্ত কেহ মুখে উচ্চারণ করিবে না, কারণ যদি থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব জনকে রহিত করিয়া আমাকে স্থির কল্পনা করিত না। বুদ্ধিমানজন বর্ত্তমান দেখিয়া যুক্তির দ্বারা ভূতকে ও ভবিষ্যৎকে স্থির করে।

পুত্র! তুমি অতি শিশু, তুমি রহস্যের কিছুই বিদিত নও, যদি বিদিত থাকিতে তাহা হইলে তুমি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে না, তুমি আমাকে ভক্তিভাবে বলিতে পার, কারণ তুমি আমার প্রধান ভক্ত, কিন্তু অন্যজন আদৌ বলিবে না। যথায় দুইমত বিরাজ করে, তথায় অস্থির প্রকাশ পায়, জগতে এমন কোন জন নাই, যাহাকে সর্ব্বজন স্থির কহে, যদি ইহাই বাস্তবিক প্রমাণিত হয় তাহা হইলে জগতে কেহই স্থির নয়। কাহাকে কোটি কোটিজন স্থির করিবে, কাহাকে কোটিজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা দশলক্ষজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা লক্ষজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা শতজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা একজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা খালি তাহার স্ত্রী স্থির কহিবে, কিন্তু সর্ব্বজন একজনকে স্থির কহে, এইরূপ বিষয় জগতে নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে এতজন পরপর আসিত না, এবং এত প্রকার ধর্ম্ম পুস্তক জগতে আবির্ভূত হইত না, এবং এত প্রকার দর্শন জগতে প্রকাশ পাইত না, এবং এত প্রকার প্রকৃতি বিভ্রাটও জগতে লক্ষিত হইত না। দেহী মাত্রই বহু হয়, এবং যাহা বহু তাহাই মায়ার অধীন হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী মাত্রই বহু হয় ইহা প্রমাণিত হইল, আবার যদি দেহী মাত্রই বহু হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী এক অর্থাৎ স্থির কথিত হইতে পারে না। বহু দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, বহু দেহ অতীতে ছিল, বহু দেহ ভবিষ্যতে হইবে, তবে যাহা বহু, তাহা এক হইতে পারেনা, তবে যদি সমস্ত ব্যষ্টিদেহকে সমষ্টি এক দেহ করা হয়, তাহা হইলে এক হইতে পারে, কিন্তু পৃথক পৃথক দেহ এক অর্থাৎ স্থির হইতে পারে না। যদি সমস্ত ব্যষ্টিদেহ, সমষ্টি এক হয়, তাহা হইলে গুরু ও শিষ্য থাকে না, কারণ শিষ্য সমষ্টির একের ভিতর হয়, তবে যাহা বলা হয়, ইহা গুণের দরুন। অন্য জনেতে যে গুণ নাই সে গুণ আমাতে থাকিতে পারে,

অন্যজন এক করিতে অক্ষম হয়, আমি তাহা করিতে সক্ষম হই, অন্যজন অন্ধের মতন পথ দেখাইতে পারে না, আমি না হয় পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি স্থির নহি, কারণ আমি দেহী। দেহী মাত্রেরই ধ্বংশ আছে, অর্থাৎ রূপান্তর আছে, কিন্তু প্রকৃত ধ্বংশ কিছুরই নাই। মায়াটি বহু শিক্ষা দেয়, এবং সর্ব্বজনে যখন মায়ার অধীন হয়, তখন কর্ত্তব্যগুণের আদর বিধেয় হয়। তবে শিষ্য— তোমার হাস্যানন কেন বল দেখি?

শিষ্য। হে প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আপনার শোভাপায়, আমার মতন ক্ষুদ্রজনের শোভাপায় না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি আমার সর্ব্বস্বধন নীল রতন হন। আপনি আদিতে ছিলেন, আপনি আপাততঃ রহিয়াছেন, এবং আপনি ভবিষ্যতেও থাকিবেন, অন্য জন আপনাকে এই ভক্তি করে কিনা তাহা আমি বলিতে পারিনা, কারণ আমি নিজের সমস্তই নিজে বিদিত নহি। তবে পূর্ব্বের জনেরা অন্যকে ভক্তি করিত, ইহা বলিলে পারি। হে প্রভো! আপনি যুগে যুগে আছেন, ইহা আমার গাঢ় বিশ্বাস, ইহার কারণ আমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে বলিতে পারি আপনিই তিনি, কিন্তু অন্যজন ইহা স্বীকার করেন কিনা তাহা আমার ক্ষমতার বাহির হয়। অপনি আদ্য, আপনি মধ্য, আপনি অন্ত হন, আপনি স্বয়ম্ভু হন, আপনার অবিদিত চরাচরে কিছুই নাই, তবে আপনি যাহা বলিলেন, ইহা কেবল ভক্তের পরীক্ষার দরুন ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভক্ত চিরকাল ভক্ত আছে, আপনি যেমন চিরকাল অবতার আছেন। আপনি যাহা করেন, তাহা ভক্তের উন্নতির দরুন, যেমন পিতা পুত্রের উন্নতির দরুন পুত্রকে পরীক্ষা করেন। আমার হাস্যাননের কথা যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া শুনুন :—

আশ্রমের কথঞ্চিৎ দূরে আমি এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, যাহা প্রায় সর্ব্বজনের হাস্যের উপযুক্ত বিষয় হয়, বিশেষতঃ আমার বিবেচনায় ইহা অত্যন্ত হাস্যের পদার্থ হয়। এক অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ তাহার বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছিল, যাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এমন কি আমার বিবেচনায় অদ্য কিম্বা পরেদ্যুঃ হয়। বৃদ্ধের এই বুদ্ধি নাই যে কল্য দেহকে চরম সীমা ভোগ করিতে হইবে, অদ্য আমি বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছি, আমার বিবেচনায় যদিও সে বয়সে বৃদ্ধ হয়, কিন্তু সে বুদ্ধিতে বাস্তবিক বালক হয়, এই ব্যতিক্রমের দরুন আমি প্রথমে অন্তরে হাসিয়াছিলাম, কিন্তু হাস্যের উপর হাস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে হাস্য আননে আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ অন্তরের দর্পণ আনন হয়। প্রভো! ইহার রহস্য কি আপনি বলিতে পারেন?

গুরু। তুমিই ইহার দৃষ্টান্ত হও। পরের চক্ষুতে একটি তৃণ দেখিয়া সকলেই হাস্য করে, কিন্তু নিজের চক্ষুতে যে মহার্জ্জুন বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। তোমায় কত কথা বলিলাম, তুমি ভক্তিতে শেষ করিয়া দিলে, বিশেষ কিছু বলিলে না। বৃদ্ধ নিত্যের দাস হয়, ইহার কারণ বৃদ্ধ বাসোপযোগী তৃণ আহরণ করিতেছে, বৃদ্ধ বিবেচনা করে না যে, আমি মৃত্যু মুখে পতিত হইব, যদি বিবেচনা করিত তাহা হইলে অনিত্য মৃত্যুর আরাধনা করিত, নিত্যের আরাধনা করিত না। বৃদ্ধ স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, ভাষা শিক্ষা করিয়া অন্য জনের সহিত কি করিয়া তর্ক বিতর্ক নিয়ম ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বৃদ্ধ শিক্ষা করে নাই। জগতে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই সমান হয়, তবে ভাষার ও সমাজ ব্যবহারের শিক্ষা কাহারও বেশী ও কম লক্ষিত হয়।

ভাষা নিয়মে বদ্ধ হয়, সমাজব্যবহার নিয়মে বদ্ধ হয়, ইহার

কারণ যে জনেতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, সে জনকে মূর্খ কহে। মূর্খ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র বস্তু নাই, ভাষা ও সমাজ সংস্কারের গুণ যে জনেতে অভাব লক্ষিত হয়, সে জনেতেও মূর্খ শব্দ আরোপ করিতে পার, কিন্তু আবার যদি পরে সে জন ভাষাজ্ঞ কিম্বা সমাজজ্ঞ হয়, তবে আর মূর্খ শব্দ তাহাতে আরোপ করা যাইতে পারে না, বরং বিদ্বান শব্দ তাহাতে আরোপ করিতে হয়। ধনী বলিয়া একটি মানব নাই, এবং নির্ধন ব্যক্তি বলিয়াও মানব নাই, তবে যে ধন আহরণ করিতে পারিল সে ধনী বলিয়া কথিত হইল, আর যে ধন নষ্ট করিল সে নির্ধন ব্যক্তি হইল। ধনী নির্ধন ব্যক্তি হয়, নির্ধন ব্যক্তি ধনী হয়, দেহ দুই হইল না, উভয় শব্দে এক রহিল, কিন্তু এক দেহে দুই প্রকার অবস্থাতে দুই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করা হইল। গুণ ভেদে শব্দ প্রয়োগ করা হয়, বাস্তবিক সকলেই নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত ও নিত্য হয়। প্রকৃতি বিভ্রাট ইহার মূল হয়, রস ইহার ডালপালা হয়, সংস্কার ইহার ফল হয়। তুমি সংস্কার গুণে হাস্য করিয়াছ, রস গুণে তোমার দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রকৃতি বিভ্রাটে তুমি নিজকে মহামুনি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছ। শিষ্য! যদি তুমি নিত্য হইতে তাহা হইলে হাস্য করিতে না, নিত্য চিরকাল নিত্য আছে, যাহা নিত্য তাহাই নির্গুণ, নিরাকার ও অনন্ত হয়।

দেহ হইলেই আকার অর্থাৎ সৎ হইল, আকার হইলেই গুণ হইল, গুণ হইলেই অন্ত হইল, অতএব যাহারা দেহী তাহারা নির্গুণ, নিরাকার ও অনন্ত হইতে পারে না। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ব্যষ্টি সংস্কারে বদ্ধ হয়, কিন্তু সমষ্টি হয় না, যদি হইত তাহা হইলে যাহা সমষ্টি অর্থাৎ এক তাহা নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত ও নিত্য বলিয়া কথিত হইত না। দেহী মাত্রই মায়াতে বদ্ধ হয়,

দেখ শিষ্য! তোমার এই আশ্রমে কত প্রকার তপস্যা আচরণের ব্যক্তি আছে, কিন্তু যাহারা এই কার্য্য করে না, কিন্তু সংস্কার আছে যে এই কার্য্যে মায়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহারা বলিবে যখন এই সব ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিবে, যে উহারা মায়াকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের সংস্কার হয় যে, কাহার উপর মমতা না থাকিলেই বনে গমন করে, আর তথায় তপস্যা করিলেই মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সমস্ত ব্যক্তির গাত্রের উপর উঁয়ের ঢিপি হইয়াছে, এবং যাহাদিগের বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে, তাহারাও মায়াতে বদ্ধ আছে। দেহ যাইবে কোথায়, যেখানকার দেহ সেই খানে থাকিবে, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিবে। পঞ্চভূতে জীব হয়, আবার জীব আহারে জীব হয়, তবে মায়া ছাড়িল কি করিয়া।

অনেকে সংস্কার গুণে বলিবে, দেহ যাহার দ্বারা চালিত হয়, তাহারই লোপ হইল। যাহার দ্বারা দেহ চালিত হয়, তাহার লোপ মৃতদেহ মাত্রেই লক্ষিত হয়, যদি লোপ না হইত তাহা হইলে দেহ চরম অর্থাৎ রূপান্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, ইহাতে প্রকাশ পাইল, লোপ হইল না, যখন জীব বর্ত্তমান রহিল। বীজে ফল কি ফলে বীজ, দেহে শক্তি কি শক্তিতে দেহ, যেমন মায়ার খাতিরে অদ্যাবধি কেহই ঠিক করিতে পারিল না, তেমনি মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে অদ্যাবধি কেহই তপস্যাচরণ করিয়া সংস্কার বলে পারিল না, কিন্তু যদি সমস্ত নিত্য কর তাহা হইলে ঠিক হয়, আর যদি এইটি অনিত্য, ঐইটি নিত্য কর তাহা হইলে ঠিক হইল না। যদবধি তুমি আকারান্বিত হইয়াছ, তদবধি তুমি হিতাহিতের তর্ক সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছ, এবং পুরুষকার তরণীর আশ্রয় লইয়া ও ভক্তিকে কর্ণধার করিয়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু

দুঃখের বিষয়, এখনও বিষয়ের সন্দেহ মুক্তে সগুণ ক্ষেত্রে লীলা করিতেছ।

শিষ্য! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে স্থির কিছুই নাই। তুমি ভাল রূপ বুঝিতে পার নাই ইহার কারণ বিশেষ কিছুই বল নাই, তুমি এক ভক্তিগুণে ইহা ঠিক করিয়াছ। তোমার মতন মহাজ্ঞানীর এইটুকু হইয়াছে, ইহাও যথেষ্ট আনন্দের বিষয় হয়, কিন্তু ইহাতেও সংস্কার বিরাজ করিতেছে। সংস্কার বিহীন না হইলে নিরাকার হয় না, সংস্কারই আকার হয়। আমি আছি এই সংস্কার যতদিন থাকিবেক, ততদিন অহং এইটিও থাকিবেক, অহং থাকিলেই আকার রহিল, আকার থাকিলেই মায়াতে বদ্ধ রহিল। স্বাভাবিক নিয়মের নাম মায়া হয়, ইহার কারণ সংস্কার বলে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না, যদি যায় এক নিত্যতে যাইতে পারে। নিত্য আনিলে দ্বি রহিল না, সমস্তই এক হইল, এবং দেহের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই বিধি মতে চলিল ফলতঃ যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্মের আবশ্যক তাহা দেহধারীরকে করিতে হইল। মন স্থির হয়, আবার মন অস্থির হয়, ইহার কারণ নিরাকার ও আকার নিজের হস্তে ন্যস্ত হয়। যদি মনেকর নিরাকার, নিরাকার আসিল, এবং সংস্কার লোপ হইল। যদি মনেকর আকার, আকার হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আসিল, যেমনি সংস্কার আসিল অমনি একের পর এক সংস্কার যোগ দিতে লাগিল, যোগে যোগে প্রত্যক্ষ জগৎ আসিল, যেমনি আসিল, অমনি কুম্ভকারের চক্রের মতন ঘুরিতে লাগিল। পুরুষকারের দ্বারা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন আবার সংস্কার বিহীন হইল, সঙ্গে সঙ্গে তখন অমনি জগৎ শব্দ রহিত হইল, ফলতঃ অখণ্ড গোলাকার হইয়া সমস্ত নিত্য হইল। নিত্য হইলে আপন ও অপর রহিল না, সমস্তই আপন হইল অর্থাৎ আপ্তবৎ চরাচর হইল।

ইহা কিম্বদন্তী আছে যে অমরেরা স্বর্গে বাস করে, যদি ইহা ঠিক হইত তাহা হইলে অমরেরা দোষ করিলে স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইত না, আবার মর্ত্ত্যবাসীরা গুণ আহরণ করিতে পারিলে মর্ত্ত্য ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইয়া অমর হইয়া তথায় বাস করিতে পারিত না, ফলতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য মন শান্তি আর মন অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুণে স্বর্গ হয় আর দোষে মর্ত্ত্য হয়। শিষ্য! এই সমস্ত কিছুই নয় খালি সংস্কার হয়, যতক্ষণ সংস্কার থাকিবেক, ততক্ষণ গুণের ও দোষের ফল ভোগ করিতে হইবেক। মহাজ্ঞানীকে মূর্খ হইতে হইবেক, এবং মহামূর্খকে মহাজ্ঞানী হইতে হইবেক, কারণ আদ্যাশক্তি ভগবতীর মায়াতে জগৎ মুগ্ধ হয়।

ভগবতী আর কিছুই নয় মায়া, মায়া আর কিছুই নয় সংস্কার, সংস্কার আর কিছুই নয় নিয়ম, নিয়ম আর কিছুই নয় আকার, আকার আর কিছুই নয় সৎ, সৎ আর কিছুই নয় অসৎ, অসৎ অর্থাৎ নিরাকার, স্থির, নিত্য, অনন্ত। আবার অসৎ আর কিছুই নয় সৎ, সৎ আর কিছুই নয় আকার, আকার আর কিছুই নয় নিয়ম, নিয়ম আর কিছুই নয় সংস্কার, সংস্কার আর কিছুই নয় মায়া, মায়া আর কিছুই নয় ভগবতী। ঐশ্বর্য্যবতী যিনি, তিনিই ভগবতী হন। অন্ন বিহনে ঐশ্বর্য্য বিহীন হয়, অতএব তগবতী ও রসবতী এক হয়। স্থূলকে ও সূক্ষ্মকে পরের পর দেখিলে সমস্তই যে এক ইহা প্রতীয়মান হয়, তবে স্থূলের ও সূক্ষ্মের মধ্যে যাহা তাহাই সংস্কার বলিয়া কথিত হইল, তুমি ইহা দেখিতে ইচ্ছা কর.কথোপকথন-রহস্যের ভিতর কদম্ব ফুলের গল্প পড়। সংস্কার লইয়া যত বিভ্রাট হয়, এবং এই সংস্কারে জগৎ রচিত হইয়াছে, ফলতঃ সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই সংস্কারে বদ্ধমূল আছে। মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা, কারণ ইহাও তিনি নিত্য করিয়াছেন। শিষ্য। একটি গল্প বলি শুন ঃ—

কোন সময়ে ভগবতীতে ও মৃত্যুতে বাকবিতণ্ডা হয়। মৃত্যু নিজ মর্য্যাদা ও দর্প স্থাপন করিবার জন্য ভগবতীকে কহে; দেখুন ভগবতি! আপনি বৃথা আস্পর্দ্ধা করিবেন না, আমি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ধ্বংশ করিয়া ফেলিতে পারি। আমার নাম মৃত্যু হয়, আমি যম কিঙ্কর হই, আমায় ভয় না করে এমন ব্যক্তি চরাচরে নাই, আপনার ক্ষমতা থাকে আপনি মর্ত্তবাসীদিগকে রক্ষা করুন।

ভগবতী আনন্দিত হইয়া আনন্দ বিকশিত হাস্যাস্যে বলিলেন,— অহে মৃত্যু! তুমি অতি শিশু, তোমার সহিত বাক্যালাপ আমার শোভা পায় না, কারণ তুমি অহংকারে মত্ত হইয়া লঘু গুরু জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার কর্ত্তা যম আমার দাস হয়, তুমি আবার যমের দাস, অতএব তুমি আমার পৌত্র হও, আর আমি তোমার ঠাকুর মা হই। দাদা মৃত্যু! যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্ব থাকিত না, সে যাহা হউক, অদ্য হইতে সমস্ত নিত্য হইল, এবং কোন বিষয় ধ্বংশের অধীন রহিল না।

মৃত্যু। ভগবতি! আপনি যাহা বলিলেন, উহা প্রলাপবাক্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, আপনি বলিতে পারেন কারণ আপনি বৃদ্ধা, আমি শিশু ইহা সত্য কিন্তু শিশু হইতেই বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আপনি কাল সহকারে আমার বদনে গ্রস্ত হইবেন। অদ্য হইতে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমার করাল কবলে কবলিত হইবেক।

ভগবতী। তুমি যাহা বলিলে উহা ক্ষণিকের জন্য সত্য হয়। জীব করাল কাল কবলে কবলিত হইলে ধ্বংশ হয় না, তবে ক্ষণিকের জন্য অপ্রত্যক্ষ রূপে রূপান্তরিত হয়। তুমি আরও জমা ও খরচ ঠিক করিয়া নিত্য কর। তুমি যত গ্রাস করিতেছ, তত ভূত

উৎপন্ন হইতেছে। ভূত অন্ন হয়, অন্ন ব্যবহারে জীব সজীব হয়, সজীব হইলেই আমি পুনরায় প্রসব করি। তুমি যত ক্ষয় করিবে, আমি অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রসবিনী হইয়া তত প্রসব করিব। দাদা মৃত্যু! তুমি শিশু কিছুই জান না, বাল্যাবধি যে সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছ, তাহাই সত্য বলিয়া বিদিত আছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। দশপিণ্ড দশ দিন দিলে দশেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। এক বৎসর ভূত প্রেত অবস্থাতে থাকে, অর্থাৎ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, এক বৎসর অন্তে বিকশিত হয়। যদি ইহাকে ধ্বংশ বল, তুমি শিশু, বল তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

মৃত্যু। আপনি যাহাই বলুন, আমার মুখ নিঃসৃত বাক্য আমি বিধিমতে প্রতিপালন করিব।

ভগবতী। কর। কোন কালে নিঃশেষ করিতে পারিবে না, তবে কিঞ্চিৎক্ষণের দরুন রূপান্তর করিয়া বিশেষ করিতে পার। বিশেষ করিলেই বিশেষণ বিশিষ্ট হইল, বিশেষণ বিশিষ্ট হইলেই আকার হইল, আকার হইলেই ভূত হইল, ভূত হইলেই অন্ন হইল, অন্ন হইলেই আহার চলিল, আহার চলিলেই রতিক্রিয়া চলিল, রতিক্রিয়া চলিলেই গর্ভ হইল, গর্ভ হইলেই গর্ভিনী পুনঃরায় প্রসব করিল। যদি তুমি গ্রাস না করিতে আর আমি না প্রসব করিতাম, তাহা হইলে হিসাব ফাজিল হইয়া পড়িত। তোমাকে হিসাব রাখিবার তত্বাবধারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। সংযত অপ্রকাশিত বীজে আর অসংযত প্রকাশিত বীজে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ফলতঃ একটি এসরেণুরও স্থান বেশী নাই। জমা ও খরচ ঠিক রাখিবার দরুন জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, জন্ম ও মৃত্যু নিত্য পদার্থ হয়। জগৎ চিরকাল ছিল, আছে ও চিরকাল থাকিবেক। রূপান্তর হওয়া যাহাকে তুমি শেষ বল, সেও আমার মহিমা ইহা তুমি নিশ্চয়

জানিবে, কারণ আমি অবিদ্যা বলিয়া কথিত হই। আমি জগদ্ধাত্রী, অর্থাৎ জগৎ প্রসবিনী, আমি সংসার স্থিতিকারিণী, এবং আমি জগৎ বিনাশিনী।

আমি তোমায় এই বিনাশের অর্থাৎ রূপান্তরের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে অহংকার দিয়াছি যাহাতে তুমি বিশেষ হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত অর্পিত কার্য্য নিষ্পন্ন কর। মায়া হয়-কায়া, ইহার কারণ জগৎ বলিয়া কথিত হয়। কায়া হইলেই আকার হয়, আকার হইলেই গমনশীল হয়, যাহা গমনশীল তাহাই জগৎ বলিয়া কথিত হয়। জন্ম ও মৃত্যু গমনশীল বিষয় হয়, যাহা গমনশীল তাহাই রূপান্তর হয়, এবং যাহা রূপান্তরিত তাহাই গমনশীল হয়। যাহা গমনশীল তাহাই সৎ হয়, যাহা সৎ তাহাই অসৎ হয়, অর্থাৎ নিত্য হয়। যাহা আবহমান-ক্রমাগত-চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই নিত্য হয়। জগৎ চিরকাল আছে, তৎকারণ জগতের বিষয় চিরকাল আছে, তবে কোন সময় অবস্থা গুণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয়। বিহারী মিত্র চিরকাল নাই, কিন্তু বিহারী মিত্রের বীজ চিরকাল আছে, কোন সময় প্রকাশ্য ভাবে, কোন সময় অপ্রকাশ্য ভাবে আছে। যখন প্রকাশ্যভাবে রহিল, তখন বিহারী মিত্র সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পাইল, আর যখন অপ্রকাশ্যভাবে রহিল তখন সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে অপ্রকাশ্য হইল। অতএব ইহা বীজের সংযত ও অসংযত অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। চন্দ্র ও সূর্য্য চব্বিশ ঘণ্টা জাগতিকজনকে এই বিষয়ের শিক্ষা দিতেছে। দাদা মৃত্যু! জাগতিকজনকে তুমি কি প্রকার ধ্বংশ কর তাহা এখন জানিতে পারিলে।

মৃত্যু। ভগবতি! আপনা হইতে অদ্য চৈতন্য লাভ করিলাম, আমি জাগতিকজনকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রাস করিব

না, যখন আমার মুখের গ্রাস বৃথা হয়। আমার দর্প ছিল যে, আমি জাগতিকজনকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিতেছি, কিন্তু আমি যে পুনঃরায় নূতন ভূত উৎপাদন করিতেছে, তাহা আমি বিদিত ছিলাম না। এখন আপনার নিকট হইতে জানিলাম যে ধ্বংশ করা আর না করা উভয়ই সমান হয়, কারণ এক দ্বার হইতে প্রবেশ করিতেছে, আবার অপর দ্বার হইতে পুনঃরায় বাহির হইতেছে, অতএব আমার কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই লভ্য নাই, তবে কেন বৃথা নষ্ট করি। আমার দর্প ছিল যে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই, কারণ আমার করাল কবলে জাগতিকজন কবলিত হয়, কিন্তু ইহা মহাভ্রম হয়, এখন আমি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম। অদ্য হইতে আর দর্প করিব না, আর জাগতিকজনকে গ্রাস করিব না, জাগতিকজন আর আমি এক ইহা জানিব।

অমনি ভগবতী উলঙ্গিনী হইয়া তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অহো কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি হয়, কোথায় আলোক প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক আলোকময় হইবে, না হঠাৎ গাঢ়তম অন্ধকার আসিয়া আলোককে লোপ করিল ফলতঃ অমলা মলযুক্ত হইল। যেমনি হইল অমনি নিজে ভগবতী মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া মৃত্যুকে পুনরায় মুগ্ধ করিলেন।

অহং ছুটিল, গুণ আবির্ভাব হইল, দর্প বাড়িল, পুরুষকার চলিল, ফলতঃ মৃত্যু পুনঃরায় দর্পেরসহিত স্বকার্য্য সাধন করিতে বাধ্য হইল, অতএব যাহা ছিল অদ্যাবধি তাহাই চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবেক। শিষ্য! তুমি কোথায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধকে বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতে দেখিয়াছ, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি দেখাইতে পার।

শিষ্য। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বোধ হয় দেখিতে

পাইবেন। গুরু ও শিষ্য উভয়ে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। কিয়ৎ দূরে যাইয়া গুরু শিষ্যকে বলিলেন,—আমি পথ কষ্টে অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর।

শিষ্য ইহা শ্রবণগোচর করিবামাত্র তথা হইতে দ্রুতপদে জল অন্বেষণে অন্যত্র চলিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে এক অভূত পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল।

চারিভিতে তরুরাজি সুরোপিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত, মৃদু মৃদু পবন ভরে নব পল্লব কম্পিত, দোলিত, তৎকারণ পরস্পরে পরিচিত বস্তুতঃ সুশোভিত। গুন্‌গুন্‌কারী অর্দ্ধ মস্তকাবরনীইব বৃক্ষোপরি স্থাপিত, এবং নিজ ফুর্ ফুর্ গুণে অবিরত স্ফুরিত, ফলতঃ গুন্‌গুন্‌-কারী গুন্ গুন্ রবে অনবরত গুঞ্জিত। নবপল্লব চূত ইব মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত, নেহি, নেহি, নেহি, অদ্য চতুর্থ দিবস মৃদু মৃদু পবন ভরে ইহাই বারম্বার জল্পিত। যাতি, যুথী, যুনি, সেফালিকা থপ্ থপে অধঃ বস্ত্রইব চারিভিতে বেষ্টিত। বৌ কথা কও, চোক্ গেল, খোকা হউক, কাট ঠোক্‌রা, শ্যামা, ফিঙে মধ্যে মধ্যে পরপর রবে তন্মধ্যে রবিত, ফলতঃ ঝঙ্কারিত। স্তবকে স্তবকে স্তবকিনী হয় লম্বিত। কাশ, ঘাস, নির্য্যাস হইল লক্ষিত, গোলঞ্চে ডাল পালা তথায় হয় বেষ্টিত। পরগাছা আহা বাছা শূন্যে রামধনুক রঙ্গে খ পুষ্পইব হয় বিকশিত, এবং পবন ভরে মৃনাল উপর মৃনালিনী ইব দুল্ দুলে হয় দোলিত। পুরতঃ আগন্তুক হইল মোহিত, তৎকারণ ক্ষণইব হইল আকৃষ্ট, ফলতঃ মায়া কাননে মনোহারিনী দৃশ্যের দ্বারা হইল প্রবেশিত।

উলঙ্গ শেতাঙ্গিনীরা আগন্তুককে কাননে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিজ মর্য্যাদা রক্ষা-হেতু দ্রুতপদে ধাবা ধাবি করিয়া আপন আপন সুবিধাযোগে বৃক্ষান্তরালে নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিল, এবং উহারা

তথা হইতে আগন্তুকের উপর গুপ্ত দৃষ্টি হানিয়া দেশ মল্লার রাগে আগন্তুকের সহিত আলাপ করিল।

হে পান্থ!

তোমার কুল ও শীল আমরা হই অজ্ঞাত,
এই কানন তোমার কারণ হয় রচিত,
তোমার অভ্যর্থনার্থে রহিয়াছি উপস্থিত।
তব আগমন আমার হয় অভিলষিত,
যখন তব আশাতে রহিয়াছি আশ্বাসিত।
অদূরে জলাশয় হইতেছে স্পষ্ট লক্ষিত।
শীঘ্র জল আনিয়া আনন্দে হও আনন্দিত।
তোমার কুল ও শীল আমরা হই অজ্ঞাত,

হে পান্থ!

আগন্তুক। অহো! কি অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর হইল উত্থিত।

আগন্তুক স্তম্ভিত হইল। আগন্তুকের অন্বেষিত দৃষ্টি চারিভিতে তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন আগন্তুক ভাবিল :—

কি আশ্চর্য্য!

রস রাগে রঞ্জিত, বামা স্বরে মিলিত,
শব্দ বনে উত্থিত, দৃষ্টিতে ন লক্ষিত।

কি আশ্চর্য্য!

অমনি শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত।

রুমু রুমু রবিত,
ঝম ঝম ঝমিত,
ঝন ঝন ঝনিত,
কন কন কনিত,

তাল তালে তাড়িত,
লয় লয়ে লগিত,
মোহ মোহে মোহিত,
শব্দ শব্দে শব্দিত।

আগন্তুক প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, আগন্তুকের এখনও এইটি স্মরণ আছে যে, গুরু আমাকে জল অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছেন, কারণ গুরু অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছেন, আর বৃথা সময় নষ্ট করা আমার মত মহাজ্ঞানীর উচিত হয় না, এই স্থির করিয়া আগন্তুক জল আহরণ করিতে জলাশয়াভিমুখে গমন করিল।

চতুষ্কোণ খাত জলাধারের চারিদিগে সাতটি নিম্ন মর্য্যাদা রক্ষা হেতু আকুঞ্চিত শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি সজ্জিত হয়। জলাধারের প্রাচীরোপরি তিনটি সুন্দরী ফিন ফিনে আর্দ্র সূত্র বস্ত্রে আবৃত হইয়া মল্লাররাগ আলাপে নিযুক্ত এবং উহাদিগের শরীরের হাবভাব অর্দ্ধ বস্ত্রোপরি উন্মীলিত, অর্দ্ধ অন্তরে নিমীলিত হয়। নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য নির্ম্মল জল মধ্যে ক্রীড়াযুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে ফোয়ারা সবেগে তিনটি সুন্দরীর উপর জল উদ্গীরণ করাতে সুন্দরীদিগের হাবভাবের কিছুই ব্যতিক্রম না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতেছে।

আগন্তুক জলাধার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া বলিল। কি অদ্ভুত হাবভাব, রাগ, আলাপ, ফোয়ারা হইতে জল উদ্গীরণ। কোথায় কি এই রকম আছে, তাহা কেহই পূর্ণ বিদিত নয়। আমার অন্তর আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, কি সুন্দর মূর্ত্তি।

সুন্দরী বলিল—অহে যুবক!

জল অন্বেষণে প্রেরিত, কি কারণ ন নীর নীত?

অকস্মাৎ প্রকাশিত দৃশ্য হইল অপ্রকাশিত, এবং তত্র অলক্ষিত শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত।

আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসর হও—আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসর হও—আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসর হও।

আগন্তুক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় প্রায় হইয়া সেই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ দূরে যাইতে না যাইতে এক বনমধ্যস্থ মাঠ দর্শন করিল।

আহা কি পরিষ্কার দৃশ্য! নব দূর্ব্বাদল শ্যাম আস্তরণইব বিস্তারিত, ন বিবর্ণ লক্ষিত, একবর্ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত। বনমধ্যস্থ মাঠকর্ত্তনযন্ত্র সমস্ত দূর্ব্বাদলে পূর্ণ বিকশিত। উচ্চানুচ্চ ভূমি মৃদু মৃদু পবন ভরে হিল্লোলিত হিল্লোলইব লক্ষিত এবং তন্নিম্নেনিম্নগা তত্র নিস্তব্ধরূপে হয় বাহিত। বাল রবি পশ্চিম গগনে পুনঃ হইল প্রকাশিত, দেব আলোক হইল উত্থিত। ঝুর ঝুর জলকনা কাচের ফোয়ারাতে স্ফুরিত, নানা বর্ণের অতি ক্ষুদ্র হংস অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তন্নিম্নে রবিত, জলজ সংকীর্ণ জল মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরোপরি শোভিত, নিস্তেজ রক্তবর্ণ রবিকিরণ জলে কাচে তত্র নানা বর্ণে হয় প্রতিবিম্বিত। কামিনী কামিনীকুঞ্জে রহিয়াছে প্রস্ফুটিত। কামবেত্যুপরি অতি সূক্ষ্ম লোমরাজি অস্পষ্ট রূপে হয় লক্ষিত, ত্রিবলি অঙ্কে স্পষ্ট হয় অঙ্কিত। মৃনালসূত্রনমধ্যেপ্রবেশিতমলয়গিরিবৃন্ত নিজ গুণে ঈষৎ দোলিত, ভ্রূদ্বয় মদনবানইব অঙ্কিত, কেশপুঞ্জগুচ্ছ ফুর ফুরে স্ফুরিত। কৃষ্ণাঙ্ক চন্দ্রাঙ্কইব অঙ্গে অঙ্কিত, অপিচ বহুল গুণ রাশি হেতু লজ্জিত অঙ্ক আনন্দ সাগরে হয় নিমর্জ্জিত। বরাভিলষিতা কপিশাঙ্গনী কপিশী হস্তে পুষ্পালঙ্কারে হইয়াছে অলঙ্কৃত, বাদ্যযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয় লগিত, সংক্ষেপ, বিক্ষেপ, আকুঞ্চণ প্রসারণ, আকর্ষণ, রঙ্গিমাভঙ্গিমা ক্ষণইব একত্রিতে অতি দ্রুত হইতেছে সম্পাদিত, ফলতঃ আমোদিনীরা পূর্ণ আমোদে তত্র হয় আমোদিত।

হঠাৎ বনমধ্যস্থমাঠ বিদ্যুৎ আলোকে হইল আলোকিত, এবং

ক্ষণইব পূর্ব্বক্ষণ হইল লুক্কায়িত। মূর্ত্তিমতী বেহাগ রাগিনী হইল উপস্থিত, আগন্তুকের মূর্ত্তি চিত্রপটইব হইল লক্ষিত, বাক্য ন স্ফুরিত, স্পন্দন শক্তি ন স্পষ্ট লক্ষিত, গাত্র লোম হইল লোমাঞ্চিত, ফলতঃ আগন্তুকের বক্ষঃ অশ্রু জলে হইল ভাসিত।

সোহাগিনীরা সোহাগ রাগিনীতে আগন্তুককে করিল বেষ্টিত। কুটিলা দৃষ্টি কুটিলাইব তদ্দিকে হইল ছুরিত, পুষ্পবান তালে লয়ে ঝাকে ঝাকে হইল তদুপরি পতিত। পান করুন, পান করুন, পঞ্চ স্বরে হইল উচ্চারিত। তিন পিয়ালা সঞ্জীবনী পানে আগন্তুকের রক্ত হইল সঞ্চারিত, আগন্তুক নিজগুণে মেলতার মুখে উহাদিগের সঙ্গে স্বরে, তালে ও লয়ে হইল যোজিত, পর পর অপার আনন্দ হইল সম্পাদিত।

এই বার চারি পার্শ্বে বসন্ত হইল প্রবাহিত। কুহু কুহু কুহুকিনী প্রলয় রূপিণী সংসার স্থিতিকারিণী পূর্ণভাবে হইল প্রকাশিত। আগন্তুক উহাদিগের হাবভাবের তাপে হইল গলিত ফলতঃ কর কবলে হইল কবলিত। আহামরি মহাজ্ঞানী বাছা তামসে হইল আবৃত। ব্যঙ্গোব্যঙ্গি, হুড়াহুড়ি, টানাটানি, ধরাধরি, লুকাচুরি পূর্ণ মাত্রাতে তত্র হইল বাহিত।

কামভাবে ব্যাকুলিত ও অবিদ্যাগুণে রূপান্তরিত যুবক আর কামিনীদিগের ভাব্‌রা সহ্য করিতে না পারিয়া শীতলা নাম্মী একটী কামিনীকে ধরিল।

অন্য একটী সুন্দরী কহিল। ওকি,—ওকি,—ওকি। ছিঃ,—ছিঃ,—ছিঃ। তুমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি হইয়া, ভদ্র কামিনীর উপর বিনা সম্মতিতে অভদ্র আচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। আমাদের দেশে বিনা সম্মতিতে আপনার স্ত্রীর চিবুকে চুম্বন করিলে জরিমানা দিতে হয়, যদি কানন রক্ষিণী তোমার অভদ্রাচরণ দেখিতে

পান, তাহা হইলে তোমার জীবন সংশয় তবে যদি তুমি উহাকে বাসনা কর, তাহা হইলে উহার সহিত বাস কর, বাস না করিলে বাসনা পূর্ণ হয় না। তুমি স্বীকার কর যে, আমাদের আমোদিনীকে বিশিষ্টরূপে বহন করিবে, আর উহার কোন কার্য্যের উপর তুমি কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবেনা, আর তোমার সন্তান সন্ততিকে প্রতিপালন করিবে, কারণ আমাদের দেশে মানিকতলার যণ্ডের ব্যবস্থা নাই।

আগন্তুক। আপনি যাহা বলিলেন, আমার তাহাতে কোন অমত নাই। আমি ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের কুলীন নই যে মানিকতলার যণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করিব কিম্বা কুৎসিত কার্য্যে লীন হইব, আমি স্বাধীন দেশের লোক হই, যতদিন এক ফোঁটা রক্ত দেহে থাকিবে ততদিন স্বাধীন বৃত্তির ব্যবস্থা রাখিব, বরং এতদিন আমি অর্দ্ধ ছিলাম, অদ্য আপনি অনুমতি করিলেই পূর্ণ হই। আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর বাক্য ব্যয় করিবেন না—শীঘ্র করুন—কাম কম্পনে দেহ বিদেহ হইবার সম্ভাবনা।

কামিনীগণ।

আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী,
মায়া গুণে আহা কাম হইল কামিনী।
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী॥
আহা বাছা অজ্ঞানী কোথা বাস না জানি,
কুল শীল জাত কিছুই শুনি না শুনি,
মায়াবিনী আদ্যাশক্তি হি মুগ্ধ কারিণী,
সংসার সারাসারের দর্প বিনাশিনী,

কোথা ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে মরি,
মায়াঘুর্ণীপাকে হয় খালি ঘুরা ঘুরি,
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥
এস বাছা বাঁধি হাতে বাসনার দড়ি
কিনে নিলুম দিয়ে তোমায় প্রেম কড়ি ॥
আদি মধ্য অন্তে রহে হি এই পদ্ধতি,
মিছা মিছি তর্কা তর্কি আধ্যাত্মিক নীতি।
দাও দাও সম্মতি থাকুক এই রীতি
প্রকৃতি পুরুষে হি হউক জগদ্ধাত্রী,
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥

রজনী গন্ধা রজনীর গাঢ়তর শোভা বৰ্দ্ধন করিল, শ্বেতাঙ্গিনী কামিনী কামিনীদিগের কাম পূর্ণ করিল। তণ্ডালম্যা আনন্দ বিহ্বলে সমে সমতা দিল, নব বর বধূ পূর্ণ মিলনে মিলিত হইল। নীরদ মণ্ডলে ধীরে ধীরে নীর ক্ষরিতে লাগিল, কম্পনে কম্পন বৰ্দ্ধিত হইয়া অবশেষে এলাইয়া পড়িল। নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, সন্ধ্যা—সন্ধ্যা—সন্ধ্যা। পুনঃ প্রভাতকাল পূর্ণ প্রকাশ পাইল।

জগতের সমস্ততেই নূতন কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। অন্ধকার লুক্কাইত রহিল, আলোক প্রকাশ পাইল। আলোকবাসীরা অন্নের কারণ গমনশীল হইল। বাসনাপূর্ণ মাত্রাতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল, যথায় বাসনা পূর্ণ হইল, তথায় আমোদ আমোদে আমোদিত হইল, যথায় বাসনা পূর্ণ হইল না, তথায় মোদিত আমোদ পূর্ণ মুদিত হইল। যথায় বাসনা অৰ্দ্ধাৰ্দ্ধ লাভ করিল তথা অৰ্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইল। সন্তোষ সৰ্ব্বত্র অলক্ষিতভাবে রহিল। যতক্ষণ

আশা রহে, ততক্ষণ শ্বাস বহে। যে মুহূর্ত্তে দেহেতে আশাশ্বাস নিরোধ হয় সে মুহূর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ লক্ষিত হয়।

সন্তোষ ও অসন্তোষ সংস্কারের ফলাফল হয়। সংস্কার বিহীন হইলে নিত্য হয়। জগতে নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, যাহা নিত্য তাহাই অনিত্য বলিয়া কথিত হয়। সংস্কার ভেদাভেদ উৎপাদন করে, বীজে সংস্কার নিহিত রহে, সংস্কারে আকার ন্যস্ত হয়, আকারে চিন্তা হয়, চিন্তাতে চেতনা হয়, চেতনাতে বুদ্ধি প্রকাশ পায়, বুদ্ধিতে নিত্য ও অনিত্য মীমাংসিত হয়। নিত্য বলিলে নিত্য হয়, অনিত্য বলিলে অনিত্য হয়। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যবহারের ফল হয়।

প্রহার, পরিহার, অপহার, উপহার, আহার, বিহার ইত্যাদি এক হৃ ধাতুর উপসর্গ ব্যবহারের ফল হয়। এক প্রকৃতিভেদের ফলে বহু হয় এবং বহু হইলে এক অর্থ থাকে না। উপসর্গ যোগের দ্বারা ধাতুর অর্থকে বল করে অন্যত্র লইয়া যায়। এক ব্যাধি উপসর্গ যোগে অন্য ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, এবং সংযোগে বিষয় অন্য গুণ প্রাপ্ত হয়। যাহা আদত তাহা লুকাইয়া যায়, যাহা উপসর্গ তাহাই প্রকাশ পায়, এবং যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই সৎ হয়, যাহা অপ্রকাশ থাকে, তাহাই অসৎ হয়। সর্ব্ববিষয়ের বিচারক হিতাহিত হয়। ব্যাকরণ উপসর্গের বিচারক হয়, আয়ুর্ব্বেদ ব্যাধির বিচারক হয়, বিজ্ঞান গুণের বিচারক হয়।

লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি। লোকোপচার যাহাকে সত্য কহে, তাহাই সত্য হয়, লোকোপচার যাহাকে মিথ্যা কহে, তাহাই মিথ্যা হয়, সত্য ও মিথ্যা লোকোপচারের উপর নির্ভর করে। লোকোপচারের বীজে সংস্কার নিহিত হয়। মায়া সংস্কারকে বন্ধন করে। মায়া অর্থাৎ কায়া অর্থাৎ আকার। আকারে চিৎ, চিত্ত, চিন্তা,

বুদ্ধি, যুক্তি ও সংস্কার প্রকাশ পায়। জগতে আকার ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ রূপান্তরই জগতের গতি হয়। জগতে কোন বিষয়ের ধ্বংশ নাই, ইহার কারণ সমস্তই নিত্য হয়। প্রকৃতি ভেদে সমস্ততেই ভেদাভেদ লক্ষিত হয়, ইহার কারণ আদিকে ও মধ্যকে ও অন্তকে ব্যবহারে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আমোদিনীর ও আগন্তুকের নব পুষ্প বিকশিত হইল, চারি ধারে সৌরভ ছুটিল, চারিপার্শ্বের লোক আমোদে আমোদিত হইল। উভয়ে মধুচন্দ্র ভোগ করিতে লাগিল, কিছুদিনের পর আমোদিনীর গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল। আমোদিনী গৃহস্থের নিত্য কর্ম্মেতে অত্যন্ত বিরক্ত বিবেচনা করিল, সুতরাং আগন্তুকের স্কন্ধে আরও সংসারের ভার চাপিল। আগন্তুককে প্রত্যহ প্রভাতে অন্নের অন্বেষণে ধাবিত হইতে হইল, কুটীরে প্রত্যাগমনে শুদ্ধান্ন প্রস্তুত করিতে হইল, এবং তৎপরে আগন্তুক আমোদিনীর সুখ সচ্ছন্দতার তত্ত্বাবধান করিতে প্রস্তুত রহিল। অপরাহ্নে আমোদিনীর বিনোদনার্থে বাটে খাসগল্প চলিল। সায়ংকালে কানাইয়ে ঠেলা ঠেলিয়া দেহ ক্লান্ত হইলে গাঢ়তম রজনীদেবী গাঢ় নিদ্রা আনিয়া শান্তি দিত।

সময়ে আমোদিনী সন্ততি প্রসব করিল, আগন্তুকের আরও আনন্দ বাড়িল, বহু চিন্তা চলিল, দেহ অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু মায়া গুণে আগন্তুকের কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। আর কতকগুলি সন্তান সন্ততি যোগ দিল ফলতঃ আগন্তুকের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। আগন্তুক মায়াগুণে মুখ দিয়া রক্ত তুলিয়া সমস্ত ব্যয় বহন করিতে লাগিল, এবং তৎকারণ ক্রমশঃ তাহার দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল, ফলতঃ আগন্তুক আর তদ্রূপ ব্যয় করিতে সক্ষম হইল না। আমোদিনীর ক্রোধ উপজিল, রূঢ় বাক্য ছুটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্ত

পদ নাচিল, অবশেষে আমোদিনী ক্রোধ ভরে কুটীর হইতে বাহির হইল। আগন্তুক নিস্তব্ধ হইয়া কুটীরে রহিল, সন্তান সন্ততি ক্ষুধাগ্নিতে জ্বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আগন্তুক আর নিস্তব্ধ হইয়া বসিতে পারিল না। কাহাকে কঙ্কালে ও স্কন্ধে তুলিল, কাহাকে হস্তে ধরিল, কতকগুলিকে নিজের পদানুসরণ করিতে বলিল।

আগন্তুক ফৌউজ্ সঙ্গে লইয়া হাটি হাটি পা পা ফেলিয়া আমোদিনীর অন্বেষণে চলিল, কিয়ৎদূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর পা উঠিল না, সুতরাং এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। ফৌউজের ক্রন্দন রোলের রণবাদ্য বাজিল, আগন্তুক আরও অস্থির হইল। কি করে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া চিন্তাগারে প্রবেশ করিল। তথায় দেখিল, নিজের অশ্রু জলে নিজের বক্ষঃ ভাসিতেছে, তাহাকে কুকুরে টানাটানি করিতেছে, শকুনি কিড়ি কিড়ি রবে পাখনা শাপোট করিতেছে, শৃগাল ঊর্দ্ধমুখে হুকাহুয়া নাদে নাদিতেছে, ইহা দেখিয়া আগন্তুক ভয় পাইল, এবং ভয়ে ভয়াম্বিত হইয়া যেমন দ্রুত পদে তথা হইতে অন্য স্থানে যাইবে মনন করিল, অমনি চমক হইল। পুনঃরায় বাহ্য জগতে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গাঢ়তম নিদ্রাতে আবিভূ´ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আগন্তুক শোকে অধীর হইয়া দুশ্চিন্তাতে মগ্ন হইল, ইত্যবসবে গুরু অর্থাৎ অবতার আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ঃ—

ওহে পান্থ! তোমার ঈদৃশাবস্থা লক্ষিত হইতেছে কেন, বোধ হয় তুমি অন্নাভাবে পীড়িত হও। আহা। শিশুগুলি কি দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে, কঙ্কাল ব্যতীত প্রায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিহে! কিছু উত্তর দিতেছ না, তুমি বুঝি অর্দ্ধ নিদ্রাতে নিদ্রিত আছ। অবতার উচ্চৈঃস্বরে পান্থ বলিয়া ডাকিল।

আগন্তুক চমকিয়া উঠিল, মনে করিল বুঝি আমোদিনী আসি-

য়াছে, যখন দেখিল অন্যজন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। আগন্তুক বিষাদে বিষাদিত হইয়া কোন উত্তর করিল না, বরং বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিল।

অবতার। কিহে বাপু! এত অন্যমনস্ক কেন, ভদ্রজন কোন কথা কহিলে কি কথা কহিতে নাই। জগতে সর্ব্বজন অন্নের অভাবে পীড়িত হয়। অন্ন সম্পর্ক আছে বলিয়া জগতে পরস্পরের সম্পর্ক আছে, যদি অন্নাভাব হইত, তাহা হইলে সমস্তের অভাব হইত। আমোদ, প্রমোদ, জয়, পরাজয়, সুখ ও দুঃখ সমস্তই অন্নের উপর নির্ভর করে।

আগন্তুক। আপনি কি আমোদিনীর কথা বলিতেছেন?

অবতার। আমোদিনী আমোদ বিহনে প্রমোদে মত্ত হইযা তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের প্রমোদ কাননে আমোদ করিতেছে। যথায় আমোদ তথায় আমোদিনী হয়। আপাততঃ তোমার দেহে আমোদ লক্ষিত হইতেছে না। অন্নেতে দেহ, দেহেতে আমোদ, আমোদে স্ত্রী পুরুষ ভাব রক্ষিত হয়। অন্ন চিন্তা চমৎকার হয়, অন্নের অভাব হইলে সমস্তেরই অভাব হয়। বাপু! এই শিশু গুলি কঙ্কাল বিশিষ্ট হইয়াছে, ইহাদের অন্ন দেওয়া হয়নি কেন?

আগন্তুক শিশুদিগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলা আর অশ্রু-ধারা সম্বরণ করিতে পারিল না, অর্থাৎ ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বাহিত হইতে লাগিল। বাক্যস্বর পূর্ণ মাত্রাতে প্রকাশ পাইল না, কিন্তু মায়াগুণে মুগ্ধ হেতু কথঞ্চিৎ লক্ষিত হইল। মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা। প্রত্যহ মানব মায়ায় অদ্ভুত লীলা দেখিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন জন কি মায়াতীত হইতে পারিয়াছে, যদি মায়াতীত হইতে পারিত, তাহা হইলে এই ঘূর্ণিত জগৎ চিরকাল ঘূর্ণায়মান থাকিত না।

আগন্তুক। শরীরের দুর্ব্বলতা হেতু অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম হই।

অবতার। এই অন্ন লও।

আগন্তুক মহানন্দে হস্ত প্রসারণ করিয়া অন্ন লইয়া সেবন করিল, এবং অন্ন সেবনেতে দেহে স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। দেহ-স্ফূর্ত্তিতে জগতের স্ফূর্ত্তি আসিল কিন্তু আগন্তুক অবতারকে চিনিতে পারিল না। জগতে তিনটি স্ফূর্ত্তি আছে—চিন্তা স্ফূর্ত্তি—আশা স্ফূর্ত্তি—স্মরণ স্ফূর্ত্তি। দেহ ক্রমশঃ ক্ষয় হইলে, স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। অবতার আগন্তুককে পূর্ব্বের সমস্ত বিবরণ স্মরণ করাইয়া দিল। আগন্তুক অবতারের দুইটী চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অবতার। কিহে মহাজ্ঞানী পুরুষ। এইবার সমস্ত কি মনে পড়িতেছে। পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, মধ্যে কি হইয়াছিলে, এখন কি হইলে এবং পরে কি হইবে তাহাও অনিশ্চিত রহিল। আমারও জন্ম ও স্থিতি ও মৃত্যু আছে, তবে আমি সমস্ত নিত্য দেখি বলিয়া নিত্য আছি। মায়া জগৎকে রূপান্তর করে,এবং ইহার কারণ তুমি অনিত্য দেখ, বাস্তবিক ইহা কেবল অবিদ্যার গুণ হয়। সংস্কার দূষিত হইলে চিৎ দূষিত হয়, চিৎ দূষিত হইলে চিত্ত দূষিত হয়, চিত্ত দূষিত হইলে চিন্তা দূষিত হয়,চিন্তা দূষিত হইলে পুরুষকার দূষিত হয়। পুরুষকার দূষিত হইলে ক্রিয়া দূষিত হয়,ক্রিয়া দূষিত হইলে ফল দূষিত হয়, ফল দূষিত হইলে বীজ দূষিত হয়, বীজ দূষিত হইলে সংস্কার দূষিত হয়। আবার সংস্কার দূষিত হইলে বীজ দূষিত হয়, বীজ দূষিত হইলে ফল দূষিত হয়, ফল দূষিত হইলে ক্রিয়া দূষিত হয়, ক্রিয়া দূষিত হইলে পুরুষকার দূষিত হয়, পুরুষকার দূষিত হইলে চিন্তা দূষিত হয়, চিন্তা দূষিত হইলে চিত্ত দূষিত হয়, চিত্ত দূষিত হইলে চিৎ দূষিত হয়, চিৎ দূষিত হইলে সংস্কার দূষিত হয়।

সাগর দোল্লার মতন উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আবার পড়িতেছে ও উঠিতেছে, কিন্তু পাক বরাবর ঠিক আছে। যদ্যি উঠার ও পড়ার সংস্কার লোপ কর, তাহা হইলে পাক ঠিক রহিল। পাক ঠিক রাখিলে গোলাকার ঠিক রহিল, এই গোলাকার নিত্য হয়, কিন্তু উঠা ও পড়া অনিত্য হয়। নাগরদোল্লা থাকিলেই উঠা ও পড়া থাকিবেক, কেহ বন্ধ করিতে পারিবেক না। জগৎ থাকিলেই রূপান্তর থাকিবেক, কেহ রূপান্তর বন্ধ করিতে পারিবেক না। নাগরদোল্লা বন্ধ করিলে উটা ও পড়া ও ঘুরা বন্ধ হয়, আকার বন্ধ করিতে পারিলে জন্ম ও স্থিতি ও মৃত্যু বন্ধ হয়। আদি নাগরদোল্লা ও আদি আকার বন্ধ হয় কি করিয়া যখন একবার হইয়া বহু হইয়াছে।

মহাজ্ঞানীরা বিবেচনা করে যে বাসনা বন্ধ করিলে সমস্ত বন্ধ হয়, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম হয়, কারণ নিজের বাস যাহা হইতে বাসনা হয়, তাহাই রহিয়াছে। বাস না থাকিলে বাসনা হয় না ইহা সত্য কিন্তু এখন বাস কি করিয়া লুপ্ত হয়। মৃত্যু লোপ করিতে পারে না, মৃত্যু রূপান্তর করিতে পারে। মহাজ্ঞানীরা বলে, ভর্জ্জিতবীজে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, ইহা সত্য শত শত বার বলি, কিন্তু ভর্জ্জিতবীজটি যায় কোথায়, পচিয়া যায় কিম্বা অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়। অন্নময় জগৎ হয়, জগতে এমন কোন বিষয় নাই যাহা না অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়, যাহা ভক্ষিত বিষয় তাহাই অন্ন বলিয়া কথিত হয়।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম হয় ইহার অর্থ যাহা করা হয় তাহা ভুল, কারণ হিংসা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না। জীব আহার না করিলে জীব হয় না। বলবান জীব ক্ষুদ্র জীবকে আহার করিবেক, আহার করিলে আবার জীব উৎপন্ন হইবেক। জীবে জীব হয় তন্মধ্যে চেতন ও অচেতন আছে। যে যাহাকে হিংসা করে সে তাহাকে

হনন করা বিধেয় কারণ হনন না করিলে সে তোমায় হনন করিবে। পিপীলিকাকে সর্করা দিলে, আর সর্পকে দুদ কলা দিলে আর ছার পোকাকে রক্ত দিলে অহিংসা পরম ধর্ম্ম হয় না। আত্মরক্ষার নাম ধর্ম্ম, আত্মজনকে রক্ষা করিতে পারিলে প্রকৃত ধর্ম্ম হয়, ইহার কারণ সমাজ ব্যবহারের নাম ধর্ম্ম হয়, এবং তৎকারণ দেশের রাজাকে ধর্ম্মাবতার কহে। পরস্পরের উপকারের নাম ধর্ম্ম হয়, আত্মজনের প্রতি হিংসা আচরণ করিবে না অর্থাৎ অহিংসা রাখিবে, অহিংসা রাখিতে হইলেই দয়ার আবশ্যক হয়, দয়া অর্থাৎ পরস্পরের উপকার এবং ইহাই প্রকৃত সামাজিক ধর্ম্ম হয়।

ভর্জ্জিতবীজ অঙ্কুর উৎপাদন করিল না ইহা সত্য কিন্তু ভর্জ্জিতবীজটি রহিল,যেমন নাগরদোল্লার উঠা ও পড়া ও ঘুর বন্ধ রহিল কিন্তু নাগরদোল্লাটি রহিল। ভর্জ্জিতবীজটি পঞ্চভূতের দ্বারা ভক্ষিত হইল কিম্বা অন্য সজীবের দ্বারা ভক্ষিত হইল, যাহা দ্বারাই হইল পুনঃ প্রকাশ পাইল, তবে ভর্জ্জিতবীজরূপে না আসিয়া অন্যরূপে আসিল, যদি আসিল তাহা হইলে আদি বীজ নষ্ট হইল না, যেমন নাগরদোল্লা ঠিক রহিল, অতএব জ্ঞানীর জ্ঞান ঠিক নয় ইহা প্রমাণিত হইল। যদি প্রমাণিত হইল তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকার না যাইলে বাসনা যায় না ইহাও প্রমাণিত হইল, যদি ইহা প্রমাণিত হইল, তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকার যায় না খালি রূপান্তর হয় ইহাও সপ্রমাণ হইল, যদি ইহা হইল, তাহা হইলে নিত্য ইহা সপ্রমাণ হইল, যদি নিত্য ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে যাহা কিছু বিপরীত বলি, তাহা সমস্তই সংস্কার হয়, অতএব সকলকার সংস্কারকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যতদিন নাগরদোল্লা নাম থাকিবেক, ততদিন উঠা ও পড়া ও ঘুরা থাকিবেক, যতদিন জগৎ নাম থাকিবেক ততদিন মায়া থাকি-

বেক। যদি কেহ মায়া থেকে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জ্ঞানীর জ্ঞান জ্ঞা অবধি হয়, প্রেমিকের প্রেম পরাপর হয়। জ্ঞানী অবধিতে আছে, ইহার কারণ উচ্চ ও অনুচ্চ পদ আছে, প্রেমিক অবধিতে নাই, ইহার কারণ উঁহাদিগের নিকট সমস্তই নিত্য হয়। যাহা কর, তাহাই কর, কিন্তু করিয়া ভেদ বল, ইহার কারণ নিয়ম প্রতিপালন কর, যাহাতে সংস্কার দূষিত না হয়। সংস্কার ভেদাভেদ শিক্ষা দেয়, এবং এই সংস্কারকে এক করিবার দরুন সমাজ হইয়াছে। এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক ধর্ম্ম করা অবতারের কার্য্য হয়। যে সমাজে সমস্ত বিষয়ের এক আছে, তথায় একতা আছে, যথায় একতা আছে তথায় এক আছে। এক নিত্য হয়, এক হইতে যে বহু হয় তাহা ও নিত্য হয়, কিন্তু দূষিত সংস্কারের কারণ ভেদ দেখি।

জগতে অবতার এক ব্যতীত আর কিছুই শিক্ষা দেয় না, যাহা এক তাহাই সত্য, যাহা বহু তাহাই অসত্য হয়। জাগতিকজন অজ্ঞানতা হেতু ভেদ দেখে, কিন্তু বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। অবতার জাগতিকজনের অজ্ঞানতাকে নাশ করিয়া সমস্তকে নিত্যতে ঠিক করে, ফলতঃ সমস্ত নিত্য হইলে আর অঠিক কিছুই রহিল না। কার্য্য করা আর না করা উভয়ই সমান রহিল, তবে কেন স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে বিরত হই, তবে কেন একাদশ তত্ত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হই।

যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন কার্য্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে। মায়া ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহার কারণ জাগতিকজন কেহই মায়াতীত নয়। দেখ, আমিও মায়াতে বশীভূত হই, কারণ জন্ম ও স্থিতি ও মৃত্যু আমাতে লক্ষিত হয়। তোমায় ও আমায়

প্রভেদ এই যে তুমি সুখ ও দুঃখ ভেদ কর আমি তাহা করি না, কারণ আমি জানি যে সমস্ত বিষয় নিত্য হয়, তবে যাহা করি তাহা কেবল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের জন্য আর কিছুই নয়। মনে করিব যে করিব না তাহাও করিতে পারিব না কারণ স্বাভাবিক নিয়মে জগৎ রচিত হয়।

তুমি জ্ঞানী বলিয়া কত অহংকার করিতে কিন্তু অহংকার কোথায় গেল, অতএব তোমার এই অহংকার দূষনীয় হয়, কিন্তু সংসার রহস্যের অহংকার প্রশংসনীয় হয়। তোমার অহংকারটী উচ্চ ও অনুচ্চ অর্থাৎ অনিত্য শিক্ষা দিতেছে, আমার অহংকারটী আকার অর্থাৎ নিত্য শিক্ষা দিতেছে। যাহা নিত্য তাহাই প্রশংসনীয় হয়, যাহা অনিত্য তাহাই দূষনীয় হয়, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে অবতার এই সংস্কারকে এক করিবার দরুন ইহজগতে অবতীর্ণ হয়। অবতার অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মকে এক করে। সামাজিক নিয়মের একতার নাম ধর্ম্ম হয়, যথায় সামাজিক নিয়ম এক আছে, তথায় ধর্ম্ম আছে। সমতার নাম সমাজ হয়।

অহে জ্ঞানী পুরুষ! তুমি মায়া কি এখন জানিতে পারিলে, নিয়ম কি জানিতে পারিলে, ধর্ম্ম কি জানিতে পারিলে, যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক তাহা হইলে এখন মায়ার খাতিরে সংসার প্রতিপালন কর, কিন্তু জান যে সমস্ত বিষয় নিত্য হয়। নিত্য জানিলে দ্বিগুণতর পুরুষকারের সহিত জগতে কার্য্য করিতে পারিবে, এবং একটি কার্য্য করিলেই সিদ্ধি লাভ করিবে, কারণ কার্য্য সিদ্ধি হইলেই আনন্দ লাভ করিবে। যতক্ষণ সৎ ততক্ষণ আনন্দ, সৎ লোপ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্তেরই লোপ হয়।

আদি এক ইহা দর্শনের দ্বারা শিক্ষিত হও—মধ্য এক হয় ইহা

সামাজিক নিয়মের দ্বারা শিক্ষিত হও,অন্ত এক ইহা পুনঃ জীবনের দ্বারা শিক্ষিত হও। মধ্যটি আদিকে ও অন্তকে এক করিতেছে, যদি মধ্যটি লোপ হয়, তাহা হইলে আদির ও অন্তের লোপ হইল ইহাও নিশ্চয় জানিবে। বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎকে ঠিক করিতেছে, যদি বর্ত্তমান লোপ হয়, তাহা হইলে ভূতের ও ভবিষ্যতের লোপ হয়। সংস্কার সমস্তকে শিক্ষা দেয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কারটিকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তুমি জ্ঞানী ছিলে, মায়াগুণে অজ্ঞানী হইলে, ইহার কারণ তোমার দ্বি ভাব ভোগ হইল, এখনও তোমার সংস্কার এক হইবার অভাব আছে, কারণ তুমি রোদন করিতেছ, আমার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, আমোদিনীর অভাবটিকে চিন্তা করিতেছ, মুক্তি পাইবার বাসনা করিতেছ, যখন তোমার এই সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে, তখন তোমার স্বভাব উপস্থিত হইবে। স্বভাব ছাড়িও না, অভাবও হইবে না। স্বভাব আসিলেই পূর্ণ মাত্রাতে পুরুষকার বিরাজ করিবে, যথায় পুরুষকার তথায় স্বভাব, যথায় স্বভাব তথায় পুরুষকার হয়।

অবতারের লীলা আর কিছুই নয় খালি পুরুষকার। অবতারেরা পুরুষকারের দ্বারা আদি, মধ্য ও অন্তকে এক করে। অবতারেরা সূত্র ধরাইয়া দিয়া রূপান্তরিত হয়, দার্শনিক শিষ্যেরা বর্ত্তমান দর্শনের দ্বারা আদিকে এক করে, পৌরাণিক শিষ্যেরা অতীতের সামাজিক দৃষ্টান্তের দ্বারা মধ্যকে এক করে,স্মার্ত্ত শিষ্যেরা ভবিষ্যতের ভাবি ফলাফলের দ্বারা অন্তকে এক করে, অতএব আদি ও মধ্য ও অন্ত যে এক হয় ইহা অবতার সপ্রমাণ করিল। দার্শনিক অতীতকে ও ভবিষ্যৎকে ছাড়িল, পৌরাণিক বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে ছাড়িল, এবং স্মার্ত্ত অতীতকে ও বর্ত্তমানকে ছাড়িল। তিন এক, এক

তিন, ইহা এক করা জ্ঞানীর কর্ম্ম নয় কিন্তু প্রেমিকের অর্থাৎ অবতারের কর্ম্ম হয়, ইহার কারণ জ্ঞানী অবতারের শিষ্য হয়। অবতার মায়াকে খণ্ডন করেনা বরং মায়াকে আরো জোড়া দেয়, কারণ মায়া ঠিক না করিলে নিজের লোপ হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা ফলতঃ এক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সমস্তকে নিত্য করে।

নিয়ম এক হইলে সংস্কার এক হয়, সংস্কার আসিলে স্বভাব উপস্থিত হয়, স্বভাব আসিলে অভাব থাকে না। যথায় অভাব তথায় ভেদ জ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন সংস্কারটি ভেদের মূল হয় তখন নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সংস্কারটিকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জ্ঞানী।' আপনি যাহা বলিলেন, ইহাতে মায়া ত্যাগের কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ মায়া ত্যাগ হয় না, যতক্ষণ দেহ থাকে। দেহ থাকিলেই সমস্ত কার্য্য চলিবে, যদি দেহের অভাব হয়, তাহা হইলে সমস্তেরই অভাব হয়। দেহ আছে বলিয়া মায়া আছে, ইহার কারণ আপনি এককে আনিয়া সমস্তকে নিত্য রাখিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আদিকে ও মধ্যকে ও অন্তকে এক করিলেন। সংস্কারটি এক করিবার হেতু হয় ইহার কারণ আপনি সকলকে এক নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিলেন নিয়ম প্রতিপালম করিবার জন্য পুরুষকার আনিলেন, পুরুষকারে স্বভাব ইহাও সপ্রমাণ করিলেন। স্বভাব ও নিত্য ও এক যে এক হয় ইহাও ঠিক রাখিলেন। সমস্তকে অখণ্ড গোলাকার করিলেন—উঠা ও নাবাকে সংস্কার করিলেন—দে পাককে পুরুষকার করিলেন—আবার এই নিয়মটিকে ঠিক রাখিবার কারণ সমস্তকে নিত্য করিলেন, এবং সমস্তকে নিত্য করিবার কারণ উঠা ও নাবা ও দে পাক নিত্য হইল। তবে আমি ঘোর সংসারী হইয়া স্বভাব নিয়ম প্রতিপালন করি ?

অবতার। কর—একের কৃপায় এক হও।

তৃতীয় অধ্যায়

মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই। মূর্ত্তি আছে বলিয়া জগৎ আছে, ইহার কারণ যথায় মূর্ত্তি আছে তথায় জগৎ আছে, কিন্তু যথায় নিরাকার আছে তথায় মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। নিরাকার কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু আকার কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে, ইহার কারণ মূর্ত্তির ভিতর মানব মূর্ত্তিটিকে শ্রেষ্ঠ আকার বলিয়া কথিত হইল। আকার ও সৎ এক হয় ফলতঃ মূর্ত্তি ও আকার এক হয়।

জগৎটি গমনশীল বিষয় বলিয়া, জগৎ নামে অভিহিত হয়। গম ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে জগৎ হয়। রূপান্তর জগতের গতি হয়। জগতের সমস্ত বিষয় রূপান্তর হয়, ইহার কারণ রূপান্তরিত বিষয় জগৎ হয়। মূর্ত্তি অর্থাৎ আকার না হইলে রূপান্তর কিম্বা গমনশীল বিষয় হইতে পারে না, অতএব মূর্ত্তি, সৎ, আকার ও জগৎ এক হয়।

পঞ্চমহাভুতে উর্ণনাভইব জগৎটি রচিত হয় এবং ত্রিগুণে জগৎ আবহমান চলিতেছে। প্রভু হর এই সংস্কারটিকে প্রথম জগতে প্রচার করেন, এবং ইহার কারণ তিনি জগৎগুরু বলিয়া অভিহিত হন। গুরু বলিলেই প্রভু হরকে বুঝায়, অন্য কাহাকেও বুঝায় না কারণ তিনি মানবগণকে অন্ধকার হইতে প্রথম আলোকে লইয়া আইসেন। গু—অন্ধকার, রু—আলোক, যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে

লইয়া আসেন. তিনিই গুরুপদ বাচ্য হন। গুরু ও শিষ্য বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে৭

মুর্ত্তিতে কি প্রত্যয় করিলে মুক্তি হয়। তৎ সৎ, অর্থাৎ আকার, ন অসৎ অর্থাৎ নিরাকার নয় কারণ নিরাকার হইলে কিছুই থাকে না, কিন্তু আকার হইলে সমস্ত বিষয় নিহিত হয়। বিষয় হইলেই বিশেষ হয়, বিশেষ হইলেই গুণ হয়, গুণ হইলেই ত্রিশব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, ত্রি প্রয়োগ করিলেই অ+উ+ম কিম্বা উঁ+অ +ম বম ও ওম প্রস্তুত হয়। এই সব বিষয় অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে বলা হইয়াছে।

জগৎটি ত্রিগুণ বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যিনি এই জ্ঞান প্রথম প্রচার করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ উপাস্য বিষয় হন, এবং যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই প্রকার গুণ কীর্ত্তনকে বিহারী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে।

মানব ব্যবহারে এক জাতি হয়, এক হইলেই প্রকৃত জাতি ধর্ম্ম হয়, জাতি ধর্ম্ম হইলেই বন্ধু হয়, বন্ধু হইলেই এক হয়, এক হইলেই মোক্ষ হয়। যেইখানে যিনি জাতি ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেইখানে উপাস্য দেবতা বলিয়া কথিত হন। উপাস্য ও উপাসক শব্দ যথায় ব্যবহার হয় তথায় নিরাকার শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না, কারণ নিরাকার শব্দ প্রয়োগ করিলে উপাস্য ও উপাসক শব্দের লোপ হয়। অন্য রহস্যে ইহার বিচার বিশদরূপে করা হইয়াছে, ইহার কারণ বলা বাহুল্য বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

দর্শনধর্ম্ম একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, ইহার কারণ ষড় দর্শনগুলি ও বেদান্তটি অর্থাৎ উপনিষৎখানি জাতি ধর্ম্ম হইতে পারে না, জাতিধর্ম্ম ব্যবহারময় হয়, দর্শনধর্ম্ম ব্যবহারউচ্ছেদময় হয়। যদি

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি লোপ হয়, তাহা হইলে যাহার দ্বারা বিষয়কে নির্ণয় করা হয়, তাহাকেই লোপ করা হয়। বিষয় লোপ হইলে যিনি কহিবেন, লিখিবেন ও যাহা কিছু করিবেন তাহারও লোপ হয়, অতএব দর্শনধর্ম্ম দর্শনের উপযুক্ত হয়, ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না। দার্শনিক কোন জগতে উপাস্য দেবতা হন না, বরং সর্ব্বত্র উপাসক বলিয়া কথিত হন। প্রেমিক সর্ব্বত্র উপাস্য দেবতা হন, কারণ প্রেমিক জাতি ব্যবহার প্রচার করিয়া ইহ জগতে সকলকে এক প্রেম ডোরে বাঁধেন।

যিনি জাতি ব্যবহারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আত্মতত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন, আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে পরতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায়, কারণ স্বভাব দ্বিপ্রকার কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। যিনি স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি অভাব কি তাহাও সচ্ছন্দে বুঝিতে সক্ষম হন। বিশেষ না হইলে বিশিষ্টজন হইতে পারে না—গাধি উপাখ্যান, জনক উপাখ্যান, ভার্গব উপাখ্যান, বলি উপাখ্যান, লবন উপাখ্যান, অগ্নিবেশ্ম উপাখ্যান, ভুষুণ্ড উপাখ্যান ও বশিষ্ঠ উপাখ্যান ইত্যাদি ইহার প্রধান উদাহরণ হয়, কারণ এই সব মহাত্মারা বিশেষ হইয়াছিলেন বলিয়া আর্য্য জগতে বিশিষ্ঠ জন বলিয়া কথিত হন। পুরুষকার ইহাদিগের ব্যবহার হয়, ভক্তি ইঁহাদিগের ইষ্টদেবতা হয়, আত্মতত্ত্ব ইঁহাদিগের ধ্যান হয়, এই প্রকার কায়িক ব্যবহারকে ও মানসিক ধ্যানকে বিহারী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে।

পুতুল পূজা প্রথম প্রহ্লাদ করে, যখন প্রহ্লাদ প্রভু হরের অর্থাৎ হরির দ্বারা পরাজিত হয়, এবং প্রহ্লাদ এই বিধি সমস্ত দৈত্য কুলকে শিক্ষা দেয়, ফলতঃ তদবধি পুতুল পূজা চলিয়া আসিতেছে।

কোন একটী ব্রহ্মরাক্ষসী বরাবর মানব হত্যা করিয়া উদর

পূরণ করিত। কিরাতদেশের রাজা ও মন্ত্রী এই মানব হত্যা নিবারণের কারণ এক দিন রজনী যোগে নগরের বহির্দ্দেশে বাহির হন, এবং উঁহারা দৈব বশতঃ ব্রহ্মরাক্ষসীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মরাক্ষসী দ্বিজনকে সম্মুখে দেখিয়া মহানন্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া উঁহাদিগকে বলিল ঃ—

"যদি আপনারা উভয়ে আমার সহিত দ্বাত্রিংশ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নচেৎ আমার করাল কবলে কবলিত হইবেন।"

উভয়ে ব্রহ্মরাক্ষসীর দ্বাত্রিংশ প্রশ্নের উত্তর দিয়া ব্রহ্মরাক্ষসীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরাক্ষসী উভয়ের নিকট স্বীকার করিল যে, অদ্যাবধি আমি আর মানব হত্যা করিয়া উদর পূরণ করিব না, বরং যথাসাধ্য বিপথগামী মানবগণকে রক্ষা করিব, তদবধি ব্রহ্মরাক্ষসী রক্ষিণী বলিয়া অভিহিত হইল।

রক্ষিণী কিঞ্চিৎ দিন কিরাতদেশে বাস করিবার পর, তিনি হিমালয়ের অঞ্জন গিরিতে যাইয়া এবং তথায় তপস্যা করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। কিরাতবাসীরা সেই স্থানে রক্ষিণীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রক্ষিণী, কন্দরা, মঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী, রক্ষাকালী বলিয়া পুতুল পূজা করিতে লাগিল—কালক্রমে সেই মূর্ত্তি ভারতের চারিধারে ব্যাপিল।

প্রহ্লাদ হইতে পুরুষ পুতুল পূজা হইল। কিরাতবাসী হইতে স্ত্রী পুতুল পূজা হইল। পরে নানাপ্রকারে নানা মূর্ত্তি হইল।

উপাস্য ও উপাসক দুইটি পদার্থ অর্থাৎ বড় ও ছোট, যদি উপাস্য অচেতন হইল, তাহা হইলে উপাসক আরো কত বেশী হইল। তর্ক হিসাবে যদি সব এক, এক সব দর্শন জানিয়া মীমাংসা করিতে হয়, তাহা হইলে উপাস্য ও উপাসক নাই, এবং তথায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা

বিধি বৃথা হয়। প্রস্তরে, মৃণ্ময়ে, দারুতে ও অষ্টধাতুতে মানব প্রাণ দিতে পারেন না, যদি পারিতেন তাহা হইলে স্বভাব নিয়ম থাকিত না। অনেকে বলিতে পারেন, অজ্ঞানীদের পক্ষে এইটি প্রথম বিধি হয়, কারণ দ্বিতলে উঠিতে হইলে সিঁড়ির আবশ্যক হয়, কিম্বা পণ্ডিত হইতে হইলে প্রথমে বর্ণপরিচয়ের আবশ্যক হয়, ইহা যে সত্য তাহা বিনা সন্দেহে ও তর্কে সকলে স্বীকার করিবেন, কিন্তু ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে ইহাই প্রমাণ হয় যে, পুতুল পূজা অজ্ঞানীদের অর্থাৎ অসভ্যদের হয়। পূর্ব্বে পুতুল পূজার বিধি সর্ব্বত্র ছিল।

প্রভু হর ও প্রভু বুদ্ধ ভারতবর্ষে পুতুল পূজা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ ইহাঁদিগের শিষ্যেরা এক লিঙ্গ ও বুদ্ধ মূর্ত্তি রাখিল। বুদ্ধ-দেবের চাল, কলা বন্ধ হইল, কিন্তু এক লিঙ্গের চাল ও কলা বিধি রহিল।

প্রভু এব্‌রাহাম পুতুল পূজা উঠাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধর প্রভু মোজেস্ আবার চেষ্টা করেন, তিনি কতকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট পুনরায় আবার চেষ্টা করেন, তিনি পুতুল পূজা প্রায় সম্পূর্ণ উঠাইয়া দিতে পারগ হইয়াছিলেন। শেষে প্রভু মহম্মদ শেষ করিলেন। এক বংশ হইতে ক্রমান্বয়ে প্রায় চারিহাজার বৎসর জগৎকে শিক্ষা দিবার পর তদ্দেশ হইতে পুতুল পূজার সংস্কার লোপ প্রাপ্ত হইল। প্রভু যোরাষ্টরও পুতুল পূজা উঠাইয়াছেন, মোট কথা সিন্ধু নদীর পরপার হইতে সভ্য জগতে আর কোথায়ও পুতুল পূজা নাই। যদি কেহ এখন ঐই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পুতুল পূজা করিতে বলে, কেহই করিবেন না, বরং আনন্দে দেহ নষ্ট করিবেন। সংস্কার কি বালাই দেখুন।

ভারতবর্ষের ভিতর পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে, বঙ্গ প্রদেশের মতন প্রত্যহ ও পরবত্তেহারে পুতুল গড়িয়া পুজা ও বিসর্জ্জন অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যথায় সকলে যাইয়া পুজা করেন, ইহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক বঙ্গ প্রদেশের লোক অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য হন। তেজ, বল, শ্রী সমস্তই সংস্কারে গঠিত হয়।

মেড়ুয়াতে মেড়ুয়াতে মারামারি করিলে এখনও উহারা বলিয়া থাকে "তোম হাম্‌কো বাঙ্গালী পায়া হায়।" এই মেড়ুয়ারা সাত টাকার বেতনে বাঙ্গালী বাবুর নিকট চাকরী করিয়া থাকে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী মেড়ুয়ার নিকট চাকরী করেনা, তথাপি সংস্কারের বল কি ভয়ানক হয়।

পাঁচশত বর্ষ পুর্ব্বে এক লিঙ্গ চন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গদেশে আদৌ কোন পুতুল ছিল না, কিন্তু ইদানীং অসংখ্য হইয়াছে, কারণ গরিব ও সাধারণ বঙ্গবাসীর পয়সা বেশী হইয়াছে, আর মিশ্রিত ধর্ম্ম অসত্য রূপে অনেক আবির্ভূত হইতেছে। ইংরাজ বাহাদুরেরা বিদ্যা প্রচারের দরুন প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন, আর খ্রীশ্চান আচার্য্যেরা হাজার হাজার টাকা বঙ্গকে সভ্য করিবেন বলিয়া খরচ করিতেছেন, এবং মুসলমানেরাও ধর্ম্ম প্রচারে ব্যয় কুণ্ঠিত নন, তথাচ যদি একটি তালিকা লওয়া হয় যে, ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনের পুর্ব্বে কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত পুতুল ছিল, আর পরবত্তেহারে প্রতি বৎসর কতকগুলি পুতুল গড়া হইত ও বিসর্জ্জন দেওয়া হইত, আর এখনই বা কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত পুতুল আছে ও প্রতি বৎসর পরবত্তেহারে গড়া হয় ও বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তাহা হইলে সভ্যেরা জানিতে পারেন যে একে শত বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা।

যত মিশ্রিত বিদ্যা বাড়িবে, তত মিশ্রিত আচার গৃহীত হইবে—যত অসত্য সত্যরূপে প্রকাশ পাইবে, তত অসত্যধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া জনসমাজে প্রচার হইবে। লোক যত ক্ষীণ হয়, তত চতুরতা বৃদ্ধি পায়। এক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহু হইলে ক্ষীণ হয়, আর বহু হইতে একত্রিত হইয়া এক হইলে সবল হয়।

ভিখারী, মসিজীবি, আইনবাজ, ধনী, ব্যবসাদার ইত্যাদি সকলে বিদ্যা শিখিতেছে, এবং উহারা সকলেই সভ্য বলিয়া বঙ্গদেশে পরিগণিত হইতেছে—আমাদিগের বাপ দাদার সংস্কৃত ভাষা হয় ইহাও উহারা সকলে বলিতেছে ফলতঃ সকলেই আর্য্য ঋষিকে পূর্ব্বপুরুষ বলিতেছে, বল দেখি, পুতুল হস্ত তুলিয়া ভাত খায় কি? অমনি সকলে বলিবে—হাঁ—যেমনি বলিল, অমনি সম্পাদকেরা নজির ধরিল, যেমনি ধরিল, অমনি কাগজে প্রকাশ পাইল, যেমনি প্রকাশ পাইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের নাম ছুটিল, যেমনি ছুটিল, অমনি সম্পাদক হুড়্ হুড়্ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিল। কিন্তু যে বলিল, "পুতুল হস্ত তুলিয়া ভাত খাইতে পারে না," অমনি তাহার মুখে সমস্ত বঙ্গবাসীরা চুণকালী দিল, সকলেই ঘৃণা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার পয়সা উপার্জ্জন বন্ধ হইল ফলতঃ সে ব্যক্তি বানর বনিল।

পদার্থ দ্বি প্রকার হয়, যথা চেতন ও অচেতন। যাহা চেতন পদার্থ হয়, তাহাই অপর চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পারে, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পারে না। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ তিন প্রকার চেতন পদার্থ হয়, তন্মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ হয়, আবার জরায়ুজের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ হয়, মানবের ভিতর যাঁহাদের চৈতন্য আছে তাঁহারা আবার অন্য মানবের ভিতর শ্রেষ্ঠ হন। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক বর্ণ,—এক খাদ্য যাঁহাদের ভিতর আছে, তাঁহারাই মিশ্রিতদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। অচেতন পুতুলকে

পূজা করিলে অচেতন তুল্য হইতে হয়, অচেতনের গৌরবান্বিত ক্রিয়া কিছুই নাই, ইহার কারণ পূজা হইতে পারেনা, যাঁহার গৌরবান্বিত ক্রিয়া আছে, তাঁহারই পূজা হইতে পারে, অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন হইতে পারে।

পুতুলের চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, নাসিকা আছে ঘ্রাণ পায় না, হস্ত আছে গ্রহণ করিতে পারে না, পদ আছে চলিতে পারে না, তবে কি করিয়া ইহার পূজা হইতে পারে। যদি বল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়, ইহা কি সম্ভবপর যে মানব পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ভারতবর্ষে পুতুলের অভাব নাই, তবে কেন কোন প্রতিষ্ঠিত পুতুল কহিতে, চলিতে ও লিখিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইত।

পুতুলকে পুষ্প, চন্দন, চুয়া দ্বারা অর্চ্চিত ও অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে কি পুতুলের চৈতন্য লাভ হয়, না পুতুল দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করিতে পারে। ভোগ দিলে কি পুতুল ভোগ করিতে পারে, না পসয়া দিলে পুতুল হস্ত প্রসারণ করিয়া পয়সা গ্রহণ করিতে পারে, তবে এই সব দ্রব্য গ্রহণ করে কে? যদি বল পূজারী—পূজারী গ্রহণ করিলে তোমার কি লভ্য হইল? যদি বল পূজারী গ্রহণ করিলে পুতুলের গ্রহণ করা হয়—তবে কেন পুতুলকে সাক্ষী গোপাল করিয়া রাখা হয়? যদি বল সংস্কার—তাহা হইলে সংস্কারকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয়। পূর্ব্বে সংস্কারের বিষয় বলা হইয়াছে, সংস্কার হাঁ ও না, দুই গড়িতে পারে, সংস্কারের নিকট জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি কিছুই দাঁড়াইতে পারে না, তবে দেশের রাজা চেষ্টা করিলে প্রথমে কতকটা হয়, যেমন Emperor Theodosius হইতে Christian trinity জনসমাজে বদ্ধমূল হইল। সপ্তম পুরুষে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং নূতনটী পুরাতন বলিয়া গণ্য হয়।

প্রথমে যখন সতীদাহ উঠাইয়া দিবার আইন হইবে গুজব হইল, তখন বঙ্গদেশে কি ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এবং কত প্রকার নজির দেখাইয়া রাজ দরবারে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু যখন পাস হইল জানিল, তখন স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরকে কত নিন্দা করিয়াছিল। অদ্য বঙ্গের কোন স্ত্রীলোক কি স্বামীর সহিত চিতাতে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়, না কোন বঙ্গবাসী আইনটী ভাল হয় নাই বলে, প্রথমে বুঝিতে পার নাই ইহার কারণ খারাপ বলিয়াছিলে অর্থাৎ non-sense বলিয়াছিলে, আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছ, তাই ভাল বলিতেছ, আবার আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন সংস্কার ঠিক হইবে, তখন একাধারে সমস্ত বঙ্গবাসী আইন ভাল হইয়াছিল কহিবেক।

যখন চড়কে বাণ ফোঁড়া বন্ধ হইল, তখনই বা কি না হইয়াছিল। আবার অদ্য চড়কের সময় কাঁসারি ও জেলে পাড়ার লোকেরা সং সাজিয়া আমোদ করিত, তাহাও শিক্ষিত যুবকেরা অসভ্যতা বলিয়া উঠাইয়া দিল। শিক্ষার সহিত সংস্কারের বদল কি প্রকার ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয় তাহাও দেখ।

প্রথম যখন কলের জল হয় ও কলের চিনি আমদানী হয়, তখন কলিকাতাবাসীরা কি করিয়াছিল, জাত যাইল, জাত যাইল, জাত যাইল বলিয়া চারিধারে হুকাহুয়া করিয়াছিল, অদ্য আবার কলের জল মাপিয়া দিবার আইনের কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসীরা কি লঙ্কাকাণ্ড না করিল, জাত যাইবে না—হুজুর—কলের জল দিন। পরদেশের চিনি আমদানী যাহাতে না হয় তাহার দরুনই বা কি লিখিল, কারণ গৃহে কলের চিনি এত হইতেছে যে, পরদেশী না আসিয়া ভাগ লয়।

কন্সেট বিলের সময় কি লঙ্কাকাণ্ড না হইয়াছিল, আবার অদ্য

ঘরে ঘরে ঋতুমতী কন্যা বিরাজ করিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর পরে সর্ব্বসাধারণ হইয়া যাইবে। যখন যাইবে তখন কোন ব্যক্তি সপ্তম বর্ষের কন্যাকে বিবাহ দিলে অন্য সকলে নিশ্চয় বলিবে, অমুক লোকটী কি অসভ্য, সপ্তম বৎসরের কন্যাকে বিবাহ দিয়াছে। সমস্ত বালাই সংস্কার হয়। যখন বিহারী মিত্রের রহস্যাবলি বুঝিবে, তখন আর non-sense বলিবে না।

প্রথমে যখন বঙ্গদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন কেহই জাত নষ্ট হইবে বলিয়া ইংরাজি শিক্ষা করিতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে নাই, এবং প্রথমে যখন Medical College স্থাপিত হয়, তখনও কেহ জাত নষ্ট হইবে বলিয়া প্রবেশ করে নাই, অদ্য সংস্কার কি হইয়াছে, যদি চক্ষু থাকে, তাহা হইলে একবার দেখ। পঞ্চাশ বর্ষ পরে আমার রহস্যাবলি এই ভাব প্রাপ্ত হইবে আর non-sense থাকিবে না।

গঙ্গাসাগরে গর্ভের প্রথম ফল দেওয়া কি উৎকৃষ্ট কার্য্য ছিল, এবং উড়িষ্যার রথচক্রের নীচে স্বর্গে যাওয়া কি সুবিধাজনক পথ ছিল, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের নিষেধ আইন হওয়াবধি সংস্কার কি বদল হইয়া গিয়াছে। যদি কোন graduateকে এখন বলা হয়, এইরূপ সহজ উপায়ে স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছ? বোধ হয়, কেহই সম্মতি প্রদান করিবেক না, কারণ সকলে জানিয়াছে যে, স্বর্গে ফাঁকি দিয়া যাওয়া হয় না—জ্ঞান, ক্রিয়া, ভক্তি ব্যতীত স্বর্গ হয় না। স্বর্গ ও নরক মনে বিরাজ করে। মন শান্তির নাম স্বর্গ, মন অশান্তির নাম নরক।

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জগতে অবতীর্ণ হইয়া অন্য সব জাগতিকজনকে এক শিক্ষা দেন, যাহাতে সকলকার সংস্কার এক হয়, এক সংস্কার হইলে মন শান্তি হয়, মন শান্তি হইলেই শান্তি, শান্তি, শান্তি হয়। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জগতের মঙ্গল সাধন করেন ইহার কারণ তিনি শিব

বলিয়া কথিত হন, এবং তিনিই সর্ব্বসাধারণের নিকট পূজনীয় হন। সর্ব্বসাধারণজন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে ও অন্তরে এক হয়, এক হইলেই বাসনা অনুযায়ী বাস হয়। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির নাম উচ্চারণ করিলেও সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ পাওয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির গুণ কীর্ত্তনকে বিহারী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি সৎ অর্থাৎ আকার বিশিষ্ট ত্রিগুণ মূর্ত্তি হন, এবং ইনি প্রিয় পুত্র, অবতার, রসুল ও অন্যপ্রকার বহু নামে কথিত হন, ইহার কারণ তিনি অন্য জাগতিকজনকে শিক্ষা দিতে পারগ হন। দর্শন একটী স্বতন্ত্র বিষয় হয়, এবং কোন কালে সাধারণের বিষয় হয় নাই। যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহার তাহাই রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, ধর্ম্মকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিব কথিত বচনকে ধর্ম্মে অর্থাৎ প্রকৃত কার্য্যে রাখা উচিত হয়। দর্শনধর্ম্মকে দর্শন ধর্ম্মে রাখা উচিত হয়, সামাজিক-ধর্ম্মকে সামাজিক ধর্ম্মে রাখা উচিত হয়, রাজনীতিধর্ম্মকে রাজনীতি ধর্ম্মে রাখা উচিত হয়, গুপ্তনীতিধর্ম্মকে গুপ্তনীতি ধর্ম্মে রাখা উচিত হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখা উচিত হয়, স্থূলকে স্থূলে রাখা উচিত হয়, অর্থাৎ পুতুলকে পুতুল ধর্ম্মে রাখা উচিত হয়, যদি এই সমস্তকে ঠিক রাখা হয় তাহা হইলেই প্রকৃত মানবধর্ম্ম হয়। মানবধর্ম্ম রাখিতে হইলেই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়, এবং সকলে গুণ কীর্ত্তন করিলেই এক সংস্কার হয়, সংস্কার এক হইলেই স্থূলে এক হয়, স্থূলে এক হইলেই সূক্ষ্মে এক হয়, ইহার কারণ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির পূজা অর্থাৎ প্রিয় পুত্রের, অবতারের, রসুলের সম্প্রদায়ানুসারে গুণ কীর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয়।

রহস্যাবলি চরাচরে হইল ব্যপ্ত,
নিয়ম-রহস্য সত্য হইল সমাপ্ত।

ভ্রমণ-রহস্য ।

ভ্রমে ভ্রমে ভ্রমণ হয় মিত্র ইহা কয়,
মিত্রে মিত্রে ধর্ম্ম হয় না করিও সংশয়

বি, মিত্র।



ভ্রমণ-রহস্য।

কোথাছিলে কোথা এলে কোথা যাবে বল, স্থূল সূক্ষ্মে ঘুরাঘুরি উপাধি বহুল
কত এলো কত গেল কত কি লিখিল, কালক্রমে নানামত জগতে ব্যাপিল।
এক উঠে এক পড়ে দ্বিপ্রথা রহিল, গোলাকারই সত্য হয় নিত্য কহিল,
সর্ব্বশাস্ত্র সূক্ষ্মে এক প্রমাণ হইল, গুণ ভেদে ভেদাভেদ সংস্কার কহিল।
যত তর্ক তত ভ্রমণ মিত্র রচিল,
মিছামিছি তর্ক বিতর্ক মিত্র বলিল,
অবতার সত্য হয় প্রত্যক্ষ জানিল,
ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষে আপনি হইল।

মীমাংসা।

কস্মিংশ্চিৎকালে অপ্রতিষ্ঠা নগরে দর্শন নামক একব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি সদা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পারিষদ মণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পারিমাণ্ডল্যাবধি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিত্যশঃ তাঁহার নিজস্ব কার্য্য পরিমাণ দণ্ডের জিহ্বাইব সম্পাদন করিতেন। কিঞ্চিৎ দিন এবম্বিধ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার পর, তাঁহার যশঃরাশি তত্র পূর্ণচন্দ্রের মতন শোভা ধরিল। অমৃতপিপাসুভ্রমণকারী তাঁহার

প্রাসাদে প্রসাদ পাইবার বাসনায় উপস্থিত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়া এবং যথাযোগ্য অমৃত বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি আনন্দ দিতেন। কালক্রমে তিনি অপ্রতিষ্ঠা নগরে একজন প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ হইলেন।

কয়েকদিন মহানন্দে অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার মনে হঠাৎ এক সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তাগারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রধান পারিষদ জ্ঞান আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ দর্শন জ্ঞানকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন ;—জ্ঞান! তুমি বলিতে পার কিকারণ নাগরিকজন আমায় এতাধিক সমাদর করে।

জ্ঞান। মহাত্মন্! আপনার গুণের কারণ নাগরিকজন আপনাকে এতাধিক সমাদর করে।

দর্শন। গুণ ব্যতীত জগৎ নাই, তবে কেন কেবল আমায় করে।

জ্ঞান। বিশেষ ও সাধারণ আছে। যাহা সাধারণ গুণ তাহা সাধারণে আছে, যাহা বিশেষ তাহা সাধারণে নাই, ইহার কারণ সাধারণজন উপাসক হয়, আর বিশেষজন উপাস্য হন। আপনি বিশেষ হন ইহার কারণ সাধারণজন আপনার উপাসক হয়, আপনি উপাস্য হন। আর দেখুন, তেজ সকলেতে আছে, কিন্তু সূর্য্যের মতন তেজ কাহাতেও নাই।

দর্শন। তুমি ভেদ জ্ঞান বলিতেছ, জ্ঞানের কর্ম্ম অভেদ বলা তবে তুমি কি ভাবে বলিতেছ প্রকাশ করিয়া বল।

জ্ঞান। আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহাই বলিতেছি, অপ্রত্যক্ষ কিছুই বলি নাই। যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা জ্ঞানের কর্ম্ম নয় প্রত্যক্ষ করা কারণ জ্ঞান জ্ঞাবধি বলিতে পারে, জ্ঞা অতীত জ্ঞানের অতীত হয়।

দর্শন। তুমি কতদূর জ্ঞাবধি বল ?

জ্ঞান। ব্যোমাবধি।

দর্শন। ব্যোমের ভিতর সকলে আছে, তবে কেন এই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞান। ব্যোমের ভিতর সকলে আছে বলিয়া এই ব্যতিক্রম আপনি দেখিতে পাইতেছেন, কারণ জ্ঞান জানিতে পারিয়াছে যে, ভেদ সর্ব্বত্র বিরাজিত হয়। দেখুন, আপনাকে সকল নাগরিকজন সমাদর করে, আমায় তদ্রূপ করে না, ইহার কারণ বোধ হয় সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ জ্ঞান পুরুষকারের দ্বারা বিষয়কে জনসমাজে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দেয়, যাহা পরে মানবসংস্কার বলে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফললাভ করে। যদি আপনি অন্য সংস্কার করিয়া দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকলে আবার সেই সংস্কার গ্রহণ করিবেক, এবং ফলও উৎকৃষ্ট পাইবেক, কিন্তু আপনাকে জনসমাজে ভেদ সংস্কার প্রচার করিতে হইবেক, কারণ ভেদ ব্যতীত সংস্কার হয় না।

দর্শন। তুমি কি বলিতেছ, ভেদ শিক্ষা কেহই দেয়না কিন্তু অভেদ শিক্ষা সকলেই দেয়।

জ্ঞান। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা পুস্তকে ঠিক হয়, কিন্তু কার্য্যে কিছুই মিলেনা, যদি মিলিত তাহা হইলে এত প্রকার পুস্তক হইতনা, এত মত হইতনা, এত দল হইতনা, এত গুরু ও শিষ্য হইতনা, তবে যাহা বলা হয়, তাহা কেবল দল বৃদ্ধি করিবার জন্য আর কিছুই নয়। প্রথমে একটিকে না ধরিলে দর্শন হয়না, প্রথমে একটিকে অনন্ত না রাখিলে জ্ঞান হয়না, প্রথমে একটিকে বিশ্বাস না করিলে উপাসক হয় না। আর দেখুন দর্শনের একটি, জ্ঞানের একটি, এবং উপাসকের অর্থাৎ প্রত্যেকের

একটি স্বতন্ত্র হয়, যদি স্বতন্ত্র সর্ব্বত্র রহিল, তাহা হইলে অভেদ কোথায় হইল।

দর্শন। শব্দে ভেদ হয়, কার্য্যে অভেদ হয়।

জ্ঞান। আমি বলি শব্দে অভেদ হয়, কার্য্যে ভেদ হয়।

দর্শন। দেখ, তাঁহাকে কতজন কত প্রকার শব্দে সম্বোধন করিতেছে, কিন্তু কার্য্যটা কি অভেদ আছে। সম্বোধন কার্য্যটি সকলে করিতেছে, কিন্তু শব্দটি সকলে এক ব্যবহার করিতেছে না।

জ্ঞান। সকলে শব্দের দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে, অতএব অভেদ কোথায়, কিন্তু যে বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে, তাহাই পরস্পরের স্বতন্ত্র হয়।

এই স্বতন্ত্র শিক্ষা দিলে কে?

বোধ হয় বলিবেন—সংস্কার।

তবে সংস্কার করে কে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন—মানব।

তাহা হইলে ভেদ শিক্ষা দিবার স্বামী মানব হন। কেহ পুত্র রূপে আসেন, কেহ বন্ধু রূপে আসেন, কেহ দার্শনিক রূপে আসেন, কেহ জ্ঞানী রূপে আসেন, কেহ উপাসক রূপে আসেন, যদি সর্ব্বমানব এক হইত তাহা হইলে ভেদ জ্ঞান হইতনা, অতএব জগতের সর্ব্ব বিষয়ে ভেদ লক্ষিত হয়।

ভেদজ্ঞান না থাকিলে আপনাকে সকলে পূজা করিতে আইসে কেন, এবং আপনারও ভেদ জ্ঞান না থাকিলে আপনি পূজা গ্রহণ করেন কেন? আর দেখুন, আপনি বক্তা হন, অপরে শ্রোতা হয়, আপনি কাহারও নিকট যাননা কিন্তু আপনার নিকট সকলে আসে। আর দেখুন, আপনি অমুক ভাল অমুক মন্দ বলিতেছেন, যদি ভেদ জ্ঞান প্রথমাবধি না থাকিত তাহা হইলে আপনিও এই ভেদ জ্ঞান

করিতেন না। যতদিন জগতে উপাস্য ও উপাসক আছে, ততদিন জগতে ভেদ জ্ঞান আছে, উপাস্য ও উপাসক যদি না থকিত তাহা হইলে অভেদ জ্ঞান সর্ব্বত্র বিরাজ করিত। জগতে অভেদ কিছু নাই, তবে মহাজনেরা কাগজ-কলমে ও বাক্যে সমস্তই অভেদ লেখেন ও বলেন। তিনি এক এইটী প্রমাণ করিতে হইলে, হয় পূর্ব্ববৎ যুক্তির দ্বারা না হয় পরবৎ যুক্তির দ্বারা কর্ত্তন করিতে করিতে কিম্বা যুক্ত করিতে করিতে শেষে একে আসিয়া উপস্থিত হন, এই এক অভেদ হয়। এই এক লইয়া কেহ কি জগতে বিরাজ করিতে পারেন, যদি তাহা পারিতেন, তাহা হইলে জগতে এত প্রকার সংস্কার থাকিতনা।

পঞ্চভুতে দেহ হয়, এবং ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পঞ্চভুত পঞ্চ প্রকার শিক্ষা দিতেছে, পঞ্চভূত এক প্রকার শিক্ষা দেয়না, যদি দিত, তাহা হইলে পঞ্চগুণ দেহে জাজ্বল্য প্রমাণ থাকিত না।

আপনি দেখুন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চটী হইতে পঞ্চগুণ জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, কিন্তু ইহা সত্য কি মিথ্যা কে প্রমাণ করিতেছে, যদি ইহার প্রমাণের বিষয় না থাকিত, তাহা হইলে জগতে আরো কত কথার শ্রাদ্ধ হইত। নাসিকা গন্ধ প্রমাণ করিতেছে, জিহ্বা রস প্রমাণ করিতেছে, চক্ষু রূপ প্রমাণ করিতেছে, ত্বক স্পর্শ প্রমাণ করিতেছে, কর্ণ শব্দ প্রমাণ করিতেছে, কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই, কারণ খালি-মুণ্ড জগতে কিছুই নয়। বাক্, পাদ, পাণি, লিঙ্গ, গুহ্য যোগ না দিলে মুণ্ড থাকে কোথায়,—ইহাতেও যে সব ঠিক হইল, তাহাও কেহ বলিতে পারেনা, কারণ বৈদ্যেরা আরো কত বাহির করিয়া যোগ দিয়াছেন,—যথা মাংস, মেধ, অস্থি, মজ্জা, রেত। পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে দেখিলে, আরো কত বাহির হয়, ইহা যে সমস্ত অভেদ ইহা কে

বলিবে, যখন একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব থাকেনা, ইহার কারণ ভেদ জ্ঞান সত্য হয়।

দর্শন। তুমি অভেদ জ্ঞানের গোড়া বলিলেনা, তুমি ডাল পালা বলিলে ইহার কারণ ভেদ জ্ঞান প্রমাণ করিলে। শব্দ, স্বভাব সিদ্ধ হয়। শব্দ হইতে প্রথমে অ বর্ণ হইল, ইহার কারণ অ বর্ণকে অন্ত সর্ব্ববর্ণের মুখ্য স্থান কহে। তৎপরে অন্য বর্ণ হইল, বর্ণ হইতে পদ হইল, পদ হইতে ভাষা নিয়ম হইল, ভাষা নিয়ম হইতে মার্জ্জিত ভাষা-রহস্য হইতে লাগিল, ভাষা-রহস্য হইতে আবার দর্শনে এক আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখ গোড়ায় এক হয় আবার শেষে এক হয়, ভেদ কোথায় রহিল ফলতঃ সমস্তই অভেদ হইল, তবে মধ্যটিতে নানারূপ ধরিল, সেইটি অজ্ঞানীর পক্ষে প্রসিদ্ধ হয়, জ্ঞানীর পক্ষে নয়। আর দেখ, তুমি যাহা কিছু বলিলে, তাহা সমস্তই মৃতদেহে থাকে, তবে কেন মৃতদেহ সমস্ত কার্য্য করিতে পারে না। তোমার এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে, আর কিছু উহাতে আছে, কারণ শক্তি না থাকিলে শক্তি হয় না। কেমন হে, এইটি ঠিক কিনা?

জ্ঞান। আপনি যেমন শব্দকে স্বভাব সিদ্ধ করিলেন, বোধ হয় শক্তিকেও তেমন করিবেন, যদি ইহার ঠিক হয়, তাহা হইলে মৃতদেহে শক্তি অভাব কেন? আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে মানব দেহ প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে মানবদেহ প্রাণ বিহীন হয় ইহা স্বীকার করি, তবে আপনি যে শক্তির আবশ্যক বলিয়াছেন, ইহা ঠিক, কারণ প্রাণ বায়ু না বহিলে প্রাণ থাকে না। যদি প্রাণ বায়ু শক্তি হয়, তাহা হইলে রূপান্তর হয় কেন? বায়ু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তবে মৃত দেহে থাকে না কেন। বৈদ্যেরা পঞ্চবায়ু করিয়াছেন, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অভেদ কোথায়, বরং আবার ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইল কারণ এক বায়ু হইল না, পঞ্চবায়ু হইল।

দর্শন। তুমি এত মোটা বুঝ কেন। মৃতদেহে শক্তি নাই কে বলিল।

জ্ঞান। আপনি সূক্ষ্ম করিয়া বলুন, অক্ষ প্রত্যক্ষ করিতেছে, যে মৃতদেহে শক্তি নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অবস্থা ভেদ লক্ষিত হইত না।

দর্শন। তুমি মৃতদেহ নষ্ট করিয়া ফেল, নষ্ট করিলে মহাভুতে যাইল; মহাভুতে ত্র্যসরেণু কিম্বা পরমাণুরূপে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু শক্তি বরাবর বর্ত্তমান রহিল। ত্র্যসরেণু কিম্বা পরমাণু সংযোগে সংযোগে বৃহদাকার হইল, সেই বৃহদাকার আবার মানবদেহ হইল, তবে উপাধি বহু হইল। যদি একটি ভূমিশায়ী মাতাল-দেখ, তাহা হইলে তুমি কি বলিবে যে উহাতে শক্তি নাই, কিম্বা যদি একটি সমাধিস্থ পুরুষ দেখ, তাহা হইলে বলিবে কি যে ইহাতেও শক্তি নাই। পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ ব্যতীত এই সব আর কিছুই নয়।

জ্ঞান। পরমাণু সংযোগ হইতে হইতে বৃহৎ ভাণু হয়, আবার বৃহৎ ভাণু বিয়োগ হইতে হইতে পরমাণু হয়, কিন্তু সংযোগ ও বিয়োগ দুইটী অবস্থা হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দেহের জীবিতাবস্থা ও দেহের মৃত অবস্থা আপনার পরমাণুর সংযোগ অবস্থা আর পরমাণুর বিয়োগ অবস্থা হয়, কিন্তু আপনি পরমাণুটাকে স্বভাবসিদ্ধ অবস্থা বলেন, যেমন আপনি শক্তিকে বলিয়াছেন। ভূমিশায়ী মাতাল ও সমাধিস্থপুরুষ ইহজীবনে পুনরুত্থান করে, কিন্তু মৃতদেহ পুনরুত্থান করে না, যদি সর্ব্বত্র শক্তি বর্ত্তমান হয়, কিম্বা পরমাণু বর্ত্তমান থাকে, তবে অবস্থান্তর হয় কেন? দেহ যদি অবস্থান্তর হয়, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে অভেদ হইল না, ভেদ প্রামণ হইল।

দর্শন। তুমি ভেদ কাহাকে বল?

জ্ঞান। যাহাতে একাবস্থা দেখি না।

দর্শন। অন্ধেরা কিছুই দেখে না, সমস্ততেই এক অন্ধকার অবস্থা দেখে। তুমিও অন্ধ হও, তাহাহইলে একাবস্থা সর্ব্বত্র দেখিবে।

জ্ঞান। অন্ধ হইলে দেখিতে পাইব কেন, আমি দেখিতে পাইতেছি, তাই আপনাকে বলিতেছি যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়। অন্ধ হইলে আপনার ভাল হয়, কারণ আপনার অনুগ্রহে থাকিতে হয়। আপনি ইহাও জানিবেন যে অন্ধেরও ভেদ জ্ঞান আছে। আপনি অন্ধকে জিজ্ঞাসা করুন এখন রাত্রি না দিবা, অন্ধ তৎক্ষণাৎ যথাযথা উত্তর দিবে, অতএব ভেদ সর্ব্বত্র হয়"।

দর্শন। তুমি সূক্ষ্ম ধরিতেছ না, স্থূল ধরিতেছ, তাই ভেদ দেখিতেছ।

জ্ঞান। যাহা সূক্ষ্মে আছে তাহা স্থূলে আছে, যদি স্থূলে ভেদ হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মেও ভেদ আছে।

দর্শন। স্থূলেও ভেদ নাই, সূক্ষ্মেও ভেদ নাই, খালি সংস্কার গুণে ভেদ হয়।

জ্ঞান। আপনা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে খালি সংস্কার গুণে ভেদ হয়। যদি অভেদ সমস্ত হয়, তাহা হইলে ভেদ আইসে কোথা হইতে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আইসে কোথা হইতে। যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী থাকে, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। নিজকর্ম্মগুণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী হয়।

জ্ঞান। যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলেও ভেদ রহিল।

দর্শন। মোটাতে ভেদ রহিল, সূক্ষ্মে রহিল না।

জ্ঞান। মোটা ও সূক্ষ্ম এই দুইটি হইল।

দর্শন। মোটা ঘসিতে ঘসিতে সূক্ষ্ম হয়, অতএব স্থূল ও সূক্ষ্ম এক হয়।

জ্ঞান। যখন উপাধি দুইটি হইল, তখন ভেদ হইল।

দর্শন। আমি একটি বিষয় গ্রহণ করিলাম বিষয়টি টুক্‌রা করিতে সুরু করিলাম, টুক্‌রা করিতে করিতে অণু প্রমাণ হইল, আর টুক্‌রা হয়না, পিসিতে সুরু করিলাম, পিসিতে পিসিতে ফাঁকি হইল, একে অণু তাতে আবার ফাঁকি, আমাকে ফাঁকি দিল। আমি চিন্তায় আনিলাম, ফাঁকি ফাঁকি দিয়া গেল কোথায়। আমি চিন্তায় জানিলাম, ফাঁকি ফাঁকির অর্থাৎ শূন্যের সহিত পিরীত করিয়াছে। পিরীত করিলেই সংযোগ হইল, সংযোগ হইলেই সংযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তত বৃহৎ বিষয় আবির্ভাব হইল। আর বিষয় যত বিয়োগ হয়, তত সূক্ষ্ম হয়, শেষে এত সূক্ষ্ম হয় যে ত্রাসরেণু হয়, এবং মোটা আকার রহিত হয়। দেখ, একটি ত্রাসরেণু সংযোগে ও বিয়োগে এত লীলা করে, তবে তুমি যাহা ভেদ দেখ, উহা লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, কিন্তু বাস্তবিক অভেদ হয়।

আর দেখ, তোমাতে একাদশ তত্ত্ব বিরাজ করিতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশতত্ত্ব আর মন কিম্বা অহঙ্কার যোগ দিয়া একাদশ তত্ত্ব হয়। মন কিম্বা অহং না রাখিলে উপাধি ঠিক হয় না, ইহার কারণ উপাধি প্রমাণ করিতে হইলেই অহঙ্কার তত্ত্বটিকে আনিতে হয়। এই একাদশ তত্ত্ব বিশিষ্ট যে উপাধি জ্ঞানপুরুষ তাহাকে আমি নষ্ট করিলাম, এবং নষ্ট করিলেই মহৎতত্ত্বে মিশিল। মহৎতত্ত্ব মহাভূত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই মহাভূতের বিকাশ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আবার ইহার সহানুভূতি প্রমাণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, আবার ইহাদিগের কর্ম্মনিয়োজিত প্রমাণ হস্ত, পদ, বাক্, লিঙ্গ, উপস্থ হয়, আবার এই বিংশতি তত্ত্বের বর্ত্তমান কর্ত্তা মন কিম্বা অহঙ্কার হয়। মন কিম্বা অহঙ্কার সমস্ত বর্ত্তমান

তত্ত্বকে প্রমাণ করিতেছে। মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ত্ব হয়, এই প্রকৃতিতত্ত্ব অথবা ত্র্যসরেণু এক হয়, যেমন ত্র্যসরেণুর সংযোগে ও বিয়োগে সমস্ত বিষয় বিষয়ীভূত হইতেছে, তেমন প্রকৃতিতত্ত্বের বিকাশে ও অবকাশে সমস্ত তত্ত্ব তত্ত্বযুক্ত হইতেছে।

তিন নাড়ী, ছয়চক্র, পঞ্চবায়ু, পঞ্চকোষ দেহের ভিতর বিরাজ করিতেছে, সহস্রারের অনুগ্রহে সমস্ত চক্রসদৃশ ভ্রমণ করিয়া দেহকে মুক্ত ও বদ্ধ করিতেছে। দেখ জ্ঞান, গোড়ায় সমস্ত অভেদ হয়; পরে ভেদ হয়, যেমন এক হইতে বহু হয়। তুমি যাহা ভেদ দেখ, উহা মধ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, কিন্তু মধ্যে নিয়ম বর্ত্তমান হয়। এই নিয়ম সংস্কার হইতে হয়, সংস্কার ছুটিলে, যাহা স্বভাব তাহাই হয়, এই স্বভাব অভেদ হয়।

জ্ঞান। আপনি যাহা বলিলেন ইহা অত্যন্ত ভাল হয়, কিন্তু মধ্য লইয়া জগৎ আছে, যদি মধ্যে ভেদ হয়, তাহা হইলে গোড়াতে ও শেষেতে ভেদ রহিল। বর্ত্তমান আছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে, যদি বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকিতনা। বর্ত্তমান ত্রিকালকে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকে সংস্কারে বদ্ধ করিতেছে, অতএব বর্ত্তমানে যাহা দেখি তাহাই সত্য হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানকালে সকলে ভেদ দেখে, যদি সকলে ভেদ দেখিল, তাহা হইলে ভেদ সত্য হয় ইহা প্রমাণিত হইল।

দর্শন। তুমি বরাবর ব্যবহার কাণ্ড বলিতেছ, দর্শন কিছুই বলিতেছনা, ব্যবহারে সমস্ত ভেদ হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত অভেদ হয়।

জ্ঞান। জগৎ ব্যবহারময় হয়, দর্শনময় জগৎ নয়, কিন্তু জগৎময় দর্শন হয়।

দর্শন। তুমি কি বুধোর পিণ্ডি উদোর ঘাড়ে ফেলিতেছ,

আবার উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলিতেছ, সব পিণ্ড এক পিণ্ডি করিয়া ফেলনা তাহা হইলেই অভেদ হইয়া যায়।

জ্ঞান। যদি সব পিণ্ডি একপিণ্ডি করিব, তাহা হইলে এত বালাই কেন, এবং আপনি বা এত সূক্ষ্ম বাহির করিবেন কেন। দেখুন, কতকগুলি একত্রিত না হইলে পিণ্ডি হয় না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রথমে ভেদ ছিল ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, পরে আপনি কল, বল ও ছল করিয়া এক পিণ্ডি করিয়াছেন, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আপনি খালি উপাধির দ্বারা এক করিলেন ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।

আর দেখুন, ইংরাজ, রুস, জর্ম্মান, ফরাসী সকলকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে European উপাধি দিতে হয়। আবার ইংরাজ, রুস, জর্ম্মান, ফরাসী, ইরাণী, চীন, এমেরিকান, বুয়ারকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে, শ্বেত মানব উপাধি দিতে হয়। আবার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মানবকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে খালি মানব উপাধি দিতে হয়। মানব ও পশুকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে জরায়ুজ উপাধি দিতে হয়, আবার অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্য ও জরায়ুজকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে ভূত উপাধি দিতে হয়। এইবার ভূতের নৃত্য চলিল, প্রথমে রস শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎপর তেজ শ্রেষ্ঠ হইল, তৎপর মরুত শ্রেষ্ঠ হইল, তৎপর ব্যোমে সব পিণ্ডি শেষ হইয়া মহাভূতে এক পিণ্ডি হইল।

তাঁহার কিম্বা স্বভাবের নিয়ম ইহাই হয় যে জগৎ পরে পরে উন্নতি মার্গে কিম্বা অবনতি মার্গে উঠে ও পড়ে। জগতের উন্নতির যাহা পরাকাষ্ঠা হয়, আর অবনতির যাহা শেষ হয় উভয়ই এক হয়। উন্নতির পরাকাষ্ঠা ও অবনতির শেষ এই উভয়ের মধ্যে মানবজগৎ হয়, এই মানবজগৎ নিয়মে বদ্ধ হয়, এই নিয়ম আবশ্যকে উদ্ভব হয়।

আর পিণ্ডি চট্‌কাইবার পথ রহিল না ফলতঃ শ্রাদ্ধ গড়াইল অর্থাৎ অজানিত আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতেও কথার তর্ক চলে কেননা অজানিত আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা জানিনা, তাহাই অজানিত হয়, যদি সে না জানিল, তাহা হইলে অজানিত শব্দ কি করিয়া প্রয়োগ করিল, অতএব জানিল যে অজানিত হয়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কুতর্ক করিবেন না, কারণ কু কুৎসিতে থাকে, আর সু শুভতে থাকে, এই স্থানে কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি জ্ঞানী, সকলেই সামান্য মূর্খের মতন হয়, কারণ জ্ঞাতীত মানবাতীত হয়।

পাগল যেমন মনে যাহা আইসে তাহাই বকে কিন্তু কার্য্যে সে কিছুই করে না, কিন্তু অসাধারণ পাগল যাহা মনে আইসে তাহাই বকে কিম্বা লিখে, এই বকা কিম্বা লেখা জগতে সংস্কার করিবার আদিতত্ত্ব হয়, এই আদিতত্ত্ব জগতে প্রথম ভেদ শিক্ষা দেয়, কারণ ভেদ-বিশিষ্টপুরুষ হইতে প্রচার হইতেছে। তিনি কি ভাল কি মন্দ ইহার বিচার করিলেন, এমন কি যদি একটী শব্দ লইলেন শিব, শিব, শিব কিম্বা মৌন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, তত্রাচ ভেদ বর্ত্তমান রহিল। অপর ব্রহ্ম,ব্রহ্ম,ব্রহ্ম, উচ্চারণ করিলেন, এবং পুরুষকার কর বলিলেন, উভয়েই যে চরম সীমায় গিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ের মত ভেদ হয়, এই ভেদ আদিতে আছে, যদি না থাকিত তাহা হইলে মত ভেদ হয় কেন, কার্য্য ভেদ হয় কেন, বাক্য ভেদ হয় কেন?

দেখুন, শব্দ এক হয়, শব্দ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বর্ণ তাহা জগতে ভেদ কেন, বর্ণ হইতে যে পদ হয় তাহাই বা জগতে ভেদ কেন, পদ সাজাইবার নিয়ম তাহাই বা জগতে ভেদ কেন, নিয়ম হইতে যে মার্জ্জিত ভাষা হয়, তাহাই বা জগতে ভেদ হয় কেন,

ভাষার দ্বারা যাহা ব্যক্ত করা যায় তাহাই বা ভেদ কেন, একটি প্রদেশের শব্দ অন্য প্রদেশের শব্দ হইতে ভেদ লক্ষিত হয়, ইহারইবা কারণ কি, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ভেদ সর্ব্বত্র বিরাজ করে। যাহা জ্ঞাতীত তাহা মানবাতীত হয়, তবে অভেদ বলা হয় কারণ অজানিত।

আর দেখুন, ভ্রূণ হইতে একাবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক-বিংশতি বৎসর লাগে, কেন এক বারে একাবস্থা প্রাপ্ত হয়না। ভ্রূণ কোথা হইতে উদ্ভব হয়?

বোধ হয় বলিবেন দেহ হইতে।

দেহ আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন অন্ন হইতে।

অন্ন আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন মেঘ হইতে।

মেঘ আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন সমুদ্র হইতে।

সমুদ্রের জল মেঘে পরিণত হয় কি করিয়া?

বোধ হয় বলিবেন সূর্য্যের কিরণের দ্বারা।

সমুদ্র আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন চন্দ্র হইতে।

সূর্য্য ও চন্দ্র আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন পরমাণুর সমষ্টি হইতে কিম্বা তাঁহার হুকুম হইতে।

পরমাণু ও তাঁহার হুকুম আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন জানিনা অর্থাৎ অজানিত, এই অজানিতের স্থানে অভেদ হয়, কারণ জানিনা, ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে যত-

দূর জানা যায় ততদূর ভেদ হয়, জানাতীত অভেদ হয়, অতএব বিশিষ্ট প্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

আর দেখুন, জগতের নিয়ম পরে পরে উন্নতিমার্গে কিম্বা অবনতিমার্গে উঠে ও পড়ে। উন্নতির যাহা পরাকাষ্ঠা হয়, আর অবনতির যাহা শেষ হয়, উভয়ই এক হয়। উন্নতির পরাকাষ্ঠা ও অবনতির শেষ এই উভয়ের মধ্যে যাহা হয়, তাহাই মানবজগৎ হয়। এই মানবজগৎ নিয়মে আবদ্ধ হয়, এবং নিয়ম আবশ্যকমতে উদ্ভব হয়। জগতে যখন যেটি আবশ্যক্ হয়, তখন সেইটি উদ্ভব হয়, এবং সেইটী অবশেষে নিয়মে বদ্ধ হয়। নিয়মে সংস্কার প্রস্তুত হয়, সংস্কার কার্য্যতে প্রবৃত্তি করায়, প্রবৃত্তিতে পুরুষকার আসে, পুরুষ-কারে ফল আছে, ফলে আনন্দ কিম্বা নিবৃত্তি হয়, অতএব ভ্রমণ ব্যতীত কিছু দেখিতে পাই না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। তুমি আদি ধরিতেছ না ও অন্ত ধরিতেছ না, খালি মধ্য ধরিতেছ, ইহার কারণ ভেদ দেখিতেছ।

জ্ঞান। আপনি যাহা বলিলেন ইহা ঠিক, কিন্তু মধ্য লইয়া মানবজগৎ বিরাজ করে, আমি কি করিয়া আদি ও অন্ত ধরি। আপনিও মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আপনি ও আমি এক হইতে পারি কি, স্ত্রীলোককে কি করিয়া পুরুষ বলি, মানব বলিতে পারি। আপনি কি ইহা ভেদ বলেন না?

দর্শন। তন্ময় হইলে ভেদ থাকে না, যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ ভেদ থাকিবে।

জ্ঞান। আপনি ভেদ স্বীকার করিলেন, তবে তন্ময় হইলে থাকে না ইহা আপনি বলিলেন, যদি তন্ময় হয়, তাহা হইলে নিজ-তত্ত্বের লোপ হয়, যদি নিজতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা

অন্য সবতত্ত্বের লোপ হয়। যদি সবতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা তৎতত্ত্বের লোপ হয়। যদি তৎতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না ইহতত্ত্বের লোপ হয়, যদি ইহতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না ভেদ ও অভেদ তত্ত্বের লোপ হয়, যদি ভেদাভেদের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা শূন্যের লোপ হয়। যদি শূন্যের লোপ হয়, কেননা অস্তিত্বের লোপ হয়, যদি অস্তিত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না দর্শনের, বিজ্ঞানের, জ্ঞানের লোপ হয়। কিন্তু দেখুন, লোপ কিছুরই নাই, যাহা অনন্ত-বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, অদ্য তাহাই দেখিতেছেন, আবার অনন্ত বৎসর পরে তাহাই দেখিবেন, তবে ভেদজ্ঞানের দরুণ অভেদ বলেন কারণ অজানিত। আপনি যাহা বলেন তাহাই ভেদ, কারণ ভেদ হইতে অভেদে যাইতেছেন। যতদূর ভেদ করিয়া যাইতেছেন, ততদূর ভেদ দেখিতেছেন, যখন ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন অভেদ করিলেন, ফলতঃ অভেদ বলিলেন, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে অভেদ কোথাও নাই।

দেখুন, পোঁকা, মাকড় দেবতা বলিয়া পূজা হয়, কারণ তৎসময়ে পোঁকা-মাকড় অভেদ ছিল, আবার একজন ভেদ করিয়া বাহির করিল, পোঁকা-মাকড় অভেদ নয়, জল অভেদ হয়। আবার একজন ভেদ করিয়া বাহির করিল, জল অভেদ নয়, তেজ অভেদ হয়, এই প্রকার একের পর এক ভেদ করিয়া জানিল, নীতি অভেদ হয়। দেখুন, কি প্রকার খিঁচুড়ি হইল, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে যত অভেদ হয়, তত ভেদ হয়, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মানবজগৎ ভেদ হয়, ইহাও সত্য হয়।

আপনি দেখুন, সমুদ্রগর্ভের ভিতর যে জলচর যত নীচে আছে সে তত কাল হয়, আর যে জলচর যত উপরে আছে, তাহা তত শ্বেত হয়। পৃথিবীতে যে মানব যত উপরে আছে সে তত শ্বেত হয়, আর

যে যত নীচে আছে সে তত কাল হয়, এই ব্যতিক্রম কেন হয় বলুন দেখি ?

বোধ হয় বলিবেন সূর্য্যের কৃপায়, কেননা সূর্য্যের দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভের নীচের জলচর শ্বেত হওয়া আবশ্যক হয়, কেননা, ইহারা সূর্য্যের রশ্মির অনেক দূরে বাস করে। কিন্তু মানব যাহারা সূর্য্যরশ্মির দূরে বাস করে তাহারা শ্বেত হয়, আর যাহারা নিকটে বাস করে তাহারা কাল হয়। কিন্তু যে সমস্ত জলচর সূর্য্যের নিকট বাস করে সে সমস্ত জলচর শ্বেত হয়, আর যে সমস্ত জলচর দূরে বাস করে সে সমস্ত জলচর কাল হয়। ভূতের সূক্ষ্মলীলা এত সূক্ষ্ম যে মানব বুদ্ধির ফাঁকি ফাঁকিতে পড়ে এবং এই ফাঁকিই অভেদ প্রস্তুত করিবার প্রধান কারণ হয়, কারণ নিজের প্রাধান্যটি ছাড়িতে পারেন না। যদি অম্লান বদনে স্বীকার করেন যে আমি আর ভেদ করিতে পারি না তাহা হইলেই বালাই যায়, আর ভেদ প্রধান হয়, কারণ ভেদ করিলে আরো ভেদ বাহির হয়। যত ভেদ করিবে তত ভেদ বাহির হইবে, যত ভেদ বাহির হইবে তত পুরুষকার বাড়িবে, যত পুরুষকার বাড়িবে তত নূতন আবিষ্কার হইবে, যত নূতনে নূতন যোগ দিবে, তত যোগে যোগে প্রলয় ঘটিবে, প্র...পনি ও আমি এক হই আসিবে, স্থির ...সিলে আবার অস্থির ছুটিবে। এবং ...ও অস্থির লইয়া জগৎ রচিত হয়, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। তুমি যাহা বলিলে ইহা যে অঠিক তাহা নয়। তুমি এক সংখ্যা হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত যাইতেছ, আবার নয় হইতে এক সংখ্যাতে আসিতেছ। এককে আদি করিয়া নয় সংখ্যাতে যাইয়া শেষ করিতেছ, আবার নয় সংখ্যাকে আদি করিয়া এক

সংখ্যাতে আসিয়া শেষ করিতেছ, ইহাই আসা ও যাওয়া এবং যাওয়া ও আসা হয়। এই দুই পথ তুমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছ। এক হইতে নয় সংখ্যাতে যাইতে যে সংখ্যা পর পর প্রয়োজন হয়, এবং নয় হইতে এক সংখ্যাতে আসিতে যে সংখ্যা পর পর প্রয়োজন হয়, ইহাকেই তুমি ভেদ বলিতেছ, কিন্তু আমি এই মধ্য ছাড়িয়া আদি ও শেষ ধরিতেছি, ইহার কারণ আমি সমস্ত অভেদ্ বলি।

তুমি মনে কর, কলিকাতা হইতে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছ, আবার হিমালয় হইতে কলিকাতায় আসিয়াছ, বাস্তবিক তুমি মধ্য কিছুই দেখিলে না, তুমি খালি কলিকাতা ও হিমালয় এই দুইটি ভেদ শব্দ জানিলে। আবার তুমি মনে কর, কলিকাতা ও হিমালয় এই দুইটী ভেদশব্দ দুইটী স্থানকে ভেদ করিবার দরুণ হয়, বাস্তবিক অভেদ হয়, কারণ কলিকাতা হইতে হিমালয় ভেদ নয়। যত কিছু মধ্যের স্থান দেখিতেছ সমস্তই কলিকাতা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত জোড়া ও গাঁথা আছে, যদি বল নদ নদীতে ব্যবধান করিয়াছে, ইহা ভ্রম হয়, কারণ জল সিঞ্চন করিলে দেখিতে পাইবে যে সমস্ত একলিপ্ত আছে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ও হিমালয় [illegible] ভেদ করিয়া বাহির ক[illegible]বে যে দুইটী শব্দ দুইটী স্থানকে ভেদ ক[illegible] উহা কেবল ব্যবহার হ[illegible]। আর দেখ, শব্দ এক হয়, কারণ শব্দ ব্রহ্ম হয়, যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়?

আর দেখ, দেহতত্ত্ব জানিতে পারিলে এক স্থানে বসিয়া সমস্ত পৃথিবীর খবর বলিতে পারা যায়, যদি অভেদ সর্ব্বত্র বিরাজ না করিত তাহা হইলে কি করিয়া সমস্ত পৃথিবীর খবর এক স্থান হইতে বলিতে পারা যায়, এই সাধনকে আমি যোগসাধন বলি। সমস্ত

শূন্যে এক নেতুড় আছে, সমস্ত বায়ুতে এক নেতুড় আছে, সমস্ত তেজে এক নেঁতুড় আছে, সমস্ত জলে এক নেঁতুড় আছে, সমস্ত স্থলে এক নেঁতুড় আছে, যদি ইহা সত্য হয়, আর পঞ্চভূতে দেহ হয় ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহ সাধন করিলে যদি এক স্থান হইতে অন্য সমস্ত স্থানের খবর বলা যায়, ইহাও সত্য হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়, কারণ ভেদ থাকিলে এক স্থান হইতে সমস্ত স্থানের খবর কি করিয়া বলিতে পারা যায়।

আর দেখ, এক হইতে সমস্ত হয়, ইহার কারণ সকলে একের সহিত পিরীত করিতে ইচ্ছুক হয়। জগতে কেহ কি তিনি ছাড়া আছে, তবে ছাড়া এই, যে যার তিনি সে তার তিনি, শব্দের প্রভেদ মাত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর দেখ, মানবদেহ মাত্রেই দুই হাত ও দুই পা হয়, যদি ভেদ হইত তাহা হইলে সমস্ত মানবের দুই হাত ও দুই পা হইত না, কোথায় দশ হাত, দশ পা, কোথায় তিন হাত এক পা এবম্বিধ নানাপ্রকার বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যাইত। যদি ইহা ঠিক হয় অর্থাৎ দুই পা ও দুই হাত মানবের হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়। যদি কেহ এক লাফে কলিকাতা হইতে হিমালয়ে যায় ইহাতে তুমি বলিতে পার যে মধ্য ভেদ না করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না কিন্তু যদি সমস্ত এক কর তাহা হইলে ভেদ কোথায়?

জ্ঞান। আপনি কি আদি ও শেষ লইয়া জগতে বিরাজ করিতে পারেন। দেখুন, শিক্ষা না হইলে বর্ণবোধ হয় না, বর্ণবোধ না হইলে ভাষা বোধ হয় না। পিতা ও মাতা ও রক্ষক যাহা শিক্ষা দিবেন পুত্র তাহাই শিক্ষা করিবেক। যদি শিক্ষা বিহনে বালক ভাষা পড়িতে পারিত তাহা হইলে সমস্ত অভেদ বলিতাম। দেখুন,

একটি বালক অন্য ভাষা যতক্ষণ না শিক্ষা করিবে, ততক্ষণ সে বালক কিছুই বলিতে পারিবে না, কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং কিছুই পড়িতে পারিবে না। যদি সকলে বিনা শিক্ষাতে জগতের সকল রকম ভাষা বলিতে, পড়িতে ও বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে অভেদ বলিতে পারিতাম।

আর দেখুন, এক ও নয় লইয়া কেহই হিসাব ঠিক করিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে অভেদ বলিতাম।

আর দেখুন, আপনি সমস্ত এক নেতুড় দেখাইতেছেন, ইহা যে সত্য ইহার কোন ভুল নাই, তবে কেন আপনি দুইটি স্থানকে ভেদ করিবার জন্য দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিলেন, যদি সমস্তই অভেদ হয়, তাহা হইলে আপনি ভেদজ্ঞান করিলেন কেন?

আর দেখুন, নদ, নদী, সমুদ্র যাহা এক স্থানকে অন্য স্থানের সহিত বিচ্ছেদ করে, ইহা কি কেহ একলপ্ত করিতে পারে, যদিও আপনি সিঞ্চনের প্রমাণ দেখাইলেন, কিন্তু ইহা কি যুক্তিসঙ্গত যে, মানব সিঞ্চনের দ্বারা সমস্ত জমিকে একলপ্ত করিতে পারে। আপনার এইটিও জানা আবশ্যক যে এত জল থাকে কোথায়, এক ধার সিঞ্চন করিয়া একলপ্ত করিতে যাইলে অপর ধার আবার একলপ্তকে ছেদ করিবে। যদি এক ধার করিতে অপর ধার যায় তাহা হইলে অভেদ কোথায়।

আপনি বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করিলেন, কিন্তু কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে পারিলেন না। আপনার বাক্য বাক্যতে রহিল কিন্তু কার্য্যতে কিছুই ফল ফলিল না। যে বাক্য কার্য্যতে সত্য হয়, তাহাই যুক্তিসঙ্গত হয়, আর যে বাক্য বাক্যতে থাকে, তাহা আকাশ-কুসুম হয়। আকাশ-কুসুম বলিয়া কি একটি কুসুম আছে, না ইহা অলীক বাক্য হয়, অতএব যাহা অলীক তাহাই আকাশ-কুসুম

হয়। আকাশ ও কুসুম শব্দ আছে, ইহা বলিয়া আকাশ-কুসুম কি সত্য হয়।

আপনি বলিয়াছেন, ভেদটী ব্যবহার হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্যবহারময় জগৎ হয়। জগৎ ব্যবহারময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, আপনি যাহা করিতেছেন ইহাও ব্যবহার হয়, যদি আপনি ব্যবহারকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তবে আপনার অভেদ কোথায় রহিল। জগৎ ভেদময় হয়, ইহার কারণ জাগতিক-জন ভেদ দেখে, আপনিও জগতের ভিতর আছেন, ইহার কারণ আপনিও ভেদ দেখেন।

আপনি বলিলেন, সব এক নেঁতুড় হয়, যদি সমস্ত এক নেঁতুড় হয়, তাহা হইলে ভেদ হয় কেন?

আপনি বলিবেন, গুণে ভেদ হয়।

কোথা হইতে গুণ আইসে?

আপনি বলিবেন, প্রাক্তন।

কোথা হইতে প্রাক্তন আইসে?

আপনি বলিবেন, বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান আসিলেই ব্যবহার আসিল, অতএব ভেদটী সর্ব্বত্র হয় ইহা প্রমাণিত হইল।

দর্শন। যাহা বিশেষ তাহাই ভেদ, যাহা বিশেষাতীত তাহাই অভেদ হয়।

জ্ঞান। বিশেষ ব্যতীত বর্ত্তমান লক্ষিত হয় না। যাহা বিশেষ তাহাই বর্ত্তমান হয়। বর্ত্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকে না। বিশেষ না থাকিলে ভেদ ও পিণ্ড থাকে না। এই সব লইয়া জগৎ হয়, কিন্তু যদি আপনি এই সমস্তকে লোপ করেন তাহা হইলে অস্তিত্বের লোপ হয়। আপনি বর্ত্তমান আছেন, ইহার কারণ

আপনার ক্রিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে—আপনার ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার পুরুষকার বর্ত্তমান আছে—আপনার পুরুষকার বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার ক্রিয়াফল আছে—আপনার ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার আনন্দ আছে -আপনার আনন্দ বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার প্রাক্তনের মীমাংসা আছে—প্রাক্তনের মীমাংসা আছে বলিয়া দৈবের মীমাংসা আছে—দৈবের মীমাংসা আছে বলিয়া পরমানন্দের মীমাংসা আছে—পরমানন্দের মীমাংসা আছে বলিয়া সংস্কারের মীমাংসা আছে—সংস্কারের মীমাংসা আছে বলিয়া গুণের মীমাংসা আছে—গুণের মীমাংসা আছে বলিয়া নিয়মের মীমাংসা আছে—নিয়মের মীমাংসা আছে বলিয়া জাগতিক জনের মীমাংসা আছে—জাগতিক জনের মীমাংসা আছে বলিয়া অবতারের মীমাংসা আছে—অবতারের মীমাংসা আছে বলিয়া বিশেষের মীমাংসা আছে—বিশেষের মীমাংসা আছে বলিয়া বর্ত্তমানের মীমাংসা আছে, ফলতঃ এই বর্ত্তমানটী অর্থাৎ বিশেষটী ভেদ হয়, কিন্তু ইহার অতীত যাহা তাহাই অভেদ হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অভেদ মানবাতীত হয়, কারণ ভেদ না করিলে ভেদ জানিতে পারে না।

যাহার দৌড় যতদূর হয়, তাহার আয়ত্ত ততদূর হয়, ইহা বলিয়া যে আর কিছুই নাই ইহা বলা ভাল নয়, কারণ সংস্কারে বদ্ধ হইলে আর বেশী দৌউড় হয় না। জগতে মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই মাথা কাহার কতদূর আছে কেহই বলিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে জগতে একরকম মত চিরকাল থাকিত না।

আপনি দেখুন, কত মাথা উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আপনি চিন্তাশীল, ইহার কারণ আপনি ভেদ করিয়া ভেদ বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই যে শেষ ইহা বলা বাতুলতা, আবার

আপনার পক্ষে বাস্তবিকই শেষ, কেন না আপনার আর দর্শন চলেনা, অতএব যথায় দর্শন চলে না তথায় অভেদ হয়, কারণ ভেদ না করিতে পারিলেই অভেদ হয়।

অনেকের পক্ষে পূর্ব্বের কড়ানিয়া ও শতকিয়ার গুরুমহাশয় অভেদ হয়, ইহা বলিয়া কি গুরুমহাশয় প্রকৃত অভেদ হয়—না গুলিসুতা অনেকের পক্ষে অভেদ বলিয়া প্রকৃত অভেদ হয়—তবে যত জনের পক্ষে উহারা অভেদ, ততজনের পক্ষে প্রকৃত অভেদ হয়। অভেদ বলিলে বালাই যায়, ইহা বলিয়া কার্য্যতে কি আপনি অভেদ দেখাইতে পারেন।

দেখুন না, আপনি কত পদার্থকে চিন্তা করিতে করিতে কতদূর আসিয়াছেন, এমন কি অনুবীক্ষণে বিশেষ করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আপনি আর দর্শন পান না বলিয়া কি মীমাংসা শেষ হইল। তবে কতক দিন থাকিতে পারে যত দিন অন্য চিন্তাশীল আসিয়া খণ্ডন না করেন। একের উত্থান ও অপরের পতন এই ব্যবস্থা চিরকাল রহিয়াছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র ঠিক হইল।

দর্শন। তুমি বরাবর ভূত লইয়া ভূতের নৃত্য করিতেছ। ভূতের জড় কোথা তুমি বলিতে পার, যদি পার তাহা হইলে কি করিয়া সমস্ত অভেদ হয় জানিতে পার।

জ্ঞান। ভূতের ভিতর আছি বলিয়া ভূতের নৃত্য করিতেছি। আপনি কি ভূতের ভিতর নাই, যদি স্বীকার করেন—না—তাহা হইলে ভূতের কথা বলেন কেন। আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন, ইহা সমস্তই ভূত হয়, ভূত ব্যতীত ভূত হয় না। যাহা আছে তাহাই আছে, যাহা নাই, তাহা নাই। আপনি বর্ত্তমানে আছেন, ইহার কারণ অতীতে ছিলেন এবং ভবিষ্যতে থাকিবেন, কিন্তু একাবস্থা

কোন কালে নাই, যদি থাকিতেন তাহা হইলে গুণ ভেদ হইত না। বর্ত্তমান গুণ অতীতকে প্রমাণ করে, আর ভবিষ্যৎকে অস্থিত পঙ্কমে ফেলে, ইহার কারণ দুইটি মূর্ত্তি এক নাই।

জগতে যত আকার বিশিষ্ট বিষয় আছে, একটি অপরের সহিত মিল নাই, যদি মিল থাকিত তাহা হইলে কি এত রকম দৃশ্য জগতে বর্ত্তমান থাকিত—না এত রকম চিন্তা জগতে প্রকাশ পাইত—না এত রকম চিন্তাশীল ব্যক্তি জগতে বিরাজ করিত—না এত রকম মত জগতে প্রকাশ পাইত—না এত রকম ব্যবহার জগতে জাজ্বল্য প্রমাণ থাকিত—ইহাতে কি স্পষ্ট প্রমাণিত হইল না যে জগতের নিয়ম সর্ব্বত্র ভেদ হয়।

দেখুন, আপনি ও আমি ভেদ হই, যদি দুইজনে এক হইতাম তাহা হইলে আপনি ও আমি থাকিতামনা, এবং অদ্য এই কথোপকথন হইত না। উভয়ে ভেদ বলিয়া এই ভ্রমণ-রহস্য চলিতেছে। যে অগ্রে ক্লান্ত হয়, সে অপরের নিকট পরাস্ত হয়, কিন্তু ভ্রমণ করিলেই ক্লান্ত হইতে হইবেক যেমন জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, অতএব যখন ক্লান্ত হইল আর ভ্রমণ করিতে পারিল না, তখন বলিল—পা চলেনা। পা চলিল না বলিয়া কি পথ শেষ হইল—না তাহার ভ্রমণ শেষ হইল।

দেখুন, কত ভ্রমণকারী একের পর এককে উত্তীর্ণ হইয়া কতদূর গিয়াছে, এবং কত প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু কেহ কি ভ্রমণটীকে শেষ করিতে পারিয়াছে, যদি পারিত, তাহা হইলে সমস্ত ভ্রমণকারী এক মুখে বলিত না, "অশেষ" ইহাতে কি প্রমাণিত হইলনা যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

আর দেখুন, মূলাধার হইতে সহস্রারাবধি মানবের সীমা হয় কারণ মস্তকের উপর আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহা কি ঠিক, কখনই

নয়, যখন সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে যে মস্তকের উপর শূন্য বিরাজ করিতেছে, তবে আপনি বলিতে পারেন, এই শূন্যকে পরিচয় করিয়া দেয় কে?

মন।

মন ও সহস্রার এক হয়, তবে ইহা ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়, এই মনই শিক্ষা দিতেছে যে, গুণ ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, শূন্য আলাহিদা হয় ইহা মন প্রমাণ করিল, আবার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত এক ইহাও বলিল, আবার পদতলের নীচে তলাতল ইহাও মন সাক্ষী দিল, যদি মন সকল জাগতিকজনকে শিক্ষা দিল ভেদ সর্ব্বত্র হয়, তাহা হইলে অভেদ শিক্ষা কে দিল?

আপনাকে বোধ হয়, বলিতে হইবে যে মনই অভেদ শিক্ষা দেয়।

তবে মন দ্বি প্রকার শিক্ষা দেয় কেন?

আপনি বলিবেন—সংস্কার।

সংস্কার কোথা হইতে আইসে?

আপনি বলিবেন—দৃশ্য হইতে কারণ মন দৃশ্য হইতে ছবি গ্রহণ করিয়া মনন করে—যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে জগতের সমস্ত দৃশ্য পদার্থগুলি ভেদ হয় ইহা প্রমাণিত হইল।

এখন দৃশ্য পদার্থ আইসে কোথা হইতে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন—ভূত হইতে।

ভূত আইসে কোথা হইতে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন—জানিনা কিম্বা তাঁহার হইতে আইসে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিল—কাহার হইতে আইসে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন—তাঁহার হইতে আইসে।

তাঁহার ও কাহার লইয়া শব্দ যুদ্ধ চলিল। শব্দ যুদ্ধে কি উদ্ভব হইল, না একটি নূতন শব্দ যাহা সেই জানিনা শব্দের পরিবর্ত্তে বসিল। নানা পথাবলম্বীরা এই "জানিনা" শব্দের পরিবর্ত্তে নানা শব্দ প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সকলেই "জানিনা" স্বীকার করিয়াছেন, যদি জানিনা এইটী স্বীকার করিল তাহা হইলে সর্ব্বত্র অভেদ কি করিয়া হইল, বরং সর্ব্বত্র ভেদ "জানিনা" সপ্রমাণ করিল।

দর্শন। তুমি যাহা বলিলে উহা সমস্তই স্থূল জগতে ঠিক হয়, কিন্তু জ্ঞাতীতত্তে অঠিক হয়। শুণ ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, ইহাও তুমি সংস্কারে হয় নিজে বলিয়াছ, আবার দৃশ্য জগৎটী হইতে সংস্কারটী হয়, ইহাও স্বীকার করিয়াছ, ভুত হইতে দৃশ্য জগৎটী হয়; ইহাও বলিয়াছ, আবার "জানিনা" হইতে ভূত হয়, ইহাও নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছ, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আমি যাহা বলি তুমি কেননা গ্রাহ্য করিবে, যখন আমি জানিয়া বলিতেছি যে সমস্ত অভেদ হয়। কিন্তু আমি সেই ভেদকে ভেদ করিয়া জানিলাম যে অভেদ হয়, তুমি ভেদ করিতে অপারক হও যাহা তুমি "জানিনা" শব্দ প্রয়োগ করাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি যেরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছ, আমি সংস্কারকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছি, ইহার কারণ আমি যাহা স্বভাব তাহাই তোমায় বলিতেছি। যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে। তুমি মনে কর যে সমস্ত ভেদ হয়, তাই তুমি ভেদ দেখিতেছ, আবার তুমি মনে কর সমস্ত অভেদ হয়, তাহা হইলে তুমি সমস্ততে আবার অভেদ দেখিবে। শুণ সংস্কারটীতে হয়, সংস্কারটী দৃশ্যে হয়, দৃশ্যটী ভুতে হয়, আর ভুতটী জানিনাতে হয় কিন্তু আমি বলি অমুকেতে হয়, ইহার কারণ যাহা বলি শুন :—

একটি লোক একটি দৃশ্য লইল, দৃশ্যটাকে দেখিতে দেখিতে একটি

সংস্কার আসিল. একটি সংস্কার হওয়াতে একটি মহাগুণ হইল, একটি মহাগুণ হওয়াতে একটি দৈব প্রস্তুত হইল, একটি দৈব হওয়াতে একটি আনন্দ ছুটীল, আনন্দ ছুটীতে তন্ময় হইল, এবং তন্ময় হইলেই অভেদ হইল। তুমি ভেদ কর তাই ভেদ দেখ, তুমি অভেদ কর আবার অভেদ দেখিবে। ভেদ ও অভেদ নিজের নিকট হয়। দেখনা, তোমার নিকট ভেদ আছে, ইহার কারণ তোমার নিকট ভেদের বুক্তি অনেক আছে, এমন কি যে যত তর্ক তোমার সহিত করিবে, তুমি তত তর্ক তাহার সহিত করিবে—আবার তুমি অভেদ শিখ, তুমি অভেদ তর্কে নিপুণ হইবে। নিপুণতা অভ্যাসে হয়, কারণ যে বিষয় লইয়া যত অভ্যাস করা যায় সে বিষয়ে তত নিপুণতা প্রকাশ পায়। প্রথমে বিশ্বাসের আবশ্যক হয়, তাহার পর ভক্তির প্র[illegible] হয়, ভক্তি হইতে পুরুষকার উপস্থিত হয়, পুরুষকারের ফল পুনঃপুনঃ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, আবার অভ্যাস করিতে হইলে বিশ্বাসের আবশ্যক হয়, যদিও ইহা সমস্ত দৃশ্য জগতে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সমস্তই অন্তর জগৎ হইতে হয়।

বাহ্য ও অন্তরজগৎটী স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মতন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেহ কেহ বলেন বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর জগৎ হয়, আবার কেহ কেহ বলেন অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগৎ হয়। কিন্তু বাহ্য ও অন্তর জগৎটী কোথা হইতে হয়, এই স্থানে সকলের মত এক হয়, কারণ অভেদ বলিতে হয়। তুমি যে "জানিনা" বলিয়াছ ইহার কারণ তুমি জান যাহা আমি বলি। যদি আমি বলি প্রকৃতি হইতে হয়. তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয়, যদি আমি বলি অণু হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয়, যদি আমি বলি ব্রহ্ম হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য, যদি আমি বলি ঈশ্বর হইতে হয়, তোমার তাহাই

বিশ্বাস করা উচিত হয়, যদি আমি বলি অনন্ত হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয়, যদি বলি এক হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা উচিত হয়, কারণ তুমি নিজে বলিয়াছ, আমি জানিনা। যদি তুমি "জানিনা" এই শব্দকে উপাধি বিশিষ্ট করিয়া প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে কোন বালাই ছিল না।

বিহারী মিত্রের অর্থ হয় যথা,—মিত্র রূপে বিহার করে যে, অর্থাৎ সূর্য্য।

বিহারী মিত্র কি সূর্য্য হয়, না বিহারী মিত্র রহস্যাবলি প্রণেতা একটি মানব হয়। রহস্যাবলি কাহার হইতে হইয়াছে, বিহারী মিত্র হইতে, যদি কেহ বলে সূর্য্য হইতে, তাহা হইলে তাহার ভ্রম হইল কিনা, কিন্তু বাস্তবিক আবার ভ্রম নয়, কারণ বিহারী মিত্র গাঢ় অন্ধকারকে নাশ করিয়া আলোক প্রদান করিতেছে, অতএব ইহা অলঙ্কার হয় ইহা প্রমাণিত হইল।

তুমি "জানিনা" এই শব্দটিকে যদি উপাধি বিশিষ্ট করিতে তাহা হইলে সমস্ত বিষয় যে অভেদ হয় ইহা জানিতে পারিতে, কারণ তুমি এক "জানিনা" শব্দ হইতে সমস্ত লইয়া আসিতেছ। যদি "জানিনা" হইতে লইয়া আইস তাহা হইলে অভেদ কোথায়, কিন্তু "জানিনা" ইহার প্রকৃত অর্থ করিওনা। তুমি, "জানিনা" এই শব্দটিকে একটি সংজ্ঞা করিলে, এবং "জানিনা" সংজ্ঞার অর্থ তুমি নিজে দিবে, অর্থাৎ "জানিনা" অর্থ অভেদ,—এক, যাহা হইতে সমস্ত আসিতেছে। যখন তুমি ইহা কর নাই, সাধারণ অর্থ করিয়াছ তখন তুমি নিজে স্বীকার করিতেছ, যে আমি জানিনা, অতএব যাহা আমি জানিয়া বলিতেছি তুমি তাহা গ্রাহ্য কর।

নিয়ম ইহাই হয় যে জানিনার অপেক্ষা অনুমান বড় হয়, অনুমানের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বড় হয়। আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি

যে অভেদ সর্ব্বত্র হয়। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া ভেদ সর্ব্বত্র হয় তেছ, কিন্তু তুমি, আবার ভেদের জড় কোথায়, এই স্থানে তুমি বলিতেছ যে আমি "জানিনা" ইহার কারণ তোমার ভেদটা যে সর্ব্বত্র আছে ইহা সত্য নয় আরো তুমি নিজে স্বীকার করিতেছ, যে আমি জানিনা, যদ্যপি তুমি ভেদ হইতে সব হইয়াছে ইহা বলিতে, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয় ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করিতাম, যেমন আমি অভেদ সর্ব্বত্র হয় বলিতেছি। অতএব তুমি যাহা জাননা, তাহা আমার নিকট হইতে জান। আর দেখ, তুমি তর্ক করিতে পারিবে না, কারণ নিয়ম হইতেছে, যে যাহা জানেনা, সে তাহা তর্ক করিতে পারেনা, কারণ সে জানেনা যদি তর্ক করে, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর কারণ না জানিয়া যে যাহা তর্ক করে তাহা ঠিক নয়। জ্ঞান। তুমি বিনা সন্দেহে আমার নিকট স্বীকার কর যে অভেদ সর্ব্বত্র হয়। ঐই দেখ, আমাদের বন্ধু হিতাহিত আসিতেছে।

জ্ঞান হিতাহিতকে দেখিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। হিতাহিত যথাযোগ্য আসনে বসিলে পর, দর্শন মধুর বচনে হিতাহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

কিহে বন্ধু হিতাহিত! এখন কোথা হইতে আসা হইল। এখানে জ্ঞানের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল, কিন্তু জ্ঞান "জানিনা" শব্দ প্রয়োগ করাতে কিছু আটে কাটে কেন হাঁড়কাটে পড়িয়া গিয়াছে। তবে ভাল আছ?

হিতাহিত। আর ভাই ভাল, তোমার হেঁপাতে ভাল ও মন্দ কি আছে। এখন ফাঁকির কার্য্য পড়িয়াছে, যে ফাঁকি দিতে পারে সেই বড় হয়, কিন্তু বন্ধু, নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

পরের মন্দ করিতে যাইলে আপনার মন্দ অগ্রে হয়। কেমন হে বন্ধু জ্ঞান! তুমি ঠিক বল কিনা?

জ্ঞান। আজ আমার মাথাটা কিছু খারাপ আছে।

হিতাহিত। আর ভাই ও কথা বলিওনা, মাথা খারাপ হইয়া সব খারাপ হইল। যখন চাষা ভুষো ছিলাম তখন ছিলাম ভাল, এখন সভ্য হইয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাই সর্ব্বনাশ কর্‌রে বাপু, বালাই শেষ হউক, তানা, কথার কাঁটা কাঁটিতে যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে দেহটা গেল। আমি বাল্যকালে ছিলাম ভাল, যৌবনে আমার মন শান্তি গেল, বৃদ্ধ আমায় প্রায় মুড়িয়া দিল। আর কত দিনইবা থাকিব এখন মানে মানে গেলেই বাঁচি।

দর্শন। এত করুণা রস কেন। সভ্য হইতে হইলে একটু মানবলীলা গ্রহণ করিতে হয়। মানবলীলা হিতাহিত হইতে হয়, তবে তফাৎ এই কালীদাসের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বভাবে সমস্তই আছে, তবে একত্রিত করে একটি সুন্দর তোঁড়া প্রস্তুত করাটি কি ভাল নয়?

হিতাহিত। তোঁড়া প্রস্তুত করিতে করিতে স্বভাব যে প্রায় লোপ হইল। স্বভাব লোপ করিলেই স্বভাব জাত দেহকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় কারণ দেহটি সংস্কারে প্রস্তুত হয়। যে প্রকার সংস্কার করিবে সেই প্রকার কার্য্য চলিবে। সংস্কার হইতে কার্য্য হয়, আর কার্য্য হইতে সংস্কার হয়। এই দুটিকে বজায় রাখিয়া চলিলে ভাল হয় না। প্রথমে তুমি কার্য্যকে লোপ কর, তার পর সংস্কারকে লোপ কর, তার পর একবারে একটিতে আসিয়া উপস্থিত হও, যখন একটীতে উপস্থিত হইলে, তখন নীচের গুলিকে একেবারে ছাড়িয়া অন্যটিকে প্রাধান্য দিলে। দিলে ভালই হইল, কারণ অঙ্কুরে রহিল, তবে এইটি কি যুক্তি সঙ্গত নয়, যে অঙ্কুর হইতে করণ

হইয়া জগৎ চলিতেছে, অতএব ক্ষর ও অক্ষর এক হয়, তবে তোঁড়াটি প্রস্তুত করিতে হইলে চারি ধারে চয়নের প্রয়োজন হয়, যেমন পিণ্ডি প্রস্তুত করিতে হইলে চারি ধারের অণুকে একত্রিত করিতে হয়। তাবলে তোঁড়া ও পিণ্ডি সব এক হয়, কিম্বা অণু ও চয়ন সব এক হয়, এইটি বলা কি ভাল।

ব্যাষ্টি বড় হয় কি সমষ্টি বড় হয়, ইহা যেমন কেহই বলিতে পারেনা কারণ ব্যাষ্টি না হইলে সমষ্টি কোথায়, আবার সমষ্টি না থাকিলে ব্যাষ্টি কোথায়, চয়ন না হইলে তোঁড়া কোথায় আর অনু একত্রিত না হইলে পিণ্ডি কোথায়, আবার পিণ্ডি না চট্‌কাইলে অনু কোথায়, আর তোঁড়া না ভাঙ্গিলে চয়নটী কোথায়। তুমি যে কালিদাসের মালা গাঁথা হার বলিয়াছ, আর তোঁড়া প্রস্তুত করা ভাল বলিয়াছ, ইহা খুব ঠিক হয়, তবে কি জান, হারটীকে ও তোঁড়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কিম্বা যাহা হইতে হার ও তোঁডা প্রস্তুত হয়, তাহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আমার মতে কোন্‌টী হিত বা কোন্‌টী অহিত এই বুদ্ধিটীকে একত্রিত করিয়া হিতাহিতের দ্বারা জগতে চলা ও ফেরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে বলিতে পারিনা কার বুদ্ধির দৌড় কতদূর হয়।

চুরি করা মহাপাপ হয়।

কেন মহাপাপ হয়?

হিতাহিত বলিতেছে।

কেন হিতাহিত বলিতেছে যে চুরি করা মহাপাপ হয়,—

কারণ একজনের দ্রব্য লওয়াতে একজনের হিত হয়, এবং অপরের দ্রব্য যাওয়াতে একজনের অহিত হয়, অতএব হিতাহিত বলিল—চুরি করা মহাপাপ।

জনসমাজে এই সংস্কারটি বদ্ধমূল করিবার দরুন আবার রাজা

নিয়ম করিলেন—যে চুরি করিবে তাহার ছয় মাস কারাগারে বাস করিতে হইবে।

তবে কি কেহই চুরি করিবেনা।

অধিকাংশজন জামিত করিবে না কেননা রাজ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তবে যাহার অভাব হইবে সে চুরি করিবে, কারণ অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

দর্শন। অভাবে যদি স্বভাব নষ্ট হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যে অভাবের দরুন চুরি করিল তাহার আবার পাপ কি করিয়া হইল।

হিতাহিত। তাহা নয় বাপু, পাপ বহু প্রকার আছে। একটী মুনি বনে বাস করে, তাহার ইচ্ছামত সে বনের ফল ও মূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে, এইটী কি চুরি নয় কারণ পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মুনি চুরি করিল, কেননা মুনি নিজের দ্রব্য লইতেছেনা।

এখন বন কাহার ইহা দেখা আবশ্যক হয়।

যদি কেহ বনের মালিক থাকে, মুনির কর্ত্তব্য হয় যে মালিককে বলিয়া বনজাত ফল ও মূল গ্রহণ করা।

যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে বনদেবীর দ্রব্য হয়।

বনদেবী বলিয়া একটী আকার বিশিষ্টা স্ত্রীলোক নাই, এখন মুনি কাহার নিকট হইতে হুকুম লয়।

যে স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয় অথচ মীমাংসার অন্য কোন প্রকার উপায় নাই সে স্থলে মনই কর্ত্তা হয়।

মুনি মনকে জিজ্ঞাসা করিল—মন! আমি কি এই অপরের দ্রব্য গ্রহণ করিব।

মন বলিল। সেকি, তুমি মুনি হও, তোমার কার্য্য দেখিয়া অপর সকলে কার্য্য করিবে, তুমি যদি পরের দ্রব্য গ্রহণ কর এবং

ইহা চুরি করা না হয়, তাহা হইলে সকলে চুরি করিবে, কারণ তুমি প্রধান নজির হইবে এবং সকলে বলিবে অমুক মুনি পরের দ্রব্য লইয়াছে, এবং সেই কার্য্য চুরি বলিয়া ধর্ত্তব্য হয় নাই।

মুনি উত্তর করিল। তবে আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করি?

মন বলিল। তোমার দেহ আছে, তুমি কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ কর। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা মন বলিতেছে।

মুনি উত্তর দিল। মন বলিতেছে পরের দ্রব্য লইলে চুরি. করা হয়, ইহা সত্য হয়, কিন্তু যখন তিনি স্বভাব করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি অভাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সংস্কার যাহা মনকে শিক্ষা দিতেছে যে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, কারণ যতদিন জগতে আপন ও পর ব্যবহার হইয়াছে, ততদিন যথার্থ পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় ইহাও সত্য হইয়াছে, কারণ একজনের দ্রব্য অপরজন লইলে যদি চুরি করা মহাপাপ না হয়, তাহা হইলে সমাজ চলিবেনা। পরস্পরের দ্রব্য রক্ষা করিবার দরুন চুরি করা মহাপাপ ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে।

মন বলিল। যতদিন জগতে মানব হইয়াছে, ততদিন চুরি করা মহাপাপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মুনি উত্তর দিল। তিনি জীব দিয়াছেন, আহার দেন নাই।

মন বলিল। তিনি জীব দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন, এবং মন দিয়াছেন যাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় সমভাবে চলিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া দিয়াছেন, পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ কর।

মুনি বলিল। ইহা কি পরিশ্রম নয়, যে আমি তাঁহাকে অহরহ ডাকিতেছি।

মন বলিল। পরিশ্রম বটে, তবে তিনি সাকার না হইয়া দিতে

পারেন না। সাকার হইলেই সাকারের উপাসনা আবশ্যক হয়। যদি তুমি সাকার হইয়া সাকারের উপাসনা কর, তাহা হইলেই জীবন ধারণ করিতে পার, আর তাহা না করিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি বলিল। আমি তাঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করি না।

মন বলিল। যদি তাঁহার উপাসনা কর, তাহা হইলে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব ইহাও নিরাকরণ কর। যদি সর্ব্বস্ব তাঁহার হয়, তবে তুমি আলাহিদা কর কেন ?

মুনি বলিল। হিতাহিত বলিতেছে।

মন। যদি হিতাহিত ইহা কহে যে তিনি ও তুমি আলাহিদা হও, তাহা হইলে তোমায় নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। বুদ্ধি হইতে তুমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছ, অতএব তোমার বুদ্ধির মতে তোমাকে চলিতে হইবে। দৃশ্য পদার্থ হইতে বোধ হইয়া বুদ্ধি হয়, এই দৃশ্য পদার্থ যাহা শিক্ষা দেয়, তাহাই বুদ্ধি হয়, এই বুদ্ধি ইহা হিত উহা অহিত শিক্ষা দিতেছে, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, ইহাও তোমায় স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি। পরের দ্রব্য না লইলে জীবন ধারণ হয় না।

মন। যতদিন পরজ্ঞান থাকিবে ততদিন পুরুষকার চলিবে। যে দিন পর ও অপর নিজের অনুগ্রহে আসিবে সে দিন হ য ব র ল যাইবে। যখন তিনি জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাদিগের আহারও দিয়াছিলেন, কালক্রমে কার্য্যাবশ্যকতাতে হস্তান্তর হইতে সুরু হয়, এই হস্তান্তরে মালিক ও অমালিক ঠিক হয়। যখন মালিক ও অমালিক ঠিক হইল, তখন চুরিও সঙ্গে সঙ্গে

উপস্থিত হইল। জগতে এমন স্থান নাই যাহার মালিক নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বিনা মালিকের হুকুমে দ্রব্য আহরণ করিলে চুরি করা হয়।

মুনি। আপনি মালিক কাহাকে বলেন?

মন। বিষয়ের স্বামী যে হয়।

মুনি। এক ব্যতীত অন্য কেহই দ্রব্যের স্বামী নন।

মন। তবে একের উপাসনা করা আবশ্যক হইল।

মুনি। আমি তাঁহার উপাসনা করিতেছি।

মন। তিনি নিরাকার হন, তুমি সাকার হও, অতএব তাঁহার নিকট হইতে হুকুম কি করিয়া সংগ্রহ করিবে।

মুনি। কেন মন যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

মন। মন বলিতেছে, পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়।

মুনি। মন নিরাকার হয়, যদি মন নিরাকার হইয়া বলিতে পারিল, তাহা হইলে মনকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি কি নিরাকার হইয়া বলিতে পারেন না?

মন। তিনি বলিতে পারেন যখন তিনি হন, আর যখন তিনি ও আমি আছি তখন আমি বলিতে পারি, কারণ তিনি নিরাকার হন। যাহা নিরাকার, তাহা বলিতে পারে না। দশ ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মন হয়। মনের আকার নাই ইহা সত্য হয়, কিন্তু দশ ইন্দ্রিয় ব্যতীত কি মনের অস্তিত্ব আছে, তুমি বলিতেছ যে মন কর্ত্তা হয়, ইহার কারণ বাস্তবিক মন কর্ত্তা হইল। মন না হইলে মনন হয়না, দশ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি যে মন ইহার প্রমাণ কি, ইহার প্রমাণ মনন ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহাতে প্রকাশ পায়, সংজ্ঞার নাম সংজ্ঞা। যদি সংজ্ঞা কেহ না করিত, তাহা হইলে সংজ্ঞা থাকিত না, এই সংজ্ঞা

সংস্কার উৎপাদন করে ফলতঃ সংস্কার হইতে সত্য উপস্থিত হয়, অতএব যাহা সংস্কার তাহাই সত্য হয়। মন এই শব্দটী যখন সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইল তখন সত্য হইল; কারণ মন না হইলে মনন হয় না অতএব বিষয়কে মনন করিয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহাও সত্য হয়।

এখন মনন করে কে?

মানব।

মানব কোথা হইতে আসিল?

মনু হইতে।

মনু কোথা হইতে আসিল?

মন হইতে।

এই সব সংজ্ঞা কোথা হইতে আসিল?

বুদ্ধি হইতে।

বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল?

দৃশ্য পদার্থের বোধ হইতে।

বোধ কোথা হইতে আসিল?

বুধ ধাতু হইতে।

বুধ ধাতু কোথা হইতে আসিল?

এইবার সংজ্ঞা হইতে হয় বলিতে হইবে।

দেখ মুনি—যখন চুরি এই সংজ্ঞাটী আছে, আর আবশ্যক মতে মানবের দ্বারা সংজ্ঞা প্রস্তুত হয়, তখন চুরি করা মহাপাপ ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি। চুরি করা মহাপাপ ইহা আমি শতবার বলি, কিন্তু জীবন ধারণের দরুণ বন হইতে ফল ও মূল গ্রহণকে চুরি বলি না।

মন। যদি পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বিনা মালিকের হুকুমে বন হইতে ফল ও মূল গ্রহণ

করিলে কেননা চুরি করা হইবে। দেখ মুনি—তুমি মুনি নাম লইয়াছ, কিন্তু বুদ্ধির নিকট হইতে ফাঁকিটী ভালরূপে শিক্ষা কর নাই, তবে বলি শুন;—

মুনিরাই সংজ্ঞা প্রস্তুত করে, মন হইতে মনন হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার দৃষ্ট জগৎ হইতে বোধ হয় তাহাও বলিয়াছি, আবার বুধ ধাতু হইতে বোধ হয়, তাহাও বলিয়াছি, এখন বুধ ধাতু কোথা হইতে হয়, ইহা কেহই বলিতে পারেনা, তবে সংজ্ঞা হইতে হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সংজ্ঞা করে কে?

মানব—ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

মানব মনু হইতে হয়, আবার মনু মন হইতে হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সংজ্ঞা লইয়া বিষয় হয়, এবং সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয়।

যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে মন দৃষ্ট বিষয়কে মনন করিতে লাগিল, বিষয়কে মনন করিতে করিতে বহু দৃষ্টি ছুটীল, বহু দৃষ্টি ছুটালে মনোযোগ উপস্থিত হইল। মনোযোগ অর্থাৎ মন আর মনন বিষয়ের যোগ, যদি মনন বিষয়ের যোগ মনের সহিত হইল, তাহা হইলে আর বিয়োগ অর্থাৎ অপর রহিল না, যদি অপর রহিল না, তাহা হইলে এক হইল, অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব রহিল। যদি মনের অস্তিত্ব রহিল ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মন যাহা বলিল তাহাই সত্য হইল, বাস্তবিক সত্য হয় কারণ বিষয়কে তন্ন তন্ন করিয়া এবং এক একটী বিষয়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শেষে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন উপস্থিত হইল অমনি তন্ময় হইল, তন্ময় হইতে যাহা বাহির হইল তাহাই জগতে সত্য বলিয়া কথিত হইল। এই সত্য হইতে জগতে সংজ্ঞা হয় এবং এই সংজ্ঞা হইতে জগতিকজনের সংজ্ঞা হয়। জাগতিকজনের

ব্যবহারে সংজ্ঞাটী সংস্কারে বদ্ধ হয়। সংস্কারটী অদ্ভুত পদার্থ হয়, যাহা নিয়ম-রহস্যে সম্পূর্ণরূপে বলা হইয়াছে।

মন বলিল—পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। জগতে যতক্ষণ তিনি বর্ত্তমান আছেন, ততক্ষণ সমস্তই তাঁহার হয়। তবে জীবন ধারণ হয় কি করিয়া—আবার তিনি নিরাকার হন, কি করিয়াই বা তাঁহার হুকুম সংগ্রহ করা হয়, অতএব ইহা মহা গোলমালের কথা হয়—কিন্তু তাহা নয়, যুক্তি করিলেই বোধ হয়—বোধ করিলেই একটি স্থির হয়—একটি স্থির হইলেই সুস্থির হয়, এবং সুস্থির হইলেই মন শান্তি হয়। তিনি নিরাকার কিন্তু তিনি জগতে পুত্ররূপে সাকার হইয়া আসেন, কিম্বা মিত্ররূপে সাকার হইয়া আসেন, কিম্বা সয়ম্ভুরূপে আসেন, কিম্বা বুধরূপে আসেন। তাঁহার সন্তান সকলে হয়, তবে কেন একটি প্রাধান্ত লাভ করে, এবং কেনই বা অন্য সকলে তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করে।

সকলকে স্বীকার করিতে হইবে গুণের কারণ।

কেন গুণ সকলকার প্রভেদ হয়?

নিজ নিজ কর্ম্মেতে।

কেন নিজ নিজ কর্ম্ম কম ও বেশী হয়?

প্রাক্তনের ফল।

কেন প্রাক্তনের ফল বিভিন্ন হয়?

বর্ত্তমানে পুরুষকার না করিবার কারণ। বর্ত্তমানই কালক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ হয়। তিনি সাকার রূপে ক্রিয়া গুণে অবতার হইলেন, ইহা মন তন্ময় হইয়া কহিল। এই তন্ময় অবস্থাটী মুনিরা বিষয়কে মনন করিতে করিতে প্রাপ্ত হয়, কারণ মুনিরা মনের একতা করিতে সাধনা করে। যদি সমস্তই তাঁহার হইল, তাহা হইলে আমার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাতে দোষ আসে, কারণ পর ও অপর

থাকে না, যদি পরটাকে ও অপরটাকে লোপ করা হয়, তাহা হইলে চুরি শব্দটী সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা ঠিক, তবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া গ্রহণ করিলে চুরি হয়না।

সকল মুনিরা ভূস্বামীর নিকট চলিল এবং তথায় মহাতর্কের পর ইহাই ঠিক হইল যে, বনের দ্রব্য মুনিদের জীবন ধারণের জন্য রহিল। তবে মুনিরা যদি জনসমাজে আসিয়া কাহার দ্রব্য বিনা অনুমতিতে লয়, তাহাই চুরি করা হইবে, অতএব মুনিদের ডালা হুকুম রহিল, কারণ মুনিরা মনের একতা সাধন করিয়া জগতের যথেষ্ট উপকার করে।

পেট জ্বলিলে মস্তকের তেজ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আহারের ভাবনা নাই, ভাবনারও অভাব নাই। যথায় স্বভাব উপস্থিত হয়, তথায় সত্য বিরাজ করে। মুনিরা স্বভাব সিদ্ধ মানব হয়, ইহার কারণ যুক্তির আশ্রয়ে মুনিরা চুরি করিল না, বরং যে বনে যাইয়া মনের চর্চ্চা করিল, সে জগতের পূজনীয় হইল।

আর দেখ, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, কেহ যদি পরের দ্রব্য লয়, দেশের রাজা তাহাকে দণ্ডবিধি আইনে দণ্ড দেয়, কেননা প্রজার শান্তি ভঙ্গ না হয়, কিন্তু পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে ডাকাতি করা হয়, ডাকাতকেও রাজার অনুগ্রহে চলিতে হয়। যে ডাকাত পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইল এবং সে যদি ধরা পড়িল, দেশের রাজা তাহাকে চোরের অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড দিল, কারণ চোরের অপেক্ষা ডাকাতেরা প্রজার শান্তি ভঙ্গ বেশী করে, আর চোরেরা লুকাইয়া লয়, ডাকাতেরা প্রকাশ্য রূপে লয়, ইহার কারণ দেশের রাজা চোরের শাস্তির সহিত ডাকাতের শাস্তির তারতম্য করিয়াছে। রাজা যদি পরের রাজ্য বলপূর্ব্বক লইল,

ইহা পরের দ্রব্য অপহরণ হইল না, বরং রাজার গুণ বৃদ্ধি পাইল। সকলকার কার্য্য এক হয়, কিন্তু সংজ্ঞা ফল প্রত্যেকের পৃথক হয়, যেমন মানব সকলে হয়, কিন্তু অবতার সকলে হয় না। বন্ধু—অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়।

দর্শন। বন্ধু—জ্ঞান কহে ভেদ সর্ব্বত্র হয়। আমি বলি অভেদ সর্ব্বত্র হয়, আবার আপনি বলেন ভেদও হয় আবার অভেদও হয়। এই তিন জনের তিন মত যদি হয়, তাহা হইলে সত্য কোনটি হয়। আর আপনি যে বলিয়াছেন কার্য্যগুণে বড় ও ছোট হয়, তাহাই বা কি, কারণ অভেদ হইলে সব এক হওয়া উচিৎ। আর আপনি তন্ময় হইলে সত্য প্রকাশ হয় বলিয়াছেন, ইহাই বা কি, কারণ ভেদ হইলে সমস্ত ভেদ হওয়া আবশ্যক অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্তগুলি বিশেষ করিয়া বলুন।

হিতাহিত। তুমি যাহা বলিলে, ইহা সমস্তই ঠিক হয়, তবে একজন গোড়া ধরিতে চেষ্টা করে, অপরজন ডালপালা লইয়া বিরাজ করে। এমন গোড়া নাই, যাহার ডাল পালা নাই আবার এমন ডাল পালা নাই যাহার গোড়া নাই। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে দুইটিকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হয়। [এইখানে একটুকু বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা আবশ্যক হয়, কারণ কেহ বলিতে পারে পরগাছার গোড়া নাই ও মূলার ডাল পালা নাই, কিন্তু তাহা নয় এক প্রকারে আছে ইহা বিশেষ করিয়া জানিবে।]

একটি জ্ঞানী বলিল—অনন্ত ঠিক হয়, কিন্তু যাহার অন্ত নাই তাহার মীমাংসা কি করিয়া হইতে পারে, কারণ আদি, মধ্য ও অন্ত না থাকিলে মীমাংসা হয় না। যদি অনন্ত কহিলাম তাহা হইলে অন্ত পাইলাম না, যে বিষয়ের অন্ত পাই না, সে বিষয়ের মীমাংসা কি করিয়া সত্য কহিব, ইহার কারণ বিশ্বাসকে অনন্তের স্থানে রাখিয়া

অনন্তকে সত্য করিল। যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ঠিক হইল, আর বিশ্বাস না কর তাহা হইলে অঠিক রহিল। দর্শন যুক্তি ব্যতীত বিশ্বাস করিবে না। পূর্ব্বে বিশ্বাস কর, পরে ফল দেখ, কারণ বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য হয় না। দর্শন বিশ্বাস করিল যে অনন্ত ঠিক হয়, কিন্তু দর্শনকে ফল দেখাইয়া দিতে হইবে। দর্শন বলিল—যদি অনন্ত ঠিক হয় তাহা হইলে তুমিই স্বীকার করিতেছ, যে আমার অনন্তের ঠিক নাই, কেননা তুমি নিজে অনন্ত কহিতেছ, তবে জগতের ভেদ জ্ঞান যাহা বলিতেছ, ইহা ঠিক, কেননা দুইটি বিষয় এক নাই। জগতে কত মানব রহিয়াছে, এবং সকলেই প্রকৃতি পুরুষ অর্থাৎ মাতা ও পিতা হইতে জন্মিয়াছে, কিন্তু সকলকার সহিত সকলকার কেমন সুন্দর বিভিন্নতা রহিয়াছে, যাহা নিজের চক্ষু বলিতেছে, কিন্তু পৃথক পদার্থকে পৃথক কর বলিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ইয়ুরোপবাসীদের এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক ধর্ম্ম হয়, ইহা বলিয়া কি স্ত্রী আপনার স্বামীকে চিনিতে পারেন না—না জমক ভাই হয় বলিয়া স্ত্রী নিজের স্বামীকে চিনিতে পারেন না। চক্ষুর ভেদ শক্তি এত বেশী যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়েতে ভেদ দেখিতে পায় এবং ইহা দেখিতে পারে বলিয়া জগতের সমস্ততে ভেদ দেখে। যে যত ভেদ দেখিবেক সে তত ভেদ বাহির করিতে পারিবেক, যত ভেদ বাহির করিতে থাকিবেক, তত অদ্ভুত উন্নতি মার্গে উঠিবেক। বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত ভেদ দেখে, ইহার কারণ বিজ্ঞান জগৎ অন্য জগৎ অপেক্ষা বলবান হয়। বৈজ্ঞানিকেরা কোন৹ বিষয়ে অভেদ বলে না, বরং সমস্ততেই ভেদ বলে, ইহার কারণ ভেদ করিতে অর্থাৎ নূতন আবিষ্কার করিতে ক্ষমতাবান হয়।

অভেদ বলিলে পুরুষকার বন্ধ হয়, পুরুষকার বন্ধ হইলে দর্শন

বদ্ধ হয়, কিন্তু দর্শন বলে অভেদ হয়, কি উৎকৃষ্ট সংস্কার দেখ। দর্শন এত ভেদ করিয়া গেল ইহা ভুলিয়া যাইল, যথায় আর ভেদ অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না তথায় ঠাণ্ডা হইল অর্থাৎ নিরস্ত হইল, কিন্তু অনন্ত কহিল না, অভেদ কহিল অর্থাৎ একটী উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা করিল, বলিল না যে আমি জানিনা, যদি বলিত তাহা হইলে দার্শনিক হইলনা জ্ঞানী হইল। জ্ঞানী স্বীকার করিতেছে যে আমি জ্ঞাবধি জানি, জ্ঞা অতীত আমার অতীত হয়, কিন্তু দর্শন স্বীকার করিতেছে যে আমি দর্শন করিয়াছি, কারণ দর্শন না করিলে দর্শন হয় না। দর্শন সংজ্ঞা হইতে সমস্ত আনিল, অর্থাৎ বিশেষ হইতে সাধারণ কিম্বা সাধারণ হইতে বিশেষ, কিন্তু জ্ঞানী শব্দের অর্থ ধরিয়া আনিল ইহার কারণ নিজে জানিনা ইহা স্বীকার করিল।

এইখানে একটু কথার তর্ক হইতে পারে কারণ জ্ঞানী অর্থ জানি যদি এই অর্থ করা হয় তাহা হইলে দর্শনের অর্থের সহিত কিছুই প্রভেদ রহিল না, অর্থাৎ দর্শন ও জ্ঞান এক হইল।

দৃশ ধাতুর উত্তর অনট করিলে দর্শন হয়। আর দৃশ ধাতুর উত্তর য করিলে দৃশ্য হয় ইহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইল যে, দার্শনিক দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ objective হইতে সংজ্ঞার দ্বারা শেষ মীমাংসা ঠিক করিয়াছে।

জ্ঞা ধাতুর উত্তর অনট করিলে জ্ঞান হয়, জ্ঞা ধাতু ইন্ করিলে জ্ঞানী হয়। জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞানী অর্থাৎ বুদ্ধিমান। বুধ ধাতুর উত্তর ক্তি করিলে বুদ্ধি হয়, মতু করিলে বুদ্ধিমান হয়। জ্ঞা ও বুধ উভয়ের অর্থ প্রায় এক হয়। দৃশ্য জগৎ না থাকিলে জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি হয় না, আবার দৃশ্য জগৎ না লইলে দার্শনিক হয় না। বাহ্য জগৎ বাহ্যে রহিল, বাহ্য জগতের ছবি অন্তর জগতে

যাইল, অন্তর জগতে যাইবার মাত্রই উভয়ে পরিচয় হইল, পরিচয় হইলেই জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি আসিল, জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি আসিলেই বিষয়কে বিচারে আনিল, বিষয়কে বিচারে আনিলেই ভেদ জ্ঞান উপস্থিত হয়, ফলতঃ এই ভেদ জ্ঞান বিষয়কে ভেদ করিতে শিক্ষা দেয়। যে যত দূর চলিল অর্থাৎ যত সূক্ষ্মে যাইতে পারিল, সে তত নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিল, কিন্তু কেহই শেষ করিতে পারিল না, যদি পারিত তাহা হইলে মত ভেদ হইত না।

জ্ঞানীরা জানিল যে আমরা শেষ জানিলাম না ইহার কারণ অনন্ত বলিলাম, দার্শনিক জানিল যে ইহাই শেষ ইহার কারণ সমস্তই অভেদ হয় ফলতঃ সংজ্ঞা করিয়া সংজ্ঞাটীকে প্রাধান্য দিয়া উহা হইতে সমস্ত আনিল কিম্বা সমস্ত হইতে শেষে যাইল। যাহারা দার্শনিক রহিল তাহারা তাহাদের সংজ্ঞাটীকে সত্য বলিয়া অন্য সমস্তকে সপ্রমাণ করিল, আর যাহারা দার্শনিকের উপর উঠিল অর্থাৎ মানব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠতা লাভ করিল এবং সে বিশ্বাসে অনন্তকে প্রমাণ করিয়া ভেদ জগতে ভেদ করিতে থাকিল, অর্থাৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। দার্শনিক ইহ জগৎকে সংজ্ঞার দ্বারা ঠিক কিম্বা অঠিক সপ্রমাণ করিল, কিন্তু যাহা ভেদ করিয়া অভেদ করিল, দুঃখের বিষয় সেই ভেদটাকে ছাড়িয়া অভেদটাকে ধরিল।

আমি ভেদ ও অভেদ দুই ধরি কারণ যথায় ভেদ অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারি না তথায় নিরস্ত হইয়া অভেদ বলি আর ভেদকে ভেদ করিয়া যে প্রকারে যাই তাহাকে ভেদ বলি, কারণ আমার নাম হিতাহিত হয়। দর্শন অভেদকে বড় বলে, জ্ঞান ভেদকে বড় বলে, আমি ভেদাভেদকে বড় বলি।

জগতে বড় ও ছোট হয় কেন?

কার্য্যের দ্বারা।

যদি সমস্তই অভেদ হয়, তাহা হইলে ছোট ও বড় আইসে কোথা হইতে। কার্য্যগুণে ছোট ও বড় কেন হয়, এইখানে পুনঃ-জন্ম আনিয়া প্রমাণ করিব ঃ—

কোনজন পূর্ব্ব জন্মে ভাল কার্য্য করিয়াছিল, ইহার কারণ ইহজন্মে বড় বলিয়া কথিত হইল। কেহ একদিনে একখানি পুস্তক শেষ করিয়া ফেলিল, কেহ সমস্ত জীবনে পারিল না, অর্থাৎ হাজার হাজার বার পড়িল কিন্তু শেষ করিতে পারিল না। কেহ রাজবংশে জন্মিল, কেহ বঙ্গদেশে অর্থাৎ কুলি বংশে জন্মিল, ইহা প্রাক্তন ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রাক্তন অতীত কালকে কহে যাহা বর্ত্তমানে করিয়াছিল, ফলতঃ তাহার ফল ভবিষ্যতে ফলিল—ভবিষ্যৎ আবার বর্ত্তমান হইল, পূর্ব্বের বর্ত্তমানটী—প্রাক্তনটী আবার অতীত হইল।

পুনঃজন্ম পুরুষকারকে পোষণ করিতেছে, যদি বর্ত্তমানে পুরুষ-কার না কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন উৎকৃষ্ট ফল পাবে না, ভবিষ্যৎ আবার যখন বর্ত্তমান হইবে, তখন পূর্ব্বের বর্ত্তমানটীর অর্থাৎ প্রাক্তনটীর উপর আর কিছুই ক্ষমতা থাকিবে না। বর্ত্তমানে যাহারা পুরুষকার করে অর্থাৎ এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে, তাহারা মরিলে পর অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনেক যশ পায়, যাহা প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল হয়। বড় লোকের গোরে যখন বেঙ ডাকে তখন তাঁহার গুণের পরিচয় হয়, কারণ জীবিতাবস্থাতে গুণের পরিচয় দিতে যাইলে সময় নষ্ট হয়, সময় নষ্ট হইলে পুরুষকার কম হয়, আর এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মন দিলে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহার কারণ জীবিতাবস্থাতে যে যত অজানিত থাকিয়া পুরুষকারের সেবা করিবে, সে তত ভবিষ্যতে যশ লাভ করিবে।

পরিশ্রমের ফল বৃথা যায় না, অদ্য কিম্বা কল্য কিম্বা কিঞ্চিৎ দিন পরে নিশ্চয় ফল ফলিবে, যেমন সঞ্চিতমেঘরূপে পরিণত জলরাশি শূন্যে শূন্য হইতে পারে না, বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। দেহটী কি করিয়া প্রস্তুত হয়—সংস্কারটী কি করিয়া হয়—কার্য্যের ছোট ও বড় কি করিয়া হয়, আমার রহস্যাবলি পাঠ করিয়া মীমাংসা করিবে।

জ্ঞানীরা এই সমস্তকে ভেদ দেখে, এবং ক্রমান্বয়ে ভেদ করে, ইহার কারণ জ্ঞানীরা বড় কর্মিষ্ঠ হয়। দর্শন ইহা কিছুই মানে না, কারণ সকলকে মরিতে হইবে বলে, যাহা কিছু দেখ সমস্তই অনিত্য, যাহা অনিত্য তাহার আবার আদর কি। যশ, গুণ ও ক্রিয়া জাগতিকজনের নিকট ব্যবহার বলিয়া কথিত হয়, অতএব এই ব্যবহার আইসে কোথা হইতে তাহাই দেখ।

মানব হইতে আসে।

মানব কোথা হইতে আসে?

মনু হইতে।

মনু কোথা হইতে আইসে?

মন হইতে।

মন কোথা হইতে আসে?

পঞ্চভূত হইতে।

পঞ্চভূত কোথা হইতে আসে?

জ্ঞান বলিবে জানি না, কিন্তু দর্শন বলিবে অমুক হইতে আসে, ফলতঃ দর্শন অমুকটির একটি সংজ্ঞা দিল, এবং এই সংজ্ঞা হইতে সমস্তকে আনিল, এবং দর্শন কহিল—অভেদ, কারণ একটি হইতে সমস্ত আসিতেছে, অতএব যাহা আসিতেছে তাহা কিছুই নয়, ফলতঃ সমস্ত অনিত্য হয়।

হিতাহিত এই দুই লইয়া বিরাজ করে, কারণ যতদিন হিত ও

অহিত থাকিবে, ততদিন ভেদ ও অভেদ থাকিবে। সমস্ত জগৎ হিতাহিতের চেলা হয়, কারণ হিতাহিত ব্যতীত জগতে কোন কার্য্য হয় না। দর্শন ও জ্ঞান যাহা কিছু করিবে তাহা সমস্তই হিতাহিতের হয় ইহা নিশ্চয় জানিবে।

কেহ বলিল—তন্ময় হইলে সত্য পায়। যে বলিল, সে নিজে স্বীকার করিল, হিতাহিত শিক্ষা দিতেছে, কারণ যদি তাহার অন্য .জ্ঞান না থাকিবে তাহা হইলে কেন সে বলিল তন্ময় হইলে সত্য পায়। যদি সমস্ত তন্ময় তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই কারণ সমস্ত সত্য হয়। কিন্তু সে তন্ময় হইবার পথ দেখাইয়া দিল, কারণ পথিক অন্য পথে যাইতে পারে, অতএব পথটীকে প্রমাণ করিতে হিতাহিতের আবশ্যক হইল। যে পথটী সে বলিতেছে সেইটী হিত, এবং যে পথটী সে খারাপ বলিতেছে সেইটী অহিত, অতএব সে হিতাহিতের আশ্রয় লইয়া তন্ময়টী সত্য হয় ইহা সে সপ্রমাণ করিল, যেমনি প্রমাণিত হইল অমনি জাগতিকজন কার্য্য করিতে সুরু করিল। এইবার নীতিশাস্ত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোন মহাজন নীতিকে বড় করিয়াছে, কারণ নীতি রক্ষা না করিলে জগতে কোন উত্তম কার্য্য হয় না, বাস্তবিক ইহা সত্য হয়, কারণ সুস্থদেহ না হইলে কোন বিষয় মীমাংসা হয় না। নীতি পালন না করিলে জগতে বড়লোক হয় না, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে নীতি বড় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

নীতিতে চরিত্র পরিষ্কার হয়—চরিত্র পরিষ্কার হইলে কার্য্য পরিষ্কার হয়—কার্য্য পরিষ্কার হইলে ফল পরিষ্কার হয়—ফল পরিষ্কার হইলে প্রতিভা বিকাশ পায়—প্রতিভা বিকাশ পাইলে আনন্দ উদ্ভব হয়, আনন্দ উদ্ভব হইলে শান্তি শোভা পায়, এই শান্তিই তন্ময় হয়। দেখ—এক নীতির আশ্রয়ে সে তন্ময় লাভ করিল।

দর্শন বলিল—তন্ময় সংস্কারে হয়। যদি সংস্কার অন্য প্রকার কর তাহাই হইবে, অতএব নীতি হইতে তন্ময় পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়। দর্শন যে অসত্য বলিল, তাহা নয়, কারণ সমস্তই প্রকৃত সংস্কার হয়। ব্যবহারে সংস্কার হয়, সংস্কারে কার্য্য হয়, কার্য্যে ফল হয়, ফলে আনন্দ হয়, আনন্দে শান্তি হয়।

দর্শন বলিল। শান্তি ভোগ কে করিল।

দেহ।

দেহ নষ্ট হইলে শান্তি ভোগ কে করিবে, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইলে পাপ ও পুণ্য কিম্বা শান্তি ভোগ কে করিবেক?

জ্ঞান বলিল। দেহ নষ্ট হইল না, পঞ্চভূতে মিশিল।

অমনি দর্শন বলিল। তবে ব্যবহার অর্থাৎ ভেদ লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন কি?

জ্ঞান বলিল। প্রয়োজন আর কিছুই নয়, দেহ নষ্ট না হইলে ভূত হয় না।

দর্শন বলিল। ভূত না হইলে দেহ হয় না।

হিতাহিত বলিল। ভূত হইতে দেহ, আবার দেহ হইতে ভূত কারণ দেহ বিনা ভূতের অস্তিত্ব কোথায়, আবার ভূত ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব কোথায় অতএব সংস্কারে দর্শনের সংস্কার ঠিক হয়, এবং সংস্কারে জ্ঞানের সংস্কার ঠিক হয় ফলতঃ অঠিক কেহই নয়।

দর্শন। সংস্কার ব্যবহারে হয়। আমি ব্যবহারকে অনিত্য কহি, ফলতঃ সংস্কার কিছুই নয়। যাহা স্বভাব তাহাই ঠিক।

জ্ঞান। স্বভাব কাহাকে বল?

দর্শন। যাহা প্রকৃত ভাব হয়, তাহাকে স্বভাব বলি।

জ্ঞান। প্রকৃত কাহাকে বল ?

দর্শন। অপ্রকৃত নয়।

জ্ঞান। অপ্রকৃত কাহাকে বল ?

দর্শন। যাহা সংস্কারে গঠিত হয়।

জ্ঞান। সংস্কার গঠন করে কে ?

দর্শন। মানব।

জ্ঞান। যাহা মানবে বলে তাহা প্রকৃত নয়, অর্থাৎ অপ্রকৃত হয়।

দর্শন। যদি সংস্কারে বলে তাহা অপ্রকৃত, আর যদি স্বভাবে বলে তাহা প্রকৃত হয়।

জ্ঞান। কোন মানব প্রকৃত বলে ?

দর্শন। যে মানব স্বভাবে আছে।

জ্ঞান। কোন মানব স্বভাবে আছে ?

দর্শন। যে ব্যবহার-সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জ্ঞান। ব্যবহার-সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ হইলে পশু হয়, আর মানব থাকে না, ফলতঃ জন্তু হইয়া যায়।

দর্শন। সকলেই জন্তু হয়।

জ্ঞান। জন্তুতে কি স্বভাব আছে ?

দর্শন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন।

জ্ঞান। এই চারিটি স্বভাব কোথা হইতে আইসে ?

দর্শন। অন্যত্র বলা হইয়াছে।

জ্ঞান। ভূতে আছে, অই আকারে আছে।

দর্শন। যাহা ভূতে আছে, তাহাই আকারে আছে।

জ্ঞান। ভূত কোথা হইতে আসে ?

দর্শন। সংজ্ঞা হইতে আসে।

জ্ঞান। সংজ্ঞা করে কে?

দর্শন। সংজ্ঞা বিশিষ্ট মানব।

জ্ঞান। যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্যবহারটী অঠিক কেন যখন মানব আবশ্যক মতে করিয়াছে।

দর্শন। অভেদ ঠিক হয়, আর সমস্ত অঠিক হয়। যাহার ধ্বংশ নাই তাহাই সত্য হয়, আর অন্য সমস্ত অসত্য হয়।

হিতাহিত। সত্য ও অসত্য হিতাহিতের চেলা হয়। দেখ— তুমি একটি শেষে সংজ্ঞা দিয়া শেষ করিয়াছ, আর বলিতেছ, ইহা হইতে সমস্ত আসিতেছে, আবার যাইতেছে, অতএব যাহা হইতে আসিতেছে তাহাই সত্য আর সব অসত্য হয়। তুমি জানিয়া বলিতেছ, কিন্তু তোমায় এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি প্রথমে এই জাগতিক ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া শেষে জানিয়াছ, যে ইহা অসত্য হয়, কারণ উহা হইতে আসিতেছে। আচ্ছা, যত কিছু বলিয়াছ, ইহা ব্যাকরণের আশ্রয় লইয়া বলিয়াছ কিনা। ব্যাকরণ অগ্রে না ভাষা অগ্রে হয়?

দর্শন। ভাষা অগ্রে হয়।

হিতাহিত। তবে আবশ্যক মতে ব্যাকরণ হইয়াছে, এবং ইহা মানবের কৃত হয়, ইহা তোমায় স্বীকার করিতে হইবে।

দর্শন। প্রয়োজন মতে সমস্ত হয়, ইহাও ব্যবহার হয়।

হিতাহিত। তবে তুমি বল ব্যাকরণ কিছুই নয়, যখন প্রয়োজন মতে হইয়াছে, আবার মানবের কৃত হয়।

দর্শন। যাহা মানবের কৃত তাহাই ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ না থাকিলেও যখন চলে, তখন কিছুই নয় বলিতে পারি, তবে প্রয়োজন মতে ব্যবহারে ব্যবহার করিতে হয়।

হিতাহিত। ব্যবহার করিতে হয় ইহা স্বীকার কর?

দর্শন। করি, কিন্তু না করিলেও চলে। যাহা আমার শেষ হয়, তাহা না ধরিলে চলিবে না। অভেদ হইতে সব হয়, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা করে, তাহা হইলে তাহা হইতে যাহা, তাহা অনিত্য হয়, ইহার কারণ যাহা হইতে সব হয়, তাহাকেই আমি বড় বলি।

জ্ঞান। যদি তাহা হইতে সব হয়, তবে নীচেরগুলিকে অর্থাৎ ভেদগুলিকে স্থান দাওনা কেন?

দর্শন। উহাদের নিজের স্থান থাকিলে দিতাম, যখন পরের কৃপায় থাকে তখন যাহার কৃপায় থাকে, আমি তাহাকেই বড় বলি।

জ্ঞান। অন্যকে ছোট বল, ইহা স্বীকার করিতে হইল, যদি স্বীকার কর তাহা হইলে ভেদ হইল।

হিতাহিত। দেখ—তোমরা কত কথাকাটাকাটি করিতেছ, কিন্তু উভয়েই ঠিক আছ, যদি উভয়ে মিলিয়া যাও, তাহা হইলে হিতাহিত প্রস্তুত হয়, আর বালাই থাকে না, নানা মত থাকে না। হে ভাই সকল! কার্য্যগুণে ছোট ও বড় কি করিয়া হয় তাহা আমি বলিলাম, এবং যাহা তোমাদের নিজের দৃষ্টান্ততে তোমরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেক। এখন দৈব কি শুন:—

তোমরা উভয়ে নিজ মতের মতন কার্য্য করিতে লাগিলে। প্রাক্তন গুণে কার্য্য কম ও বেশী হয়। বর্ত্তমানপুরুষকার ইহার কারণ হয় যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরুষকারের দ্বারা বিষয়ে মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। যাহার মনোযোগ যত যোগ হইল, তাহার তত কার্য্য সিদ্ধি হইল। অন্যে বলিল—দৈবে হইতেছে, বাস্তবিক তাহা নয়। পুরুষকারের ফল দৈব হয়। দৈব অত্যন্ত আনন্দ দেয়। পরিশ্রমের ফল যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা

অত্যন্ত আনন্দ দেয়, এমন কি আনন্দ বিহ্বলে সমাধি হয়। কাহারও সমাধি ভঙ্গ হয়, কাহারও বা হয় না। যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, এবং দৈব-আনন্দ সহ্য করিতে পারে না, তাহার মৃত্যু হয়, আর যে সবল থাকে, সে আনন্দ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ শান্তিতে হয়। শান্তি আর কিছুই না নির্ব্বাণ। কেহ জীবন মুক্ত হয়, কেহ বিদেহ মুক্ত হয়, মুক্ত অর্থাৎ সন্দেহের স্থল হইতে তফাৎ হওয়া অর্থাৎ সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বভাবে আসা। যাহা স্বভাব তাহাই মুক্তি হয়। পরিশ্রমের ফল কত উৎকৃষ্ট দেখ।

যদি জগৎ অনিত্য হইত তাহা হইলে কি দর্শন ও জ্ঞান এত পরিশ্রম করিয়া দার্শনিক ও জ্ঞানী হইত। তবে দার্শনিক নীচেরটি ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ যাহা দর্শন করিয়া দার্শনিক হয়, তাহাই ছাড়িয়া দেয়, খালি অভেদটাকে রাখে, এবং কহে ইহাই সত্য হয়, অপর সমস্ত অসত্য হয়।

জ্ঞানী নীচেরটিকে বজায় রাখিয়া ভেদ করিতে থাকে, কিন্তু মীমাংসা না করিতে পারিয়া বিশ্বাস বলে অনন্তকে ঠিক করে, কিন্তু অনন্তকে আর ছেঁড়াছিড়ি করে না।

আমি দুইটিকেই ঠিক বলি, যখন উভয়ের কার্য্য হিতাহিতের দ্বারা সাধন করিতে হয়। ভেদ ব্যতীত অভেদে যাওয়া যায় না, আবার অভেদ ব্যতীত ভেদে আসা যায় না, এই ভেদাভেদকে হিতাহিত প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেয়। যাহাকে পরবৎ হইতে পূর্ব্ব-বতে যাইতে হইবে কিম্বা পূর্ব্ববৎ হইতে পরবতে আসিতে হইবে, তাহাকে হিতাহিতের আশ্রয় লইতে হইবে। ভাল মন্দ, ছাড়া ছাড়ি, এটা ওটা, তর্ক বিতর্ক সমস্ত হিতাহিতের ফল হয়, তবে কেহ শেষ ধরে, কেহ যাহা হইতে শেষে যায় তাহাকে ধরে। এক মুখকে

আগা করিলে অপর মুখ শেষ হয়, আবার যে মুখটিকে শেষ করা হইয়াছিল সেইটিকে আগা করিলে অপর মুখটি শেষ হয়, যাহাকে পূর্ব্বে আগা করা হইয়াছিল। যতকিছু গোলমাল মধ্য লইয়া হয়, এই মধ্যটী সংস্কারে গঠিত হয়। এই মধ্য জগৎ ঘুরণীয়মাণ হয়। অবতার যে প্রকার সংস্কার জগতে দিয়া যান, সেই প্রকার সংস্কার জগতে বিরাজ করে। অবতার একটি নন, যুগে যুগে আবশ্যক মতে অবতার আসেন। এই অবতারকে কেহ তাঁহার পুত্র কহে, কেহ বন্ধু কহে, কেহ স্বয়ং কহে। এই অবতার মধ্যজগৎ করিবার হেতু হন। মধ্য জগতে যাহারা বিরাজ করে গুণ হিসাবে তাহারাই বড় ও ছোট হয়, ফলতঃ এই বড় ও ছোট লইয়া মধ্য জগৎ হয়। দেশের রাজার হুকুম ব্যতীত কেহই চলিতে পারে না, কারণ হুকুমের অর্থাৎ আইনের বিপরীত কার্য্য করিলে অমনি দেহকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। দেহটী মধ্যজগতে বিরাজ করে, ইহার কারণ নিয়মে বদ্ধ হয়। নিয়ম ভঙ্গ করিলে, দেহকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি মধ্য-জগৎটী কেবল মানবের লীলার স্থান হয় তাহা হইলে ভেদটী নিশ্চয় ঠিক হয়, আর মধ্যজগতের শেষ কিম্বা আদি যদি ধরিতে হয়, তাহা হইলে অভেদটী ঠিক হয়। দর্শন ও জ্ঞান উভয়ই ঠিক হয়, কিন্তু হিতাহিতের চেলা হয়।

অদ্য হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দপুর ও সুতালুটি বলিয়া দুইটি গ্রাম ছিল, এই দুই গ্রামে তন্তুবায়ের বাস অধিক ছিল, হোগলা বনের অভাব ছিল না, ইহার কারণ ব্যাঘ্রেরও অভাব ছিল না। কালিমাতা হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে। যখন ইংরাজ বাহাদুর আসেন তখন হইতেই কলিকাতা এই নামটী প্রসিদ্ধ হইল কারণ ইংরাজ বাহাদুর রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইংরাজ বাহাদুর রাজধানী স্থাপন করিবার পর হইতে

নানা দিগ্দিগন্ত হইতে নানা জাতীয় লোকের আগমন হইতে আরম্ভ হইল। পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর প্রায় দশগুণ লোক বাড়িল, আর পঞ্চাশ বৎসরে আর দশগুণ যোগ দিল, আর পঞ্চাশ বৎসরে প্রায় পঞ্চাশগুণ হইল, আপাততঃ প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস করে। অল্পস্থানে বহু লোকের বাস বলিয়া নানা সংক্রমণ রোগের উৎপত্তি হইতেছে ও নানা প্রকার অন্ন সেবন করিবার কারণ নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইতেছে, সময়ে সময়ে মড়কও দেখা দিতেছে, তবে ভীষণ মূর্ত্তিতে অদ্য পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই।

ইংরাজ বাহাদুর সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার দরুণ একটি municipal অফিস স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে প্রায় বাৎসরিক ষাট লক্ষ টাকা খরচ হয়। ইহাতে যে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা নয়, অভাব পড়িলেই ধার করিতে হয়। বহু কোটী টাকা ধার হইয়াছে। হোগলা বনকে সহর করিতে হইলে কত টাকা ব্যয় হয় তাহা দেখ, আর কত সময় লাগে তাহাও দেখ, আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে কলিকাতা রাজধানীতে অনেক লোক হইয়াছে, লোক সংখ্যা কমাইবার উপায় দেখা আবশ্যক হয়। বড় বড় রাস্তা করিবার দরুন আর খরচ ঠিক রাখিবার দরুন দিন দিন কর বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও বড় বড় রাস্তা করিবার দরুন অনেক লোক সংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা আছে, আর খরচের দরুন কর বৃদ্ধি করাতেও লোক সংখ্যা কমিবার আশা আছে, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম হয়, কারণ অন্নের দ্বারা বসতি হয়। যে সমস্ত জমি পতিত আছে, তাহাই বাসের যোগ্য স্থান হইবে, আর যত কর বৃদ্ধি হইবে ততই রোজগার বৃদ্ধি পাইবে কারণ ইহা হস্তান্তর কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাটীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে আর স্থানের

আবশ্যকতা যত সংকীর্ণের ভিতর হইবে ততই কর বৃদ্ধির শোভা পাইবে কিন্তু বড় ভদ্রাসনের শোভা আর দৃষ্টিগোচর হইবে না।

কলিকাতা রোজকারের স্থান হয়। একটি স্থানে প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রতিপালন হইতেছে, যত দিন প্রতিপালন হইবে অর্থাৎ অন্ন থাকিবে ততদিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন অন্যত্রে ছড়াইলে লোক সংখ্যা আপনি কমিয়া যাইবে। কেল্লা আছে, বড় লাট ভবন আছে, বড় আদালত আছে, ছোট আদালত আছে, পুলিশ আদালত আছে, ভারত গভার্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত অফিস আছে, বাঙ্গালা গভার্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত অফিস আছে, মিউনি-সিপাল অফিস আছে, ইহা ব্যতীত বন্দর সম্বন্ধের অনেক অফিস আছে, সদাগরের ও দোকানদারের ভাত ভিক্ষা আছে, বড়, মধ্য ও ছোট লোকের ভদ্রাসন ও বিদেশীয় বসতবাটী আছে, এবং একটি প্রধান সহরে অন্য অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা সমস্তটি বর্ত্তমান আছে, যদি এই সমস্ত অন্নের স্থান থাকে তাহা হইলে কি করিয়া লোক সংখ্যা কমিতে পারে, বরং দিন দিন যত অন্যত্রে অন্ন অভাব ছুটিবে তত লোক সংখ্যা বাড়িবে, কারণ কলিকাতা একটি প্রসিদ্ধ অন্নের স্থান হয়। ছোট লাট ভবন, আলিপুর আদালত, খিদিরপুর ডক ইহাও একটি প্রধান কারণ হয়, আর যদি সেণ্ট্রেল এষ্টেসন হয় তাহা হইলেতো congestion of the city হইবে তাহার কথাই নাই। কালিঘাট ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রধান অফিস আর একটি কারণ হয়, সমস্ত অন্ন একত্রিত হইবার কারণ এই congestion of the city হয়, যদি decentralisation ধরা হয় তাহা হইলে ভাল হয়।

সেণ্টেল এষ্টেসানটী যদি কলিকাতার উত্তরে করা হয় তাহা

হইলে অনেক লোক ছড়াইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে রেলের প্রধান অফিসগুলিও, সেণ্ট্রেল এষ্টেসনের ভিতর হওয়া আবশ্যক হয়, আর একটি সুবিধা যে কলিকাতার উত্তর ধারকে রক্ষা করা হয়। সেণ্ট্রেল এষ্টেসনটীর স্থান যথা; পূর্ব্ব সিয়ালদার রেলওয়ে লাইন, পশ্চিম হুগলি নদী। উত্তর ভেড়াটোলা রাস্তা বরাবর রেলওয়ে লাইন অপর ধারেও হুগলী নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণ চিৎপুর খাল। এই চতুঃসীমা জমি যদি রেলওয়ে কর্ত্তাপক্ষেরা লন তাহা হইলে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য হয়, আর খরচা অনেক কম হয়। হাওড়া হইতে হুগলি পর্য্যন্ত এক খানি গাড়ি চলিবে, কিন্তু অন্য গাড়ি Direct jubilee bridge দিয়া চিৎপুর station আসিবে এবং .সিয়ালদারও ঐরূপ হইবে—অর্থাৎ চিৎপুর junction দিয়া আসিবে, অন্য দিকে অর্থাৎ চিৎপুরের এষ্টেসন হইতে অন্য গাড়ি চলিবে, তবে East coast railway's কিছু অসুবিধা হয়, ইহার কারণ jubilee Bridge দিয়া না আসিয়া চিৎপুর Bridge's উপর দিয়া আসিলে কোন বালাই হয় না, অর্থাৎ তিনটি রেল একত্রিত হইতে পারে। চিৎপুরে হুগলী নদীর উপর আপাততঃ সাঁকো নাই একটি permanent Bridge আবশ্যক হয়, floating Howrah Bridge রহিল, অপর একটি permanent chitpur Bridge হইল, ইহাতে পরপারের মায় শ্রীরামপুর অবধি লোকের সুবিধা হইবে, আর রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের খরচা সেণ্ট্রল এষ্টেসন লইয়া মায় চিৎপুর wouldbe bridge পর্য্যন্ত বোধ হয় যে খরচা কলিকাতায় central station করিতে এখন ঠিক হইয়াছে, অর্দ্ধতে কার্য্য সমাধা হইতে পারে, আর কলিকাত[illegible]উত্তর দিক বেশ গুলজার হয়।

আলিপুরের সমস্ত আদালত ও Presidency commis-

sioner's অফিস আর বাসস্থান যদি কলিকাতার উত্তরে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতার উত্তর দিগ বেশ গুলজার হয়, তবে আলিপুরের নিকটবর্ত্তী লোকের কষ্ট না হইবার কারণ সিয়ালদহের সমস্ত আদালত আলিপুরে উঠাইয়া দেওয়া হউক, ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না, বরং কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে। আলিপুর আদালত সকলকার out of the way হয় কারণ কোন railway station নাই, কোন নদী নাই, যাহাতে লোকের যাতায়াতের সুবিধা আছে, তবে দেশের রাজা যেখানে প্রজাদিগকে আদেশ করিবেন সেইখানেই প্রজা যাইতে বাধ্য আছে।

ছোট লাটের বাসস্থান যদি কলিকাতার উত্তরে হয়, আর Bengal Government's সমস্ত অফিস যদি কলিকাতার উত্তরধারে যায়, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর দ্বিতীয় কলিকাতা হয়, তবে এতটা আপাততঃ প্রয়োজন নাই, কিন্তু হওয়া উচিত। কলিকাতা India government's অধীনে থাকুক, এবং সমস্ত India সংক্রান্ত head office থাকুক। বঙ্গ গভরমেণ্ট সংক্রান্ত কেন থাকিবে।

আপাততঃ কলিকাতা নগরে উত্তর দক্ষিণে চারিটি রাস্তা আছে, ইহাতে ঠিক হয় নাই, Halliday ও Amerest রাস্তা বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ ভেদ করিলে ভাল হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আটটি আছে, তবে ধর্ম্মতলার রাস্তা পূর্ব্ব দিকে খালের রাস্তার সহিত দেখা করিলে ভাল হয়, বাতাস বরাবর খেলিতে পারে। বহুবাজার ও হেরিসন রাস্তাটী ঠিক আছে। Beadon street, grey street খালের রাস্তার সহিত মিলাইয়া দিলে ভাল হয়। হেরিসন ও বিডিন রাস্তার মধ্যে একটি বড় নূতন রাস্তা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, যাহা পূর্ব্ব দিগে খালে মিশিবে, এবং পশ্চিম দিগে strand Road

দেখিবে। গ্রেষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীটের মধ্যে আর এক টি বড় রাস্তা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, এই সব যদি করা হয়, তাহা হইলে congestion of calcutta যাইতে পারে, আর তাহা না হইলে টাকার শ্রাদ্ধে বড় লোকের ঘরে congestion of brain যে রকমে যায় সেই রকম হইতে পারে। মেয়েরা বলিয়া থাকে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। বন্ধু দর্শন ও জ্ঞান! তোমাদেরও ঠিক এই রকম হয়, কারণ তোমরা মাজিয়া ও ঘসিয়া এত পরিস্কার কর যে স্বভাব-হিতাহিতটী এক বারে লোপ পায়, খালি নিজের উপার্জ্জিত বিদ্যার প্রাদুর্ভাব থাকে।' বন্ধু—অনেক সময়ে মুর্খের কথা দার্শনিকের ও জ্ঞানীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ হয়। যদি হিতাহিতটী লইয়া দার্শনিক ও জ্ঞানী চলে, তাহা হইলে দুই কুল বজায় থাকে। বন্ধু—তোমাদের ভেদ ও অভেদ কি এখন জানিতে পারিলে?

দর্শন। আপনি যাহা বলিলেন, উহা খোসামোদের বাক্য হয়, আপনি ভেদকে ও অভেদকে সমান করিয়া, আপনি ভেদাভেদ হইলেন। আমি হিতাহিতটীকে প্রকৃত সত্য বলি না কারণ হিত ও অহিত দ্বি বলিয়া কথিত হয়। আর দেখুন, সংস্কার গুণে হিতাহিত প্রস্তুত হয়। আপনার যে প্রকার সংস্কার আপনি সেই প্রকার বলিয়াছেন। ঐই দেখুন, আমাদিগের প্রধান বন্ধু নিত্য আসিতেছেন।

স্বগত। আমরা তিন জনে তিন দিকে ধাই, ইহার কারণ আমাদিগের ভিতর পরস্পরে মিল নাই। আমি অভেদ লইয়া বিরাজ করি, বন্ধু জ্ঞান ভেদ লইয়া থাকেন, বন্ধু হিতাহিত ভেদাভেদ লইয়া উভয়কে সমভাবে রাখেন, কিন্তু কাহারও শেষ মীমাংসা নাই, তবে বাক্যের কৌশলে ও পদ বিন্যাসের তারতম্যে অন্যের

নিকট আমরা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করি, বাস্তবিক প্রকৃত পক্ষে সকলকারই গোলমাল হয়। দেখা যাউক, ইনি আবার অদ্য কি করেন।

প্রকাশ্যে। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন। আপনার সমস্ত মঙ্গল ?

নিত্য। আর ভাই, যাওয়া ও আসাই আমার নিত্য কার্য্য হয়, তবে যিনি যে ভাবে লন। তোমাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল হয়—তবে যদি মঙ্গল বল, আমার মঙ্গল হয়—আবার যদি অমঙ্গল বল, আমার অমঙ্গল হয়। শিব, শিব—সত্য, সত্য—নিত্য, নিত্য, নিত্য।

জ্ঞান। আমার মঙ্গলে আপনার মঙ্গল হয়,এইটা কি বলিলেন?

দর্শন। আপনি যাওয়া ও আসা বিষয়ে নিত্য কি বলিলেন। আর যে ভাবে যে লয়, ইহাই বা কি ?

হিতাহিত। আপনি শিব, শিব—সত্য, সত্য—নিত্য, নিত্য, নিত্য কি বলিলেন ?

নিত্য। মান্যবর জ্ঞান! আপনার হইতেই আমি জ্ঞান লাভ করি, যদি আপনি না থাকিতেন, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না। জগতে এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহাকে জ্ঞান বলিয়া কহিতে পারি, আবার এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহাতে জ্ঞান নাই। জ্ঞা—অনট করিলে জ্ঞান হয়—অতএব জ্ঞানময় জগৎ হয়। যাহা কিছু করি সমস্তই সংজ্ঞা হয়, অবজ্ঞা কিছুই নাই যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞা ব্যতীত প্রজ্ঞ হয় না। জগতে এমন বিষয় নাই যাহার সংজ্ঞা নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ হইবার প্রধান বিষয়ই বিষয় হয়। বিষয়ে জগৎ রচিত হয়, এবং জগতের অস্তিত্ব সংজ্ঞাতে হয়, সংজ্ঞাতে আজ্ঞা পালন করিতে হয়, আজ্ঞা পালন করিলে বিষয়কে জ্ঞাত হওয়া যায়, বিষয়কে জ্ঞাত

হইতে পারিলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই জগতে জ্ঞানী বলিয়া বিদিত হয়।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানী এই তিনটী অঙ্গ লইয়া সংজ্ঞা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চটীর গুণ অপর পঞ্চটী হয়, কিন্তু এই পঞ্চটী বিষয় বলিয়া কথিত হয়। বিষয় হইতে জ্ঞান হয়, না জ্ঞান হইতে বিষয় হয়, ইহা বড় গোলমালের তর্ক হয়, কিন্তু তাহা নয়, বিষয়ই জ্ঞানের কারণ হয়। অন্ন হইতে ইন্দ্রিয় হয়, ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিলে জ্ঞানী হয়। এখন অন্ন কোথা হইতে হয়?

মেঘ হইতে।

মেঘ কোথা হইতে হয়?

সূর্য্যের কৃপায় হয়।

সূর্য্য কোথা হইতে হয়?

অনন্তের কৃপায় হয়।

যদি কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধ লইয়া তর্ক বিতর্ক করা হয়, তাহা হইলে মীমাংসা হয় না, যাহা অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে দেখান হইয়াছে, তবে ভক্তির দ্বারা বিশ্বাসকে বিশ্বাস করিয়া অনন্ত সংজ্ঞা দিয়া মীমাংসা করিতে হয়, যাহা আকাশ কুসুম তুল্য অলীক হয়। তবে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার মঙ্গলে আপনার মঙ্গল হয়, "এইটী কি" তাহা শুনুন :—

আমি সমস্ত নিত্য করি, অনিত্য কিছুই নাই, যাহা কিছু অবস্থা ভেদে অনিত্য দেখি বা বলি উহা সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়, যাহা সংস্কার তাহাও নিত্য অতএব অনিত্য নিত্য হয়। তোমার

মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, যদি আমি দ্বি করিতাম এবং কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিতাম, তাহা হইলে তোমার ও আমার ফল পৃথক হইত। যদি তোমার মঙ্গল হয়, তাহা হইলে আমার মঙ্গল অনিবার্য্য।

মঙ্গল ও অমঙ্গল কিছুই নয়, ইহা অভেদবাদীর কিম্বা সোহং-বাদীর নিকট হয়, কিন্তু ইহাদের যুক্তির মীমাংসা নাই, কারণ যাহা দ্বারা যুক্তি কিম্বা তর্ক করিবে তাহাই ভেদ হয়, তবে কাগজ ও কলমে খালি অভেদ থাকে, কারণ একটিকে প্রাধান্য দেয়, এই প্রাধান্য দিবার কারণ নিজের মত নিজে খণ্ডন করে।

এইটী হইতে সমস্ত হয়, অতএব এইটী প্রাধান্য লাভ করিল। এইটী কোথা হইতে হয়। এই স্থলে বিশ্বাস না করিলে মীমাংসা হয় না, কিন্তু এইটীওয়ালারা যাহা হইতে সমস্ত আনে কিম্বা সমস্তকে যাহাতে লইয়া যায় সেই ব্যক্তিরা অন্য সমস্তকে অনিত্য কহে। আর যাহারা বলিল, "জানিনা" কারণ তিনি অনন্ত হন তাহারা জানিনা বলিয়া মীমাংসা করিল, কিন্তু ইহজগতে কার্য্য করিতে লাগিল। ইহারাই স্বর্গ ও মর্ত্ত করিয়া আশা প্রস্তুত করে, আশাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারে ফল হয়, ফলে আনন্দ হয়, আবার উহারা পুনঃ জীবন আনিয়া কার্য্যের ফলাফল মীমাংসা করে।

কিন্তু বাপু—জ্ঞানের ও দর্শনের ও হিতাহিতের মীমাংসা কোথায়। জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতকে শেষে যাইয়া শেষটী হারাইতে হয়। যদি শেষ হারাইল তবে আদিও হারাইল, যদি আদি ও শেষ হারাইল, তাহা হইলে মধ্য হারাইল, যদি আদি ও মধ্য ও শেষ হারাইল, তাহা হইলে অন্য সমস্তকে হারাইল। যদি সমস্ত নিজে হারাইল তাহা হইলে উহারা যাহা কিছু বলে, লিখে, তর্ক

করে, তাহা সমস্তই অলীক হয়। প্রাধান্য লইবার ফল এই হইল যদি কাহাকেও প্রাধান্য দিল, অমনি তর্ক ক্ষেত্রে পরাজিত হইল আবার যদি সোহং করিল তাহা হইলে সমস্ত হারাইল, কারণ তিনি ও আমি পিরীত হইতে পারে না, যে বলিবে সে নিজে পারিবেনা, ইহা কত দূর সত্য কি মিথ্যা তাহাকে লইয়া পরীক্ষা করিবে।

দুই হাত এক কর দেখি কিম্বা হস্তের অঙ্গুলি এক কর দেখি, কিম্বা স্ত্রী ও পুরুষ এক কর দেখি, অর্থাৎ লিঙ্গের স্থানে যোনি আর যোনির স্থানে লিঙ্গ কর দেখি, কিম্বা লিঙ্গের গুণ যোনিতে কর দেখি কিম্বা যোনির গুণ লিঙ্গে কর দেখি, যদি এই সামান্য কার্য্য করিতে পার না; তবে দুইটি বুক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে কি করিয়া এক কর।

জ্ঞান বাহ্য জগৎকে পোষণ করে, কারণ বাহ্য জগৎ না হইলে জ্ঞান হয় না, বাহ্য জগৎ যত পরিপক্কতাতে আসে, ততই জ্ঞানের বিকাশ পায়। ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান হয় ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন হইতে ইন্দ্রিয় হয় ইহা বলিতে হইবে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্নময় জগৎ হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের কৃপায় অন্ন হয়, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়। যদি এই বিশ্বাস ঠিক হয়, তাহা হইলে ভুতের সমষ্টিকে ও ব্যষ্টিকে বিশ্বাস করিতে হইবে, যদি ইহা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ভেদ ও অভেদ নিত্য হয় ইহা বিনা সন্দেহে বলিতে হইবে, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে দশজনের মিলিত কার্য্য করিতে দোষ কি।

তবে বলিতে পার না করিলেই বা দোষ কি, ইহা যে যুক্তি সঙ্গত, বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেনা। তবে দশ জন লইয়া জগতের অস্তিত্ব হয়, এই অস্তিত্ব লোপে অনিত্য আসিয়া

উপস্থিত হয়, কারণ সমস্তই নিত্য, করিলেও যা হয়, না করিলেও তা হয়, তবে সংস্কারে জগৎটী বিরাজ করে, অতএব এই সংস্কারটী দশ জন হইতে হয়। যদি দশ জনে খারাপ বলিল, জগতে আমি খারাপ হইলাম, কারণ দশ জনে জগৎ হয়, তবে সমস্ত নিত্য ইহার কারণ বলিতে পার ভাল ও খারাপ কি—কিন্তু দশ মুখে গুণ হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বাহ্য জগৎ লইয়া চলা আবশ্যক হয়, যদিও বাহ্য ও অন্তর জগৎ উভয়ই নিত্য হয়।

তবে বলিতে পার উভ জগৎ করিলে দ্বি আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা নয়। যত সংখ্যা দিতে পার দাও তাহাতে কিছুই ক্ষতি ও বৃদ্ধি নাই কারণ সমস্তই নিত্য হয়, তবে লাভের মধ্যে কেন দশ জনের গুণটাকে হারাই। যদিও প্রকৃত হারান কিছুই নাই, ইহা সত্য, কারণ সকলকারই গোরে বেঙ ডাকে তথাপি দশ জনে বলিবে গুণ বিহীন পুরুষ। এই সংস্কার কেহই উঠাইতে পারে নাই, ও কস্মিন কালে কেহ পারিবে না, যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে কেনরে বাপু—দেহের গুণটাকে নষ্ট করি। নিত্য হইলে নষ্ট হয় না, যদি সমস্ত নিত্য ইহা ঠিক কর, তবে কেন নষ্ট করিতে যত্নবান হও। যাহা নিত্য তাহাকে নষ্ট করিতে যতই যত্নবান হও, কিছুতেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।

দেহ অর্থাৎ আকার হইলেই গুণ বিশিষ্ট হয়, ইহাও নিত্য হয়, কারণ যত আকার আছে, সমস্ততেই গুণ আছে। গুণ বিহীন আকার কেহ কি দেখিতে পাও। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দশ মুখে যাহা গুণ কহে, কেন তাহাতে বৃথা তর্ক কর। যাহা দ্বারা তর্ক কর সেটিও গুণ হয়, ফলতঃ সেটিও নিত্য হয়। গুণ আহরণ করিতে হইলে পুরুষকারের আবশ্যক হয়, বিনা পুরুষকারে গুণ হইয়াছে ইহা কি কেহ বলিতে পার। তবে কম ও বেশী হয়, ইহা পুনঃ

জন্ম আনিয়া জমা ও খরচ কাটিলে ঠিক হয়। যতক্ষণ আকার ততক্ষণ পুরুষকার, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে পুরুষকার নিত্য ইহা ঠিক হয়।

তবে বলিতে পার কি প্রকার পুরুষকার করি। দশ মুখে ধর্ম্ম হয় ইহা অব্যর্থ স্বীকার করিতে হইবে। যাহা আকার তাহাই ধর্ম্ম হয়, কারণ আকার না হইলে ধর্ম্ম হয় না। যদি দশ মুখে ধর্ম্ম হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যে আকারের যে ধর্ম্ম . দশ মুখে যাহা কহে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট সন্তানরূপে আসিলেন, আহা কি উচ্চ রহস্য! জগতে সকলেই সন্তানরূপে আসে, তবে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট কেন সমস্ত খ্রীশ্চান জগৎকে শিক্ষা দিলেন, অন্য সমস্ত জাগতিকজন কেন প্রভু যিশুখ্রীষ্টকে শিক্ষা দিলেনা, উহাঁর নাম লইয়া খ্রীশ্চান-জন কেন আনন্দ লাভ করে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট নিত্য হন, এবং শিষ্যরাও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয়, কারণ শিষ্য না থাকিলে গুরুর অস্তিত্ব কোথায়, অতএব গুরু ও শিষ্য নিত্য হয়। গুণ আহরণ করিলে গুরু হয়। যে যারে ভোলাতে পারে সে তার গুরু হয়।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট প্রায় তিন অংশের এক অংশ জগৎকে ভুলাইয়াছেন। দুই হাজার বৎসরের ভিতর কত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একজন কি খ্রীশ্চানকে ভুলাইতে পারিয়াছে, কেন পারে নাই, কারণ যে গুণ প্রভু যিশুখ্রীষ্ট পুরুষকারের দ্বারা আহরণ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি কেহই ইহার কণামাত্র গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিলে তিলে যোগ দিলে তাল প্রমাণ হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ এক দিন যে খ্রীশ্চান হইবেক তাহার কোন ভুল নাই।

দশ মুখে ধর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট যাহা ধর্ম্ম ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। সম্প্রদায়ানুসারে যে যার ধর্ম্ম জানিবে। যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম নিত্য হয় ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্ম হইতে জাতি ব্যবহার হয়—জাতি ব্যবহার হইতে সমাজ-সংস্কার হয়—সমাজসংস্কার হইতে একতা হয়—একতা হইতে শক্তি হয়—শক্তি হইতে পুরুষকার হয়—পুরুষকার হইতে ফল হয়—ফল হইতে আনন্দ হয়—আনন্দ হইতে নির্ব্বাণ হয়। আর মানবের মস্তিষ্ক চলেনা, স্থিরে স্থির হয়, ইহাও নিত্য হয়, অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু সাধিত হয় সমস্তই নিত্য হয়।

অনেকে বলিতে পারে, ইন্দ্রিয় সকল অনেক কুৎসিৎ কার্য্য করে, ইহা কি নিত্য হয়। নিত্য হাজার বার বলি, তাহা না হইলে কার্য্য কোথা হইতে হয়, তবে ইহার শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহাও নিত্য হয়। রাজা ও প্রজা উভয়েই মনুষ্য তবে প্রভেদ কেন, প্রভেদ কিছুই নয়, তবে রাজাকে না মানিলে সাজা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যখন রাজা প্রজা সম্বন্ধ হইয়াছে তখন মানিতে বাধ্য আছ। জগতে প্রজা হইতে কেহই চাহে না, রাজা নিজ গুণে প্রজা করেন, যদি তলবারিকে শ্রী না করেন, তাহা হইলে আর রাজা থাকিবেন না, আবার ঘুরে ফিরে প্রজা হইতে হইবেক, এবং ইহাও নিত্য হয়, সকলে জানিবেক। নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ জগতে কিছুই অগ্রাহ্য নাই।

ভাই জ্ঞান! তোমা হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছি, তুমি অজ্ঞান

হইয়া যাহা বল, তাহাও নিত্য হয়, কারণ অজ্ঞানের বন্ধু অজ্ঞান হয়। মৃতদেহ জীবিত দেহের সহিত কথোপকথন করে না বলিয়া মৃত দেহকে অনিত্য কহা যুক্তি সঙ্গত নয় কারণ সমস্ত নিত্য হয়। মৃত দেহ মৃত দেহের বন্ধু হয়, যেমন বৃক্ষ বৃক্ষের বন্ধু হয়, যদি ইহা ঠিক না হইত তাহা হইলে জীব আহারে জীব উৎপাদন হইত না। অবস্থা ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, ইহাও নিত্য হয়, যদি নিত্য না হইত তাহা হইলে ঘুরে ফিরে তাই তাই হইতনা।

দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান পরিপক্ক হয় এবং জ্ঞান পরিপক্ক করিতে হইলে দৃশ্য জগৎকে ভেদ করিতে হয়। যে যত ভেদ করিতে পারিবে সে তত ভেদ বাহির করিতে পারিবে। যে যত ভেদ বাহির করিতে পারিবে সে তত জ্ঞানী বলিয়া কথিত হইবে। যদি ভেদ নিত্য না হইত তাহা হইলে জাগতিকজনের দুঃখ কত হইত।

একজন এক হাত যাইয়া মরিয়া গেল, এক জন দশ হাত যাইয়া মরিয়া গেল, একজন শত হাত যাইয়া মরিয়া গেল, যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে শান্তি থাকিত না, কারণ এক হাত যাইয়া যে মরিল, সে আর একশত হাত যাইতে পারিল না, তবে তানয়, যে এক হাত যাইল সেও আপাততঃ শান্তি পাইল, কারণ তাহার শক্তি অনুসারে সে কার্য্য করিল, তবে সমস্ত নিত্য বলিয়া পরজন্মে দশ যাইবে, তার পরজন্মে শত হাত যাইবে, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। যাওয়া ও আসা ইহাও নিত্য হয়। গুণ ইহাও নিত্য হয়, সংস্কার ইহাও নিত্য হয়। যদি সব নিত্য না হইত, তাহা হইলে এই সব কোথা হইতে আসিল। আচার ও ব্যবহার ও নিয়ম যাহা কিছু আছে ইহা সমস্ত নিত্য হয়, অতএব যখন যাহা আবশ্যক তখন তাহা আপনিই উদ্ভব হয়।

মানবের বিশৃঙ্খলতা উচ্ছেদ করিতে হইলে, অবতারের

আবশ্যক হয়, অবতারের নিয়মে অধীন হইতে হইলে রাজার আবশ্যক হয়। রাজার আবশ্যক হইলে গুণের আবশ্যক হয়, গুণের আবশ্যক হইলে পুরুষকারের আবশ্যক হয়, পুরুষকারের আবশ্যক হইলেই মানবের আবশ্যক হয়। মানবের আবশ্যক হইলেই মনুর আবশ্যক হয়, মনুর আবশ্যক হইলেই মনের আবশ্যক হয়, মনের আবশ্যক হইলেই শক্তির আবশ্যক হয়, শক্তির আবশ্যক হইলেই একতার আবশ্যক হয়, একতার আবশ্যক হইলেই অবতারের আবশ্যক হয় ফলতঃ সমস্তই দৃশ্য জগৎ হইতে হয়।

দৃশ্য জগৎ ব্যতীত পদার্থ নাই, যাহা দৃশ্য তাহাই অদৃশ্য হয়, পরে আবার দৃশ্য হয়, ফলতঃ ইহাই স্থূল ও সূক্ষ্ম হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্য থাকিত না। দৃশ্য হইতে অদৃশ্য হয়, আবার অদৃশ্য হইতে দৃশ্য হয়, নিত্যের লীলা কি অদ্ভুত। অনেকে বলিতে পারে, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে অদ্ভুত হয় কেন। ইহা যে ঠিক হয়, তাহার কোন ভুল নাই, তবে কি জান, মানব ঠকায় মানবকে, পশুকে মানব ঠকায় না। নিত্য অদ্ভুত দেখাবে নিত্যকে ইহার আর আশ্চর্য্য কি।

জ্ঞান ব্যতীত কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। প্রথমে জ্ঞান, তাহার পর দর্শন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিতাহিত বরাবর বর্ত্তমান আছে। দৃশ্য পদার্থ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই দর্শন উপস্থিত হয়, দর্শনে বিচার করে এবং এই বিচার হিতাহিতের দ্বারা সাধিত হয়। হিতাহিত দ্বি হয়, হিত আর অহিত, এই হিত আর অহিত সংস্কারে প্রস্তুত হয়। যে প্রকার সংস্কারের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, সেইটী হিত হয়, আর যেটির প্রাদুর্ভাব কম হয় সেটী অহিত হয়, বাস্তবিক ফল একটী হয়। এইটী দর্শন বলিয়া কথিত হয়, তবে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় এই চারিটী সংস্কার বীজে নিহিত থাকে অপিচ ইহা-

দিগের মীমাংসা অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে করা হইয়াছে—এই সমস্ত-গুলি ভূত হইতে হয়, অতএব সমস্ত নিত্য হয়। যাহা নিত্য হয়, তাহার মীমাংসা করিতে বাকী থাকে না, কারণ যে বিষয়ের যাহা হয়, তাহাই নিত্য হয়, অতএব জ্ঞানের ও দর্শনের ও হিতাহিতের যাহা তাহাই নিত্য হয়।

দর্শন স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ধরিল, অতএব ইহাই আমার মতে দর্শনের দোষ বলিয়া কথিত হইল। জ্ঞান স্থূল ধরিয়া সূক্ষ্ম ছাড়িল, অতএব ইহাই জ্ঞানের দোষ হইল। হিতাহিত শুভ ও অশুভ লইল কিন্তু কিছু বলিল না, অতএব ইঁহাই হিতাহিতের দোষ বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু বন্ধু—আমি সমস্ত নিত্য করি, ইহার কারণ জ্ঞান যাহা বলে তাহাও লই, দর্শন যাহা বলে তাহাও লই, হিতাহিত যাহা বলে তাহাও স্বীকার করি, ইহার কারণ আমার মীমাংসা ঠিক হয় অর্থাৎ নিত্য হয়।

যে গুলি পাপের কার্য্য আছে, সে গুলির শাস্তিও আছে, এবং যে গুলি পুণ্যের কার্য্য আছে, সে গুলির পুরস্কারও আছে, ফলতঃ নিক্তির কাঁটা ঠিক রহিল। মঙ্গলে মঙ্গল হয়, অমঙ্গলে অমঙ্গল হয়, তুমি যদি আমার মঙ্গল কর, আমার মঙ্গল হইল, তুমি অমঙ্গল কর, আমার অমঙ্গল হইল, তবে ক্ষমতানুসারে কার্য্য সিদ্ধি হয়। সৎসঙ্গে কাশী বাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ। এই নীতিটী কি উৎকৃষ্ট হয়, সৎ সঙ্গে সৎ হয়, অসৎ সঙ্গে অসৎ হয়। কেন হয়, অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে দৃষ্টান্ত সহ বলা হইয়াছে।

ভাই জ্ঞান! আমি যাহা কিছু বলিলাম সমস্তই তোমা হইতে জানিবে কারণ অজ্ঞান কিছুই বলেনা, তবে ভাই তোমার দর্শন নাই, যদি দর্শন থাকিত, তাহা হইলে অনন্তকে কর্ত্তা করিতেনা, আর স্থূলকে বড় করিয়া নানা রকম বিধান স্থাপন করিতেনা। কিন্তু

ভাই! যদি তুমি বিধানটীকে নিত্য রাখিতে তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিল না। তবে আপনার মঙ্গলে আমার মঙ্গল কি করে হয়, তুমি এখন জানিতে পারিলে। যেমন তিনি তেমনি রহিলেন, লাভের ভিতর জ্ঞান পাইলেন।

বন্ধু দর্শন—আমি যাওয়া ও আসাটীকে অর্থাৎ দুইটিকে নিত্য বলিয়াছি। তুমি একটি হইতে আসে এবং তাহাতে যায় ইহাই ঠিক আর অন্য অঠিক ইহাই বলিয়াছ, ইহার কারণ সমস্ত অভেদ হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছ। তুমি যতদূর যাইলে ততদূর লইলে না খালি যথায় হাঁপ ছাড়িলে সেই স্থানটীকে লইলে এবং তথা হইতে যাহা দর্শন করিলে, তাহাই সত্য বলিয়া নিরূপণ করিলে। ভাই দর্শন! তুমি কলিকাতা হইতে হিমালয়ের ধার পর্য্যন্ত যাইয়া আর কোন প্রকার পথ পাইলে না, যাহাতে তুমি পরপারে যাইতে পার। তুমি বহুদিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা পাইলে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। বহুদিন ঐই স্থানে থাকিবার কারণ নিম্ন স্থানগুলি ভুলিয়া গেলে, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে হিমালয়ের ধার পর্য্যন্ত যাইতে যে সমস্ত স্থানগুলিকে পার হইতে বাধ্য হইয়াছিলে, সেই সমস্ত গুলিকেই স্মৃতিপথ হইতে বাহির করিয়া দিলে, ইহা হইতেই পারে, কেননা তোমার মনযোগ খালি কি করিয়া হিমালয় পার হইব, ইহার উপর আছে। বহুদিন এই প্রকার মনোযোগ স্থির করিবার পর, ইহাই স্থির হইল যে ইহাই শেষ হয়, কিন্তু স্বীকার করিলে না যে ইহার পর যাহা তাহা আমার ক্ষমতাতীত হয়।

আবার দেখ—যাহা তুমি স্থির করিলে তাহা ঠিক হয়, কারণ অদ্যাবধি কেহই হিমালয় পার হইয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু যে জন হিমালয়ের ধার ধরিল, সে জন ক্রমান্বয়ে যাইতে যাইতে সুবিধা জনক পথ বাহির করিল, ফলতঃ পরপারে যাইল। যত্নশীলজন যত্নের

দ্বারা অনেক নূতন আবিষ্কার করে, যাহা পূর্ব্বের যত্নশীলজন আমি অপারক হই, ইহা স্বীকার না করিয়া ইহাই শেষ হয় বলিয়া গিয়াছে। মানবের যে কি শেষ কেহই নিরাকরণ করিতে পারে না, যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে এত প্রকার মতভেদ থাকিত না, ও পরপর এত প্রকার নূতন আবিষ্কার হইত না।

যাহার যাহা শেষ, তাহার তাহাই শেষ হয়। যাহা এক জনের শেষ হয়, তাহা অন্য জনের আদি হয়, আবার অন্য জনের যাহা আদি হয়, এক জনের তাহা শেষ হয়, ইহার কারণ দর্শন জগতের মীমাংসা নাই। দর্শন জ্ঞানকে অনিত্য কহে, কারণ অনিত্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়। যদি দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞানের উপকরণ অন্ন হইতে প্রস্তুত হয়, আর যদি সমস্ত অন্নে সজীব হয়, তাহা হইলে অনিত্য কি প্রকারে হইল। তবে রূপান্তরকে যদি অনিত্য কহা হয়, তবে ঠিক হয়, কারণ বিষয় রূপান্তর হইল, ধ্বংশ হইল না, যদি ধ্বংশ না হইল তাহা হইলে সমস্ত বিষয় নিত্য হইল। বিষয় ব্যতীত বিষয় নাই, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ হইতে কি প্রকারে অন্য সমস্ত আসিতে পারে।

বন্ধু দর্শন! তুমি বিশেষ বলিয়া ভুল করিয়াছ, কারণ বিশেষেরওতো বিশেষ আছে, কিন্তু এই বিশেষটীকে তুমি সংজ্ঞা দিয়া বিশেষ রং রাখিয়াছ। সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয় ইহা ঠিক, কিন্তু বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে বিষয়ের সংজ্ঞা সর্ব্বত্র এক হইত। মানব এই সংজ্ঞাটা জগতে কত প্রকার আছে, কিন্তু বিষয় সর্ব্বত্র এক হয়। ভাষাবাদীরা কত যত্নের দ্বারা শব্দের উৎপত্তি নিরাকরণ করিতে যত্নশীল আছে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারে যে এক হইতে সমস্ত হইয়াছে। আপা-

ততঃ জগতে তিন প্রকার ভাষা হইতে সমস্ত ভাষা হইয়াছে ইহা নিরাকরণ হইয়াছে, কিন্তু কতদূর ইহা সত্য কে বলিতে পারে। তবে যত দিন আর একজন ইহা খণ্ডন না করে, ততদিন ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যাহা বল, তাহাও তদ্রূপ হয়, কারণ দর্শনের স্থিরতা নাই।

জগতে কত দর্শন হইয়া গিয়াছে, কত দর্শন হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে কত দর্শন হইবে, ইহা কে বলিতে পারে। মাথার খেলা সমস্ত হয়, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে ইহা সমস্ত মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যার মাথা যত প্রবেশী হইল, তার মাথা তত প্রকার দর্শন করিল; কিন্তু এইটী সকলকার ঠিক হয় যে, সকলে শেষটাকে জানিতে ইচ্ছুক হয়। যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই হইবে, ইচ্ছার উপর সমস্ত নির্ভর করে। এক বৎসরে না হয়তো হাজার হাজার বৎসরে সাধিত হইতে পারে। একজন শত বৎসরের অধিক বাঁচেনা, যদি দুই চারিটি বাঁচে তাহা ধর্ত্তব্যের ভিতর নয়, ইহার কারণ নিত্যের প্রয়োজন হয়, যাহা কর তাহাই নিত্য হয়, যদি ইহা ঠিক কর, তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকে না। জ্ঞানের বৃদ্ধাবস্থা না হইলে দর্শন হয় না। যতদিন যৌবনাবস্থাতে থাকে তত দিন চঞ্চল থাকে, অতিরিক্ত চঞ্চল হইলে স্থির হইতে বাধ্য হয়। স্থিরের কাল ও অবস্থা কিছুই স্থির নাই। যাহার যে প্রকার শক্তি হয়, তাহার সেই প্রকার স্থিরের কাল ও অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কে কতদূর যাইয়া স্থির হয়, ইহা কেহই বলিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে সমস্ত স্থির অর্থাৎ ঠিক হইত।

দর্শন বৃদ্ধ বলিয়া নিজে স্থির করিল যে ইহাই স্থির হয়, কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত অস্থির হয়। বৃদ্ধ হইলে চক্ষুতে দেখিতে

পায় না, কিন্তু চক্ষুর পাতা বন্ধ হয় না। যাহারা বরাবর দর্শন করিতে করিতে বৃদ্ধকালে দর্শন করিতে না পারে, তাহারা অন্য জনকে বলে না যে আমরা দর্শন পাই না, বরং অনুমানে সমস্ত কার্য্য করে, এবং অনুমানকে প্রমাণ করিবার কারণ প্রত্যক্ষকে ছোট করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। অনেকে বলিবে, ধূম দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে তথায় অগ্নি আছে, যে জনতে অগ্নির সংস্কার নাই সে জন কি ধূম দেখিয়া বলিতে পারে যে তথায় অগ্নি আছে। প্রথমে দৃশ্য জগৎ, তাহার পর অনুমান অর্থাৎ পুনঃ স্মরণ, ইহাতে কর্ত্তা ঠিক হয়, কারণ কর্ত্তার অনুমান আসে কোথা হইতে, যদি প্রথমে কর্ত্তা না থাকে, কিন্তু কর্ত্তারও কর্ত্তা থাকে ইহা যেন স্মরণ থাকে। এই সমস্ত মীমাংসা অন্য রহস্যে করা হইয়াছে।

পুনঃ স্মরণ দৈবকে পুষণ করে, আবার দৈব আনন্দকে পুষণ করে। দর্শন অনুমানে কার্য্য করে, কিন্তু আমি বলি সমস্ত বিষয় অনুমানে চলে না, ইহার কারণ অনুমান সর্ব্ব সময়ে সত্য হয় না। কেহ অনুকে ধরিল, অনুর অনু আছে, বেশী অনু করিলে ফাঁকি হইল, ফাঁকি হইলে নিজে ফাঁকিতে পড়িল, কারণ কথার ফাঁকিতে ফাঁকি করিতেছিল, আবার কথার ফাঁকি ফাঁকি দিয়া উহাকে ফাঁকি করিল। প্রকৃতি গুণে প্রকৃতি হয়, আবার সেই প্রকৃতি প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। হেতু ধরিয়া ঈশ্বর কর্ত্তা হয়, আবার ঈশ্বর নশ্বর হয়, কি আশ্চর্য্য যুক্তি। যদি কার্য্যের ফলাফল ভুগিতে হয়, তবে আর এতটার প্রয়োজন কি, অতএব আবশ্যক মতে যাহা আপনি উদ্ভব হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বিধেয়।

ব্রহ্ম যদি অভেদ হয়, তাহা হইলে সোহং কি দোষ করিল, এই সবগুলি কি কেহ ব্যবহারে আনিতে পারে, না ব্যবহারের যাহা

তাহা লইয়া মীমাংসা করিতে পারে, তবে কথার পুঁটকি আছে, আর তর্কের প্রণালী আছে, আর কেল্লার দরজা অনেক রকমে রক্ষিত আছে, ইহার কারণ শীঘ্র কেহই কিছু করিতে পারে না। বাতাস যথায় যাইতে পারে না, তথায় বুদ্ধিমানের বুদ্ধি যায়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে এই সব সুরক্ষিত কেল্লা কেননা অপর এক-জন অধিকার করিতে পারিবে। তবে এক দিনে না পারে, শত শত বৎসরে পারিবে, ইহাও সত্য কি মিথ্যা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ। জগতে কত প্রকার দর্শন হইয়াছিল, কত প্রকার হইতেছে, ও কত প্রকার হইবে, ইহা কি কেহ নিরাকরণ করিতে পারে, যদি পারিত, তাহা হইলে এক প্রকার দর্শন জগতে থাকিত।

বন্ধু—যদি তুমি সমস্তকে নিত্য কর তাহা হইলে কোন ব্যলাই থাকে না। সকলেই কর্ত্তা ও সকলেই ভোক্তা হয়, এবং সমস্তই অম্ন ও পুরুষকার হয়, তবে যাহা বিপরীত দেখ তাহা কেবল সংস্কার হয়। সংস্কার কিনা প্রস্তুত করিতে পারে, কিনা নাশ করিতে পারে অর্থাৎ অবস্থান্তর করিতে পারে। যদি সংস্কারই বালাই হয়, তবে সংস্কারকে নাশ করা বিধেয় হয়, কিন্তু সংস্কার লোপ হয় না কারণ ইহা আদি ভূতে আছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূতকে লোপ করা বিধেয় কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর ও যুক্তিসিদ্ধ যে ভূতকে লোপ করা যাইতে পারে যখন নিজে ভূত হই। কখনই নয়—কখনই নয়—কখনই নয়।

যাহা নাই, তাহা নাই, যাহা আছে তাহা আছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূতের লোপ হয় না, যদি ভূতের লোপ না হয়, তাহা হইলে সংস্কারের লোপ হয় না, যদি সংস্কারের লোপ না হয়, তাহা হইলে আকারের লোপ হয় না, যদি আকারের লোপ না হয়, তাহা হইলে গুণের লোপ হয় না, যদি গুণের লোপ না হয়, তাহা হইলে

দৃষ্টের লোপ হয় না, যদি দৃষ্টের লোপ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের লোপ হয় না, যদি জ্ঞানের লোপ না হয়, তাহা হইলে দর্শনের লোপ হয় না, যদি দর্শনের লোপ না হয়, তাহা হইলে হিতাহিতের লোপ হয় না, যদি হিতাহিতের লোপ না হয়, তাহা হইলে কার্য্যের লোপ হয় না, যদি কার্য্যের লোপ না হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের লোপ হয় না, যদি পুরুষকারের লোপ না হয়, তাহা হইলে পুনঃ জন্মের লোপ হয় না, যদি পুনঃ জন্মের লোপ না হয়, তাহা হইলে দৈবের লোপ হয় না, যদি দৈবের লোপ না হয়, তাহা হইলে আনন্দের লোপ হয় না। আনন্দের লোপ না হইলে আবার সংস্কারের লোপ হয় না, যদি ইহা সব ঠিক হয়, অর্থাৎ কিছুরই লোপ হয় না, তাহা হইলে সমস্ত নিত্য হয়, ইহা প্রমাণিত হইল।

পূর্ব্ব কথিত বিষয় যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দোষাদোষ সংস্কারের ফল হয়, তর্ক বিতর্ক সংস্কারের ফল হয়, অতএব যাহা দিয়া যাহাকে খণ্ডন করিবে তাহাও সংস্কারের ফল হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কার লোপ হয় না, অর্থাৎ একটি সংস্কারের স্থানে অপর আর একটি সংস্কার আসিয়া স্থান লয়, অতএব যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই নিত্য হয়, এবং যাহা নিত্য তাহা ধ্বংশ হয় না, যদি ধ্বংশ না হয়, তবে কথাকাটাকাটীর প্রয়োজন কি, ফলতঃ নিত্য বলিলেই বালাই শেষ হয়।

আবার দেখ—দোষ আসিল, কারণ যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে কথার কাটাকাটীকে দোষ বল কেন। দোষাদোষ কিছুই নাই, আবার দোষাদোষ সব আছে, কারণ যেটি প্রবল হয় সেটী ঠিক হয়, আর যেটী ক্ষীণ হয় সেটী অঠিক হয়। সকল মানবে শক্তি আছে, তবে একজাত বলবান বলিয়া কথিত হয় কেন, এবং অপর জাত ক্ষীণ বলিয়া কথিত হয় কেন, ইহার কারণ বোধ হয় আর

কিছুই নয়, যে শক্তি প্রবল হইল, সে শক্তিটা পুরুষ বলিয়া কথিত হইল, আর যে শক্তি ক্ষীণ হইল, সে শক্তিটা কাপুরুষ বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু শক্তিটা বরাবর সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান রহিল অতএব জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিতগুলি ঠিক এই প্রকার হয়। যখন যে সংস্কারটী প্রবল হয়, তখন সে সংস্কারটি ঠিক হয়, আর যেটা ক্ষীণ হইল, সেটা অঠিক কথিত হইল, কতদূর ইহা সত্য কি মিথ্যা হয়, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই কারণ প্রত্যহ প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই ব্যবস্থা চলিতেছে কিনা ভালরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পার।

তবে পাপ ও পুণ্য কিছুই নয় ইহা বলিতে পার, কর্ত্তা ও কর্ম্ম কিছুই নয়, ইহা বলিতে পার, কিন্তু নিত্যের দরুন কিছুই বলিতে পার না, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। পাপ করিলে ভোগ করিতে হয়, পুণ্য করিলে ভোগ করিতে হয়, যদি মনে কর ভোগ করিব না, ইহা ঠিক হইল না, কারণ "যদি মনে কর ভোগ করিব না," ইহা কি ভোগ করা হইল না। যাহা কর মনকে ভোগ করিতে হইবে, পাপ করিলেও ভোগ করিতে হইবে, পুণ্য করিলেও ভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভ অবস্থাতে মনকে ভোগ করিতে হইবে। তবে সংস্কার গুণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তবে বলিতে পার, যদি মনের লোপ করি তাহা হইলে আর ভোগ করিতে হইবে না। এখন মনের লোপ হয় কিনা ইহা দেখ।

মনের লোপ হয় না, কারণ আকার বিহীন না হইলে মনের লোপ হয় না। যদি আকার থাকে, তাহা হইলে গুণ আছে, গুণ থাকিলেই সংস্কার আছে, সংস্কার থাকিলেই সমস্ত আছে, অতএব মনের লোপ হয় না, কারণ নিত্য পদার্থ হয়। অনেকে বলিবে

তন্ময় হইলে হয়, ইহা ঠিক নয়, কারণ তন্ময় হইলে আর মনযোগ ঠিক হইল।

দেখ দর্শন—যদি তুমি সমস্তকে নিত্য দেখ, তাহা হইলে মীমাংসা হইতে আর কিছুই বাকী রহিল না, কারণ যাহা কর তাহাই নিত্য হয়, এবং যাহা না কর তাহাও নিত্য হয়, তবে পরের স্ত্রী লইলে লৌহের স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে হয়, এইটী জানা আবশ্যক হয় কারণ ইহাও নিত্য হয়। পরের স্ত্রী লওয়া কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না আর লৌহের স্ত্রীর সহিত আলাপ করাও কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না, কারণ সমস্তই নিত্য হয়। কেহ যদি বলিল, আমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিব, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, অমনি সে উত্তর দিল, আমার স্ত্রীকে সম্ভোগ করিলে তোমায় শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ শাস্তিও নিত্য হয়। দেখ দর্শন—নিত্য করিলে আর কিছুরই বালাই থাকে না, কারণ জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত সমস্তগুলি ঠিক হয়। তবে হিতাহিত শিব—শিব—শিব—সত্য—সত্য—সত্য—নিত্য—নিত্য—নিত্য কি বলিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহাও বন্ধু শুন ঃ—

জগতে অশিব কিছুই নাই। যাহা একটির শিব হয়, তাহা অপরটীর অশিব হয়, একটির অশিব না হইলে অন্য একটির শিব হয় না। ভূতে ভূতে শিব ও অশিব চলিতেছে। যাহা পূর্ব্বে দৃশ্য পথে ছিল না, অর্থাৎ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যাইত না, এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে ধ্বংশ করিয়া অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া বৃহৎ হয়, আবার বৃহৎ বৃহৎকে ধ্বংশ করিয়া ক্ষুদ্র হয়। তবে বলিতে পার—বৃহৎ হইলে আর ক্ষুদ্র হয় না, কারণ কেহই ধ্বংশ করিতে পারিবে না। বন্ধু তাহা নয়—বৃহৎ আবার অতি ক্ষুদ্র হয়, যেমন প্রধান রাজা

কালের করাল গতিতে অতি ক্ষুদ্র প্রজা হয়, অর্থাৎ জমা ও খরচ বরাবর ঠিক আছে। যদি খালি জমা থাকিত কিম্বা খরচ থাকিত, তাহা হইলে একটি প্রবল হইত, কিন্তু যখন জমা ও খরচ দুইটী শব্দ চিরকাল বর্ত্তমান আছে, তখন ফাজিল হইবার উপায় নাই, তবে কিছুক্ষণের জন্য দেখায় যে ফাজিল বর্ত্তমানে রহিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ফাজলামী ছাড়িলে আর ফাজিল থাকে না। নিজের লীলা কি অদ্ভুত হয়, যাহা নিজে জানেনা। চক্ষুর উপর কপালে চশমা রহিয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। চারিধারে চশমার অনুসন্ধান চলিতেছে; অতএব শিব ব্যতীত জগতে অন্য কিছুই নাই।

দেখ বন্ধু হিতাহিত—তুমি কোন অবিধেয় কার্য্য করনা কারণ তুমি হিতাহিত নাম লইয়াছ, তবে জ্ঞান ও দর্শন করিতে পারে। যদি জগতে অশিব কিছুই নাই, তবে পরের বিশ্বাসের গচ্ছিত ধন লইতে বাধা কি, কিম্বা পরকে ঠকাইতে বা বাধা কি—বাধা কিছুই নাই তবে বাঁধাতে পড়িতে হয়, কারণ হিতাহিতটী বর্ত্তমানে আছে, যদি হিতাহিত না থাকিত তাহা হইলে বালাই ছিলনা। হিতাহিত কখনই বলিবেনা যে, পরের দ্রব্য ফাঁকি দিয়া লও, যদি হিতাহিতকে জ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা চাপিয়া কার্য্য কর, মন অস্থির হইবে, মন অস্থির হইলে দেহ রোগগ্রস্থ হইবে, দেহ রোগগ্রস্থ হইলে রূপান্তর হইবার সম্ভাবনা আছে। এখন রূপান্তর হইয়া যাইবে কোথা—আবার পুনঃজন্ম আসিয়া পড়িল। জগতে ছোট ও বড় নিজের গুণে হয়।

অনেকে বলিতে পারে—ইহজন্মে ভোগ করি, পর জন্মে যাহা হয় হইবে।

ইহজন্মে রাজা শাস্তি দিবে।

অনেকে বলিতে পারে—যদি রাজার আইন বাঁচাইয়া লই, তাহা হইলে কি হইবে।

আইনবাজ বলিয়া রাজার আইন বাঁচাইয়া লইলে, কিন্তু সাধারণে জুয়াচোর বলিল।

তাহাতে ক্ষতি কি, আমি জাঁক জমকে থাকিয়া ক্রিয়া ও দান করিয়া যশ গ্রহণ করিলাম।

মনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল, কিন্তু বরাবর করিলে ধরা পড়িবে। আর দেখ, মন শান্তি হয় না কারণ কি দোষে কি হয় ইহা কেহ বলিতে পারে না।

একটি লোক জুয়াচুরি করিল, কিন্তু হঠাৎ এমন শোক পাইল যাহা জুয়াচুরি বুদ্ধি ছাপিয়া রাখিতে পারিলনা, ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত নয়। নীতি শাস্ত্র নীতি শাস্ত্রে রাখ, কিন্তু চারি শাস্ত্র এক করিয়া চৌকোস হইলে, তক্তা বন্দি হইয়া করাতের অনুগ্রহে থাকিতে হয়, ইহা কতদূর সত্য কি মিথ্যা একবার হিতাহিতের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখ।

দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারিলে দর্শন হয়। যতদিন জ্ঞান ও দর্শন হিতাহিতের অনুগ্রহে থাকে, ততদিন উহারা জগতে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারে। হিতাহিত ছাড়িলে শ্রীভ্রষ্ট হয় এবং শ্রীটী কি ললিতা সহস্র নাম দেখ। জ্ঞান বহুদূর যায়, কিন্তু ক্লান্ত হইলে প্রায় অজ্ঞান হয়। যখন অজ্ঞান হইবার উপক্রম হয়, তখন বিশ্বাসকে আনিয়া পুনঃ জ্ঞান লাভ পায়, এবং এই অনুগ্রহটী হিতাহিতের দ্বারাই হয়। হিতাহিত না থাকিলে সংসার থাকে না, যাহা কিছু দ্বি আছে সমস্তই হিতাহিতের কৃত হয়।

হিতাহিত আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে বলিয়া কার্য্য আছে, কার্য্য আছে বলিয়া পুরুষকার আছে, পুরুষকার আছে

বলিয়া ফল আছে, ফল আছে বলিয়া আনন্দ আছে, আনন্দ আছে বলিয়া দর্শনের এক আছে। দর্শন এই এক লইয়া চলে ও ফিরে ইহার কারণ একের নীচে যাহা হয় দর্শন তাহাকে অনিত্য কহে। কেহ নীচে হইতে উপরে উঠে, কেহ উপর হইতে নীচে আসে, কিন্তু উভয়ে এক হইতে যাওয়া ও আসা ইহা ঠিক কহে, ইহার কারণ যাহা হইতে আসে ও যাহাতে যায় তাহাই ঠিক হয়, আর অন্য সমস্ত অঠিক হয়।

দর্শনের ইহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক হয় যে, দর্শন কোথা হইতে মীমাংসা করিতেছে, যদি অন্য সমস্ত অঠিক হয়, তাহা হইলে দর্শন যাহা কহে কেননা সমস্ত অঠিক হয়, যখন অনিত্য হইতে বলিতেছে, বাস্তবিক তাহা নয়, কারণ হিতাহিত আসিয়া বন্ধু দর্শনকে বলিল্ল :— বন্ধু দর্শন। তুমি হিতাহিত ছাড়িতেছ, তুমি যতদিন এইটী ঠিক, ঐইটী অঠিক, এইটী সত্য, ঐইটী অসত্য বলিতেছিলে, ততদিন দর্শন মার্গে ছিলে। অদ্য তুমি অন্ধ হইতেছ, কারণ আর বিষয়ে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছ, যদি আরো প্রবেশ করিতে পারিতে তাহা হইলে আরো কত ঠিক ও অঠিক জানিতে পারিতে। তবে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, আর ভ্রমণ করিতে পারিতেছ না। তুমি বসিয়া পড়িয়াছ, এইবার সংজ্ঞা ধরিবে, এবং এই সংজ্ঞা হইতে অন্য সমস্তকে সংজ্ঞা দিবে।

বন্ধু দর্শন—এই শেষ তোমার ঠিক নয়, যদিও প্রকৃত পক্ষে তোমার শেষ বটে, কিন্তু তোমার যদি আরো শক্তি থাকিত তাহা হইলে আরো কতদূর যাইতে পারিতে, এবং আরো কত নূতন দৃশ্য তোমার নয়নগোচরে পতিত হইত। তোমার পূর্ব্বজন কতদূর গিয়াছে, তুমি আরো কতদূর যাইলে, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যজন আরো কতদূর যাইবে ইহা কে বলিতে পারে। যদি একজন অপরজনকে

হারাইতে পারে, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্যজন কেননা তাহাকে হারাইতে পারিবে।

ভুগোল তত্ত্ববিৎ কতকগুলি দেশ বাহির করিল, ইহা বলিয়া সে যাহা বলিল অর্থাৎ ইহা ব্যতীত আর নাই তাহাই সত্য ইহা বলা বাতুলতা হয়, কারণ একজন যখন কতকগুলি দেশ বাহির করিতে পারিয়াছে, তখন অন্য জন যে আরো পারিবে ইহার কোন ভুল নাই, তবে যে কয়েকগুলি দেশ সে বাহির করিয়াছে, তাহা সত্য হয়। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া আরো কত সত্য দেশ বাহির হয়। যত সত্যের আলোচনা করিবে তত সত্য বাহির হইবে। জগতে অসত্য কিছুই নাই। যাহা দর্শন কর তাহাই সত্য হয়। সত্য ব্যতীত সত্য বাহির হয় না। যদি তুমি ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া আর পথ নাই ইহা বল, ইহা সত্য নয়, তবে যতদূর তুমি দর্শন করিয়াছ ততদূর সত্য হয়। হিতাহিত তোমায় এই শিক্ষা দিলে, তাহা না হইলে তুমি কি জগতে একাদশ ইন্দ্রিয় লইয়া কিছু প্রমাণ করিতে পারিতে।

যাহা হইতে সূক্ষ্ম কিম্বা সূক্ষ্ম হইতে যাহা তাহাকেই তুমি লোপ কর, কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহা হইতে বলিতেছ তাহাই কিছুই নয়। দৃশ্য হইতে জ্ঞান হইল, জ্ঞানকে দর্শন করিতে করিতে প্রবেশী অর্থাৎ জ্ঞানী হইল, জ্ঞান আর প্রবেশ করিতে পারিল না, কারণ ভ্রমণে ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্লান্ত হইলেই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, এবং বিশ্রাম ভবনে যাইলেই শান্তির প্রয়োজন হয়। শান্তি হইল বলিয়া কি পুরুষকার শেষ হইল। তুমিও তোমার শক্তি-পরিমাণ পুরুষকার করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম ভবনে যাইতেছ এবং যাহাকে তুমি শান্তি নিকেতন বলিতেছ, এই শান্তি নিকেতনটী ব্যতীত আর কিছুই নাই ইহা বলা কি যুক্তি সঙ্গত হয়।

তুমি একাদশ ক্রোশ যাইয়া শান্তি পাইয়াছ, কেহ না কেহ আরো বেশী ক্রোশ কোন না কোন সময়ে যাইতে পারিবে, ইহা দর্শনের শেষ সীমা ইহা বলা যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ অপরকে অলস করিয়া দেওয়া হয়। যত সাধারণের ব্যবহারে মার্গ খোলা রহিবে, তত মার্গ পরিষ্কার থাকিবে, যত পরিষ্কার থাকিবে, তত অন্য পথিককে আকর্ষণ করিবে, যত পথ পথিককে আকর্ষণ করিবে তত উন্নতি মার্গে পথিক উঠিবে, যত উন্নতি মার্গে উঠিবে, তত পথ বাড়িবে, যত পথ বাড়িবে, তত পুরুষকার চলিবে, যত পুরুষকার চলিবে, তত নূতন আবিষ্কার হইবে, যত নূতন আবিষ্কার হইবে, তত আনন্দ ছুটিবে, যত আনন্দ ছুটিবে তত শান্তি নিকেতন বাড়িবে। যত শান্তি নিকেতন বাড়িবে তত দূরদর্শী হইবে, যত দূরদর্শী হইবে তত অজ্ঞানতা আসিবে, এই অজ্ঞানতার কর্ত্তা হিতাহিত হয়।

বন্ধু হিতাহিত! তোমা হইতে এই জগৎ ব্যবহারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, যদি তুমি জ্ঞানকে ও দর্শনকে বাধা না দিতে, তাহা হইলে কেহই জগতে সভ্য মানব বলিয়া বিদিত হইত না। তুমি আহার বিহার, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, খাদ্য ও অখাদ্যগুলিকে ঠিক করিয়া দিয়া জাগতিকজনকে সভ্য বলিয়া বাহ্য জগতে পরিচয় দিয়াছ, আবার আবশ্যকটীকে আনিয়া কি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছ। যদি আবশ্যক এই কথাটী না রাখিতে তাহা হইলে জ্ঞান ও দর্শন সব পিণ্ডিকে এক পিণ্ডি করিয়া ফেলিত, যদিও পুস্তকে করিতে পারিয়াছে কিন্তু কার্য্যে অদ্যাবধি কোন মানব পারিল না এবং কোন কালে পারিবে না।

বন্ধু হিতাহিত—ইহা বলিয়া জ্ঞান ও দর্শন মিথ্যা নয়, তোমার এইটী মহাদোষ হয়, যে তুমি নিজে বড় হইতে চাও, যেমন জ্ঞান ও দর্শন উভয়ে নিজে নিজে বড় হইতে চায়, ইহার কারণ

কাহারও মীমাংসা ঠিক হয় না, অতএব খালি জ্ঞান হইলে চলিবে না, খালি দর্শন হইলে চলিবে না, খালি হিতাহিত হইলে চলিবে না।

বিষয়গুলি অন্ন হয়, অন্ন হইতে দেহ হয়, দেহ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে দর্শন হয়, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন হিতাহিতের দ্বারা মার্জ্জিত হয়, আবার পুরুষকারের দ্বারা জ্ঞানটী ও দর্শনটী ও হিতাহিতটী লভ্য হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত তাহা হইলে একটির আশ্রয় ব্যতীত আর একটি থাকিতে পারিত, কিন্তু একটির আশ্রয় ব্যতীত অপর একটি হয় না, ইহার কারণ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্ত নিত্য হয় অর্থাৎ এক হয়। নিত্য করিলে জ্ঞান ঠিক রহিল কারণ নিত্য—দর্শন ঠিক রহিল, কারণ নিত্য—অতএব জ্ঞান যাহা বলে তাহা সত্য হয়—দর্শন যাহা বলে তাহা সত্য হয়—হিতাহিত যাহা বলে তাহা সত্য হয়—পুরুষকার যাহা করে তাহা সত্য হয়—কিন্তু স্ব, স্বকে প্রাধান্য দিলে অসত্য হয় ইহার কারণ খালি দর্শন যাহা বলে তাহা অসত্য হয়—খালি জ্ঞান যাহা বলে তাহা অসত্য হয়—খালি হিতাহিত যাহা বলে তাহা অসত্য হয়—খালি পুরুষকার যাহা করে তাহাও অসত্য হয়—তবে জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত একত্রিত হইয়া পুরুষকারের দ্বারা যাহা বলে তাহা সত্য হয়, কারণ নিত্য হয় অর্থাৎ এক হয়।

জগতে আবশ্যকটী বড় বালাই হয়, যদি আবশ্যক না থাকিত তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না। সংস্কার এই আবশ্যকটীকে উৎপাদন করে, ইহার কারণ এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং, এক পোষাকের অত্যন্ত আবশ্যক হয়। জ্ঞান ও দর্শন আবশ্যকটীকে উচ্ছেদ করে, তবে হিতাহিত জ্ঞানকে ও দর্শনকে অগ্রে ও পিছনে বাঁধিয়া রাখে, ইহার কারণ জ্ঞান বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শান্তিটীকে

স্থাপন করে, আর দর্শন সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া শাস্তিটীকে ঠিক করে, তবে দুইজনের তফাৎ এই, জ্ঞান স্বীকার করে যে আমি জানিনা,— আর দর্শন বলে, যে আমি দর্শন করিয়া সংজ্ঞা করি, কিন্তু হিতাহিত বালাইয়ের দরুন জ্ঞান ও দর্শন স্বভাবের নিয়মটীকে ছাড়িতে পারে না, দেশজাত সংস্কার ছাড়িতে পারে না, কিন্তু নিত্যের কারণ জগতে বড় হয়, কিন্তু দেখদেখি কি আনন্দের বিষয় যেমনি উহারা বড় হয়, অমনি অবতার আসিয়া উহাদিগকে মুড়িয়া খাইয়া ফেলে।

অবতার নিত্য হন, ইহার কারণ অন্যের অপেক্ষা অবতার বড় হন, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন অবতারকে মুড়িয়া খাইতে পারে না, যদি পারিত, তাহা হইলে জ্ঞানের ও দর্শনের চেলা জগতে থাকিত। সমস্ত জাগতিকজন অবতারের চেলা হয়, কারণ তিনি নিত্য হন। জগতে আবশ্যক অতি বালাই হয়। যদি জগতে অবতারের আবশ্যক না হইত, তাহা হইলে পর পর এত অবতার হইত না। অবতার যখন জগতের আবশ্যকতার ভিতর আছে, তখন অবতারের মুখ নিসৃতঃ বাক্য অবহেলা করা বিধেয় নয়।

অবতার ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম ব্যতীত একতা হয় না, একতা ব্যতীত বল হয় না, বল ব্যতীত পুরুষকার হয় না, পুরুষকার ব্যতীত ফল হয় না, ফল ব্যতীত আনন্দ হয় না, তবে বলিতে পার, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে অবতার বড় কেন?

গুণ যাহার দ্বারা বড় ও ছোট হয়, ইহাও নিত্য হয়, ইহার কারণ গুণের পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আকার হইলেই গুণ হয়, গুণ হইলেই পুরুষকারের ব্যতিক্রমে বড় ও ছোট হয়। বড় ও ছোট থাকিলেই অবতারের আবশ্যক হয়। বড় ও ছোট গুণীর উদ্ধারের কারণ অর্থাৎ সংস্কারটিকে এক করিবার কারণ অবতারের আবশ্যক হয়।

যে যাহা বলুক কিম্বা লিখুক, গুণের আদর করিতে মানব মাত্রেই বাধ্য হয়। কেন কর বাপু, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, নিত্য বলিয়া গুণ নিত্য হয়।

এই সমস্ত কে শিক্ষা দিল, যে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট যাহা বলিলেন তাহা সত্য হয়, এবং এই সত্য রক্ষা করিবার কারণ কোটী কোটী মানব দেহ বিসর্জ্জন দিল। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট কি বলিয়াছেন, যে কোটী কোটী দেহ নষ্ট করিযা আমার নাম জগতে জাহির কর, না তিনি বলিয়া গিয়াছেন, এক গালে চপটাঘাত করিলে অপর গাল পাতিয়া দিবে। তিনি জাগতিকজনকে ভালবাসিতেন, ইহার কারণ জাগতিকজন তাঁহাকে ভালবাসে—কর্ত্তব্য গুণ ইহার মীমাংসের স্থল হয়। তাঁহার গুণরাশি অন্য সমস্ত মানবের গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, ইহার কারণ তিনি পূজনীয় হন। জগতে জ্ঞানের ও দর্শনের অভাব নাই, এবং কেহ লিখিতেও বাকী করে নাই, তবে কেন জ্ঞানের ও দর্শনের মত না চলিয়া প্রভু যিশুখ্রীষ্টের মত জগতে চলিল। জাগতিকজনের পক্ষে একটি অবতার যে অত্যন্ত আবশ্যকনীয় ইহা প্রমাণিত হইল, ফলতঃ জাগতিকজনের শিব ও অশিব কি এখন বুঝিতে পারিলে।

অবতার ব্যতীত শিব কিছুই নাই। আর্য্য জগতে প্রভু হর শিব ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি শিব নাই, ইহার কারণ শিব নামের অভাব হয়। আর্য্য জগৎ যদি শিবময় হইত, তাহা হইলে শিব বর্ত্তমান থাকিত। আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই নিত্য হয়। প্রভু হরের আপাততঃ তিরোভাব চলিতেছে, ইহার কারণ আপাততঃ শিব নাই। কেন প্রভু হর অন্তর্হিত হইয়াছেন, অন্য রহস্যতে তাহা প্রকাশ্যরূপে বলা হইয়াছে।

শিবময় জগৎ হয়, কিন্তু সংস্কার গুণে অশিব হয়, কি বালাই

দেখ—সংস্কারকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই, কারণ যাহা আকার তাহাও সংস্কার হয়। জগতে অবতার অবতীর্ণ হইয়া মানবের সংস্কারকে এক করিয়া দিয়া অবশেষে অন্তর্হিত হন। সংস্কার এক হইলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইলে কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম করিতে হইলে পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। পুরুষকার করিলে ফল পায়, ফল পাইলে আনন্দ হয়, আনন্দ হইলে শান্তি হয় ফলতঃ এই শান্তি শিব হয়। হে বন্ধু হিতাহিত! সংস্কারের ফল কি উৎকৃষ্ট হয় একবার দেখ, এবং অবতার শিব বলিয়া কথিত কেন হন, তাহা কি এখন বুঝিতে পারিলে।

অবতার চারটী নীতিকে একত্রিত করিয়া এক প্রস্তুত করেন। অবতার না আসিলে মানব ধর্ম্ম হয় না—মানব ধর্ম্ম না হইলে একতা হয় না—একতা না হইলে বল হয় না—বল না হইলে রাজা হয় না—রাজা না হইলে সমাজ হয় না—সমাজ না হইলে সমতা হয় না—সমতা না থাকিলে দুঃখ মোচন হয় না—দুঃখ মোচন না হইলে মাথা পরিষ্কার হয় না—মাথা পরিষ্কার না হইলে মানসিক তেজ আসে না—মানসিক তেজ না আসিলে, জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিতগুলি স্পষ্ট করিয়া খেলা খেলিতে পারে না, ফলতঃ স্পষ্ট করিয়া না খেলিলে জগতে কষ্ট পাইতে হয়।

স্বাধীন চেতা ব্যক্তি ব্যতীত জগতে স্পষ্ট খেলা অন্য কেহই দেখাইতে পারে না। পেট ঠাণ্ডা থাকিলে পা ছড়াইয়া দেয়, আর পেট কাঁদিলে হাত ছড়াইয়া দেয়। পেটের অগ্নি জ্বলিলে মস্তকের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, আর পেটের অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মস্তকের অগ্নি জ্বলিতে থাকে। মস্তকের অগ্নি না জ্বলিলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতগুলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ইউরোপে ও এমেরিকাতে অদ্য কি ভয়ানক মস্তকের অগ্নি জ্বলিতেছে, কারণ উঁহাদিগের পেট ঠাণ্ডা আছে।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট সন্তান রূপে জগতে আসিয়াছিলেন বলিয়া, অদ্য তাঁহার শিষ্যেরা অন্ধকার জগতে আলোক বিস্তার করিয়া জগৎকে আলোকময় করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট হইতে ধর্ম্ম হইল, ধর্ম্ম হইতে একতা হইল, একতা হইতে বল হইল, বল হইতে রাজা হইল, রাজা হইতে সমাজ হইল, সমাজ হইতে দুঃখ মোচন হইল, ফলতঃ দুঃখ মোচন হইল বলিয়া মাথা পরিষ্কার হইল। পরিষ্কার মাথা হইতে মানসিক তেজ উৎপন্ন হইল, মানসিক তেজ হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া মহানন্দে জগতে স্পষ্ট করিয়া খেলা খেলিতে লাগিল। অহো! এক প্রভু যিশুখ্রীষ্ট হইতে কি উৎকৃষ্ট ফল ফলিল। হে বন্ধু হিতাহিত! আমি শিব—শিব—শিব কেন বলিয়াছিলাম এখন জানিতে পারিলে।

যাহা নিত্য তাহাই সত্য হয়, অবতার নিত্য হন, ইহার কারণ সত্য হন। যে দেশে অবতার নাই সে দেশে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম কাহাকে বলে অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানে ও দর্শনে অবতার নাই, তবে জ্ঞানীরা জানিনা বলিয়া বিশ্বাসকে লইয়া আসে, এবং বিশ্বাসকে ধরিয়া অবতারকে স্বীকার করে, কিন্তু দর্শন সংজ্ঞাকে বড় রাখে। দর্শনটী বিষয়ে প্রবেশ করিতে করিতে উৎপত্তিতে যায়, কিন্তু উৎপত্তির উৎপত্তি আছে, ইহার কারণ মীমাংসা হয় না, কিন্তু দর্শনটী যখন আর দর্শন পায় না, তখন সংজ্ঞা ধরে, এবং ঐই সংজ্ঞা হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আনে, আবার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তাহাতে লইয়া যায়, ফলতঃ উহারা আদি সংজ্ঞাটিকে এক কহে, আর অন্য সমস্তকে বহু কহে।

জ্ঞানীরা বিষয়কে জানিতে জানিতে যায়, যখন জানিতে আর পারে না, তখন উহারা জানিনা বলিয়া অনন্তকে লইয়া আসে, ফলতঃ জ্ঞানীরা অনন্তকে নিত্য কহে, আর অন্য সমস্তকে অনিত্য কহে, কিন্তু

বাস্তবিক উহারা অবতারকে অনন্তের সামিল করে। কতকগুলি জ্ঞানী অবতারকে ভক্তি ভাবে নিত্য কহে, এবং অবতারের উপর ভক্তিকে ও তৎ সম্বলিত কার্য্যকে প্রকৃত মুক্তির কারণ কহে, ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত কার্য্যকে উহারা বৃথা কার্য্য বলে।

বিজ্ঞানবাদীরা ভুতের যুক্ত ও অযুক্তঅবস্থাকে শ্রেষ্ঠ লীলা কহে, এবং তৎকারণ উহারা প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। উহাদের কথার কাটাকাটি নাই কারণ উহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে হয়, অতএব যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই শ্রেষ্ঠ হয়। যাহা বল তাহা কার্য্যতে কর, খালি কথা বলিলে চলিকে না। কথা কথাতে থাকে, যেমন দর্শনের কথা কোন কার্য্যতে আসে না, খালি কথাতে থাকে তবে উহাদিগের ভিতর যে নীতি পালন করে তাহার কতকটা সিদ্ধি লাভ হয়। যাহার যাহা সংস্কার তাহার তাহাই সিদ্ধি হয়। একস্থানে বসিয়া জড় হও—জড়বৎ হইবে—কিন্তু কার্য্য কি হইবে—কিছুই নয়।

অবতারেরা লীলা করেন, এবং উহাদিগের সমস্ত লীলা অন্য সমস্ত জাগতিকজনের ধর্ম্ম হয়। জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত যদি পরস্পরে বড় হইত, তাহা হইলে উহাদেরও লীলা জগতে থাকিত, কিন্তু কেহই বড় নয়, সকলেই ফক্কা হয়। আবার জ্ঞানকে, দর্শনকে ও হিতাহিতকে এক করিয়া কার্য্য কর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। অবতারেরা এই তিনটিকে লইয়া জগতে বিচরণ করেন ইহার কারণ অন্য জাগতিকজন মুগ্ধ হয়। অবতারের নিকট জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত প্রত্যেকে আসিয়া বিচার করুক, সকলেই পরাস্ত হইবে কারণ যাহা সার তাহাই অবতারের নিকট থাকে, ফলতঃ অবতার তাঁহার প্রেরিত বলিয়া কথিত হন। জগতে সকলেই তাঁহার প্রেরিত হয়, তবে বিশেষ ও সাধারণ হয় কেন ?

গুণ ইহার কারণ হয়, এবং আকার অর্থাৎ ভূত ইহার মূল হয়।

ভূতে ভূতে কি অদ্ভুত ভূতের লীলা হয়, তাহা ভূতই বলিতে পারে, তৎকারণ গুণীই জানিতে পারে। কম ও বেশী পুরুষকার গুণের কারণ হয়, আবার ইহা মীমাংসা করিতে হইলে পুনঃজন্ম আনিতে হয়। সংস্কার বড় বালাই হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে মীমাংসা কোথায়। জগতে যাহা আছে তাহা আছে, যাহা নাই তাহা নাই, তবে সংস্কার গুণে নানারকম কহি ও বলি। এই সংস্কারটিও নিত্য হয়, যদি ইহা নিত্য না হইত তাহা হইলে শান্তি কোথায় থাকিত। সংস্কার গুণে শান্তি হয়, সংস্কার কি অন্য রহস্যে বলা হইয়াছে।

যাহা নিত্য হয় বাস্তবিক তাহাই সত্য হয়, নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ সত্য ব্যতীত কিছুই নাই। কোন মানব কি কিছু ধ্বংশ করিতে পারিয়াছে। আবাহমান যাহা চলিতেছে, এখনও তাহাই চলিতেছে, অতীতে তাহাই ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবে, তবে সংস্কার গুণে নানা বর্ণ দেখি, নানা রকম বকি, নানা কর্ম্ম করি, কিন্তু ইহা সমস্ত সত্য হয়, কারণ নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই।

চুরি নিত্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে চুরি করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও নিত্য হয। রাজা ও প্রজা নিত্য হয, রাজা বড় হন, প্রজা ছোট হয়, অতএব বড় ও ছোট নিত্য হয়। দর্শন এক হইতে সমস্তকে আনিল, তবে সমস্ত জগৎ এক নয় কেন। কস্মিনকালে কি জগৎ এক ছিল, না বর্ত্তমানে এক আছে, না ভবিষ্যতে এক হইবে, তবে এক হইতে সমস্ত বলা বাতুলতা।

রহস্যের এক নিত্য হয় কারণ যাহা বলিবে তাহাই নিত্য হয় তৎকারণ ইহার পাপ ও পুণ্য নিত্য হয়। পাপ করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, পুণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ সমস্ত

নিত্য হয়। পাপ ও পুণ্য সংস্কারের খেলা হয়, এবং এই সংস্কারগুলি অবতারেরা করেন। সমাজ থাকিলেই অবতারের আবশ্যক হয়, কারণ অবতারের মুখ নিঃসৃত বাক্য নিত্য হয়।

অবতার বলিলেন—পরস্ত্রীহরণ করিলে পাপ হয়, প্রকৃতই পাপ হইল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই ইহার কারণ রাজা সাজা বিধান করিলেন। সমাজ বড় বালাই হয়, যে মানবের ভিতর সমাজ নাই, সে মানবেরা পশু অপেক্ষা অধম হয়, এবং এই মানব আকার পশুকে শূদ্র কহে, ফলতঃ শূদ্র অস্পর্শীয় জাত হয়, যদিও ইহারা পশুর মতন আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন কার্য্য লইয়া জগতে বিচরণ করে, তথাচ ধর্ম্ম বিহীন বলিয়া উহারা জগতে হেয় বলিয়া কথিত হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, ফলতঃ স্বাধীন ও পরাধীন নিত্য হয়। জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত ইহা কি বন্ধ করিতে পারিয়াছে। কাগজ ও কলম ও কালি আছে ইহার কারণ জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত যাহা কিছু মনে করে তাহাই লিখিতে পারে, কিন্তু কার্য্যে কি কিছু করিতে পারিয়াছে।

কাল ও খলা থাকিবে, রাজা ও প্রজা থাকিবে, অবতার ও শিষ্য থাকিবে, পণ্ডিত ও মূর্খ থাকিবে, অর্থাৎ ভূতের নিত্য যাহা আছে তাহা চিরকাল থাকিবে কারণ সমস্ত নিত্য হয়, অতএব যাহা নিত্য হয়, তাহাই সত্য হয়।

হে হিতাহিত! তুমি জ্ঞানের ও দর্শনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য কর, নিজে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া প্রাধান্য লইও না, তাহা হইলেই ক্ষীণ হইবে, ক্ষীণ হইলেই পরের অনুগ্রহে থাকিবে, কারণ ইহাও নিত্য হয় ইহাও জানিবে। দেখ, যদি সমস্ত এক হয়, তবে প্রত্যেক বিষয়ের ব্যভিচার দেখা যায় কেন। বিংশতি বৎসরের যুবা কি একবারে মাতৃ গর্ভ হইতে আসিতে পারে। কালের সহায় লইতে হয়, অতএব এক কোথায়। বীজ বপন না করিলে কি মানব হয়।

হে হিতাহিত! তুমি মনে কর একখানি পুস্তক হইল। পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে মুদ্রা যন্ত্রের আবশ্যক হইল, কাগজের আবশ্যক হইল এবং কালির আবশ্যক হইল। কাগজ কোথা হইতে হইল?

বস্ত্র হইতে হইল।

বস্ত্র কোথা হইতে হইল?

সূত্র হইতে হইল।

সূত্র কোথা হইতে হইল?

কার্পাস হইতে হইল।

কার্পাস কোথা হইতে হইল?

বৃক্ষ হইতে হইল।

বৃক্ষ কোথা হইতে হইল?

বীজ হইতে হইল।

বীজ কোথা হইতে হইল?

বৃক্ষ হইতে হইল।

এখন বীজ অগ্রে না বৃক্ষ অগ্রে হয়, ইহার মীমাংসা অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে করা হইয়াছে। বৃক্ষটি রূপান্তর হইয়া গেল।

কোথায় গেল।

পঞ্চ ভূতে গেল।

পঞ্চ ভূত কোথা হইতে হইল?

তাঁহার হইতে হইল।

কাহার হইতে হইল?

তাঁহার হইতে হইল।

এই তাঁহার ও কাহার লইয়া তানে নানেনা গান করিতে হয়, কিন্তু দর্শন এই স্থানে একটি সংজ্ঞা ধরিবে এবং ঐই সংজ্ঞা হইতে অন্য সমস্তকে সংজ্ঞা দিবে। জ্ঞান এই স্থানে জানিনা বলিয়া একটা

উপাধি ধরিবে, হিতাহিত বোবা হইয়া থাকিবে—এখন আবার দেখ পুস্তক লিখিল কে?

উত্তর। মানব।

প্রশ্ন। মানব কে?

উত্তর। মনুর সন্তান।

প্রশ্ন। মনু কে?

উত্তর। মন জাত।

প্রশ্ন। মন কে?

উত্তর। অনুনাসিক জাত।

প্রশ্ন। অনুনাসিক কে?

উত্তর। সহস্রার্দ্ধ।

প্রশ্ন। সহস্রার্দ্ধ কে?

এখন দেহ না আনিলে সহস্রার্দ্ধের অস্তিত্ব থাকে না, ইহার কারণ দেহ জাত বলিতে হইবে।

প্রশ্ন। দেহ কোথা হইতে হইল?

উত্তর। অন্ন হইতে হইল।

প্রশ্ন। অন্ন কোথা হইতে হইল?

উত্তর। ভূত হইতে হইল।

প্রশ্ন। ভূত কোথা হইতে হইল?

উত্তর। তাঁহার হইতে হইল।

আর উত্তর চলেনা কারণ তাঁহার ও কাহার লইয়া মহা গোল-যোগ উপস্থিত হইল, তবে প্রবেশীরা চালাক দাস বাবাজী বলিয়া একটী সংজ্ঞা করিল, আর জ্ঞানীরা জানিনা বলিয়া একটা উপাধি দিল, ফল সকলকার এক হইল। অনু হইতে অন্য সমস্ত সংযোগে ও বিয়োগে হইতেছে, ইহা বাস্তবিক ঠিক, কিন্তু বৃহৎ যদি টুকরা হইতে

পারে আর টুকরা হইতে হইতে যদি অনু হইতে পারে, তাহা হইলে অনু কেননা ফাঁকি হইতে পারে, ফাঁকি হইলেই ভূতে মিশ্রিত হইতে-বাধ্য হইল।

এখন ভূত কোথা হইতে হইল।

তাঁহার হইতে হইল। ফলতঃ ফল এক হইল।

দেখ বন্ধু—ইহা বলিয়া কি পুস্তক কিছুই নয় বলা যুক্তিসঙ্গত হয়, যখন পুস্তক হইতে প্রমাণ করিতেছ, যে পুস্তক কিছুই নয়, এবং পুস্তক প্রণেতা মানবও কিছুই নয়, খালি এক সত্য হয়, আর অন্য সমস্ত অসত্য হয়।

বন্ধু—এই বলিলে কি ভাল হয় না, যে ব্যক্তি এক সত্য হয় বলে, আর অন্য সমস্তকে অসত্য বলে, তাহার কহা ও বলা অসত্য হয়, কারণ নিজে অসত্য বলিতেছে। বন্ধু—নিত্য বলিলে কিছুই বালাই থাকেনা, কারণ পুস্তক হইতে তিনি পর্য্যন্ত নিত্য হয়, আর প্রণেতা হইতে তিনি পর্য্যন্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে সব মীমাংসা হইল, কারণ সমস্ত বজায় রহিল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত ও পুরুষকার ইহা সমস্তই নিত্য হয়, ইহার কারণ বিষয়ের আলোচনা করা বিধেয় হয়।

অহে জ্ঞান—দর্শন—হিতাহিত! তোমরা সকলে একত্রিত হও, কারণ একত্রিত হইলে বিশেষ কার্য্য করিতে পারিবে, বিশেষ কার্য্য করিতে পারিলে জগতে যশ লাভ করিবে, এবং যশ লাভ করিলে চিরকাল জীবিতাবস্থাতে থাকিতে পারিবে। দেখ, জ্ঞান যাহা বলে দর্শন তাহা স্বীকার করেনা, দর্শন যাহা বলে, হিতাহিত তাহা স্বীকার করে না, পরস্পরে প্রাধান্যের কারণ কেহই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না।

দৃশ্য হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে দর্শন হয়, কিন্তু হিতাহিত

উভয়ের নিকট উপস্থিত আছে। যে জ্ঞানী কিম্বা যে দার্শনিক হিতাহিতকে অবহেলা করিয়া উপরে উঠিল, সে আর নীচে নামিল না, কিন্তু সে নীচে হইতে হিতাহিতের দ্বারা উপরে উঠিয়াছিল, এইটি আর তাহার স্মরণ রহিল না, ইহার কারণ কতকগুলি ব্যক্তি স্থূলকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করে, কিন্তু এইটী জ্ঞান নাই যে, স্থূল দেহ আছে বলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছি।

দেহ ব্যতীত জ্ঞানের, দর্শনের ও হিতাহিতের অস্তিত্ব কোথায়—অন্ন ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব কোথায়—রূপান্তর ব্যতীত জগতের গতি কোথায়—ভেদ ব্যতীত যুক্তি কোথায়—ক্রিয়া ব্যতীত ফল কোথায়—ফল ব্যতীত আনন্দ কোথায়—আনন্দ ব্যতীত শান্তি কোথায়। অহে জ্ঞান—দর্শন—হিতাহিত। শক্তি ব্যতীত তোমাদিগের ক্রিয়া কোথায় আছে—মৃত্যুতে তোমাদিগের ক্রিয়া কই—শক্তি সর্ব্বত্র আছে, তবে মৃতাবস্থায় শক্তি অভাব হয় কেন—অতএব ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে অবস্থায় যেটি আবশ্যক হয়, সে অবস্থায় সেটি আপনি উদ্ভব হয়। কি আশ্চর্য্য রহস্য।

একটি ব্যতীত অপর একটি থাকিবার উপায় নাই। জগতে আধার ও আধেয় ব্যতীত কার্য্য হয় না, যদিও ইহা সমস্ত সংস্কার হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সমস্ত সত্য হয়, কারণ সংস্কার ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব কোথায়। যখন জগতে থাকিতে হইবে, তখন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। নিয়ম প্রতিপালন করিতে করিতে সংস্কারটি বদ্ধমূল হয়, সংস্কারটি বদ্ধমূল হইলে কার্য্যক্ষম হয়, কার্য্যক্ষম হইলে পরিশ্রমের ফল অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু তন্ময় হইলে শান্তি হয়, ফলতঃ সংস্কার থাকিবার দরুন জগতে কি উচ্চ কার্য্য সাধিত হইল।

যে বিষয়ে মনোযোগ দিবে সেই বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিবে

কারণ মনোযোগ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না। প্রথমে বিশ্বাস করিলে, বিশ্বাস করিবার পর কার্য্য করিতে সুরু করিলে, যত মনোযোগ গাঢ় হইতে লাগিল তত উৎকৃষ্ট ফল ফলিতে চলিল এবং যখন কার্য্য ও কারণ যোগ হইল তখন তন্ময় আসিল, তন্ময় আসিলে শান্তি বিরাজ করিল, ফলতঃ এই সমস্ত কার্য্য সংস্কারে হইল। জগতে যাহা কিছু হইতেছে, সমস্তই সংস্কার বলে হইতেছে. যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে জগৎকে কি করিয়া অনিত্য কহা যায়, বা সংস্কারকে কি করিয়া অনিত্য কহা যায়। যাহা স্বভাব তাহাই সংস্কার হয়, কারণ স্বভাব বিকৃত হইলেই সংস্কার হয়, আবার সংস্কার সিদ্ধ হইলেই স্বভাব হয়। প্রকৃত ও বিকৃত, সমস্তই মানবের উপর নির্ভর করে। যাহা অধিক জনে বলিল, তাহাই স্বভাব বলিয়া পরিগণিত হইল, যাহা অল্প জনে বলিল, তাহাই স্বভাব বিহীন হইল।

অবতার সমাজ গঠন করিতে আসেন এবং যিনি সমাজ গঠন করিতে পারিলেন তিনিই অবতার বলিয়া কথিত হইলেন। অবতার স্বভাব সিদ্ধ পুরুষ হন, কারণ বহুজন তাহাতে মুগ্ধ হয়। যথায় বহু জনের বাক্য এক হয়, তথায় স্বভাব বর্ত্তমান হয়। জগতে কত জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, আপাততঃ আছে ও ভবিষ্যতে কত হইবে কিন্তু সাধারণ জাগতিকজন কি উঁহাদিগের মত লইয়া জগতে চলে ও ফেরে, না উঁহাদিগের শিষ্য হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রায় সমস্ত জগৎ যে অবতারের শিষ্য হয় ইহা প্রমাণিত হইল।

কেন জাগতিকজন অবতারের শিষ্য হয়, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি অবতারেরা জ্ঞানকে ও দর্শনকে ও হিতাহিতকে এক করিয়া লইয়া কার্য্য অর্থাৎ লীলা করেন এবং উঁহারা সমস্তকে

নিত্য দেখেন, কারণ উঁহাদিগের নিকট অনিত্য কিছুই নাই। পাপ ও পুণ্য, মূর্খ ও পণ্ডিত, যশ ও অপযশ, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি এই সমস্ত সংস্কারগুলি নিত্য হয়। পাপ করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ নরক ভোগ করিতে হয়, পুণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ স্বর্গ ভোগ করিতে হয়, মূর্খ হইলে অপযশ হয়, আর পণ্ডিত হইলে যশ হয়। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে গুণই জাগতিকজনকে মুগ্ধ করে ইহা প্রমাণিত হইল, আবার যদি ইহা ঠিক হয়, অর্থাৎ জগতে গুণই মুগ্ধকর হয় তাহা হইলে যাহা মুগ্ধকর তাহাই পূজনীয় ইহা প্রমাণিত হইল।

মুনি কিম্বা ঋষি বলিলে' কতকটা প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু অন্য জন বলিলে তত হয় না, যদি অবতার বলেন, তাহা হইলে কোন কথাই নাই, কি আশ্চর্য্য রহস্য, সকলেই মানব হয়, তবে অবতার বলিলে গ্রাহ্য হয় কেন, কারণ উঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন। যে মানব যে বিষয় লইয়া উঁহাদিগের নিকট যাইবে, সে মানব বিষয়ে আনন্দ পাইবে কিন্তু মুনি, ঋষি ও পণ্ডিতেরা ইহা পারে না—মুনি, ঋষি ও পণ্ডিতেরা যে বিষয়টি জানে সে বিষয়টিতে ষাঁড়ের গজন লড়িতে পারে, অন্য বিষয় বলিলে ইহারা নিজের বিষয় আনিয়া ...লমাল করে, ইহার কারণ ইহাদের নিকট সর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসা নাই।

জ্ঞানের মীমাংসা জ্ঞানী করিতে পারে, দর্শনের মীমাংসা দার্শনিক করিতে পারে, হিতাহিত, হিতাহিতের মীমাংসা করিতে পারে, কিন্তু একটি অপর একটির পারে না, ইহার কারণ পরস্পরে পৃথক হয়। নিত্য করিয়া লইলে আর কাহারও সহিত বাকবিতণ্ডা থাকেনা, অর্থাৎ সাধু হইতে চোর পর্য্যন্ত সহজে মীমাংসা হয়, এবং মহাভূত হইতে ক্ষুদ্র ভূত পর্য্যন্ত মীমাংসা হয়, এবং বিশেষ হইতে সাধারণ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয়।

হে জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত! তোমরা যেমন এক দেহে আছ তেমন সকলে এক হও। জগতে মস্তমাঠ great field ফেলে রাখ, তাহা হইলে অন্য কতজন আর কত কি আবিষ্কার করিবে ক… জগতের মঙ্গল আরো কত হইবে। দেহ তোমাদের ব্যতীত … বলিয়া কথিত হয় না, আবার তোমাদের দোষও অনেক … তোমরা তিনটী একত্রিত হইয়া কার্য্য কর না, আবার যখন তিন… একত্রিত হইয়া কার্য্য কর, তখন মহাগুণী বলিয়া সর্ব্বসাধার… নিকট প্রিয় হও। আবশ্যকতা বড় বালাই হয়, যাহা আব… তাহা তোমরা উচ্ছেদ কর, কারণ স্ব স্ব প্রধান বলিয়া নি… পরিচয় দেও।

জগতে অবতার অবতীর্ণ হইয়া এই সব দুঃখ মোচন কর… কারণ তিনি সমস্তকে নিত্য দেখেন। জ্ঞানকে জ্ঞানের কার্য্য করি… বলেন, দর্শনকে দর্শনের কার্য্য করিতে বলেন, হিতাহিতকে হিতা… হিতের কার্য্য করিতে বলেন, কিন্তু সমস্ততে নিত্য রাখেন। … আশ্চর্য্য লীলা, কারণ কাহাকেও প্রাধান্য দেন না, আবার সকলকে প্রাধান্য দেন। জগতে অবতার আসিয়া এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য এক … এক পোষাক, এক পুত্রে বিষয় ভোগ এই সংস্কারগুলিকে ঠিক করি… দিয়া অবশেষে জগৎ হইতে তিরোহিত হন। জগতে মানব এক সংস্কার বলে কি কার্য্য অনায়াসে না সাধন করিতেছে। মানবের নিকট দুরূহ কার্য্য ইহ জগতে কিছুই নাই, যখন ক্রিয়া মানবের … হয়। তোমরা সকলে যথেষ্ট ভক্তি পুঁজি কর, বিশ্বাসকে গাঢ় কর, মস্ত মাঠকে সম্মুখে ফেল, পুরুষকার কর, আর সমস্তকে নিত্য অ… এক দেখ।

দর্শন। আপনি যাহা বলিলেন ইহা অত্যুৎকৃষ্ট হয়। আপনি নিত্য আনিয়া বড় বাঁধন শক্ত করিয়াছেন। অনেক দার্শনিক এক

কহে, কিন্তু আপনার এক অর্থাৎ নিত্য স্বতন্ত্র হয়। স্ত্রী ও পুরুষ এক হয়, আবার আলাহিদা হয় কারণ নিত্য হয়। পাপ ও পুণ্য নিত্য হয়, পাপ করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, কারণ সাজা নিত্য হয়, আবার পুণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ সুখ নিত্য হয়। আপনার মাথার ধারকে ধন্যবাদ দিই, কারণ যে, যে ধারে আক্রমণ করিবে, সে সেই ধারে মরিবে। আপনি জ্ঞানকে ও দর্শনকে ও হিতাহিতকে নিত্য কহেন, পুরুষকারকেও নিত্য কহেন, অবতারকেও নিত্য কহেন, আবশ্যকতাকেও নিত্য কহেন, সংস্কারকে ও নিত্য কহেন, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবে সমস্তই নিত্য ছিল, নিত্য আছে ও নিত্য থাকিবে, কিন্তু বর্ত্তমান হইতে সমস্তের মীমাংসা হইবে, আবার আপনি কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকে সীমাতে বদ্ধ করিতে চান না। আপনার নিত্য প্রকৃত নিত্য হয়, খালি কথার আড়ম্বর নয়, সমস্তই যেমন চলিতেছে এমনই চলিবে, কারণ সমস্তই নিত্য হয়। কিহে বন্ধু জ্ঞান—হিতাহিত! তোমাদের কিছু বলিবার আছে?

জ্ঞান ও হিতাহিত। আমাদের কিছুই নাই, কারণ নিত্য করিয়া তিনি সকলকেই বজায় রাখিয়াছেন। দেখুন, আমরা পরস্পরে কত গোলমাল করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি নিত্যকে অর্থাৎ একেকে আনিয়া সকলকার সহিত কি উৎকৃষ্ট মীমাংসা করিয়া দিলেন। যেমন নিত্য তেমনই এক রহিল, লাভের মধ্যে সবের মীমাংসা হইল।

দর্শন। তবে শান্তি হইয়া নিত্য হউক।

সকলে বলিল। শান্তি—শান্তি—শান্তি। এক—এক—এক। নিত্য—নিত্য—নিত্য। শিব—শিব—শিব।

এই শেষ।

ASHUTOSH DUTT, PRINTER,
93, AHEERETOLA STREET, CALCUTTA.